# ধর্ম্মপ্রচারক।

ভাগ ৩১শ। ] মেষ, বৃষ, মিথুন। সংখ্যা ১, ২, ৩।

# বিষয়সূচী।



# ধর্ম্মপ্রচারকের নিয়ম।

(১) ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। এই মাসিক মুখপত্র প্রতি সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ধর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং সমাচার প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির সহিত এই মাসিক পত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার সভ্য, শাখাসভা ও পোষকসভা এবং সংযুক্ত পাঠশালা, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতিকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতদতিরিক্ত যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৩ তিন টাকা মূল্য লইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের নিম্নে যদি মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে, তাহা হইলেই কেবল শ্রীমহামণ্ডল ঐ প্রবন্ধের জন্য উত্তরদাতা হইবেন।

(৪) ধর্ম্মপ্রচারকে সুবিধার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে হিন্দী-নিগমাগম-চন্দ্রিকা, উর্দ্দু-মহামণ্ডলসমাচার, মহারাষ্ট্রীয় ভারত-ধর্ম্ম এবং গুজরাতী শ্রীসনাতনধর্ম্ম এই চারি মুখপত্রেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। আর ও বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে 'ম্যানেজার ধর্ম্মপ্রচারক ৺ কাশীধাম, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

# धर्म्मप्रचारक

ভাগ-৩১শ। মেষ, বৃষ, মিথুন সংক্রান্তি। কলের্গতাব্দাঃ ৫০১১। সংখ্যা ১, ২, ৩।

## प्रार्थना ।

(संस्कृत)

प्रणमज्जनतापहारिणौ जगदुत्तरशक्तिधारिणौ ।
सततं शुभकारिणौ हरेश्चरणौ नः शरणं हि केवलम् ॥१॥
अवितर्क्यतनुत्वनिर्णयेऽप्यथ संश्रितचित्तचारिणः ।
धृतसम्भवसच्चिदात्मनश्चरणौ सत्करुणौ हरेर्नुमः ॥२॥
सर्वजीवहितैषित्वव्यापकत्वाद्विलक्षणः ।
अयतारसार्वभौमोऽसौ धर्म्मः श्रीभगवानिव ॥ ३ ॥

---

अभेदेऽप्यहमेवास्मि त्वद्विभूतिर्न मे भवान् ।
सच्चिदानन्द ! चित्सेश ! यतो वीचिः समुद्रजा ॥ १ ॥
त्वं सर्वज्ञः सर्वदर्शी करुणात्मन् ! जगद्गुरो ! ।
अल्पज्ञस्य च मे चित्ते दिव्यं ज्ञानं प्रकाशय ॥ २ ॥
विश्वमूर्ते ! कृपस्वैवं स्ववंशप्राणिषु प्रभो ! ।
यथा स्युः कुपथं हित्वा परात्मन्यात्मजोन्मुखाः ॥ ३ ॥
इदं विश्वं महादेव ! त्वत्तोऽजात्मकविग्रह ! ।
जायते लीयते चान्ते त्वय्येव जगदाश्रये ॥ ४ ॥
प्रलयान्ते रजोरूपिन् ! सर्वलोकपितामह ! ।
उत्पादयसि वैचित्र्यावहं सर्वं त्वमेव तत् ॥ ५ ॥
विष्णो ! त्वं सत्त्वमास्थाय सृष्टिलीलां विलक्षणाम् ।
रक्षस्यसिद्धघटनघटनायां पटीयसीम् ॥ ६ ॥
महारुद्र ! भवानेव विभाविततमोगुण ! ।
अपारसुषमागारसृष्टिधारापहारकः ॥ ७ ॥
तापहारिन् ! त्वदीयानां हृदयाविमयं हर ।
स्वान्तासद्वासनानाशात्कुर्वंस्तांश्च सदुन्मुखान् ॥ ८ ॥
येनैते द्वेषमुत्सृज्य सकृता भ्रातृभावतः ।
भवेयुर्भवतोऽनन्तमहिम्नां कीर्तने रताः ॥ ९ ॥
कृपाकटाक्षनिक्षेपपूर्वकं जगतां पितः ! ।
असत्कर्मविपर्यस्तान् स्वाम्यपुमान्समुद्धर ॥ १० ॥
नोचेदितोऽपि सुबलः कदा कालः समेष्यति ।
पतितोद्धारकेस्याख्यासार्थक्याऽऽपादनाय ते ॥ ११ ॥

याऽऽर्य्यजातिर्जगद्गुर्वी जगद्विजयिनी पुरा।
धर्म्मराज ! प्रमादेन जगद्भिक्षुकतां गता ॥ १२ ॥
इतोऽपि प्रबलोदण्ड: क एषां करुणार्णव ! ।
इदानीमप्यसङ्गो विरतिर्यन्न जायते ॥ १३ ॥
जीवानान्तु गतिर्नित्यं निम्नगाऽस्ति निसर्गत:।
पतितोद्धारकस्त्वञ्च स्मारयामि ततोऽभिधाम् ॥ १४ ॥
मोहनिद्रानमोव्याप्ते सदाऽऽर्य्यहृदये यथा।
ज्ञानज्योतिर्विकाश: स्याज् ज्ञानमूर्त्ते ! तथा कुरु ॥१५॥
आध्यात्मिकं सार्वभौममेकदेशित्ववर्जितम्।
सात्त्विकं ज्ञानमार्य्येषु ज्ञानात्मन् ! सुप्रकाशय ॥ १६ ॥
निजाभक्तिरभक्तानां भक्तचित्तैकसद्मग ! ।
हृत्कपाटमपावृत्य स्वीयां मूर्त्तिं प्रदर्शय ॥ १७ ॥
येनैते त्वामविस्मृत्य हृषीकेश ! प्रबोधिता:।
न भवेयु: स्वार्थपरा भूयोऽपीन्द्रियलोलुपा: ॥ १८ ॥
यज्ञेश्वर ! नरा यद्यप्याधुनिका: समस्तश:।
त्वद्रहस्यानभिज्ञाश्च प्रमादालस्यदोषत: ॥ १९ ॥
तथापि पूर्वजास्त्वेषां कर्म्मसद्मनि भारते।
आसन्नेव हि तत्त्वज्ञा भक्तास्तव पुरोन्नता: ॥ २० ॥
धिचार्यैतज्जगत्प्राण ! कृपयैषामतिम्पुन:।
कुरुष्व कर्म्मविज्ञानशक्तिसम्बद्धिलक्षणाम् ॥ २१ ॥
तपोमूर्त्ते ! त्वत्प्रभावविस्मृत्या दुर्गता अपि।
सन्तु त्वत्कृपयाऽकामवृता द्वन्द्वसहिष्णव: ॥ २२ ॥
दानमूर्त्ते ! प्रकृत्या त्वत्सेवाऽऽसक्तानिमान् कदा।
कर्त्तासि कलिपापघ्न ! सत्त्वदानपरायणान् ॥ २३ ॥
महाकाल ! युगाधार ! सृष्टिस्थित्यन्तकारिण:।
तवेच्छयाऽस्ति प्रत्येकयुगेऽन्ययुगसम्भव: ॥ २४ ॥
जगज्जनक ! विश्वात्मन् ! तस्मादभ्यर्थ्यतेऽधुना।
भूयात्सत्त्वगुणोपेत: कालोऽयमपि दुस्तर: ॥ २५ ॥
स्यु: कुपुत्रा: परं मात: ! कुमाता न श्रुता क्वत:।
शाध्येतान् भारतक्षोणि ! यथा स्युस्तव सेवका: ॥२६॥
व्यवहाररताश्चापि प्रवृत्तिश्चानुगामिन:।
'सत्येन लोका विजिता भवन्ती'तिमतस्थिता: ॥ २७ ॥
न च्युता मोक्षपदतो ये विप्रास्तेऽधुना प्रभो ! ।
विचलन्तोऽवलोक्यन्ते सत्यात्मन् ! किन्न पश्यसि ॥२८॥
इतोऽपि पश्य भगवन् ! तेजोरूप ! विपद्दशाम् !
निस्तेजस्का: शौर्य्यवीर्य्यहीना जाता जना: समे ॥२९॥
तस्माद्धैर्य्यमन:प्राणेन्द्रियशक्तिनियामकम्।
वितीर्य्याशु पुन: क्षात्रन्तेजो वर्द्धय वर्द्धय ॥ ३० ॥
अयि मातर्महालक्ष्मि ! भूय: संयोजय स्वकान्।
अपहृत्य सर्वदुःखान् बालानार्य्यजनान् धनै: ॥ ३१ ॥
प्रचीयताञ्च वाणिज्यं सर्ववृत्तिनिबन्धनम्।
येनैतद् भारतं भूयो लीलाभूमिर्भवेत्तव ॥ ३२ ॥
साक्षाद् याता विश्वकर्मन् ! शिल्पविद्यास्त्वधोगतिम्।
करापाङ्गेन भगवन् ! निजां स्मृत्वा समुद्धर ॥ ३३ ॥
स्वस्वधर्म्माधिकारानुसारं सर्वनियामक:।
धर्म्मरूप ! भवानेव सर्वेभ्यश्च फलप्रद: ॥ ३४ ॥
सर्वधर्म्माश्रय ! विभो ! नृणां सङ्कुचिते हृदि।
त्वत्सार्वभौमभावस्य प्रादुर्भाव: कदा भवेत् ॥ ३५ ॥
योगीश्वर ! विभो ! कृष्ण ! लीलयैतद्भवान् सदा
सृजत्यवत्यत्ति विश्वं योगेन निजकौशलात् ॥ ३६ ॥
अतोऽधुना त्वदुक्तस्य गीतोपनिषदि प्रभो ! ।
कर्मयोगस्य विज्ञानप्रसारोऽस्तु महीतले ॥ ३७ ॥
शक्तिस्ते विलसत्यकुण्ठतगतिर्या सर्वकार्य्येषु तत्-
साहाय्याश्रयतो व्यधिष्महि वयं यत्वै महान्तम्मखम्।
तं सम्पूर्य्य सुमङ्गलेन कृतिनो योज्या: प्रभो ! सन्तत-
मेतत्सत्त्व मन्त्रमेतदधुनोच्चार्य्याथ वन्दामहे ॥ ३८ ॥

---

## ( বাঙ্গালাভাষান্তর। )

( ১ )

হে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ! তোমাতে আমাতে।
অভেদ হ'লেও আমি রয়েছি তোমাতে।
অনাথজনের নাথ !
তুমি হে হৃদয়নাথ !

সিন্ধুর তরঙ্গ যথা তেমতি জগতে।
জীব ব্রহ্ম অভেদাত্মা সর্ব্ববেদমতে ॥

( ২ )

দয়াময় জগদ্‌গুরো! আমি ক্ষুদ্র অতি।
অল্পদর্শী জীব মাত্র মায়াভ্রান্ত মতি।
পূর্ণজ্ঞানময় তুমি,
সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামী,
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শিব শান্তরতি।
প্রসন্ন হইয়া দাও সুমতি সম্প্রতি ॥

( ৩ )

কৃপাসিন্ধো! ক্ষুদ্রবুদ্ধি প্রেরিয়া আমার।
কৃপা করি অন্তরেতে সর্ব্বসারাৎসার।
প্রকাশ জ্ঞানের প্রভা,
বিবেকবৈরাগ্যবিভা,
দূরে যা'ক্ অজ্ঞানান্ধ মোহমূলাধার।
হউক্ আনন্দ স্ফূর্ত্তি সতত অপার ॥

( ৪ )

সর্ব্বনরনারীসত্ত্বরূপী বিশ্বরূপ!
বিরাট পুরুষ প্রভো চৈতন্য স্বরূপ!
কর কৃপা করি সবে,
কেহ যে'ন নাহি ভবে,
তব অংশ জীবগণ কভু কোন রূপ।
না হয় বিপথগামী বুঝি আত্মরূপ ॥

( ৫ )

তোমারি সে সত্য আত্মস্বরূপ স্বরূপ।
পরম আনন্দ পায় হ'য়ে একরূপ।
তব দিকে অগ্রসর,
যে'ন হয় পরপর,
এরূপ বিধান দান সবে সর্ব্বরূপ!
সর্ব্বাধার সর্ব্বমতিগতিরতিরূপ ॥

( ৬ )

মহাদেবী-আলিঙ্গিত তুমি মহাদেব।
তোমা হ'তে এই বিশ্বসংসার উদ্ভব।
পুনঃ কালগ্রস্ত হয়,
তোমাতেই পায় লয়,
তুমি পিতা সকলেরি প্রভু দেবদেব!
তুমি মাতা জগতের দেব-আদিদেব ॥

( ৭ )

সর্ব্বলোকপিতামহ! প্রলয়াবসানে।
তুমিই সৃজিবে বিশ্ব পুনঃ রজোগুণে।
অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ,
অনন্ত সৃষ্টিও তূর্ণ,
পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুসারে যেরূপ যেখানে।
তোমা হ'তে হবে পুনঃ সেরূপ সেখানে ॥

( ৮ )

হে বিষ্ণো! তুমিই হ'য়ে সত্ত্বগুণময়।
এ হেন সৃষ্টির লীলা রক্ষ সমুদয়।
মহারুদ্ররূপী হর!
তুমিই সংহার কর,
এই শোভাপূর্ণসৃষ্টি-প্রবাহ-নিচয়।
হইয়া সময়ে পুনঃ তমোগুণময় ॥

( ৯ )

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিগুণেই তিন।
ধাতা, পাতা, হর্ত্তা, সৎ একই প্রবীণ।
এক হ'তে তিন হয়,
তিনে এক ভিন্ন নয়,
একই হইয়া দুই ক্রমে হয় তিন।
তিন দুই মিলি এক, একেই বিলীন ॥

( ১০ )

হে জীব-ত্রিতাপহারী! ত্রিতাপ সংহর।
জীবের মানসজাত দুঃখ দূর কর।
হৃদয়ের অবিনয়,
নাশ কর সমুদয়,
মনকে দমন কর কুবাসনাপর।
সুবাসনা অনুগত করহ অন্তর ॥

( ১১ )
যাহাতে মানবগণে ভুলি দ্বেষভাব।
পরস্পর মিলে মিশে রাখে ভ্রাতৃভাব।
তোমার অনন্ত সেই,
মহিমার কীর্ত্তনেই,
মহানন্দে যাপে কাল রাখিয়া সদ্ভাব।
হয় সদা পরস্পর নির্ম্মল স্বভাব॥

( ১২ )
হে জগতপিতঃ! তব জ্যেষ্ঠ পুত্রগণে।
আবার বারেক কৃপা বিতর এক্ষণে।
যদিও এ আর্য্যজাতি,
কুকর্ম্ম ভোগেতে মাতি,
আপনার অবনতি ক'রেছে অজ্ঞানে।
পুত্র তবু ক্ষমাযোগ্য পিতারই স্থানে॥

( ১৩ )
পতিতপাবন নাম তোমার যে হয়।
তার সার্থকতা যোগ্য এরূপ সময়।
ইহা ভিন্ন কোন দিন,
দুর্দ্দিনের হবে দিন,
যে দিন তোমার কৃপা পাইব নিশ্চয়।
এই সেই দিন প্রভো! এবে সমুদয়॥

( ১৪ )
একদিন ধর্ম্মরাজ! যেই আর্য্যজাতি।
ছিল জগতের গুরু প্রসিদ্ধসুখ্যাতি।
শৌর্য্য বীর্য্য আদি ল'য়ে,
বিশ্ববিজয়িনী হ'য়ে,
এক সত্যধর্ম্মাশ্রয়ে রক্ষি মনোমতি।
তাহার দুর্দ্দশা দুঃখ দারুণ সম্প্রতি॥

( ১৫ )
আজ সেই আর্য্যজাতি প্রমাদ নিদ্রায়।
অবিমৃষ্যকারিতার ঘোরে নিদ্রা যায়!!
অন্ন জল বিনা করে,
হাহাকার উচ্চৈঃস্বরে!
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন ফাটায়!
জগতের পিছু পিছু ভিখারিণী ধায়!!

( ১৬ )
হে করুণাসিন্ধো! বল ইহার অধিক।
কি দণ্ড হইবে আর হায় ধিক্ ধিক্!
ভোগ করি এত কাল,
দুঃখ দুর্ভোগের কাল,
না হ'ল তাহার অন্ত, ওহে প্রাণাধিক!
বাড়ে যে'ন দুঃখভোগ ক্রমেই অধিক॥

( ১৭ )
হে জগদীশ্বর! সেই স্বভাবানুসারে।
জীবগণ অহঙ্কারে মত্ত এসংসারে।
স্বাভাবিক গতি তার,
অসতের অনুসার,
অসৎ করম তাই সততই করে।
ভালমন্দ বিবেচনা না বুঝে অন্তরে॥

( ১৮ )
তুমিই উদ্ধারকর্ত্তা পতিতপাবন!
অসৎকরমকারী জনের শরণ।
সেই হেতু একমনে,
এক প্রাণে সর্ব্বক্ষণে,
স্মরিতেছি তোমাকেই জগত-পালন!
দীনবন্ধো! দয়াময়! অখিলতারণ!

( ১৯ )
দাও জ্ঞানমূর্ত্তে! এইরূপ দয়াবল।
যাতে এই মোহনিদ্রানিদ্রিত সকল,—
আর্য্য সন্তানের মনে,
সেই অন্ধকার ঘনে,
দূর করি জ্ঞানজ্যোতি বিকাশে প্রবল।
লাভ করে শান্তিসুখ জীবন-সম্বল॥

( ২০ )
জ্ঞানাত্মন্! সর্ব্বভূতে বিভেদবিযুত।
বিকারবিহীন সার্ব্বভৌম দৃষ্টিযুত॥

অধ্যাত্ম উন্নতিকর,
সাত্বিক যে জ্ঞানপর,
আর্য্যপ্রজা-হৃদয়েতে সে জ্ঞান সতত।
বিকাশ বিকাশ বিভো! বৈরাগ্য সহিত॥

( ২১ )

ভক্তমনোমন্দিরবিহারী! এসময়।
তব চিরভক্ত আর্য্য সন্তান-হৃদয়,—
দ্বার মুক্ত করি নিজে,
স্বয়ং ভক্তিরসে ম'জে,
দেখাও সে ভক্তবৃন্দে মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়।
পরম আরাধ্য যেই ভক্ত কাছে হয়॥

( ২২ )

যে মূর্ত্তি দর্শনে তব ভক্তে হৃষীকেশ!
তোমায় ভুলিতে নারে জানিয়া বিশেষ।
নাহি হয় স্বার্থপর,
প্রবল ইন্দ্রিয়পর,
কেবল তোমার মূর্ত্তি হেরি নির্ব্বিশেষ।
ভুঞ্জিবে সংসারে সদা আনন্দ অশেষ॥

( ২৩ )

তুমি সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর! মহিমা তোমার।
আলস্য প্রমাদ হেতু এ আর্য্য কুমার;
গিয়াছে ভুলিয়া সব,
ইহা অতি অসম্ভব,
ইহাদেরি পূর্ব্বজেরা ভক্ত যে তোমার।
ছিল মহাগুণশীল বিখ্যাত সংসার॥

( ২৪ )

আর এ ভারতভূমি মহাকর্ম্ম স্থল।
তমোগ্রস্ত আর্য্যগণ,
করি পুনঃ প্রাণপণ,
সচেষ্ট সযত্ন যাহে হইয়া সকল।
বুঝিতে সমর্থ হয়, কর্ম্ম-শক্তি-বল।

( ২৫ )

তপোমূর্ত্তে! তোমারই মহিমা বিস্মরি।
ভারতবাসীর দুঃখ দিবসশর্ব্বরী।
এরূপ করুণা কর,
যাতে তারা পরস্পর,
সুখ দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব সব সহ্য করি।
হয় কর্ম্মবীর ভবে কাম পরিহরি॥

( ২৬ )

যদ্যপি হে দানমূর্ত্তে! আর্য্যপুত্রচয়।
অদ্যাপি স্বভাব হেতু তোমার সেবায়।
সদা রহে তৎপর,
কিন্তু হে পরাৎপর!
যথার্থ স্বরূপ তব সত্য ভুলি রয়।
সর্ব্বজ্ঞ! জানিছ তুমি নিত্য সমুদয়॥

( ২৭ )

হে কলি-কলুষহর! কর সেই রূপ।
জানা যায় যাহা হ'তে তোমারি স্বরূপ।
তেমনি প্রেরণা কর,
যাতে সত্ত্ব গুণপর,
দানের মহিমা বুঝি সত্বের স্বরূপ।
আয়োদ্ধারে শক্ত হয় সবে সর্ব্বরূপ॥

( ২৮ )

মহাকাল! তুমি হও দ্রষ্টা সকলের।
এ বিশ্ব সংসার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের।
চারিযুগকর্ত্তা হও,
সর্ব্বসাক্ষী রূপে রও,
তোমার দয়ায় প্রতি যুগেই যুগের;
আবির্ভাব হয় কালে বলে নিয়মের॥

( ২৯ )

হে জগৎপিতঃ! কর করুণা এমন।
সত্বগুণে পূর্ণ হ'ক সমর এখন।

সত্যনিষ্ঠ সবে হয়,
দয়াপূর্ণ সহৃদয়,
ধ্যান দান তপস্যাই করি আচরণ।
রক্ষে সনাতন ধর্ম্ম করিয়া যতন॥

( ৩০ )

আর্য্যকুল মাতা তুমি ভারতজননি!
কুপুত্র জনমে বহু দিবসরজনী।
কভু নাহি শ্রুত হয়,
কুমাতা কখন হয়,
হে মাতঃ! এ মন্দমতি বালগণ জানি।
স্বস্নেহ প্রকাশ দ্বারা সদা কৃপা দানি;—

( ৩১ )

এরূপ শাসন কর সন্তানে তোমার।
যাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝি আপনার।
তব সেবারত হয়,
পরস্পর মিলি রয়,
আত্মোন্নতি মহামন্ত্র সাধি অনিবার,
লভে সিদ্ধি শুভময়ী আনন্দ অপার॥

( ৩২ )

হে সত্যস্বরূপ! সত্য তোমারি কৃপায়।
অগ্রজন্মা দ্বিজগণ নিঃশ্রেয়স পায়।
তোমারি প্রভাবে তারা,
থেকেও সংসারে যারা,
তোমারি প্রবৃত্তি মার্গ অনুসারে ধায়।
মোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছে তায়॥

( ৩৩ )

অথণ্ড্য প্রারব্ধবশে তোমায় বিস্মরি।
জগৎকল্যাণকর স্বরূপ না হেরি।
তাই সে ব্রাহ্মণগণ,
করে এবে আকিঞ্চন,
কর কৃতকৃত্য তুমি বাঞ্ছাপূর্ণকারী!
দর্শনপিপাসা আশা পরিপূর্ণ করি॥

( ৩৪ )

হে তেজঃস্বরূপ! এবে ভারতসন্তান।
অধোনিপতিত তাই নিস্তেজ পরাণ।
চঞ্চল হৃদয় মতি,
শৌর্য্য বীর্য্য হীনগতি।
পুরুষার্থ তেজস্বিতা আদি গুণ জ্ঞান।
সর্ব্বস্ববিহীন মাত্র আলস্য প্রধান॥

( ৩৫ )

যেই জ্ঞানপূর্ণশক্তি দ্বারা মনঃপ্রাণ।
নিয়মে করয়ে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়সন্তান।
সেই ধৈর্য্যশক্তি আর,
সর্ব্বক্ষম অনিবার,
সম্মুখে হে'য়েও মৃত্যু না করে প্রয়াণ।
উৎপাদিয়া সেই শক্তি ক্ষাত্রতেজ দান॥

( ৩৬ )

বিষ্ণুপ্রিয়ে মহালক্ষ্মি! সৌভাগ্য নিদান!
তোমারি অকৃপাহেতু সত্যধর্ম্ম প্রাণ?
আর্য্যকুল, ধন, ধান্য,
বলবুদ্ধিলক্ষ্মীশূন্য,
স্নেহময়ী মাতা তুমি করি কৃপাদান।
শান্ত কর দুঃসময়ে দুঃস্থ-মনঃপ্রাণ॥

( ৩৭ )

তোমারি করুণাপাত্রী যেই আর্য্যজাতি।
কর কৃপা এইরূপ ইহায় সম্প্রতি।
এ দুর্দ্দিনে উপযুক্ত,
বৈশ্যকর্ম্ম ধর্ম্মযুক্ত,
আচরিত হ'য়ে সদা বিধানে উন্নতি।
হয় পুন এ ভারত তব লীলা-ক্ষিতি॥

( ৩৮ )

হে বিশ্বকর্ম্মন্! যেই সময় হইতে।
শূদ্রগণ সেবা ধর্ম্ম শিল্প বিদ্যা হ'তে।

হ'য়ে ভ্রষ্ট নষ্ট চিত,
বিস্মরি আপন হিত,
সেই হ'তে আর্য্যগণ যায় অধঃপাতে।
শিল্পীর অভাব তাই ঘটিল ভারতে॥

( ৩৯ )

শিল্পিরাজ! তুমি তথা করুণা প্রদান।
ত্রিতাপে তাপিত এই ভারত সন্তান।
যথা শিল্পোন্নতি করি,
সর্ব্ব দুঃখ দূর করি,
তোমারি অতুল সেই মহিমা প্রধান।
সবে মিলি সর্ব্বদাই করে সুখে গান॥

( ৪০ )

ধরমস্বরূপ! তুমি সর্ব্বজীবগণ।
যথাযোগ্য অধিকারে করিয়া রক্ষণ।
স্ব স্ব ধর্ম্ম অধিকারে,
যথা বিধি অনুসারে।
দানিছ করম মত ফল সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্বফলময় সর্ব্বজগতজীবন!!

( ৪১ )

সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয় বিভো! আর্য্য সন্তানের।
বিনাশি সঙ্কোচ ভাব সর্ব্ব হৃদয়ের।
তব সার্ব্বভৌম আর,
সর্ব্বলোক-হিতকর,
দে'থাও মঙ্গলময় স্বরূপ তাদের।
হ'ক ধন্য ধন্য আত্মা তায় সকলের॥

( ৪২ )

যোগেশ্বর ভগবন্! যোগযুক্ত হ'য়ে।
অনন্ত বৈচিত্র্য পূর্ণ সৃষ্টি লীলা ল'য়ে।
করিতেছ তুমি লীলা,
প্রকাশিছ মায়া খেলা,
সৃজিছ পালিছ পুনঃ ভাঙ্গিছ প্রলয়ে।
সুকৌশল কর্ম্মযোগ নিত্য প্রকাশিয়ে॥

( ৪৩ )

এরূপ করুণা কর এবে যোগেশ্বর!
মুখপদ্মবিনিঃসৃত সেই যে তোমার।
গীতোপনিষদ উক্ত,
কর্ম্মযোগ বিজ্ঞনোক্ত,
বিপুল বিকাশ পায় অন্ধকারহর।
আর্য্যসন্তানের মনে নিত্য নিরন্তর॥

( ৪৪ )

প্রভো! তব সর্ব্বকার্য্যে বিকুণ্ঠারহিতা।
সনাতন ধর্ম্মকর্ম্মে সদা সমুদ্যতা।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠরূপ,
তোমারই অনুরূপ,
কার্য্যাত্মিকা মহাশক্তি সর্ব্ব-সম্মানিতা।
সর্ব্বকার্য্যে নিয়োজিকা কর্ম্মপরিচিতা॥

( ৪৫ )

সেই শক্তি সাহায্যেই আজ্ঞাধীন তব।
এই মহাযজ্ঞ স্থিতি হ'য়েছে সম্ভব।
হে নাথ! এ মহাযজ্ঞ,
দিন দিন হ'য়ে যোগ্য,
বৃদ্ধি পায় পূর্ণতায় যাতে সুসম্ভব।
ইহাই প্রর্থনা, কর সর্ব্ব শুভোদ্ভব॥

( ৪৬ )

হে পরমাত্মন্! তব কৃপাপ্রাপ্তি তরে।
"ওঁ তৎসৎ" তব মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে।
তব পাদপদ্ম প্রতি,
বার বার করি নতি,
চৈতন্য স্বরূপ তোমা চিন্তিয়া অন্তরে।
"ওঁ শান্তি" "ওঁ শান্তিঃ" স্মরি প্রাণভ'রে॥

---

## মঙ্গলাচরণ।

ভব-ভবলয়কর যমভয়হরণ !
নতজনগণপর পদতলশরণ !
নবনবরসভর ফলবরঘটক !
জয় জয় জগদঘহর নরনটক !!
নমো নমো বিশ্বপতে !
দীন হীন ক্ষীণগতে !
স্মৃষ্টি স্থিতি লয়মতে !
প্রভো দয়াময় !
তুমি তৎ সৎ সত্য,
চিদানন্দ শুদ্ধ নিত্য,
এক পরমার্থ তত্ব,
জয় জয় জয় ॥
তুমি মাতা, পিতা তুমি,
নিখিল জগতস্বামী,
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী,
তুমিই আশ্রয়।
সদানন্দময় ধাম,
সুখ শান্তি অবিরাম,
পূর্ণব্রহ্ম আত্মারাম,
জয় জয় জয় ॥

## কাশীতীর্থ।

আজ কাল এই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকময় শিক্ষা যুগে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কোন শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়েই কোন বিষয়ের কোন প্রকার বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিতে না পারিলে এখনকার কাহাকেও কোন বিষয় বলিবার বা বুঝাইবার উপায় নাই; এখন প্রতি বিষয়ের প্রতি বাক্যে বিজ্ঞান, প্রতি প্রবন্ধে যুক্তি এবং প্রত্যেক যুক্তিতে প্রত্যক্ষীভূত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ভিন্ন কেহ কিছুই বিশ্বাস করিতে সম্মত হয় না। সুতরাং আলোচ্য বিষয় মাত্রেই বিজ্ঞানের সহিত যুক্তি যুক্ত প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা প্রবন্ধকারের একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় সর্ব্ব প্রথমেই প্রদর্শিত হইতেছে যে, সংসারে যেরূপ সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ মানবদেহে যতগুলি অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে মস্তকই উত্তমাঙ্গ বলিয়া শ্রেষ্ঠ হয়। সেইরূপ এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বদেশশ্রেষ্ঠ এই ভারতবর্ষে যতগুলি প্রদেশ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কতকগুলি অত্যুত্তম পবিত্র স্থল বিশেষের নাম তীর্থ বলিয়া প্রধানতঃ উক্ত হইয়া থাকে। যথা কাশী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, চন্দ্রশেখর, কামাখ্যা প্রভৃতি।

বিশেষতঃ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ সকলের ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকারাদি ও লক্ষিত হয়। একদেশের লোক কৃষ্ণবর্ণ, একদেশের লোক শ্বেতবর্ণ, আবার একদেশের লোক কৃষ্ণও নয় শ্বেতও নয় উভয় বর্ণের বিমিশ্রিত রূপ। যখন দেশভেদে এইরূপ আকার প্রকারাদির ভেদ স্বতন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়। তখন পৃথিবীর মধ্যে দেশ বিশেষের যে গুণ বা মাহাত্ম্য সম্ভবপর হইতে পারে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? দেশভেদে শারীর স্বাস্থ্যেরও ভেদ বেশ অনুভূত হয়। কারণ এক একদেশের জল, বায়ু ও খাদ্যাদি এক এক প্রকার। যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ দেশের পৃথক্ পৃথক্ জল বায়ু ও খাদ্যাদি হেতু মানুষ সকলেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকার প্রকারাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ দেশ সকলেরও

পৃথক্ পৃথক্ গুণ মাহাত্ম্য থাকা অসম্ভব নহে। এইজন্যই সর্ব্বজ্ঞ দেববৃন্দ এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষি সকল সেই সেই দেশ বিশেষের বিশেষ গুণ এবং বিশেষ মাহাত্ম্যাদি বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সেই দেশ সমূহকে পুণ্যপ্রদ তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও অনেক যুক্তি তর্ক বিজ্ঞান প্রমাণ দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানবের মস্তিষ্ক মণ্ডলই সকল কার্য্যের একরূপ আধার স্বরূপ, মানুষের কি আন্তর কি বাহ্য যতপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প, যতপ্রকার নিশ্চয় বুদ্ধি এবং যত প্রকার স্মরণ মনন চিন্তনাদি কার্য্য হয়, তৎসমস্তই মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রীভূত সর্ব্বাধারস্বরূপ মস্তিষ্ক হইতেই প্রথম উদয় হইয়া থাকে। মানুষ সকলের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মানুরাগ এবং দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানসিকী বৃত্তিগুলিও এক একটী স্বতন্ত্র স্থানে মানুষের মস্তিষ্ক মণ্ডলে নির্দ্দিষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। যদি মানুষের মস্তিষ্ক মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির একটী স্বতন্ত্র স্থান, কর্ম্মপ্রবৃত্তির একটী স্বতন্ত্র স্থান, কাম প্রবৃত্তির একটী স্থান, অর্থ প্রবৃত্তির একটী স্থান এবং সুখ প্রবৃত্তির একটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকা সম্ভব হয়। তাহা হইলে ভূমণ্ডলমধ্যে আমাদের কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি তীর্থস্থানের বিশেষ বিশেষ গুণও মাহাত্ম্য থাকা যে কেবল কল্পনাপ্রসূত অযথার্থ অর্থবাদপূর্ণ কাহিনী, এইরূপ চিন্তা করাও কর্ত্তব্য নহে।

সাধারণতঃ তীর্থ অর্থাৎ যাহা হইতে জীবগণ পাপোত্তীর্ণ হয়। এই নিমিত্ত তীর্থ মাত্রেরই সাধারণ গুণ বা মাহাত্ম্য এই যে, তীর্থ প্রাপ্তিমাত্রই সর্ব্ববিধ পাপের ক্ষয় হয়। তীর্থ বলিতে জঙ্গম, মানস এবং স্থাবর এই তিনকেই বুঝায়। জঙ্গমতীর্থ অর্থে গতিশক্তিবিশিষ্ট তীর্থ, যথা ব্রাহ্মণাদি সাধু মহাত্মা সকল।

"ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थं निर्म्मलं सार्व्वकामिकम्।
येषां वाक्योदकेनैव शुध्यन्ति मलिनो जनाः॥"

काशी खण्ड।

'ব্রাহ্মণাঃ' এই পদটী বহুবচনান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ—উপলক্ষিত সাধুমহাত্মাদি বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সাধু মহাত্মা সজ্জন মাত্রই সর্ব্বকামপ্রদ পবিত্র জঙ্গম তীর্থ। যে ব্রাহ্মণাদি সাধুবৃন্দের সত্যবাক্যরূপ জলদ্বারা মলিন পাপী জন শুদ্ধ বা পবিত্র হইয়া থাকে। এই হেতুই উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের সংসর্গ হইতে নিকৃষ্ট পাপীরও উন্নতির সম্ভাবনা হইতে পারে। অপকৃষ্ট সংসামান্য ক্ষুদ্র কীট যেমন উৎকৃষ্ট কুসুমের সংসর্গ হইতে মহাত্মার শিরোদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অধম পাপী জন যে উত্তম পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণ সাধু প্রভৃতি সুপবিত্র জঙ্গম তীর্থের সংসর্গে পুণ্যাত্মা হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

মানসতীর্থ বলিতে প্রধানতঃ সত্য ক্ষমাদি মানসিক বৃত্তি গুলিকেই বুঝায়।

अगस्तिरुवाच।
शृणु तीर्थानि गदतो मानसानि ममानघे।
येषु सम्यक् नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम्॥
सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः।
सर्व्वभूतदया तीर्थं सर्व्वत्रार्ज्जवमेव च॥
दानं तीर्थं दमस्तीर्थं सन्तोषस्तीर्थमुच्यते।
ब्रह्मचर्य्यं परं तीर्थं तीर्थञ्च प्रियवादिता॥
ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थं पुण्यं तीर्थमुदाहृतं।
तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिर्मनसः परा॥
एतत्ते कथितं देवि मानसं तीर्थलक्षणम्।

काशीखण्ड।

তপোনিষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্তি সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রাকে বলিয়াছেন যে, হে নিষ্পাপে! মানস তীর্থ সকল আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর! যে মানসতীর্থসমূহে স্নান করিয়া মানব পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বত্র সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য এবং পুণ্যকর্ম্ম মাত্রই মানস তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্ববিধ মানস তীর্থের মধ্যে মনের বিশুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। হে দেবি! এই তোমাকে মানসতীর্থ লক্ষণ বলা হইল। সত্য ক্ষমাদি মানস তীর্থে,
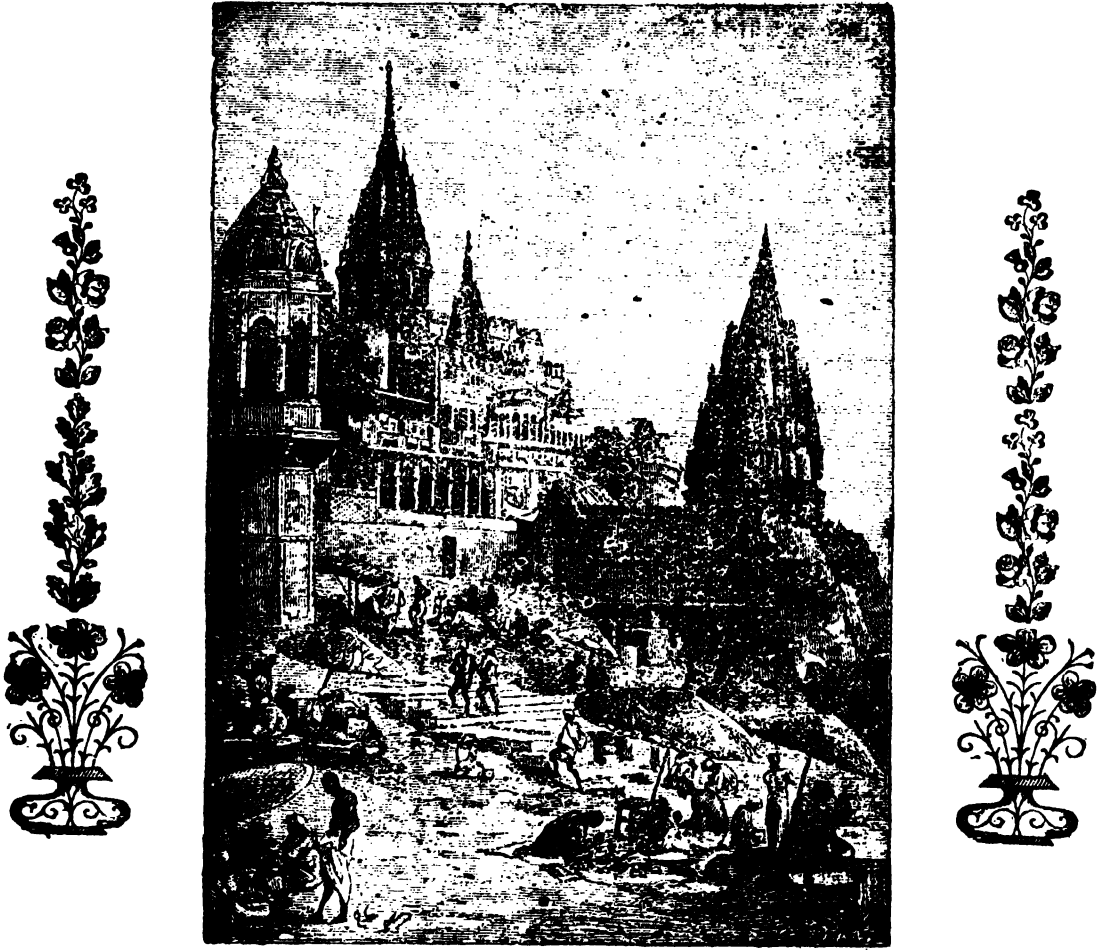
জলে স্নানের ন্যায় স্নান সম্ভবপর না হইলেও বিশুদ্ধ মনে সত্য ক্ষমাদি পালন করিতে পারিলেই স্নানবৎ কার্য্য হয়, অর্থাৎ তজ্জন্য মনঃশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যাত্মা হওয়া যায়।

স্থাবর তীর্থ বলিতে পৃথিবীর যত প্রকার পবিত্র স্থানকেই জানা যায়। তন্মধ্যে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, দ্বারাবতী, এই সপ্ত পুরীই মোক্ষপ্রদায়িনী।

**अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्चीह्यवन्तिका।**
**पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः॥**

এই সপ্ত পুরীর মধ্যে পবিত্রতম মহাতীর্থই কাশীপুরী, স্থাবর তীর্থ সম্বন্ধেও মহামুনি অগস্তি কহিয়াছেন যে—

**भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं शृणु।**
**यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः॥**
**तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित् पुण्यतमाः स्मृताः।**
**प्रभावादद्भुताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा॥**
**परिग्रहान्मुनीनाञ्च तीर्थानां पुण्यता स्मृता।**

তস্মাদ্ ভৌমেষু তীর্থেষু মানসেষু চ নিত্যশঃ ॥
উভয়েষ্বপি যঃ স্নাতি সযাতি পরমাং গতিম্ ।

কাশীখণ্ড ।

হে দেবি! ভৌম অর্থাৎ স্থাবর তীর্থসমূহের পুণ্যের প্রতি কারণ কি তাহা শ্রবণ কর! যেরূপ মানবের শরীরের মধ্যে কোন কোন অঙ্গ পবিত্রতম বলিয়া জানাযায়, সেইরূপ পৃথিবীর মধ্যেও কোন কোন স্থান পুণ্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। যেহেতু সেই সেই পুণ্যতম স্থানের ভূমি সকল, জল সকল এবং তেজোরাশির আশ্চর্য্য জনক প্রভাব হইতে আর সেই সেই স্থানে মুনিঋষিগণের আগমনাদি হেতু স্থাবর তীর্থসমূহের পুণ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হেতু যে ব্যক্তি উক্ত মানস ও স্থাবররূপ উভয় তীর্থে নিত্য স্নান করে, সেই ব্যক্তি পরম গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইতে পারে।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ সমগ্র ভারতবর্ষকেই পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ—সত্য সনাতন ধর্ম্ম একমাত্র ভারত ভূমিতেই আবহমান কাল পরম আরাধ্য এবং সকল ভারতবাসী কর্ত্তৃক বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা সদ্ভাবে আচরণীয় হইয়া আসিতেছে। এক সত্য সনাতন ধর্ম্ম প্রভাবেই সৎ কর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্র এই ভারতভূমি। এই ধর্ম্ম প্রধান ভারতবর্ষেই ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রাদি নামে বহু তীর্থস্থল পরিলক্ষিত হয়। ভারতবাসী চিরকালই ধর্ম্ম-ভীরু, ধর্ম্মের প্রভাবও ভারতবাসীর শিরায় শিরায় অস্থিতে অস্থিতে "সত্যমঙ্গল" রূপে নিয়ত প্রবহমান। যদিও সত্য ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মভূমি এই ভারতভূমির সমস্ত স্থানই পবিত্র, তথাপি পবিত্র হইতে পবিত্রতমজ্ঞানে ভারতভূমির স্থল বিশেষের নাম তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই তীর্থ সমূহের মধ্যে কাশী তীর্থই শ্রেষ্ঠ। এই কাশী তীর্থের গুণ বা মাহাত্ম্য বাস্তবিকই অতুলনীয়। স্বয়ং ব্যাসদেবও এই পুণ্যতম কাশীতীর্থের পূর্ণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং অসমর্থ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই মহামহিমময় পুণ্যতম কাশীতীর্থের মাহাত্ম্য সকল একত্র সংগ্রহ করিতে উপনিষদ্ পুরাণ তন্ত্রাদি দৃষ্টিপর হইলে অন্ত একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের অবতারণা করিতে হয়। নিজের পরমপূজ্য পিতৃদেবের যশোগান স্বগৃহস্থিত স্বজন স্বগণের মুখে শুনিতে যে আনন্দ, বিদেশবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মুখে তাহা শুনিলে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভূত হয়। এই হেতু কাশী সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু দুই চারি জন প্রধান ইংরাজ পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অগ্রে সহৃদয় পাঠক-গণকে জানাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

সুপণ্ডিত সেরিং সাহেব কাশীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া-ছেন যে, "পৃথিবীতে যত পুরাতন নগরী এখন বিদ্যমান, তন্মধ্যে কাশীই সর্ব্বপ্রধান।" "রেভারেণ্ড সি ফিলিপ কেপ সাহেবও উহাই বলেন। সার ডবলু হাণ্টার সাহেব বলেন যে, আর্য্য সভ্যতার উষাকাল হইতে বরণা এবং গঙ্গার সম্মি-লন স্থানে যে বারাণসী নগরী বিদ্যমান আছে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্টের স্কুল অব্ আর্টের সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্সি-পাল মিষ্টার ই, এইচ, হাবেল সাহেব, পূর্ব্বোক্ত হাণ্টার সাহেবের উক্তিকেও অতিক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, আর্য্য-জাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্ব হইতে এই বেনারস্ (কাশী) আদিম সূর্য্য উপাসকগণের কেন্দ্রস্থান ছিল বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধা নাই।

স্যর উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব বলেন যে, বেনারস হিন্দু-ধর্ম্মের রাজধানী।

হাবেল সাহেব কাশীকে কেবল হিন্দুধর্ম্মের রাজধানী বলেন না, তাঁহার মতে দুইটী প্রধান ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান মূল ও কেন্দ্রস্থান এই কাশী। হাবেল সাহেব আরও বলেন, বেনারসের প্রস্তর নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় ঘাট অট্টালিকাদির সৌন্দর্য্যই যে উহার প্রধান আকর্ষণ, তাহা নহে। সমগ্র ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম বিশ্বাস ইত্যাদি নানারূপ জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহার্থে এই কাশী নগরী একটি ছোটখাট অক্ষয় ভাণ্ডার।

রেভারেণ্ড কেপ লিখিয়াছেন যে, রোম সৃষ্টির পূর্ব্বেই কাশী প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া সমস্ত

ধার্ম্মিকহিন্দুর পূজা পাইয়া আসিতেছে। কাশী একাধারে হিন্দু ধর্ম্মের অক্সফোর্ড ও মক্কা।

পাদরী এডুইন্ গ্রীভ্স তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—রাজনীতির নদীতীরের দৃশ্য এদেশে অদ্বিতীয়। প্রাতে ডফ্রিন্ পুল এবং সায়াহ্নে রামনগর হইতে দৃশ্য অতীব সুন্দর। গঙ্গানদীর অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি দৃশ্যকে রমণীয় করিয়া করিয়া তুলিয়াছে। বিস্তৃত জল, উচ্চ সিঁড়ি, মধ্যে মধ্যে মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষ, কয়েকখানি নৌকা ও মস্জিদের মিনার সমস্ত মিলিত হইয়া যে দৃশ্য হইয়াছে, তাহা অতীব মনোমুগ্ধকর।

পরমভাগবত মহাপণ্ডিত পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয় ব্যাপারে যেসময় বৌদ্ধমত খণ্ডনাভিপ্রায়ে এইদেশে সশিষ্যে আগমন করেন। সেই সময় একদিবস কোন এক গোপপল্লীতে রাত্রিকালে অবস্থান নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, সেই গোপগণ সন্ধ্যাবেলায় পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, "এখন ও কেন বালকগণ গো-সকলকে লইয়া গৃহে আসিতেছেনা? অন্যদিনত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা গো-পাল লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়, আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, এখন ও কেন আসিতেছেনা? অবশ্যই তাহাদের গো-সকল লইয়া কোন বিপদ হইবার সম্ভব।" কিছুক্ষণ পরেই রাখালগণ স্ব স্ব গো-পাল লইয়া গৃহে আসিলে গোপগণ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোদের এত বিলম্ব হইল কেন?" রাখালগণ বলিল যে, "আমাদের গো-পাল সকল কাশীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই তাহাদিগকে একত্র করিয়া আসিতে আজ বিলম্ব হইয়াছে।" গোপ-বালকদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাশীর বন এখান হইতে কতদূরে অবস্থিত? রাখালগণ বলিল যে, এত নিকটেই কাশীর বন দেখা যায়। তৎশ্রবণে আচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, শুন গোপগণ! কাল প্রভাতে যখন তোমাদের রাখাল সকল গো-চারণ করিতে যাইবে। তখন আমরাও তাহাদিগের সঙ্গে যাইব, কারণ আমরা কাশীর বন দেখিব। গোপগণ আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া সন্তোষ সহকারে কহিল, যে আজ্ঞা। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে আচার্য্যদেব সশিষ্যে গোপবালকগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সেই রাখালগণের প্রদর্শিত পথে চলিতে চলিতে অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই কাশীর বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাশীর বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেব শঙ্করাচার্য্য সমস্ত শিষ্যমণ্ডলকে আদেশ করিলেন যে, "এই সেই শিবের ত্রিশূলে স্থিত নির্ব্বাণ ক্ষেত্র কাশীধাম, ইহার পূর্ব্বে উত্তরবাহিনী গঙ্গাদেবী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রবহমানা, দক্ষিণে অসি নদী এবং উত্তরে বরণা নদী আছে, এই কাশী পঞ্চক্রোশব্যাপিনী, এই সেই অবিমুক্ত কাশী তীর্থ, এই কাশী তীর্থেই অনাদি লিঙ্গ বিশ্বনাথ এবং অনাদি প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মহামায়া জগন্মাতা অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করেন। তোমরা সকলে একমত হইয়া এই বনমধ্যে অনুসন্ধান কর! এ সমস্তই দৃষ্টিগোচর হইবে। তৎশ্রবণে আচার্য্যদেবের আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক শিষ্যগণ বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন অভিপ্রায়ে প্রতি নিয়ত সেই বনের মধ্যে অনুসন্ধান পর হইয়া বহুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়াছিল। সেই সময় হইতেই পরমরাধ্যদেব শঙ্করাচার্য্য মহাভাগবতের স্বভাবসুলভ আবিষ্কারবুদ্ধিবলেই বহুকালের গুপ্তবন এই কাশীতীর্থ ভারতবাসীর নয়নপথে পতিত হইতে আরম্ভ হইল। কালে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি মন্দিরাদিও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের আগমনের পূর্ব্বে সকলে কেবল কাশীর নামই শ্রুত হইত, কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে কাশী দর্শন হইবারও সম্ভব ছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু আচার্য্যদেবের সশিষ্যে আগমনের পর হইতেই কাশীধাম ক্রমে সর্ব্বসাধারণের সুলভ হইল। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য শঙ্করদেব কাশী, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, উত্তরবাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথী এবং মহাশ্মশান মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া শাস্ত্রোক্ত বাক্য সত্য জ্ঞান পূর্ব্বক কাশীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন যে—

> मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः
> सा तीर्थवर्य्या मणिकर्णिका वै ।
> ज्ञानप्रवाहा विमला हि गङ्गा
> सा काशिकाहं निजबोधरूपः ॥

বাস্তবিক বুঝিতে হইলে কাশী অর্থে "কাশতে প্রকাশতে শিব ত্রিশূলোপরি যা পুরী, অথবা কাশয়তি প্রকাশয়তি ইদং সর্ব্বং যা পুরী সা কাশী।" অর্থাৎ শিবের ত্রিশূল-উপর প্রকাশমানা পুরী কাশী কিংবা এই বিশ্ব সংসারকে যিনি প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কাশী। শিবপুরী, বারাণসী, তীর্থরাজী, তপঃস্থলী, অবিমুক্তক্ষেত্র, আনন্দকানন, অপুনর্ভবভূমি, রুদ্রাবাস এবং মহাশ্মশান এই কাশীরই নামান্তর। এই কাশী তীর্থ যাহার নয়নগোচর হইয়াছে, সেই অবগত আছে যে, কাশীর উক্ত নামগুলি প্রকৃত যথার্থ, না কল্পিত। কাশী শিবের রাজধানী, শিবময়ই কাশী, মাতা বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী এই কাশীধামে থাকিয়া সর্ব্বদা সকলের সর্ব্ববিধ অন্ন পূর্ণ করিয়া থাকেন, আর পিতা বিশ্বনাথ সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ তাপাদি সমূলে নাশ করিবার জন্য নির্ব্বাণ মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ঋষিগণও কাশীর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যে—

"শিবঃ কাশী শিবঃ কাশী কাশী কাশী শিবঃ শিবঃ।" অর্থাৎ শিবই কাশী শিবই কাশী, কাশীই শিব কাশীই শিব, শিব ভিন্ন কাশী নয় এবং কাশী ভিন্ন শিব নয়, শিব কাশী অভিন্ন এক।

কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে ভূরি ভূরি যুক্তিযুক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশী সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত ঋষি উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে অন্ততঃ একটিবারও জীবনের মধ্যে এই কাশীধামে আগমন করা প্রয়োজন হয়। কাশী উৎপত্তি সম্বন্ধে শিববাক্য,—

**ततस्त्वेकाकिनापि स्वैरं विहरता मया ।**
**स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी ॥**
**प्रधानं प्रकृतिं त्वान्तु मायां गुणवतीं पराम् ।**
**बुद्धितत्त्वस्य जननीमाहुर्विकृतिवर्जिताम् ॥**
**युगपच्च त्वया शक्त्या साकं कालस्वरूपिणा ।**
**मयाद्य पुरुषेणैतत् क्षेत्रञ्चापि विनिर्मितम् ॥**

**स्कन्दपुराण ।**

দেব দেব মহাদেব মহাদেবীকে কাশী প্রকাশের কথা বলিয়াছেন যে, অনন্তর সেই কল্পপ্রারম্ভে আমি একাকী যথেচ্ছ বিহার করিতে করিতে আমা কর্ত্তৃকই স্বীয় দেহ হইতে স্বীয় শরীরের মঙ্গলকরী দেহধারিণী শক্তি আপনিই সৃষ্টা হইয়াছিল। সেই প্রধান গুণবতী পরা প্রকৃতি মায়া শক্তি তোমাকেই সকলে বুদ্ধিতত্ত্বের জননী এবং বিকারহীনা কহিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ শক্তি স্বরূপিণী তোমার সহিত কালস্বরূপ দেবাদিদেব মহাপুরুষ আমা কর্ত্তৃক এই কাশীক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। তুমি এবং আমি ক্ষণমাত্রও এই কাশীক্ষেত্র হইতে বিমুক্ত বা বিভিন্ন নহি, এই জন্যই ইহার নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র। পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয়ও এই কাশী সম্বন্ধে অগস্ত্য ও তৎপত্নীকে কহিয়াছেন, যথা—

**सा शक्तिः प्रकृतिः प्रोक्ता स पुमानीश्वरः परः ।**
**ताभ्याञ्च रममाणाभ्यां तस्मिन्क्षेत्रे घटोद्भव ! ॥**
**परमानन्दरूपाभ्यां परमानन्दरूपिणि ।**
**पञ्चक्रोशपरीमाणं स्वपादतलनिर्मितं ॥**
**मुने ! प्रलयकालेऽपि न तत् क्षेत्रं कदाचन ।**
**विमुक्तं न शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥**
**न यदा भूमिवलयं न यदापां समुद्भवः ।**
**तदा विहर्तुमीशेन क्षेत्रमेतद्विनिर्मितम् ॥**

**काशीखण्ड ।**

সেই শক্তি প্রকৃতি এবং সেই পুরুষ পরমেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। হে ঘটোদ্ভব! পরমানন্দ স্বরূপ প্রকৃতি পুরুষ সেই কাশী ক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিরাজমান। হে পরমানন্দরূপিণি লোপামুদ্রে! সেই কাশীক্ষেত্র শিবের পাদতল-নির্ম্মিত পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান। হে মুনে! প্রলয় কালেও সেই ক্ষেত্রের কখন লয় হইবে না। মাতা বিশ্বেশ্বরী ও পিতা বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সেই ক্ষেত্র কখনও বিমুক্ত বা বিচ্যুত (পরিত্যক্ত) নহে বলিয়াই উহার নাম অবিমুক্ত বলা যায়। যে সময়ে এই পৃথিবীর উৎপত্তি হয় নাই, যে সময়ে জলের উদ্ভব হয় নাই। সেই সময়ে বিহার করিবার জন্য পরমেশ্বর শিব কর্ত্তৃক এই অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে

কাশীতীর্থের পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সর্ব্বতীর্থস্বরূপিণী গতিদায়িনী গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া শোভা পাইতেছেন, ইহাও একটি কাশীতীর্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগৌরবের মহত্ত্বমূলক মাহাত্ম্যপূর্ণ বিশেষত্ব। এই অবিমুক্ত পুণ্যতম কাশীতীর্থে গঙ্গা দেবীর আগমন সম্বন্ধে শ্রুত হয় যে, যখন ভগীরথ স্বীয় বংশোদ্ধার করিবার জন্য গঙ্গাদেবীকে লইয়া গমন করেন, সেই সময় গঙ্গাদেবীর মনে হইয়াছিল যে, "আমি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশাপ হইতে সগর বংশ উদ্ধার করিতে যাইতেছি, মহাতেজা কঠোরতপা কপিলঋষির অভিশাপবহ্নি এখনও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সুতরাং এইপথে গমন করিয়া এখন একটিবার কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরকে পূজাকরিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত," এই ভাবিয়া গঙ্গাদেবী কাশী অভিমুখে ধাবিতা হইলেন। এদিকে কাশীতীর্থের মহারক্ষক কালভৈরব গঙ্গার গতি রোধ করিয়া বলিল যে, গঙ্গে! এইকাশীতে তোমার প্রবেশ নিষেধ, তুমি কূলনাশিনী, এক কূলভাঙ্গা এবং এক কূল গড়া তোমার স্বভাব। তুমি কাশীতে গে'লে কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের কাশীকীর্ত্তি লোপ পাইবে। তৎশ্রবণে গঙ্গাদেবী কহিলেন, "না, আমি কাশীকীর্ত্তি লোপ করিতে আসি নাই, আমি একটিবার কাশীতে যাইয়া কাশীনাথের পূজা করিয়া যাইব, মানস করিয়াছি। আর তুমিযে আমাকে ভাঙ্গাগড়ারূপে মন্দস্বভাবা বলিয়া আমার গতি রোধ করিতেছ, তাহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই, আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমা হইতে কোন কালেও কাশীর কোন অংশ ভঙ্গ হইবেনা। যদিও আমার পশ্চিম কূলে শিবের কাশীধাম বিরাজ করিবে, তথাপি সে কূল কখনও ভগ্ন হইবে না। বরঞ্চ বর্ষাকালে আমি আমার কাশীর কূল সমধিক পরিমাণে পরিপুষ্ট করিব।" এইবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অতঃপর কালভৈরব গঙ্গাদেবীকে কাশীতীর্থে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। সেই হইতেই পূতসলিলা ভাগীরথী কাশীধামের পূর্ব্বদিকে উত্তরবাহিনী হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এযাবৎ বিরাজ করিতেছেন। অদ্যাপি কাশীর সেই কূলের কোন অংশও ভঙ্গ হয় নাই। পরন্তু ত্রিপথগামিনী পতিতপাবনী জাহ্নবীস্রোতে বর্ষাকালে যে সমস্ত স্তূপাকার মৃত্তিকা কাশীর কূলে আসিয়া পতিত হয়, বর্ষার অন্তে প্রায় ছয় মাস কাল ব্যাপিয়া সেই মৃত্তিকা রাশি স্থানান্তরিত করিতে হয়। এইরূপ অনেক দেবতার কাশীতে আগমন সম্বন্ধে অনেক কথাই শ্রবণ করা যায়। কেহ মনে করিবেন না যে, এই সমস্ত লোক পরম্পরা-শ্রুত বাক্য কখনই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারেনা। যেহেতু লোক প্রবাদ প্রায়ই মিথ্যা মূলক কল্পনাপ্রসূত বৃথা বাক্য হইয়া থাকে। কারণ ঘটনার কিছু না কিছু না ঘটিলে, লোকে কখনও পরম্পরের কথা কাহারও নিকট শুনিতে বা বলিতে পারেনা। যতদূর সম্ভব, লোকে জনশ্রুতির মূলেও কোন সত্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা অপর লোকের নিকট বলিতে সাহসী হয় না।

"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"

জনশ্রুতি একেবারে অমূলক হয় না। তথাপি প্রত্যক্ষ দর্শনে সেই লোক প্রবাদের সত্যতা এখন কাশীতীর্থে আসিয়া গঙ্গাদেবীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উত্তরবাহিনী দেখিলেই বিশ্বাস হইবে এবং বর্ষাকালের সেই স্রোত—আনীত মৃত্তিকা স্তূপ দর্শনে আরও বিশ্বাস হইবে যে, প্রবাদ কখনও অমূলক হইতেই পারে না। সে যাহাই হউক, কাশীতীর্থ যে অনাদি সৃষ্টিরও অনাদি এবং অনন্ত প্রলয়েরও যে অনন্ত, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই।

পূর্ব্বে এই ৺কাশীতীর্থে আসিতে হইলে সংসার সম্বন্ধ একেবারে দূরে রাখিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাসম্বলে পদব্রজেই আসিতে হইত। পাদে চলিয়া আসিতেও বহু ক্লেশের সহিত বহুদিন অতীত হইত। এখন আর সে সমস্ত কিছুই করিতে হয় না। এখনকার দিনে যে কোন স্থান হইতে বাষ্পরথে আরোহণ করিতে পারিলেই অনতি বিলম্বে কাশীতীর্থে আগমন করা যায়। সংসার সঙ্গে করিয়া আত্মীয় স্বজন কুটুম্বাদি সমভিব্যাহারেও যৎকিঞ্চিৎ সম্বলেই এখন কাশী আসা যায়। পূর্ব্বে যেমন মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি মাত্র নশ্বরসংসারের ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত একমাত্র জ্ঞানকেই সম্বল করিয়া জ্ঞানভূমি বিশ্বেশ্বরের এই অবিমুক্ত নির্ব্বাণক্ষেত্র কাশীধামে আগমনপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে নিরহঙ্কার হইয়া বাস

করিতে করিতে স্ব স্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিত। কালপ্রভাবে যুগধর্ম্মের অব্যাহত পরিবর্ত্তনের সহিত কাশী আগমনেরও মহাপরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুক্তির পরিবর্ত্তে এখন ভোগেই কাশী আগমনের বলবতী ইচ্ছা, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে এখন অজ্ঞানই কাশী আগমনের পরম সম্বল এবং কাশী ও এখন নির্ব্বাণের পরিবর্ত্তে বায়ু পরিবর্ত্তনের মহাক্ষেত্র হইয়াছে। যত প্রকার স্বাস্থ্যকর ভোগ বিলাসের মহাস্থান এখন কাশীধাম, যত প্রকার অসৎ কামনাই এখন প্রায় কাশীবাসীর হৃদয়ে বহুপরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছে। পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্যই যদি পবিত্রতম তীর্থবাসই অবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে পুণ্যপ্রবৃত্তি সফলতা হেতু কোন নরকে স্থান হইবে, ভাবিয়া পাই না। হা বিশ্বনাথ! এই কি তোমার সেই নির্ব্বাণ অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধাম? যে কাশীতে মহাধার্ম্মিক পুণ্যাত্মা সজ্জনগনের বিশুদ্ধ সরলহৃদয়ের গভীরতম নিবৃত্তি প্রদেশের এক মাত্র বাসনাই নির্ব্বাণ মোক্ষ স্বরূপ পরমানন্দময় শিবত্ব প্রাপ্তি, সেই কাশীতে ধর্ম্মহীন পাপাত্মা মন্দজনের জটিল ক্রুরমনের বলবতী পাপপ্রবৃত্তি, ভোগবিলাসলালসাময়ী স্বেচ্ছাচারিতাকে ক্ষণকালও ত্যাগ করিতে পারে না। নির্ব্বাণ মোক্ষধাম কখনও সকাম ভোগৈশ্বর্য্যের বিলাস ভূমি হইতে পারেনা। জ্ঞানভূমি কখন অজ্ঞানমূলক ব্যবসাবাণিজ্যের স্বভাবসুলভ চাতুর্য্যের স্থান হইতে পারে না। নিষ্কামতাই মোক্ষের প্রকৃত নিদান, সকামতাই সংসার বন্ধনের মূল কারণ। যতকাল ভোগ আশা কামনা, ততকালই দুঃখ বন্ধন এবং যাওয়া আসা, সকাম ভোগ নিবৃত্তি হইতেই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াতের নিবৃত্তি এবং ত্রিবিধ দুঃখেরও আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই জন্যই হিন্দুগণ শৈশব হইতে সনাতন ধর্ম্মের প্রবৃত্তিমুখী অনুষ্ঠানদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত এবং সুখদুঃখাদি দ্বন্দসহিষ্ণু হইয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তিমুখী ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্কাম অধিকার লাভপূর্ব্বক মোক্ষ ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং সেই সদনুষ্ঠান শিক্ষাপূর্ব্বক অবশেষে অবিমুক্ত নির্ব্বাণ ক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে আনন্দময় শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধামে সর্ব্বকালে সকলেই আসিতে সমর্থ বলিয়া কাশীতে আসিয়া এবং থাকিয়া কোনরূপ পাপ কর্ম্ম করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। পাপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই কাশীতীর্থ সকলেরই আশ্রয় স্বরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কাশীশ্বরী জগন্মাতা অন্নপূর্ণা ও সকলেরই সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করিতে কাশীধামে সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন এবং কাশীশ্বর জগৎপিতা বিশ্বেশ্বর সেই সেই পূর্ণকাম পাপী, তাপী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সাধু, সন্ন্যাসী পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি সকলকে আপনাতে মুক্ত করিয়া লইতেছেন! তাই কশীতীর্থ সকলেরই পরম আশ্রয় স্থান হইয়াছে, বিশেষতঃ অনন্যগতি নিরুপায় মানবের একমাত্র পরম গতি এবং উপায়ই পুণ্যতম কাশীতীর্থ।

# ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাঙ্গ।

সর্ব্বজীব-হিতকারী সর্ব্বব্যাপী ভগবানের ন্যায় সনাতন ধর্ম্মও সর্ব্বজীব হিতকারী এবং সর্ব্বব্যাপী। বৈদিকধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, আর্য-ধর্ম্ম এবং সনাতনধর্ম্ম প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্মের নাম আজ কাল গ্রহণ করা যায়, ইহা অস্বাভাবিক; বর্ত্তমান সময়ে কেবল অন্য উপধর্ম্ম হইতে উহার বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য উক্ত নাম সকলের কল্পনা করা হয়। আমাদিগের শাস্ত্রসমূহে কেবল ধর্ম্ম শব্দই ব্যবহৃত হয়।

### ধর্ম্মের লক্ষণ।

**वेदप्रणिहितं कर्म्म धर्म्मस्तन्मङ्गलं परम् ।**
**प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः सगुणोऽधर्म्मउच्यते॥**
**प्राप्नुवन्ति यतः स्वर्गमोक्षौ धर्म्मपरायणे ।**
**मानवामुनिभिर्नूनं सधर्म्मइति कथ्यते ॥**
**सत्त्ववृद्धिकरोयोऽत्र पुरुषार्थोऽस्ति केवलः ।**
**धर्म्मशीले तमेवाहुर्धर्म्मं केचिन्महर्षयः ॥**
**याबिभर्त्ति जगत्सर्व्वमीश्वरेच्छाह्यलौकिकी।**
**सैवधर्म्मोहि सुभगे नेह कश्चन संशयः ॥**

যে পরমমঙ্গলকর কর্ম্ম সমগ্রবেদে বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম এবং যে কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা অধর্ম্ম বলাযায়।

যে কর্ম্ম দ্বারা মানবগণ স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, পূজ্যপাদ মহর্ষিবৃন্দ তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে পুরুষার্থ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কোন কোন মহর্ষি তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন।

যে অলৌকিকী ঈশ্বরেচ্ছা এই চরাচর বিশ্ব সংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার নাম ধর্ম্ম।

উক্ত বচন সকলের তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত শারীরিক বাচনিক ও মানসিক কর্ম্মদ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ঐ সকল কর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং যে কর্ম্মসমূহ দ্বারা তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, উহাদিগকে অধর্ম্ম বলা যায়।

মনুষ্য ধর্ম্মসাধন দ্বারা ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিতে করিতে প্রথমে ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক উন্নতি স্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বশেষে নিঃশ্রেয়সপদরূপী মুক্তি লাভ করিতে পারে।

সনাতনধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বজীব-হিতকর। এই সনাতন ধর্ম্ম হইতেই অগণ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য মতভেদ এবং নানারূপ "পন্থ" বাহির হইয়াছে। আর সমস্ত পৃথিবীতে যত প্রকার অনার্য্য ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই সনাতন ধর্ম্মের ছায়া অবলম্বনপূর্ব্বক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আর্য্যধর্ম্ম ও অনার্য্য ধর্ম্মে এই মাত্র ভেদ যে, বেদ, সদাচার এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহাকে আর্য্যধর্ম্ম বলে এবং বেদ সদাচারাদি বিহীন ধর্ম্মই অনার্য্য ধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। এই রূপে যে জাতি বেদ সদাচার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া থাকে, তাহাকে আর্য্যজাতি এবং যে জাতি বেদ সদাচারাদি মানেনা, তাহাকে অনার্য্য জাতি বলাযায়।

ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ত্রিবিধ, যথা—দান, তপ এবং যজ্ঞ; গীতাতে ও ভগবান্ আদেশ দিয়াছেন যে—

**"यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्"।**

**দান ধর্ম্ম**—তিন প্রকার।

(১) অভয়দান (যে দানে দীক্ষাদানও সম্মিলিত আছে)।

(২) বিদ্যাদান।

(৩) অর্থদান (যাহাতে ধন, অন্ন, ভূমি প্রভৃতি সকলও সম্মিলিত আছে)।

দানের এই ত্রিবিধ অঙ্গের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণানুসারে প্রত্যেকের ত্রিবিধ ভেদ হওয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকার দানধর্ম্মের অঙ্গ উক্ত হইয়াছে।

**তপধর্ম্ম**—শারীরিক, বাচনিক এবং মানসিক শক্তি ও বেগ সমূহ দমনপূর্ব্বক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হওয়াকে তপ বা তপস্যা কহে। তপ ত্রিবিধ, যথা—

(১) শারীরিক তপ।

(২) বাচনিক তপ।

(৩) মানসিক তপ।

তপের এই তিনপ্রকার অঙ্গের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণানুসারে প্রত্যেকের তিনপ্রকার ভেদ হওয়ায় তপধর্ম্মের অঙ্গ নয়প্রকার হইয়াছে।

**যজ্ঞধর্ম্ম**—যজ্ঞধর্ম্মের অঙ্গ বহু প্রকার। যজ্ঞধর্ম্মের অপর নাম যাগ; ইহার মুখ্যভেদ তিনপ্রকার, যথা—

(১) কর্ম্মযজ্ঞ।

(২) উপাসনা যজ্ঞ।

(৩) জ্ঞান যজ্ঞ।

এই তিনপ্রকার অঙ্গের ভেদ নিম্নলিখিত ভাবে হইয়া থাকে।

**কর্ম্মযজ্ঞ**—কর্ম্মযজ্ঞের প্রধানতঃ ছয় প্রকার ভেদ হয়, যথা—

(১) নিত্যকর্ম্ম-যথা—সন্ধ্যাবন্দনাদি।

(২) নৈমিত্তিককর্ম্ম-যথা—তীর্থযাত্রাদি।

(৩) কাম্যকর্ম্ম-যথা—পুত্রেষ্টিযাগাদি।

(৪) অধ্যাত্মকর্ম্ম-যথা—দেশ ও জাতি উপকারককর্ম্মাদি।

(৫) অধিদৈবকর্ম্ম-যথা—বাস্তুযাগাদি।

(৬) অধিভূতকর্ম্ম-যথা—ব্রাহ্মণ ভোজনাদি।

কর্ম্মের এই ছয় প্রকার অঙ্গের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণানুসারে প্রত্যেকের ত্রিবিধভেদ হেতু সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার কর্ম্ম যজ্ঞ হয়।

**উপসনাযজ্ঞ**—উপাসনা যজ্ঞের অনেক ভেদ আছে, ইহার অঙ্গও বহুপ্রকারে বিস্তৃত। ইহার মুখ্য ভেদ নিম্ন লিখিত প্রকার হয়। তন্মধ্যে উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে পঞ্চবিধ, যথা—

(১) ব্রহ্মোপাসনা;

(২) সগুণোপাসনা (পঞ্চোপাসনা)।

(৩) লীলাবিগ্রহোপাসনা (অবতারোপাসনা)

(৪) ঋষি, দেবতা এবং পিতৃগণের উপাসনা।

(৫) উপদেবতা এবং ভূত প্রেতাদির উপাসনা।

সাধন পদ্ধতি অনুসারে চতুর্ব্বিধ ভেদ, যথা—

(১) মন্ত্রযোগ বিধি (ইহাতে স্থূল মূর্ত্তিময় ধ্যান করিবার বিধি আছে)।

(২) হঠযোগ বিধি (ইহাতে জ্যোতির্ধ্যান করিবার বিধি আছে)।

(৩) লয়যোগবিধি (ইহাতে বিন্দুধ্যান করিবার বিধি আছে)।

(৪) রাজযোগবিধি (ইহাতে ব্রহ্মধ্যান করিবার বিধি আছে)।

উপাসনা যজ্ঞের এই নবধা অঙ্গের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণানুসারে প্রত্যেকের তিন প্রকার ভেদ হওয়ায় সর্ব্ব সমেত সপ্তবিংশ প্রকার অঙ্গ হইয়াছে।

**জ্ঞানযজ্ঞ**—জ্ঞানযজ্ঞের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ত্রিবিধ অঙ্গ উক্ত হয়।

(১) শ্রবণ—(শাস্ত্রদ্বারা বা গুরুমুখতঃ)।

(২) মনন—(জ্ঞানভাবের)।

(৩) নিদিধ্যাসন—(জ্ঞান ভাবে)।

জ্ঞানযজ্ঞের এই ত্রিবিধ অঙ্গের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণানুসারে প্রত্যেকের তিন প্রকার ভেদ হয় বলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ নয়প্রকার অঙ্গভেদ জানা যায়।

উল্লিখিত গণনানুসারে ধর্ম্মের প্রধানতঃ চতুর্ব্বিংশ প্রকার অঙ্গ হয়। যথা—দানের ৩ তিন, তপের ৩ তিন, কর্ম্মের ৬ ছয়, উপাসনার ৯ নয় এবং জ্ঞানের ৩ তিন। উক্ত সর্ব্ববিধ ভেদের ত্রিবিধ গুণভেদ দ্বারা বায়াত্তর প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট হয়।

উক্তপ্রকার ধর্ম্মাঙ্গের মধ্যে যে কোনও ধর্ম্মাঙ্গ যখন ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ ভাবে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে জীবের আত্মোন্নতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন উহাকে যজ্ঞ এবং যখন সমষ্টি জীবসকলের কল্যাণার্থ নিয়োজিত হয়, তখন উহাকে মহাযজ্ঞ বলে। যেমন নিজের কল্যাণবাসনায় যে দান, তপ এবং উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হয়, উহাকে যজ্ঞ বলা হয় এবং সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ যে দান, তপ ও উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হয়,

তাহাকে মহাযজ্ঞ বলা হয়। সন্ধ্যাবন্দনাদি যজ্ঞ এবং ভূত বলি আদি মহাযজ্ঞ।

সনাতন ধর্ম্মের এই সকল অঙ্গের কোন একটিও পূর্ণ-রূপে রীতি অনুসারে সাধন করিলে মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নির একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গও সম্পূর্ণরূপে দহন কার্য্যে সমর্থ হইতে পারে। এই কারণে অহিংসা এবং জ্ঞান যোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে মান্য হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকা কেবল সত্য প্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, গুণপূজা, জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এবং নিয়ম পালনাদি সামান্য ধর্ম্মবৃত্তি সমূহের সাধন হইতে এইক্ষণে জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জাপানে এইসকল গুণব্যতীত বৃদ্ধ-সেবা, পিতৃ-পূজা, রাজ-ভক্তি, ধৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং ক্ষাত্র ধর্ম্ম প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মবৃত্তির আরও অধিক উন্নতি হওয়ায় সেই ক্ষুদ্র দেশ আজ ইউরোপ এবং আমেরি-কার দাম্ভিক অধিবাসী দিগের দ্বারা সম্মানিত হইতেছে। যে যে বৃত্তির নাম উল্লেখ করা গে'ল, সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসমূ-হের সহিত মিলাইলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, ঐ সকল বৃত্তি এই সমস্ত অঙ্গের উপাঙ্গ মাত্র। ধর্ম্মের অঙ্গ সমূহের সহিত ধর্ম্মোপাঙ্গ সমূহের সম্বন্ধ দেখিতে হইলে এইরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে; যথা—সত্যপ্রিয়তা মানসিকতপের উপাঙ্গ, স্বার্থত্যাগ অবস্থাভেদে তপের এবং দানের উপাঙ্গ হইয়া থাকে। এবং ঐস্বার্থ ত্যাগ যদি দেশের কিংবা জাতির জন্য সমষ্টি সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা মহাযজ্ঞের উপাঙ্গ হইবে। এইরূপে পিতৃ-পূজা উপাসনাযজ্ঞের উপাঙ্গ এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম কর্ম্মযজ্ঞের উপাঙ্গ। এইপ্রকারে একটি ধর্ম্মাঙ্গের বহুপ্রকার উপাঙ্গ হইতে পারে। যেমন স্বার্থত্যাগ মানসিকবৃত্তি প্রধানতায় হইলে, উহা তপের উপাঙ্গ, এবং দানাদিদ্বারা প্রকাশিত হইলে উহা দান ধর্ম্মের উপাঙ্গ হইবে। সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসমূহের বিস্তার বিষয়ে বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ মানোযোগ করিলেই সপ্রমাণ হইতে পারিবে যে, সনাতন ধর্ম্মের কোন না কোন অঙ্গ উপাঙ্গের সহায়তায় সমস্ত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, সত্য, অক্রোধ আদি ধর্ম্মবৃত্তি সমূহ সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সমাজের মনুষ্যগণকে সমান রূপে অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব সম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কিছু মাত্র সন্দেহই থাকিতে পারে না।

---

# শ্রীপঞ্চমী উৎসব।

## মহাকালী পাঠশালায় সরস্বতী-পূজা।*

ত ঋতুর ঘোর কুজ্ঝটিকা অপনোদনের কালে,—যখন সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছেন, যখন বস-ন্তের প্রথম নীলাভ গগনপটকে শ্যামল স্নিগ্ধরূপে মণ্ডিত করিতেছে, যখন নবকিশলয়-বিকাশে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকল নব জীবনের সূচনা করিতেছে,যখন হৈমজাড্য পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমরকুল গুন্ গুন্ গুঞ্জনে প্রথম বসন্ত কুসুমের মধু আহরণে ব্যস্ত হইয়াছে, সেই সময়ে বসন্তের সেই প্রথম শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বঙ্গবাসী আর্য্য সন্তানগণ সরস্বতীপূজা করিয়া থাকেন। তাই আজ মহাকালী পাঠশালায় ভারতের অনাদ্যাবিদ্যা ভগবতী ভারতীর মহাপূজা মহোৎসব। এই

---

* কলিকাতায় ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট ভবনে প্রধান মহাকালী পাঠশালা নামক একটি স্ত্রীশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। মহাকালী পাঠশালার নাম বোধ হয় শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই শুনিয়া থাকিবেন। উহা মহারাষ্ট্র-দেশীয়া একটি সন্ন্যাসিনী দ্বারা স্থাপিত। উহার স্থাপয়িত্রী মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী কাশীলাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার গদিতে আর একটি মহারাষ্ট্র দেশীয়া সন্ন্যাসিনী অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ঐ প্রধান মহাকালী পাঠশালার বিশেষ উন্নতি হইতেছে। ভারতদুহিতৃশিক্ষাপরিষদ নামক একটি সভা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে উহার প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি শাখা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কার্য্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অঙ্গীভূত এবং একটি স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই প্রধান মহাকালী পাঠশালার কোন একটি সভ্য এই প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন।
(সম্পাদক।)

আর্য্যভূমিতে যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে সরস্বতী দেবীর এইরূপেই পূজা হইয়া আসিতেছে। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, আজ বালক বালিকাগণের আনন্দ কোলাহল পরিশ্রুত হইতেছে। প্রাতঃ কাল হইতে বালকগণ দলে দলে যবশীর্ষ, আম্র মুকুল ও পুষ্প দুর্ব্বাদি সংগ্রহের জন্য পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠী আজ ভগবতী বীণাপুস্তকধারিণী সরস্বতী মাতার আবির্ভাবে পবিত্র। যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি সরস্বতী—প্রতিমা আনয়ন করিয়া আজ মায়ের পূজা করিবেন, আর যাঁহার সে ক্ষমতা নাই, তিনি পুস্তক মস্যাধার লেখনী প্রভৃতির পূজা করিয়াই আনন্দ লাভ করিবেন।

ভারতের অন্য প্রদেশের হিন্দুগণ এই শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মদনোৎসবের সূচনা করেন। আমাদের স্বর্গীয়া তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী বলিতেন, আর্য্যাবর্ত্তে এই দিবস হইতে দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত "হোলির" উৎসব চলিয়া থাকে। বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে এই 'হোলি' উৎসবকেই মদনোৎসব বলা হইত। সে উৎসবটী কন্দর্পচতুর্দ্দশী বা মধুপূর্ণিমা পর্য্যন্ত চলিত। আর্য্যাবর্ত্তে সে দীর্ঘকালের সঙ্কোচ করিয়া দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এখন "হোলি" উৎসব চলিয়া থাকে। পরন্তু তন্ত্রপ্রধান দেশে এই মদনোৎসবের সূচনা সারদা বন্দনায় হইয়া থাকে। কেন এরূপ হয়, তাহাই আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী আজ বহু দিনের কথা, যখন মহাকালী পাঠশালা স্থাপন হয়, সেই সময়ে দ্বারবঙ্গেশ্বর স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর প্রমুখ অনেক গুলি রাজন্য-বর্গের সম্মুখে এই বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তদীয় শ্রীমুখ হইতে শ্রুত কয়েকটী বিশেষ বিশেষ বিষয় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা অধুনা মদন বলিলে যাহা বুঝি, পুরাকালের হিন্দুগণ কিন্তু তাহা বুঝিতেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে স্ত্রীত্ব ও পুংত্ব এই দুই শক্তিই স্বতন্ত্রভাবে নিত্য বিদ্যমান আছে। স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির সংযোগে নূতন সৃষ্টি হইয়া থাকে; অথবা দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে হইলে, বলা চলে যে, এই দুই শক্তির সংযোগে সৃষ্টির বিস্তার বা বিসর্পণ ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, আর যাহা কিছু থাকিবে—সে সকলই নিত্য, সনাতন। ব্রহ্মশক্তি-প্রভাবে প্রজাপতির চেষ্টায় সে সকলের বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে; শিবশক্তির প্রভাবে সে সকলের বিকাশ বা বিস্তারের সঙ্কোচ বা সংহরণ হইয়া থাকে, আর বৈষ্ণবী শক্তি বিকাশ ও সঙ্কোচের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া বিষ্ণু সৃষ্টি রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই হইল ঈশ্বরের ত্রিশক্তির ব্যঞ্জনা মাত্র। আছে সব, থাকিবে সব, থাকেও সব; পরন্তু যাহা আছে বা থাকিবে, তাহার ব্যঞ্জনায় সৃষ্টি, সংহরণে প্রলয় এবং সৃষ্টি ও সংহারের সামঞ্জস্যে স্থিতি। এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের তিন ভাবের দ্যোতক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শক্তিময়—শক্তিপূর্ণ; শক্তির লীলাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে। তবে জড়শক্তি ও ঐশী শক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, জড়শক্তি কেবল গতি ও ক্রিয়া মাত্র; ক্রিয়া সমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তির আকারান্তর হয়—বিকৃতি ঘটে। আর ঐশী শক্তি আত্মজ্ঞান পূর্ণ; অক্ষয় অমর ও অজর। জড়শক্তির ক্রিয়া নৈমিত্তিক, ঐশী শক্তির ক্রিয়া নিত্য ও অব্যাহত।

শ্রুতি অর্থাৎ বেদের ব্রহ্মবাণীতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এক আমি বহু হইব। যে শক্তির প্রেরণায় ঈশ্বরে এমন ইচ্ছার স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই ভারতী শক্তি তাহাই বাণী, বিদ্যা, সরস্বতী। এই শক্তিময়ীর প্রভাবে সৃষ্টির বিকাশ, একে বহুত্বের ভাণ অহং মমেতির উদ্ভব। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তই চিদানন্দময়ের মধ্যে সংহৃত ও সম্পুটিত ছিল। তখন বিকাশ ছিল না, বিস্তার ছিল না, জ্যোতিঃ ছিল না, গতি ছিল না, সকলই স্তম্ভিত, কেন্দ্রীকৃত, অতিসূক্ষ্মভাবাপন্ন ছিল। আর এই সকলের উপরে একটা অজ্ঞেয়তার অন্ধকার ও জড়তা বিরাজ করিতেছিল। বাক্যমনের অগোচর—সে অবস্থা বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে; তবে সেই অলৌকিকপ্রতিভাশালিনী পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত-জীবনা তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী বলিতেন, শীত ঋতুতে সৃষ্টির সর্ব্বস্ব যেমন সম্মূঢ় হইয়া থাকে, তেমনই সম্মূঢ় অবস্থায়

সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বস্ব নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু ও অচল ক্লীব ব্রহ্মশক্তিতে নিহিত ছিল। সে অন্ধকারে প্রথমে শ্বেতাম্বরা সারদার উদ্ভব হয়। উষার সঙ্গে তাঁহার বিকাশ, মুদিতার বিলোলবিস্তারে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গায়ত্রী, সাবিত্রী, ব্রহ্মযোনিস্বরূপিণী সরস্বতী, অজ্ঞেয় অন্ধকার হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন বলিয়া তিনি শ্বেতাঙ্গী, শ্বেতাম্বরা, শ্বেতপদ্মাসনা, রূপের জ্যোতির সপ্তবর্ণ-সমন্বিতা শ্বেতাভাময়ী মনোমোহিনী। ইনিই প্রথম বিকাশ; কিন্তু বিকাশে ক্ষয় অপচয় আছে, উদয়াস্ত আছে, যাহাতে উপচয় অপচয়ের, উদয়াস্তের পারম্পর্য্য অনন্ত ও অক্ষয় হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে ধাতার বিধান অনুসারে দেবী সপ্তস্বরা। রূপে তিনি সপ্তবর্ণা, গুণে তিনি সপ্তস্বরা বাগ্বাদিনী। বিকাশের সঙ্গে অহ্বান আছে, অনুরাগরক্তিমের সঙ্গে বসন্তের পঞ্চম স্বর আছে, সৃষ্টির এই বিকাশ ও আহ্বানকে তন্ত্রে মদন, কন্দর্প, মন্মথ, মার প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুংস্ব ও স্ত্রীত্বের সমবায়ে সৃষ্টির বিকাশ। এ সমবায়-বাসনায়, ভাগবতী ইচ্ছায় আর "একোঽহং বহু স্যাম্" এই ঐশ্বরীয় আকাঙ্ক্ষায় ঘটে। এই তিন প্রকার ইচ্ছার সহিত পুংস্বের নূতন অবস্থান আছে; তাহা না হইলে অনন্ত ইচ্ছা-পারম্পর্য্যের বিস্তার সম্ভবপর হয় না। প্রথমে এক, অদ্বিতীয় অখণ্ড অবস্থান মাত্র—তিনি নিত্য, সনাতন, অব্যয় ও অনন্ত। ব্রহ্মের এই ক্লীব অবস্থা স্ত্রীত্ব ও পুংস্বের সম্পুট ও নিষ্ক্রিয় ভাবদ্বারা ঘটিয়া থাকে। তৎপরে অহং জ্ঞানের উদয় হয়—তৎসৎ পদার্থের অনুভূতি জন্মে। এই অনুভূতির প্রভাবে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ব পৃথক হইয়া যায়। তখন "তপ! তপ! তপ!" এই আদেশবাণী অনুসারে শক্তির ক্রিয়া হয়, স্বতন্ত্রীকৃত দুই শক্তি আবার সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে "একোঽহং বহু স্যাম" এই ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। এই ইচ্ছাই সরস্বতী। এই স্ত্রীত্ব-শক্তিময়ী বাঙ্ময়কল্পলতিকাস্বরূপিণী দেবী ভারতী কন্দর্প-রূপী পুংস্বের অবস্থানে আলম্বনে সর্ব্বদিক্ বিহারিণী হইয়া থাকেন। সেইজন্যই শ্রীপঞ্চমীর দিনে মদনোৎসবের সূচনা। তাই অমাদের স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী মহাকালী পাঠশালায় সরস্বতী পূজায় এত মহাসমারোহে উৎসব করিতেন। তিনি বলিতেন,—যতদিন সৃষ্টির নববিকাশ নিত্য নিত্য ঘটিতে থাকে, ততদিন সাধক কামের আরাধনা করিয়া থাকেন। নূতনসৃষ্টির পূর্ণবিকাশ মধুমাসের শেষে কন্দর্প চতুর্দ্দশীর দিন ঘটে। সেই দিবস বাহ্যপ্রকৃতি পূর্ণায়তা, পূর্ণাবয়বা, সুতরাং সেই দিন মদনোৎসবের পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হয়। কিন্তু অধুনাতন দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে আর্য্যা-বর্ত্তে দোল পূর্ণিমার দিনে বসন্ত ঋতুর পূর্ণাবির্ভাব হয় বলিয়াই, ঐ দিবসেই মদন উৎসবের সমাপন করা হয়।

সৃষ্টির মূলে "অহং মমেতি" জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রথমে আমি আছি—এই অনুভূতি হইবে, সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি বিকাশ, উষারাগরক্তিমকপোলা দিগ্বালাগণ দেখা দিবেন—তাঁহাদের লাস্যলীলা দেখিয়া আমি আর তুমি, এই দ্বৈতভাবের উদয় হইবে। দ্বৈতভাব না হইলে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। তুমি আর আমি আছি, এই জ্ঞান ফুটিলেই তোমায় আমায় এক হইবার বাসনা মনোমধ্যে জাগ্রত হইবে। ব্রহ্ম চ্যুতিজন্য জীবের যে প্রকৃতিগত বিরহ, তাহা বহ্নিজ্বালার ন্যায় শতমুখে বিকসিত হইবে। সেই বিরহ হইতেই সৃষ্টির বিস্তার—এক দুই হইতে অনন্ত কোটির বিকাশ। এই নিমিত্তই সরস্বতী জ্ঞানদা, বরদা ও সারদা, এই হেতু তাঁহাকে তন্ত্রে বলিয়াছেন—"ঐঙ্কার বীজা-ক্ষরী"।

এস মা! হ্রী, মেধা, চিন্তাশীরূপিণী-এস তুমি তোমার শ্বেতাঞ্চল বিস্তীর্ণ করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। মা! আজ তোমাকে বিদ্যারূপে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের গৃহে এস। তোমার যে প্রভাবে বেদের মহাবাক্য সকল উদ্বোধিত হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে বেদবেদাঙ্গ চতুঃষষ্টি কলার সৃষ্টি হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে দেবর্ষি নারদের বীণায় সপ্তস্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে দেবাদিদেব বিশ্বম্ভরের ডমরুতে বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে লবকুশের মুখে রামায়ণ গীত বাহির হইয়াছিল—মা! সেই বুদ্ধি, সেই চিত্ত, সেই মেধা আমাদের দাও! পুনরায় তোমার সপ্তস্বরের ঝঙ্কারে ছয় রাগের বিকাশ হইবে, তোমার সপ্তবর্ণের বিকাশে জগজ্জ-

পের বিস্তার ঘটিবে—তুমি জ্ঞানদা শুভ্ররূপিণী। যাহাতে "অহং মমেতি" জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, যাহাতে সকলের অনুভূতি ঘটে, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা আবার কর! মা! তেমনই কৃপাদৃষ্টি কর। মা! তুমি এই মহামোহবিমূঢ় প্রদেশে জ্ঞান দাও, বিদ্যা দাও ও সুমতি প্রদান কর—সংযম, সন্ন্যাস-সাধনা ও ব্রত দাও! মা! আমাদের সন্তানদিগকে তপঃসিদ্ধ তেজঃ প্রভাব দাও! আমাদের বালকগণকে মেধা, বুদ্ধি, বালিকাগণকে পরিচর্য্যা সামর্থ্য দাও! আমাদের উদারতা, সত্যপ্রিয়তা, কর্ম্মশক্তি, ত্যাগবুদ্ধি, স্বধর্ম্মভক্তি আর বিনয় বিনম্রভাব প্রদান কর! ইহাই আমাদের সকলের একান্ত প্রার্থনা।

জ্ঞানের বিকাশের সহিত হৃদয়ের অন্ধকার কুসংস্কার সমূহ নষ্ট হয়। সেই জন্য জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুভ্রবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী, কোটিপূর্ণেন্দুশোভাশালিনী, রত্নাভরণভূষিতা। একই মাত্র পূর্ণচন্দ্রের বিমল প্রভায় জগৎ স্নিগ্ধ ও আলোকিত হয়, আর যে ভাগ্যবানের হৃদয়মন্দির এই কোটিপূর্ণেন্দুশোভাশালিনী জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভায় আলোকিত হয়, তাঁহার হৃদয়মন্দিরে কি কখনও অজ্ঞানান্ধকার থাকিতে পারে?

আমরা অজ্ঞান, তাই প্রকৃত বিদ্যার সাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিদ্যার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, জ্ঞানকরী বিদ্যার পরিবর্ত্তে অর্থকরী বিদ্যার আলোচনা করিতেছি। বিদ্যা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি; সুতরাং সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

অর্থোপার্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতেছি বলিয়া আমাদের জ্ঞানলাভ হইতেছে না। যে দেবতার তপস্যা করিতেছি, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা না করিয়া, তাঁহার সপত্নীর সেবায় প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করাতে "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইতেছি! আমরা বিদ্যালয়ে গমন করি বিদ্যালাভের জন্য, পুত্রসন্তানদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে বলি—কেবল তাহাদের বিবাহে অর্থ প্রাপ্তির আশায় এবং তাহাদিগের দাসত্বের দ্বার অর্গল মুক্ত করিবার নিমিত্ত। মা সরস্বতীর অপর একটী নাম ভাষা, আমরা সরস্বতী দেবীর পূজা করি সত্য; কিন্তু ভাষাশিক্ষা করাই যে সরস্বতীর আরাধনা, সে কথা বিস্মৃত হই। ইহা অপেক্ষা আমাদিগের বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া মহাকালী পাঠশালাটী স্থাপন করতঃ প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশের মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন। তদীয় প্রণালী-অনুযায়ী জাতীয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে দেশে প্রভূত কল্যাণ হইতেছে এবং সেইজন্য তিনি বাঙ্গালার চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন।

আমরা দেবী বাগ্বাদিনীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াও অন্যমনস্ক হইতেছি। সেইজন্যই আমাদের তপস্যার সহস্র প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। দেবতাসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াও দাসত্ব শৃঙ্খলের ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে আমাদিগের ভীত ও বিচলিত হইতে হয়। যিনি দেবতার সাধনায় প্রবৃত্ত, আবার যে সে দেবতা নহে, সাক্ষাৎ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সাধনায় প্রবৃত্ত, তাঁহার আবার ভয় কোথায়? কিন্তু

আমরা প্রকৃত পক্ষে দেবী জ্ঞানদার সেবা করি না বলিয়াই আমাদিগকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

আমরা তপোভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আমাদের এই অধঃপতিত বঙ্গভূমির যে রত্নটি কালসাগরের অতল জলে হারাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ আর একটি রত্ন পাইতেছি না। জননী বাগীশ্বরীর বরপুত্র বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতির কথা ছাড়িয়া দিই, বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ সেই রঘুনন্দন, কৃষ্ণনাথ, জগন্নাথ, বাসুদেবকে আজ বঙ্গের কোন গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়? আমরা এমনই হতভাগ্য যে, আমাদের মধ্য হইতে যেরূপ গুণবান্ বা বিদ্বান্‌গণ যাইতেছেন, সেরূপ আর আগমন করিতেছেন না! আমরা স্বাস্থ্য শক্তি, সময় ও অর্থব্যয় করিয়া সরস্বতীর পূজা করিতেছি সত্য; কিন্তু পূজায় তন্ময় হইতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের সমস্তই বিফল হইতেছে।

হে কমলদলবিহারিণি, শ্বেতমরালবাহিনি, বীণাপুস্তকধারিণি বিদ্যাদায়িনি দেবি! আজ তোমার আগমন প্রতীক্ষায় সহকারশাখার চ্যুতমুকুল মুঞ্জরিত হইয়াছে, যবশীর্ষে শস্য দেখা দিয়াছে, শরবনে লেখনী প্রস্তুত হইয়াছে, আর স্বচ্ছগগন শ্যামাঙ্গে সারদে! তোমার স্তুতিগাথা ফুটাইতে তারকার হীরকমালা চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ঐ দ্বিরেফকুল গুন্ গুন্ গুঞ্জনে তোমায় আবাহন করিতেছে, ঐ কোকিলকণ্ঠপঞ্চমস্বরে তোমার স্তুতি গীত হইতেছে। আজ দেশের সরল সাধু বালকগণ এবং সুকোমলমতি পবিত্রচেতা সরলা বালিকাগণ হৃদয় দ্বার খুলিয়া তোমার ভাব গ্রহণের আশায় দাঁড়াইয়া আছে।

এস মা! কাতর প্রাণে তোমায় ডাকিতেছি। তুমি আজ এই শুভ শ্রীপঞ্চমীতে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমলপ্রভা বিকীর্ণ কর! তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা তোমা হারা হই নাই, সরস্বতীপ্রবাহ অন্তঃসলিলা হইলেও নিত্য বিদ্যমান, প্রয়াগসঙ্গমে গঙ্গা যমুনার পার্শ্বে ভক্তের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট।

মা! তুমি না থাকিলে কি আজ এমন দিব্য ভাবের বিকাশ সম্ভব হয়? তুমি না থাকিলে কি আজ আমাদের কুমারীবৃন্দ এরূপ ভাবে জাতীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হয়? তুমি না থাকিলে কি এই ধ্যানসামর্থ্য বিকাশ পায়? আছ, মা—নিশ্চয়ই তুমি ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান আছ। আমাদের করযোড়ে প্রার্থনা—তুমি ব্যক্ত হও! স্বয়ম্প্রকাশ তুমি, আমাদের হৃদয়মন্দিরে বিশ্বরূপ বিকাশ কর! আমাদের সদা চঞ্চল চিত্তমধুকরকে তোমার পদারবিন্দে অবিচলিত করিয়া রাখ। জননি! তোমার কৃপাকণালাভে এককালে বঙ্গদেশের গৌরব দেশদেশান্তরে কীর্ত্তিত হইয়াছিল, মিথিলা, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লীর বিজয় গান লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে পরিশ্রুত হইয়াছিল, আজ সেই কৃপাবারি বিতরণ কর!

মা! আমরা যেন তোমার অনুগ্রহলাভে চরিতার্থ হইয়া তোমার গুণগানে বিভোর হইয়া আবার তোমার পূজা করিতে পারি। আবার যেন পূর্ব্বের ন্যায় তন্ময় হইয়া বলিতে পারি—"বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

মহাকালী পাঠশালায় এ বৎসরে মায়ের পূজার কিছু বিশেষত্ব হইয়াছে। মহাকালী পাঠশালায় পীতবসনপরিহিতা সুস্নাতা চন্দনচর্চ্চিতা কুমারীবৃন্দের মুখে পবিত্র স্বরে স্তোত্রাদি পাঠ শ্রবণে মা বড়ই প্রসন্না হইয়াছেন। তাই মহাকালী পাঠশালার কুমারীগণের বসন্তোৎসব দর্শন করিবার অভিলাষে এবারে বহু সংখ্যক দর্শকের সমাগম হইয়াছিল।

গত ২রা ফাল্গুন পাঠশালায় যথাশাস্ত্র বেদোক্ত বিধানে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর পূজা অর্চ্চনা ও শ্রীমতী কুমারী ভগবতীগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্রে স্তোত্রাদি পাঠ হয়। প্রথমতঃ পাঠশালার দ্বারদেশে প্রবেশ করিবামাত্র অপার আনন্দ লাভ হইল। তখন তথায় নানাপ্রকার বাদ্য গভীর নিক্কণে বাজিতেছিল। পাঠশালার সুকুমারমতি বালিকাবৃন্দ আনন্দের সহিত সুমধুর স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিক্ লোক-পরিপূর্ণ; যে স্থানে দৃষ্টিপাত হয় সেই খানেই নানাবিধ সুন্দর ও মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছোট ছোট বালিকাগণ সাক্ষাৎ শ্রুতিস্বরূপিনীর ন্যায়

পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কি মনোহর দৃশ্য! দ্বারে দ্বারে সুগন্ধি পুষ্পমালাসুশোভিত এবং সশীর্ষ নারিকেল ও আম্র-পল্লবসহ মনোহর মঙ্গলঘট সকল বারিপরিপূর্ণ। কোন স্থানে নহবৎ বাদ্যকরগণ আপন আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কোথায় বা কুমারীবৃন্দ সমবেত হইয়া সুমধুর স্বরে শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করিতেছেন। আজ সকলেই আনন্দিত, সকলের মুখমণ্ডল পবিত্র আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

ক্রমে উপরে উঠিয়া দেখিলাম, সম্মুখে হলগৃহের মধ্যে পুষ্পপতাকাশোভিত মঞ্চোপরি সুবর্ণঘটিত সিংহাসনোপরি সুচারুভূষণে বিভূষিতা অষ্টধাতুনির্ম্মিতা চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্ত্তি বিরাজিতা, মায়ের সম্মুখে রজতনির্ম্মিত ঘট, তদুপরি সপল্লব নারিকেল, বনজ পুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তিরসের আবির্ভাব করিয়া দিতেছে। গৃহমধ্যে শঙ্খঘণ্টা, কোশাকুশি, প্রভৃতি যাবতীয় পূজার দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। ধূপাধারে ধূপ ধুনা অগ্নি সহযোগে মধুর গন্ধ বিকীরণ করিয়া সেই স্থান আমোদিত করিতেছে। নানাবিধ সুগন্ধি স্থলজ জলজ পুষ্পরাশি, পুষ্পাধারে অবস্থান করিয়া জননীর অভয়চরণে স্থান লাভ করিবার অপেক্ষায় কালাতিপাত করিতেছে। দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে মহাকালী পাঠশালা ও দেবীর স্থাপয়িত্রী স্বর্গীয়া তপস্বিনী মহারাণীর তৈলচিত্র পট পুষ্পমাল্যে সজ্জিত। তদীয় প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার যাবতীয় কীর্ত্তি-কলাপ স্মৃতিপথে উদয় হইল। তদীয় বিজয়পতাকা মহাকালী পাঠশালার কার্য্যকলাপ যাহাতে পুনরায় তাঁহারই ন্যায় সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য আর এক নূতন মাতাজী তপস্বিনী "যোগমায়া" আসিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে এবারে পাঠশালার পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় শোভা সন্দর্শন করিলাম। সেই সুবৃহৎ দ্বিতল গৃহের উত্তর পার্শ্বে ৺কাশীনিবাসী বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সামবেদ গান করিতেছেন, তৎ পশ্চাতে দক্ষিণ পার্শ্বে সুকোমলমতি কুমারীবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষমণ্ডলী গললগ্নী-কৃতবাসে অবস্থান করিতেছেন। সম্মুখে সুচারু আসন প্রসারিত রহিয়াছে। তদুপরি এক আনন্দময়ী দেবীমূর্ত্তি গিয়া উপবেশন করিলেন এবং ভক্তিভরে আচমন করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইনিই মাতাজী তপস্বিনী যোগমায়া। তপস্বিনীর মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পূজা সমাপন হইলে, মধ্যাহ্নে কুমারী ভোজন, প্রায় ছয় শত কুমারী একত্রে ভোজন! এরূপ দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সেই বিস্তারিত বলিতে পারে। মাতাজী তপস্বিনী যোগমায়া স্বয়ং পরিবেশন করিলেন। ইহা বঙ্গে এক নূতন দৃশ্য। পাঠশালার অন্যতম সম্পাদকদ্বয় হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় উভয়েই যত্নসহকারে পরিদর্শন করিতে করিতে কুমারীগণকে সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত করাইলেন। ইহাঁদেরও ঐকান্তিক যত্নে ও পরিশ্রমে স্বর্গীয়া মাতাজী মহাকালীর কীর্ত্তি কলাপাদি অদ্যাপি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে বটে; কিন্তু আমরা তপস্বিনী যোগমায়া মাতাজীকে পাইয়া অধিকতর আনন্দিত হইলাম। তাঁহার স্বহস্তে নির্ম্মিত অমৃততুল্য মিষ্টান্ন প্রত্যেক বালিকাই তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়াছেন।

পরিশেষে সম্পাদক মহাশয়দ্বয় ও তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়-গণের যত্নে ও সাদরসম্ভাষণে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় ভদ্র মহোদয়গণ সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত হয়। যাহা হউক সেই সন্ন্যাসিনীর করুণায় ও ইহাঁদিগের ঐকান্তিক যত্নে ও পরি-শ্রমে আমাদের বঙ্গের অন্তঃপুর পুনঃ সংস্কার হইতেছে। যাহা হউক আর অধিক কি লিখিব, এরূপ দৃশ্য লিখিয়া শেষ করা যায় না—বলিয়াও ফুরায়না।

# ধূমকেতু।

প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে কেতুর নামই ধূমকেতু উক্ত হইয়াছে। কেতু বলিতে পলাল ধূমের স্থায় দীপ্তিবিশিষ্ট, তারকা গ্রহ মর্দ্দনকারী, ঘোরাকৃতি, রুদ্রাত্মক, ক্রূর গ্রহকেই বুঝায়। আদিত্যাদি নবগ্রহের মধ্যে নবম গ্রহের নাম কেতু। তন্মধ্যে যে কেতু তেজোময় পদার্থসমষ্টি বিশেষ অগ্নিবৎ দৃশ্যমান হয়, তাহার নাম ধূমকেতু কহা যায়। ধূমকেতুর স্বরূপ, লক্ষণ এবং প্রকারাদি নির্ণয় সম্বন্ধে জ্যোতিষাদি শাস্ত্র গ্রন্থের অনেকস্থলে অনেকরূপ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্প্রতি যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ এযাবৎ অনেকবার অনেক কথাই বলিয়া আসিতেছেন। আমরা কিন্তু আধুনিকী শিক্ষার গৌরবে যে পর্য্যন্ত এই উদীয়মান ধূমকেতুকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়াছি, সে পর্য্যন্ত কেবল অযথা বাদবিতণ্ডায় স্বস্ব তর্কবলে নানারূপ জল্পনা কল্পনাতেই কালক্ষয় করিয়াছি। যখনই আমাদিগের নয়নপথে ধূমকেতু উদিত হইয়াছে। তখনই বিশ্বাস করিয়াছি যে, ধূমকেতু সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরা ভারতবাসী এতই আত্মবিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি যে, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ঋষিবৃন্দ যে অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে চন্দ্র সূর্য্যের গতি অনুসারে গ্রহনক্ষত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যে জ্যোতির্ব্বিদ্যাপ্রভাবে স্থির সিদ্ধান্ত বুদ্ধিদ্বারা তাঁহারা একস্থানে একমনে এবং একধ্যানে থাকিয়া সুদূর গগনমণ্ডলবর্ত্তী গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, রাশি সকলের স্থিতি, গতিও কার্য্যাবলী অবগত হইয়া চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, ভূমিকম্প এবং ধূমকেতুর উদয় কাল নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধুনা আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ কালের কুটিল চক্রে বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া সেই সর্ব্বজ্ঞতা বুদ্ধিপূর্ণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিও প্রত্যক্ষ করিতে শক্ত হইনা। যদিও ত্রিকালদর্শী ঋষিকুলের পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদির ন্যায় কোন যন্ত্রাদি ছিলনা, তথাপি তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়াই সুপবিত্র স্থির সরল মনোযন্ত্র দ্বারাই আকাশস্থ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র এবং রাশিগণের গতিবিধি, কার্য্যবিধি, সঙ্করবিধি ও স্থিতিবিধি প্রভৃতি সমস্তই সুচারুভাবে জ্ঞাত হইতে পারিতেন। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতি দ্বিবিধ উপায় দ্বারা করিয়াছিলেন, প্রথম অলৌকি উপায়, যোগবল দ্বারা—যাহা যোগদর্শনের তৃতীয় পাদে বর্ণিত আছে, দ্বিতীয় উপায়, লৌকিক দৃগ্‌গণিত। আমরা এখন তাঁহাদিগের বংশজ সন্তান হইয়াও তাদৃশধ্যান ধারণাদির অভাবে তাদৃশী বিদ্যাবুদ্ধিহীনতা নিবন্ধন জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা। পরন্তু তাঁহাদিগের অভূতপূর্ব্ব সেই সমুদয় আবিষ্কার সম্বন্ধেও শ্রদ্ধা বিশ্বাসহীন হই। বর্ত্তমানে আমাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যা কেবল তাঁহাদিগের প্রণীত কতিপয় গ্রন্থের বচন প্রমাণ কণ্ঠস্থ করা পর্য্যন্ত। তদ্ব্যতীত আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধিবলে কিছুই নূতন বলিবার ক্ষমতা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ঋষিগণপ্রণীত গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া আমরা সেই সমস্ত আবিষ্কৃত পদার্থের কতকটা জানিতে পারি। মহাভারতে আছে যে,—

**"প্রভাং প্রমুক্তস্তির্হর্কো ধূমকেতুস্তথাগ্নিনাম্।"**

সূর্য্য যেরূপ কিরণ দান করে, ধূমকেতু সেইরূপ উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। ধূমকেতুর উদয়ে বিশেষ উষ্ণতা বা গরম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ধূমকেতুকে সবিশেষ উপপ্লব বা উৎপাতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস স্বীয় মহাকাব্য "কুমারসম্ভবে" মহোপপ্লবকারী তারকাসুরকে ধূমকেতুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যথা—

**তস্মিন্নবসরে দীর্ণলোকো ব্যোমাসুরঃ।**
**উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ॥**

বর্ত্তমানধূমকেতু হইতেও সমধিক উষ্ণতা অনুভব হইতেছে। সাধারণতঃ কেতুমাত্রই শিখাবিশিষ্ট দীপ্তিমান্ উৎপাত স্বরূপ হয়, ধূমকেতু ধূমময় হওয়ায় আরও অধিক

শিখাবিশিষ্ট, অধিকদীপ্তিশালী এবং অধিকতর উৎপাত উপপ্লবের কারণ হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ধূমকেতুকে সর্ব্ববিধ উৎপাতের হেতু নির্ণয় করিয়াই তাহার উদয় কালকে নিম্নলিখিতভাবে অশুদ্ধ স্থির পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে নিষেধ করিয়াছেন, যথা—

धूमकेतौ समुत्पन्ने ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।
ग्रहाणां सङ्गरे चैव न कुर्यान्मङ्गलक्रियाम् ॥
उल्कापाते च त्रिदिनं धूमे पञ्चदिनानि च ।
वज्रपाते दिनस्त्वेकं वर्जयेत्सर्वकर्मसु ॥

गर्गवाक्य ।

অর্থাৎ ধূমকেতুর উদয়ে, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণে এবং গ্রহগণের সঙ্কর সময়ে মঙ্গল কার্য্য করিবেনা। সর্ব্বকর্ম্মেই উল্কাপাতে তিন দিন, ধূমকেতুর উদয়ে পাঁচ দিন এবং বজ্রপাতে একদিন অশুদ্ধ বলিয়া বর্জ্জন করিবে। সাধরণ কেতু মাত্রই ত্রিবিধ বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে জানা যায়। দিব্য, আন্তরীক্ষ এবং ভৌম। দিব্যকেতুকেই ধূমকেতু কহে। দিব্য, আন্তরীক্ষ এবং ভৌম এই ত্রিবিধ জাতীয় কেতুই যথাস্থানে যথাকালে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশে দৃশ্যমানকেতুর নাম দিব্য কেতু এবং অন্যান্য এই প্রকার কেতুর লক্ষণ শাস্ত্রে অন্যরূপ কথিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয় দিব্য কেতু। উক্ত ত্রিবিধ কেতুর সাধারণ লক্ষণ, যথা—ধ্বজ, শস্ত্র, গৃহ, বৃক্ষ, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি মধ্যে যাহারা দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে আন্তরীক্ষ কেতু বলে। নক্ষত্রস্থিত কেতু সকলকে দিব্যকেতু কহে; এতদুভয় হইতে ভিন্ন কেতুর নামই ভৌমকেতু হইয়াছে। কেতুর সাধারণ নাম শিখী বা অগ্নির ন্যায় শিখা-বিশিষ্ট। উক্ত ত্রিবিধ কেতু আবার বহুজাতীয় বহু আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কপালকেতু, রৌদ্র-কেতু, চলকেতু, শ্বেতকেতু, রশ্মিকেতু, ধ্রুবকেতু, কুমুদকেতু, মণিকেতু, জলকেতু, ভবকেতু, পদ্মকেতু, আবর্ত্তকেতু, সম্বর্ত্ত-কেতু এই কয়েকশ্রেণী কেতুই প্রসিদ্ধ, ইহাদিগের স্ব স্ব নামের অর্থানুসারেই লক্ষণ, স্বরূপ এবং কার্য্যপ্রকারাদি কতকটা অবগত হওয়া যায়। গর্গাদি মুনিগণ ১০১ এক শত এক প্রকার কেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারদঋষি মাত্র একটি কেতু নির্ণয় করিয়াছেন। পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত একশত এক কেতু লইয়া এক সহস্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সেই একশত এক কেতু যথা—মৃত্যু-সম্ভূত ১৮ কেতু, সূর্য্য-সম্ভূত ১২ কেতু, রুদ্র-সম্ভূত ১০ কেতু, ব্রহ্ম-সম্ভূত ৭ কেতু, ঔদ্দালিক-সম্ভূত ১৫ কেতু, মরীচি-সম্ভূত ৭ কেতু, কশ্যপ-সম্ভূত ১০ কেতু, প্রজাপতি-সম্ভূত ৫ কেতু, অগ্নি-সম্ভূত ৩ কেতু, ধূমসম্ভূত ১ কেতু, সমুদ্রমন্থন-সম্ভূত ১৪ কেতু এবং ব্রহ্মকোপ-সম্ভূত ১ কেতু। এতদ্ব্যতীত আরও আটশত নিরনব্বই প্রকার ধূমকেতু আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কেতু মাত্রেই ধূমকেতু নামে প্রসিদ্ধ। শুক্র-সম্ভূত ৮৪ ধূমকেতু, শনি-সম্ভূত ৬০ ধূমকেতু, বৃহস্পতি-সম্ভূত ৬৫ ধূমকেতু, বুধ-সম্ভূত ৫১ ধূম-কেতু, মঙ্গল-সম্ভূত ৬০ ধূমকেতু, রাহু-সম্ভূত ৩৩ ধূমকেতু, বায়ু-জাত ৭৭ ধূমকেতু, প্রজাপতি-জাত ৮ ধূমকেতু, ব্রহ্ম-জাত ২০৪ ধূমকেতু, বরুণ-জাত ৩২ ধূমকেতু, কাল-জাত ৯৬ ধূমকেতু, বিদিক্-জাত ৯ ধূমকেতু এবং বিশ্বরূপ অগ্নি নামে ১২০ ধূমকেতু। তন্মধ্যে শুক্র-সম্ভূত ধূমকেতুগুলি শুভ্র-বর্ণবিশিষ্ট দেখিতে বৃহত্তারার ন্যায় স্থিরভাবে স্থিত এবং বিষম উৎপাতজনক ফলদান করে; ইহারা উত্তর ও ঈশান কোণে উদিত হয়। শনি-জাত ধূমকেতু সকল সৌম্যদীপ্তিযুক্ত, দ্বিশিখ, দ্বিপুচ্ছ এবং অতি দুঃখ বৃদ্ধি করে; ইহারা সকলদিকেই উদিত হয়, ইহাদের নাম "কনক"। বৃহস্পতিগ্রহ-জাত ধূমকেতুগণ শুভ্রতারকার ন্যায় আকার-বিশিষ্ট, শিখাপুচ্ছরহিত, সৌম্যদর্শন কিন্তু পাপফল দান করে, ইহারা দক্ষিণদিকে উদিত হয়, ইহাদের নাম "বিকচ"। বুধ-সম্ভূত ধূমকেতুগণ অতিশয় সূক্ষ্মকায়বিশিষ্ট, দেখিতে লম্বমান দীর্ঘ, শুক্লবর্ণ এবং পাপফল দান করে। ইহারা সর্ব্বদিকেই উদিত হয়, ইহাদিগের নাম "তস্কর"। মঙ্গল-জাত ধূমকেতুসকল ত্রিশিখ ও ত্রিপুচ্ছ, দেখিতে প্রদীপ্ত-বহ্নির ন্যায় এবং দুঃখ দান করে। ইহারা পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, ইহাদের নাম "কৌঙ্কুম"। রাহুগ্রহ-সম্ভূত ধূমকেতুগণ বহুপ্রকার আকারবিশিষ্ট, চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলে পরিদৃষ্ট,

সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হইলে পাপপ্রদ এবং চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্ট হইলে সৌম্য হয়; কিন্তু কাককবন্ধ অস্ত্রাকারে চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্ট হইলেও পাপদায়ক হইয়া থাকে। ইহাদিগের উদয়ে জল কলুষিত, আকাশমণ্ডল ধূলিপটলাচ্ছন্ন এবং পর্ব্বতশিখর বিকম্পিত করিয়া মহামহীরুহাগ্রবিলোড়নকারী কঙ্করবালুকাময় বায়ু তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়, আর সময়ে সময়ে উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, দিক্‌দাহ, ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সংঘটনাও হইয়া থাকে; ইহাদের নাম "তামসকীলক"। যে যে দেশে বা প্রদেশে এই প্রকার রাহুগ্রহ-জাত ধূমকেতু সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সেই দেশের নৃপতিগণের এবং সেই সেই প্রদেশের অধিপতিগণের বিপৎপাতের বিশেষ সম্ভাবনা। এমন কি, সেই দেশ বা প্রদেশবাসী প্রজাবর্গেরও ভয়ানক দুঃখক্লেশাদি সংঘটিত হয় এবং সেই দেশ প্রদেশস্থিত মুনি ঋষি ব্রাহ্মণগণও যাগযজ্ঞাদি সাধনাভাবহেতু অন্নাভাবজনিত ক্ষুধাক্লিষ্ট ও ভিক্ষাভাবে বিপন্ন হইয়া স্ব স্ব সনাতনধর্ম্ম ও সৎস্বভাব পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত বালকাদি সমভিব্যাহারে অতি দুঃখে অন্যদেশে গমন করিতে বাধ্য হয়। উক্ত প্রকার রাহু-জাত ধূমকেতু বিশেষ দুঃখকারী এবং অতীব অমঙ্গলপ্রদ। ইহারা আকারভেদে দৃষ্ট হইলে বিশেষ বিশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। যথা—সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকারে দৃষ্ট হইলে রাজার নাশ, কাকাকারে দৃষ্ট হইলে দস্যুতস্করের ভয়, কীলক ( গোঁজ ) আকারে দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ, ছত্রধ্বজ এবং চামরাকারে অথবা রাজোপকরণাকারবিশেষে দৃষ্ট হইলে অন্য রাজা হয়, আর সূর্য্যমণ্ডলে যদি স্ফুলিঙ্গ অথবা ধূমাদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লোকক্ষয় হয়। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন আকারের বর্ণবিশেষেও ফলবিশেষ হইয়া থাকে, যথা—শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণবর্ণের, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়বর্ণের, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্যবর্ণের এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রবর্ণের বিনাশ হয়।

বিশ্বরূপ অগ্নিনামক ধূমকেতুসকল দীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টি করে। ইহারা সর্ব্বদিকেই উদিত হয়। বায়ু-জাত ধূমকেতুগণ শ্যামমিশ্রিত রক্তবর্ণ, তারকাবিহীন, চামরাকৃতি, কঠোর দর্শন এবং অতিশয়পাপফল দান করে, ইহারাও সকলদিকে উদিত হয়, ইহাদের নাম "অরুণ"। প্রজাপতি-সম্ভূত ধূমকেতুগণ বহুতারাকারবিশিষ্ট, সর্ব্বদিক্‌উদয়শীল, অশুভপ্রদ; ইহাদের নাম "গণক"। ব্রহ্ম-জাত ধূমকেতু চতুষ্কোণাকার, ইহারা কখনও দৃষ্টিগোচর হয় কি না সন্দেহ। বরুণজাত ধূমকেতুগণ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী এবং উৎকট ফল দান করে; ইহারা প্রায়ই পশ্চিমদিকে উদিত হয়, ইহাদের নাম "কঙ্ক"। যম-জাত ধূমকেতুসকল প্রচণ্ড, ভয়প্রদ, বিরূপতারকাকার, একবা বহুশিখাবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রদ। ইহারা নৈর্ঋতকোণে উদিত হয়। ইহাদের নাম "কবন্ধ"। কাল-জাত ধূমকেতুগুলির কোন নির্দ্দিষ্ট আকার বা উদয়ের কোন দিক্ নির্ণয় নাই। বিদিক্-সম্ভূত ধূমকেতুগণ শুক্লবর্ণ বৃহত্তারকাযুক্ত সকলকোণেই উদিত হয় এবং অমঙ্গল ঘটনা করিয়া থাকে। ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থে ধূমকেতুসম্বন্ধে ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায়।

অনন্ত আকাশমণ্ডলে অনন্ত আকারবিশিষ্ট অনন্তপ্রকার ধূমকেতু আছে, তন্মধ্যে এযাবৎ সৃষ্টিকাল হইতে যতগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমায় গণনাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা একসহস্র উক্ত হইয়াছে। যে সকল কেতু বা ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের কোনটী অতি ক্ষুদ্র অল্পক্ষণ মাত্র দেখা যায় এবং কোনটী বা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। নক্ষত্রাদিতে সে সমস্ত তেজোময় ধাতব পদার্থ আছে, ধূমকেতুগুলিতেও সেইরূপ অনেকানেক গলিত পদার্থ ও তজ্জাত পুঞ্জীকৃত ধূমরাশি আছে। সাধারণতঃ ধূমকেতুসমূহের মস্তক তারকার ন্যায় এবং পুচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় ধূমবৎ প্রতীত হয়। কোন কোন ধূমকেতুর মস্তকের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার জ্যোতিও পরিলক্ষিত হয়। ইহাদিগের পুচ্ছগুলি লঘু হওয়ায় সময়ে সময়ে উহাদের মধ্যদিয়া আকাশস্থ নক্ষত্রগণও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ধূমকেতুর একাধিক মস্তক বা শিখা এবং পুচ্ছ দেখা যায়। প্রায়ই দৃষ্ট হয় যে, সূর্য্যের দিকেই ধূমকেতু সকলের মস্তক এবং তদ্বিপরীত দিকে পুচ্ছগুলি অবস্থিত।

অধুনা যে ধূমকেতু সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

উহার আকার প্রকারাদি দর্শনে রাহু-জাত তেত্রিশ প্রকার ধূমকেতুর কোন একটি বলিয়া বোধ হয়। এই রাহুজাত ধূম-কেতুই পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিৎ মহাপণ্ডিত হেলী সাহেব কর্ত্তৃক প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে হেলী সাহেব এই ধূম-কেতুর স্বরূপ, লক্ষণ, কার্য্যগতি এবং প্রকারাদি জানিতে পারিয়া, ইহার উদয় কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিয়াছিলেন যে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই ধূমকেতু দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। তাঁহার গণনা মতে বর্ত্তমান ধূমকেতু সেই ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের পর ৭৫ বৎসর পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একবার উদিত হয় এবং এই ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উদিত হইয়াছে। জর্ম্মা-নীর বিখ্যাত জ্যোতির্ষী উল্‌ফ সাহেব প্রতিদিন বর্ত্তমান ধূমকেতুর উদয়সান্নিধ্য বা আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে
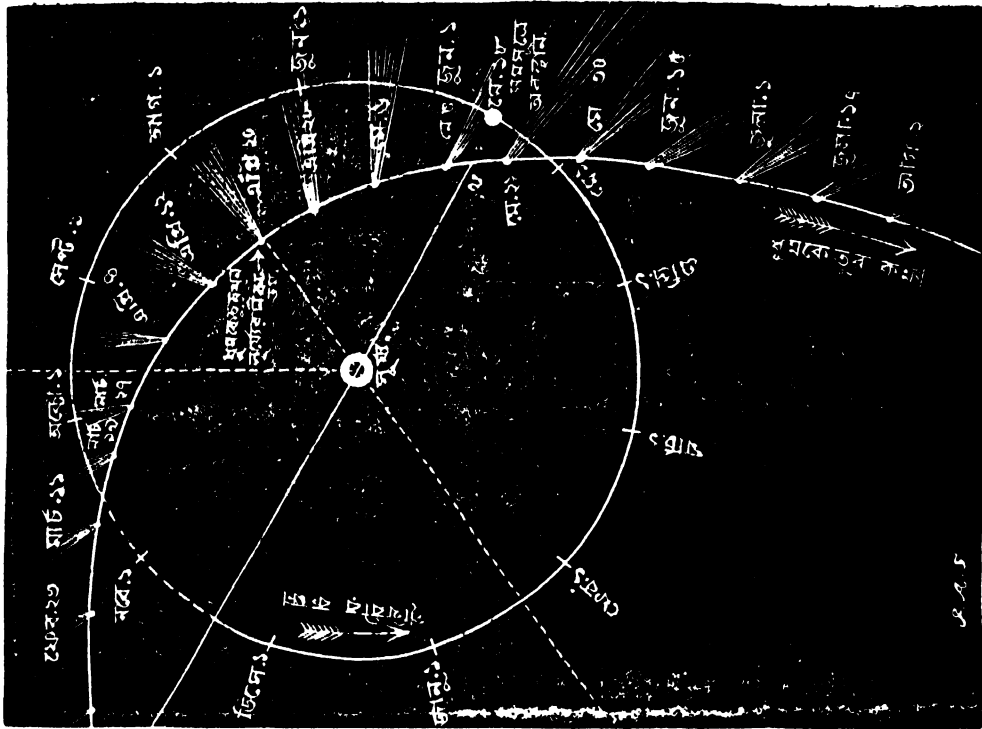
গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে উহাকে কালপুরুষের উত্তরাংশে দেখিয়াছিলেন এবং ২৯শে জানুয়ারী দেখিতে পান যে, উহা শনিগ্রহ অতিক্রম করিয়া তীব্রবেগে অগ্রসর হইতেছে। প্রথমে এই ধূমকেতু প্রতিদিন দশলক্ষ মাইল অগ্রসর হই-য়াছে। ক্রমে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় পরে দৈনিক বিশ লক্ষ মাইল অগ্রসর হইয়াছিল। এই ধূমকেতুর আকার সম্বন্ধে প্রমাণানুসারে স্থির হইয়াছে যে, ৩৫ লক্ষ ৭০ হাজার মাইল লম্বা এবং ৯৬ হাজার মাইল চওড়া। ইহার পুচ্ছের আয়তন দশ কোটি মাইল হইবে, প্রথমে আকাশের পূর্ব্ব ভাগে শুক্র গ্রহের ঈষৎ উত্তর দিকে এই ধূমকেতু দৃষ্ট হয়, গত ১৭ই মে এই ধূমকেতু পৃথিবীর অতিনিকটে আসিয়া-ছিল এবং ২১শে মে পৃথিবী উহার সুবৃহৎ পুচ্ছের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছে। ঐ সময় হইতেই উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং উহার সংস্পর্শে বায়ুরাশি এতই উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, অধিক দিন এইরূপ দুর্ব্বিষহ উষ্ণতা থাকিলে জীবগণের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার সম্ভব ছিল।

লৌকিক ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই

ধূমকেতু অনন্ত কাল হইতে নিয়মিত ভাবে প্রতি ৭৫ বৎসর অন্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া আসিতেছে এবং যখনই ইহার উদয় হইয়াছে, তখনই পৃথিবীতে কোন না কোন ঘোর উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ঐ সকল ঘটনাবলীর নিয়মিত তালিকা সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে বলিয়া পুনরায় নূতন করিয়া আমরা সে সমস্ত ঘটনার আর অবতারণা করিলাম না।

এই প্রবন্ধের সহিত যে চিত্র দেওয়া হইতেছে, তদ্দর্শনে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, অন্যান্য গ্রহের গতি অপেক্ষা ধূমকেতুর গতি অন্যরূপ। ধূমকেতু সকলগ্রহের কক্ষা ভেদ করিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে, এই জন্য অনেক বিজ্ঞানবিৎ বলিয়া থাকেন যে, যদি কখনও কোন গ্রহের প্রলয় হয়, তাহা হইলে এই ধূমকেতুর সংঘর্ষেও হইতে পারে। ধূমকেতুর মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র সূর্য্য মণ্ডল হইতে পারে, কারণ সূর্য্যমণ্ডলের যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ইহার গতি বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যতই দূরবর্ত্তী হয়, ততই ইহার গতি হ্রাস পায়।

---

## শ্রীমহামণ্ডল সংবাদ।

ভারতে বর্ত্তমান অশান্তির একটি প্রধান কারণ প্রজার মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব। এজন্য শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল সম্প্রতি একটি বিশেষ প্রার্থনা পত্র (Memorial) মাননীয় বড়লাট বাহাদুর এবং বম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্য ভারত, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, বঙ্গপ্রান্ত এবং পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরগণের নিকট পাঠাইয়াছেন। ঐ প্রার্থনা পত্রের উত্তরে সকল স্থান হইতে আশাজনক উত্তর পাওয়া যাইতেছে। উক্ত নিবেদন পত্রের প্রতিলিপি এবং সংক্ষিপ্ত অনুবাদ স্থানান্তরে প্রকাশিত করা হইল।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয় কোন না কোন অবস্থায় ভারতের সকল প্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে। এখন এই বিরাট সভার কার্য্য ভারত ব্যাপী বলা যাইতে পারে। উত্তর ভারতের নানা প্রান্তে শ্রীমহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয় পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে। বম্বাই নগরে প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপনের বিস্তারিত সংবাদ পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। আশা করি, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, মান্দ্রাজ নগরে এবং মাইসোর নগরে শ্রীমহামণ্ডলের শাখা কার্য্যালয় (Agency) স্থাপিত হইয়াছে। এবং ঐ দুই সুদূর প্রান্তে ধর্ম্মকার্য্য করিবার জন্য দুইটি ভাল প্রতিনিধিও পাওয়া গিয়াছে।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের দ্বারা এ পর্য্যন্ত যে সকল সৌভাগ্যবান্, ধর্ম্মপ্রেমী, বিদ্যাপ্রেমী, সমাজোন্নতিকারী ও শিল্পবিজ্ঞানোন্নতিকারী ব্যক্তিগণকে এবং ধর্ম্মবক্তাগণকে মানপত্র ও উপাধি আদি বিতরণ করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এপর্য্যন্ত ২৪১ হইয়াছে। উহাদের নাম ধাম এবং পদমর্য্যাদার সহিত নামাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে শীঘ্র বাহির হইবে।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের আট বৎসরের কার্য্যবিবরণী এরূপভাবে প্রণীত হইতেছে, যাহাতে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের দ্বারা এ পর্য্যন্ত কি কি কাজ হইয়াছে, তাহার বিবরণ থাকিবে এবং প্রত্যেক কার্য্য বিভাগের কার্য্য প্রণালী এবং ভবিষ্যত লক্ষ্য এরূপ ভাবে ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইবে যাহাতে ঐ গ্রন্থ শ্রীমহামণ্ডলের প্রথম কার্য্য বিবরণী গ্রন্থ হইলেও উহা মহামণ্ডলের ভবিষ্যৎ কার্য্য কর্ত্তাগণের পক্ষে পথ প্রদর্শক গ্রন্থ হইবে।

* * *

এ পর্য্যন্ত শ্রীমহামণ্ডল দ্বারা যে সকল আজ্ঞাপত্র, দান-

পত্র ও দলিলাদি সংগৃহীত হইয়াছে, ঐগুলি পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। উহা ব্যতীত সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামাবলীর পুস্তক, নিয়ম উপনিয়মাবলীর পুস্তক, সভ্য নামাবলীর পুস্তক ও গবর্ণমেন্টের সহিত পত্রাচারের পুস্তক এইরূপে কয়েকখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়, উপদেশক মহাবিদ্যালয়, যন্ত্রালয়, পুস্তকালয়, ছাত্র-নিবাস আদির জন্য যাহাতে বিস্তৃত এবং উত্তম স্থান পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে যত্ন হইতেছে। কার্য্যালয় এখন শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের রাজ ভবনে আছে। শ্রীমহামণ্ডলের সভ্যগণ শুনিয়া অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন যে, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের কুমারগণ তাঁহাদের কাশীস্থ দেবত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত যে গুরুধাম নামক বৃহৎ বাটী এবং প্রায় ৪০ চল্লিশ বিঘা বাগান ও জমি আছে, উহা ৮৫ বৎসরের জন্য জমা (lease) দিয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের আবশ্যকীয় কার্য্য সকল হইতে পারিবে। ঐ প্রসিদ্ধ এবং ধার্ম্মিক রাজপরিবারের কয়েকটি কুমার পাট্টা রেজেষ্টরী করিয়া দিয়াছেন এবং আশা করা যায় যে, অন্যেরাও শীঘ্র করিয়া দিবেন।

* * *

গুরুধাম নামক বাটীতে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উপদেশক বিদ্যালয় এবং পুস্তকালয় স্থাপিত করা হইয়াছে। উপদেশক বিদ্যালয়সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী যাহা পূর্ব্ব সংখ্যায় নিগমাগমচন্দ্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে আরও একটি উত্তম নিয়ম বৃদ্ধি করা হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে উপদেশক পদপ্রার্থী মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। এই নিয়মানুসারে শ্রীমহামণ্ডল উপদেশক বিদ্যালয় হইতে যে সকল পণ্ডিত ( সাধু সন্ন্যাসী ছাত্র ব্যতীত ) উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন, তাঁহাদিগকে মাসিক বৃত্তি, পারিতোষিক, পারিবারিক বৃত্তি আদিত দেওয়াই হইবে, তাহা ব্যতীত যাঁহাদিগকে আবশ্যক মনে করা যাইবে, তাঁহাদিগকে ১৫ পনর বৎসরের জন্য একটী (Endowment policy) এন্‌ডাউমেন্ট্ পলিসি পাঁচ হাজার টাকার দেওয়া হইবে। ঐ পলিসি (policy) হইতে পনর বৎসর পরে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা ঐ উপদেশক মহাশয় পাইবেন এবং ২০০০৲ দুই হাজার টাকা মহামণ্ডল পাইবেন। উপদেশক পদপ্রার্থী পণ্ডিতগণ মহামণ্ডল কার্য্যালয় হইতে নিয়মাবলী আনাইয়া পাঠ করিতে পারেন।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয় সমূহের মধ্যে এবং প্রান্তীয় মণ্ডলগুলির মধ্যে প্রধান কার্য্যের সংবাদ দেওয়া হইতেছে। শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল একটী ঘর প্রস্তুত জন্য প্রধান মহাকালী পাঠশালা কলিকাতার বিল্ডিং ফণ্ডে (building fund) এক হাজার টাকা দিবার মন্তব্য করিয়াছেন। ঐ বাটীতেই কলিকাতার মহামণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় থাকিবে। উক্ত মণ্ডল কলিকাতা পণ্ডিত সভাকে ৫০৲ টাকা এবং শ্রী ৺ ঘণ্টেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারের জন্য ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের দুইটী বৃত্তি প্রাপ্ত উপদেশক, শ্রীজনকধর্ম্মমণ্ডলের একটী বৃত্তিপ্রাপ্ত উপদেশক, এবং শ্রীপঞ্জাবধর্ম্মমণ্ডলের একটী বৃত্তিপ্রাপ্ত উপদেশক নিয়মিত ভ্রমণ করিতেছেন। মহোপদেশক পণ্ডিত বাবু রামজী শর্ম্মা যাঁহাকে প্রধান কার্য্যালয় হইতে বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে, তিনি পঞ্জাবের কয়েকটি সভায় সফলতা পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়াছেন।

# কলাদিতীর্থে কুম্ভাভিষেক।

মালাবার রাজ্যে কলাদি নামক স্থানে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে কুম্ভাভিষেক হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রকাশিত করিলামঃ—

এখন যে দেশকে মালবার বলা যায়, তাহার অন্তর্গত কলাদি একটী ক্ষুদ্র পল্লী। ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তর সীমানার নিকটে পূর্ণ নদীর তীরে অবস্থিত। মান্দ্রাজ হইতে ইহা ১৬ ঘণ্টার পথ। কোচীন হইতে দেড় ঘণ্টায় পৌছান যায়। কলাদি মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম স্থান। শঙ্করাচার্য্য নিজহস্তে তাঁহার মাতার পূজার জন্য যে একটী শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তাঁহার মাতার মৃতদেহের সৎকার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই কুম্ভাভিষেকের কথা প্রথমতঃ শৃঙ্গারীর স্বামীর মনে উদয় হয়। এই শৃঙ্গারী মঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য শ্রীশ্রীস্বামীশিবাভিনব ভারতী ভারতবর্ষের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত। তিনি শৃঙ্গারীর গদিতে প্রায় ৪৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছেন। তিনি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া একবার গদিত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। তখন হঠাৎ একদিন তাঁহার দৈববাণী হয়। তিনি শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান খুঁজিয়া বাহির করার ও তাঁহার স্মৃতিস্থাপন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। স্বামীজী তখনই ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভিঃ পিঃ মাধবরাওএর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে মহীশূরের পেন্সন প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেওয়ান রামচন্দ্র আইয়ার তাহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং স্বামীজী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া পূর্ণ উৎসাহে এ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের মাতার চিতাক্ষেত্র শীঘ্রই প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাঘাট, মন্দির, আবাসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। যে ঘাটে শঙ্করাচার্য্যকে কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছিল এবং মাতার নিকট সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি লাভ করিয়া যে ঘাটে সেই কুম্ভীরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় ঐ ঘাটের জলের গভীরতা অত্যন্ত বেশী, এই কারণে ঐ ঘাট বান্ধান এবং নদীতীর সুদৃঢ় করণ ইত্যাদি কার্য্য যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, কিন্তু তাহাও অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হইল। শঙ্করাচার্য্যের মাতার চিতাক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগে এই ঘাট অবস্থিত। চিতার ঠিক মধ্যস্থলে একটী বেলগাছ জন্মিয়াছে। এই ঘাটের দক্ষিণদিকে একটী প্রকাণ্ডকায় অশ্বত্থগাছ বিরাজ করিতেছে। তাহার নিম্নে গণপতি দেবতার একটী মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের মাতা পুত্রকামনায় এই গণপতির পূজা করিয়াছিলেন। এইস্থানে আরও দুইটী মন্দির বিদ্যমান আছে। একটীতে৺শ্রীশ্রীশরদম্বা মাতাজীর মূর্ত্তি, অপরটীতে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১২ই মাঘ) তারিখে এই উৎসবার্থ বহু বহু লোকের নামে নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয় এবং নানা স্থান হইতে অসংখ্য জনসমাগম হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্র, হায়দারাবাদ, বেনারস, কলিকাতা, মথুরা, দিল্লি, লাহোর প্রভৃতি বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও দর্শকগণ এই অভিষেক দর্শন করিতে আগমন করয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিচুর ও শিবগঙ্গানামক মঠের প্রধান স্বামিদ্বয় এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর মাধব রাও, মহীশূরের রাজ-বেরিষ্টার মিষ্টার নঞ্জনদিয়া, প্রধান বিচারপতি মিঃ চেটী এবং কোচীন রাজ্যের অন্যান্য অনেক রাজকর্ম্মচারী এইকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। দারভাঙ্গার মহারাজার প্রতিনিধি, বেনারসের মহারাজের প্রতিনিধি, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রতিনিধি, শঙ্কেশ্বর ও দ্বারকার—শঙ্করাচার্য্যদ্বয় প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া ছিলেন। যে দিবস শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সে দিন পঞ্চাশ হাজারের কম দর্শক উপস্থিত হইয়া ছিল না। এই অসংখ্য দর্শকগণকে শৃঙ্গারী মঠের কর্ত্তৃপক্ষ বিনামূল্যে আহার যোগাইয়াছেন। ত্রিবেন্দ্রাম্ হইতে বহু সংখ্যক গ্রাজুয়েট ও

আওয়ার গ্রাজুয়েট্ স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিয়া সমুদায় কার্য্য উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছেন। ঘাটস্থ মন্দির ও আবাস গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে প্রায় ১ লক্ষ মুদ্রা এবং সকলের আহারের ও বাসের সংস্থানের জন্য প্রায় দেড় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। প্রতি বৈশাখ মাসে এই স্থানে একটী মেলা বসিবে এবং প্রতি বৎসর শঙ্করাচার্য্যের জন্মদিনে এ স্থানে মহোৎসব হইবে।

স্বামীজী তাঁহার লোকজন সঙ্গে ১৫ই তারিখ কলাদিতে উপস্থিত হইলেন। তখনই কার্য্যারম্ভ হইল। ১২০০ ব্রাহ্মণে চারিবেদ পাঠ করিতে থাকে এবং রুদ্রবর্ত্তন, যজ্ঞ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সকল একটী বৃহৎ মণ্ডপমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণগণ রাত্রদিন মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় ১২ টার সময়ে শৃঙ্গারীর প্রধান স্বামীজী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ধীর পাদ বিক্ষেপে যজ্ঞমণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১২০০ ব্রাহ্মণও এক একটী জলপূর্ণ কলসী স্কন্ধে অগ্রসর হইল। তাঁহারা প্রথমে শ্রীগণপতি, পরে শরদম্বা, ক্রমে সপ্তমাতৃকা এবং আদি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বৈকালে একটী মণ্ডপে একটী সভা আহুত হয়। তথায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। তিনটী সংস্কৃত অভিনন্দন পত্র, স্বামীজীকে প্রদত্ত হইল। তিনিও প্রধান প্রধান কার্য্যকারকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। দেওয়ান বাহাদুর মাধবরাও তখন তামিলে ও ইংরেজীভাষায় বক্তৃতা করেন এবং স্বামীজীকে তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে এই মহোৎসবে যথানিয়মে একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং কতিপয় সভামহোদয়ও এই সাধারণ মহোৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন সভ্য মহোদয়ের প্রেরিত রিপোর্ট অনুসারে আমরা এই সংবাদ পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত করিলাম। যে ধার্ম্মিক সজ্জন উক্ত প্রদেশে তীর্থ যাত্রায় গমন করিবেন, এই পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন।

বৌদ্ধবিপ্লবের অন্তিমসময়ে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ লক্ষ্যভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, যে সময় আমাদিগের ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা ও তপোহীন হীন হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মবলে স্ব স্ব স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, যে সময় হিন্দু রাজগণ প্রায় সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যে সময় আর্য্য প্রজাগণ বৌদ্ধরাজার শাসনভয়ে সনাতন ধর্ম্মের নাম করিতেও ভীত হইত, সেই সময়ে শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভু আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের উন্নতি এবং আর্য্যজাতির পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন। প্রথমে বৌদ্ধাচার্য্যকে পরাস্ত পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিবৃন্দকে আপনার কৃপার অধিকারী করিয়া আজ্ঞাধীন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সমস্ত ভারতবর্ষে পর্য্যটনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী পীঠস্থান স্থাপিত করিয়াছিলেন। উক্ত চারিটী পীঠস্থানকে চারিটী মঠ বলা যায়। ভারতের উত্তর দিকে বাদরিকাশ্রমে জোষী মঠ, পশ্চিমে দ্বারকাপুরীতে শারদামঠ, পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথপুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ এবং দক্ষিণে শৃঙ্গারী মঠ। প্রাচীন কালে এই সকল মঠের অধিপতিগণ বিশেষ শক্তিশালী হইতেন এবং উক্ত চারি মঠস্বামী ভারতের ধর্ম্মরাজ বলিয়া কথিত হইতেন। ভারতের নৃপতি সকল উক্ত আচার্য্য প্রভুদিগের অনুশাসন স্বীকার করিতেন। এই আচার্য্যগণের এতাদৃশী অসাধারণ শক্তি ছিল যে, ইঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যে কোন রাজা অধার্ম্মিক হইলে, তাহাকে রাজ্যপদ চ্যুত করিতে সমর্থ হইতেন। আর্য্যজাতির পুনর্জ্জীবনদাতা এবং ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ছিল, ইহা অপেক্ষা আর্য্যজাতির কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে?

ঋষি, দেবতা এবং পিতৃগণ, এই তিনই ভগবানের সাক্ষাৎশক্তি। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উত্তমভাবে রক্ষা করিবার জন্য এই তিন শক্তিই প্রধান অবলম্বন। জ্ঞানরাজ্যরূপী অধ্যাত্ম ঋষির রক্ষক ঋষিগণ, কর্ম্মরাজ্যের নিয়ন্তা দেবদেবী সকল এবং আধিভৌতিক স্থূলরাজ্যের রক্ষক পিতৃগণ নিত্যই বিরাজমান। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ঋষি ও দেবতাগণের

অবতার হয়; কিন্তু পিতৃগণের অবতার মাতা পিতা এবং নিজ দেশ, জাতি ও কুলের উদ্ধারকর্ত্তা মহানুভাবকে জানা যায়। স্বাধ্যায়, বিদ্যা-দান আদি অনেক কার্য্য আছে, যাহা দ্বারা মনুষ্য ঋষি-ঋণ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। এই রূপ যজ্ঞানাদি অনেক সৎকর্ম্ম আছে, যাহা দ্বারা মনুষ্য দেব-ঋণ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে. এই নিয়মে পূর্ব্বপুরুষ-পূজা, পিতৃযজ্ঞ এবং নিজ কুল. নিজ ধর্ম্ম ও নিজ জাতির উদ্ধারকর্ত্তা স্বরূপ মহাপুরুষগণের সম্মান করিলে মনুষ্য পিতৃ-ঋণ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। শৃঙ্গারী মঠের বর্ত্তমান অধিপতি প্রভু বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণ আর্য্যজাতিকে পূর্ব্বোক্ত মহদনুষ্ঠান দ্বারা পরম আবশ্যকীয় পিতৃ-যজ্ঞের শিক্ষা দান করিয়াছেন। এজন্য তিনি প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরই ধন্যবাদার্হ।

---

# বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

এ টোয়ার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকোন্নতি সভা ও বিদ্যাপীঠের বাৎসরিক উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত এ বৎসরও সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরম পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ ১০৮ স্বামী ব্রহ্মনাথ আশ্রম মহারাজের যত্নে এই বিদ্যাপীঠ ধর্ম্মকার্য্য দিন দিন উন্নত হইতেছে। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সভ্য মাত্রেরই এই ধর্ম্ম কার্য্যের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

* * *

হরিদ্বারের সুপ্রসিদ্ধ ঋষিকুলব্রহ্মচারীআশ্রমের এখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে উহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা। চাঁদা দ্বারা 'যত্র আয় তত্র ব্যয়' ছিল। তথাকার মাসিক ব্যয় চার পাঁচ শত টাকা কেবল চাঁদা ও অনিশ্চিত বৃত্তি দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের যত্নে হিন্দুসূর্য্য মহারাণা উদয়পুরের দানের সাহায্যে উহার প্রথমে দশ সহস্র টাকা মূলধন একত্রিত হয়। এখন উহার প্রতিষ্ঠাতাগণের বিশেষ উদ্যোগে অধিক টাকার মূলধন একত্রিত হইয়াছে। আশাকরি ঐ মূলধনের সুদে এই ধর্ম্মকার্য্যের স্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারিবে। ভগবান্ ঐ ধর্ম্মকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি করুন।

* * *

বঙ্গদেশের অন্তর্গত দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি নামক কলেজ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী মহাশয় এম্, এ র অসাধারণ পরিশ্রমে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। এবারে ঐ কলেজের সংস্কৃত বিভাগের নূতন 'টোল' বাটীও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। দৌলতপুর কলেজ বেনারসের সেণ্ট্রাল্ হিন্দু কলেজের মতই হিন্দুদিগের একটি প্রধান বিদ্যাস্থান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ হিন্দু কলেজকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই রূপ এই দৌলতপুর কলেজকেও করেন। শ্রীমহামণ্ডলের সভ্যগণের এই ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

* * *

কাশীপুরীতে এ পর্য্যন্ত কোন ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের ধর্ম্মানুরাগ ও বিদ্যানুরাগ বশতঃ তাঁহারই বিশেষ যত্নে কাশীর প্রান্তভাগে একটি নিভৃত স্থানে, গঙ্গাতীরে "শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর এই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নিজের বাগান দান করিয়াছেন। এই ব্রহ্মচারী আশ্রমের কমিটিকে শ্রীমহামণ্ডল হইতেও মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারী আশ্রমের কার্য্য ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

* * *

কলিকাতার শ্রীভারতস্ত্রীহিতশিক্ষাপরিষদ্ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় কন্যা পাঠশালা গুলিতে মহাকালী শিক্ষাপদ্ধতি প্রচার করিবার জন্য পুস্তক এবং ফরম আদি প্রস্তুত করিতেছেন। প্রায় ৩০।৩৫ টি কন্যা পাঠশালা শাখারূপে পরিণত

হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডলও পুস্তকাদি দ্বারা ঐ পরিষদ কে সাহায্য করিতেছেন।

* * *

কলিকাতার প্রধান মহাকালী পাঠশালার বাৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। ঐ উৎসবে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহারাজা বাহাদুর দ্বারভাঙ্গা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন। মহাকালী পাঠশালার বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ঐ পাঠশালার নূতন মাতাজীর যত্নে পাঠশালার সকল কার্য্যবিভাগেই বিশেষ উন্নতি দেখা দিয়াছে। শ্রীমতী মাতাজী এবারে পূর্ব্ববঙ্গে বেড়াইয়া অনেকগুলি শাখা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। পাঠশালার নূতন গৃহনির্ম্মাণের জন্যও চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ করা হইয়াছে।

* * *

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের (Science) যতই উন্নতি হইতেছে, ততই সনাতন ধর্ম্মের বৈদিক বিজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদন হইতেছে এবং নিরপেক্ষ বিদ্বন্মণ্ডলী বুঝিতে পারিতেছেন যে, অনাদিসিদ্ধ বৈদিক বিজ্ঞান অভ্রান্ত। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন, চন্দ্রলোকে জীবের বাস নাই। এখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রলোকেও জীবের বাস আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পূর্ব্বে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, মস্তিষ্ক (brain) অংশই বুদ্ধি এবং মনের কেন্দ্রস্থান। এখন স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মন ও বুদ্ধি স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। একজন বৈজ্ঞানিক পশুদিগের মস্তিষ্ক (brain) শরীর হইতে বাহির করিয়া লইয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ পশু ব্রেন্ রহিত হইয়াও পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিয়া থাকে। রেডিয়ম ধাতুর নূতন আবিষ্কার দ্বারা আমাদের রাসায়নিক সিদ্ধি সকল প্রমাণিত হইয়াছে। যতই সায়েন্সের (Science) উন্নতি হইবে এবং পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌গণের মস্তিষ্ক ধৃতি সম্পন্ন হইবে ততই সনাতন ধর্ম্মের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সমূহের মূল্য উহারা বুঝিতে পারিবে।

* * *

কাশীর মানমন্দিরের মেরামতের জন্য শ্রীমহামণ্ডল জয়পুরাধিপতি মহারাজার নিকট এবং উজ্জয়িনীর মানমন্দিরের মেরামতের জন্য গোয়ালিয়রাধিপতি মহারাজার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ বিদ্যানুরাগী সজ্জনগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, কাশীর মানমন্দিরের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ হিন্দী ভাষার উন্নতি এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে যে বিরাট আয়োজন করিতেছেন, তাহা এই পত্রের স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

# ধর্ম্মশিক্ষা আর গবর্ণমেণ্ট।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল সমগ্র ভারতবর্ষে সনাতনধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন, এই জন্য মহামণ্ডল পক্ষ হইতে মাননীয় বড়লাট বাহাদুর এবং মান্দ্রাজ, বম্বাই, পঞ্জাব, মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ ও উভয় বঙ্গপ্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণের নিকটে আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে। এই আবেদনপত্রে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তির যে যে কারণ উক্ত হয়, তন্মধ্যে ধর্ম্মভাবরহিত পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই প্রধান।

প্রার্থনাপত্রে স্পষ্টই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মাননীয় গবর্ণমেণ্ট যদি মহামণ্ডলকে সাহায্য করেন, এবং শিক্ষাবিভাগের প্রধানকর্ম্মচারী ও জেলার প্রধান কর্ম্মচারী সহায়তা করেন; তাহা হইলে মহামণ্ডল সমস্ত ভারতবর্ষেই স্বকীয় বিভিন্ন প্রান্তীয়মণ্ডলের সাহায্যে সমস্ত প্রধাননগরে এবং গ্রামে কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক স্কুল, কলেজ ও পাঠশালায় সনাতনধর্ম্মশিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিবে।

শ্রীমহামণ্ডল ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারজন্য নিম্নলিখিত কার্য্যসকল আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—ধর্ম্মশিক্ষাগ্রন্থাবলী প্রকাশ করা, উপদেশক ধর্ম্মশিক্ষকগণের পথপ্রদর্শক গ্রন্থসকল

প্রকাশ করা, উপদেশক বিস্তালয় স্থাপন করা, যোগ্য ধর্ম্মবক্তাদিগকে দেশ দেশান্তরে পাঠাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করা, ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় মাসিকপত্রসকল মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে সহায়তা করা ইত্যাদি। যদি ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রাপ্ত হয়, তবে মহামণ্ডল এই সকল কার্য্য যথাবিধি রীতিমত সুসম্পন্ন করিতে পারিবে।

## আবেদন পত্রের প্রতিলিপি।

To

**His Excellency The Viceroy and Governor-General of India,**

MEMORIAL SUBMITTED BY THE SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDALA—THE ALL-INDIA RELIGIOUS ASSOCIATION OF THE HINDUS.

MAY IT PLEASE YOUR EXCELLENCY,

1. That your humble Memorialists have noticed with feelings of the deepest shame and disgust the anarchical tendency of the criminal acts committed by some young men within the last few months and deeply regret that such tendencies should be found in the members of a community which is naturally law-abiding and loyal.

2. That your Memorialists have reasons to apprehend that such criminal tendencies and acts owe their origin to defective education and absence of proper religious training in youth.

3. That your Memorialists respectfully submit that to ameliorate the moral and mental conditions of Hindu youths and to make them loyal and law-abiding subjects, it is necessary that religious education in proper lines should be regularly imparted through :—

(a) The various schools, colleges and Sanskrit and Vernacular Pathaśálas;

(b) Tracts freely distributed in all important places and among deserving persons; and

(c) Trained preachers sent all over India to preach loyalty to God and king side by side.

4. That the Memorialists believe that what is suggested in *para supra*, is the most effective remedy for the following reasons :—

(a) Hinduism is the oldest and the foremost religion in which the king is considered as God personified;

(b) Hindus are naturally law-abiding and loyal to the core; and most of the irreligious tendencies of the modern Hindu youths must be attributed to the present materialistic civilisation and secular education which deprive them of their ancient religious training, character and intuition; and

(c) Hindu religious education and training, thoroughly imparted on orthodox and non-sectarian lines, can alone restore and develop the ancient Hindu character which has been extolled by European as well as Mahomedan writers of previous centuries.

5. That the Memorialists therefore pray that Religious education and training, on thoroughly orthodox and non-sectarian lines, may be allowed to be imparted to Hindu youths through the Mahamandal agency, in all English schools and colleges, as well as in all Sanskrit and Vernacular Pathaśálas; and that the Mahamandal—which, with the help

of its spiritual heads and numerous branches all over India and through its provincial establishments, can easily organise committees in all important places to accomplish the following works :—

(*a*) Publishing religious text-books and tracts, as also manuals for teachers and preachers, in English and all the Vernaculars of India ;

(*b*) Establishing a Training Home in Benares for the training up of the right kind of preachers and teachers of Hindu Religion ;

(*c*) Sending out trained preachers all over India to preach the Sanatana Dharma to the people and to develop their sense of duty towards God and His representative the King-Emperor ;

(*d*) Publishing monthly organs in the various Vernaculars of India and circulating them in all centres of education, temples and religious festivals, and distributing them among libraries, societies, public bodies and deserving persons ; and,

(*e*) Forming centres, through their representatives, in all the important places for imparting Hindu Religious training through the medium of their local organizations with the help of the authorities of the various schools, colleges and Sanskrit and Vernacular Pathaśalas of the different localities.

6. That the Memorialists beg to submit these facts for Your Excellency's favourable consideration, in the hope that they may, with Your Excellency's sympathy and help, be enabled to undertake this national work of importance ; that if Goverument aid is secured in this matter through Your Excellency's sympathy and co-operation, the Memorialists hope to get the unstinted pecuniary and other help of the Ruling Chiefs and Nobles. That the Mahamandal, which has already been able to do a good deal work in this direction, is short of funds for doing the proposed work on a large scale, because, there are, in these days of secular education, only a few, here and there, who care to see such religious education and training imparted in the manner indicated.

7. In conclusion Your Excellency's Memorialists pray that Government aid for the purpose may be given in any form that it pleases and that steps be taken that the Mahamandal may receive the support and co-operation of all Government officials such as Director-General of Education, Directors of Public Instruction and the District officers.

For which act of kindness and imperial duty, Your Excellency's Memorialists shall, as in duty bound,

Ever Pray,

(Sd.) RAMASHWAR SINGH,

*(Maharaja Bahadur of Darbhanga)*

*General President of Sri Bharat Dharma Mahamandal.*

BENARES :
The 9th March 1910.
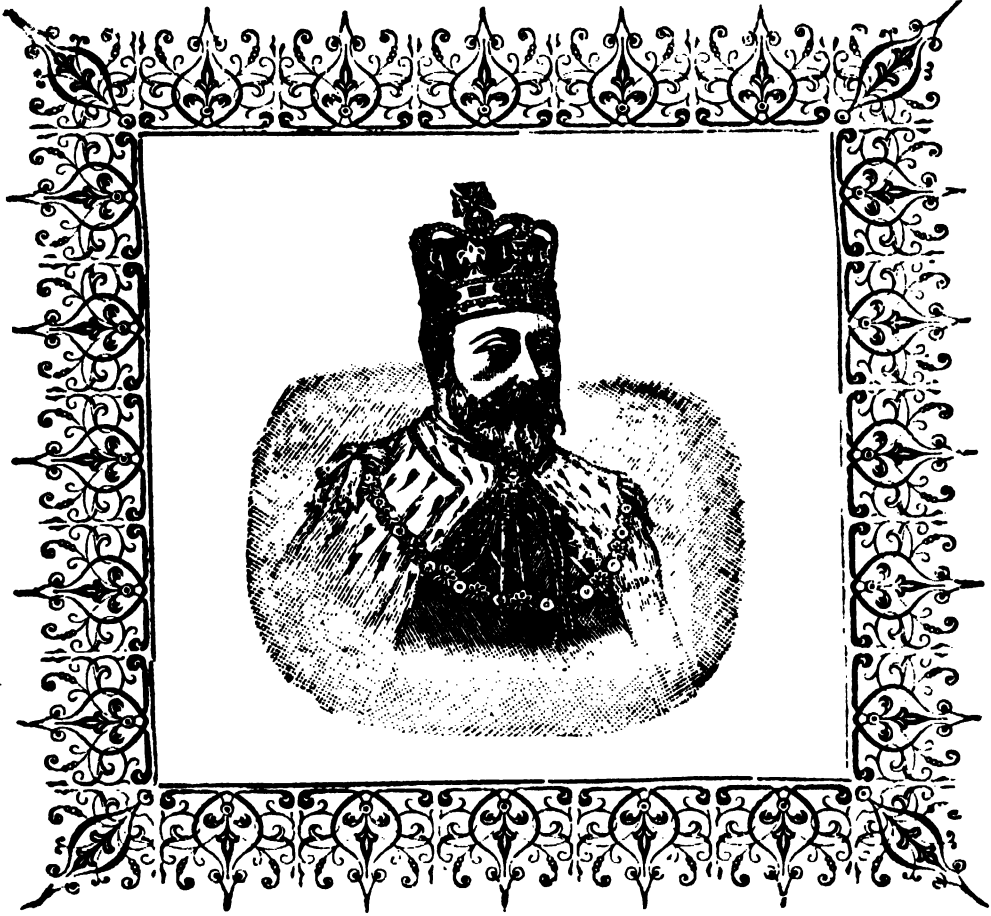
## শোকোচ্ছ্বাস।

हा ! हा ! दुःखं, विदीर्णं हृदयमपि हठात्
शैलरूपं विधाय
मर्म्मच्छेदं महान्तं सपदि च कुरुते
भारतस्य प्रजानाम् ।
सम्राजो मृत्युशोकः परमतिदहनो
ऽसाववह्निप्रतापा-
चित्तागारे मुहुर्यज्ज्वलति हि सकलं
भस्मसात् किन्तु कर्तुम् ॥ १ ॥

कारे ! कारे ! विधेः सा विधिकृतनियति-
र्यैव कर्मानुरूपा ।
कारे ! कारे ! विधेः सा विधिकृतकुकृति-
र्या च मृत्युं नियुङ्क्ते ।
कारे ! कारे ! कृतान्त त्वमसि जगति किं
धर्म्मरूपः प्रधानः

क्वारे ! क्वारे ! गतासौ कतिशुभफलदः
　　कीदृशः कस्तधर्म्मः ॥ २ ॥

येत्वं " मृत्युः स्वधर्मो मम हि भवतले"
　　भाससे वाक्यमेतद्
वक्तव्यं तत्पुत्राणां तव मरणमपि
　　प्रार्थनीयं सदैव ।
सम्राट् सुश्रीः सुकीर्त्तिर्भुवनसुविजयी
　　भारताधीश्वरः स
त्वं किं तं भूपतीशं हरसि निजबलाद्
　　धर्मराजः स्म भूत्वा ॥ ३ ॥

कस्त्वं मृत्युः किमर्थं कतिशुभकृतिभाक्
　　कीदृशी वापि शक्ति
रास्ते मृत्यो जगत्यां वद वद वद ते
　　देहिनां रे कृतान्त ! ।
यन्त्वं कर्त्तुं कृतानां ह्यशुभफलकृतां
　　कर्म्मणां शक्त इत्थम्
पुण्यानां नैव तेषां शुभफलसुकृतां
　　यच्छतां सत्यधर्मम् ॥ ४ ॥

सम्राट् धर्म्मस्वरूपो धनजनबलभाग्
　　विक्टरीयात्मजो यः
पुण्ये साम्राज्यकार्ये निजकृतसुकृतो
　　भारते धर्म्मभूमौ ॥
मृत्यो रे त्वं बलात्तं नृपतिकुलमणिं
　　भारतेशं हि हृत्वा
सर्व्वासाञ्च प्रजानां हृदयमपि सदा
　　पीडसे निर्दयः किम् ॥ ५ ॥

राज्ञ्या विक्टोरियाया अतिशयबलवान्
　　शोकवह्निः प्रदीप्तो
भाग्यागारं प्रजानां स्म दहति सकलं,
　　किन्तु राज्याभिषेकैः ॥
पुण्यैरद्भिः प्रशान्तः स निजवरमता-
　　प्राप्तपूर्व्वं पुरैव
भूयोऽसौरे स शोको नृपतिविरहतो
　　हन्त देदीप्यते नः ॥ ६ ॥

मृत्यो ! त्वं गच्छ दूरं नहि तव वशगो
　　भारताधीश्वरः स
"एडवर्डः सप्तमः" श्रीनिजतनुमजहत्
　　स्वर्गगाया जनन्याः ॥
अङ्के शेते स्वशान्त्या परमसुखमये
　　भोक्तुमानंदधाम
देहं त्यक्त्वा स्वरूपं भजत इति कथं
　　शोकसन्तापदुःखम् ॥ ७ ॥

माभैर्माभैः प्रजौघाः नहि नु नरपति-
　　स्त्यक्तदेहो मृतो न
देहे त्यक्तेऽपि तस्य प्रियतमतनयो
　　भाति "राज्येश्वरो" ऽसौ ।
भाग्ये रूपे गुणेषु स्वजनकसदृशः
　　" पञ्चमो जार्ज " नामा
श्रीमान् सम्राट् स्वरूपः स जयति सततं
　　श्रीमती सा च " मेरी " ॥ ८ ॥

जयति जयति सम्राट् पञ्चमोजार्जनामा
जयति जयति राज्ञी श्रीमती तस्य पत्नी ।
जयति जयति नित्यं भारतं राज्यमाप्तं
जयति जयति नित्यं राज्यवासी प्रजौघः ॥

# ভাবতত্ত্ব।

( শ্রীমহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দজী লিখিত। )

স্বরূপ হইতে তটস্থ জ্ঞানে অবতরণ করিতে হইলে অথবা তটস্থ হইতে স্বরূপজ্ঞানে আরোহণ করিতে হইলে ভাবের অবলম্বন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। মন, বুদ্ধি অথবা বাক্যের অতীত, পরব্রহ্মপদ আশ্রয় করিতে হইলে ভাবের সাহায্য ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। ভাবাতীত ব্রহ্মভাব যে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ সত্তা দ্বারা পূর্ণ ঐ তিনটি সত্তাও ভাবময়। শ্রুতি সৃষ্টির আরম্ভ বর্ণন করিবার সময় যে বলিয়াছেন, 'একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' অর্থাৎ আমি এক হইতে বহু হই, পরমাত্মার অদ্বৈত অবস্থা হইতে বহু হওয়া রূপ এই অবস্থাও ভাবময়। সুতরাং ভাবালম্বন ব্যতীত সৃষ্টির অতীত পরব্রহ্মপদ যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না ঐ প্রকার ভাবের সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট সৃষ্টি অথবা উহার কোন অঙ্গই উপলব্ধ হইতে পারে না। তাই পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ বলিয়াছেন 'ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্' ইত্যাদি।

সৃষ্টির অতীত যে অদ্বৈতভাবপূর্ণ স্বস্বরূপের বর্ণন বেদ ও শাস্ত্রে আছে, যে ভাবকে স্বরূপ জ্ঞানলব্ধ বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রে বর্ণন করা হয়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ঐ ভাবের উপলব্ধি জ্ঞানপূর্ণ ভাবের দ্বারাই করিয়া থাকেন। যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়রূপী ত্রিপুটির অস্তিত্ব আছে, তাহার নাম তটস্থ জ্ঞান, আর যেখানে উক্ত ত্রিপুটির লয় হইয়া কেবল অদ্বৈতভাবের উদয় হয়, উহাকেই স্বরূপ জ্ঞান বলে। এই দুই জ্ঞানই ভাবের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। তটস্থ জ্ঞানাবস্থায় যখন পুরুষের বিষয়দৃষ্টি থাকে, অর্থাৎ যখন পুরুষ নিজের জ্ঞানের সাহায্যে কোন বিষয়কে অনুভব করিতে থাকে, ঐ সময় তাহার অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবের প্রাধান্য হয়, বিষয়বোধও ঐরূপই হইয়া থাকে। সেইজন্যই বিষয়ী ব্যক্তি জগৎকে সৎ এবং সুখময় ও বিষয়বিরাগী তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ জগৎকে অসৎ এবং দুঃখময় বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। একের পক্ষে অন্য ধারণা অসম্ভব হয়। সুতরাং তটস্থ জ্ঞানাবস্থায় ভাবাবলম্বনেরই প্রাধান্য থাকে। আবার আত্মবিৎ মহাপুরুষ যখন ত্রিপুটিজ্ঞানের রাজ্য হইতে অন্তঃকরণকে নিরুদ্ধ করিয়া সমাধির সাহায্যে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন ঐ অবস্থায় জীবন্মুক্তদশায় নির্ব্বিকল্প সমাধি ভাবের বোধই বর্ত্তমান থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যখন শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার অংশের প্রকৃতি মূল প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায় এবং তিনি স্বস্বরূপে বিলীন হইয়া যান; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের শরীর থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি ভাবের অবলম্বন থাকা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ভাবই অন্তিম আশ্রয়।

বিষয়বতী প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিতে পুরুষের বিষয়, ইন্দ্রিয়, বৃত্তি এবং ভাব এই চারিটির সম্বন্ধ থাকে। বিষয় ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে না থাকিলে বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থরূপ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বকরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন মিলিত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় সংজ্ঞা লাভ করে। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের কোন না কোনটির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ না হইলে বিষয় বোধ হয় না। ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে সরাইয়া লইলে বিষয় বোধের লয় হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণ বৃত্তিরও ঐরূপ সম্বন্ধ। অন্তঃকরণের বৃত্তিনিরোধ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও বিষয়বোধ হয় না। স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেও পুরুষের বিষয় বোধ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বৃত্তির যেরূপ সম্বন্ধ, বৃত্তির সহিত ভাবেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। বৃত্তিসমূহের লয়াবস্থায় একমাত্র ভাবই অবলম্বন থাকে এবং সৃষ্টি অবস্থায় প্রথমে ভাব হইতেই বৃত্তিসমূহের উদয় হয়। এই ভাবের লয়াবস্থাতেই পুরুষের স্বস্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রত্যাহার সাধন দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে হয়। তৎপরে ধারণা ও

ধ্যান সাধন দ্বারা বৃত্তি নিরোধ হইতে থাকে। তৎপরে যোগদর্শনে যাহাকে এক তত্ত্ব বলা হইয়াছে, সেই ভাবের সাহায্যে অন্তঃকরণের বৃত্তি নিরোধ হইয়া যায়। তদনন্তর অন্তঃকরণের একতত্ত্ব অবস্থা এবং স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তির অবস্থা মধ্যে একমাত্র ভাবই অবলম্বন থাকে। ঐ অবস্থায় 'আমি মুক্ত' 'আমি ব্রহ্ম' 'আমি চিৎস্বরূপ' 'আমি সৎ স্বরূপ' 'আমি আনন্দস্বরূপ' এই ভাবসমূহ অবশ্যই অবলম্বনীয় থাকিবে। সমাধি ভূমিতে অগ্রসর হইতে হইলে পরমাত্মার স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিবার সময় যে সৎ, চিৎ ও আনন্দের অনুভব হয়, উহাও প্রথমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবময় থাকিয়া পরে অদ্বৈতভাবে বিলীন হয়।

অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের এই সৃষ্টি লীলাও অনাদি অনন্ত। তাই এই বিরাটও তাঁহারই স্বরূপ। কিন্তু এই অনাদ্যনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহমধ্যে ভগবানের এই অনাদ্যনন্ত বিরাট দেহের অন্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমূহ রহিয়াছে। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে প্রলয় হইয়া থাকে। যেমন পিণ্ডের প্রলয় হইলে আমরা বলি 'মানুষ মরিয়াছে', সেইরূপ কোন ব্রহ্মাণ্ড বিশেষে তমোগুণের পরিণাম হইলে উহাকেই ঐ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীবসমূহ এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋষি দেবতা পিতৃসমূহ এমন কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিদ্যমান থাকেন। মহাপ্রলয় অবস্থায় ঐ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে লীন থাকে। আবার কালান্তে সমষ্টি জীবের সমষ্টি প্রারব্ধ অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। তখন মহাকাশে বিলীন সমষ্টি সংস্কার হইতে অঙ্কুরোন্মুখ মহাকারণ, যাহাকে শাস্ত্রে 'কারণ বারি' বলে, প্রকটিত হয়। তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ড গোলক আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই আদি ভাবের সহিত শেষশায়ী ভগবান্ নারায়ণের রূপের এবং পিতামহ ব্রহ্মার সম্বন্ধ আছে। ক্রমে ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের এবং তদন্তর্গত জীব সমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। লয়াবস্থায় জীবসমূহ নিজ নিজ সংস্কার জনিত কারণকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে। তখন ঐ লয়াবস্থাপ্রাপ্ত জীবসমূহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। তখন কেবল এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবেরই অস্তিত্ব থাকে। পরে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কাল উপস্থিত হইলে ঐ লয়প্রাপ্ত জীবসমূহের কারণরূপী সংস্কার সমূহ একেবারে অঙ্কুরোন্মুখ হইবার সময় ভগবানের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কর্ম্ম জড়, এজন্য ভগবানের ইচ্ছা ব্যতিরেকে জড়ের ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। তাই সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টির অতীত, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ভাবে যে প্রথম ভাবের আবির্ভাব হয়, উহাই "একোহহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" এই শ্রুতির দ্বারা বলা হইয়াছে। এই সময়েই মূল প্রকৃতি, সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করেন। এই অবস্থা কেবল মাত্র যোগিগণের সমাধিগম্য বিষয়। তথাপি শব্দ দ্বারা যতদূর স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করা যায়, তাহা করিয়া ভাবের আদি কারণ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল।

পরব্রহ্ম পরমাত্মা জগদীশ্বরকে আমরা তিন ভাবে জানিয়া থাকি। তাঁহার অধ্যাত্মভাবময় রূপ ব্রহ্ম, তাঁহার অধিদৈব ভাবপূর্ণরূপ ঈশ্বর এবং তাঁহার অধিভূত ভাবপূর্ণরূপ বিরাট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির অতীত, সর্ব্ব কারণ স্বরূপ, নির্লিপ্ত, বাক্য মনের অগোচর যে তাঁহার রূপ, তাহাকেই বেদ ও শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ব্রহ্মপদের সহিত সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগৎ তাঁহাতেই স্থিত আছে; কিন্তু তিনি জগতে নাই। তাঁহার সগুণ রূপের নাম ঈশ্বর। যখন মূল প্রকৃতি সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হন, যখন তাঁহার "ঈক্ষণে"র আশ্রয়ে প্রকৃতি পরিণামিনী হইয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতে থাকেন, তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্রষ্টা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা স্বরূপ যে ত্রিগুণময় ভগবান্ তাঁহাকেই ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে। এই জগদীশ্বরই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কার্য্যভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকার অনুসারে আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এবং এই অনাদি অনন্তরূপধারী অগণিত ব্রহ্মাণ্ডময় যে মহান্ স্বরূপ, তাঁহাকেই বিরাটরূপী ভগবান্ বলা হইয়া থাকে। সাধক ভগবান্‌কে এই তিন ভাবে দর্শন করিয়া থাকে। কখনও সাধক যোগযুক্ত হইয়া বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্মরূপ চিন্তন করিতে করিতে জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হন,

কখনও ঐ যোগী ঈশ্বরের সগুণরূপ দেখিতে দেখিতে পুলকিত হইয়া থাকেন, আবার কখনও অসীম চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া, তাঁহার বিরাট স্বরূপ অনুভব করিতে করিতে বিভোর হইয়া যান। এই জগতের কারণ ভগবান্ এবং এই জগৎ তাঁহার কার্য্য। তাই ব্রহ্মকে কারণ ব্রহ্ম এবং জগৎকে কার্য্যব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। যাহা কারণে আছে, তাহাই কার্য্যে থাকিবে। সুতরাং ভগবানের যখন অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতরূপ আছে, তখন এই জগতেরও এবং উহার প্রত্যেক অঙ্গেরও ঐ তিনরূপ আছে। এই ত্রিস্বরূপের বর্ণন মহাভারতাদি গ্রন্থে বহুল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, শান্তিপর্ব্বে—

पादावध्यात्ममित्याहुर्ब्राह्मणास्तत्त्वदर्शिनः।
गन्तव्यमधिभूतञ्च विष्णुस्तत्राधिदैवतम्॥

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটির ত্রিবিধ স্বরূপ বর্ণন করিবার সময় পাদাদি ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। অধ্যাত্মরূপ পাদ, অধিভূত গন্তব্য এবং অধিদৈব বিষ্ণু। এইরূপ বাগিন্দ্রিয়ের স্বরূপত্রয় বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

वागध्यात्ममिति प्राहुर्यथाश्रुतिनिदर्शनः।
वक्तव्यमधिभूतन्तु वह्निस्तत्राधिदैवतम्॥

অর্থাৎ শ্রুতি প্রামাণ্য অনুসারে অধ্যাত্ম বাক্, অধিভূত বক্তব্য এবং অধিদৈব বহ্নি। এইরূপে ভাগবতেও চক্ষুর ত্রিস্বরূপ বর্ণন সময়ে নেত্রগোলককে অধিভূত, রূপ তন্মাত্রাকে অধ্যাত্ম এবং সূর্য্যকে অধিদৈব বলা হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সুধীগণ এই সমস্ত গভীর বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। স্থূল ব্রহ্মাণ্ডেই যখন ইয়ত্তার অতীত ভগবন্মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন পুলকিত ও চমকিত হয়, তখন সূক্ষ্ম জগতের ইয়ত্তা কে করিবে? পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এই তিন ভাবে জগৎকে দেখিতেন বলিয়া তাঁহারা পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন।

বেদের কাণ্ডত্রয় অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাণ্ড, এই তিনই ভগবানের অধিভূত, অধিদৈব, এবং অধ্যাত্মভাবের অনুসারে যথাক্রমে আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবানে তিন ভাব আছে বলিয়া বেদের কাণ্ডত্রয়ও ত্রিভাবাত্মক এবং বেদ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের সমাধি-গম্য বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে বলিয়া এবং বেদ অপৌরুষেয় হওয়ায় উহার প্রত্যেক মন্ত্রও ত্রিভাবাত্মক। বিজ্ঞান ভাষ্যাদি গ্রন্থে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

यथा दुग्धस्य भक्तस्य शर्कराभिःसुमिश्रितम्।
कल्पितं देवभोगाय परमान्नं सुधोपमम्॥
तथा त्रैविध्यमापन्नः श्रुतिभेदः सुखात्मकः।
नयते प्राप्तयां नित्यं ब्रह्मानन्दं परात्परम्॥

এইরূপে প্রত্যেক শ্রুতি ত্রিভাবাত্মক হওয়ায় প্রত্যেক শ্রুতির তিনভাবে অর্থ হইয়া থাকে। এবং প্রত্যেক শ্রুতি আবার ত্রিভাবাত্মক বলিয়া কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ড তিনেতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জন্য বেদের মাহাত্ম্য অনন্ত।

ভাবরহিত হইলে এ জগতের সকল বিষয়েরই অস্তিত্ব লোপ হয়। ভাবরহিত ক্রিয়া উন্মত্তের চেষ্টাবৎ হইয়া থাকে। ভাবরহিত বিচার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। এমন কি যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে—

या बिभर्ति जगत्सर्वमीश्वरेच्छा ह्यलौकिकी।
सैव धर्मो हि सुभगे नेह कश्चन संशयः॥

অর্থাৎ যে অলৌকিকী ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম, আর কিছু নহে। এরূপ ধর্ম্মের প্রত্যেক অঙ্গও ভাবরহিত হইলে অধর্ম্মে পরিণত হয় অথবা নিষ্ফল হইয়া যায়। কোন দাতা যদি এক কপর্দ্দকও দান করিবার সময়—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥

অর্থাৎ উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার মনে না করিয়া কেবল দাতব্য মাত্র বোধে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্রে যে দান করা যায়, তাহার নাম সাত্ত্বিক দান, এই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া দান করেন, তাহা হইলে সেই এক কপর্দ্দকও দাতার মুক্তির কারণ হইবে এবং অন্য কোন দাতা যদি এক কোটি টাকাও দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে

কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে, অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে দান করেন, তাহা হইলে ঐ তামসিক ভাবের দান নিষ্ফল হইবে এবং কখনও কখনও উহা তাঁহার নরকের কারণও হইতে পারে।

এইরূপে দান যজ্ঞ যেরূপ উন্নতাবনত ভাবভিন্নতা অনুসারে সুফল অথবা কুফল প্রদান করে, সেইরূপ তপ যজ্ঞ ও করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

**শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।**
**অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥**

অর্থাৎ যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে শারীরিক, বাচনিক এবং মানসিক তপের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক তপস্যার নির্ম্মল ফল লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে সাত্ত্বিক ভাবে তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ ভাব শুদ্ধিপ্রযুক্ত অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সাদি ফল লাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ গীতোক্ত—

**মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।**
**পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥**

অর্থাৎ অতি দুরাগ্রহের দ্বারা, পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তামসিক ভাবে তপস্যার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা দ্বারা কুফল ফলিয়া থাকে, আর ঐরূপ তপ ভাবাশুদ্ধির জন্য অনেক সময়ে অনুষ্ঠাতার নিরয়কারণ হইয়া থাকে। ভাবের এইরূপ অপূর্ব্ব মহিমার তারতম্যভেদে একই কর্ম্ম স্বর্গ অথবা নরকের কারণ হইয়া থাকে—ভাবমহিমা অপার!

কর্ম্মযজ্ঞ বহু প্রকার। সকল প্রকার কর্ম্মযজ্ঞই ভাবের তারতম্য অনুসারে উচ্চাবচ ফল প্রদান করিয়া থাকে। উদাহরণ রূপে কয়েকটি অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডের স্থূলক্রিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন। উহা অধিভূত কর্ম্মের অন্তর্গত। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্বারা কর্ত্তা সকল প্রকার ঐহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখলাভ করিতে পারেন। ঐ সঙ্গে শাস্ত্রে এইরূপও বর্ণন আছে যে, ব্রাহ্মণের রজোবীর্য্য শুদ্ধি, শারীর সংস্কারশুদ্ধি বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান, বেদানুকূল সাধন এবং তত্ত্বজ্ঞান, এই সকল গুণ অনুসারে ক্রমশঃ ভোজনাদির ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণের ভাবোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণকে যাহারা ভোজন করায় তাহাদের ক্রিয়ারও ফলাফলের তারতম্য হইয়া থাকে। আবার এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, ব্রাহ্মণগণকে ভূদেব এবং দেবতাস্বরূপ মনে করিয়া এবং ব্রাহ্মণের শরীরকে সাক্ষাৎ ভগবানের বিগ্রহ মনে করিয়া ভোজন করাইতে হইবে। সুতরাং যিনি ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন, তাঁহার অন্তঃকরণে এই পবিত্র ভাবের যত ন্যূনতা হইবে তাহার ফলও তত অল্প হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের আরও একটু উন্নত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। কোন প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহাতে ত্রিবিধ শুদ্ধির প্রয়োজন হয় যথা—দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মন্ত্রশুদ্ধি। হবনে বিল্বপত্র অথবা ঘৃতাদির আবশ্যক হয়। বিল্বপত্রের পূর্ণ শুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক পত্র মন্ত্রপূত করিয়া আহরণ করিতে হয়, অন্যথা উহা অনুষ্ঠানোপযোগী হয় না। হবির পূর্ণ শুদ্ধি রক্ষা করিতে হইলে উহাকে মৃতবৎসা গাভী আদির দোষ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। গোবৎসের তৃপ্তির পর দুগ্ধ আহরণ না করিলে এবং উত্তম রূপে সেবিত গাভীর দুগ্ধ আহরণ না করিলে সে দুগ্ধের ঘৃতে যথার্থ ফল হইবে না। এ সকল কি? ভাবের শুদ্ধির সহিত এ সকল ক্রিয়ার পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভাবের সহিত কর্ম্মের এরূপ সম্বন্ধ যে, ভাব শুদ্ধ হইলে অসৎ কর্ম্মও সৎ কর্ম্ম হইয়া যায়। হিংসা কার্য্য অত্যন্ত পাপজনক; কিন্তু যজ্ঞহিংসা দ্বারা পুণ্য হইয়া থাকে। ইহা আর কি? কেবল ভাব শুদ্ধির ফল মাত্র। পিতৃযজ্ঞরূপ শ্রাদ্ধকর্ম্মে পিতা যে দ্রব্যাদি ভাল বাসিতেন, তাহার দান ব্রাহ্মণকে করা, ঐ দ্রব্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করান, এ সকল কেবল ভাবপূর্ণ ক্রিয়া মাত্র। পিতৃযজ্ঞে কুশময় ব্রাহ্মণের স্থাপনা, ধ্যান দ্বারা পিতৃগণের আহ্বান আদি ক্রিয়া কেবল ভাব রাজ্যেরই গভীরতা দ্বারা পূর্ণ। আর মন্ত্রশক্তিও ভাবশুদ্ধি ভিন্ন ফলপ্রদ হইতেই পারে না। যদিও প্রত্যেক মন্ত্রের স্বতন্ত্র শক্তি আছে, কিন্তু প্রত্যেক

মন্ত্রের আবির্ভাব বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রাধান্যে হওয়ায় এবং মন্ত্র চৈতন্য অথবা মন্ত্রের বিনিয়োগ শ্রদ্ধাসাপেক্ষ এবং অন্তঃশুদ্ধিসাপেক্ষ হওয়ায় ইহা সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে মন্ত্রশুদ্ধি অসম্ভব।

কি ঋষিদেবতাপিতৃউপাসনা, কি লীলাবিগ্রহ অবতারোপাসনা, কি সগুণ উপাসনা, কি নির্গুণ উপাসনা সকল উপাসনা প্রণালীতেই একমাত্র ভাবশুদ্ধিই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সাধক যখন উপাসনারাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য নবধা বৈধীভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, যখন সাধক গুরু আজ্ঞা পাইয়া, তাঁহার উপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে ভগবদ্ভাব শ্রবণ, ভগবন্নাম কীর্ত্তন আদি বৈধী ভক্তির সাধন অভ্যাস করিতে থাকে, তখন বৈধীভক্তির সাধক ঐ ভক্তের শ্রবণ, কীর্ত্তন, পাদসেবন, বন্দন আদি ক্রিয়াসমূহে একমাত্র ভাবই প্রধান অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। সাধক অন্তর্যাগ দ্বারা মনোমন্দিরে অথবা বহির্যাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ বিগ্রহের সেবা করিতে গিয়া যখন ঐ সকল গৌণীভক্তির সাধন অভ্যাস করে, তখন ভাব শুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত আর সাধকের উপায়ান্তর নাই। রাগাত্মিকা ভক্তি আশ্রয় করিয়া যখন উন্নত ভক্ত ভগবানের অনন্ত-রসসাগরে উন্মজ্জন নিমজ্জন সুখ অনুভব করে এবং কখনও দাস্যভাব, কখনও সখ্যভাব, কখনও কান্তাভাব, কখনও আত্মনিবেদন ভাব, কখনও গুণকীর্ত্তন ভাব, কখনও বা তন্ময়ভাব আদি আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ অনুভব করে, তখন ভাবই মুখ্য অবলম্বন হয়। আর যখন সর্ব্বোচ্চ, পরাভক্তির অধিকারী ভক্তচূড়ামণি জগৎকে বাসুদেবময় ( বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি ) মনে করিয়া সকল সময়ে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া থাকেন, তখন একমাত্র ভাবই অন্তিম আশ্রয় হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইবার সময় গুরু এবং আচার্য্য ভক্তি কেবল ভাবময়। 'গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ মনে করা,' ইহা ভাবশুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। জিজ্ঞাসু-সাধক নিজেকে অজ্ঞ এবং গুরুদেবকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিবে, ইহা কেবল ভাবোন্নতি দ্বারাই সম্ভব হয়। দর্শনশাস্ত্রশ্রবণ গুরুমুখ দ্বারা করিবার সময় প্রথম গুরু এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে, কখনই হইতে পারে না। ঐ বিশ্বাস স্থাপন শুদ্ধ ভাবময়। ভাবশুদ্ধি পূর্ব্বক সাধক শ্রদ্ধালু না হইলে অধ্যাত্মতত্ত্বের শ্রবণ নিষ্ফল হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার সহিত দর্শনাদি শাস্ত্র শ্রবণ না করিলে ঐ সকল শাস্ত্রের মনন হওয়া অসম্ভব। আর রাজযোগানুসারে আত্মা অনাত্মার বিচার বা বেদান্তশাস্ত্রানুসারে স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিবার সাধনপ্রণালীসম্বলিত যে নিদিধ্যাসন, উহা অন্তঃকরণের ভাবশুদ্ধি ব্যতীত কখনই সংসাধিত হইতে পারে না।

এইরূপে ভাবরাজ্যে যত সংযম করা যায়, ততই জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্ম সাধনের সকল অঙ্গই ভাবসাহায্যসাপেক্ষ এবং লৌকিক অলৌকিক সকল সৎ পুরুষার্থেই ভাবাবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্তর্জগৎ হইতে বহির্জগতে অগ্রসর হইয়া দেখিতে হইলে যেরূপ ভাবের আশ্রয় লইতে হয়, ঐরূপ বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে অগ্রসর হইতে হইলেও একমাত্র ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এমনকি ভাবাতীত পরমপদ লাভ করিতে হইলেও ভাবই একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অতএব ভাবশুদ্ধির দিকে সকল শ্রেণীর অধিকারীরই লক্ষ্য রাখা উচিত। ভাবের মহিমা অপার!

## दानधर्म्म। *

(धर्म्मसोपान हइते उद्धृत)

सनातन धर्म्मेर तिन मूल विभागस्वरूप यज्ञ, तप एवं दानेर मध्ये दान धर्म्म तृतीय स्थानीय हइलेओ वर्त्तमान काले उहा अत्यन्त आवश्यकीय। धर्म्मबुद्धिर सहित कोन पदार्थे निजेर स्वत्व त्याग करत उहा अन्यके देओयार नामइ दान। शास्त्र उक्त हइयाछे ये अन्यान्य युग समूहे धर्म्मेर अन्यान्य अङ्ग पालन द्वारा अधिक कल्याण लाभ हइत, किन्तु कलियुगे जीवगणेर निमित्त केवल दानधर्म्मइ प्रधान अवलम्बनीय। यज्ञधर्म्मेर साधने दान एवं तपेर सम्बन्ध अवश्यइ थाके एवं सङ्गे सङ्गे शारीरिक, वाचनिक ओ मानसिक नाना प्रकार साधनेरओ आवश्यकता हय। एरूप तपोधर्म्मेर साधनेओ नानाप्रकार शारीरिक, वाचनिक एवं मानसिक क्लेश सहन करिते हय। परन्तु अति सुसाध्य दानधर्म्मेर अनुष्ठाने स्वल्पमात्रओ क्लेशभोगेर प्रयोजन हय ना। एइ धर्म्म एरूप सहज ये इहार साधनार्थे ज्ञानवृद्धिर आवश्यकता, भक्त अथवा अभक्त हओयार विचार, कर्म्मकाण्डीय कठिनता अथवा तपादिजन्य क्लेश भोग किछुरइ प्रयोजन हय ना। केवल स्वकीय कोन वस्तु आसक्तिरहित हइया अन्यके दान करिलेइ एइ धर्म्मेर साधन हइया थाके। कलियुगे मनुष्यगण स्वभावतइ अति हीनबल, अल्पशक्ति, निस्तेज एवं ज्ञानहीन हइया थाके, एइहेतु एइरूप सुसाध्य धर्म्म व्यतीत अन्य धर्म्मेर साधने उहादेर रुचि हओया अत्यन्त कठिन। एवं यदिओ सत्प्रारब्धवशात् अन्य-धर्माङ्गसाधनार्थे कोन धार्म्मिक पुरुषेर अभिरुचि हय तथापि देशकाल प्रतिकूल हओयाय, उत्तम सहायतार अभावे, श्रेष्ठलक्षण विशिष्टगुरु एवं विद्वान् सदाचारी आचार्य्येर दुर्लभताय एवं अधुना जीव-शरीर विविध कारणे धर्म्मानुष्ठानेर उपयोगी ना हओयाय, अन्य धर्म्माङ्ग साधन द्वारा सफलता लाभ करा अत्यन्त दुष्कर। एइ सकल विषय विचार करियाइ पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षिगण "दानमेकं कलौयुगे" इत्यादि वाक्यद्वारा दानधर्म्मेर अनुष्ठानेर निमित्त आधुनिक मनुष्यगणके उत्साहित करियाछेन।

वर्त्तमान कालेर सहित दानधर्म्मेर एरूप घनिष्ठ सम्बन्ध थाकातेइ, आर्य्यजातिर मध्ये प्रकृत दानधर्म्म पालनेर अभावे ए जाति एरूप हीनदशा प्राप्त हइयाछे। श्रीभगवान् निजमुखे आज्ञा करियाछेन ये दान, सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक भेदे त्रिविध हइया थाके। * 'दान करा आमार धर्म्म' केवल एइरूप कर्त्तव्य बुद्धिते उत्तम देश, काल ओ पात्रेर विचार करत अनुपकारी जनके ये दान करा हय

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুল প্রচার করে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল সাময়িক পত্রেই একটি করিয়া তত্তৎ ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়। এই জন্য বাঙ্গালভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করা হইল।

(সম্পাদক)

* दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्॥
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यस्तु दीयते।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्॥
इति गीतोपनिषद्।

উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছায় অথবা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ক্লিষ্ট-চিত্তে যে দান করা যায় তাহার নাম রাজসিক দান এবং দেশকালপাত্রের বিনা বিচারে, সৎকাররহিত হইয়া অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয় তাহার নাম তামসিক দান। এখনও সনাতনধর্ম্মা-বলম্বিগণের মধ্যে দানধর্ম্মের যেরূপ প্রচার আছে, সেরূপ অন্য কোন উপধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে নাই। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী একজন দীনাতিদীন গৃহস্থ যেরূপ নিয়মিত দান করিয়া থাকে, অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থকেও সেরূপ দান করিতে দেখা যায় না। পরন্তু সনাতন ধর্ম্মিদিগের মধ্যে অজ্ঞানবৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা প্রায় অবিচারের সহিতই দান করিয়া থাকে। ইদানীং হিন্দুসমাজে যেরূপ নিত্যনৈমিত্তিকদানরীতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে আর্য্যসন্তানগণ প্রায়ই তামসিক দান এবং কখনও কখনও রাজসিকদান করিয়া থাকেন; কিন্তু সাত্ত্বিক দানের রীতি আমাদের সমাজ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মী নৃপতি এবং প্রজাগণ দানধর্ম্মরীতির পরিবর্ত্তন করত দেশকালপাত্রবিচার দ্বারা স্বকীয় অর্থ উত্তম দানধর্ম্মে ব্যয় করিতে না শিখিবেন ততদিন পর্য্যন্ত উঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অথবা ইহামুত্র সুখ কিছুই প্রাপ্তি হইবে না এবং উঁহাদের দ্বারা দেশ অথবা ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারিবে না। এইহেতু সর্ব্ব প্রথমে আর্য্যসন্তানগণের সাত্ত্বিকদানমহিমা হৃদয়ঙ্গম করত তৎসাধনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

তামসিকদানের সহিত প্রমাদের সম্বন্ধ থাকায় উহা দ্বারা কোন উত্তম ফলপ্রাপ্তি হয় না এবং কখনও কখনও ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া পাপফল লাভ হইয়া থাকে। রাজসিক দান দ্বারা ঐহলৌকিক কীর্ত্তি এবং প্রত্যুপকারাদি ফলপ্রাপ্তি অথবা পারলৌকিক স্বর্গাদি নশ্বর সুখলাভ হইয়া থাকে। এইপ্রকারে রাজসিক দান তামসিক দান অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। রাজসিক দানেও দেশকালপাত্রের সম্যক্ বিচার থাকায় উহা দ্বারা স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতির কিছু কিছু উপকার হওয়া সম্ভব। পাশ্চাত্য দাতাগণ প্রায় রাজসিক দান করিয়া থাকেন এবং ঐ দান দ্বারা তত্তদ্দেশ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক উপকার লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু ঘোর অনুতাপের কারণ এই যে আর্য্যসন্তানগণ যথার্থভাবে রাজসিক দান বিধিও বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি চ রাজসিক দানও দ্বিতীয় শ্রেণির দান, তথাপি সাত্ত্বিক দানই পরমকল্যাণপ্রদ এবং ইহা দ্বারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকদানই যোগিজন-দুর্লভ অপবর্গলাভের হেতু। দানধর্ম্মে সংশোধনের নিমিত্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

# ধর্ম্মোন্নতি সংবাদ

দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কলাদি নামক স্থানে পরম পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। ঐ স্থানটি এতদিন পর্য্যন্ত প্রায় অরণ্যবৎ হইয়াছিল। পূজ্যপাদ শৃঙ্গেরি মঠাধিপতি প্রভুর যত্নে সম্প্রতি ঐ তীর্থস্থানের আবিষ্কার ও সংস্কার হইয়াছে। এখন উহার উদ্ধার হইয়া শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভুর জন্মভূমিতে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপনা এবং শারদা দেবীর স্থাপনা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত কলাদিতীর্থে বৃহৎ সমারোহ হইয়া গিয়াছে। উহার বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যসংখ্যা লক্ষ লক্ষ হইবে—এরূপ আশা করা যায়। ঐ সকল সভ্যমহোদয়গণের সহিত প্রেম স্থাপন এবং উঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধির উন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চ উপাস্য দেবতার ছবিসংযুক্ত নূতন প্রমাণ পত্র দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—ব্লক প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সুন্দর ছবি সংযুক্ত মান পত্র দ্বারা সভ্যগণ নিজ নিজ গৃহ সুশোভিত করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সহায়তাতে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রী৺ঘণ্টেশ্বরের বিশাল মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণের দ্বারা যে কাংড়াতীর্থের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণের ব্যবস্থার কথা হইয়াছে ঐ ধর্ম্মকার্য্য এখনও অগ্রসর হয় নাই। পঞ্জাবের ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনগণের ঐ পরমাবশ্যকীয় ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

* * *

তাহিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা বাহাদুর শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের নাম ভারতের কোন্ ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনের অবিদিত আছে? শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুর নিজব্যয়ে 'ত্রিশূল' নামক একটি বাঙ্গালা ভাষার সাপ্তাহিক পত্র এবং 'সুদর্শন' নামক একটি হিন্দীভাষার সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম পত্রটি কয়েক সপ্তাহ হইতে বাহির হইতেছে। দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রই "দি মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্" কোম্পানির কাশীস্থ বিশাল ছাপাখানা হইতে বাহির হইবে। শ্রীযুক্তধর্ম্মপ্রাণ রাজাবাহাদুর কেবল সনাতনধর্ম্মের উন্নতি, সংস্কৃতবিদ্যার উন্নতি এবং হিন্দুসমাজের উন্নতি লক্ষ্য করিয়াই ঐ পত্র দুইখানি বাহির করিতেছেন।

* * *

মান্দ্রাজ প্রান্তের দেবকোট নিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণাচল ছেটিয়ার মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ জমিদার, অতি ধার্ম্মিক এবং শ্রীমহামণ্ডলের একজন প্রধান প্রতিনিধি সভ্য। ইঁহার বিশেষ যত্নে শ্রীরামেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। ঐ ধর্ম্মকার্য্য অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডল জীর্ণদেবালয় উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছেন এবং এই ধর্ম্মকার্য্য উপলক্ষ্যে শ্রীজনকপুর তীর্থ উদ্ধারকল্পে তথায় বিশাল মন্দির নির্ম্মাণে জন্য টিকমগড়ের পরমধার্ম্মিকা মহারাণীকে ধর্ম্ম উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

* * *

দশবিধ ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণীর উন্নতির জন্য যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রান্তে ব্রাহ্মণ সভা স্থাপিত হইয়াছে, ইহা ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতির একটি লক্ষণ বলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভার যেরূপ নূতন সংস্কার হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগের উন্নতির জন্য যে দুইটি সভা স্থাপন করিবার কথা বম্বাই হইতে শ্রীমান্ পণ্ডিত মহাদেব রাজারাম বোডস্ মহাশয় লিখিয়াছেন, ঐ সকল সংবাদ বড়ই আশাজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণসভা, গৌড় ব্রাহ্মণসভা, সারস্বত ব্রাহ্মণসভা এবং সনাঢ্য ব্রাহ্মণসভা আদি সভা-

গুলি কতক কতক কার্য্য করিতেছেন। পঞ্জাবের লাহোর-নগরে যে ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলেশের সভাপতিত্বে হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি মিথিলা দেশে মৈথিলব্রাহ্মণদের উন্নতির জন্য শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশাল সভা আহূত হয়। উহাতে ত্রিশ চল্লিশ সহস্র মৈথিলব্রাহ্মণ একত্রিত হইয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুর উক্ত সভার উন্নতির জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীমহামণ্ডলে এরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, উক্ত ব্রাহ্মণসভাগুলি এবং ক্ষত্রিয়সভা, বৈশ্যসভা, কায়স্থসভা আদি সামাজিক সভাগুলির নাম পোষক সভার অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইবে এবং ঐ সকল সামাজিক সভাকে শ্রীমহামণ্ডল যথাসাধ্য সহায়তাও করিবেন।

* * *

কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিদ্যানুরাগ অতীব প্রশংসনীয়। তিনি বিদ্যার ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক টাকা দান করিয়াছেন। নিজব্যয়ে একটি কলেজ চালাইতেছেন। নিজের জন্মভূমিতে একটি ফ্রি স্কুল (Free School) এবং ফ্রি বোর্ডিং (Boarding) স্থাপন করিয়াছেন। এবং গ্রন্থ প্রচার কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন। শ্রীভগবান্ মহারাজাকে এরূপ সাত্ত্বিক দানের জন্য দীর্ঘায়ুঃ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

## সম্পাদকীয়টিপ্পনী।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচটি মুখপত্রের বিশেষরূপে উন্নতি বিধান হেতু সম্পূর্ণ আয়োজন করা হইয়াছে। উহার আকার রয়াল ৮ পেজী হইতেও বড় ডবল ক্রাউন ৮ পেজী করা হইয়াছে, উত্তমোত্তম চিত্র দেওয়ার ব্যবস্থাও হইয়াছে। উপযুক্ত ও উত্তম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমাজ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেবনাগর অক্ষরের প্রচার নিমিত্ত উর্দ্দু, গুজরাতী এবং বাঙ্গালা ভাষার মুখপত্রে এখন হইতে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত এক একটি প্রবন্ধ যথাক্রমে বাহির হইবে।

---

উক্ত মুখপত্রসকলের টাইটেল পৃষ্ঠায় অতি উত্তম ভাবপূর্ণ যে একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড উপাসনা কাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মনোহর দৃশ্য অঙ্কিত আছে। চিত্রের উপর একটি চক্র চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, উহাই সনাতন ধর্ম্মের চিহ্ন। আশাকরি—পাঠকগণ এই ব্যবস্থায় অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন এবং মুখপত্র সমূহের উন্নতি বিষয়ে স্ব স্ব উচিত সম্মতি প্রদানে কৃপা করিবেন।

---

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে নাগরী অক্ষরের প্রচার এবং হিন্দীভাষার উন্নতির জন্য সবিশেষ প্রযত্ন হইতেছে। যদি হিন্দীহিতৈষী সজ্জনগণ এই উদ্যোগে যোগ দান করেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ আশা করা যায় যে, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন।

---

ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রচারক আদি মুখপত্র সমূহের আকার ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া কোন বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ করিতে প্রায়ই অধিক বিলম্ব হইত। এখন হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, যে বিষয় যে মাসে

প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই মাসেই সেই বিষয়ের উচিত সমালোচনা প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী বিদ্যোৎসাহী পরম ধার্ম্মিক তাজেরপুরের শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যে সাহায্য দান করিবার জন্য এবং সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে নিজব্যয়ে দুই খানি সাপ্তাহিক পত্র বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাপ্তাহিকপত্র "ত্রিশূল" অনেকদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দী সাপ্তাহিক পত্র "সুদর্শন" প্রকাশ করিবার আয়োজন হইতেছে। পাঁচ শত গ্রাহক হইলে পর সুদর্শনও বাহির হইবে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। সুদর্শনের বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা মাত্র।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ
কার্য্যাধ্যক্ষ "সুদর্শন"।
কেদারঘাট, ৺কাশীধাম।

---

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেডের দ্বারা সুবৃহৎ আকারের এক সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন "শ্রীমহামণ্ডল শব্দকোষ" (Encyclopaedia Indica) প্রকাশিত করিবার আয়োজন করা হইতেছে। এই গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অপূর্ব্ব রত্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন নিগমাগমগ্রন্থাবলী, শ্রীমহামণ্ডলগ্রন্থাবলী, ধর্ম্মশিক্ষাগ্রন্থাবলী, ধর্ম্মপ্রচারগ্রন্থাবলী এবং আনুষ্ঠানিকগ্রন্থাবলী নামক পাঁচ প্রকার গ্রন্থাবলীই উক্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইবে। শ্রীমহামণ্ডলগ্রন্থাবলীর তিন খানি গ্রন্থ এবং ধর্ম্মশিক্ষাগ্রন্থাবলীর সাত খানি গ্রন্থ প্রকাশিতও হইয়াছে।

---

শ্রীমহামণ্ডলের পরমসহায়ক ধর্ম্মবক্তা পণ্ডিত দুর্গাদত্ত বিদ্যাভূষণজী মহাশয় ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইন্দোর রাজকুমার কলেজ হইতে লাহোর রাজকুমার কলেজে প্রেরিত হইয়াছেন, ইন্দোর রাজকুমার কলেজে অপর একজন সুযোগ্য পণ্ডিত প্রেরণের জন্য শ্রীমহামণ্ডল পক্ষ হইতে যত্ন হইতেছে।

শ্রীমহামণ্ডলের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হইতে ৺কাশীধাম বিদ্যাপীঠের সংস্কার বিষয়ে আরও অন্যান্য কার্য্য, যথা---শাস্ত্র প্রকাশাদি বিষয়ে একখানি বিজ্ঞাপনী (সারকুলার) শ্রীযুক্ত সংরক্ষক ও প্রতিনিধি মহাশয়গণের নিকটে বিচার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

---

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের প্রবন্ধকারিণী সভার নূতন নির্ব্বাচন কার্য্য হইতেছে এবং শীঘ্রই উহার প্রথম অধিবেশন হইবে। এখন স্থানীয় সব কমিটীর কিছু নূতনত্ব হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে স্থানীয় সব্ কমিটী মাত্র একটী ছিল, বর্ত্তমানে প্রবন্ধকারিণী সব্ কমিটী, শ্রীশারদামণ্ডল সব্ কমিটী এবং মেমোরিয়াল সব্ কমিটী, এই প্রকার তিনটী সব্ কমিটী গঠিত করা হইয়াছে।

কলিকাতার প্রধান মহাকালী পাঠশালার ভবন, যেখানে আজকাল শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যালয় হইয়াছে, সেই ভবনে স্থান বৃদ্ধি করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় এই চাঁদা সংগ্রহ কার্য্যে উক্ত সংস্থানের বিশেষরূপে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার এই উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং ধার্ম্মিকতার পরিচায়ক।

শ্রীমহামণ্ডল দ্বারা নাগোয়াতে স্থাপিত শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারী আশ্রমের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনায় এই আশ্রমের স্থান আরও বৃদ্ধি করা হইবে। এই আশ্রমের যোগ্য অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবকুমার শর্ম্মা মহাশয়ের পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

৺কাশীধামের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে এবং শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সম্পূর্ণ সহায়তায় গত ২রা আষাঢ় উহার ধর্ম্ম নিকেতনে পূজা হোমাদি উৎসবের সহিত একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে বেদের প্রথম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শ্রীআর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শাখা সভা। আশা হয়—এই বিদ্যালয়ের পুরুষার্থ হইতে বেদ বিদ্যার প্রচার এবং উপকার হইবে।

বঙ্গের আদি এবং আদর্শ ধর্ম্মবক্তা স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহাশয়ের সত্য সঙ্কল্প এতদিনে পূর্ণ হইল, স্বর্গীয় স্বামীজিউর একান্ত বাসনা ছিল যে, বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া যাহাতে বেদানুমোদিত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক বৈদিক আচার বৈদিকবিচার, বৈদিকশিক্ষা এবং বৈদিক দীক্ষায় পারদর্শী হইয়া বঙ্গের মুখ সমুজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়েন। আশা করি—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ এবং তদীয় সন্তান সকল এখন হইতে যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য ৺কাশীধামে আগমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত উক্ত বেদবিদ্যালয়ে বেদ শিক্ষা বিষয়ে সমধিক পাণ্ডিত্য লাভে সমর্থ হইবেন। এই বেদবিদ্যালয়ে আপাততঃ কেবল ঋগ্বেদের পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই সাম এবং যজুর্ব্বেদের পাঠের ব্যবস্থা হইবে।

---

গত ২রা আষাঢ় গুরুধামে শ্রীমহামণ্ডল পক্ষ হইতে একটি উপদেশক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে যথাবিধি পূজা, হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন হয়, উপদেশক শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করান হইয়াছে। এই শুভ উৎসবে শ্রীমহামণ্ডল পক্ষ হইতে শ্রীমহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরামজী শর্ম্মা মহাশয়কে তদীয় বিদ্যাবত্তা এবং কার্য্যকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ প্রমাণপত্রের সহিত একটী সুবর্ণ পদক প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করা হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ রাওজী শর্ম্মাকেও তদীয় বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া শ্রীমহামণ্ডল একখানি প্রশংসা পত্র (সার্টিফিকেট) দিয়াছেন। উত্তম উত্তম বিদ্বান্ উপদেশক গঠিত করিয়া উপদেশকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রীমহামণ্ডলের এই প্রকার উদ্যোগ সফল হইলে ধর্ম্ম সংস্কারের সবিশেষ উপকার হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

সম্রাটের স্বর্গবাসের শোক সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মিথিলাধিপতি মহারাজা বাহাদুর দ্বারভাঙ্গা হইতে সহানুভূতিসূচক এক তারের সংবাদ বর্ত্তমান সম্রাটের মাতা শ্রীমতী আলেকজাণ্ড্রা মহারাণীর নিকটে প্রেরিত করিয়াছিলেন, সম্রাট্‌জননী তাহার উত্তরে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন।

---

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষকতায় কাশীর প্রধান প্রধান মাননীয় ভদ্র মহাশয়দিগের উদ্যোগে গত ২০শে জুন পরলোকগত সম্রাটের স্মরণ স্বরূপ "এড্‌ওয়ার্ড মেমোরিয়াল আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়" (কলেজ) এবং মেডিকেল স্কুল স্থাপিত করা হইয়াছে। দিনে ৯ টার সময় উক্ত কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে যথাবিধি দেবপূজা এবং চণ্ডী ও গীতা পাঠ হয়। নিম্ন লিখিত কয়েকটি প্রস্তাব স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয় এবং স্কুল খোলা হইয়াছে।

(১) হিন্দুজাতি স্বভাবতই রাজভক্ত; আমাদিগের পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড পরলোকে গমন করিয়াছেন, আমরা এই উপলক্ষ্যে এই ৺কাশীধামে হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে হিন্দু ভাবের চিরস্মরণীয় কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত আবশ্যক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করি।

(২) সমগ্র ভারতবর্ষে ৺কাশীধাম বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র স্থান, এই স্থানে বিদ্যাসম্বন্ধীয় কোন কীর্ত্তি স্থাপন করা আমাদিগের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য দ্বারা পরলোকগত সম্রাটের স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করা হউক।

(৩) উত্তর ভারতে উন্নত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বিস্তারের তাদৃশ সুব্যবস্থা নাই। এই অভাব দূরীকরণ

মানসে এবং অন্যান্য শাস্ত্রচর্চ্চার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও সুবিস্তার কল্পে এইস্থানে একটি কলেজ স্থাপন করা হউক্। উহার নাম "এড্‌ওয়ার্ড মেমোরিয়াল আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় (কলেজ) এবং মেডিকেল স্কুল" রাখা হউক্। এই কলেজে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র উন্নতপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে এলোপ্যাথিক (ডাক্তারী) শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। উক্ত কলেজে যে সকল বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করিবে, তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য অস্ত্র চিকিৎসা কৌশল, ধাত্রীবিদ্যা, হাঁসপাতালে রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি হাতে কলমে শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণের এই কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং তাহারা পূর্ব্ব হইতে এইরূপ একটি আদর্শ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে উদ্যোগ করিতেছেন। এইকারণে তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করা হউক্ যে, তাহারা এই কার্য্যটীকে শ্রীমহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত (affiliated) করিয়া আর্থিক সাহায্য এবং অন্যান্য যাবতীয় সাহায্যদানে পরিপুষ্ট করুন এবং ইহার সংরক্ষক (patron) হউন্।

শ্রীমহামণ্ডল পক্ষ হইতে এই মহাবিদ্যালয়কে প্রতিমাস আর্থিক এবং অন্যান্য প্রকারের সাহায্য করা হইবে। এই-কার্য্য নিঃসন্দেহে চিররাজভক্ত হিন্দুজাতির অনুরূপই হওয়া সম্ভব। আশা হয়; এই মহাবিদ্যালয় হইতে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার দ্বারা দেশেরও অধিক কল্যাণ সাধিত হইবে।

---

লাহোরনগরে বাবুপ্রসাদ কাওয়ারি আগরওয়ালা নামক জনৈক পঞ্জাবী হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হয়। তাহার পত্নী তাহার জ্বরাক্রান্ত অবস্থা দেখিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিন দিন অতীত হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে তাহার সহধর্ম্মিণী শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িলেন এবং কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলনা। এইরূপে শোকে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সহসা তাহার মুখে হাসি দেখা দিল, তৎক্ষণাৎ সেই পতিবিরহিনী উঠিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, আমার স্বামী আমাকে তাঁহার অনুগমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, এইবাক্য বলিয়াই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থা হইলেন এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন আত্মীয় স্বজন তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন নিমিত্ত অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনমতেই তাঁহার জ্ঞান হইলনা। ইহাকেই বলে সতীর সতীত্ব। সতী তাঁহার মাহাত্ম্য দেখাইয়া স্বামীর সহিত পরলোকে মিলিতা হইলেন। ত্রিলোকপবিত্রকর আদর্শসতীর দৃষ্টান্ত হিন্দুজাতির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যেখানে সতীধর্ম্মের সংস্কার নাই সে সকল দেশ ও সে সকল জাতির মধ্যে এরূপ আদর্শ চরিত্রের আবির্ভাব কখনই হইতে পারেনা। পরিশেষে পুলিশের আদেশমত এক চিতায় স্বামী স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

---

হরিদ্বারে "ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রমের" ম্যানেজার মহাশয়ের পত্রে অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম যে, হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমের ডেপুটেশন কলিকাতা রাজধানীতে বিশেষ কার্য্যসাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ডেপুটেশনে সভাপতি ডেরাডুনের পণ্ডিত আনন্দনারায়ণজী, সহকারী সভাপতি পঞ্চপুরীর পণ্ডিত পরমানন্দ জী সর্দ্দার, কনখলের মিউনিসিপাল কমিশনার পণ্ডিত তারাচন্দ্র জী, অনারারী ম্যানেজার পণ্ডিত ইন্দ্ররাজ জী, মেম্বর পণ্ডিত পরমানন্দ জী, ডেরাডুনের লালা শঙ্করলাল জী রইস্, মহোপদেশক পণ্ডিত দুর্গাদত্ত পন্তজী ব্যাখ্যানভাস্কর, ঋষিকুল আশ্রমের প্রধান অধ্যাপক সংস্কৃতরত্নাকরের সম্পাদক পণ্ডিত গিরিধরশর্ম্মাজী চতুর্ব্বেদী ব্যাকরণাচার্য্য এবং পনর জন ব্রহ্মচারী ছাত্র সম্মিলিত ছিলেন। ডেপুটেশন হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিশেষ সাদর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। নয় জন ধর্ম্মোৎসাহী খ্যাতনামা মাড়ওয়ারী মহোদয়গণের নিকট হইতেই ৬৬ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতার কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি আশা দিয়াছেন যে, এই সৎকার্য্যে দুই লক্ষ টাকার অধিক চাঁদা সংগ্রহ হইবে। ডেপুটেশন সেই সকল চাঁদার টাকা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত জমিদারগণকে লইয়া একটী কমিটী গঠিত করিয়া বিশ দিন পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। ডেপুটেশনে সম্মিলিত হইয়া উদ্যোগকারী এবং উৎসাহের সহিত চাঁদা দানপূর্ব্বক সাহায্যকারী সজ্জন মহোদয়গণকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। ঋষিকুলআশ্রম যেরূপ সৎকার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতে সনাতন ধর্ম্মের সমধিক উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; সুতরাং প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মালম্বীরই কর্ত্তব্য যে, হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমের সহায়তা করা। উক্ত ঋষিকুল আশ্রমের ন্যায় যখন আরও অধিক ব্রহ্মচারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইবে, তখন এই ধর্ম্মপ্রধান ভারতও স্বকীয় পূর্ব্ব গৌরবে সুগৌরবান্বিত হইয়া সুখী হইবে, ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

---

পশ্চিম প্রদেশে বিরাট জিলার অন্তর্গত পরীক্ষিৎ গড় নামক সুপ্রসিদ্ধ স্থানে তথাকার সনাতনধর্ম্মসভা একটি "সাধুসুধারসভা" সংগঠন করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগের সৎশিক্ষা নিমিত্ত একটি পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছেন। উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থী সাধুগণকে পাঠশালা হইতে ভোজন আচ্ছাদন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ পাঠশালায় সাধুমহাত্মা-শ্রেণী, অনাথ-শ্রেণী এবং গৃহস্থ-শ্রেণী নামে তিনটি শ্রেণী নির্দ্দেশ আছে। গৃহস্থ শিক্ষার্থীর নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হয়। যে কোন সাধু মহাত্মা, অনাথ এবং গৃহস্থ উক্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করেন কিংবা এই সম্বন্ধে কাহারও কোন বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঠিকানায় "পণ্ডিত নন্দরাম শর্ম্মা মন্ত্রী সাধুসুধার মহাসভা" উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিবেন। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই যে, এই প্রকার কার্য্য বর্ত্তমান যুগে বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়াছে, সাধুবৃন্দের সংস্কার হইতে ভারতের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে, সর্ব্বত্রই সাধুদিগের শিক্ষা দানের জন্য এইরূপ সভা এবং পাঠশালা স্থাপন করা উচিত।

---

শ্রীমহারাষ্ট্রগুর্জ্জরপ্রান্তীয় কার্য্যালয় বোম্বাই হইতে মহারাষ্ট্রীয় ভাষার মুখপত্র "ভারতধর্ম্ম" এবং গুজরাতী ভাষার মুখপত্র "শ্রীসনাতনধর্ম্ম" নামে যে দুই সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত, উহা মহামণ্ডলের নিজের প্রেস্ হওয়ায় ৮ কাশীধাম হইতে প্রকাশ করিবার জন্য কাশীর ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর বাহাদুর সাহেবের নিকট এক প্রার্থনা পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সে সময়ের কালেক্টর সাহেব যদিও শ্রীমহামণ্ডলের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তথাপি নূতন আইন অনুসারে বাধ্য হইয়া উক্ত দুই সংবাদপত্রের জন্য অতি কম পাঁচ পাঁচ শত টাকার সিকিউরিটী চাহিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে উক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর বদলী হয়েন এবং তাঁহার স্থানে নূতন আর এক জন আসেন, নবীন কালেক্টর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি ও পূর্ব্ব আদেশ পরিবর্ত্তন করা অনুচিত বোধ করিয়াছিলেন, অতঃপর কমিশনর সাহেবের নিকট সম্মতি পাইবার জন্য প্রার্থনা পত্র পাঠান হয়। তিনি অনুকূল মন্তব্যের সহিত কাগজ পত্রাদি যাহা পাঠান হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালেক্টর সাহেবের নিকট পুনর্বিচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। কালেক্টর সাহেব বিনা সিকিউরিটীতে উক্ত সংবাদ পত্রদ্বয় প্রকাশ করিতে আদেশ দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত কোন প্রকার সংবাদপত্রেরই সিকিউরিটী লওয়া হইবেনা, আমরা এই প্রকার সুবিচার এবং উদারতার জন্য সুযোগ্য কমিশনার সাহেব ও কালেক্টর সাহেব উভয় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।
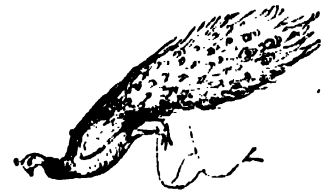
# নারী-ধর্ম্ম।

সৃষ্টিবিজ্ঞানে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিবার সময় গীতাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি এবং বিকার ও গুণ পরিণাম সমস্তই প্রকৃতি সম্ভূত (ক)। এইরূপ বিজ্ঞানভাষ্যে সমষ্টি ব্যষ্টি বিচারে স্ত্রীর অধিকার সুষ্টু নিরূপিত হইয়াছে যথাঃ—যে হেতু বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি এবং বৃক্ষের পুষ্টিবর্দ্ধন বিষয়ে কেবল ভূমিই কারণ আর অন্য কারণ নাই, অতএব জগতে মাতা অপেক্ষা গুরুতর আর কেহই নহে এবং সৃষ্টি বিস্তার বিষয়ে প্রকৃতিই প্রধান (খ)। পুরুষধর্ম্মে কর্ম্মোপাসনা জ্ঞান সম্বলিত যজ্ঞ প্রধানতায় বিহিত হইয়াছে, এই হেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যজ্ঞ মহাযজ্ঞের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু নারীধর্ম্ম তপঃপ্রধান, যেহেতু নারীজীবন সদা পরতন্ত্র। বাল্যাবস্থায় নারী পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন (গ)। ইহা স্বাভাবিক, যেহেতু যে বস্তু যত অধিক প্রিয়, তাহা তত অধিক যত্নে সংরক্ষিত হইয়া থাকে, এই কারণেই শাস্ত্রে বালিকাগণের নিমিত্ত নারীধর্ম্মসঙ্গত শিক্ষাদানপ্রণালী বিহিত হইয়াছে এবং চাঞ্চল্যোৎপাদিকা শিক্ষা সমূহ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

কন্যাগণকে কেবল শুদ্ধ নারীধর্ম্ম সুলভ শিক্ষাই প্রদান করা উচিত। এবং স্ত্রীসুলভ চাঞ্চল্যাদির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বিবাহ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করত তাহাদের অন্তঃকরণ নিয়ম রূপী শৃঙ্খলা দ্বারা বদ্ধ করা উচিত। নারীদিগের সতীত্ব এবং পবিত্রতা রক্ষণার্থই শাস্ত্রপ্রণেতাগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, গৌরীদানে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি, রোহিণীদানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, কন্যাদানে স্বর্গলোক প্রাপ্তি এবং রজস্বলা কন্যার দানে রৌরব নরকে পতন হইয়া থাকে (ক)। প্রোষিত-ভর্তৃকা স্ত্রীর পক্ষে শাস্ত্রে পূর্ণরীতিতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সময়ে স্ত্রীর পক্ষে উত্তম বস্ত্র এবং আভূষণাদি ধারণ করা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ (খ)। বিধবা নারীর অন্য পুরুষ স্পর্শ করা পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রথমতঃ সনাতন ধর্ম্মানুসারে কন্যাকে দান করা হইয়া থাকে এবং দত্ত বস্তুর উপর গ্রহীতা ভিন্ন আর কাহারও অধিকার থাকিতে পারেনা। এবং দ্বিতীয়তঃ নারীধর্ম্ম তপঃপ্রধান হওয়াতে নারীজাতি কখনও স্বাধীন হইতে পারেনা। এই অভ্রান্ত বিজ্ঞানানুসারেই সনাতন ধর্ম্মে বিধবা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ

---

(क) प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विद्ध्यनादी उभावपि ।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥
इति गीतोपनिषद् ।

(ख) यतो बीजाङ्कुरोत्पत्तौ तरूणां पुष्टिवर्द्धने ।
कारणं केवला भूमिर्नान्यदस्तीह कारणम् ॥
अतो जगति नात्रास्ति मातुर्गुरुतरो जनः ।
प्राधान्यं प्रकृतेः सिद्धं सृष्टिकार्यप्रसारणे ॥
इति विज्ञानभाष्ये ।

(ग) पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने ।
पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥
इति मनुः ।

(क) गौरीं ददद्विष्णुलोकं ददद्ब्राह्मन्तु रोहिणीम् ।
कन्यां ददत्स्वर्गलोकं रौरवन्तु रजस्वलाम् ॥
इति भगवान् वेदव्यासः ।

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ।
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्द्ध्वं रजस्वला ॥
इति महर्षिपराशरः ।

(ख) अप्रक्षालनमङ्गानां मलिनाम्बरधारणम् ।
तिलकाञ्जनहीनत्वं गन्धमाल्यविवर्जनम् ॥
नखकेशासंस्कारो दशनानाममार्जनम् ।
एवमादि विधातव्यं सत्या प्रोषितकान्तया ॥
स्त्रीणां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् ।
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितभर्त्तृका ॥
इति स्मृत्यादयः ।

সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। বিধবার পক্ষে তপস্বিনী এবং ব্রহ্মচারিণী (ক) হওয়াই মুখ্য ধর্ম্ম।

শাস্ত্রসমূহে এরূপ আজ্ঞা বিহিত হইয়াছে যে, পতি গুণহীন, অযোগ্য, কুরূপ অথবা কদাচারী হইলেও স্ত্রীর উহাঁকে দেবতার ন্যায়জ্ঞানে সেবা করা উচিত। পতিব্রতা স্ত্রীর পতিসেবা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, তপ অথবা দান মুখ্য ধর্ম্ম নহে। স্ত্রীর পক্ষে অনন্যভক্তি হইয়া পতি সেবাই একমাত্র মুখ্য ধর্ম্ম। তাহার বেশভূষা, রূপবিন্যাস এবং শারীরিক সমস্ত চেষ্টা পতির ইচ্ছানুকূল হওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে নিজপতি সাক্ষাৎ জগদীশ্বর স্বরূপ (ক)।

শাস্ত্রে সতীস্ত্রীর লক্ষণ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে স্ত্রী এ সংসারে কেবল নিজপতিকেই পুরুষ এবং অন্য সকলকে স্ত্রীরূপ দেখে, সেই সর্ব্বোত্তমা সতী। যে স্ত্রী স্বীয়পতিকে পতি এবং অন্য সকল পুরুষের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে পিতা, সমবয়স্ককে ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠকে পুত্রতুল্য দেখে, সে উত্তমা সতী। যে স্ত্রী ধর্ম্মের ভয়ে কায় এবং মনের সহিত সতীত্ব রক্ষা করত নিজপতি ভিন্ন, অন্য কাহাকেও কামদৃষ্টিতে দেখেনা, সে মধ্যমা সতী এবং যে স্ত্রী ধর্ম্ম ও লোকলজ্জার ভয়ে শরীর দ্বারা অন্য পুরুষের সংসর্গ করেনা, সে অধমা সতী।

---

(ক) मृते भर्त्तरि या नारी ब्रह्मचर्य्यव्रते स्थिता ।
सा मृता लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥
अनुयाति न भर्त्तारं यदि दैवात्कथञ्चन ।
तत्रापि शीलं संरक्ष्यं शीलभङ्गात्पतत्यधः ॥
विधवा कवरीबन्धो भर्त्तृबन्धाय जायते ।
शिरसो वपनं कार्य्यं तस्माद्विधवया सदा ॥
एकाहारः सदा कार्य्यो न द्वितीयः कदाचन ।
पर्य्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम् ॥
तस्माद्भूशयनं कार्य्यं पतिसौख्यसमीहया ।
नैवाङ्गोद्वर्त्तनं कार्य्यं न ताम्बूलस्य भक्षणम् ॥
गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नैव कार्य्यस्तया क्वचित् ।
श्वेतवस्त्रं सदा धार्य्यमन्यथा रौरवं व्रजेत् ॥
इत्येवं नियमैर्युक्ता विधवाऽपि पतिव्रता ।
स्थूले सूक्ष्मे शरीरेऽपि न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥
न वा पत्यौ मृते भूयो नरमन्यं समुद्वहेत् ।
विधवाया विवाहोऽपि शास्त्रयुक्तिविगर्हितः ॥
धर्मनाशकरो यस्मात् हेयः स शुभमिच्छुभिः ।
इतिस्मृतिपुराणादयः ।

(ক) विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्ज्जितः ।
उपचर्य्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम् ।
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत् किञ्चिदप्रियम् ॥
भुङ्क्ते भुक्तेऽथ या पत्यौ दुःखिते दुःखिता च या ।
मुदिते मुदिताऽत्यर्थं प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥
सुप्ते पत्यौ च या शेते पूर्वमेव प्रबुध्यते ।
प्रविशेच्चैव या वह्निं याते भर्त्तरि पञ्चताम् ॥
नान्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता ॥
यच्च भर्त्ता न पिबति यच्च भर्त्ता न चेच्छति ॥
यच्च भर्त्ता न चाश्नाति सर्वं तद्वर्ज्जयेत्सती ॥
पतिर्नारायणः स्त्रीणां व्रतं धर्मः सनातनः ॥
सर्वं कर्म वृथा तासां स्वामिनो विमुखाश्च याः ।
स्नानञ्च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्षिणा ॥
सर्वदानानि पुण्यानि व्रतानि नियमानि च ।
देवार्च्चनञ्चानशनं सर्वाणि च तपांसि च ॥
स्वामिनः पादसेवायाः कलां नार्हन्ति षोडशीम् ।
इति स्मृतिपुराणादयः ।

# শাখাসভা-সংবাদ

ভারত সম্রাটের পরলোকগমনের শোক-সমাচার পাইয়া শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে সমস্ত শাখা-সভা ও পোষকসভার নিকট এই বলিয়া এক নিবেদন পত্র প্রেরিত হয় যে,

"স্বভাবতঃ রাজভক্ত হিন্দুজাতির অতিশয় দুঃখের সময় উপস্থিত হইয়াছে। মহাশয়গণ আপন আপন স্থানে সমবেত হইয়া আমাদিগের পরলোকগত সম্রাটের জন্য শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করুন।" এতদনুসারে কর্ত্তব্য পালন করিয়া সমস্ত শাখাসভা ও পোষকসভা প্রধান কার্য্যালয়কে যাহা যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা দুঃখিত। কোন কোন সভা তাঁহাদিগের অধিবেশনের বিশেষ বিবরণ গবর্ণমেন্টের নিকটেও পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পাটনা সনাতন-ধর্ম্ম-সভার মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলদেব শর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিতেছেন যে,—"এই স্থানে অদ্যাবধি সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত কোনও পুস্তকালয় স্থাপিত হয় নাই, এই অভাব দূর করিবার জন্য এই সনাতন ধর্ম্ম-সভা বহুদিন হইতে উদ্যোগ করিয়া আসিতেছেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ জী মাড়ওয়ারী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম পুস্তকালয় নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বাবু সাহেব প্রায় ৪০০৲ চারিশত টাকা মূল্যের পুস্তকাবলী, ৩০৲ টাকা মূল্যের একটি আলমারী এবং ১১৲ টাকা নগদ দান করিয়া স্বয়ংই উদ্যোগী হইয়া এই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে ৫ই রবিবারে সনাতন ধর্ম্ম সভার কার্য্যালয়ে দেবদেবী পূজাদি সমাধানপূর্ব্বক এই পুস্তকালয়ের উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।" উক্ত সনাতন ধর্ম্মসভার এই প্রকার প্রশংসনীয় উদ্যোগের সুসংবাদ পাইয়া আমাদের অতীব আনন্দ অনুভব হইতেছে। স্থানীয় ধনী বিদ্বান্ মহাশয়দিগের উক্ত পুস্তকালয়ের সর্ব্বথা সাহায্য প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের উপকার করা কর্ত্তব্য।

---

মোগলসরায়ের শ্রীসনাতনধর্ম্মপ্রতিপালিনী সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ শর্ম্মা লিখিতেছেন যে, উক্ত সভার সহযোগী সভাপতি এবং প্রধান সহায়ক শ্রীযুক্ত পোপাল জী শর্ম্মামহাশয়ের উদ্যোগে ১৩১৬ সালে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে ১২ই তারিখে জেলা বেনারসের অন্তর্গত সকলডিহী গ্রামে শ্রীকালেশ্বর মহাদেবজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্করজী অগ্নিহোত্রী মহাশয় "মূর্ত্তিপূজা" ও "শ্রাদ্ধ" বিষয়ে সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। সহকারী সভাপতি ও প্রধান সহায়ক মহাশয়ের এবম্বিধ উদ্যোগ, উৎসাহ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কাশ্মীর সনাতন ধর্ম্মসভার মন্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, সমধিক সমারোহের সহিত সভার উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে মহামণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদজী মিশ্র বিদ্যাবারিধি, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরামজী শর্ম্মা এবং ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্করজী অগ্নিহোত্রী মহাশয় সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ক মনোহরভাবপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দিত ও অত্যধিক উৎসাহিত করিয়াছেন। সভার উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিহার, বক্সরের শ্রীসনাতনধর্ম্মবর্দ্ধিনী সভা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদত্ত শর্ম্মাজী লিখিয়াছেন যে,—১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে এপ্রিল তারিখে শ্রীমহামণ্ডলের,

ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাবিষ্ণু মিশ্র কাব্যতীর্থ বেদরত্নজী মহাশয় সভাতা, একতা, রামনবমী আদি বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছেন। বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, একটি সন্ধ্যাসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্রগণ সংস্কৃত, সন্ধ্যা ও যজ্ঞপদ্ধতি শিক্ষা করিবে।

---

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা অবোহর মণ্ডী, (জেলা ফীরোজপুর পঞ্জাব) তথাকার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হীরালালজী মহাশয় সভার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের রিপোর্ট আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইতেছে। চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে ৫ই হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত উৎসবের সমারোহ চলিয়াছিল। প্রথম দিবসে পূজা, হোম এবং নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন হইতে ৪ দিন পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী, বিদ্যাবারিধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদ জী মিশ্র, বাগ্মীভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর জী, কূর্ম্মাচলভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদত্ত পন্ত্ জী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মহোদয়গণ কর্ত্তৃক মনুষ্যজীবন, কর্ত্তব্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা হইয়াছিল। শেষদিন অপরাহ্ণে ধর্ম্মবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্তদিগের সর্ব্ববিধ সংশয়ের সমাধান করা হইয়াছে। পরিশেষে সম্রাট্ ও ভারত গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। উক্ত সভামণ্ডপে ২রা ও ৩রা এপ্রিল তারিখে রাত্রিতে নাটকীয় রীত্যনুসারে রামলীলার অভিনয়ও করা হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি যে,—সভার সভাসদ্গণ মতভেদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং কুসংস্কার হইতে দূরে থাকিয়া দিন দিন সভার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিবেন।

# দানপ্রাপ্তিস্বীকার।

ইং সন ১৯০৯ সালের আগষ্ট হইতে ১৯১০ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত যে সকল দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ধন্যবাদের সহিত নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তাখাতে—

ত্রিপুরাধিপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মন্ গোস্বামী বাহাদুর ১০০্

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত সবাই মহারাজা মহেন্দ্রসর প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর সরামদহায় রাজগান বুন্দেল খণ্ড, জি, সি, এস্ আই, জি, সি, আই, ওরছা ৮০০্

কাশ্মীরাধিপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ইন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারল্ সার্ প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, ১০০

প্রতিনিধি মহোদয়গণ সহায়তাখাতে—

মিথিলাধিপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা সার্ রমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর, কে, সি, আই, ই, ১২০্

তাজিরপুরাধিপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর জী বাহাদুর, ১০৮্

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার হরি সিংহ সাহেব বাহাদুর, কাশ্মীর, ২৯৮৸৶১৫

গিধোড়াধিপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা সার্ রাবণেশ্বর সিংহ জী বাহাদুর কে, সি, আই, ই, ৬০্

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাওগোপাল সিংহজী ঠাকুর সাহেব খরবা, আজমীর, ২৬০্

রায়বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ জী রইস্ যশোবন্ত নগর, ১০০্

শ্রীল শ্রীযুক্ত এ, এল্, এ, আর, অরুণাচল, চিটিয়ার জী জমীদার দেবকোট্ মান্দ্রাজ, ২৪০্

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তাখাতে—

চন্দাপুরাধিপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা চন্দ্রচূড় সিংহজী বাহাদুর, ৬০

শ্রীল শ্রীযুক্ত লালা মূলচন্দ্রজী মহাশয়, মিরাট, ১২্

শ্রীযুক্ত লালা মতিলালজী মহাশয়, মিরাট, ১২

শ্রীযুক্ত লালা মথুরাদাস অযোধ্যা প্রসাদজী মহাশয়, মিরাট্, ১২

শ্রীযুক্ত লালা অযোধ্যাপ্রসাদ ভগবান্‌দাসজী, মহাশয়, মিরাট, ১২

শ্রীযুক্ত শেঠ গোবৰ্দ্ধন দাস রাধাকৃষ্ণ দাসজী মহাশয়, সরাফ, বম্বাই, ১৫০

শ্রীযুক্ত লোনকরণ দাস জানকীদাসজী মহাজন, দানাপুর, ১২

সাধারণ মেম্বরী খাতে— ৪২৭৸৶০

শাখাসভাসহায়তাখাতে।

শ্রীযুক্ত মন্ত্রী সনাতনধর্ম্মসভা, কানপুর, ৫

শ্রীযুক্ত মন্ত্রী সনাতনধর্ম্মসভা, ইচ্ছাবর, ভোপাল, ১২

শ্রীযুক্ত সভাপতি বালসভা, ইচ্ছাবর, ১

শ্রীযুক্ত মন্ত্রী সনাতনধর্ম্মসভা, পসরোর, শ্যালকোট্, ৫

বিশেষসহায়তাখাতে।

শ্রীযুক্ত মন্ত্রী সনাতনধর্ম্মসভা, রামপুর ষ্টেট্, ২০।৵০

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রিজী, মহাশয়, বদনাবর, ২

শ্রীযুক্ত মার্কণ্ড লক্ষ্মণ চুলসা, বদনাবর, ২

শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজের ভেট আদি হইতে প্রাপ্ত, ১৪৷৴০

শ্রীযুক্ত মঞ্জরী অম্বাচন্দজী, বচবদরা, ১১

শ্রীযুক্ত রামদয়ালজী হলবাই, পিরিপা, ২

শ্রীযুক্ত চৌধুরী ঢোলনরামজী, মজঃফরপুর, ২।৶০

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা, গোণ্ডা, ৪

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা, বহরাইচ্ ২০৸০

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণজী রায় বাহাদুর রইস্, পাটনা, ১০০

শ্রীযুক্ত মেঘরাজ ভগবান্ দাসজী রইস্, ভাওনা, ২০

এককালীনদানখাতে।

শ্রীযুক্ত শেঠ মনোহর দাস, ত্রিভুবন দাস, বরজীবন দাস সাহেব, বোম্বাই, ১০০

শ্রীযুক্ত শেঠ নরসিংহ দাস মহারথশঙ্জী, বোম্বাই, ১০১

শ্রীযুক্ত শেঠ শিবনারায়ণজী, অর্জ্জুন দাসজী, বোম্বাই, ৪১

শ্রীযুক্ত শেঠ শ্রীকৃষ্ণ দাসজী, মুন্দরা, বোম্বাই, ২১

শ্রীযুক্ত গুরুসহায় মল কোম্পানী, বোম্বাই, ১০১

শ্রীযুক্ত শেঠ কানাইয়ালালজী, খাণ্ডেলকল, বোম্বাই, ১০

শ্রীযুক্ত শেঠ বিশ্বেশ্বর লালজী, শেখ সরিয়া, বোম্বাই, ৫১

শ্রীযুক্ত শেঠ হীরালাল রামচন্দ্রজী, বোম্বাই, ১০১

শাস্ত্রপ্রকাশখাতে।

শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দ জী মহারাজের দ্বারা, নাথদ্বারার শ্রীমতী মহারাণী বউজী সাহেবা, ৫০০

বাড়ীনির্ম্মাণখাতে।

শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজের দ্বারা, নাথদ্বারার শ্রীমতী মহারাণী বউজী সাহেবা, ৫০০০

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাইশঙ্কর নানাভাই, মহাশয়, সলিসিটর বোম্বাই, ২৫০

## আয় ব্যয়ের হিসাব।*

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়

৺কাশীধাম।

ইং ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১০ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত।

| | |
|---|---|
| রোকড় বাকী | ৩৬০।৵০ |
| জমা | ৫০৬৭৯৸৵৮ |

* অনেক কারণবশতঃ বিশেষতঃ মাসিকপত্রে স্থানাভাব হেতু মাস মাস হিসাব প্রকাশিত হইতে পারেনা। সম্প্রতি আট মাস তের দিনের হিসাব একসঙ্গে প্রকাশ করা হইল। আগামীতে প্রতি সংক্রান্তিতে হিসাব প্রকাশিত হইবে; কমিটী এই প্রকার নূতন নিয়ম করিয়াছেন বলিয়া তের দিনের হিসাব অধিক দেওয়া হইল। এই হিসাবের সহিত গত বৎসরেরও কেন ২ জমাখরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাড়ী নির্ম্মাণ তহবিলে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে এইজন্য হিসাব তলব খাতে অধিক টাকা হইবে। তাহার হিসাব আসিলে পরে জমাখরচ করা যাইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(সহকারি কার্য্যাধ্যক্ষ।)

শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী—(ধনাধ্যক্ষ)

| | |
|---|---|
| সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে | ১০০০৲ |
| প্রতিনিধি মহোদয়গণ সহায়তা খাতে | ২২০৬৸৴১৫ |
| সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে | ৩৬০৲ |
| সাধারণ মেম্বরী খাতে | ৪২৭৸৶০ |
| এককালীন দান খাতে | ৬১৭৲ |
| বিশেষ সহায়তা খাতে | ৩২৯৷৶০ |
| শাখাসভা সহায়তা খাতে | ২৩৲ |
| শাস্ত্রপ্রকাশখাতে | ৫০০৲ |
| বাড়ী নির্ম্মাণ খাতে | ৫২৫০৲ |
| চন্দ্রিকা বিক্রী খাতে | ৫৲ |
| বিজ্ঞাপন ছাপাই খাতে | ১০১৲ |
| ব্যাজ খাতে | ২৭৬৫৶৫৲ |
| মুৎফারেক আমদানী খাতে | ৬৻৫ |
| শ্রীমহারাষ্ট্র গুর্জ্জর ধর্ম্মমণ্ডলখাতে | ৫৬৭৻৫ |
| নারায়ণ কোম্পানী খাতে | ৬০০৲ |
| ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল কলিকাতা খাতে | ৩৫৯৫১৲ |
| জোড় জমা | ৫০৬৭২৸৴৮ |
| মোট জমা | ৫১০৪০৷৮ |

কৈফিয়ৎ——

জমা—৫১০৪০৷৮ খরচ—৫০৮৪১৴১১

| | |
|---|---|
| রোকড় বাকী | ২৯৯৷৴৯ |

দুই শত নিরনব্বই টাকা পাচ আনা নয় পাই মাত্র।

| | |
|---|---|
| খরচ | ৫০৭৪১৴১১ |
| টিকিট ডাক খরচ খাতে | ১৮১৷৴৫ |
| নিগমাগম চন্দ্রিকা খাতে | ১২৪৪৷৶০ |
| ধর্ম্মপ্রচারক খাতে | ৪০৯৸৶১০ |
| মহামণ্ডল সমাচার খাতে | ৮৩৷৴০ |
| শারদা মণ্ডল খাতে | ১১২৷৶০ |
| দেবসেবা খাতে | ১১০৮৷৴৫ |
| বিদ্যাপ্রচার খাতে | ৩৪০৲ |
| উপদেশক খাতে | ১৪২৷৴০ |
| শাখাসভা সহায়তা খাতে | ৪০ |
| অতিথি সৎকার খাতে | ২৬৫৴১৫ |
| শাস্ত্রপ্রকাশ খাতে | ৪১৸৶১০ |
| বিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রম খাতে | ৬৪৸০ |
| মাসিক বৃত্তি খাতে | ১৫৭৬৷৶০ |
| ষ্টেশনরী খাতে | ১২৷৶০ |
| ছাপাই খাতে | ৭৯৸০ |
| কণ্টিংজেন্সী খাতে | ১৩৷৴১৫ |
| শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল খাতে | ১২০৲ |
| শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল খাতে | ৫০৲ |
| শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডল খাতে | ৫০৲ |
| মহারাষ্ট্রীয় ভারতধর্ম্ম ও গুজরাতী সনাতনধর্ম্ম পত্রখাতে | ১১৮৭৷৴১৫ |
| সরকার কার্য্যালয় খাতে | ২১১৫৸৶৫ |
| বাড়ী নির্ম্মাণ খাতে | ৮৲ |
| মুৎফারেক খরচ খাতে | ২০২৷৴১৫ |
| প্রেসিডেন্ট আফিস খাতে | ৬২৫৲ |
| শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্ খাতে | ৫০০০৲ |
| মারকেন্টাইল ব্যাঙ্ক অব্ কলিকাতা খাতে | ১৫৬১৸৶১০ |
| বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ বেনারস খাতে | ১৭৫৫০৷৴১১ |
| হিসাব তলব্ খাতে | ৩৪৬৮৴১৫ |
| সমস্ত জোড় খাতে | ৫০৭৪১৴১১ |

**ধর্মপ্রচারক।** 

ভাগ-৩১শ । | কর্কট সংক্রান্তি । কলেগতাব্দাঃ ৫০১১ । | সংখ্যা ৪ ।

## শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর স্তোত্র ।

**प्रत्यक्षाविषयस्य तेऽप्यनुभवाद् विस्मर्यते क्लिष्टता**
**विश्वोत्पत्तिनिमित्तविस्मयकरीं सृष्टिं मया पश्यता ।**
**मौनं मुञ्चति कोकिलस्तरुलतासौन्दर्यसन्दर्शनात्**
**किं नैव त्वनुमाय पुष्पसमयं नेत्राद्यतीतं पितः ! ॥१॥**

( ১ )

জন্মাবধি কভু সখা ! দাসেরে দিলে না দেখা,
চিরদিন র'য়ে গেলে ইন্দ্রিয়-অতীত,
এ যন্ত্রণাময় ভবে তবু তব অনুভবে
জীবনের শোক দুঃখ হই যে বিস্মৃত,—
রচনা-বৈচিত্র্য তব নেহারিয়া পিতঃ !
হেরিয়া তরু লতার নূতন সৌন্দর্য্যভার
অনুমানি' অতীন্দ্রিয় বসন্ত সময়,
মৌন ত্যাগ করে না কি কোকিল-নিচয় ! !

**सत्यं तत्त्वमजानतोऽपि भवतो भक्त्यादिहीनस्य मे**
**देव ! श्रीपदसेवनं कृतवतो नापैति भीतिः कथम् ।**
**इच्छाभाववशेन नाथ ! जगतामज्ञानतो वा तथा**
**सेव्यश्चेदनलो न किं प्रशमयेत् शैत्यानि सत्यात्मक ! ॥२॥**

( ২ )

জানি না কি গুণ তুমি ধর পরমেশ !
ওহে দেব, নাহি মোর ভকতির লেশ,
কিন্তু গো তোমার সেবা করি বারমাস,
কেন তায় নাহি হয় ভব-ভয়-নাশ !
না জেনে যথার্থ তথা কিংবা অনিচ্ছায়,
হয় না কি শৈত্য দূর বহ্নির সেবায় ?

**हे जातभवरोगहृत् प्रभवति क्लेशे समासेव्यसि**
**त्वामिवाभ्युदिते सुखे सति सखे विश्वेश विस्मर्यसे ।**
**तद्दोषादुचितं न ते मयि ननु दुःखप्रदानं विभो**
**कः सेवेत महौषधं सुफलदं व्याधिं विना स्वेच्छया ॥३॥**

( ৩ )

ভবরোগ-নিবারক ওহে দয়াময় !
তোমারে কেবল ডাকি দুঃখের সময় ;
কিন্তু ভুলে যাই হ'লে সুখ সমুদিত,

সেই দোষে দুঃখদান নহে তো উচিত।
ব্যাধি না হইলে পরে এ ভব ভিতরে,
দেব-দেব ! মহৌষধ সেবা কে বা করে ?।

**सन्तोषः प्रणिपाततः प्रभवतः स्यादाशुतोष ध्रुवं**
**नानापापयुतोऽहमपि यदि वा बन्धो विमोहान्धताम्।**
**तत्रापि त्रिजगत्पते नतिरियं ग्राह्या मदीया त्वया**
**माणिक्यं नृपतिर्विषाक्तफणिनः किं नाथ गृह्णाति नो॥४॥**

( ৪ )

যদিও অশেষ পাপ ঘিরে আছে মোরে,
হ'য়েছি যদিও অন্ধ আমি মোহ-ঘোরে ;
তথাপি প্রণতি মোর লও আশুতোষ !
প্রণামেই হয় দেব ! তোমার সন্তোষ।
ফণী তো নিতান্ত ক্রূর, তা ব'লে কি হায় !
আদরে ভূপতি তার' মণি নাহি লয় ?

**भोः शम्भो नहि सम्भवेत् तदुपमा दासेषु या ते दया**
**यत्कारुण्यनिधे निधाय शिरसि त्वं भासि दोषाकरम् ।**
**सत्यं नित्यमशेषदोषनिलयस्त्वद्दास एष प्रभो**
**स्थाणो स्थानमहो कथं न लभते हा हा पदान्ते च ते ॥५॥**

( ৫ )

তোমার অসীম দয়া সেবক নিকরে,
যেহেতু ধ'রেছ শিরে তুমি দোষাকরে।
সত্য বটে আমি বহু দোষের নিলয়।
পদান্তেও স্থান কেন মোর নাহি হয় ?

**हे स्वामिन् गुणिना विना तदमृतं कूपेन नो दीयते**
**काशीनाथ! वितीर्यते जलधिना यत्सर्वसाधारणे ।**
**अन्योऽपि प्रददाति पातुममृतं किन्तु प्रभो कूपवत्**
**त्वं पाथोधिरिव व्रजामि शरणं तत्त्वामहं निर्गुणः॥६॥**

( ৬ )

কূপেতে অমৃত দেয় শুধু গুণী জনে,
সিন্ধু তাহা করে দান সর্ব্বসাধারণে ;
অন্য দেবতাও করে অমৃত অর্পণ,
কিন্তু কাশীনাথ ! সে যে কূপের মতন।
অমৃত প্রদান তব সাগরের প্রায়,
তাই তোমা এ নির্গুণ করিল সহায়।

**स्वामिन्त्वं मयि ते भवेऽहमभवं त्वत्तो यतो भो विभो**
**मामाजीवनमेव जीवयसि च त्वत्स्वामिकैर्वस्तुभिः ।**
**शक्तिं ते किमु वर्णयामि कुरुषे विश्वं यतः स्वेच्छया**
**नो शक्नोषि पदस्य दास्यमधमे कस्माद्विधातुं मयि॥७॥**

( ৭ )

তুমি দেব ! মোর স্বামী, তোমারি সামগ্রী আমি,
তোমা' হ'তে যে কারণে লভেছি জনম,
আজীবন এ অধমে তোমারি তো ভবধামে
তুমিই আহার্য্যদানে করিছ পালন ;
শক্তি কি বর্ণিব তব ওহে বিশ্বধব ভব !
ভাঙ্গ গড় ইচ্ছামত বিশ্ব চরাচর,
চিরটী দিনের তরে, পার না হে কেন মোরে
শঙ্কর ! ওচরণের করিতে কিঙ্কর !!

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।
৺কাশীধাম।
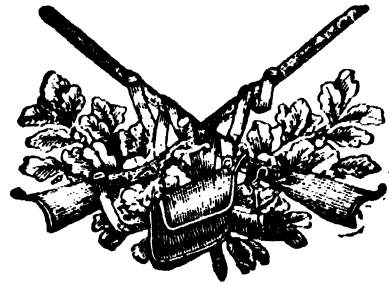
# উপাসনা কাণ্ড।

ভক্তিমার্গ অতিসরল, নির্ব্বিঘ্ন এবং স্বরূপ-ব্রহ্মোপলব্ধিজন্য আনন্দপ্রদ। ঈশ্বরে পরানুরাগের নাম ভক্তি যথা—মহর্ষি শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিদর্শনে "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। ইহা স্নেহপ্রেমশ্রদ্ধাতিরিক্ত অলৌকিক ভগবদনুরাগ স্বরূপ (ক)। লক্ষবর্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে দীপালোক প্রদত্ত হইলে, যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ বর্ষের অন্ধকারও বিদূরিত হয়, সেইরূপ সাধকহৃদয়ে ভগবান্ অথবা ভাগবতকৃপায় কণামাত্র (খ) ভক্তিরও উদয় হইলে, সাধক বিধূতকল্মষ হইয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে।

ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত যথা—গৌণী এবং পরা। ইহার মধ্যে গৌণীভক্তি আবার বৈধী ও রাগাত্মিকা নামক দুই ভাগে বিভক্ত। যখন সাধক বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তির উন্নত কক্ষায় আরোহণ করিবার নিমিত্ত তৎসোপান স্বরূপ অর্চ্চনাদি সাধনে রত হয়, তখন উহার নাম বৈধী ভক্তি (গ)। ইহা নবধা বিভক্ত যথাঃ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণু স্মরণ, তৎপাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন। এই সমস্ত ভগবৎকৃপাপ্রদ, ভক্তিভাবোদ্রেক কারী অনুষ্ঠানদ্বারা যখন সাধকের চিত্তে তাঁহারই করুণায় এক অপূর্ব্ব, তৈলধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ভক্তিরস প্রবাহিত হইতে থাকে এবং এই রসসিক্ত পূতান্তঃকরণ দিবানিশি মুকুন্দপদধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আসক্তি বিশেষসহযোগে সেই আনন্দকন্দের আনন্দ উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন ইহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি (ক)। শুক্রমণিনিশৃঙ্গারভেদে সৃষ্টিতে চতুর্দ্দশ রস স্বীকৃত হইলেও সপ্ত রসের সহিত রাগাত্মিকা ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত। কারণ ইহারা উন্নতির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ এবং নির্ম্মল আনন্দ শান্তিদায়ক (খ)। এই রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয়ে মনোমধুপ সেই শ্রীচরণসরোজের মকরন্দপানে নিশিদিন নিমগ্ন থাকিতে থাকিতে যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাতেই লীন হইয়া যায় এবং কীট ভ্রমর ন্যায়ে সাধক তন্ময়াসক্তির উচ্চ কক্ষায় আরোহণ করত পরিশেষে ধ্যাতৃধ্যানধ্যেয়রূপী ত্রিপুটিনাশে অদ্বৈত স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাবের উপলব্ধি করে, তখন উহার নাম পরাভক্তি। (গ) এই অবস্থাই পূর্ণানন্দপ্রদ, স্বরূপদ্যোতক, বেদান্তপ্রতিপাদ্য জ্ঞানাবস্থা। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম তিন মার্গেরই এইস্থানে পর্য্যবসান হয় এবং সাধকজীবনের একমাত্র লক্ষীভূত, সর্ব্বসাধনের চরম ফল স্বরূপ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের সহিত অসংভিন্ন, পূর্ণানন্দদায়ক এই অবস্থা প্রাপ্ত

(क) 'सा ऽनुरागरूपा स्नेहप्रेमश्रद्धातिरेकादलौकिकेश्वरानुरागरूपा। इति भक्तिदर्शने।
यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्।
नातिनिर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः॥
सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा।
स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चिद् यदि वाञ्छति॥
इति भागवते।

(ख) लघ्वितायामपि महाकल्मषहानमिति। भक्तिदर्शने।

(ग) 'विधिसाध्यमाना वैधी सोपानरूपा। इति भक्तिदर्शने।

(क) 'रसानुभाविकानन्दशान्तिदा रागात्मिका यद्ज्ञानात्मत्तस्तब्धात्मारामत्वम् इति भक्तिदर्शने।

(ख) 'रसज्ञानमपि चतुर्दशधा तत्र सप्तमुख्याः सप्तगौणाः। हास्यादयो गौणाः दास्यासक्ति सख्यासक्ति कान्तासक्ति वात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदनाशक्तिगुणकीर्तनासक्तितन्मयासक्तयश्च मुख्याः। इति भक्तिदर्शने।

(ग) स्वरूपद्योतकत्वात्पूर्णानन्ददा परा। परालाभेन्नस्वसद्भाविकात्तन्मयासक्त्युन्मज्जन निमज्जनात्।
इति भक्तिदर्शने।

হইয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। তখন তাহার পক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দনবন স্বরূপ, সমস্ত ক্রিয়া পুণ্যময় এবং সকলই ব্রহ্মময় উপলব্ধ (ক) হইয়া থাকে। এই ভাবই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভু বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

**সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ।**
**গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ॥**
**বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী।**
**সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥**

অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, সমস্তই আনন্দময় হইয়া থাকে, যথা—সমস্ত ভূমি নন্দনকানন, সমস্ত বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সমস্ত জলই গঙ্গাজল, সমস্ত ক্রিয়াই পুণ্যক্রিয়া, সংস্কৃত প্রাকৃত সমস্ত বাক্যই শ্রুতিবাক্য, সমগ্র পৃথিবী বারাণসী এবং সকল স্থিতিই ব্রহ্ম সদ্ভাবপ্রদ হয়। ইহাই সচ্চিদানন্দের আনন্দ সত্ত্বোপলব্ধির চরম ফল এবং উপাসনাকাণ্ডের একমাত্র পরম লক্ষ্য।

---

(ক) **ভক্ত্যা তু ভাবিতাত্মা যঃ পরব্রহ্মণি সর্ব্বদা।**
**নিঃশ্রেয়সপদং প্রাপ্য মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ॥**
**তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।**
**ভগবচ্ছরণঃ স্যাৎপূর্ব্বোক্তাভ্যাসপাকতঃ॥**
**সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।**
**ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥**
**ইতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ।**
**সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।**
**পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥**
**ইতি শ্রীগীতোপনিষৎ।**

# কাশীতীর্থ।

( ১ )

ই অবিমুক্ত কাশীধামে সাধু, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাত্মা জনের অভাব নাই। যে যেরূপ প্রকৃতির লোক এই কাশীতে আসিয়া সেই সেইরূপ প্রকৃতি লোকের সঙ্গই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বিজ্ঞান অজ্ঞান, বিদ্যা অবিদ্যা, ভোগ্য অভোগ্য, বিবেক অবিবেক, আস্তিক নাস্তিকতা এবং ভাল মন্দ সকলই এই কাশীধামে বর্ত্তমান, কাশীধামে বেদ বেদান্ত জ্যোতিষাদি বিদ্যার চর্চ্চাও আছে এবং কোনও কোন ধর্ম্মমতেরও আলোচনা আছে। কাশীতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ধার্ম্মিক পুণ্যাত্মা জনও আছে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ অধার্ম্মিক মহাপাপী বেশ্যাসক্ত জনেরও অভাব নাই। ইহার কারণ কি? সুপবিত্র তীর্থধামে পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান হওয়াই স্বাভাবিক, পাপকর অকর্ত্তব্য অধর্ম্ম কর্ম্ম কেন পবিত্রতীর্থে সংঘটিত হয়? ইহার উত্তরে যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা কিন্তু বলিব যে, কাশীতীর্থ যখন নির্ব্বাণ মোক্ষধাম, তখন এস্থানে আসিয়া যে যেরূপ প্রকৃতির লোকই হউক, তাহার সর্ব্ববিধ কামনা বা ভোগবাসনা পূর্ণ হইবেই হইবে। এই নিমিত্তই দেবদেব পরমেশ্বর শিবও কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষা প্রার্থী। শিবের ভিক্ষা প্রার্থনা অন্নপূর্ণার নিকট ইহা কিছু বিস্ময়ের কথা নহে। কারণ—শিব আশুতোষ বিশ্বের সংহারকর্ত্তা হইয়া নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মুক্ত করিয়া আপন আত্মায় বিলীন করিতে অপূর্ণ বিশ্বকে পূর্ণ করিবার জন্যই সর্ব্বশক্তিময়ী অন্নপূর্ণার নিকটে সেই পূর্ণত্বই ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর হইলেও পূর্ণ করিবার শক্তিই জগদম্বা অন্নপূর্ণা। এইরূপে ভোগবাসনার পূর্ণত্ব সম্ভাবনা এই সুপবিত্র সর্ব্বতীর্থেশ্বর অবিমুক্ত নির্ব্বাণক্ষেত্র কাশীতীর্থেই হইতে পারে। পরন্তু নিরাশ্রয় বিপদাপন্ন দীনদুঃখীর পক্ষে কাশীতীর্থই পরমাশ্রয়, বিপদের বন্ধু, অন্নদাতা এবং পরম সুখের স্থান।

এখনকার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখেই শুনা যায় যে, 'এই অবিমুক্ত কাশীতীর্থ যে নির্ব্বাণ মোক্ষপ্রদ তাহার প্রমাণ কি?" নবীনশিক্ষার প্রবীণমস্তিষ্কের বিজ্ঞানমূলক নাস্তিকতাব সুরুচিপূর্ণ এতাদৃশসংশয়মূলা অনুসন্ধিৎসা হওয়া অসম্ভব নহে। ফলতঃ কাশী মুক্তিক্ষেত্র কি না, এসম্বন্ধে অন্য প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়া এই কাশীতীর্থকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। পরন্তু সকলেই চিরকাল যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছে, উপনিষদ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রেও যাহা সত্য বলিয়া অনেক প্রমাণসংকারে উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিবৃন্দও যখন এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তখন "কাশ্যাঞ্চ মরণান্মুক্তি." কাশীতে মরণ হইলেই মুক্তি, এই বাক্য বাস্তবিকই সত্য। কাশীধামে জীবমাত্রেরই দেহত্যাগ হইবার সময় স্বয়ং কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষুদিগের দক্ষিণকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়া থাকেন, এসম্বন্ধে অনুসন্ধানপর হইয়া অনেকেই অনেক মৃতব্যক্তির মৃত্যুকালে পরীক্ষা করিয়াছেন যে, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অনতিপূর্ব্বেই মুমূর্ষুগণ দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। মানব ব্যতীত অপরাপর পশ্বাদি জীবগণকেও মৃত্যু সময়ে ঐরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। বস্তুতঃ কাশীতে আসিয়া যাহারা একমাত্র কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারে, তাহাদের আর মৃত্যু ভয় থাকিতেই পারে না। কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে,

"কাশীনাথং সমাশ্রিতা কুতঃ কালভয়ং নৃণাং।"
(কাশীখণ্ড)

কাশীতীর্থের মহাশ্মশান এবং আনন্দকানন নামদ্বয়েরও তাৎপর্য্যার্থ নির্ব্বাণ মোক্ষ। যেস্থানে শব সকল শয়ন করিয়া থাকে, তাহার নাম সাধারণ শ্মশান; কিন্তু মহাশ্মশান বলিতে কাশীশ্বর বিশ্বনাথের রাজধানী এই কাশীধামকেই বুঝায়। যে শ্মশানে একবার শয়ন করিতে পারিলে আর কখনও শয়ন করিতে হয় না, সেই শ্মশানের নামই মহাশ্মশান অর্থাৎ কাশীধাম এবং এইরূপ মহত্বই কাশীতীর্থের পরম পুণ্যতম মাহাত্ম্য; এই জন্যই কাশীধাম আনন্দকানন হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর মর্ত্ত্যবাসী জীবগণের কিরূপ সম্ভব? যে স্থানে একবার শয়ন করিতে পারিলে আর কখনও শয়ন করিতে হয় না অর্থাৎ আর জন্ম মৃত্যু ভোগের অধীন হইয়া এ অসার সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হয় না। যে স্থানে একবার মৃত্যু হইলে আর জীবের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহার নামই আনন্দকানন বা আনন্দময় সচ্চিৎ শিবধাম কিংবা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ। এই আনন্দময় শিবধাম বা ব্রহ্মধাম নির্ব্বাণই সন্ময় বলিয়া নিত্য ও সত্য এবং চিন্ময় বলিয়া প্রকাশস্বরূপ, আর সচ্চিদানন্দময় নিত্য সত্য প্রকাশস্বরূপ বলিয়াই এই পরমধাম নির্ব্বাণব্রহ্ম স্বরূপিণী হইয়া সর্ব্বদা স্বয়ং কাশীস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই কাশীধামে মৃত্যু হইলেও যদি মুক্তি না ঘটে, তবে আর নির্ব্বাণমুক্তি লাভের উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং অবিমুক্ত কাশীতীর্থের সেই মহাশ্মশান এবং আনন্দকাননরূপ স্বরূপদ্বয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্যই এক সেই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মুক্তি। নচেৎ মহাশ্মশান কখনও আনন্দের কানন হইতে পারে না, মহাশ্মশানকে আনন্দকানন বলাও যাহা, মরণ মাত্রই নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্তিও তাহা। অবশ্য নিষ্পাপ নির্ম্মলান্তঃকরণ ধর্ম্মাত্মারই কাশীতীর্থে মৃত্যুমাত্রে নির্ব্বাণ সম্ভব। কিন্তু সপাপ অবিশুদ্ধমনা অধার্ম্মিকগণের মৃত্যু মাত্রেই মুক্তিলাভ হয় না, তবে পাপাত্মগণের এই কাশীতীর্থে মৃত্যু হইলে নির্ব্বাণ মোক্ষে অধিকার জন্মে। কাশীতীর্থে এই দেহত্যাগ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত পাপকর্ম্মের মন্দ ফল ভোগ শেষ না হয়, ততদিন যাবৎ পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া পাপিগণ এই কাশীক্ষেত্রেই যথেচ্ছ আহার বিহারাদি করিতে থাকে; পরে পাপাত্মগণের পাপফল ভোগের নিবৃত্তি হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

কাশী শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণে কাশী বলিতে চিচ্ছক্তিকেই বুঝায়। কারণ —"কাশতে প্রকাশতে অথবা কাশয়তি প্রকাশয়তি যা সা কাশী," উভয় অর্থেই কাশীর ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য্যার্থ পর্য্যবসিত হওয়ায় কাশী বলিতে স্বয়ং প্রকাশস্বরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী শক্তিকেই বুঝা যায়।

"যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।"

কাশীতীর্থে সর্ব্ববিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং প্রায় সর্ব্ব তীর্থই পরিলক্ষিত হয়। কি সৌর, কি গাণপত্য, কি শৈব, কি বৈষ্ণব এবং কি শাক্ত, সকল উপাসকেরই উপাস্যদেবতার অধিষ্ঠান এই সুপবিত্র কাশীতীর্থ, সনাতন ধর্ম্মের রাজধানীই এই কাশীধাম। এই কাশীধামে অসংখ্য দেবকীর্ত্তি এবং অপরিসীম মানবকীর্ত্তিকাহিনী শ্রুত এবং পরিদৃষ্ট হয়। কি দৈবী এবং মানবী যত কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ফলপ্রদকীর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত সত্রসমুদয়, ( ছত্রগুলি ) কাশীধামে বহুদেশীয় বহুধনীজনের সত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই সত্র সমূহে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিমান্ দেবদেবী সকলের প্রসাদভোজনে অনেকেরই জীবন রক্ষা হয়। গণনা করিলে হিন্দুস্থানীয়, মহারাষ্ট্রীয়, বাঙ্গালা প্রভৃতি করিয়া সার্দ্ধ তিন শতেরও অধিক সত্র কাশীতে বর্ত্তমানে দেখাযায়; বঙ্গদেশীয় প্রায় সত্রেই দৈনিক একমণেরও অধিক চাউল পাক হয় এবং তদনুযায়ী দাইল তরকারি প্রভৃতি উপকরণের ও সুবন্দোবস্ত আছে। প্রতিষ্ঠিত সত্রসমূহে দেবদেবীর প্রসাদ ভোজন করিয়া অনেক নিরন্ন ব্রাহ্মণাদি নিঃসহায় ব্যক্তি জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।

"যয়েদং কাশ্যতে সর্ব্বং সা কাশী পরিকীর্ত্ত্যতে।"

( শব্দকল্পদ্রুম )

এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহাকেই কাশী বলিয়াছে। এখন সংশয় হইতে পারে যে, চিন্ময়ী প্রকাশরূপা শক্তিকে কাশীর স্বরূপার্থবাচিকা বলিলে কাশীর বারাণসী নামের তাৎপর্য্যার্থ থাকে কিরূপে? এইরূপ সংশয় নিরাকরণ করিতে হইলে অবহিত হইয়া সহৃদয় পাঠকবর্গকে একটী বার উত্তমরূপে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। ভালরূপে শ্রবণ জ্ঞান হইলেই মনন বা মনঃসংযোগ

হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বোদ্ধব্য বিষয়েরও নিদিধ্যাসন ব অবিচ্ছিন্ন ধারণা হইতে জ্ঞাতব্যবিষয়ে নিত্যই সত্যবোধের উদয় হইবে। কাশী মুক্তি বিবেক নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,—

**"तदिदं मन्ये देवानां देवयजनं सर्व्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । अत्रहि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणस्य रुद्रस्तारकंब्रह्म व्याचष्टे, येनासावमृतीभूत्वा मोक्षीभवति तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत, अवि-मुक्तं न विमुञ्चेत् "**

তাই মনে হয়, এই অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র দেবগণের দেব যজ্ঞস্থান এবং সর্ব্বভূতের ব্রহ্মধাম। যেহেতু এই কাশীধামে মুমূর্ষু প্রাণিগণকে ভগবান্ রুদ্রদেব তারকব্রহ্ম নাম বলিয়া থাকেন। যে তারকব্রহ্ম নামের গুণে ও মাহাত্ম্যে সেই মৃত জীবসকলও অমৃত হইয়া মোক্ষ স্বরূপ হয়, সেই হেতু এই অবিমুক্তকেই সেবা করিবে। এই অবিমুক্তকে ত্যাগ করিবেনা। উক্ত অবিমুক্ত প্রদদ্বয়ের তাৎপর্য্যার্থও বিশ্বনাথ এবং কাশী।

**" अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं । य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा कथमहमिमं विजानीयामिति । सोऽविमुक्त उपास्य इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । वरणायामस्याञ्च प्रतिष्ठित इति । का च वरणा काचासिर्भवति सर्व्वानिन्द्रियकृतान्दोषान्वारयति तेन वरणा भवति, सर्व्वानीन्द्रियकृतानि पापानि अस्यति तेनासिर्भवति । कतममस्याः स्थानं भवतीति । भ्रुवोर्म-ध्योभयसन्धिः स द्यौलोकस्य परस्य च सन्धिर्भवति । एवमेवैनं सन्धिं सन्ध्यां ब्रह्मविद उपासते । कोऽसौ रुद्र इति, रुद्रस्तापत्रयात्मकं संसारदुःखं तद्धेतुर्वा तत्सर्व्वं द्रावयति शरणा-गतानामुपासकानामिति । अतएव चिच्छक्ति-मयः सर्व्वज्ञः परमेश्वर एव रुद्रः "** ।

( কাশীমুক্তিবিবেক )

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও মুমুক্ষু অত্রিমুনিকে এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন ; যথা—

বিধিবৎ বেদ পাঠানন্তর অত্রিমুনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে,

অত্রি—এই যে অনন্ত অব্যক্ত আত্মার কথা আপনি বলিতেছেন, আমি কিরূপে ইহাকে জানিতে সমর্থ হইব ?

যাজ্ঞবল্ক্য—সেই অবিমুক্ত আত্মাকে উপাসনা কর ?

অত্রি—সেই অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ?

যাজ্ঞবল্ক্য—সেই অবিমুক্ত বরণা ও অসিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অত্রি—সেই বরণা এবং অসি কিরূপ ?

যাজ্ঞবল্ক্য—ইন্দ্রিয়কৃত কামক্রোধাদি সর্ব্বদোষ বারণ করে বলিয়া " বরণা " এবং ইন্দ্রিয়কৃত সমস্তপাপ নাশ করে বলিয়া "অসি" নাম হইয়াছে।

অত্রি—বরণা ও অসির স্থান কিরূপ বা কোথায় ?

যাজ্ঞবল্ক্য—ভ্রূদ্বয় ও নাসিকা উভয়ের সন্ধিই বরণা ও অসির স্থান, সেই সন্ধিই স্বর্গস্বরূপ ইহ এবং পরলোকের মধ্য স্থান বা মিলন স্থান এই কাশীতীর্থ, এই সন্ধিকেই ব্রহ্মবিদ্গণ সন্ধ্যা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং বরণা ও অসির সন্ধিস্থানই স্বয়ং প্রকাশমানা বারাণসী অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-ময়ী কাশী। যদি বলা যায় যে, কাশীতীর্থে মুমূর্ষু ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণে যে তারক ব্রহ্ম নাম রুদ্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়, সেই রুদ্র কে ? যিনি শরণাগত উপাসকগণের তাপত্রয়াত্মক সংসারতাপ দূর করেন, তিনিই রুদ্র অর্থাৎ চিচ্ছক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। কাশীতীর্থে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই চিন্ময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর তারকব্রহ্মনাম দান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই মহাপাপীরও যদি কাশীতীর্থে প্রাণত্যাগ হয়, তাহারও নির্ব্বাণমোক্ষে অধিকার হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষেও ধীরচিত্তে স্থিরমনে বিবেচনা সহকারে বেদ, বেদান্ত এবং সমগ্রপুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রের নিগূঢ়তম মর্ম্মার্থ সূক্ষ্মগবেষণাপূর্ব্বক জানিতে বা বুঝিতে হইলে কাশী বলিতে প্রকাশস্বরূপা বরণা ও অসির সন্ধিকেই

বুঝায়। তাই, স্বভাবকবির স্বভাবসুলভ অধ্যাত্মভাবের কাব্যস্বরে গীত হয় যে,—

এই সেই কাশী।
উত্তরে বরণা, দক্ষিণেতে অসি,
পূর্ব্বে গঙ্গা, পশ্চিমে পঞ্চক্রোশী ॥ ইত্যাদি।

উত্তরে বরণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জনিত কামাদিদোষ বারিণী প্রবাহরূপিণী শক্তি, দক্ষিণদিকে অসি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জনিত সর্ব্বপাপবিনাশিনী প্রবাহরূপিণী শক্তি, পূর্ব্বদিকে ত্রিলোক পাবনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা এবং পশ্চিমদিকে পঞ্চক্রোশীর প্রশস্ত পথ, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানই কাশীতীর্থ। যে স্থলে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় দোষ থাকে না, যে স্থানে সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় হয়, যে স্থান ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাশক্তিদ্বারা সর্ব্বদা পুণ্যাস্পদ, সেই স্থানই জ্ঞানরূপে সদা প্রকাশমান, সেই পরমপুণ্যময় ক্ষেত্রই জ্ঞানভূমি বারাণসী. কারণ—অজ্ঞান হইতেই যত প্রকার ইন্দ্রিয়দোষ এবং যতপ্রকার পাপের উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞান কার্য্যই যদি বরণা ও অসি এবং গঙ্গার সুপবিত্র সঙ্গমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রকাশময় সেই জ্ঞানেরই সর্ব্বদা সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। পরন্তু দোষবারিণী বরণা ও পাপনাশিনী অসি এবং সর্ব্বলোকপাবনী গঙ্গা চিরকাল প্রবাহমানা হেতুই কোন কালেও কোনরূপ অজ্ঞান পাপাদি প্রবাহরূপা বরণা, অসি এবং গঙ্গার সুপবিত্র সঙ্গমরূপ প্রকাশময় জ্ঞানভূমি নির্ব্বাণ অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতীর্থকে স্পর্শও করিতে পারে না। অবিমুক্ত কাশীতীর্থের উক্তরূপ মুক্তিবিবেক বুঝিতে হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তিযোগের অনুবর্ত্তী হইয়া ইষ্টময় পরমাত্মার নিয়ত ধ্যানধারণায় বহি-র্মুখীন চঞ্চলচিত্তকে শমদমাদি গুণবলে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া সেই একলক্ষ্য জ্ঞাতব্যবিষয়ে নিবিষ্ট হইতে হইবে, তবেই শান্তি।

[ ক্রমশঃ ]

# শ্রীগুরুদেবমহিমা।

বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্রসমূহের অধ্যাপক আচার্য্য এবং ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় ও তৎপথপ্রদর্শক মহাত্মা গুরু সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী আচার্য্যও গুরুশব্দবাচ্য। সামান্যোপদেশ বিচারে উভয়শব্দই পর্য্যায়বাচক। প্রত্যহ গুরু এবং আচার্য্যকে প্রণাম, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তন ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সৎশিষ্যের মুখ্য কর্ত্তব্য। জীব-ধর্ম্মোন্নতির জন্য ঈশ্বরীয় উপদেশ আচার্য্য এবং গুরুদেব দ্বারাই প্রকটিত হয়। (*) (১) পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক হওয়ায়

(*) (১) শ্রীগুরুদেব বিজ্ঞান, গুরুগীতাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

यावदायुस्त्रयोवन्द्या वेदान्तो गुरुरीश्वरः ।
मनसा कर्मणा वाचा श्रुतेरेवैषनिर्णयः ॥
अनेकजन्मसंप्राप्तकर्मबन्धविदाहिने ।
आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
इत्यादि ।

यादृगस्तीह सम्बन्धो ब्रह्माण्डस्येश्वरेण वै ।
तथा क्रियाख्ययोगस्य सम्बन्धो गुरुणा सह ॥
दीक्षात्रिधाश्चेश्वरो वै कारणस्थलमुच्यते ।
गुरुः कार्यस्थलश्चातो गुरुर्ब्रह्मप्रगीयते ॥
आचार्यगुरुशब्दौद्वौ सदा पर्यायवाचकौ ।
कश्चिदर्थगताभेदो भवत्येव तयोः क्वचित् ॥
औपपत्तिकमंशन्तु धर्मशास्त्रस्य पण्डितः ।
व्याचष्टे धर्ममिच्छूनां स आचार्यः प्रकीर्त्तितः ॥
सर्वदर्शी तु यः साधुर्मुमुक्षूणां हिताय वै ।
व्याख्याय धर्मशास्त्रांशं क्रियासिद्धिप्रबोधकम् ॥
उपासना विधेः सम्यगीश्वरस्य परात्मनः ।
भेदान् प्रशास्ति. धर्मज्ञः स गुरुः समुदाहृतः ॥
इति विज्ञानभाष्ये ।

# জাতিভেদ।

## (১) বেদ—

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুসম্প্রদায়ের হিন্দুত্বের মূলকারণ, তাহা আবার জাতিভেদ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতিভেদ কাল্পনিক বা সামাজিক বিদ্বেষমূলক নহে, জাতিভেদ বর্ণবিচার ঈশ্বরকৃত। বেদ-পুরাণেতিহাসাদি সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুসারেণ জাতিভেদ, অনাদিকাল হইতে এ ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে।

জাতিভেদবিদ্বেষিগণ, নানারূপ কৌশল বিস্তার এবং বিবিধ কূটতর্ক উত্থাপন করিলেও, শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুসন্তানগণ, অদ্যাপি অচল অটল ভাবেই দণ্ডায়মান আছেন। নিন্দুক দলের ভ্রূভঙ্গিপূর্ণ অসারতর্কাবলীর প্রবলমাক্রমণ অতিক্রম করিয়া এখনও তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বেলামাত্রও অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক নহেন।

কারণ-বর্ণাশ্রমিগণ, স্বভাবতঃ বৈদিকপ্রাণে অনুপ্রাণিত, বৈদিক উপদেশরূপ অভেদ্যবর্ম্ম, প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণ হইতে আজও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

যাঁহাদের বিবাহে বেদ, গর্ভাধানে বেদ, জাতকর্ম্মে বেদ, উপনয়নে বেদ, শ্রাদ্ধে বেদ, অগ্নিকার্য্যে বেদ, এমন কি, যাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক নিখিলকার্য্যই শাস্ত্রানুশাসনে বেদমন্ত্রোচ্চারণে সুসম্পন্ন হয়, ঐহিকে পারলৌকিকে, জননে মরণে, সর্ব্বত্রই অচিন্ত্যপ্রভাব বেদের একাধিপত্য; তাদৃশ জাতির প্রাতিকূলতা করিতে গিয়া কুতার্কিকগণ প্রতিপদেই যে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এরূপ অবস্থায় প্রতিবাদিগণ, কিরূপ কৌশলে সাম্যবাদ স্থাপন করিবে? কিরূপেইবা বেদবিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় প্রাকার অতিক্রম করিয়া সুরক্ষিত হিন্দুরাজ্যে স্বকীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইবে? হিন্দুগণের বেদবিশ্বাস কুণ্ঠিত না হইলে, তদীয় ধর্ম্মরাজ্যের জাতিভেদ নামক আধার ভিত্তি উৎপাটিত হইবে না; জাতিভেদ বিধ্বস্ত না হইলে হিন্দুরাজ্য, বর্ণাশ্রমাচারবিধৃত এ স্বর্গীয় রাজ্য, কল্পান্তমগ্না বসুন্ধরার ন্যায় অতলজলধি-গর্ভে নিমজ্জিত হইবে কেন?

জাতিভেদ বিনষ্ট হইলে, সুমেরু-সর্ষপে, ইন্দ্র-চণ্ডালে, অমৃত-গরলে, গিরি-সমুদ্রে এক হইয়া যাইবে; তৎকালে জগৎ একবর্ণীকৃত উচ্চনীচাদি প্রভেদশূন্য। শাস্ত্রানুসারে ইহাকেই প্রলয়াবস্থা বলে। অভেদবাদী পণ্ডিতগণ, অকালে মহাপ্রলয় সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা অধুনা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর উৎকট তর্কবিতণ্ডিত অসার উপদেশে বর্ণাশ্রমী হিন্দুসন্তানগণের বেদবিশ্বাস উন্মূলিত হইবে না, তাহাতেই উপায়ান্তরবিরহিত হইয়া নিগূঢ় যুক্তি উদ্ভাবন করিলেন, "কণ্টকেনাপি কণ্টকম্" যে বেদবাক্যে হিন্দুগণের অটল বিশ্বাস ঐ বেদাস্ত্রবলেই তাঁহাদিগকে সন্দিগ্ধ ও দিগ্‌ভ্রান্ত করিতে হইবে; তাহা হইলে জাতিভেদ আপনা আপনি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এই অভিসন্ধিমূলেই তাঁহারা প্রথমতঃ বলিতেছেন, "বেদ ঈশ্বরকৃত নহে, বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ঋষিকর্ত্তৃক রচিত ও বহুকালের পরে বেদব্যাস নামক কোনও পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইলে পরে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে যে পুরুষসূক্তের—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী"দিত্যাদি মন্ত্রে জাতিভেদের স্পষ্টতঃ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ পুরুষসূক্ত নিতান্ত আধুনিক রচিত; কারণ প্রাচীন মন্ত্র সমূহের সহিত ভাষাগত বৈজাত্য থাকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উহা পশ্চাদ্রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন"। আমরা বলি, পুরুষ সূক্তের সহিত "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি প্রতিবাদি-কথিত মৌলিক মন্ত্রসমূহের ভাষাগত বৈচিত্র্য কি? উভয় মন্ত্রেরই অর্থত একান্ত দুর্ব্বোধ নহে, সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে উভয় মন্ত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। অথবা, ভাষাগত বৈজাত্য থাকিলেই যে বিভিন্ন কালিক বা বিভিন্ন

কর্ত্তৃক রচিত বলিতে হইবে, একথা কোন যুক্তি বলে স্বীকার করিব? *

যে বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই ;—

**जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्**
**तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।**
**तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा**
**धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ।**

এইরূপ অলঙ্কারপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তিনি আবার উক্ত অধ্যায়েই —

**निगमकल्पतरोर्गलितं फलं**
**शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।**
**पिबत भागवतं रसमालयं**
**मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥**

ইত্যাদি শ্লোকে কতরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, ঐ সকল শ্লোক ব্যাসদেবের সমকালিক রচনা নহে? স্বর্গীয় ভূদেব বাবু প্রভৃতি সুলেখকগণের সাহিত্যিক ও পারিবারিকপ্রবন্ধের ভাষাগত বৈচিত্র্য দর্শন করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিষয়ভেদে রচনার ভেদ হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। পুরুষসূক্ত যেমন সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয় অর্থবোধক, সুতরাং তদীয় রচনা আপেক্ষিক সরল হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ; তাহাতে আর নানা রূপ কল্পনা জল্পনা করিবার অবসর কোথায়?

প্রতিবাদিগণ যে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের অবলম্বন পূর্ব্বক জাতিভেদের প্রতিকূলে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, ঐ শাস্ত্রই আবার বেদ মন্ত্রের উৎপত্তি বলিতেছেন ;—

**स तपोऽतप्यत तस्मात्तपस्तेपानात्त्रयो वेदा अजायन्त ।**
**( इति श्रुतिः । )**

অর্থ—তিনি তপস্যা করিলেন, তদীয় তপঃপ্রভাবে বেদত্রয় সমুৎপন্ন হইল। আর বেদমন্ত্রের উপর যে ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও বেদ মন্ত্রের রচয়িতা নহেন, মাধবাচার্য্য বলেন, "ঋষয়োমন্ত্রদ্রষ্টারঃ" নিরুক্তকার আচার্য্য যাস্ক বলেন, "ঋষির্দর্শনাৎ" যে মহাপুরুষ যে মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহার ঋষিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন ;—

**सर्वेश्वरमुखाज्ज्ञात्वा यः साक्षात्तपसा मनुम् ।**
**संसाधयति शुद्धात्मा स तस्य ऋषिरीरितः ।**

মহেশ্বর হইতে মন্ত্র অবগত হইয়া, যিনি নিজ তপস্যাবলে সেই মন্ত্র সিদ্ধ করেন, তিনিই উক্ত মন্ত্রের ঋষি বা প্রচারক। সুতরাং বেদ ঋষিগণের রচিত নহে, তাঁহার লিখিতও নহে, বেদ অচিন্ত্যানন্তপ্রভাবের হিরণ্যগর্ভের নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। বেদের উৎপত্তিসম্বন্ধে বেদান্তদর্শন অনুমান করেন—

**"शास्त्रयोनित्वात्" ( वेदान्त दर्शन अ० १ प्रथमपाद, तृतीयसूत्र )**

**महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणम् ब्रह्म । नहीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्सम्भवति स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं लोके ।**

**किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्य देवतिर्यङ्मनुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागहेतोः ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्याप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिःश्वासवत् यस्मान्महतो भूताद्योनेः सम्भवः । "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यत् ऋग्वेद" इति श्रुतेः ।**

**( शाङ्करभाष्य )**

অর্থ ঋগ্বেদ মহাশাস্ত্র নানাবিদ্যার আকর সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতুল্য; সেই ঋগ্বেদপ্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উদ্ভবস্থান ব্রহ্ম। সর্ব্বজ্ঞব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন অল্পজ্ঞ হইতে এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত মহৎ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

---

* শাস্ত্রে ভাষা তিনপ্রকার, সমাধি, লৌকিকী এবং পরকীয়া ;—বিষয় ভেদে বিভিন্নভাষার ব্যবহার হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন -

**समाधिभाषा प्रथमा लौकिकीति तथाऽपरा ।**
**तृतीया परकीयेति शास्त्रभाषा त्रिधा स्मृता ॥**
**गुप्तमेतद्रहस्यम्वै भाषातत्त्वं महर्षयः ।**
**सम्यग्ज्ञात्वा प्रवर्त्तध्वं शास्त्रपाठेषु संयताः ॥**

যে পুরুষ হইতে যে বিপুলার্থ শাস্ত্র জন্মে, সেপুরুষের সে শাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান থাকে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অতএব অসংখ্যশাখাসমন্বিত দেবতির্য্যক্ মনুষ্য বর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নানা প্রবিভাগের হেতু সর্ব্ব জ্ঞানের আকর ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহ, যেমহান্ ভূত হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে, যে মহান্ ভূত যে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, ইহা বলাই বাহুল্য। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যে মহান্ ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন ;—

"যাহা ঋগ্বেদ, তাহা সেই মহান্ ভূত হইতে নিশ্বাসের ন্যায় বিনা আয়াসে উৎপন্ন হইয়াছে।"

সুতরাং বেদমন্ত্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিলেন, অশেষবেদ-বিজ্ঞানপ্রবুদ্ধপ্রজ্ঞ বেদান্তকর্ত্তা ব্যাসদেব, যেরূপ অনুমান করিলেন ; আর ভাষ্যকার শঙ্করাবতার ( স্বামী ) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, যেরূপ প্রতিপাদন করিলেন ; তাহাতে মাদৃশ কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিগণ বেদকে ঋষিবৃন্দের কবিত্ব-শক্তিপ্রস্ফুরিত নাটক নভেলাদির ন্যায় না বলিয়া ঈশ্বরবাক্যরূপে বিশ্বাস করিলে কোনও অপরাধ হইতে পারে কি ?

কণাদ ঋষি বলেন,—

**तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यं । ( वैशेषिक दर्शनम् ।)**

**तद्वचनात्तेनेश्वरेण प्रणयनात् आम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यं ।**

**( उपस्कारः । )**

ঈশ্বর বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য আছে। অতএব বেদ আর্য্যগণের 'রচিত' একথা গ্রহণ করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না।

বেদের ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

**अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ।**

**( शतपथब्राह्मण )**

জগদীশ্বর সৃষ্টিপ্রারম্ভে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য এই তিন জন ( শিক্ষক ) ঋষিদ্বারা বেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আর মহর্ষি মনু ও এই ব্রাহ্মণভাগের ছায়া লইয়াই বলিয়াছেন ;—

**अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।**
**दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुःसामलक्षणम् ॥**

**( मनुसंहिता )**

**"पूर्वकल्पे ये वेदास्त एव परमात्ममूर्तेर्ब्रह्मणः स्मृत्यारूढाः । तानेव कल्यादौ अग्निवायुरविभ्य आचकर्ष" ।**

**( कुल्लूक भट्टः )**

ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মা কল্পারম্ভে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য নামক দেবতাদ্বারা পরমাত্মা হইতে বেদ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

উপনিষদ্ বলেন—

**"यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं**
**यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै"**

**( श्वेताश्वतरोपनिषद् )**

যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্ন্যাদি-দ্বারা ব্রহ্মাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন, সেই পরম ব্রহ্মকে আমরা সাদরে নমস্কার করি। ইত্যাদি।

সুতরাং বেদ বলিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলের কীট-দষ্ট জীর্ণ পুঁথি বুঝিবেন না, অথবা ব্যারিষ্টার মহাশয়ের হাতের চকচকে মলাটে কেতাব বুঝিবেন না।

সায়নাচার্য্য স্বীয় বেদভাষ্যের এক স্থানে লিখিয়াছেন ;— "অনধিগতাবাধিতার্থবোধকঃ শব্দো বেদঃ" যে পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না, এইরূপ পদার্থ জ্ঞাপনার্থ প্রবৃত্ত শব্দকে বেদ কহে। বেদ বলিলে ব্রহ্মবিদ্যা বা বিশ্ববিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্ম-বিদ্যা বা বেদ ঋষিপরম্পরাক্রমে সম্প্রসারিত হইলেও, যিনি সেই জ্ঞানের প্রকাশক ও প্রেরক সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বরই বেদস্রষ্টা। এইরূপেই বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং বেদ স্বতঃ প্রমাণ, ভ্রমপ্রমাদ যুক্ত মনুষ্য রচিত নহে, ইহাই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

২। আর প্রতিবাদিগণের একথাও অগ্রাহ্য যে, পুরুষ-সূক্ত নামক আধুনিক মন্ত্রভিন্ন ঋগ্বেদের অন্য কোনও মন্ত্রে-ব্রাহ্মণাদি জাতির উল্লেখ নাই। কিন্তু দেখিতে পাই, ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিবর্ণের নাম প্রাপ্ত

হওয়া যায়; এস্থলে আমি একটি মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম।

इमे ये नार्वाङ् न परश्चरन्ति
न ब्राह्मणासो न सुते करासः।
त एते वाचमभिपद्य पापया
सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः।

(ঋগ্বেদ ৮।২।৩৪।৫)

ভাবার্থ;—যাহারা বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কি ইহকালের কি পরকালের উন্নতি না করিয়া ব্রহ্মধ্যানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণনামের এবং প্রজাহিতচিন্তাদিদ্বারা করাস [ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ] নামের সার্থকতা না করিবে; তাদৃশ জড়স্বভাব মূর্খগণ, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণাদির অনর্হ, কেবল কর্ষণরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক। ইত্যাদি মন্ত্রে স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপ বহুসহস্রমন্ত্রসমন্বিত বিপুল ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে বহুবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, এখন বৈদিক কাল নহে, আমাদেরও তাদৃশ বেদচর্চ্চা নাই। সুতরাং স্বাধীনভাবে বেদসম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা করিয়া কি হইবে? সম্প্রতি ঘোরতামস কলিকাল; মানবের চিত্ত তমোভাবে নিয়ত পরিপূর্ণ; তাহাদের পঙ্কিলচিত্তক্ষেত্রে সাত্ত্বিকীবৃত্তি সহসা প্রস্ফুরিত হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে বেদার্থ উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহাতেই মন্বাদি মহর্ষিগণ, নিখিল বেদ সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক অমূল্য উপদেশরত্ন অতিসরলভাবে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যেরও তদনুযায়ী হইয়া শ্রুতার্থ অবধারণ করিতে হয়, বেদের অর্থজ্ঞানসম্বন্ধে ভাষ্যকার স্বামী শঙ্কারাচার্য্য বলেন;—

परतन्त्रप्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्र्येण श्रुत्यर्थमवधारयितुमशक्नुवन्तः प्रख्यातप्रणेतृकासु स्मृतिष्ववलम्बेरन् तद्बलेन श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन्।

(বেদান্ত শাঙ্কর ভাষ্য)

যাঁহারা পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ, পরের উপদেশব্যতীত কোনও বিষয়ে তত্ত্ব নির্দ্ধারণে অসমর্থ, তাহারা নিজ প্রতিভা-বলে—শ্রুতার্থ অবধারণ না করিয়া, প্রায়ই প্রখ্যাত মহর্ষিগণ প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ী হইয়া শ্রুতির অর্থাবধারণ করিয়া থাকেন। অন্যথা বিপরীতার্থ গ্রহণে জগৎ আকুলিত করিয়া তুলিতে পারেন। সম্প্রতিই বুঝিবা শঙ্করাচার্য্যের আশঙ্কা, কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতেছে।

বেদের যথাযথ অর্থ জানিতে হইলে মন্বাদি স্মৃতির অনুসরণ করিতে হয়। বেদও মনুকে প্রশংসা করিয়াছেন।

यद्वै किंच मनुरवदद् तद्भेषजम्॥

অর্থাৎ মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত হিতকর।

আর স্মৃতিবলেন;

यःकश्चित् कस्यचिद् धर्मोमनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितोवेदे सर्वज्ञानमयोहिसः॥ ७ ॥

মনু যে কোনও ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎ সমুদয় বেদমত বুঝিবে, কারণ তিনি সর্ব্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।

যঃ কশ্চিদিত্যাদি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বেদের বহুশাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, ষড়ঙ্গ বেদ মনুর কণ্ঠস্থ ছিল। ভারতে শাস্ত্রবিপ্লবের পর, নিজ স্মৃতি হইতে মহর্ষি মনু, যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কোনও অংশ লুপ্তাবশিষ্ট বেদ মধ্যে পরিলক্ষিত না হইলেও তাহাও স্বতঃপ্রমাণ বৈদিক মতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানকালের বেদাধ্যয়নে মনু প্রভৃতি [ ধূর্ত্ত ] ব্রাহ্মণের লিখিত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়না। সম্প্রতি বেদাধ্যয়নের বহুল প্রচলন। তাহাতে আর বাচাবাচা নাই, চণ্ডালাদি ব্রাহ্মণান্ত সকলই বেদাধ্যয়ন তৎপর। প্রাচীনকালের অধ্যয়নের সহিত এ অধ্যয়নের অনুষ্ঠানে ও ফলে কিঞ্চিৎবিলক্ষণা আছে; প্রাচীন সময়ের বেদাধ্যয়নে অনেকটা পূর্ব্বানুষ্ঠান ছিল।

মনুবলেন;—

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः।
आचारमग्निकार्यंच सन्ध्योपासनमेवच॥

(২ অঃ মনুসংহিতা।)

উপনয়নানন্তর আচার্য্য, শিষ্যকে প্রথমতঃ শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইবেন।

অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল না হইলে তাহাতে বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না; বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফুরণ না হইলে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি উদিত হইতে পারে না; এইনিমিত্ত জ্ঞানোপদেশের পূর্ব্বে মানসিক নির্ম্মলতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই নির্ম্মলতা একমাত্র শৌচের অধীন; বাহ্য শৌচ ও মনঃশুদ্ধিরূপ আন্তরশৌচ মানসিকস্বচ্ছতার অব্যভিচরিত হেতু। চিত্তের নির্ম্মলতা, বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণাম। রজঃ ও তমোগুণের পরিভব না হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিস্ফুরণ হইতে পারে না; সুতরাং তৎ সাধক বলিয়া, বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে তাহার শিক্ষা দিতে হয়। শৌচের পর আচার শিক্ষা, গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় কোন দ্রব্য গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে হইবে, ইত্যাদি শিক্ষার নাম আচার শিক্ষা।

মনু বলেন;—

**वर्जयेन्मधुमांसञ्च माल्यं गन्धान् रसान् स्त्रियः।**
**शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाञ्चैव हिंसनम्॥**
**अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्।**
**काम क्रोधञ्च लोभञ्च नर्तनं गीतवादनम्॥**
**स्त्रीणाञ्च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च।**

( মনুস্মৃতি ২য় অধ্যায়। )

গুরুগৃহে বাসকালে, মধু, মাংস, মালা, গন্ধ, উগ্রিক্তরস, ( গুড়াদি ) স্ত্রী, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই সকল পরিত্যাগ করিবে। গলিত দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, প্রাণিহিংসা করিবে না, তৈলাভ্যঙ্গ, নেত্রে অঞ্জন প্রদান, ছত্র ও পাদুকা ধারণ এই সকল একান্ত নিষিদ্ধ। উদ্ভাবে নারীঅঙ্গদর্শন ও স্পর্শন ইহাও পাঠাবস্থায় একান্ত দূষনীয়। এইত গেল প্রাচীন কালের ব্রহ্মচারিগণের অবস্থা। বর্ত্তমান কালের বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী দলের এ অবস্থা একটু স্বতন্ত্র; এখন আর বেদাধ্যয়নকার্য্যে উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা থাকেনা; শৌচ ( শিক্ষারূপ ) ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ কিঞ্চিদ্বিচিত্রভাবেই প্রতিপালিত হয়। অগ্নিকার্য্য জলন্ত সিগারেট্ দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; এখন আর মধু, মাংস, মালা, গন্ধ প্রভৃতি রজস্তমোভাবপ্রবর্দ্ধক বিষয়সেবা পরিত্যাগ করিতে হয় না, বরং তাহাই আবার পূর্ণমাত্রায় ( আধুনিক বেদাধ্যায়িব্রহ্মচারিসমাজে ) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বেদাধ্যয়ন জন্য অরণ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুগৃহে বাস করিতে হইত; বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে বেদমন্ত্রের উপদেশ লাভ করিতে হয়।

যাহাদের ভাগ্যে তাদৃশ গুরুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ অসম্ভব, তাহারা অন্ততঃ ভারতে থাকিয়াই তৎস্বভাবাপন্ন কোনও ব্রহ্মবাদীর অন্তেবাসিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বেদার্থজ্ঞানে ( পুরুষানুক্রমে ) চরিতার্থ হন। কেহ কেহ বা, স্বকীয় অমানুষিক প্রতিভা বলে, মন্বাদিস্মৃতিনিরপেক্ষ হইয়াও বেদালোচনায় কৃতকৃত্য হন। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, "শাস্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হাড়ি, মুচি, ম্লেচ্ছ, যবন সকলই ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী; সুতরাং সকলেরই সমানাধিকার। ত্রৈবর্ণিক ভিন্ন অন্য কেহ বেদাধ্যয়ন করিবে না, এরূপ প্রতিষেধ কেবল ব্রাহ্মণগণের পক্ষপাতিতামূলক। ব্রাহ্মণগণ, নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, শূদ্রাদি নীচজাতিকে উন্নত হইতে না দেওয়ার অভিসন্ধিমূলে বেদকে নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন; এখন সাম্যনীতি প্রধান ইংরেজরাজ্য, সে স্বার্থপরতা আর বহুদিন থাকিল না; সম্প্রতি বেদজ্ঞান সকলেরই সুলভ হইয়াছে; ইত্যাদি"—

আমরা তদুত্তরে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দু'একটী মাত্র কথা বলিব। ত্রৈবর্ণিক ভিন্ন অন্য জাতীয়ের বুদ্ধি, আপেক্ষিক অমার্জ্জিত বলিয়া, তাহাদের বেদপাঠে অধিকার নাই, বেদে অধিকার না থাকিলেও নিখিলবেদার্থপূর্ণ মহাভারতাদি পুরাণগ্রন্থপাঠে তাহাদের অধিকার আছে।

একথা বেদও ইঙ্গিতে বলিতেছেন;—

**अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो**
**मनोजवेष्वसमा बभूवुः।**
**आदघ्नास उपकक्षास उत्वे**
**ह्रदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे।**

( ঋগ্বেদ অঃ ৮।২।২৪।৭। )

অর্থ—বন্ধুগণ সমানচক্ষুঃ ও কর্ণবিশিষ্ট ও দেখিতে একরূপ হইলেও, মানসিক বলে সমান নহেন। এই বেদরূপ হ্রদে কেহ কেহকে মুখনাসিকা পর্য্যন্ত জলপর্য্যন্ত গমন করিতে দেখা যায়; কতিপয় বন্ধু কক্ষপ্রমাণ জলপর্য্যন্ত গমন করেন, কোনও কোনও বন্ধু তাহাও পারেন না; তাঁহারা কটিপ্রমাণ বা জানুপ্রমাণ বা তাহা হইতেও স্বল্পজলে স্নান মাত্র করিয়াই কৃতার্থ হন। ফলিতার্থ এই যে, এই হ্রদের অগাধ জলে নিমজ্জিত হইয়া, তলস্পর্শ পূর্ব্বক রত্নোদ্ধার করা সকলের কার্য্য নহে।

বেদ আরও স্পষ্টতঃ বলিতেছেন;—

**উতত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ**
**মুতত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।**
**উতোত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে**
**জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।**

(ঋগ্বেদ ৮।১।২৩।৪।)

অর্থ—কোনও কোনও ব্যক্তি, বেদের অক্ষরগুলি দেখিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই দেখিলেন না; কেহ কেহ বা গুরুমুখে বেদ শুনিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই শুনিলেন না, তবে ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন, তৎ সম্বন্ধে বেদবাণী, পতি সংসর্গ লাভের জন্য সুবেশা ঋতুস্নাতা পত্নীর ন্যায় স্বয়ংই আত্মভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পাঠকগণ! এইত শুনিলেন, বেদ কাহার নিকট কিরূপ ভাবে প্রকাশ পান? সুতরাং অধিকার অনুসারে শাস্ত্রালোচনা করিতে হয়; পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ব্রহ্মচর্য্য শৌচ আচার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান—বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বসাধন।

অধিকারের অনুপোযোগিশাস্ত্রালোচনাই বর্ত্তমান অর্থবিভ্রাটের একমাত্র কারণ।

শাস্ত্র কামধুগ, যিনি যেরূপ অর্থ করিবেন, তাহা কেবল তাহারই চিত্তের পরিচায়ক, শাস্ত্রের নহে। এক ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত উপদেশে, ইন্দ্র ও বিরোচনের বিভিন্নচিত্তে বিভিন্নরূপ জ্ঞানোদয় হইল। *

* **নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ॥ সাং. সূ. অ. ৪**

সাত্ত্বিকচিত্তে সাত্ত্বিকার্থ, রাজস ও তামস অন্তঃকরণ তদনুরূপ সমুচিতার্থ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে।

কবি বলিতেছেন,—

**প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।**

স্বচ্ছ স্ফটিকমণিই প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিণ্ডে কদাচ বিম্বোদ্গ্রাহিকাশক্তি থাকে না। আমাদের অন্তঃকরণ, মৃৎপিণ্ড হইতেও জড়, অনাদি অবিদ্যাকলুষিত এবং কাম ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য, হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতির অদ্বিতীয় লীলাক্ষেত্র। আমরা যে, চিত্তানুরূপ বেদার্থ উপলব্ধ করিয়া বেদ কৃষকের সঙ্গীত, বেদ বিহঙ্গমকণ্ঠের মধুর ধ্বনি, বেদ প্রাচীন সমাজের চিত্রপ্রদর্শক ইতিহাস বলিয়া বেদের প্রতি—সম্যক অনাস্থা প্রকাশ করিতেছি, তাহা অবশ্য আমাদের সাত্ত্বিকতার ও নিগূঢ়বুদ্ধিতার সুলভ নিদর্শন।

**সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং**
**কান্তারে বদরীধিয়া সমদ্রবদ্ ভিল্লস্য পত্নী মুদা।**
**পাণিভ্যামবগৃহ্য গূঢ়কঠিনং সংবীক্ষ্য দূরেঽজহা-**
**ব্যস্থানে পততামতীবমহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ॥**

অর্থ—সিংহকর্ত্তৃক করিকুম্ভবিচ্যুত মুক্তাফল, বনমধ্যে পতিত দেখিয়া বদরীফলভ্রমে শবর-পত্নী, দ্রুতপদে গমন করিল, পরে দুই হাতে গ্রহণ করিয়া দৃঢ়রূপে টিপিতে টিপিতে কঠিন বোধে দূরে নিক্ষেপ করিল। মহৎগণ অস্থানে পতিত হইলে এইরূপই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমাদের সমালোচনায় বেদ যতই নিন্দিত হউক্ না কেন, বেদের মাহাত্ম্য কিন্তু অকুণ্ঠিতই থাকিবে।

**প্রিয়মাংসমৃগাধিপোজ্ঝিতঃ**
**কিমবদ্যঃ করি- কুম্ভজোমণিঃ।**

মাংসলোলুপ সিংহ, অনাবশ্যকবোধে মণি পরিত্যাগ করিলেও করি-কুম্ভ-সম্ভূত মণি, অল্প মূল্যে বিক্রীত হয় কি? বেদ সম্বন্ধেও তাহাই জানিতে হইবে। ক্রমশঃ—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।
শ্রীহট্ট—সারস্বতাশ্রম।

## कर्म्मक्षेत्र। *

( ताहेरपुरेर स्वर्गीया राजकुमारी सुमतिदेवीरचित । )

कर्म्म क्षेत्र कर्म्म भूमि पृथिवी मोदेर,
कर्म्म करा लक्ष्य मात्र हेता जीवनेर ॥
के बूझे गीतार मर्म्म, कर्म्महेतु नरजन्म ,
कर्म्मे अमरता लभे आत्मा मानवेर;
कर्म्मे सुख, कर्म्मे शान्ति, कर्म्मे निवारक क्लान्ति;
कर्म्मई प्रधान धर्म्म नर हृदयेर ॥
सुखे दुखे केन्दे हेसे, कर्म्मस्रोते भेसे भेसे,
येते हय मध्यखाने कर्म्मसागरेर ॥
ओइ देख ओई होता कर्म्म वीर प्रसवित,
चलेछे स्वरूप शन्ड, तुले दिये पाल ।
निये श्रान्त क्लान्त आंखि, मोरा केन वसे थाकि,
मोरा केन ओरी मत धरि नाको हाल ॥
तीरे बसे गुने ढेउ, अमर हयेनि केऊ,
चाओ यदि अमरता पड़ झांपाइया ।
दुइ हाते अंग ठेलि, कर्म्म नीरे कर केलि;
आनन्देते हओ पार पृथ्वी कांपाइया ।
एमन अपूर्वदिन हयोना उद्यम हीन,
कर्म्महीने, कर्म्मवीर फिरे नारि चाय,
भाइ भग्नि कर काज, घुचाओ मायेर लाज,
कर्म्म भूमे कर्म्म करि सुखी कर माय ।

---

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুলপ্রচারকল্পে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিকপত্রেই একটি করিয়া ভিন্ন ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়। এইজন্য বাঙ্গালা ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করা হইল।

( সম্পাদক। )

## বিধবা।

( তাহেরপুরের স্বর্গীয়া রাজকুমারী স্থমতিদেবীর রচিত। )

কে চাও দেখিতে দেবী দেখ হেথা আসিয়া।
এমন মহিমাময়ী,
মানবীয় রিপুজয়ী,
দেবী আর নাহি কোথা এ ভারত ছাড়িয়া ॥
শুভ্র বাস শুদ্ধ মতি,
তেজস্বিনী স্নিগ্ধ জ্যোতি,
সুখ শান্তি আত্মস্বার্থ বিলাসিতা ত্যাগিয়া।
আপন মহিমা ভরে,
অবনী উজ্জ্বল করে,
ভারতবিপিনে দেখ রহিয়াছে ফুটিয়া।
এবে এই দেশে ভাই,
দেখাবার কিছু নাই,
ভারতের বল বীর্য্য গেছে সব নিভিয়া ॥
শুধু অই এক কোণে,
ফুটে আছে অযতনে,
ভারতের গর্ব্ব যাহা দেখ সবে চাহিয়া।
আন পুষ্প, আন বারি,
অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
জীবন সার্থক কর অই দেবী পূজিয়া ॥

# বৈশ্য ধর্ম্মোন্নতি।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে রূপ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমধর্ম্ম পরমাবশ্যকীয়, সেইরূপ সামাজিক উন্নতি এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামক চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম পরম হিতকর। মীমাংসাশাস্ত্রে লিখিত আছে যে "প্রবৃত্তিবোধকোবর্ণধর্ম্মঃ" "নিবৃত্তিপোষকশ্চাপরঃ।" অর্থাৎ বর্ণধর্ম্মদ্বারা সাধকগণ নিজ নিজ বর্ণানুসারে ধর্ম্ম সাধন করিয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় জয় করত প্রবৃত্তি মার্গ অতিক্রম করিতে পারেন এবং আশ্রমধর্ম্ম ক্রমশঃ পালন করিয়া নিবৃত্তি মার্গের যথাযথ অধিকারী হইতে পারেন। বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। যদিও কেবল সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের যথাযথ ব্যবস্থা আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যজাতির মধ্যে সংস্কারবিহীন, চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের চিহ্ন উহাদের সমাজে অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ আর্যশাস্ত্রের অনেকস্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের প্রাধান্য হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক যুগের অন্তর্ভাবেও বিশেষ বিশেষ কালে (Priod) বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের প্রাধান্য হইয়া থাকে। এখন পৃথিবীতে বৈশ্যধর্ম্মের প্রাধান্যের কাল। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতি পৃথিবীর মধ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে ঐ জাতি, বৈশ্যধর্ম্মের প্রধান আশ্রয় গ্রহণ করত উন্নত হইতেছে। এমন কি প্রবলপ্রতাপশালী সম্রাট্‌গণ প্রথমে বাণিজ্যের উন্নতির দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং তাহাদের রাজসম্মানের বিনিময় অর্থ দ্বারাই হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কলিযুগের এই অন্তর্যুগে বৈশ্য ধর্ম্ম প্রধান। সুতরাং অধঃপতিত ভারতবাসিগণ যতদিন বৈশ্যধর্ম্মের পুনরুন্নতিবিষয়ে সফলকাম না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের স্থায়ীরূপে কোন উন্নতিরই আশা নাই।

এখন ভারতবাসীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাণিজ্য সংক্রান্ত শিল্প (Industry) উন্নতি, কল কারখানার উন্নতি দ্বারা ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি, গো-জাতির উন্নতি দ্বারা গব্যঘৃত ও দুগ্ধের সচ্ছলতা এবং কৃষির শ্রীবৃদ্ধি এবং নূতন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি ও কৃষিবিদ্যার উন্নত শিক্ষা ইত্যাদি লাভ করিলে তবে ভারতবাসী মনুষ্যসমাজে গণনীয় এবং শক্তিশালী হইতে পারিবে। সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের গো-জাতির শ্রীবৃদ্ধি ও কৃষিবিদ্যার উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। কারণ গো-জাতির উন্নতির উপর কেবল ভারতের কৃষির সম্পূর্ণ উন্নতিই নির্ভর করিতেছে না। প্রত্যুত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সকল অঙ্গের উন্নতির সহিতই উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কৃষিবিদ্যার উন্নতি সম্বন্ধে কথাই নাই; ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। যদি ভারতে বর্ত্তমান দেশকাল পাত্রানুসারে কৃষিবিদ্যার উন্নতি সাধিত না হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর মনুষ্যরক্ষা করাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। প্রাচীনকালে কৃষিবিদ্যার যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখনও এই অধঃপতিত অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে বৃক্ষতত্ত্ব, ভূমিতত্ত্ব, তড়িৎ তত্ত্ব আদি নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে প্রাচীনকালে "স্বাধীন ব্যবসায়ে"র (Free Trade) কৃপা ছিলনা বলিয়া এবং ভারতভূমির অসাধারণ উর্ব্বরতা শক্তি থাকায় ঐ সময় এখনকার মত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করত অস্বাভাবিক কৃষিপ্রণালীর প্রচারের আবশ্যকতা হয় নাই।

ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির সহিত যে সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে তন্মধ্যে কৃষিবিদ্যা একটি প্রধান এবং আবশ্যকীয় বিষয়। প্রত্যক্ষ বিচার দ্বারা সহজেই স্থিরীকৃত হইতে পারে যে, এখানে দশজন মনুষ্যের মধ্যে আটজন অথবা শতকরা অশীতিসংখ্যক ব্যক্তি শস্যজীবী। অতএব এই দেশের উন্নতির পক্ষে ইহা যে একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং বিদ্বদ্‌বর্গের ধ্যানযোগ্য বিষয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবিষয়ে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, দেশের লোক সকল কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে, যাহাতে কৃষি সম্বন্ধীয় উন্নতি ও সংস্কার সাধনবিষয়ে তাহাদের কার্য্যতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে।

অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, যে সকল দেশে শস্যোৎপাদক শ্রেণী অপেক্ষা শস্যজীবীর শ্রেণী অধিক, সেই সকল দেশেই দারিদ্র্য দুঃখ বিষম বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালে ভারতভূমিতে কৃষিবিস্তার বহুল পরিমাণে ছিল এবং এই হেতু শস্যোৎপাদক শ্রেণীর সংখ্যাও অধিক ছিল। কিন্তু অধুনা কেবল যে তদানীন্তন প্রথা বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে তাহা নহে, প্রত্যুত কৃষকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কৃষিবিদ্যা, কৃষিচাতুর্য্য লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ইদানীং উহা একপ্রকার প্রাচীন কৃষিবিস্তার সংস্কার বা ছায়ারূপে ব্যবহারনুনাততা অবলম্বন করিয়াছে। পরন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, এতকালের পর এখন শিক্ষিত সমাজ উক্ত বিদ্যার উন্নতির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। মাননীয় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টাই এ বিষয়ে প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্ট ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে এক একটি কৃষিবিভাগ খুলিয়াছেন এবং প্রদর্শনী ও সভা আদির দ্বারা প্রজাগণের মধ্যে সুশস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিবার জন্য বহুল প্রয়াস পাইতেছেন।

দক্ষিণ ভারতে কৃষিকার্য্য বিষয়ে আজ কাল বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে যে অতি আদরণীয় এজেন্সি তথায় কার্য্য করিতেছে তাহার নাম ইণ্ডষ্ট্রিয়াল্ মিসনরি কন্ফারেন্স (Industrial Missionary Conference)। সম্প্রতি কোদাই ক্যানেলে উহার এক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে সার ফ্রেড্রিক নিকল্সন সাহেব 'জাপানের কৃষিবিদ্যা এবং উহা হইতে ভারত কি শিখিবে' এই বিষয়ে এক অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সার ফ্রেড্রিক নিকল্সন্ কৃষিশাস্ত্রে একজন বৃহৎপত্তিসম্পন্ন ও প্রামাণিক ব্যক্তি এবং উক্ত বিদ্যার উন্নতিবিষয়ে তাঁহার এতদূর উৎসাহ ও দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ ভারতেই থাকিয়া শ্রমজীবিগণের মধ্যে কৃষিবিদ্যার উন্নতি ও কৃষিকৌশল প্রচার করত অতিবাহিত করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন। সার ফ্রেডরিক নিকল্সন্ তাঁহার বক্তৃতাতে সামাজিক, মানসিক এবং ধার্ম্মিক উন্নতিবিষয়ে কৃষিবিদ্যার উপযোগিতা সুষ্ঠু প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং যদিও উক্ত বিদ্যার সম্যক্ উন্নতি সাধনজন্য যে যে উপকরণ আবশ্যক তাহা জাপান অপেক্ষা ভারতে প্রচুরতর ভাবে আছে তথাপি জাপান নিজের পরিশ্রম দ্বারা কৃষি বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করত উক্ত ত্রিবিধ উন্নতি কতদূর প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, কৃষিবিদ্যা ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাবলেই উপলব্ধ হইয়া থাকে এবং এই নিমিত্ত উহা মনুষ্যের প্রধানতম কর্ত্তব্য। দূরদর্শিতা, আত্মনির্ভরতা, সহযোগিতা প্রভৃতি কয়েকটি নৈতিক শিক্ষা ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধির পরিমার্জ্জন ও সম্পাদন বিষয়ে ইহা অত্যাবশ্যকীয় কারণ কোন সাধারণ শস্য উৎপন্ন করিতে হইলেও শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। ভূমিপরীক্ষা, উর্ব্বরতাবৃদ্ধির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 'সার' প্রদান, বপনীয় বীজ নির্ব্বাচন, ভূমিকর্ষণ বিধি, শস্য রোপন পরীক্ষা ও চিকিৎসা এবং শস্য কর্ত্তনাদি সকল বিষয়েই ধীশক্তির পরিচালনা ও উন্নতি হইয়া থাকে। সামাজিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষিকার্য্য পারস্পরিক সোদরতা এবং সহযোগিতার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। যেখানে উদ্দেশ্যের একতা আছে, তথায় ভ্রাতৃভাবের এবং পারস্পরিক সহকারিতা শক্তির বৃদ্ধি হইবেনা কেন? ইহাদ্বারা কৃষিজীবিগণ উক্ত কার্য্যে নিজ মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করিতে শিখে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকুশলতা ও ধীরতার যুগপৎ স্বাভাবিকী বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। সার ফ্রেড্রিক নিকল্সন্ জাপানীদের সহিত মান্দ্রাজীদের তুলনা করত উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রতিপাদিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন। মান্দ্রাজপ্রান্তের কৃষিবিদ্যাসম্বন্ধীয় মন্তব্য দেশগত তারতম্যের সহিত ভারতের সকল অংশেই প্রযোজ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জাপানের কৃষির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে তিনটি প্রধান বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম কথা এই যে, ভারতভূমি তুলনায় জাপানের ভূমি অতিশয় মন্দ, দ্বিতীয়তঃ জনপ্রতি যত জমি জাপানে চাষের জন্য পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে তাহা অপেক্ষা ত্রিগুণ অধিক জমি প্রাপ্ত হওয়া গিয়া

থাকে এবং তৃতীয়তঃ জাপানে জমির কর অত্যন্ত অধিক। পরন্তু প্রশংসার বিষয় এই যে, এত অসুবিধা সত্ত্বেও কৃষি বিষয়ে জাপান এরূপ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, ভারতের কৃষি তাহার তুলনায় কিছুই নহে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, জাপাম আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এই নবযুগেও কেবল তাহার প্রাচীন কৃষিনীতি আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। সার ফ্রেডরিক নিকলসন বহু প্রামাণিক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, যদিও জাপানের ভূমি স্বভাবতঃই অনুর্ব্বর তথাপি জাপানীরা পরিশ্রম ও চেষ্টাদ্বারা উহাকে উর্ব্বর ও প্রচুর শস্যপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। এবং ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, মান্দ্রাজে অথবা ভারতের অন্যান্য অংশে এক একার জমিতে যত শস্য উৎপন্ন হয় জাপানে তাহার চতুর্গুণ শস্য হইয়া থাকে। আরও ভারতে যেরূপ কৃষি কার্য্যোপযোগী পশ্বাদি পাওয়া যায়, জাপানে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না; তথাপি কেবল জমিতে 'সার' দেওয়ার বলেই এখানকার জমি ঐরূপ উর্ব্বরতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। 'সার না দিলে, শস্য কোথায়' ইহা জাপানদেশীয় কৃষিনীতি এবং সার-প্রদান ও গভীর কর্ষণ তথাকার ভূমির উর্ব্বরতা বিধানের প্রধান উপায়। ক্রমশঃ।

# সম্পাদকীয়টিপ্পনী।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাম্রের সংস্পর্শে বিসূচিকা (কলেরা) রোগ দূরীভূত হয়, হোমিওপ্যাথীর আবিষ্কর্ত্তা হানিমান বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির শরীরের কোন অঙ্গে তাম বান্ধা থাকে, তাহার কলেরা হইতেই পারে না। আসাম প্রদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে; কিন্তু তথাকার চা বাগানের ইংরাজগণ তামের সাহায্যে কলেরা রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায়। হায়দ্রাবাদের নিকট একটি স্থান আছে। সেখানকার জলে তাম মিশ্রিত থাকায় তথাকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে কয়েকবার কলেরা হইয়া গিয়াছে, তথাপি সে স্থানবাসীর কখনও কলেরা হয় নাই, ইহার কারণ সে প্রদেশবাসী লোক সকল তাম্রমিশ্রিত জল পান করিয়া থাকে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, কলেরারোগের এক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট জন্মিয়া থাকে, ঐ সকল কীট ভোজ্য ও পানীয়বস্তুর সহিত উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং শরীরস্থ রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতে কলেরাও অল্প সময়মধ্যে সর্ব্বাধিক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাম্রনির্ম্মিত পাত্রাদিতে কলেরার কোন প্রকার ক্ষমতাই নাই। যেহেতু একখণ্ড তাম্র ক্রোড়-সংখ্যক কলেরাকীট নাশ করিতে পারে।

হিন্দুসমাজে স্নান সন্ধ্যাদি সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের প্রায় উপকরণ তাম নির্ম্মিত। পুষ্প, (পুষ্পপাত্র) পুজাধার, (তাম্রকুণ্ড ও তাম্রটাট,) জলাধার, (কোশা) জলদান পাত্র (কুশী,) প্রভৃতি তাম্রধাতু দ্বারা বিনির্ম্মিত। ইহা হইতে স্পষ্টই সিদ্ধ হয় যে, আজকালকার সভ্যগণ যে সমস্ত বিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্তে অহোরাত্র লাগিয়া রহিয়াছেন। উক্ত বিষয় সমূহের প্রকৃত মীমাংসা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

* * *

এই প্রকার গঙ্গাজলের পবিত্রতাসম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত

ব্যক্তিরই অবিশ্বাস দেখাযায়। এমন কি যাহারা গঙ্গাজলকে বিশুদ্ধ পুণ্যপ্রদ পাপক্ষয়কারক অতি সুপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, উল্লিখিত নব্যশিক্ষিতসমাজে তাঁহারা প্রতিনিয়ত ভূয়সী নিন্দার পাত্র হইয়া থাকেন। গঙ্গাবারি পবিত্র জ্ঞানকারীর বিরোধী ব্যক্তিগণের চক্ষু মেলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মি. হেন্ কিন্‌স সাহেবের এই বাক্যটী পাঠ করিয়া বুঝা উচিত, যদি কলেরা-উৎপাদক কীটসমূহকে গঙ্গাজলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে ঐ কীটগুলি নষ্ট হইয়া যায় উক্ত ডাক্তার সাহেব স্বরচিত "Cholera and its Prevention" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, যদি গ্রামে অধিকপরিমাণে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা হইলে পাচককে স্নান করাইয়া ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরাইয়া পাক করিতে দেওয়া উচিত। আর যে চুলায় পাক করা হয়, সেই চুলা লেপান কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বাক্য হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গঙ্গাজল শৌচাদির মহত্ব উত্তমরূপে রক্ষা করিতে পারে। যদিও পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাক্যে অধুনাতনের নবশিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস না হয়, তথাপি উহাদিগের স্বস্ব বিদ্যাগুরু ইংরাজ লোকের এই নবাবিষ্কৃত সিদ্ধান্তে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে।

* * *

নিরামিষভোজী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জে, এম, পীবলিস সাহেব, নানাবিধ অকাট্যযুক্তিদ্বারা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকটে নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নিরামিষভোজী লোক, মাংসাহারীলোক অপেক্ষা অধিক নীরোগ হয়। কোন পাঠশালার ছাত্রবৃন্দকে নিরামিষ ভোজন করাইয়া দেখাইয়াছেন যে, নিরামিষভোজী ছাত্রগণের মাংসাহারীদিগের অপেক্ষা অল্প রোগ হইয়া থাকে। এখন ক্রমশঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সনাতনধর্ম্মের সিদ্ধান্তসমূহ সর্ব্বসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা যাইতেছে।

* * *

জাপানের ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটীর সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ বেরন্ ডেরীওকু কিকুচী মহাশয় বর্ত্তমানে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্ নামক যুক্ত প্রদেশে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহাতে অনেক যুক্তিমূলক প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, নিজের প্রাচীন আদর্শ রক্ষা হওয়াতে জাপানের এইরূপ অসাধারণ উন্নতি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে।

উক্ত মহাশয় এই বিষয়ের প্রতি পুনঃ পুনঃ বিশেষ যুক্তিযুক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাচীন জাতিসকলের নিজ নিজ জাতীয়তা এবং আপন আপন প্রাচীন সৎ আদর্শ রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তিনি এই বিষয় অসামান্য যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনাদিসিদ্ধ জগদ্‌গুরু আর্য্যজাতির বংশধরগণ আজ কাল স্ব স্ব প্রাচীন সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন সভ্যের শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি প্রাচীন অত্যুত্তম আদর্শসমূহের উন্মূলনেই উন্নতি ও সংস্কারের স্বপ্ন দেখিতেছেন! অপর আর অন্যদেশের অন্যান্য লোক সকল উক্ত প্রাচীন আর্য্য সিদ্ধান্তসমুদয় বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিতেছেন! সকলই সময়ের ফের!

* * *

ইয়ুরোপ জ্ঞানরাজ্যে যত অগ্রসর হইবে, ততই এই সনাতনধর্ম্মের পুরাতন মহিমাকে মাননীয় বলিয়া মান্য করিবে। আমাদিগের শাস্ত্রে সঙ্কল্পশক্তি এবং সংস্কারের মহত্বসম্বন্ধে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কারশক্তিই হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি। অদ্যাপি পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলী সংস্কার মহিমাকে পূর্ণরূপে জানিতে সমর্থ হয়েন নাই। আজকাল সংবাদ পত্রসমূহে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, বালটোনস্ বরো নগরে একজন সুপ্রসিদ্ধ কৃষিব্যবসায়ী সাহেব ছিলেন, তাঁহার নাম মিষ্টার হিগিন্‌স, তাঁহার ক্রমে ক্রমে তিনটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল, এইজন্য খিন্ন হইয়া উক্ত সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি এবারেও আমার কন্যা হয়, তবে স্ত্রীর সহিত কথাও বলিব না। গর্ভাধানের পরেও তিনি স্ত্রীর নিকটে কয়েকবার ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় এইবারে তাঁহার পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। অতি যোগ্য পুত্রই উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহার পিতা জীবিতছিলেন, সে

পর্য্যন্ত সে কখনও পিতার সহিত কথা বলিতে পারে নাই, এই হেতু পিতা যদিও পুত্রকে কথা বলাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, তথাপি পুত্র কথা বলিতে না পারায় তাহার সমস্ত যত্নই বিফল হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ঐ বালক সকলের সঙ্গেই বেশ কথা বার্ত্তা বলিতে পারিত; কিন্তু পিতা থাকিতে কাহারও সহিত ভালরূপে কথা বলিতে পারে নাই। আমাদের শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বিজ্ঞানের ইহা অতি প্রবল অকাট্য প্রমাণ বলিয়া জানা যায়, আমাদের শাস্ত্রের মত এই যে, গর্ভাধানের সময় মাতা পিতার যেরূপ ভাবনা হয়, সন্তান সন্ততিও সেইরূপ হইয়া থাকে। মাতা পিতা ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্মাইতে পারেন বলিয়াই গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

---

# ধর্ম্মোন্নতি সংবাদ।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সহায়ক ও সুপ্রসিদ্ধ রইস্ শ্রীযুক্ত বাবু মতিচাঁদজীর উদ্যোগে কাশীধামে মণিকর্ণিকাঘাটের মহাশ্মশান অতি সুন্দররূপে সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বর্ষাকালে উক্ত মহাশ্মশানে শবদাহ সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা ছিল, এখন সমস্ত প্রকার সুবিধা হইয়াছে। এই শ্মশানঘাট প্রস্তুত করিতে প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। সে দিন মহাসমারোহের সঙ্গে উক্ত নূতন নির্ম্মিতঘাটের উৎসর্গ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশেষ উৎসাহের সহিত দীনদুঃখীভিক্ষুকদিগকে ভোজন করান হইয়াছে। এই সৎকর্ম্ম উপলক্ষ্যে স্বর্ণাঙ্গুরী এবং বহুমূল্যের বানারসী সাড়ী প্রভৃতি মূল্যবান্ সামগ্রী সমুদয়ও যথাযোগ্যভাবে বিতরিত হইয়াছে। আমরা এবম্বিধ ধর্ম্মকার্য্যের উদ্যোগী এবং সহায়ক সজ্জন সকলকে এই অভাব পূর্ণ করার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

কলিকাতা—শ্যামাপুকুরের প্রসিদ্ধধনী এবং পরমগুণশালী শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র চন্দ মহাশয় সম্প্রতি একটি অন্ন সত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উক্ত অন্নসত্রে কলেজের ৪০ ছাত্র এবং অন্যান্য অসমর্থ দীনদুঃখী ভিক্ষুকাদি অনেকেই দুইবেলা ভোজন করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নাই। ক্ষুধার্ত্ত, ভিক্ষুক ও অসমর্থ ব্যক্তি এবং বিদ্যার্থিগণের অন্নদাতার জীবন বাস্তবিকই পরম ধন্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রকার পুণ্যময় পবিত্র অনুষ্ঠানের আরম্ভ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদিগের দেশের সমস্ত ধনবান্ সমর্থব্যক্তি সুবল বাবুর আদর্শের অনুকরণ করিয়া স্ব স্ব ধনের সদ্ব্যয় করিবেন ও সংসারে প্রসিদ্ধ যশস্বী হইয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে এই প্রকার সৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইবেন।

* * *

গত ১৮ই জুলাই তারিখে ৺কাশীধামে কাশীবাসিগণের উদ্যোগে একটি সভার অধিবেশন হয়। সুযোগ্য কমিশনার মিঃ এচ্ বি, লবেট সাহেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় স্থির হইয়াছে যে, ভারতের স্বর্গীয় সম্রাটের স্মরণার্থ কাশীধামে স্থাপিত "প্রিন্সঅব্ ওয়েলস্ হাসপাতালকে" "কিং এড্ওয়ার্ড হাসপাতাল" নামে অভিহিত করিয়া তাহারই অধিক পরিমাণে উন্নতি করা সকলের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই কার্য্যের ধনসংগ্রহার্থে একটি ফণ্ড গঠিত হইয়াছে, সেই ফণ্ডে কাশীর মহারাজ ১১০০০৲ এগার হাজার টাকা, রাজা মাধবলালজী ১০০০৲ একহাজার টাকা, এবং রইস্ মতিচাঁদজী ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এইরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে আমাদের সম্রাটের স্বর্গগত আত্মার বিশেষ শান্তি সুখ লাভ হইবে এবং অনেক অনাথ অসহায় রোগীও রোগমুক্ত হইয়া সম্রাটের আত্মাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। এই নশ্বর সংসারে ধর্ম্মই অমর, ধর্ম্মের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এই প্রকার স্মৃতি কার্য্যও অমর হইবে।

বঙ্গের ধর্ম্মনিষ্ঠ বিদ্বদ্বর আদর্শদাতা স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের নাম সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধনরাশিদ্বারা স্থাপিত বিশ্বনাথবৃত্তি ফণ্ড বিশেষ ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বহু উল্লেখযোগ্য। উক্ত বৃত্তি ফণ্ড হইতে সংস্কৃত অধ্যাপকগণের বার্ষিক বৃত্তি ৫০, টাকা এবং সংস্কৃতবিদ্যার্থীদিগের বৃত্তি বার্ষিক ৩৬ টাকা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন সাধারণ বিশ্বনাথবৃত্তি এবং ভূদেববৃত্তি নামেও কতকগুলি বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে অধ্যাপক বৃত্তি ৮৯টী, ছাত্রবৃত্তি ১৯টী, সাধারণ বিশ্বনাথ বৃত্তি ৭৯টী এবং ভূদেব বৃত্তি ৫টী দেওয়া হইয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সজ্জন মহোদয়গণের সহিত স্বর্গীয় ভূদেবমুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি বাঁকীপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে থাকিয়া বিপুল যশোগুণের ভাজন হইতেছেন। ইনি শ্রীমহামণ্ডলের একজন প্রধান সহায়ক এবং যথার্থ হিতৈষী। মহামণ্ডলের স্থাপিত "বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার" ইহার বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এসিষ্ট্যাণ্ট্‌ সেক্রেটরী। আমাদিগের দেশে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় সাত্ত্বিক দাতা পুরুষ অতি বিরল। ইহা এক প্রকার দেশের দুর্ভাগ্যই বুঝিতে হইবে। যদি আমাদিগের দেশের ধনী সজ্জনগণ এইরূপ নিঃস্বার্থ দান কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তবে ভারতের যথার্থই সর্ব্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়।

# মহামণ্ডল সংবাদ।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলাধিপতি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে তাঁহার রাজধানী দ্বারবঙ্গে শুভাগমন করিয়াছেন। বোধহয় শীঘ্রই নৃপবরের পুনরায় কলিকাতা রাজধানীতে প্রত্যাগমন হইবে।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী আরেলপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহাশয় বদরিকাশ্রম তীর্থ হইতে সানন্দে ৺কাশীধামে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয় কার্য্যানুরোধে কিছুদিনের জন্য দাতিয়া রাজ্যে আছেন। সহকারী প্রধান অধ্যক্ষ কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রইস্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নায়ক কালিয়া সাহেব বড়ই যত্নের সহিত প্রধানকার্য্যালয়ের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন।

* * *

কাশীর প্রধান রইস্‌ শ্রীযুক্ত বাবু মতিচাঁদ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত চৌধুরী রামপ্রসাদ মহাশয় শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন। মহামণ্ডলের স্থানীয় পরমোৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবলাল মহাশয় এবারে রাজা উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন।

* * *

বল্লভ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন আচার্য্য মহারাজ সম্প্রতি ৺কাশীধাম দর্শন উপলক্ষ্যে শ্রীমহামণ্ডলের প্রধানকার্য্যালয়ে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আচার্য্য প্রভু শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি সংবাদ শ্রবণে বড়ই আহ্লাদিত হইয়া গিয়াছেন।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান ব্যবস্থাপক শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ আজকাল স্থানীয় বিভিন্ন ধর্ম্মকার্য্য উপলক্ষ্যে কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন।

ভিওয়ানী শাখাসভার অনুরোধানুসারে শ্রীযুক্ত শেঠ চিরঞ্জীবিলাল ঝলওয়াশিয়া মহাশয় শ্রীপঞ্জাবধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিনিধিশ্রেণীতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শেঠ মহাশয় একজন অতীব উদ্যোগী ও ধর্ম্মাত্মা পুরুষ।

*            *            *

স্বর্গীয় সার্ জেনারেল রাজা অমরসিংহ বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার হরিসিংহ সাহেব নিজের কুলগৌরব রক্ষাপূর্ব্বক শ্রীমহামণ্ডলের সহায়তা করিতেছেন। এই প্রকার সহায়তার জন্য শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভা উক্ত রাজকুমারকে সবিশেষ ধন্যবাদ দান করিয়াছেন।

*            *            *

পূর্ব্ববঙ্গে ৺চন্দ্রনাথমহাতীর্থের কথা সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তথাকার মোহান্তের গদী লইয়া বিশেষ বিবাদ চলিতেছে। এই সম্বন্ধে, সম্পত্তি পাইবার জন্য তত্রত্য কোন কোন ভদ্রমহাশয়ের কয়েকখানি অবেদন পত্রও আসিয়াছে। উক্ত বিষয়ে শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার নিশ্চিত মন্তব্য এই যে, যতদূর সম্ভব হয়, ঐ বিবাদ আদালত পর্য্যন্ত না লইয়া আপোষে নিষ্পত্তি করাই ভাল। এই মর্ম্মে একখানি পত্র পূর্ব্বোক্ত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

*            *            *

শ্রীমহামণ্ডলের ভারতব্যাপিণী প্রবন্ধকারিণী সভার পুনর্গঠন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বসমেত ৪৪জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় সব্‌কমিটীতে দশজন সভ্য, মেমোরিয়াল সব্‌কমিটীতে নয়জন সভ্য এবং শারদামণ্ডল অর্থাৎ বিদ্যাপ্রচার বিভাগের সব্‌কমিটীতে তের-জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

*            *            *

শ্রীমহামণ্ডলপ্রবন্ধকারিণী সভার সভাপতিপদে গিদ্ধোড়াধিপতি মান্যবর মহারাজ সার্ রাবণেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং সহকারীপদে তাহিরপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত রাজা মাধব লালজী সাহেব মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

## বিদ্যাপ্রচার সংবাদ

কাশীধামে যে আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, উহার প্রবন্ধকারিণী সভার অধিবেশন গুরুধাম-নামক বাটীতে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মতিচাঁদ জীর সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। এইরূপ যত্ন হইতেছে যে, ঐ মহা-বিদ্যালয়ের (কলেজ) সহিত একটি মেডিকেল স্কুল থাকিবে। আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী ছাত্রগণ ঐ মেডিকেল-স্কুলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও কতক পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের সহিত একটি এইরূপ বাগান প্রস্তুতেরও কথা হইতেছে, যাহাতে দেশীয় গাছগাছড়া পরীক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষাদেওয়া হইবে। বৈদিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান উভয়ের সাহায্যে "রিসার্চ" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালীরও যত্ন করা হইবে। যদি প্রস্তাবকারীদিগের সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই মহাবিদ্যালয় ভারতে একটি আদর্শ বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

*            *            *

৺ কাশীধাম-বিদ্যাপীঠ সংস্কারের কার্য্য যাহা শ্রীশ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল আরম্ভ করিয়াছেন, এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে সভ্যমহোদয়গণের নিকট হইতে যে সমস্ত সম্মতি আসিয়াছে, সে সমস্তই কমিটীকে দেখান হইয়াছে। কোন কোন সভ্য মহোদয় অধুনায়ে শ্রীশারদামহাবিদ্যালয় খুলিতে নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ উঁহাদিগের এইরূপ সম্মতি যে, যে পর্য্যন্ত বহু পরিমাণে মাসিক আয় না হয়, সে পর্য্যন্ত এই বৃহৎ কার্য্য করা যাইতে পারে না। অধিকাংশ সভ্যমহো-দয়ের মত যে, কাশীধামে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, উহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দান করিয়া রক্ষা করা উচিত। নূতন কোন মহাবিদ্যালয় এখন খোলা যাইতে পারে না, উপদেশক মহাবিদ্যালয় খোলা যাইতে পারে। যে উপদেশক শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে,

উহাকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়া এই প্রকার উপদেশক মহাবিদ্যালয় গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের বিদ্বান্ সকল এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা, শ্রেষ্ঠ পুরাণবক্তা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশক হইতে পারেন, এই সমস্ত সম্মতি বিশেষ যোগ্য এবং এতদ্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচার হওয়া অবশ্য উচিত।

* * *

প্রাচীনবিদ্যাপীঠসংস্কারকার্য্য বহুগম্ভীর বিচারণীয় বিষয়। বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রতিই অধিকাংশ লোকের রুচি মতি দেখা যায়। কতিপয় উপযুক্ত সজ্জনের সাহায্যে হরিদ্বারের "ঋষিকুলব্রহ্মচারীআশ্রম" সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হইয়াছে, আরও কয়েক স্থানে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপিত হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে। ৺কাশীধামেও শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়তায় "বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম" নামে একটি ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী আশ্রমের ফলাফল অতি কম দশবর্ষ পরে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে; এখন এইকার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করা হইতেছে, ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার নিমিত্ত বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক সুপরামর্শ দেওয়া হইতেছে এবং উপযুক্ত সদ্‌গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়া সাহায্য করা হইবে, মহামণ্ডলের কার্য্য কর্ত্তাগণ এই প্রকার নিশ্চিত করিয়াছেন।

* * *

কাশী বিদ্যাপীঠের সংস্কারকার্য্য যদি কাশীর অধ্যাপক মহাশয়গণের রুচির অনুকূল হয়, তবে শ্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সফল এবং সুগম হইবে। এখানকার বিদ্বন্মণ্ডলীর এতাদৃশ অভিমত অদ্যাপি জানাযায় নাই যে, কোন স্বতন্ত্র মহাবিদ্যালয় স্থাপিত করা উচিত। আর এই কার্য্য যে অধিক অর্থসাধ্য বলিয়া সভ্য মহোদয়গণ বিচার করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ যুক্তিযুক্ত বুঝিতে হইবে। উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপনে ও বিদ্যার্থিগণের সহায়তাদানে এবং বর্ত্তমান বিদ্যালয় সমূহের অধিক পরিমাণ সাহায্য করিতে কাশীস্থিত পণ্ডিতগণের সম্মতি অধিক পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে এই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হয় যে, শ্রীমহামণ্ডলের পূর্ব্ব প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত করিয়া কাশীধাম-বিদ্যাপীঠসংস্কারকার্য্যে এই সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে অধিক মনোনিবেশ করা উচিত।

(১) স্বতন্ত্র রীতিতে একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপন।

(২) শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রমকে উপযুক্ত সাহায্য করা এবং দেওয়ান।

(৩) উপদেশক শিক্ষালয়টিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া উপদেশক মহাবিদ্যালয়রূপে পরিণত করা।

(৪) প্রধানকার্য্যালয়ের নূতন স্থানে যোগ্য পুস্তকালয়, জ্যোতিষ যন্ত্রালয় এবং বৈজ্ঞানিকযন্ত্রালয় প্রভৃতি এইরূপে স্থাপিত করিতে হইবে, যাহা দ্বারা সমগ্র কাশীধামের সমস্ত বিদ্যার্থীই উক্ত পুস্তকালয় এবং যন্ত্রালয় হইতে সম্পূর্ণ সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

(৫) মাসিক বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়গণ এবং বিদ্যার্থিগণকে যথাযোগ্য সহায়তা করা। এই নিমিত্ত নিম্নলিখিত মাসিক সাহায্য প্রাপ্তির উদ্যোগে আরম্ভ করা হইয়াছে।

(ক) মাসিক দুইটাকা পরিমাণ ছাত্রে বৃত্তি ১০০ একশতটী।

(খ) মাসিক পাঁচ টাকা পরিমাণ ছাত্রবৃত্তি ৫০ পঞ্চাশটী।

(গ) মাসিক সাত টাকা পরিমান ছাত্রবৃত্তি ২৫ পচিশটী।

(ঘ) মাসিক দশ টাকা পরিমাণ ছাত্রবৃত্তি ১৫ পনেরটী।

(ঙ) মাসিক পনের টাকা পরিমাণ ছাত্রবৃত্তি ১০ দশটী।

(চ) ছাত্রবৃন্দের রক্ষানিমিত্ত একজন পরিদর্শকের বৃত্তি মাসিক ২৫৲ পচিশ টাকা।

(ছ) ছাত্রবৃন্দের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষা নিমিত্ত একজন বৈদ্যের বৃত্তি মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা।

(জ) বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠীর সাহায্য ১২৫৲ একশত পঁচিশ টাকা।

এই কার্য্যের জন্য মাসিক যে ১১০০৲ এগার শত টাকার প্রয়োজন, তাহা একজনেরই যে এক সময়ে দিতে হইবে তাহা নয়। একজন দাতা মাসিক ২৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়াও সাহায্য করিতে পারেন, এবং ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত সাহায্য একত্রিত হইলে কাশী বিদ্যাপীঠের সংস্কার কার্য্য অগ্রসর হইতে পারিবে। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল যে বৃত্তি দিবেন, তাহা মহামণ্ডলের নামে এবং অন্য যে কোন দাতা বিশেষ নিয়মে যে সমস্ত বৃত্তি দিবেন, তাহা সেই দাতৃবর্গের নামে অভিহিত হইবে।

# আয় ব্যয়ের হিসাব।

## শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীধাম।

মেষ, বৃষ, মিথুন, সন ১৩১৭ সাল।

| জমা | |
|---|---|
| রোকড় বাকী | ২৯৯।৴৯ |
| জমা | ৪৭৮৯।৶০ |
| সংরক্ষকসহায়তা খাতে | ৫২০৲ |
| প্রতিনিধি সহায়তা খাতে | ৫৩৯॥৵০ |
| সাধারণমেম্বরী খাতে | ২২৫৲ |
| বিশেষ সহায়তা খাতে | ১৮৯৲ |
| শাখাসভা সহায়তা খাতে | ১৲ |
| বিজ্ঞাপন ছাপাই খাতে | ১৪৩৲ |
| 'নগমাগমচন্দ্রিকা বিক্রী খাতে | ৫৲ |
| সুদ খাতে | ৫২॥০ |
| বিবিধ আমদানী খাতে | ১॥৵০ |
| ওয়াপেস্ ডাক খাতে | ৸৵৯ |
| বেনারস ব্যাঙ্কের সেভিন্স ব্যাঙ্ক খাতে | ১৫৯৫৲ |
| বেনারস ব্যাঙ্কে ফিক্স্ ডিপজেট্ খাতে | ১০০০৲ |
| বেনারস ব্যাঙ্কের করেন্ট্ খাতে | ৬৫॥৴৯ |
| হিসাব তলব খাতে | ৪৫১৵৬ |
| জোড় জমা | ৪৭৮৯।৶০ |
| মোট জমা | ৫০৮৮৸৯ |

কৈফিয়ৎ——

| | |
|---|---|
| জমা | ৫০৮৮৸৯ |
| খরচ | ৪৬৩৬৵৪॥০ |
| রোকড় বাকী | ৪৫২॥৵৪॥০ |

চারিশত বায়ান্ন টাকা দশ আনা সাড়ে-চারি পাই মাত্র।

স্বাক্ষর—শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
সহকারি অধ্যক্ষ।

| খরচ | |
|---|---|
| খরচ | ৪৬৩৬৵৪॥০ |
| টিকিট্ ডাকখরচ খাতে | ১০৭৸০ |
| ধর্ম্মপ্রচার খাতে | ২৪৪।৴০ |
| উপদেশক খাতে | ২৭০।৶০ |
| দেবসেবা খাতে | ৩৪।৴৬ |
| শারদামণ্ডলবিদ্যাপ্রচার খাতে | ২৭০৲৯ |
| শারদামণ্ডল অফিশ খাতে | ৭৪৵০ |
| অতিথিসৎকার খাতে | ৬।৴০ |
| অধিবেশন খাতে | ২৪০৲ |
| ষ্টেশনারী খাতে | ৩০৵০ |
| সরঞ্জামী খাতে | ১৬।০ |
| শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় সহায়তা খাতে | ২০৲ |
| শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় সহায়তা খাতে | ১৩৲ |
| অনাথালয় বৃন্দাবন সহায়তা খাতে | ১০৲ |
| মাসিকবৃত্তি খাতে | ৩৯৮।৬ |
| বিল্ডীং খাতে | ১৮৬৵৯ |
| বিবিধখরচ খাতে | ১২৮৸৶১০।০ |
| বেনারস ব্যাঙ্কে ওভারড্র খাতে | ৭০০৲ |
| হিসাবতলব খাতে | ১৮৮০।৶০ |
| সমস্তজোড় খরচ | ৪৬৩৬৵৪॥০ |

স্বাক্ষর—শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী
খাজাঞ্চী।

# দান প্রাপ্তি।

সন ১৩১৭ সালের মেষ, বৃষ, মিথুন সংক্রান্তির মধ্যে যে সমস্ত দান প্রাপ্তি হইয়াছে, ধন্যবাদের সহিত তাহা প্রকাশ করা হইল।

সংরক্ষক মহোদয়গণের নিকট হইতে।

কাশ্মীরাধিপতি মান্যবর মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস্ আই, ২০০৲

নাথ দ্বারার মান্যবর গোস্বামী জী মহারাজা ৩০০৲

ত্রিপুরাধিপতি মান্যবর মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মন গোস্বামী বাহাদুর ২০৲

প্রতিনিধি মহোদয়গণের নিকট হইতে—

মিথিলাধিপতি মান্যবর মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, ৪৫০৲

তাহেরপুরাধিপতি মান্যবর রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর ৮৯৸৶০

বিশেষ সহায়তা—

শ্রীযুক্ত হরিবংশজী শুক্ল মহারাজ উপমন্ত্রী সনাতনধর্ম্মসভা বেহরাইচ ১৲

মাং পণ্ডিত বাবুরামজী শর্ম্মা মহোপদেশক মহামণ্ডল

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা গোঁড়া ১২৲

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা ফিরোজপুর ২৯৲

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা রামনগর ১০৲

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা কাল্পী ১২৷৶০

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা রূপড়ি ২৩৲

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা কছেক ২৩৷০

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা হিসার ১১৲

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্য নারায়ণ মিশ্র সীকন্দরপুর ৮৲

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূদেব শর্ম্মা ঘোশলী ১২৲

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীরামজী শর্ম্মা মণিকাবেলী ১২৲

শ্রীমৎ পূজ্যপাদ শ্রীতোতাদ্রিরামানুজ যতীন্দ্র মহারাজ সঙ্গাগেরী ৩০৲

শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ গণেশী লালজী মওয়ানা ৪৲

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদজী পাঠক সনাতনধর্ম্মসভা বক্‌সর ১৲

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নেকরাম পেমরাজ মহাশয় মণিকাবেলী জরিপ নগর ১৲

সাধারণ মেম্বরী খাতে ২২৫৲

# সম্পাদকগণের প্রয়োজন।

(১) ইংরাজীভাষায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এক জন সুদক্ষ লেখকের আবশ্যক, যিনি ইংরাজী ভাষার মাসিক পত্রের সম্পাদন কার্য্য উত্তমরূপে করিতে সমর্থ এবং শ্রীমহামণ্ডল হইতে সংস্কৃতভাষায় যে দার্শনিকগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার টিপ্পনী ও ভূমিকা ইংরাজী ভাষায় ভালরূপে লিখিতে পারিবেন, তিনিই এই কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত হইবেন।

(২) শ্রীভারতমহামণ্ডলের সাহায্যে যে অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর এক মাসিক পুস্তকমালা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, তাহার সম্পাদননিমিত্ত একজন বিশেষ যোগ্যতাবিশিষ্ট সংস্কৃত বিদ্বানের আবশ্যক। সরল ও সরস বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিখিতে সমর্থ এবং প্রুফ আদি দেখিতে নিপুণ পণ্ডিতেরই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

যিনি সজ্জন ও ধার্ম্মিক হইবেন এবং যাঁহার কাশীবাসে ইচ্ছা আছে, তিনি উল্লিখিত দুইপদের যে কোন পদের জন্য স্বকীয় যোগ্যতার প্রমাণ সহিত বা প্রশংসাপত্রের সহিত নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। বেতন যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে।

সহকারিঅধ্যক্ষ
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধান কার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিক পত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্র সমুদয়কে সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্য মহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সেজন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত। সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্য মহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্য মহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহশোভা বৃদ্ধি করিবে। আশাকরি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্তের স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,
সহকারিঅধ্যক্ষ।

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রমের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী, প্লিডার দেরাদুন,
সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারীআশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যক।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়কসভ্যমহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উঁহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## সাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মুখপত্র সমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উহাঁদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচপ্রকার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে

অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক শিক্ষালয়ের স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্কার এবং ছাপাই বিভাগের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয়ের আবশ্যক। শাখাসভা সমুদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে বেশীপরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## সংস্কৃতগ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞান প্রচারের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড্" ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক শীঘ্রই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, সেই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকমালার নাম ও মূল্য নিশ্চিত হইবার পর প্রকাশ হইবে। বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকার অধিক হইবে না এইরূপ অনুমান হয়। যিনি এখন হইতে কেবল নাম ধাম লেখাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত মূল্যেরও কিছু অল্প মূল্যে দেওয়া হইবে। যিনি রেজেষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক-
সমিতি লিমিটেড্,
বেনারস।

## অধ্যাপকের আবশ্যকতা।

৺কাশীধামে স্থাপিত "শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমে"র জন্য দুইজন বিদ্বানের আবশ্যকতা আছে, উঁহাদের মধ্যে একজনের এইরূপ হওয়া চাই, যিনি পূর্ব্বে বালকগণের শিক্ষাদান কার্য্য করিয়াছেন, বয়সে প্রৌঢ় এবং সংস্কৃত ও হিন্দীভাষাতেও বিশেষ যোগ্যতা আছে। অন্য মহাশয়েরও প্রবীণ হওয়া চাই এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ যোগ্যতা ও বেদ এবং কর্ম্মকাণ্ডে পারদর্শিতা থাকা চাই। যিনি কাশীবাস ও ধর্ম্মসেবার অভিলাষী এবং কেবলমাত্র জীবিকোপযোগী বৃত্তি লইয়া দেশ-সেবা করিতে চাহেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র প্রেরণ করুন!

স্বামী দয়ানন্দ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালীকম্পোজিটারের আবশ্যক। যাহারা কাশীবাস করিয়া অল্পআয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।
বেনারস।

# ধর্ম্মপ্রচারক।

ভাগ ৩১। ] সিংহ। [ সংখ্যা ৫।

# धर्मप्रचारक।

ভাগ-৩১শ। | সিংহ সংক্রান্তি। কলেগতাব্দাঃ ৫০১১। | সংখ্যা ৫।


## সরস্বতীস্তব।

अयि निविडाम्बुद-तरुण मधुव्रत-
मेचक-चिक्कण-चिकुर-विलासे।
विकसित-सुललित रजत-समुज्ज्वल-
पङ्कजविरचितसुरुचिरवासे ॥ १ ॥
अयि शशिनिर्मलशकलकृताद्भुत-
दुर्लभभूषणभूषितभाले।
परिमलचञ्चलमधुकरसङ्कुल-
लम्बितलसदभिनववनमाले ॥ २ ॥
सकलशुभावहमविरतमानन-
मिच्छतु भगवति तव नुतिकृत्यम्।
करयुगमभिनवकिसलयकोमल-
पेशलचरणकमर्चतु नित्यम् ॥ ३ ॥
पश्यतु नवपदनलिनलसत्त्विष-
मनिशं लोचनयुगलमनिन्द्याम्।
ध्यायतु समुदयविषयविमुक्तमिह
ननु सति हृदयं त्वामतिवन्द्याम् ॥४॥
जयति गुणावलिकेलिनिकेतन-
सकरुणसहृदयकोविदवृन्दम्।
भजतु च भगवति तव पदमविरति
धिक्कृतविकसितशरदरविन्दम् ॥ ५ ॥

---

## সহিষ্ণুতা।

### ताहेरपुरेर स्वर्गीया राज कुमारी सुमति देवी रचित।

सहिष्णुते! दयामयि! हृदयेर दुःखजयी
तुमि (ह) देवी ए पाथारे विपत्कर्णधार।
तोमारि कृपारबले, ढेके राखि मर्म्मस्थले,
दुःख कष्टअश्रुधारा शोक हाहाकार।
तुमि ना थाकिले भवे, कि दशा हइत तबे,
पड़े एइ संसारेर उत्ताल तरंगे।
(जीव) केमने बाहोतो स्थिर, होतो प्राण विपन्नोर
दुःखकष्टे येत दलि भ्रुकुटीभ्रुभंगे॥
कन्यातवअध्यवसा, धैर्य्य स्थैर्यप्रियभाषा
तुमि देवीज्योतिर्म्मयी शान्तिसहिष्णुता।
जाहार मानसे थाको, उज्ज्वलकरिया राखो,
देखो हृदे धीरे आनि स्निग्ध सुदृढता॥
कतज्वालामर्म्मव्यथा, तीव्रविषमाखाकथा
कत अवज्ञार हासि कत प्रवञ्चना।
बान्धवेर अविश्वास, पूत प्रेम उपहास,
सुतीक्ष्ण श्लेषेरवाक्यकथारयन्त्रणा॥
तोमारइ अनुग्रहे; से सबे चापिया रहे।
सहे सबेकतज्वालावाक्यगम्भीरता।
नाइ शान्ति नाइ आशा, चाहि ना सस्नेह भाषा
चाहिं शुधु तव कृपा देवी सहिष्णुता!

---

ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুল প্রচারকল্পে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিকপত্রেই একটি করিয়া তত্তদ্‌ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়। এইজন্য বাঙ্গালা ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করা হইল। (সম্পাদক।)

## ভক্তি।

(জ)গৎকর্ত্তা পরমপিতা, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের আজ্ঞাতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে (ক)। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পুণ্যলোকে এবং পাপলোকে জন্ম দিয়া থাকেন। এই পরমকৃপালু পরমাত্মার অসীমকরুণাপ্রভাবেই যোগিঋষিগণ জন্মমৃত্যুভয় দূরে নিক্ষেপ করত মুক্তিপদে আরূঢ় হইয়া থাকেন (খ)। যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্যদেব নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয়েন, যাঁহার ভয়ে এই পৃথিবী এবং অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থান হইতে পদমাত্র বিচলিত হয় না, যাঁহার করুণাকটাক্ষে অখিল জীব ইহামুত্র সুখরাশি উপভোগ করিয়া থাকে, সেই দয়ানিধি ভগবানের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে! পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপক, রূপরহিত এবং অবাঙ্মনসোগোচর (গ) হইলেও

---

(ক) उत्पत्तिस्थितिसंहाराः नियतिर्ज्ञानमावृतिः।
बन्धमोक्षाच पुरुषाद्यस्मात्सहरिरेकराट्॥
(ইতিকান্দে)

(খ) बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः।
कैवल्यदः परः पुंसां विष्णुरेकः सनातनः॥
(ইতি মহর্ষি বেদব্যাসঃ

(গ) आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते।
स आश्रयः परंब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते॥
योऽध्यात्मिकोऽयम्पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः।
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः॥
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे।
त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः॥
(ইতি ভাগবতে)

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्म्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
चिन्मयस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्याशरीरिणः।
साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणोरूपकल्पना॥
(ইতি গীতোপনিষৎ)

अरूपं रूपिणं कृत्वा क्रियायोगरता नराः।
ब्रह्मज्ञानामृतानन्दपराः मुक्तिनो नराः॥
(ইতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ)

স্বীয় অপার করুণা বশাৎ ভক্ত-কল্যাণ বিধানার্থ সাকার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ ভগবানে ভক্তি ব্যতীত জীবের মঙ্গল কখনও হইতে পারেনা।

প্রীতির আকাঙ্ক্ষা জীবে স্বভাবতই হইয়া থাকে। এই প্রীতিপ্রবাহ মাতাপিতা এবং গুরুজনের প্রতি হইলে উহার নাম 'শ্রদ্ধা' হইয়া থাকে। স্ত্রী, মিত্রাদির প্রতি প্রবাহিত এই প্রীতিস্রোতের নাম 'প্রেম' এবং এই প্রীতি যখন পুত্র কন্যাদির উপর হয় অর্থাৎ যখন প্রীতিস্রোত নিম্নগামী হয় তখন উহা 'স্নেহ' সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। পরন্তু যখন জীব এই সমস্ত সংসারিক সম্বন্ধ অনিত্য মনে করিয়া আপন হৃদয়ের প্রীতিস্রোত একমাত্র হৃদয়নাথ জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি প্রবাহিত করে তখনই উহার নাম 'ভক্তি' হইয়া থাকে (ক)। শাস্ত্রে ভক্তির দুই ভেদ করা হইয়াছে যথা গৌণী এবং পরা (খ)। শ্রীভবানের ভক্তিপূর্ণ কথা এবং তাঁহার লীলাদি বর্ণন শ্রবণ, তাঁহার বিবিধমূর্ত্তির পূজায় রুচি, শ্রীভগবানকে প্রভু এবং আপনাকে তদধীন দাস মনে করিবার নিমিত্ত যত্ন ইত্যাদি ভক্তির বিবিধ সাধন ভেদ গৌণীভক্তির অন্তর্গত। এবং গৌণী ভক্তির সাধন করিতে করিতে সাধক যখন এরূপ উচ্চ কক্ষায় আরোহণ করেন যে উহার চিত্ত সর্ব্বদা একমাত্র ভগবানেই রত থাকে এবং উত্থান, উপবেশন, কথন, শ্রবণ, জাগ্রৎ, নিদ্রা সকল সময়েই সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দসাগরে উন্মজ্জন নিমজ্জন সুখ অনুভব করে তখন তাহার নাম পরাভক্তি। ভগবদ্ভক্তিবৃদ্ধিকারক সাধনপদ্ধতিকেই উপাসনা কাণ্ড বলা হইয়া থাকে।

---

(ক) স্নেহপ্রেমশ্রদ্ধাতিরিক্তাদলৌকিকেশ্বরানুরাগরূপা।
( ইতি ভক্তি দর্শনম্ )

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।
ইতি শাণ্ডিল্য দর্শনঞ্চ )

(খ) সা দ্বিধা, গৌণী পরাচ। বৈধোরাগাত্মিকা ভেদভিন্না সাধনলভ্যা গৌণী। স্বরূপবোধানন্দস্বানুভূত্যানন্দরূপা পরা।
( ইতি ভক্তিদর্শনস্য রসপাদে )

# কাশীতীর্থ।

( ৩ )

বেদ এবং সকল আর্যশাস্ত্র একবাক্য হইয়া যখন প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়, ( জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব, ) এই সিদ্ধান্ত অকাট্য হইলে কাশীতীর্থে মরণে মুক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ স্বভাবতই সন্দেহ করিতে পারেন। সেই সন্দেহের নিরাকরণ করিতে হইলে এইরূপ সহজ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, কাশীর অধিদৈব, অধিভূত এবং অধ্যাত্মশক্তিপ্রভাবে স্বভাবতই কাশীপ্রাপ্ত জীবের আত্মা সত্য তপ আদি এমন উন্নত লোক প্রাপ্ত হয়, যেখান হইতে পুনঃ পতন না হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞানাধিক্যপূর্ণ উন্নত লোক সকল প্রাপ্ত পূর্ব্বক ঐজীব শেষে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয় না। আরও প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে, কাশীর সকল স্থানেই কাশী নহে, কারণ কাশী এরণ্ডপত্রবৎ এই কথা পুরাণে উক্ত হইয়াছে। আর এককথা এই, অন্যতীর্থে কোন পাপ করিলে তাহা কাশীতে অবশ্য ক্ষয় হয়; কিন্তু কাশীতে থাকিয়া পাপ করিলে তাহা বজ্রলেপ হইয়া থাকে। সুতরাং কাশীতে মৃত ব্যক্তি যদি কাশীক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করে এবং সে কাশীতে প্রবেশ করিয়া অবধি কখন ও কোন পাপ কর্ম্ম না করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি অবশ্য স্থূল দেহ ত্যাগান্তে উন্নত জ্ঞান পূর্ণ লোকসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সংসারে কাশীতীর্থের ন্যায় সর্ব্বপাপবিনাশক পুণ্যতম মহাতীর্থ আর নাই। মহাপাপায়ারও কাশীলাভে মুক্তি হইয়াছে, এসম্বন্ধে শত শত পুরাণ বা ইতিহাসাদি অনুসন্ধানে অনেক যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সহৃদয় পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ মানসে পৌরাণিক প্রমাণসহকারে নিম্নে একটি প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশ করা হইল।

একদা পূতসলিলা রেবানদীর সুশীতল নির্ম্মল শান্ত সৈকতে সুখাসনে সমাসীন মহামুনি ভৃগুর সন্নিধানে লোমশাদি মুনিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক সুবিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে হে ভগবন্! ভবাদৃশ মহাত্মার নিকটে সর্ব্বধর্ম্মেরই সারতত্ত্ব উপদেশ সতত সর্ব্বথা শ্রোতব্য; হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনা কর্ত্তৃক যে তত্ত্ব পদার্থ ধ্রুব নিশ্চিত হইয়া মুক্তিকাঙ্ক্ষিগণের পরম সহায় হয়, আমরা সেই পরমতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ভবদীয় সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি সমগ্র বেদবেদান্তের সার রহস্য উদ্ঘাটনপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে এবং ধীরমনে বহু কল্পকাল ব্যাপিয়া ধীরগবেষণা দ্বারা যাহা প্রকৃত সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই পরমতত্ত্ব আমাদিকে বলুন! আমরা মায়ামগ্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়াছি, ভবাদৃশ মহাত্মার সদুপদেশরূপ জ্ঞানালোক ব্যতীত আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবার আর উপায়ান্তর নাই।

তদুত্তরে মহামুনি ভৃগু বলিলেন—সাধু, সাধু, হে তপোধন সকল! আপনারা বাস্তবিকই সাধুগণের মহান্ আদর্শ যেহেতু আপনারা অদ্য আমাকে তত্ত্ববিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মাও মহাদেবের নিকট এ তত্ত্ব জানিতে এবং বলিতে বহুকাল ব্যাপিয়া সমর্থ নহেন, তাহা আমি কি রূপে আপনাদিগকে যথার্থতঃ বলিতে সমর্থ হইব? তবে আমি পূর্ব্বে যেরূপ যাহা কিছু তত্ত্ব, বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাহার যৎকিঞ্চিৎ আপনাদিগকে বলিব। হে মহামুনিগণ! আপনারা

যে তত্ত্ববিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদুত্তরের এই সুমহান্ উপক্রম দেবদেব মহাদেবের প্রসাদে আরম্ভ করিতেছি, আপনারা সাবহিতমনা হইয়া শ্রবণ করিতে থাকুন, পরে শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের মনন এবং নিদিধ্যাসন আপনিই হইবে।

* কল্পান্তে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রাদির বিনাশসহকারে পৃথিব্যাদি ভূত-নিচয় প্রলয়ের প্রণাশনক্রোড়ে বিলীন হইলে, দৃষ্টাদৃষ্ট যাবতীয় অনিত্য পদার্থের মহাধ্বংস কালে, সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থায় বহুকাল পরে, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সর্গোন্মুখী বিশ্বপ্রসূতি প্রকৃতির সুমহান্ পরিণামপ্রভাবে সেই "একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" মহাশ্রুতির সারার্থবিকাশিনী অহঙ্কারাত্মিকা মহীয়সী জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তি হইতে প্রথমেই মহাকাশের মহাপ্রকাশ, সেই মহাকাশ হইতে মহাবায়ু, মহাবায়ু হইতে মহাবহ্নি, মহাবহ্নি হইতে মহাবারি, মহাবারি হইতে মহাপৃথিবীর মহাসৃষ্টি আরম্ভ হইল। এইরূপে ভূতসৃষ্টি এবং ভৌতিকসৃষ্টি আরম্ভ হইলে তখন সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমেশ্বরের সেই নিত্যজ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিরূপিণী মহামায়ার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণনামে সগুণ সাকার ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাবের সূচনায় প্রথমেই শুদ্ধসত্ত্বময় বিষ্ণুর লীলাদেহের প্রকাশ প্রকটিত হইল। সেই দিব্য শান্ত ইন্দীবরদলশ্যাম শঙ্খচক্র (গদা) পদ্মধারী চতুর্ভুজ পদ্মপলাশলোচন পদ্মনাভ পীতবসন সত্ত্বময় মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে রজোময় ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

* তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী তদুৎপন্নে ॥(ইতিশ্রুতিঃ)

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি এক বিচিত্র কমলাসনে উপবিষ্ট আছেন, আর কোনদিকে কাহাকেও না দেখিয়া অঘটনঘটনপটীয়সী মহীয়সী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকেই একমাত্র বিশ্বভাবন পরমেশ্বর বিবেচনা করিয়াছিলেন। তখন সত্ত্বময় ভগবান বিষ্ণু, রজোময় ব্রহ্মার ঈদৃশ অজ্ঞানমূলা ভ্রান্তি অবগত হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" * ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি স্বয়ং ঈশ্বর—এই সমস্তই আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তুমি কি যথার্থ ই আমাকে জানিতে পারিতেছ না?" তৎ শ্রবণে বিষ্ণুরূপী নারায়ণ বলিলেন যে, "অহো অবিদ্যার কি মাহাত্ম্য! তুমি আমারই নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া আমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানিতে অসমর্থ হইতেছ? হে পদ্মযোনে! তোমার আবির্ভাবের হেতু আমার এই নাভিকমল, তুমি দর্শন করিলে পরে জানিতে পারিবে যে,আমিই স্বয়ং ঈশ্বর এবং তোমার গুরু, তুমি আমারই শরণ গ্রহণ কর!" এইরূপে সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু উভয়েই উভয়ের ঈশ্বরত্ব রক্ষা করিতে "আমিই ঈশ্বর" "আমিই অনাদি" "আমিই আদিগুরু" ইত্যাদি বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এমন সময় তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে এক বিরাট জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হইল, তদ্দর্শনে উভয়েই সবিস্ময়ে সেই অনাদি অনন্ত মহাজ্যোতির্লিঙ্গের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দর্শন করিলেন যে, সেই মহাজ্যোতি-র্লিঙ্গেরমধ্যে কুন্দেন্দুবিমলজ্যোতিসম্পন্ন, ভুজঙ্গনরকপালাদিদ্বারা সমলঙ্কৃত, বিভূতিবিভূষিত, দিগম্বর, মহাজটাধারী, এক শুদ্ধ শান্ত পুরুষ বিরাজমান, তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, "এই মহাপুরুষই পরাৎপর পরমেশ্বর, সুতরাং ইনিই আমাদের উভয়ের শ্রেষ্ঠ এবং পরমগুরু, ইহাঁর স্তব করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য;" এই জ্ঞানে ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই বৈদিক মহাবাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

উভয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দেবাদিদেব মহাপুরুষ মহাদেব বলিলেন। আমার এই নিত্য প্রকাশমান অদ্ভুত জ্যোতির্লিঙ্গ তোমাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং স্তুত হওয়ায় আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর! তৎশ্রবণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন,—হে সদাশিব! তুমি যদি বাস্তবিকই প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আমাদের উভয়ের মতি তোমার প্রতি নিশ্চলা হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা, আর হে ভূতেশ! আমরা উভয়েই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্বপাদনে অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াছি, আমাদের এই মায়ামোহ এবং অভিমানের কারণ যে সংশয়, তাহা তুমি নষ্ট কর! তুমি যে এই জ্যোতির্লিঙ্গরূপে নিত্য অধিষ্ঠিত ইহার কি নাম, কি রূপ, প্রভাবই বা কিরূপ এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়া ইনি অধিষ্ঠিত, এই সমস্ত তুমি সবিশেষ আমা-দিগকে প্রকাশ করিয়া বল! মহাদেব বলিলেন—এই যে পরম লিঙ্গ তোমরা নিত্যই সত্য প্রকাশমান দেখিতেছ, ইহাঁর নাম বিশ্বেশ্বর, এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অর্থাৎ—এই জ্যোতির্ম্ময় মহালিঙ্গ নিত্য প্রকাশমান বলিয়া সৎ, চিৎ এবং আনন্দই ইহাঁর স্বরূপ হইয়াছে। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্যোতির্লিঙ্গই নিখিল লিঙ্গ শরীরকে লয় করিয়া আপনাতে বিলীন (নির্ব্বাণ) করিয়া থাকেন বলিয়া ইনি মোক্ষের একমাত্র সাধন লিঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।* এই সচ্চিদানন্দ লিঙ্গ সর্ব্বব্যাপী অথচ নিরাকার। ইহাঁর প্রভাব অপরিমেয়, ইনি অপরিচ্ছিন্ন প্রকাশশীল। কেহই ইহাঁর প্রভাব পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিতভাবে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও স্বয়ংই এখন এইরূপ পরিচ্ছিন্ন প্রভাবশালী হইয়াছেন; কিন্তু শব্দহেতু প্রযুক্ত আকাশ এবং এই জ্যোতির্লিঙ্গ উভয়ই তুল্য। এই নিত্যানন্দ স্বরূপ সদাশিব জ্যোতির্লিঙ্গের প্রভাব বা মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর! এই জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত—স্থান পরম পুণ্যতম নির্ব্বাণ ক্ষেত্র; সাধু মহাত্মাসকল যে এই বিশ্বেশলিঙ্গাধিষ্ঠিত স্থানে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাযোগ্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে আর বিচার্য্য বিষয় কিছুই নাই।

---

* प्रथमज्ञानसम्भूतं विज्ञाय भगवान् हरिः ।
स्वं रूपं दर्शयामास ज्योतिर्मौलि द्रुहिणं प्रभुम् ॥ (কাশীখণ্ড

* लयं लिङ्गशरीरस्य विदधल्लिङ्गमप्येन परम् ।
तेन लिङ्गमितिख्यातमपवर्गैकसाधनम् ॥ (কাশীখণ্ড
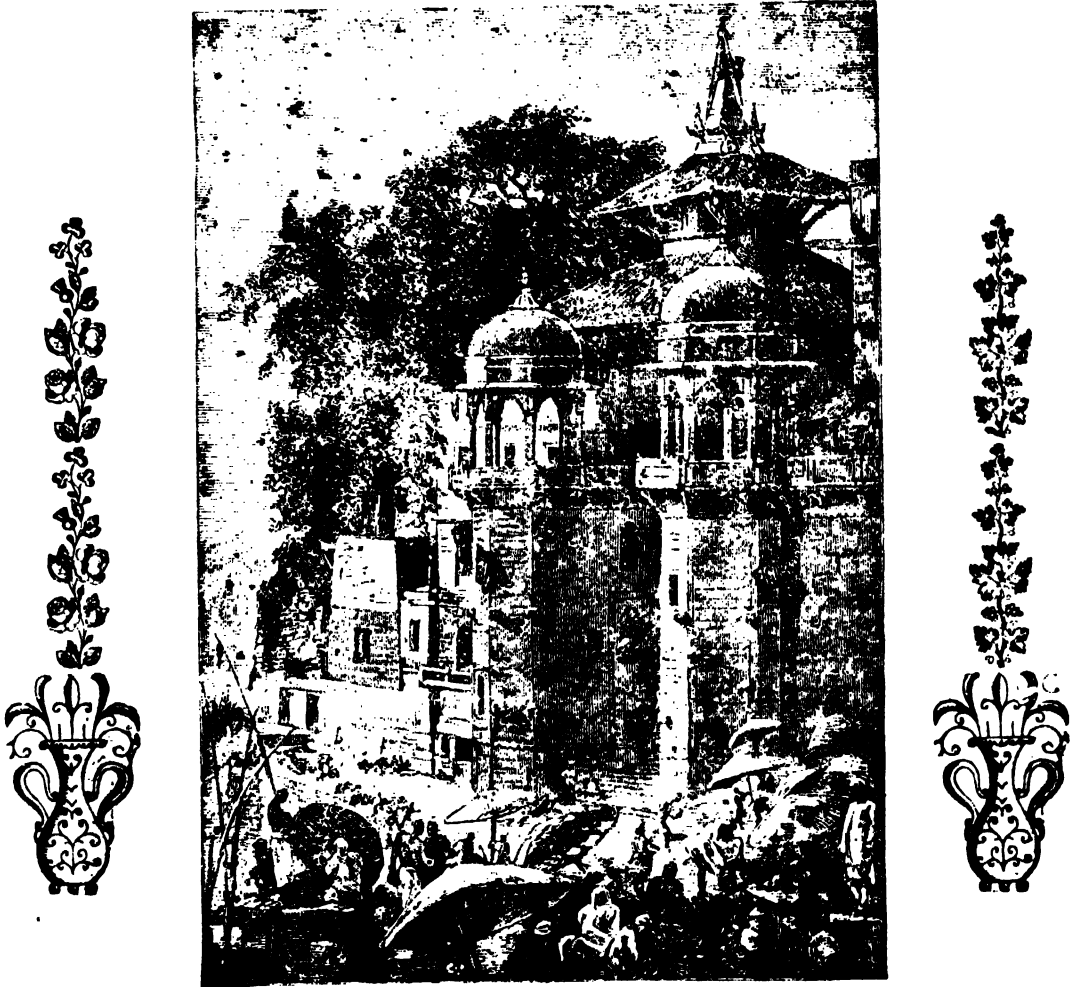
এই যে স্থানে নিত্যাধিষ্ঠান স্বরূপ হইয়াও যিনি সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন, ইহাঁর এইই পরম মুক্তিপ্রদ স্থান। এই স্থানে প্রবেশ মাত্রই জীবগণের পূর্ব্বার্জ্জিত পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং পরম পুণ্যরাশি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই নির্ব্বাণ পদেই আমি নিত্য অধিষ্ঠিত। এই নির্ব্বাণক্ষেত্রে ম্রিয়মাণ জীবের কর্ণে আমি তারকব্রহ্ম নাম বলিয়া থাকি, যে হেতু বাক্যোপদেশ ব্যতীত ব্রহ্মাত্মৈক্য হওয়া অসম্ভব এবং ব্রহ্মাত্মৈক্য ব্যতিরেকেও মুক্তিলাভ হয় না, এই জন্যই আমি যথানিয়মে যে কোন জীবকে তাহা বলিয়া থাকি। স্ব স্ব কর্ম্মনিরত উত্তম, মধ্যম এবং অধম শ্রেণীস্থ জীব সমুদয়কে আমি পরাগতি অর্থাৎ মোক্ষ দান করিয়া থাকি। পণ্ডিতই হউক্, মূর্খই হউক্ অথবা সদ্বংশজ ও নীচবংশজ যে ব্যক্তিই হউক্, এই বিশ্বেশ্বরলিঙ্গাধিষ্ঠিতক্ষেত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদের মোক্ষ লাভ হইবেই হইবে। এই জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ং নিরাশ্রয় হইলেও বিশ্বেশ্বরকে ( আমাকে ) পরম আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সপ্রকাশ। তোমরা উভয়ও এই বিশ্বেশ্বরাখ্য বিরাট জ্যোতির্লিঙ্গে অবস্থান করিয়া যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

এই বলিয়া ভগবান পরমেশ্বর বিশ্বেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও তদবধি রোমশূন্য হইয়া সেই নির্ব্বাণক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইলেন। হে মুনিবৃন্দ! আপনারা যে মুক্তির কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহা এই বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গের কথাদ্বারা আপনাদিগকে বলা হইল। পদ্মনাভ বিষ্ণু এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যে লিঙ্গকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই লিঙ্গই লোকে এবং বেদে কাশী বলিয়া সর্ব্বথা গীত হইয়া থাকে, এই কাশীতে করামলকের ন্যায় মোক্ষ অতিসুলভ, এই কাশীর দর্শন মাত্রই সহস্র সহস্র পাপ বিনষ্ট হয়, এই সর্ব্বপ্রকার মুক্তির কারণ আমি বলিলাম আর কি বলিবার আছে?

মুনি শ্রেষ্ঠ ভৃগুর এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানোপদেশপূর্ণ বিশ্বনাথলিঙ্গাধিষ্ঠিত মোক্ষোপায় কাশীক্ষেত্রের কথা শ্রবণ করিয়া লোমশাদি মুনিগণ পুনরায় বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গব ভৃগো! আমাদিগের স্বম্বানুষ্ঠিত তপস্যার ফল অদ্য লাভ হইল, আজ আমরা আপনার মুখে নির্ব্বাণক্ষেত্র কাশীর প্রভাব শ্রবণ করিয়া বাস্তবিই কৃতকৃত্য হইলাম। পুনর্ব্বার আপনি সকলের মঙ্গলার্থ কাশীর সৎকথা স্বল্পবিস্তার সংক্ষেপে বলুন! কাশীর মাহাত্ম্য কি? কিরূপে তাহা জানা যায়? কাশীকে কিরূপে সেবা করিতে হয়, কাশীর পরিণাম কি এবং কাশীকে লাভ করিতে কিরূপ উপায় অবলম্বনীয়, এই সমস্ত আপনি উত্তমরূপে নিশ্চয় করিয়া সবিশেষে বলুন! আমাদিগের শ্রোত্রপিপাসা বড়ই বলবতী হইয়া ভবন্মুখবিনির্গত বাক্যামৃত পান করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছে।

ভৃগু বলিলেন—হে মুনি সকল! কাশীর মাহাত্ম্য এবং গুণকথা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করুন! কাশীর মাহাত্ম্য বা গুণপ্রভাব শ্রবণ করিয়া সকল ব্যক্তিই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

সত্যযুগে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী প্রবলপরাক্রম ভূমণ্ডলপালক ভূরিদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার বহুশত সুন্দরী পত্নী ছিল, তন্মধ্যে বিভাবরী নাম্নী মহিষীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং শ্রেষ্ঠা হইয়াছিলেন। মহারাজ ভূরিদ্যুম্ন সেই প্রণয়িনী বিভাবরীর প্রণয়ে এইরূপ আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষণকালও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রায় সময়ই পুষ্পবাটিকামধ্যে গিয়া বিহারসুখ উপভোগ করিতে করিতে অবস্থান করিতেন। এইরূপ কাম উপভোগ যতই করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ক্রমে মহারাজ ভূরিদ্যুম্ন রাজ্ঞী বিভাবরীর প্রণয়ে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, শেষে রাজকার্য্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া বনবিহারই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্য, কোষ, স্ত্রী, এবং সৈন্যাদি অপহৃত হইল, এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ ভূরিদ্যুম্ন নিরতিশয়দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহিষী বিভাবরীকে লইয়া একখানি খড়্গমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিন্ধ্যারণ্যে গমন করিলেন। বিন্ধ্যাচলের সন্নিহিত সেই নির্জ্জন ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে পর্য্যটন করিতে করিতে অন্নজলাভাবে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অতিকষ্টে বহুদিন যাপন করিলেন। মহারাজকে এইরূপ ক্ষুধাকুল এবং পিপাসার্ত্ত জানিয়া একদিন রাজ্ঞী বিভাবরী বলিলেন,—মহারাজ! আমাকে সঙ্গে আনিয়াই আপনাকে এইরূপ দুরবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে, যেহেতু আপনি এই শ্বাপদাকীর্ণ ঘোর বনে আসিয়াছেন, এই অন্ন, জল এবং জনশূন্য বিশাল বনে আপনি আমাকে লইয়া কিরূপে থাকিবেন? আপনি এখনই ক্ষুধাপিপাসায় যেরূপ কাতর হইয়াছেন, তাহাতে আপনার মুখ ম্লান, মন খিন্ন, শরীর অবসন্ন এবং অতীব কৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার কিন্তু এখনও আপনার ন্যায় ক্লেশ বোধ হইতেছে না। হায়! হায়! কি মন্দভাগ্য! যিনি সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রী মহারাজা তাঁহার কিনা হিংস্রজন্তুপূর্ণ নির্জ্জনবনে বাস! যাহার অন্নে ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বলোক পালিত, তিনি আজ অন্নের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন! মহারাজ! আপনি এমন বিপুল রাজৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও পুণ্যধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল কামসেবাতেই বৃথা কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সংসারে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম এবং অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল

মাত্র কামই উপভোগ করে, সে আপনার ন্যায় এইরূপ দুঃখার্ত্ত হইয়া ঘোর বিপদে পতিত হইয়া থাকে। মহিষীর এইরূপ যুক্তিপূর্ণ সোপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাকুল রাজা কোনও প্রত্যুক্তি করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি তখন নিজের অপরাধ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর রাজা ও রাণী ক্রমে ক্রমে বন পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধা এবং পিপাসায় অত্যধিক কাতর হইয়া একদিন শালঙ্কায়ননামক মুনির আশ্রমে অতিথি হইলেন। তথায় সেই মুনিকর্ত্তৃক যথাবিধি আতিথ্যসৎকারাদিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া একরাত্রি থাকিয়া পুনরায় সেই বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মন্দভাগ্যের দুরদৃষ্ট, প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিনিয়তই সঙ্গের সহচর! এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে দিন তাঁহারা একবিন্দু জল ও পাইলেন না। ইহা কিছু অসম্ভব নয়; স্বস্বকর্ম্মের ফল ভোগব্যতীত শেষ হয় না। মন্দকর্ম্মের দুঃখফলে দুর্ভোগের নিদারুণযন্ত্রণায় অস্থিরচিত্ত পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি অপরিমেয় জলরাশিপরিপূর্ণ সমুদ্রগর্ভে যাইয়াও জল-পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে না? আর ইহাত জনশূন্য ঘোর অরণ্য! ক্রমে বদন শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল, মস্তক ঘূরিতে লাগিল, চক্ষুর্দ্বয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, আর এক পাদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না। তখন মহারাজ ভূরিদ্যুম্নের ভালমন্দবিবেচনাশক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইল, তিনি মনে করিলেন যে, পত্নীকে ভক্ষণ করিয়াই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন। পতিপ্রাণা সাধ্বী বিভাবরী তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আজ আর রক্ষা নাই, অদ্যকার ক্ষুধার জ্বালায় আপনার প্রাণরক্ষা কঠিন হইবে। এই আসন্ন ঘোর বিপদকালে আত্মসমর্পণ করিয়াও পতিকে রক্ষা করা সতীনারীর একমাত্র পরম ধর্ম্ম; অতএব অদ্য আপনি আমার দেহ-মাংস ভক্ষণ করিয়া আত্মরক্ষা করুন! আপনি আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিবেন না, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইবে না, কারণ স্ত্রীর ইহা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, আপদর্থে ধনরক্ষা করিবে এবং সেই রক্ষিত ধনদ্বারা পরিবারকে রক্ষা করিবে; কিন্তু আত্মাকে অর্থাৎ নিজকে পরিবার এবং ধন উভয় দ্বারাই রক্ষা করা উচিত। * তৎশ্রবণে সেই পাপাত্মা রাজা স্বকীয় সহধর্ম্মিণীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তাঁহাকে খড়্গদ্বারা হত্যা করিয়া তাঁহার মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময়ে উষ্ণনরশোণিতলোলুপ এক ঘোরাকৃতি ভীষণদর্শন সিংহ, বদন ব্যাদানপূর্ব্বক সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিবামাত্র প্রাণনাশভয়ে ভীত হইয়া তথা হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন; কিন্তু পাপপ্রবৃত্তির স্রোতঃপ্রবাহ হৃদয়ে একবার প্রবাহিত হইলে সহসা তাহার বিরাম হয় না, নানাবিধ অত্যুৎকট বাধা বিঘ্ন এবং অন্তরায় প্রাপ্ত হইলেও পাপস্রোত উত্তরোত্তর প্রবলতররূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পত্নীহন্তা দুর্ব্বুদ্ধি পাপিষ্ঠ নরপতি অনতিদূরে প্রান্তর মধ্যে ধান্যচ্ছেদনে রত এক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া খড়্গদ্বারা তাহাকেও হত্যা করিলেন। তাহার মাংসাদি ভক্ষণ করিতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, তাহার কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত ও নিকটে মৃগচর্ম্ম পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রাজা ক্ষোভে দুঃখে ব্রহ্মহত্যা ভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে ভূতলে পতিত হইয়া মনে মনে গ্লানি করিতে লাগিলেন। "হায়! হায়! আমি কি করিলাম! আমার এই সংসামান্য জীবন রক্ষার জন্য প্রথমে স্ত্রীহত্যা এবং পরে ব্রহ্মহত্যা পর্য্যন্ত করিলাম! এই ঘোরতর মহাপাপ হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই, আমি তুচ্ছ জীবনের লোভে প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা পত্নী এবং ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলাম! এক ব্রহ্মহত্যা পাপেই শত কল্প কাল নরক ভোগ করিতে হয়, তৎসঙ্গে আবার স্ত্রীহত্যা মহাপাপের অনিবার্য্য সংযোগ, আমার আর নিস্তার নাই; আমার এই মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমি এমনই কুলাঙ্গার যে, আমার এই মহাপাপের ফলভোগে আমার শত শত পুণ্যাত্মা পূর্ব্ব পুরুষগণও নিরয়গামী হইবেন! হায়! হায়! আমি কি করিলাম! এইরূপে বহু অনুশোচনার পরে অন্তঃকরণের আবেগ কিঞ্চিৎ পরিমাণ মন্দীভূত হইলে মহাপাপী রাজা ভূরিদ্যুম্ন সেই বনে ভ্রমণ

---

* आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान् रक्षेद्धनैरपि ।
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि ॥

করিতে করিতে পুনরায় সেই শালঙ্কায়ন মুনিবরের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদপ্রান্তে পতিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি বন্দনা করিয়া নিজের কৃতপাপকর্ম্মের কথা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ শালঙ্কায়ন তাহা শ্রবণ করিয়া মহাপাপীর সংসর্গ সর্ব্বথা পরিহার্য্য বিবেচনায় সক্রোধে বলিলেন, রে মূঢ়! তুমি অনতিবিলম্বে এই পুণ্যময় আশ্রম পরিত্যাগ কর! ক্ষণমাত্রও এই স্থানে থাকিয়া এইপবিত্র আশ্রম কলুষিত করিওনা। তুমি এখনই আশ্রম সীমা পরিত্যাগ কর! তখন রাজা ভূরিদ্যুম্ন নিজকৃত মহাপাপ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় অত্যন্ত কাতর প্রাণে বারবার মুনিবরের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "মুনিবর! আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? আমার কি এতাদৃশ মহাপাপ হইতে উদ্ধারের উপায় নাই?" দয়ার্দ্রহৃদয় মুনিশ্রেষ্ঠ শালঙ্কায়ন রাজার এইরূপ সনির্ব্বন্ধ কাতর প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া চিন্তাপূর্ব্বক বলিলেন,—"মহারাজ! যদি নিশ্চিতই এই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে প্রার্থনা কর, তবে অবিলম্বে "কাশীতীর্থে" গমন কর! মহামহিমময় সেই পুণ্যতম বিশ্বেশ্বররাজ্য কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তোমার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইবে এবং তোমার মনোরথও সফল হইবে, তুমি তোমার মনস্তুষ্টি এবং বিশ্বাস পরিপুষ্টির নিমিত্ত নিজের পরিধেয় বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তথায় গমন কর। সেই সর্ব্বপাপাপহারিণী তীর্থরাজী পুণ্যতমা কাশীতে গমন করিবামাত্রই তোমার পরিধেয় কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রকিরণসন্নিভ নির্ম্মল শুক্লবর্ণ হইলেই জানিতে পারিবে যে, তোমার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়াছে।" মহারাজ ভূরিদ্যুম্ন মুনিবর শালঙ্কায়নের উপদেশানুসারে স্বীয় পরিধেয়বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যথারীতি বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সপ্তাহ কালমধ্যে কাশীতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং কাশীতীর্থের উত্তরবাহিনী গঙ্গায় মণিকর্ণিকাঘাটে স্নান, তর্পণ এবং চক্রতীর্থে অবগাহনানন্তর স্নানাদি যথাশাস্ত্র সাঙ্গ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরিহিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র বাস্তবিকই সুনির্ম্মল শুক্ল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তখন মহারাজ ভূরিদ্যুম্ন নিজকে তীর্থ মাহাত্ম্যে পাপোন্মুক্ত জানিতে পারিয়া পরমানন্দ সহকারে কাশীশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা এবং কাশীশ্বর পিতা বিশ্বেশ্বরকে যথাবিধি দর্শন পূজাদি করিয়া বহুকাল কাশীতীর্থে বাসপূর্ব্বক পরিশেষে শিবোপদিষ্ট বাক্য পাইয়া নির্ব্বাণ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছিলেন।

হে তপোনিষ্ঠ মুনিগণ! কাশীতীর্থে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না। কাশীতীর্থের ভূমি, জল এবং অন্তরীক্ষাদি যে কোন স্থানে প্রাণত্যাগ হইলেও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে কাশী এইবর্ণদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক যে কোনস্থানে প্রাণত্যাগ হইলে তাহার নিত্যানন্দপূর্ণ সদাশিবের কৈলাসধামে বাস অবশ্যম্ভাবী। ( ক্রমশঃ )

# বৈশ্যধর্ম্মোন্নতি।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

র ফ্রেড্রিক নিকল্‌সন তাঁহার বক্তৃতায় একটি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে ভূমির উন্নতি মানবীয় উন্নতির তিত্তি স্বরূপ এবং উহার প্রথমে হওয়া উচিত। এ দেশে কৃষিবিদ্যার উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে জাপানের দৃষ্টান্ত অতীব মাননীয়। জাপানে শাস্ত্র আলোচনা অপেক্ষা কৃষিবিদ্যার আলোচনা অধিক আদরণীয় হইয়া থাকে। তথায় প্রায় ষড়্‌বিংশতি সহস্র বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিকবিজ্ঞানশিক্ষা দশাধিক বর্ষীয় সকল বালকের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এইরূপে শিক্ষিত বালকগণ পুনঃ কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় এক পরীক্ষার অধীন হইয়া থাকে। তথায় আরও এক শ্রেণীর সঞ্চারক পরীক্ষকবর্গ আছেন, তাঁহারা গ্রাম্য ভূমি এবং সাম্যরক্ষণ কেন্দ্র সমূহ পরীক্ষা করিয়া কৃষকগণের সভা সমিতি ও বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া এবং কিরূপে শস্য সম্পত্তি [illegible] হইতে পারে [illegible]

সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বেড়ান। এতদ্ব্যতীত কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত নবীন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহস্র সহস্র পুস্তক প্রচারিত ও প্রকাশ্য স্থানসমূহে সাধারণ প্রজার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। সার্ ফ্রেড্রিক নিকল্সন্ বলেন যে, একবর্ষমধ্যে অন্যূন ত্রিচত্বারিংশৎ সহস্র ( ৪৩০০০ ) পুস্তক এইরূপে প্রকাশিত হইয়া ছিল। জাপানীদের মধ্যে সহযোগিতা শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হইতেছে। তথায় ত্রয়োদশ সহস্র ( ১৩০০০ ) গ্রামের মধ্যে দ্বাদশ সহস্র ( ১২০০০ ) সহকারিণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সার্ ফ্রেড্রিক নিকল্সন্ উল্লিখিত বিষয়াবলীর সমালোচনা করত কৃষিনীতির উন্নতি বিধানের নিমিত্ত প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে সহকারিতা শক্তি ও কৃষি-বিদ্যাবিষয়ে প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয় তৎ সম্বন্ধে কতকগুলি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পুস্তক প্রচার, বক্তৃতা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা আদির দ্বারা কৃষিজ্ঞান বিস্তার উহাদের মধ্যে অন্যতম ইঙ্গিত।

সার্ ফ্রেড্রিক নিকলসনের বক্তৃতা সারগর্ভ উপদেশ-পূর্ণ। আমরা আশা করি যে, ভারতের শিক্ষিত সমাজ ভারত ও জাপানের তুলনা দ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইবে। বহুবাধা স্বত্বেও জাপান এবিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপানে কৃষির উন্নতি কেবল বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে যত সুবিধা ভারতে বর্ত্তমান এরূপ পৃথিবীর আর কোন স্থানেই নাই। এবং এই সমস্ত প্রাকৃতিক সুবিধা উন্নত বৈজ্ঞানিক শস্যোৎপাদনবিধির সহিত যদি কার্য্যে পরিণত করা হইত তাহা হইলে রত্নপ্রসূ ভারত শতগুণাধিক রত্ন প্রসব করিতেন এবং ভারতে কৃষিজীবিগণের মধ্যে দারিদ্র্যদুঃখের ছায়াও পরিদৃষ্ট হইত না ইহাতে আর সন্দেহ কি ? যে সমস্ত স্বদেশপ্রাণ, উন্নতচেতাগণ কৃষিজীবিগণের মধ্যে উক্ত বিদ্যার প্রচার করিতেছেন তঁহারা যে ভারতবাসীর অসীম কল্যাণ বিধান করিতেছেন তাহা কে না বলিবে ? এবং এই সমস্ত কর্ম্মবীরগণের মধ্যে সার ফ্রেড্রিক নিকলসন্ সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত এবং যদি ঐরূপ এক জন মহাশয় ব্যক্তি ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য সরল হৃদয়ে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিবিদ্যার উন্নতি সম্বন্ধে তাহার মত উদারচেতা ব্যক্তির সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য।

আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার উন্নতি যেরূপ হইতেছে, সেরূপ পৃথিবীতে আর কোথাও প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে আমেরিকার কৃষি উন্নতি সম্বন্ধীয় দুই একটি সংবাদ দেওয়া হইতেছে। আমেরিকা একটি প্রজাতন্ত্র মহারাজ্য। উহার অন্তর্গত ছোট ছোট অনেক রাজ্য আছে যাহারা প্রজাতন্ত্র ভাবে স্বাধীন। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ঐ সকল বিভিন্ন রাজ্যের সমষ্টি স্বরূপ। তথায় আওয়া ( Iowa ) নামক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য আছে. ঐ রাজ্যটি কৃষিপ্রধান। ঐ রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন লোক কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তথায় কলেজ ও পরীক্ষালয়ে এক হাজার একশত চল্লিশ একার ( এক একারে তিন বিঘা হয় ) ব্যাপী একটি কৃষিক্ষেত্র আছে। উহার মধ্যে একশত পঞ্চাশ একার জমি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট স্থানে শিক্ষাদি প্রদান করা হইয়া থাকে। আটশত চল্লিশ একার জমি এক সঙ্গে আছে এবং গৃহপালিত পশুগণের রক্ষণের জন্য ও দুগ্ধ, নবনীতাদি প্রস্তুত করিবার জন্য উহার দক্ষিণে দুই শত একার জমি আছে। তথায় এক হাজার আটশত বালক চার বৎসর আওয়ার কলেজে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া থাকে এবং আটশত যুবক কার্য্য ব্যবস্থার উন্নতি বিধা-নের জন্য দুই সপ্তাহ কাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কলেজের বহির্ভাগে ( যাহাকে 'কলেজ এক্‌ষ্টেন্‌সন বলা হয় ) অতি উত্তম কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিন লক্ষ নরনারী প্রকাশ্য সভায় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ কৃষিবিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় সমূহ ঐ দেশের অনেক স্থানে আছে। এই একটি উদাহরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য জাতি কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে। অথচ যে ভারত

বাসীর অস্তিত্ব কেবল কৃষি উন্নতির উপরই নির্ভর করে, যে ভারতবর্ষের জমি পৃথিবীর মধ্যে সকল অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরতা সম্পন্ন, যে দেশে সর্ব্বদা ছয়ঋতু বর্ত্তমান থাকিয়া সমানভাবে প্রকৃতির পুষ্টি সাধন করিতেছে, যে দেশে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অতি অল্পব্যয়ে শ্রমজীবী মনুষ্য পাওয়া যায় এবং যে দেশ কৃষিপ্রধান হইলেও পূর্ব্বোক্ত সকল সুবিধা থাকিতেও অধুনা দুর্ভিক্ষের আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে, সে দেশে কৃষিবিদ্যার উন্নতি কত আবশ্যক তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

ভারতের হিতেচ্ছুমাত্রেরই এখন কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা কায়মন অর্থদ্বারা যথাসাধ্য গোজাতির উন্নতি, কৃষিবিদ্যার উন্নতি এবং শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যত্ন করিবেন।

## মহামণ্ডলের উপযোগিতা।

**ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে॥**

( ইতিবেদব্যাসঃ )

গবান্ ব্যাসদেবের উল্লিখিত বচন দ্বারা এইরূপ সিদ্ধ হয় যে, কলিযুগে সঙ্ঘশক্তি-দ্বারা অর্থাৎ সমবেত শক্তিদ্বারা সকল-প্রকার বৃহৎবৃহৎ কার্য্যই হইতে পারিবে এবং বর্ত্তমানসময়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যেই উক্ত শাস্ত্রীয় বচনের সত্যতা উপলব্ধি করা যাইতেছে। কি আমেরিকা, কি ইউরোপ এবং কি এসিয়া সকল দেশের সকল জাতিই যে কোন উন্নতি করিতেছেন, সেই সকল প্রকার উন্নতিরই প্রধান কারণ এক সঙ্ঘশক্তি। সুতরাং হিন্দুজাতির উন্নতি ও এখন একমাত্র সার্ব্বজনিক সমবেত শক্তি স্থাপনেই হইবে।

কোন মনুষ্য অধিক পরিশ্রম করিলে, তাহার শরীরে আলস্য এবং প্রমাদের উদয় স্বভাবতই হইয়া থাকে। যে হিন্দু জাতি অনাদিকাল হইতে পৃথিবীতে জীবিত রহিয়াছে, কোনসময়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভকরার পরে সেই হিন্দুজাতি উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বর্ত্তমান সময়ে প্রমাদ এবং আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। ভগবান্ নিজের শ্রেষ্ঠ পুত্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বজাতির মধ্যে উদারতম ব্রিটিশ জাতিকে রক্ষকরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বরের আদেশের প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক হিন্দুজাতির সম্প্রতি কর্ত্তব্য এইযে, সর্ব্ববিধ বহিৰ্বিষয় সমুদয়ের ভার কৃতজ্ঞতাস্বীকারপূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া হিন্দু জাতি যদি নিজে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, বিদ্যাসম্বন্ধীয়, সমাজসম্বন্ধীয়, শিল্পবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় এবং কৃষি-বাণিজ্যসম্বন্ধীয় উন্নতিবিধান করিতে যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম, বিদ্যা এবং সমাজের উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক সার্ব্বজনিক সভা স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে উপযোগী এবং হিতকর। রাজনীতিক কার্য্যে মনোনিবিষ্ট না করিয়া যদি হিন্দুপ্রজাবৃন্দ পূর্ব্বোক্ত উন্নতি সকলের জন্য সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করিতে পারেন, তাহা-হইলে সমস্ত বাধাবিপত্তিরহিত ক্রমোন্নতি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা।

মানবজাতি মাত্রেরই উন্নতি একই নিয়মে হয় না, পৃথিবীতে অন্যজাতির উন্নতি করা এবং হিন্দুজাতির উন্নতি করায় অনেক প্রভেদ ও বিশেষত্ব আছে। যে জাতির কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাচীন দৃঢ় সংস্কার নাই, সে জাতি যে প্রকার ইচ্ছা করে, সেইপ্রকারই উন্নতি করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যে জাতি প্রাচীনসংস্কারে আবদ্ধ, সে জাতির তমোময়ী নিদ্রাকে নষ্ট করিয়া তাহাকে উন্নতির সোপানে আরোহণ করাইতে হইলে প্রাচীন সংস্কার অনুসারেই তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। যে মানব যে ভূমিতে পতিত হয়, সে সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই উত্থিত হইতে পারে। সুতরাং যে আর্য্যপ্রজাবৃন্দের প্রতিরোমে ধর্ম্মসংস্কার ওতপ্রোত রহিয়াছে, সেই প্রজাসকলকে ধর্ম্মের আশ্রয়েই

উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষব্যাপী এক সার্ব্বজনিক ধর্ম্মমহামণ্ডল স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারা হিন্দু জাতির ধর্ম্মোন্নতি, বিদ্যোন্নতি, সমাজোন্নতি প্রভৃতি করা শ্রেয়স্কর।

এখন এইপ্রশ্ন হইতে পারে যে, হিন্দুজাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায় ও বহু পন্থ্ আছে, সুতরাং সার্ব্বজনিক ধর্ম্মোন্নতি কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই অকাট্য সিদ্ধান্ত যে, সনাতন ধর্ম্ম সমস্তপৃথিবীর সর্ব্ব সম্প্রদায়, সকল পন্থ্ এবং সর্ব্ববিধ উপধর্ম্মের পিতার স্বরূপ, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ কহিয়াছেন যে,

"ধর্ম্মংযো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃকুধর্ম্মতৎ।
অবিরোধী তু যোধর্ম্মঃ সধর্ম্মোমুনিপুঙ্গব! ॥"

অর্থাৎ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বাধা জন্মায়, তাহা সদ্ধর্ম্ম নহে কুধর্ম্ম, আর যে ধর্ম্ম সকলধর্ম্মের অবিরুদ্ধ সেই ধর্ম্মই সদ্ধর্ম্ম হইয়া থাকে। সুতরাং এইপ্রকার উদারতাপূর্ণ সনাতনধর্ম্মই পিতৃস্থানীয় হইবার উপযুক্ত। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃসধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ যাহা হইতে জীবগণের ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক উন্নতি এবং অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই পৃথিবী মধ্যে, ঈশাই, ইসলাম, বৌদ্ধ আদি যতপ্রকার ধর্ম্মমার্গ আছে, সনাতনধর্ম্মের উল্লিখিত পরমোদার লক্ষণের নিকটে সকলকেই মস্তক নত করিতে হইবে। সাধারণ ধর্ম্মলক্ষণবিচারে সনাতন ধর্ম্মই শ্রীভগবানের ন্যায় সর্ব্বজীবহিতকারী। তবে যাহা কিছু পারস্পরিক বিরোধ তাহা কেবল বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে হইয়া থাকে। যেমন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম গৃহস্থ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, স্ত্রীর ধর্ম্মের সহিত পুরুষধর্ম্ম সামঞ্জস্য হয় না, রাজার ধর্ম্ম প্রজার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র হয়। সেইরূপ ব্রাহ্মণবর্ণের সদাচার শূদ্র বর্ণের সদাচারের সহিত একরূপ হইতে পারে না, আর্য্যসদাচার এবং অনার্য্যসদাচারে বিশেষ পার্থক্য আছে। সুতরাং যদি সাধারণ ধর্ম্মের প্রচার করা যায় এবং সম্প্রদায় সকলের ও পন্থসমূহের স্ব স্ব বিশেষধর্ম্মানুসারে আপনার উন্নতি আপনি করিবার প্রবৃত্তি দেওয়া যায়। তবে কখনও হিন্দু জাতির উন্নতিকর্ম্মে বাধা জন্মিতে পারিবেনা।

এই প্রকার উপরিলিখিত সিদ্ধান্তানুসারে ভারতবর্ষে একটি সার্ব্বজনিক হিন্দু বিরাটসভা স্থাপন করিবার ইচ্ছা পরমপূজ্যপাদ শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দ জীর মনে উদিত হইয়াছিল। তদনন্তর সেই সময়ে যে যে ধর্ম্মসভা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মিলনে এবং হিন্দু ধর্ম্মাচার্য্য, রাজা, মহারাজা ও হিন্দুসমাজনেতৃবর্গের সহায়তায় বর্ত্তমান শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। এই বিরাট ধর্ম্মমহামণ্ডলের স্থাপন কার্য্যে যে প্রকার জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ যথাযোগ্য লোক সংগ্রহ এবং দ্রব্যশক্তি বা ধনবলের আবশ্যক হয়, সেই সকল প্রকারের যথাযুক্ত নিয়ম শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের নিয়মাবলীতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর উত্তম প্রকারে লোকসংগ্রহ এবং ধন সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্য, রাজা, সংস্কৃতাধ্যাপক, সমাজের নেতৃবৃন্দ, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, স্ত্রী, পুরুষ এবং সাধারণ হিন্দু প্রজা সকলেই এই বিরাট ধর্ম্ম সভার সভ্য হইতে পারেন। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তেই ইহার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখন হিন্দু নরনারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করুন! এবং ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সমাজোন্নতিকরী সভা, সাহিত্যোন্নতিকরী সভা, বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী পুস্তকালয়, মঠ, মন্দির এবং অন্নসত্রাদি ধর্ম্মালয় সমূহের কর্ত্তব্য যে, এই বিরাট মহামণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হইয়া দেশের স্বজাতীয় এবং স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধন করুন!

# ধর্ম্মপ্রচার।

আজ কাল এই বিস্তৃত পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম্মের প্রচারের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মের নাম শুনা যাইতেছে। পরন্তু স্বকীয় বৈদিক ধর্ম্মের কেবল 'ধর্ম্ম' ভিন্ন অন্য নাম নাই। যদ্যপি বর্ত্তমান কালের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, বৈদিকধর্ম্ম ইত্যাদি ইহার বিবিধ নাম কল্পিত হইয়াছে, তথাপি এই ধর্ম্মের প্রধান আশ্রয় স্বরূপ বেদ, উপবেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস এবং তন্ত্র আদি কোন স্থানেই 'ধর্ম্ম' ভিন্ন স্বতন্ত্র অন্য কোন নাম দেখা যায় না। সর্ব্বব্যাপক, ঈশ্বর-সদৃশ সার্ব্বভৌমদৃষ্টি, উদারতা এবং শান্তিগুণ-যুক্ত এই ধর্ম্মের নিমিত্ত কেবল 'ধর্ম্ম' শব্দই উপযোগী। পৃথিবীতে অন্যান্য যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত, তাহাদের প্রবর্ত্তক মহাশয়গণ নিজ নিজ ধর্ম্মমার্গকে কতিপয় নিয়মের অধীন করত এরূপ স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত ধর্ম্মমার্গ ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই এবং যদি জীবের মুক্তি হয়ত ঐ নিয়মিত ধর্ম্ম দ্বারাই হইবে! অতএব নবীন ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্বীয় ধর্ম্মমার্গকে যখন বিশেষ বিশেষ নিয়মের অধীন করিলেন, তখন ঐ বিশেষতা প্রতিপাদনার্থ বিশেষ বিশেষ নামকরণও হওয়া উচিত। পরন্তু সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ এরূপ সঙ্কোচিত অথবা ইহার দৃষ্টি এরূপ একদেশী নহে। পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ ধর্ম্মনির্ণয় করিবার সময়, ধর্ম্ম শব্দের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, যে ঐশ্বরিক নিয়ম এই সৃষ্টিক্রিয়াকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নাম ধর্ম্ম। * অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ যে ক্রম আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত, ঐ ক্রমকে যে ঐশীনিয়ম ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহার নাম ধর্ম্ম। বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইবে, জীবও এই নিয়মের অধীন অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি স্থিতি এবং লয় অথবা মোক্ষ ত্রিগুণের ভেদানুসারেই হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ 'ধারণকর্ত্তা' এবং নিরুক্তগত অর্থ 'ধারণ যোগ্য নিয়ম,' হওয়াতে ধর্ম্মশব্দের ভাবার্থ 'ধারণ করিবার উপযুক্ত নিয়ম' ইহাই সিদ্ধ হইবে। এবং এই ধর্ম্মশব্দের ভাবার্থ জীবকর্ম্মোন্নতির সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইলে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের যাবতীয় কর্ম্ম ঐ ধর্ম্মাধিকারের অন্তর্গত হইবে। যেরূপ সৃষ্টির যাবন্মাত্র পদার্থ ধর্ম্মের অধীন, ঐরূপ মনুষ্যও ধর্ম্মাধীন হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

দুই প্রকার ক্রিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যথা জড়ক্রিয়া এবং চেতনক্রিয়া। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় কোন ক্রিয়া সংসারে দৃষ্টিগোচর হয় না। চেতন ক্রিয়া, বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর রাজ্য এবং জড়ক্রিয়া, অবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বরবিমুখ রাজ্য। জড়রাজ্যের সম্পূর্ণ অধিকার প্রস্তরাদি স্থাবর পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যেতর সমস্ত জীবে বিদ্যমান। কারণ মনুষ্যভিন্ন অন্য সমস্ত জীবই প্রকৃতির অধীন এবং উহাদের অন্তঃকরণে জড়ত্বের পূর্ণপ্রভাব থাকায়, প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কাজই উহারা করিতে পারে না। পরন্তু মনুষ্যযোনির অধিকার চেতনরাজ্যে এবং কেবল মনুষ্যই এই রাজ্যে ভ্রমণ করিবার উপযুক্ত। এই হেতু মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধির উপর আধিপত্য স্থাপন করত, তৎ সাহায্যে যথাশক্তি নবীন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা উন্নত অথবা অবনতও হইতে পারে। উন্নত জ্ঞানাধিকারহেতু মনুষ্য পুরুষার্থবলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক মুক্তও হইতে পারে, অথবা হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়রাজ্যে পুনঃ পতিত হইতে পারে। মনুষ্যকে যেরূপ চেতন রাজ্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেরূপ উহার সঙ্গে দায়িত্বও দেওয়া হইয়াছে। চতুরশীতিলক্ষ যোনির মধ্যে একমাত্র মনুষ্য ভিন্ন অন্য সমস্ত জীবে তমাংশ অধিক হওয়ায় ইহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের অধিকারী হইতে পারে না। উক্ত যোনি-

* या बिभर्त्ति जगत्सर्व्वमीश्वरेच्छा ह्यलौकिकी ।
सैव धर्म्मो हि सुभगे नेह कश्चन संशयः ॥
धारणाद्धर्म्ममित्याहुर्धर्म्मो धारयते प्रजाः ।
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म्म इति निश्चयः ॥
( इति भगवान् वेदव्यासः )

येनेमद्धार्य्यते स धर्म्म इति भन्तिवर्य्येनेऽपि ।

সমূহে সৃষ্টি ক্রিয়ার অবিরুদ্ধ নিয়মের অধীন হইয়া জীব ক্রমশঃ উন্নত যোনি প্রাপ্তি পূর্ব্বক অবশেষে মনুষ্য যোনিতে আসিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের অধিকারী হইয়া থাকে। এবং এই যোনিই জীবকে মুক্তিপদের সন্নিহিত করিয়া থাকে। প্রবলতরঙ্গে নিপতিত মনুষ্যকে যেরূপ নদী একেবারে জলের উপর উঠাইয়াই দিয়া থাকে, কিন্তু সে সময় বুদ্ধিমত্তার সহিত পুরুষার্থ না করিলে তাহার তীরে পৌছান অসম্ভব হইয়া উঠে. সেইরূপ সৃষ্টিপ্রবাহ-পতিত জীবকে প্রকৃতিমাতা কৃপাপরবশ হইয়া একেবারে চেতনপ্রধান মনুষ্য যোনিতে পৌছাইয়া দিয়া থাকেন. কিন্তু এখানে আসিয়া ধর্ম্মাধিকারী মনুষ্যের স্বকীয় পুরুষার্থ সহযোগে মুক্ত হওয়া বা না হওয়া তাহারই অধীন। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া শাস্ত্র-কর্ত্তাগণ স্থির করিয়াছেন যে. যে সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য অবাধে উন্নতি লাভ করত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম এবং যে সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য পথমধ্যে বাধা প্রাপ্ত হয় অথবা বন্ধনাধিক্য হেতু নিম্নগামী হয়, তাহার নাম অধর্ম্ম। * সত্বগুণ বৃদ্ধিদ্বারা মনুষ্যের মুক্তিমার্গ ক্রমশঃ সরল হইয়া যায়. এই হেতু সত্ববৃদ্ধিকর কর্ম্ম. ধর্ম্ম; এবং তমোগুণ দ্বারা মনুষ্য অধিক বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তমোগুণ বর্দ্ধক কর্ম্ম অধর্ম্ম। † স্বকীয় শাস্ত্রবিচারানুসারে মানবকৃত সমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্তর্গত; এই নিমিত্ত আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে মনুষ্যের ভোজন, পান, শয়ন, উত্থান, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজ নিজ ধর্ম্মকে কতিপয় নিয়মের অধীন করিয়াছেন অর্থাৎ উক্ত ধর্ম্ম সমূহ নির্নীত নিয়মাবলী দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং তদতিরিক্ত সমস্ত উত্তম বিষয়ের সহিত ঐ সকল ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্ম এরূপ নহে। কারণ স্বীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীস্থ যাবন্মাত্র পদার্থ এবং জীবের যাবন্মাত্র কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধের বহিভূর্ত নহে। মনুষ্যের সমুদয় ঐহলৌকিক অভ্যুদয়, ঐশ্বর্য্য সুখাদিপ্রাপ্তি এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখলাভ সমস্তই ধর্ম্মসাধনের অন্তর্গত এবং নিঃশ্রেয়স ইহার চরম লক্ষ্য। * বৈদিক ধর্ম্মের দৃষ্টি এরূপ উদার এবং মহান্ হওয়ায় ইহা অন্য কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারেনা। ক্ষুদ্রবুদ্ধি অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী ইহার নিন্দা করিলেও, পিতা যেরূপ বালকের মিথ্যাক্রীড়া দ্বারা সন্তুষ্টই হইয়া থাকেন, সেইরূপ অনাদিসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম ঐ সমস্ত কটূক্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সকলের মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকেন। ধর্ম্মনির্ণয় এবং ধর্ম্মশব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ বিচার করিবার সময় ধার্ম্মিক মাত্রেরই ধর্ম্মের এই মূল ভিত্তির উপর স্থিত হওয়া উচিত। সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্ম নির্ণয় কালে যদি বেদোক্ত এই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত বিস্মৃত না হন, তাহা হইলে কদাপি বিচলিত অথবা অবনত হইবেন না এবং সর্ব্বদা উন্নতি পদবীতেই অধিরোহণ করতঃ পার্থিব সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণের কল্যাণ সাধন করিবেন। যেখানে নাম সেখানেই অহঙ্কার, যেখানে বিশেষ সংজ্ঞারূপ নাম সেখানেই ভাব বিশেষতা, যেখানে সংজ্ঞাভেদ সেখানেই লঘুতা গুরুতা, যেখানে নাম সেখানেই সার্ব্বভৌম দৃষ্টির অভাব হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আর্য্যসনাতনধর্ম্ম কেবল 'ধর্ম্ম' নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য। সংজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্ত এই ধর্ম্মমার্গের সনাতন-ধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, বৈদিকধর্ম্ম ইত্যাদি যাহা কিছু নামই দেওয়া হউক, পরন্তু সর্ব্বব্যাপক, সমদর্শী, অনাদ্যনন্ত, মহান্ এবং সর্ব্বজীবহিতকর এই অপৌরুষেয় ধর্ম্মমার্গের কেবল 'ধর্ম্ম' নামই হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায়

---

* प्राप्नुवन्ति यतः स्वर्गमोक्षौ धर्म्मपरायणाः ।
मानवा मुनिभिर्नूनं स धर्म्म इति कथ्यते ॥
(इति भगवान् वेदव्यासः)

† सत्त्ववृद्धिकरो योऽत्र पुरुषार्थोऽस्ति केवलः ।
धर्म्मशालि ! स एवाहुर्धर्म्मं केचिन्महर्षयः ॥
(इति भगवान् वेदव्यासः)

* यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म्मः ।
(इति वैशेषिकदर्शनम्)

ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে কাল প্রভাবে ন্যূনতাব লম্বন করতঃ ধর্ম্মের একপাদই অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। মহাভারতীয় ঘোর যুদ্ধের পশ্চাৎই অর্থাৎ প্রায় পাঁচ সহস্র বর্ষ হইল কলির আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্ম্মের একপাদ-শেষতা হেতুই ধর্ম্মের আদিক্ষেত্র ভারতে এই পাঁচ সহস্র বৎসরের মধ্যে অনন্ত ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। ভারত-শ্মশানকারী মহাভারতীয় মহাযুদ্ধ এবং তদনন্তর নানা রাজ বিপ্লব, বৌদ্ধ বিপ্লব, যবন বিপ্লব ইত্যাদি বিপত্তি দ্বারা মনুষ্যবুদ্ধি বৈপরীত্যযুক্ত হওয়াতেই ভারতবর্ষে এরূপ বিভিন্ন মত সমূহের প্রচার এবং তৎসহায়তায় সমগ্র ভূমণ্ডলে নব নব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্মের চতুষ্পাদের অস্তিত্ব সময়েই মনুষ্যগণ ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ মুক্তিকে প্রধান লক্ষ্যভূত করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিত। শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মপাদসমূহ সঙ্কুচিত হইতে হইতে অবশেষে যখন একপাদমাত্র রহিয়া গেল, তখনই মন্দমতি মানব, ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বিস্মৃত এবং বহির্লক্ষ্য-পরায়ণ হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় বর্দ্ধনার্থ বিবিধ ধর্ম্মমতের সৃষ্টি করিল। ধর্ম্মের পাদমাত্র শেষতা হেতুই, যেরূপ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি স্বকীয় বুদ্ধি ভ্রষ্টতা বশতঃ অন্য সমস্ত মনুষ্যকে বাতুল মনে করিয়া হাসিয়া থাকে, সেইরূপ সম্প্রদায়-পক্ষপাতিগণ নিজ সম্প্রদায়কেই ধর্ম্মরূপ মনে করিয়া অন্য সকলকে অধর্ম্মের লাঞ্ছনা দিয়া থাকে। বর্ত্তমান কলিকালে ধর্ম্মের বড়ই ন্যূনতা হইয়া গিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও শাস্ত্রে বিস্তর পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিরাশ হইয়াছেন এবং বিচার করিতেছেন যে, কালমাহাত্ম্যহেতু যখন ধর্ম্মের একপাদমাত্রই অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, তখন এ যুগে আর ধর্ম্মের পূর্ণতা প্রাপ্তি হইতেই পারেনা।

সত্যযুগে ধর্ম্ম চারপাদ ছিল এবং কলিযুগে একপাদমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, পূর্ণ ধর্ম্মের অধিকারী সত্যযুগেই হইতে পারিত এবং এ যুগে পারেনা। তাৎপর্য্য এই যে সত্যযুগে যেরূপ ধর্ম্ম পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল, কলিযুগেও সেই ভাবেই বিদ্যমান আছে, ধর্ম্মের স্বরূপে কিছু ভিন্নতা হয় নাই, কেবল সত্যযুগে ধর্ম্মের গভীরতা ছিল এবং কলিযুগে উহার ন্যূনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঁচসহস্রঘটজলপূর্ণ কূপে অনেক মনুষ্য ডুবিতে পারে, কিন্তু ঐ জল বিস্তৃত স্থানে ব্যাপ্ত হইলে পিপীলিকাও ডুবিতে পারেনা। সেইরূপ সত্যযুগে ধর্ম্ম যেখানে যেখানে ছিল, পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল এবং এখন ধর্ম্মের গভীরতা নাশ হওয়ায় সমস্ত জীবের পূর্ণ কল্যাণ বিধান অসম্ভব। কূপের জলে গভীরতা ছিল কিন্তু বিস্তার ছিলনা এবং ভূমিসিঞ্চিত ঐ জলে বিস্তার বৃদ্ধি হেতু গভীরতার নাশ হইল; জলের পরিমাণ একই রহিল কেবল গভীরতা নাশ হওয়ায় জলের কার্য্য শক্তিতে পরিবর্ত্তন হইল। ধর্ম্মের যে ধর্ম্মত্ব শক্তির বিকাশ সত্যযুগে হইত, ধর্ম্মত্ব শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও উহার ওরূপ বিকাশ অধুনা প্রায়ই দেখা যায় না, তবে উহার বিস্তৃত রূপ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, যত প্রকার ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মের সংস্থাপন, সংস্কার অথবা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভূত যথা জ্ঞানী, সাধক এবং পণ্ডিত। জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা ধর্ম্মের বহিঃসাধন হইতে অন্তর্লক্ষ্য পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর করত যে সমস্ত মহাপুরুষ সকলসময় ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ভাবেরই প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা 'জ্ঞানী' ধর্ম্মপ্রচারক যথা—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, ভগবান্ বেদব্যাস এবং পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণ। জ্ঞানী ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে বিশেষতা এই যে, জ্ঞানের পূর্ণবিকাশহেতু উহাঁদের উপদেশ সর্ব্বসম্প্রদায় এবং ঐ সকল ধর্ম্মমার্গেরই হিতকারী হইয়া থাকে এবং ঐ সকল উপদেশের পালনদ্বারা সকল প্রকার অধিকারীও কল্যাণ ভাজন হইতে পারে। যে সমস্ত মহাপুরুষ সাধনবলে ভগবানের অনন্ত ভাবরাজ্যের কোন কোন স্থানে বিচরণ করত স্বকীয় ভাবের উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের ঐ পৃথক্ অংশের উদ্ধার করিয়া থাকেন তাঁহারা 'সাধক' ধর্ম্মপ্রচারক। বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত আদি আধুনিক সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের উদ্ধার এবং তৎসহ বহুজীবের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। পরন্তু ইঁহাদের উপ-

দেশ মধ্যে ন্যূনতা এরূপ থাকে যে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ভাবের সঙ্কোচ হইয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ একদেশী ভাব যুক্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত মহাশয়গণ ত্রিকালদর্শী জ্ঞানী অথবা ভাবগ্রাহী সাধক নহেন কিন্তু কেবল বিদ্যাবলেই শাস্ত্রকথিত ধর্ম্মের প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহারা 'পণ্ডিত' ধর্ম্ম প্রচারক। পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারকদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় যথা উত্তম, মধ্যম এবং অধম। যে পণ্ডিতগণ কেবল তীক্ষ্ণ-ধার কৃপাণ-সদৃশ স্বকীয় প্রবল তর্ক ও যুক্তি দ্বারা অন্য ধর্ম্মমত সমূহের খণ্ডন করিয়া থাকেন কিন্তু জীবকল্যাণার্থ কোন শ্রেষ্ঠ পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, তাঁহারা 'অধম' পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারক। যে সমস্ত বিদ্বান্ স্বীয় ন্যায়পূর্ণ যুক্তি দ্বারা অন্য মত খণ্ডন করত নিজ মতাবলম্বী করেন, তাঁহারা 'মধ্যম' পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারক এবং যে সমস্ত মহানুভাব শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সমূহের প্রবৃত্তি খণ্ডনের দিকে নহে, পরন্তু যাঁহারা যাহাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মনুষ্যই সর্ব্বজীবহিতকারী শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে সেই নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তাঁহারা 'উত্তম' পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারক। এই তিন শ্রেণীর পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারককের মধ্যে এবং অধম পণ্ডিত, ধর্ম্মরাজ্য হইতে দুষ্ট প্রজাগণকে নির্ব্বাসিত করত ধর্ম্মরাজ্যকে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত করিয়া ফেলেন, মধ্যম পণ্ডিত, ধর্ম্মরাজ্য হইতে নিকৃষ্টপ্রজা বাহির করিয়া উৎকৃষ্ট প্রজাগণের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং উত্তম পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারক, স্বকীয় সর্ব্বজীবহিতকারিণী বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম্মরাজ্যস্থ উত্তম প্রজাগণের উপর উত্তম কর্ম্ম এবং অধম প্রজাগণের উপর অধম কর্ম্ম অর্পণ করত রাজ্যে শান্তি বিস্তার করিয়া থাকেন। অধম প্রচারকদ্বারা নাস্তিকতা, অশান্তি এবং অধর্ম্ম বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে। মধ্যম প্রচারক দ্বারা দাম্ভিকতা এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধি ভয় থাকে, কারণ এই সমস্ত প্রচারক প্রায়ই কোন না কোন সাধক প্রচারক মতাবলম্বী হইয়া থাকেন। এবং উত্তম প্রচারকগণ দ্বারা ধর্ম্মভূমিতে সুফল উৎপন্ন হইবার আশা থাকে, কারণ ইঁহাদের উপদেশ জ্ঞানী ধর্ম্ম প্রচারক মহর্ষিগণের মতানুযায়ী হইয়া থাকে। অধম প্রচারকগণ নরক, মধ্যম প্রচারকগণ স্বর্গ এবং উত্তম প্রচারকগণ মুক্তি মার্গের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

জ্ঞানী ধর্ম্ম প্রচারকগণের বিষয়েও কিছু বলিবারও আবশ্যক নাই, কারণ উহাঁদের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা নিবন্ধন উহাঁরা ত্রিকালদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। আজকাল গৃহত্যাগী, সংসার-বিরাগী সাধুগণের মধ্যে কোথাও কোথাও এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেখানে উহাঁদের গমন হয় তথাকার সকল প্রকার জীবের কল্যাণ হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যেরূপ সাধক ধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রকটিত হইয়া জীবকল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, এরূপ শ্রেষ্ঠ অধিকারীও সকল সময় দুর্লভ, তথাপি সাধনরাজ্যে সাধক ধর্ম্মপ্রচারকগণ কখনও কখনও দর্শন দিয়া থাকেন। ইহাঁরা ভগবদ্ভাবরাজ্যের প্রকাশক হইয়া থাকেন, এবং ইহাঁদের উপদেশ একদেশী হইলেও অসত্য অথবা ভ্রমজনক হয় না। পণ্ডিত ধর্ম্মপ্রচারকগণের বুদ্ধি যোগযুক্ত না হওয়ায় সর্ব্বদর্শী হয় না এবং সাধনযুক্ত না হওয়ায় ভগবদ্ভাবগ্রাহীও হইতে পারেনা। কেবল শাস্ত্রই ইহাঁদের অবলম্বন এবং যাহা কিছু ইহাঁরা বলিয়া থাকেন, তাহা শাস্ত্র হইতেই বলিয়া থাকেন; কিন্তু বুদ্ধির দোষে শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান বিষয়ে পার্থক্য হইয়া থাকে। বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী। সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ নিরূপণ করিতে পারেন। পরন্তু রাজসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অহঙ্কারাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্রের অর্থ কখনও কখনও নিজমতের অনুকূল করিয়া লয়েন এবং তামসিক বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যেরত কথাই নাই। (ক্রমশঃ)

# হিমালয়ের দৃশ্য।

জগজ্জননী মহাদেবী প্রকৃতিমাতার পিতা হিমালয়, এই জন্য হিমালয় এ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ এবং গিরিরাজনামে প্রসিদ্ধ হিমালয়ের ন্যায় দ্বিতীয় পর্ব্বত আর নাই। সর্ব্বদেবের লীলা স্থান, সর্ব্বদেবীর বিহার ক্ষেত্র, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, অপ্সরাদিগের প্রমোদ স্থান এবং যোগীন্দ্র মুনিগণের তপস্যা করিবার নিভৃত কক্ষ হিমালয়। সর্ব্ববিধ রত্নরাজির অদ্বিতীয় ভাণ্ডার হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চমৎকার। ছয় ঋতুর সর্ব্বদা সমাবেশে হিমালয়ের গৌরব অতুলনীয়। নিম্নোদ্ধৃত দৃশ্য হিমালয়ের অন্তর্গত একটী সরোবরের, আমরা হিমালয়ের অনেক অপূর্ব্ব দৃশ্য সময়ে সময়ে পাঠকগণকে উপহার দিব। (সম্পাদক।)

---
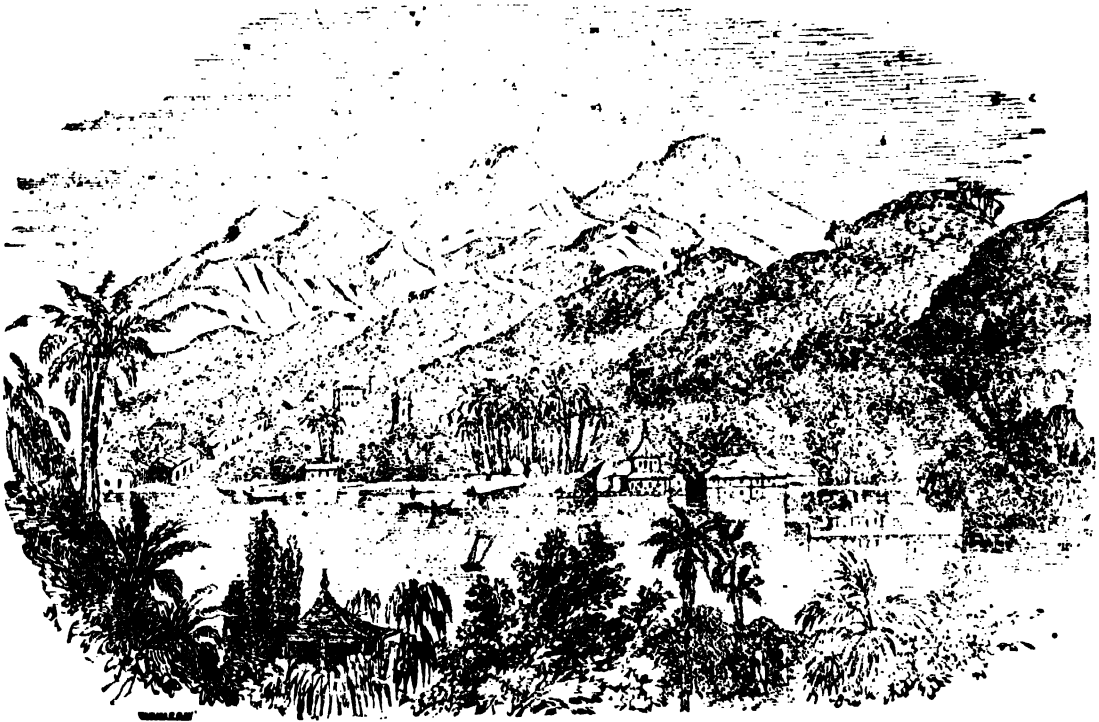
# গুরুধাম সংস্কার।

বঙ্গ দেশে সুপ্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের রাজ বংশের নাম কে না শুনিয়াছে। ভারতের প্রধান তীর্থ কাশীপুরীতে ঐ রাজ বংশের আদিপুরুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুরুধাম নামক একটি বিশাল দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। অষ্টদল পদ্মরূপে আটটি প্রকোষ্ঠ বেষ্টিত শ্রীগুরুদেবের দেব মন্দির এরূপ ভাবে আর ভারতের কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। উক্ত মন্দিরসংলগ্ন প্রায় চল্লিশ বিঘা বাগান ও বাটীআদি যাহা আছে,তাহা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলকে পূর্ব্বোক্ত রাজবংশের কুমারগণ দীর্ঘ কালের জন্য জমা (lease) দিয়াছেন। ঐ স্থান কাশী নগরের প্রান্তে এবং প্রসিদ্ধ দুর্গাবাটী যাইবার বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত। ঐ পবিত্র স্থানে শ্রীমহামণ্ডলের অনেকগুলি ধর্ম্ম কার্য্য করা হইবে।

নানাকারণবশতঃ এতদিন ঐ বিশাল বাগান বনাকীর্ণ হইয়াছিল এবং বাটী ঘরআদি বে মেরামত অবস্থায় পতনোন্মুখ হইয়াছিল। এখন ক্রমশঃ ঐ ধর্ম্ম স্থানের সংস্কার বিধিমত

হইতেছে। সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করত সুন্দর ফল ফুলের বৃক্ষাদি রোপিত হইতেছে। সম্মুখের বাগানের কাজ অনেক অগ্রসর হইয়াছে। কম্পাউণ্ডের চারিদিকের প্রাচীরও সাধারণতঃ মেরামত হইতেছে, বড় বাটীর ভিতরের মেরামত কার্য্য সমাধা হইয়াছে এবং ঐ বাটী দেব, ঋষি, পিতৃগণের বহুমূল্য সুন্দর ছবি দ্বারা সুশোভিত করা হইতেছে। এই বাটীতে আদর্শ পুস্তকালয় এবং শ্রীমহামণ্ডলধর্ম্মোপদেশক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। পুস্তকালয়ের জন্য ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থবিক্রেতাগণের মধ্যে অনেকে বহুবিধ গ্রন্থ বিনা মূল্যে পাঠাইতেছেন।

শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণীসভার সভ্যমহোদয়গণ এরূপ স্থির করিয়াছেন যে গুরুধামের প্রধান দ্বার সুন্দররূপে নূতন ধরণে প্রস্তুত করা হইবে। এরূপ চেষ্টা করা হইতেছে যাহাতে কোন সভ্য নিজব্যয়ে ঐ গেট্ প্রস্তুত করিয়া দেন। ঐ কার্য্যে দুই সহস্র টাকার অধিক ব্যয় পড়িবে। গেট্ লৌহময় ও অতি সুন্দর হইবে। উহাতে গুরুধামের নাম এবং শ্রীমহামণ্ডলের নাম খোদিত থাকিবে। এরূপ যত্ন হইতেছে যে ঐ দ্বারের পার্শ্বে একটি পোষ্টাফিস্ খোলা হয়। যখন মহামণ্ডলের কয়েক প্রকার কার্য্যবিভাগে মাসিক প্রায় তিনশত টাকার ষ্ট্যাম্প্ খরচ হইয়া থাকে, তখন একটি স্বতন্ত্র নিজনামের পোষ্টাফিস্ স্থাপিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আয়াসের আবশ্যকতা হইবে না।

শ্রীগুরুধামের নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক-সমিতিলিমিটেড্ নামক কোম্পানির প্রেস, বুকডিপো আদি কারখানা লইয়া আসা সম্বন্ধে উহার ডাইরেক্টরগণ মত দিয়াছেন, সুবিধামত স্থান সংগ্রহ হইলে উহাও কার্য্যে পরিণত করা হইবে। এখন পর্য্যন্ত ঐ বিশাল কারখানা বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে স্থাপিত আছে। এইরূপে গুরুধাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান ভারতব্যাপী ধর্ম্মকার্য্যের প্রধান কেন্দ্র-রূপে পরিণত হইয়া অতি সুশোভিত, সুরক্ষিত ও সমলঙ্কৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে প্রস্তাব করিতেছেন যে, যাহাতে গুরুধামে প্রতিবৎসর শ্রীগুরুপূর্ণিমার দিন একটি বড় মেলা হয় এবং ঐ মেলায় সাধারণ মেলার উপযোগী লোক সংগ্রহের অতিরিক্ত বিদ্বান্ এবং গুণিগণের সমাগম হয়, সে সম্বন্ধে যত্ন করা উচিত।

আমরা আশা করি যে, এই ধর্ম্মস্থানের এইরূপ সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ভূকৈলাস রাজবংশের পিতৃগণ আনন্দিত হইবেন এবং ঐ রাজবংশের বর্ত্তমান রাজকুমারগণ উৎসাহিত ও শ্রীমহামণ্ডলের সভ্যগণ প্রীত হইবেন। গুরুদেবের কৃপায় শ্রীগুরুধামের শ্রীবৃদ্ধি হউক এবং শ্রীমহামণ্ডলের ভারতব্যাপী ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি হইয়া হিন্দুজাতির ধর্ম্মোন্নতি, বিদ্যোন্নতি, শিল্পবাণিজ্যোন্নতি এবং সামাজিক উন্নতি সম্যক্‌রূপে সাধিত হউক, জগদ্‌গুরু শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। কিমধিকমিতি।

## সম্পাদকীয় টিপ্পনী

জকালকার যুবক সম্প্রদায়ের রসায়ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে নানারূপ সংশয় উপস্থিত হইত। এই পর্য্যন্ত বহুলোকেই পূজ্যপাদ মহর্ষিবৃন্দের রসায়ন সিদ্ধিগুলিকে তাঁহাদের কপোলকল্পিত বলিয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া জ্ঞানের অভাব। রসায়নিকপ্রক্রিয়াসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্তই মহর্ষিগণের আবিষ্কৃত রসায়ন সিদ্ধিসমূহ লুপ্তপ্রায় হওয়াতে উক্তরূপ অবিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাহেব ডাক্তারগণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রৌপ্য প্রস্তুত করণ বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণিত করিয়া বহুজনকে বিস্মিত করিয়াছেন, এই প্রকার কৃত্রিম রৌপ্য প্রস্তুত হওয়াতে ইউরোপের রাসায়নিক জগতে এবং রৌপ্যের মূল্যসম্বন্ধে অধিকপরিমাণে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের নিকটে ইহা নূতন না হইলেও ইউরোপের নিকটে ইহা এক প্রকার নূতন কথা।

জেনেভা সহরে মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা একটি ধূমকেতু দেখাগিয়াছে। সে ধূমকেতু এক সেকেণ্ডে মধ্যে কয়েকশত মাইল যাইতেছে। উহার গতি হেলীর ধূমকেতুর গতি অপেক্ষাও দ্রুততর। বর্ত্তমান বর্ষে আবিষ্কৃত এই দ্বিতীয় ধূমকেতু হেলীর ধূমকেতুর অতি নিকটে অবস্থিত।

* * * *

"সরস্বতীসম্মেলনে"র সভাপতি স্বামী হরিপ্রসাদ উদাসী মহাশয় সমগ্র বেদের সংশোধন আবশ্যক বিবেচনায় মাথা ঘামাইয়া বলিতেছেন যে, পুরাণাদি অপরাপর গ্রন্থের ন্যায় বেদেও ৪।৫ হাজার মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পাঠকগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবেন না, এই "সংস্কারের যুগে" যখন সমস্ত বিষয়েরই সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, তখন বেদকেই বা পরিত্রাণ করে কে? তাই বুঝি উক্ত উদাসীজী অপৌরুষেয় বেদসকল সংশোধন করিয়া কলিকালের গ্রাস হইতে চাহিতেছেন!

* * * *

জার্ম্মানীতে ভালভাল সংস্কৃত বিদ্বান্ আছেন। বার্লিন্ নিবাসী হার্ লিউডর্স্ নামক বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। সম্প্রতি মধ্য এসিয়ার তুর্ফান নামক স্থানে এম্ লেকাক্ সাহেব যে সমস্ত প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতিশয় পরিশ্রমসহকারে যে সমস্ত পাঠ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার অধিকাংশ নাটক এবং উহা আড়াই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ডাক্তার ষ্টীন্ সাহেব এক বৌদ্ধ গুহা হইতে বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লণ্ডননগরে লইয়া যান, সেই সমস্ত পুঁথি এখনও লণ্ডন বৃটিশ মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে। ঐ সকল পুস্তকও বহু প্রাচীন এবং আর্য্য সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নাটকলেখার চলন সভ্যতা বিস্তারের সময় হইতেই আরম্ভ, এই জন্য ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বহু বৎসর পূর্ব্বে অতিপ্রাচীনকালে সুসভ্য আর্য্যজাতির নাটকাদি রচনা করিবার যোগ্যতা ছিল; কিন্তু ইহাতে এখন আমাদের কি? পূর্ব্বপুরুষের গৌরব গরিমার ব্যাখ্যার বাহাদুরী ভিন্ন আমরা স্বয়ং কিছু করিয়া দেখাইতে জানি কি?

* * * *

আমাদের দেশে সমস্ত বাক্যই বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত। আমাদের দেশে বিশ্বাস এবং ভাবের ভিত্তির পরেই লোকের তীর্থ মূর্ত্তিপূজা ও শ্রাদ্ধাদির প্রতি [illegible] রহিয়াছে। সে দিন "[illegible]" সংবাদ [illegible] লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে [illegible] অনেক রোগ আরাম হইতে [illegible] কেহই, যাহার প্রতি আপনার বিশ্বাস না থাকে, সেইরূপ বৈদ্য ডাক্তার কিংবা হাকিমের ঔষধ গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। প্রায়ই স্ত্রীলোক [illegible] বলিয়া থাকে যে, অমুক বৈদ্যের হাতযশ আছে, উনি হাত দিয়া ছাই উঠাইয়া দিলেও আরাম হইবে, এ বিশ্বাসের বিজ্ঞান ভারতের পক্ষে নূতন না হইলেও পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে নূতন বটে।

* * *

সেদিন মথুরায় হংসগঞ্জনামক স্থানে দুই খানি অতি জীর্ণ পুরাতন বাটীর মধ্য হইতে দুইটী প্রাচীন স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। ঐ স্তম্ভে লিখিত আছে যে, একজন ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ সম্বৎ ১৯ সময়ে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছে; ঐ স্তম্ভদ্বয় খৃষ্টাব্দের ১১০ বর্ষের পূর্ব্বে নির্ম্মিত অনুমান হয়। এইরূপ আমাদের অনেক প্রাচীন নিদর্শন ভূগর্ভে পতিত রহিয়াছে, অদ্যাবধি উদ্ধার হয় নাই, কেহ চেষ্টা করিবেন কি?

* * *

জব্বলপুর বিভাগে [illegible] নামক একটি স্থান আছে। উক্ত গ্রামে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। [illegible] বিভাগ, প্রায় দুই মাস কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রমপূর্ব্বক তথায় অনেক ভবনের ভগ্নাবশেষ ভাগ, অনুশাসনলিপি, বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং কাচনির্ম্মিত [illegible] প্রভৃতি সামগ্রী পাইয়াছে। ইহা দ্বারা নিশ্চিত হয় যে বর্ত্তমান খৃষ্টীয় বর্ষের দুইশতবর্ষ পূর্ব্বে গুপ্তবংশ [illegible] মৌর্য্যবংশের বৌদ্ধরাজার সময়ে ঐ সমস্ত সামগ্রী [illegible] ঐ স্থানে ছিল। অবশ্য এইরূপ উদ্যোগহেতু [illegible]

প্রজা গবর্ণমেণ্টের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, কারণ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার প্রাচীন পদার্থসমূহের আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য জ্ঞাত হওয়ার মার্গ সুগম করিয়াছেন।

---

## বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

গুরুধামে উপদেশকশিক্ষালয়ের কার্য্য উত্তমরূপে অগ্রসর হইতেছে। দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বিদ্বান্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছেন। সনাতনধর্ম্মের অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত পৃথিবীর মধ্যে যে কোন ধর্ম্মপন্থ, সম্প্রদায় এবং উপধর্ম্মের সম্বন্ধে শিক্ষা দানের ভার স্বামী দয়ানন্দ জী গ্রহণ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মবক্তৃতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর শিক্ষা দানের কার্য্য শ্রীশ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম শর্ম্মা মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। অন্যান্যবিষয়সম্বন্ধেও যোগ্যব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন। যে সকল শিক্ষার্থী বিদ্বান স্থানাভাববশতঃ গুরুধামে থাকিতে প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাদিগের থাকিবার জন্য গুরুধামে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

* * *

ইয়ুরোপে এবং আমেরিকায় যে ব্যোমযানসম্বন্ধে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিস্মিত হইয়াছেন। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এবং আমেরিকা এই তিন দেশে ব্যোমযানের উন্নতিসম্বন্ধে বিশেষ যত্ন হইতেছে। ইংলণ্ড এবং জাপান এই দুই দেশে উহারই অনুকরণে বিশেষ উন্নতিলাভ করা হইতেছে। বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবেন যে, জার্ম্মাণীতে যাত্রী লইয়া ব্যোমযান অর্থাৎ বায়বীয় "জাহাজ" যাতায়াত করিতেছে। রেল গাড়ীতে টিকিট্ লইয়া যেরূপ যাত্রী সকল যাতায়াত করে, উক্ত ব্যোমযানেও সেইরূপ যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রীদিগের ভাড়া দশ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড়শত টাকা লওয়া হয়। যে ব্যোমযান যাত্রী লইয়া যাইতেছে, তাহার গতি আপাততঃ প্রতি ঘণ্টায় ৫৬ মাইল। যাহাতে গোলা, বারুদ ও কামানাদি লইয়া যুদ্ধোপযোগী ব্যোমযান শীঘ্র প্রস্তুত হয়। সে সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত সকল রাজ্যে যত্ন হইতেছে, শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণীতে যুদ্ধোপযোগী ব্যোমযান শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে, তথায় এরূপও যত্ন হইতেছে যে, আকাশে উড্ডয়নশীল "চক্র" ও শীঘ্র প্রস্তুত হয়, সেই চক্রে উড্ডয়নশীল ব্যোমযান সকল আকাশেই মেরামত হইতে পারিবে।

* * *

জাপানের সুমিয়ে [illegible] ফটোগ্রাফ সম্বন্ধে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছেন। তিনি একরূপ চিত্র তুলিবার কাচ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে ফটো লইলে যে বস্তুর যে বর্ণ, সেই বর্ণেই সেই ফটো তাহাতে উঠে। এখনও ঐ কাচ হইতে কাগজে বর্ণিত চিত্র ছাপিবার কোন সহজ উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে আশা আছে, শীঘ্রই তাঁহারা উহাও সম্পাদিত করিবেন।

* * *

[illegible] দশমাস ধরিয়া একখানি সুবৃহৎ জেপিলিন বায়ুপোত প্রস্তুত হইয়াছে। একখানিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বায়ুপোত বলা যায়, এই বায়ুপোত ৩০ জন আরোহী, ১০ ইঞ্জিনিয়ার, এবং ৫৩ কর্ম্মচারী আরও একখানি টর্পেডো ও বহু কামানের ভার বহন করিতে পারে। এই নবনির্ম্মিত বায়ুপোতে পূর্ণরূপে গ্যাসোলিন ভরিয়া লইলে উহা ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিন রাত্রি আকাশে থাকিতে পারে।
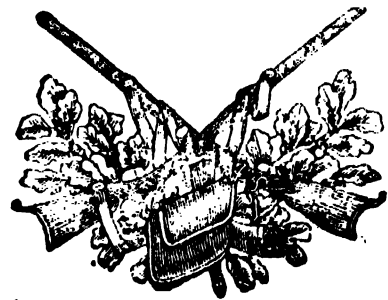
## ধর্ম্মপ্রচার সংবাদ।

বিগত ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীহট্টজিলার জয়পুরগ্রামে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আর্য্যশিক্ষা সমাজীয় জয়পুর শাখাসভার একটী বিশেষাধিবেশন হয়, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরনন্দর সাহিত্যরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। কচুয়াদি, জয়পুর, সাটিয়াজুরী, সুবর প্রভৃতি গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্রসন্তান সভাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া এই সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতিপালন হয় তদ্বিষয়ে নানাবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। বালিশিরা, সাতগাও প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেক সজ্জন সভায় সমুপস্থিত হইয়া সভার সদুদ্দেশ্যসাধনে যত্ন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্য, সভার বিশেষ কার্য্যাবলী পাঠপ্রসঙ্গে তাহার নিজের মত বক্তৃতাচ্ছলে যাহা জন সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলের অত্যন্তপ্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নবকুমার ভট্টাচার্য্য একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতেও সভার সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি সাধন বিষয়ক আলোচ্য বিষয় অনেকছিল, বহুজনপূর্ণ সভা সমস্ত সভ্যমহোদয়দের নাম কীর্ত্তন সম্ভবপর নহে সুতরাং নিম্ন লিখিত কয়েকজন পণ্ডিত মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামিনীকুমার বিদ্যাভূষণ ----
" " কৃষ্ণজয় স্মৃতিভূষণ --
" " কমলাকান্ত ন্যায়ভূষণ --
" " বৈকুণ্ঠনাথ স্মৃতিভূষণ স্মৃতিতীর্থ
" " রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ --
" " রামদুলাল ভট্টাচার্য্য—
" " শ্রীহরি ভট্টাচার্য্য --
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবকুমার ভট্টাচার্য্য—
" " রাম কুমার ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি—

* * *

### জীর্ণ মন্দিরসংস্কারে সাহায্য প্রার্থনা।

বীরভূম-সিউড়ি-সহর হইতে ৭ মাইল দূরে অষ্টাবক্র ক্ষেত্রে বক্রেশ্বর তীর্থ বর্ত্তমান। ইহার নাম গুপ্তকাশী। ৺বাবা বক্রেশ্বর মহাদেব, মাতা মহিষমর্দ্দিনী, ৺ বিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রভৃতি ও কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ এখানকার প্রধান তীর্থ। অধিকাংশ মন্দিরগুলি নদীগর্ভে অবস্থিত। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটি প্রধান তীর্থ ও পীঠস্থান এবং বাবা বক্রেশ্বর বড়ই জাগ্রত। এই মহাতীর্থস্থানে ৺ বাবা বক্রেশ্বর মহাদেবের নিকট যিনি যাহা কামনা করেন বাবার কৃপায় অচিরাৎ তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত মন্দির সকল ভগ্ন হওয়াতে বাবার মাথায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে; সে দৃশ্য হিন্দুর চক্ষে অসহনীয়। অপিচ "শ্বেত গঙ্গা, অগ্নিকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড পাপহরা" প্রভৃতি বিখ্যাত পরম পবিত্র উষ্ণ প্রস্রবণের পেটা সকল ভগ্ন হওয়াতে তপস্যানুষ্ঠাননিরতা সংসারবিরাগী স্ত্রীলোক যাত্রীগণ উহার পবিত্র "বারি" স্পর্শ করিতে না পারিয়া নিদারুণ মর্ম্মপীড়িত হইয়া থাকেন।

অধিকন্তু আমরা সেখানে ধন্না দিয়াছিলাম, তাহাতে উক্ত জীর্ণ মন্দিরাদি সত্বর সুচারুরূপে সংস্কার করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি; আরও স্বপ্ন পাইলাম, সত্বর উহা মেরামত না হইলে সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে; কিন্তু উহাতে সহস্রাধিক অর্থের প্রয়োজন একারণ আমরা করযোড়ে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সকলেই যথাসাধ্য দান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানমূলক এই পবিত্রতম পুণ্যকর্ম্মে সাহায্য করুন! আমরা সকলেরই শরণাপন্ন হইলাম।

বিনীতনিবেদক—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীমতিলাল বসু।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পি, এন্, মুখার্জ্জি।

# মহামণ্ডল সংবাদ।

বিশিষ্টাদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য তোতাদ্রিমঠের শ্রী১০৮ আচার্য্য স্বামিজী মহারাজ শ্রীমহামণ্ডলের সংরক্ষক পদ স্বীকার করিয়াছেন এবং আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার পক্ষ হইতে উক্ত আচার্য্য স্বামিজী মহারাজকে শত শত ধন্যবাদ দওয়া হইয়াছে।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের ১৯১০—১১ সনের বজেট, প্রবন্ধকারিণী সভা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং উহা যথানিয়মে প্রতিনিধি মহাশয়গণের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে।

* * *

পুণার সুপ্রসিদ্ধ আনন্দাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়, আনন্দাশ্রমের সাহায্যে এ যাবৎ যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হইবে, তাহার এক এক খানি পুস্তক শ্রীমহামণ্ডলের বিদ্যাপ্রচারবিভাগের শারদামণ্ডল পুস্তকালয়কে দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। আশা হয় যে, ভারতের সমস্ত গ্রন্থপ্রকাশকগণ এই প্রকার আপনাপন প্রকাশিত পুস্তক সকল দান করিয়া শ্রীমহামণ্ডলের পুস্তকালয়ের পরিপুষ্টি সাধন করিবেন।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের সহানুভূতিতে স্থাপিত এডওয়ার্ড আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় ( কলেজ ) এবং মেডিকেল স্কুলের কমিটী, ৮কাশীধাম জঙ্গমবাড়ী রাস্তার পার্শ্বে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এই স্বল্পারম্ভেই বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। কাশীস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য ও ডাক্তার মহাশয়গণ এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং বিনা বৃত্তিতে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। যদি রাজা মহারাজা এবং জমিদার প্রভৃতি ধনাঢ্যবর্গের সহানুভূতি সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে এই আদর্শ মহাবিদ্যালয় সময়ে বিশেষরূপে সুগঠিত হইতে পারিবে।

শ্রীমহামণ্ডলের শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যালয়ে এবং লাহোর—ধর্ম্মসভার কার্য্যালয়ে ভ্রমবশতঃ পুলিশেরা অনুসন্ধান করিয়াছে, যদিও এই পুলিশ অনুসন্ধান কার্য্য ভ্রমক্রমে হইয়াছে বলিয়া ইহাতে কোন বিচার্য্য বিষয় নাই, তথাপি সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভা স্বকীয় শাখাসভাসমুদয়ের মঙ্গলার্থ নিম্ন লিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন। এই মন্তব্যের প্রতি সমস্ত ধর্ম্মসভারই ও শাখাসভারই মনোনিবেশ করা উচিত।

( ১ ) নিশ্চিত হইয়াছে যে, শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য বন্দোবস্ত এখনও সন্তোষজনক হয় নাই, এই জন্য পঞ্জাবের প্রতিনিধি মহাশয়গণের সহিত সংপরামর্শ করিয়া যত শীঘ্র হয় শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের সংস্কার নিমিত্ত পঞ্জাবে এক ডেপুটেশন প্রেরণ করা উচিত।

( ২ ) যে সময়ে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতে শ্রীমহামণ্ডল এই কথা লিখিয়া ও সারকুলার দ্বারা নিজের সমস্ত শাখাসভা ও প্রান্তীয় মণ্ডলসমূহকে প্রায়ই বিশেষরূপে বিদিত করিয়া আসিয়াছেন যে, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্ভিন্ন বিশেষ সারকুলারদ্বারাও কয়েকবার শাখাসভাসমুদয়কে এবং ধর্ম্মবক্তাদিগকে স্পষ্টরূপে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, "সর্ব্বদা এইরূপ যত্ন করা উচিত, যাহাতে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে রাজভক্তির প্রচার দিনদিন বৃদ্ধি পায়, প্রজা ও রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে প্রেমবৃদ্ধি হয় এবং রাজনীতির সহিত মহামণ্ডলের কোন শাখাসভার কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকে।" আর যে সময় মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের নিকটে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে ডেপুটেশন গিয়াছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তীয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া স্পষ্টরূপে নিবেদন করিয়া ছিলেন যে, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধই নাই। সম্প্রতি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের উক্তরূপ উদ্দেশ্য উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্য এবং লাহোর ধর্ম্মসভার পূর্ব্বোক্ত সমাচার শ্রবণ করিয়া নিম্ন লিখিত ভাবে সুপরামর্শ মত কার্য্য করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করা হইয়াছে।

(ক) শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শাখাসভা সমুদয়ের নিকট এক সারকুলার প্রেরিত করিতে হইবে, তাহাতে স্পষ্টরূপে সমস্ত শাখাসভাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, রাজনীতির সহিত মহামণ্ডলের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। যদি কোন শাখাসভার রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ আছে ইহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সভাকে শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিজের সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিবে, অর্থাৎ সেই সভার সহিত মহামণ্ডলের কোন সম্বন্ধই থাকিবে না।

(খ) শাখাসভাসমূহকে উক্ত সারকুলার দ্বারা পরামর্শ দেওয়া যায় যে, যদি শাখাসভাসমূহের কোন কর্ম্মচারী ও কোন মেম্বর রাজবিরোধী কোন সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কোনরূপ জানা যায়, তবে সেই মেম্বর ও কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় সভা হইতে সম্বন্ধচ্যুত করিবেন।

(গ) শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ৪ নং ফারম, যাহা শাখাসভা সকলের সম্বন্ধ যুক্ত করিবার জন্য স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হয়, সেই ফারমে এইরূপ কথা লিখিত থাকিবে যে, "আমাদের সভার সহিত রাজনীতির কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিব না"।

(ঘ) পূর্ব্ব লিখিত মন্তব্যের অবিকল নকল, মাননীয় বড়লাট বাহাদুর, ইউ, পি, ছোটলাট বাহাদুর, পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুর, বেনারসের কমিশনার বাহাদুর ও কালক্‌টর সাহেব বাহাদুর এবং অন্যান্য প্রান্তীয় মণ্ডলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, আর ইহার নকল মহামণ্ডলের সমস্ত মাসিক মুখপত্রে মুদ্রিত করিতে হইবে এবং অপরাপর সংবাদ পত্রের আফিসে নকল পাঠাইতে হইবে।

# শাখাসভা সংবাদ।

## নিমতা সনাতনধর্ম্মসাধিনী সভা।

ভারতচরিতশিক্ষাপরিষদের প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এবং কলিকাতা—প্রধানমহাকালীপাঠশালার কর্তৃপক্ষদিগের সহানুভূতি অনুসারে এই আবেদনপত্র প্রকাশিত করা হইতেছে।

নিমতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী হিন্দু সাধারণকে সনাতন ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইতে শিক্ষা দান, এবং তৎসাধন ভূত যাবতীয় বৈধ ও সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান ও সহায়তা করণোদ্দেশে উল্লিখিত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য, এই সভা বিভিন্ন বিভাগ সকলে বিভক্ত থাকিবার নিয়ম আছে। যথা:—সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা, শাস্ত্র-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, সদুপদেশ দান ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের বৈধ মঙ্গল সাধনে সহায়তা জন্য তত্ত্ব-বিভাগ; সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য সাধারণ-শিক্ষা বিভাগ; চিকিৎসালয় স্থাপন স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, দীন দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ঔষধ পথ্যাদি দান প্রভৃতি জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগ; শিল্পাদির উন্নতির জন্য শিল্প-বিভাগ; বালিকাগণকে সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে সুশিক্ষা দান জন্য স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগ; প্রভৃতি।

এই সভায় স্বদেশানুরাগী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ আবাল-বৃদ্ধ বনিতা ও সকলশ্রেণীর লোকের জন্যই যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সকলেরই স্ব স্ব অভিরুচিমত বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবার সুবিধা ও অধিকার আছে। স্ত্রীলোকগণ কেবল স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগে সভ্যা হইবেন, এবং বিভিন্ন-বিভাগ সকল, সভার মস্তক স্বরূপ তত্ত্ব-বিভাগের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন; সভার গঠন এইরূপ।

বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত গ্রামে এই সভার মূলস্বরূপ তত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহার কিছুদিন পরে ১৩১৫ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে উক্ত তত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে কতকগুলি গ্রাম্যভদ্রমহিলা সমবেত হইয়া একটী স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগ গঠিত করেন। এবং আমরা অত্যন্ত আহ্লাদসহকারে সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, তাঁহাদের আগ্রহে ও যত্নে এখানে "নিমতা হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়" নামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু মহিলাগণের সাহায্যে, সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে, হিন্দু-বালিকা শিক্ষার উপযোগী এরূপ বিদ্যালয়, ভারতে এক অভিনব সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই অধঃপতিত আর্য্যজাতিরও ভারতের অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, ভারতরমণীগণকে জগতের আদর্শরমণীরূপে সুশিক্ষিতা করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় একথা বোধ হয় কোন শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। তদ্ভিন্ন, পুরুষগণের কার্য্যভার যে রূপ গুরুতর ও বিস্তৃত, তাহাতে রমনীগণ তাঁহাদের কন্যাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলে, তাহা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বলা যায় না। আর্য্যনারীর হৃদয় স্বভাবতঃ অতি পবিত্র এবং দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, পরোপকার প্রভৃতি বহুবিধ সদ্গুণ রাশির আধার তাহাতে আবার তাঁহাদের ধর্ম্মাত্মা ও সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন পতিপুত্রাদিগণের উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইলে, অচিরে যে তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া অতি মনোহারিণী শোভা ধারণ ও দেবগণমনোহর সুবিমল পরিমলে জগৎ আমোদিত করিয়া ফেলে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রধানতঃ গ্রামবাসিনী কয়েকটী ভদ্রমহিলার সাহায্যে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইলেও গ্রামবাসিনী সাধারণ রমণীগণ অধিকাংশই দরিদ্রা। তদ্ভিন্ন, বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উহার নিজস্ব একটী গৃহ নাই তদুপরি শিক্ষকদিগের বেতন ও অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয় অনেক ব্যয়াদি আছে। এরূপ অবস্থায়, কেবল মাত্র গ্রামবাসিনীগণের সাহায্যে বিদ্যালয়টী রক্ষিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেইজন্য আমরা আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির শরণ লইতে বাধ্য হইলাম। সৎকর্ম্মে সাহায্য দান, পুণ্য সাপেক্ষ। উহা কখনই যেকোন ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বিদ্যালয়টী রক্ষার জন্য যথোচিত মাসিক সাহায্য এবং উহার গৃহনির্ম্মাণ জন্য অন্যূন ১৫০০ দেড় সহস্র টাকার আবশ্যক অনুমান করা হইয়াছে। অতএব একান্ত ভরসা, আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি, এবম্বিধ মহৎকার্য্যে আপনার পরিবারভুক্ত মহানুভবরমণীগণের গৌরববর্দ্ধক ও তাঁহাদের মহীয়সী দেবীপ্রকৃতির পরিচায়ক, উপযুক্ত বদান্যতার পরিচয় দর্শাইতে কখনই বিরত হইবেন না।

একান্ত বশম্বদ,

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীহরিকুমার রায় চৌধুরী (সম্পাদক)
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক)
শ্রীঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (মধ্য পাড়া নিমতা)
শ্রীঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।
দক্ষিণপাড়া নিমতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল,
(চেয়ারম্যান, নর্থ দমদম মিউনিসিপালিটী)
শ্রীমোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীমাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইত্যাদি সভ্যগণ ও গ্রামবাসিগণ।

# धर्मप्रचारक।

ভাগ-৩১শ। | কন্যা সংক্রান্তি। কলের্গতাব্দাঃ ৫০১১। | সংখ্যা ৬।

## পঞ্চদেবাষ্টক।

( १ )

"जन्माद्यस्य यत:" समस्तजगतो नामाथ रूपं वपु
य:साक्षात्प्रणवप्रतीत इह य: सच्चिन्मयस्तत्त्वत: ।
आनन्द: स्वयमस्ति भाति च सदा यो नित्य आत्मा पर:
सर्वं व्याप्य महान् स एव कुरुतां धर्माश्रितान्नो ध्रुवम् ॥

( २ )

निराकारोऽप्यात्मा भजनविधिभावं ह्युपगतो
यथाराध्य:साक्षाद् भवति बहुरूप: स्वयमिव ।
सदानन्दं यच्छन् मम हृदयमध्ये धृतवपु:
स्वरूप: साकार: समुदयतु सच्चित्सुखमय: ॥

( ३ )

एक एव पञ्चरूप पञ्चशक्तिधारक !
पञ्चतत्त्वलाभहेतु पञ्चमुक्तिकारक ! ।
स त्वमीश आशुतोष नित्य सत्यभासक !
पाहि पाहि सर्वपापतापराशिनाशक ! ॥

( ४ )

सजलजलदकान्ति: पद्मवास: किरीटी
ग्रथितकुसुममालाभूषित: पीतवस्त्र: ।
स गदकमलशङ्खै: शोभमान: स चक्री
भवतु शरणमेको विष्णुरानन्दमूर्ति: ॥

( ५ )

प्रथममुदयभान्तं तं चतुर्हस्तयुक्त-
मरुणकिरणवन्तं विश्वमाभासयन्तम् ।
कनकरचितभूषं पुष्पयज्ञोपवीतं
तमिममतुलरूपं चिन्तयामो हि सूर्यम् ॥

( ६ )

निखिलभुवनमाता मोक्षदा दु:खहन्त्री
दशभुजधृतशस्त्राद्याभया व्यम्बकाऽसौ ।
सुविकसदतसीव श्रेष्ठभूषाविभूषा
कमलदलनिषण्णा सुप्रसन्नाऽस्तु शक्ति: ॥

( ७ )

सुरनरगणवन्द्यं विघ्ननाशं गणेशं
कमलवररथाङ्गै: शूलहस्तं त्रिनेत्रम् ।
कुसुमनिचयमाल्यं पद्मसन्नं प्रसन्नं
करिमुखमतिशान्तं रक्तवर्णं भजाम: ॥

( ८ )

विमलरुचिररूप: स्वप्रकाशो शिवोऽयं
विषधरविधुगङ्गाभस्मकङ्कालभूष: ।
त्रिनयनयुत ईश: शुभ्रपद्मासनस्थो
ध्वनितडमरुशृङ्ग: पातु विश्वं त्रिशूली ॥

---

# পঞ্চদেব চিত্র।

ই মনোহর চিত্র অনেক শাস্ত্র দেখিয়া তদনুসারে বিচারপূর্ব্বক বঙ্গদেশের জনৈক শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত করান হইয়াছে, ইহার প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ অর্থ ব্যয়ও হইয়াছে, কারণ প্রথমে শাস্ত্রীয় বচনানুসারে হস্তদ্বারা একখানি নক্সা করিয়া পরে তদনুসারে এই ব্লক্ খোদিত হইয়াছে। প্রথমে ইহার আসল চিত্র দ্বারা শ্রীমহামণ্ডলের গুরুধামনামক ভবন সুশোভিত করা হইয়াছে। এই চিত্রে সগুণ পঞ্চ দেবমূর্ত্তির যে ক্রম রাখা হইয়াছে, তাহা তন্ত্রোক্ত রীতির অনুমোদিত। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে সাধকের আকাশতত্ত্ব প্রধান তাঁহার উপাস্য দেব বিষ্ণু, যে সাধকের অগ্নিতত্ত্ব প্রধান তাঁহার উপাস্য দেব সূর্য্য, যে সাধকের অগ্নিতত্ত্ব প্রধা তাঁহার উপাস্য দেবতা শক্তি, যে সাধকের জলতত্ত্ব প্রধান তাঁহার উপাস্য দেব গণেশ এবং যে সাধকের পৃথ্বীতত্ত্ব প্রধান তাঁহার উপাস্য দেব শিব। এই চিত্র এই ক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে, চিত্রের মধ্যে যে ওঙ্কারের চিহ্ন আছে, তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই চিত্র সর্ব্ববিধ উপাসককেই সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। এই ব্লক্ উপরে দিয়া উত্তমচিক্কণ কাগজে উত্তম কালি দ্বারা এক ফারম ছাপান হইবে এবং সেই সুন্দর ফারমে প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তাক্ষরযুক্ত এক মানপত্র লিখিয়া প্রত্যেক সাধারণ সভ্যমহোদয়কে দেওয়া হইবে। অবশ্য সেই সচিত্র বিচিত্র মানপত্র দ্বারা সভ্যমহোদয়গণের সহিত মহামণ্ডলের ধর্ম্ম প্রেম সম্বন্ধ আরও সুদৃঢ় হইবে। মহামণ্ডলের যাবতীয় সাধারণ সভ্য মহাশয়গণ এই মনোহর সচিত্র মানপত্র স্ব স্ব গৃহে রাখিয়া বাসস্থান সুশোভন এবং সুপবিত্র করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বদা এই সচিত্র মানপত্র সম্মুখ থাকিলে সভ্যমহোদয়গণের স্বজাতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল চিরস্মরণীয় হইবে। আশা করি-সমস্ত সভ্য মহোদয়গণ মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যের দেয় বার্ষিক বাকী চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া এই মূল্যবান্ চিত্রযুক্ত মান পত্র গ্রহণ করিবেন।

সহকারিঅধ্যক্ষ—
শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল।
৺কাশীধাম।

---

# আগমনী।

এস গো মা দেবি দুর্গে! দুর্গতি নাশিতে ভবে।
দুঃখহরা দয়াময়ি! দশভুজারূপে শিবে!!

তব পুত্র আর্য্যজাতি,
কুকার্য্যেতে সদা মাতি,
কুবাসনা দিবারাতি, কুভোগে কুৎসিত এবে,—

হতভাগ্য কুসন্তান, খিন্ন, ছিন্নভিন্নপ্রাণ,
করি দয়াদৃষ্টি দান রক্ষ মাতঃ রক্ষ সবে॥

এই সংবৎসর পরে, তোমার বোধন তরে,
পেয়ে বোধ পরস্পরে, ডাকিতেছে মহোৎসবে;
মনোময় বিল্বমূলে, ভক্তিগন্ধে বাক্যফুলে,
পূজিবে বলে যত্নে তুলে রেখেছে যেমন সম্ভবে॥

জ্ঞানহারা পুত্র যারা, জানে কি তোমায় তারা?
তুমি জগদম্বা তারা, ত্রিতাপনাশিনী ভবে;-
সত্যধর্ম্মকর্ম্মাশ্রয়ে, উত্তমপ্রবৃত্তি দিয়ে,
নিবৃত্তি মার্গে প্রেরিয়ে, বিনাশ সর্ব্ব অশিবে॥

তোমার মাহাত্ম্যভরা,
চণ্ডী তত্ত্বসুধাক্ষরা,
তুমিচণ্ডী পরাৎপরা আরকতদিন গুপ্তরবে?

আসিয়া ভক্ত-আবাসে, কৃপা কর অধিবাসে,
হও অধিষ্ঠিতাবাসে, সঙ্গে লয়ে সর্ব্বদেবে॥
তব শুভ আগমনে, নর নারী জনে জনে,
পূজনে ও আবাহনে, কৃতকৃত্য ধন্য হবে;-
প্রীতিময় অঞ্জলি দানি, অর্চ্চিবে পাদ দুখানি,
তুষ্টা হ'য়ে হে ঈশানি! কর সদা সুখী সবে॥

---

ওঁ

# ধর্ম্মপ্রচার।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )
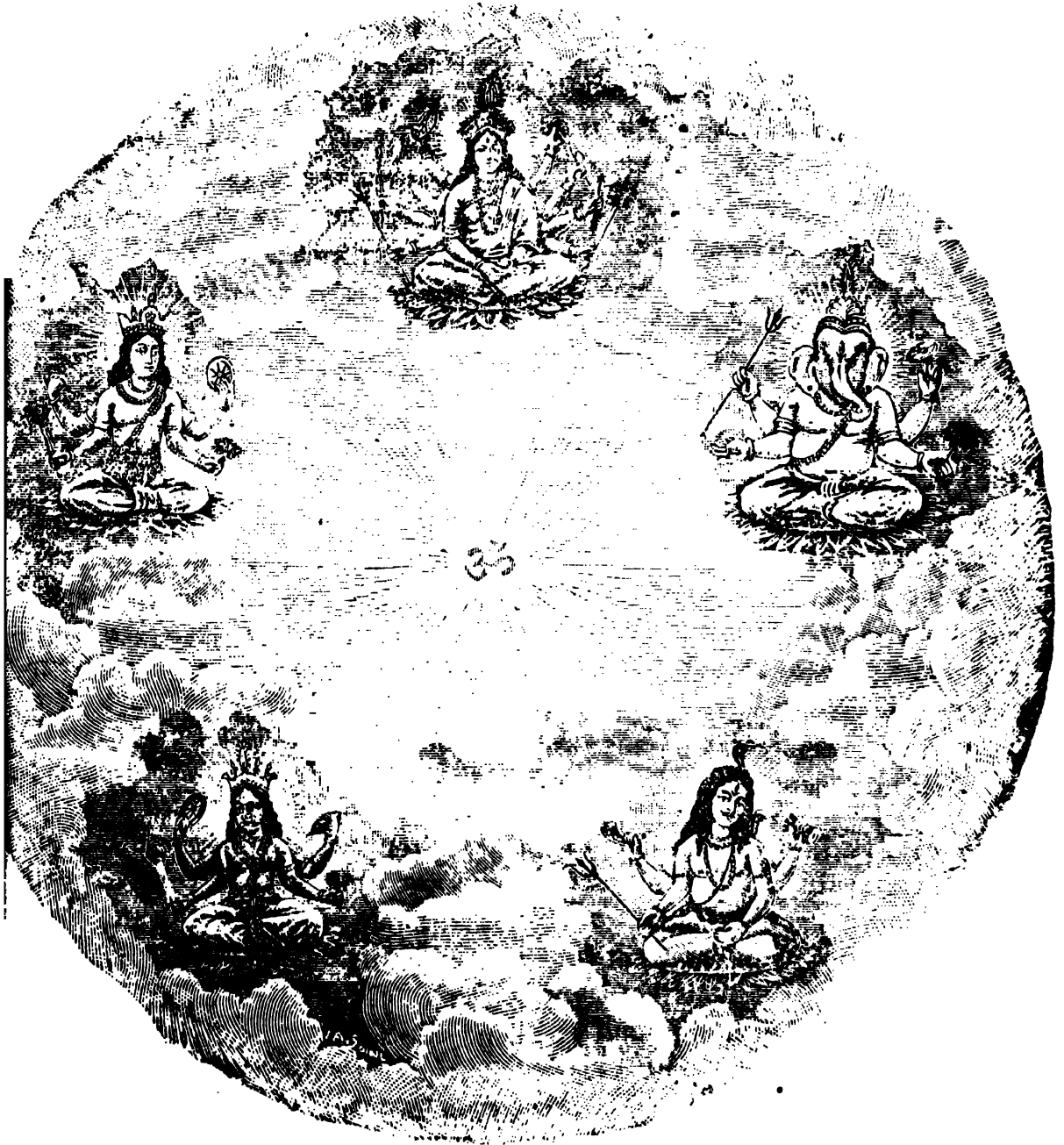
কখনও নিজ মতের অনুকূল করিয়া লয়েন এবং তামসিকবুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যের ত কথাই নাই, কারণ উঁহাদের অন্তঃকরণে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হেতু সকল সময়ে ভ্রমের সম্ভাবনা বিশেষ ভাবেই থাকে *। দৈব কৃপায় যদি প্রচারকের বুদ্ধি সাত্ত্বিক হয় তাহা হইলে তিনি শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ করত জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতে পারেন। আর যদি প্রচারক রাজসিকবুদ্ধি হন্ তাহা হইলে উঁহার উপদেশ দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধি হইবে এবং তমোগুণী প্রচারকের উপদেশ দ্বারা নাস্তিক্য প্রচার হইবে। এইহেতু প্রথমতঃ বুদ্ধি সত্ত্বপ্রধান করত পণ্ডিত প্রচারক গণের বক্তৃতা ভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ এবং জ্ঞান, রজোগুণের লক্ষণ অহঙ্কার এবং কর্ম্মে উৎসাহ এবং তমোগুণের লক্ষণ প্রমাদ ও অজ্ঞান। তমোগুণ রজোগুণ দ্বারা এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, এই হেতু সত্ত্বগুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সত্ত্বগুণাবলম্বী পণ্ডিতই ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের যথার্থ অধিকারী হইতে পারেন। †

কোন কোন স্বদেশহিতৈষী বিচারবান্ পুরুষ এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন যে, যখন ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায় হইয়া গিয়াছে, তখন সকলের নিমিত্ত একইরূপ ধর্ম্মোপদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। পরন্তু স্থিরবুদ্ধি হইয়া বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, অনন্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বহিলক্ষণ এবং আচার ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ধর্ম্মের গতি অর্থাৎ আন্তরিক ধর্ম্মবৃত্তি সম্বন্ধে সমস্ত সম্প্রদায়ই একমত হইবে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সত্যপ্রিয়তা এবং সহিষ্ণুতা, দেবব্রতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম এবং জিতেন্দ্রিয়তা, সাবিত্রী এবং সীতার সতীত্ব। মহর্ষিবশিষ্ঠের শান্তি ও ক্ষমা, ভীষ্ম পিতামহের শৌর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য, রাজা জনকের নিষ্কামবৃত্তি, বলি রাজার ত্যাগ, শুকদেবের বৈরাগ্য এবং দেবর্ষি নারদের ভগবদ্ভক্তি কোন্ সম্প্রদায়ের প্রিয় হইবে না এবং এই সমস্ত শ্রেষ্ঠবৃত্তির অবলম্বন দ্বারা কোন্ সম্প্রদায়ের সাধক উন্নত হইতে পারিবেন না? নিজদেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহেরত কথাই নাই, সমস্ত পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সকলেই একরূপ আন্তরিক বৃত্তি সমূহের প্রশংসা করিয়া থাকে। যদি ধর্ম্মপ্রচারকগণ সার্ব্বভৌম দৃষ্টিযুক্ত হইয়া জীবের

---

* প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাঽঽবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥
( ইতি শ্রীগীতোপনিষদি। )

† সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥
( ইতি শ্রীগীতোপনিষদি। )

উদ্ধারের পথ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে কোন সম্প্রদায়ের ক্লেশ বা কোন অধিকারীর হানি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ সার্ব্বভৌম ভিত্তির উপর স্থিত এবং উচ্চাবচ সকল স্থানেই সমদৃষ্টিযুক্ত হইলে ধর্ম্মপ্রচারকগণ কদাপি বিফলকাম হইবেন না। ধর্ম্ম ঈশ্বর রাজ্যের পদার্থ, উহা দ্বারা কাহারও হানি হইতে পারেনা। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্যে যে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের ভাব আছে, উহা যেমন সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপযোগী হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বোত্তম সার্ব্বভৌম ভিত্তির উপর স্থিত হইয়া যদি ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রচার কার্য্য করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা সর্ব্বজীবেরই কল্যাণ অবশ্য সাধিত হইবে। ত্রিকালদর্শী পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এইরূপ উন্নত ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত হইয়াই সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, এই হেতু তাঁহাদের উপদেশসমূহে জ্ঞানভূমির তারতম্য অনুসারে অধিকার বিরোধ থাকিলেও তাহা সর্ব্বজীবের হিতকারী হইয়া থাকে।

"প্রচার' শব্দের অর্থ 'প্রকটন' অর্থাৎ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব সমূহ জগতে প্রকট করার নাম 'ধর্ম্মপ্রচার'। অতএব সৃষ্টিসম্বন্ধীয় পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মবিজ্ঞানসমূহ যিনি পূর্ণভাবে জানেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক পদবাচ্য হইতে পারেন। শ্রীগুরুদেবই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপ্রচারক পদবী লাভের উপযুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীদেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছেন যে, ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্র [illegible], পূর্ণ সত্ত্বগুণাবলম্বী পুরুষই গুরুশব্দ বাচ্য হইতে পারেন, * এবং এইরূপ পুরুষের সাহায্যেই জীব কল্যাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম, অসৎ অর্থাৎ মায়া রাজ্য এবং সংসার, এই উভয়ের তত্ত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া যিনি সদা সৎপথেই থাকেন এইরূপ উপদেষ্টা গুরুপদ বাচ্য। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বেদব্যাস, মহর্ষি কপিল, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি পতঞ্জলি, মহর্ষি গৌতম আদি মহাত্মা সকল নিজ নিজ গ্রন্থে প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানের তিন প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যথা—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। উত্তম প্রজ্ঞা, বিদেহলয় অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর ত্যাগের সময় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উত্তমপ্রজ্ঞাবলে আকাশ পতিত বারিবিন্দুর ন্যায় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব্রহ্মরূপ সাগরে লীন হইয়া মুক্তিপদ লাভ করেন এ কারণ উত্তম প্রজ্ঞার বর্ণন এ স্থলে করা অনুচিত। যখন মনুষ্য জ্ঞানভূমিতে পৌঁছিয়া উন্নত হইলেও বুদ্ধি নির্ম্মল না হওয়ায় অন্তঃকরণে সন্দেহ থাকে, উহার নাম অধম প্রজ্ঞার অবস্থা, এ অবস্থা মনুষ্যের পক্ষে উন্নতির পরিচায়ক হইলেও সন্দেহ স্থিতিহেতু গুরু অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবার যোগ্য হইতে পারে না। পরন্তু এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মধ্যম প্রকার অবস্থাই গুরুপদ বাচ্য এবং এইরূপই মহর্ষিগণ ও শ্রীসদাশিব আজ্ঞা করিয়াছেন। ইহার লক্ষণ এই যে, সাধনের পূর্ণতায় সাধকের এই অবস্থায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হওয়াতে চিত্ত সংশয় শূন্য হইয়া যায় এবং তখন ঐ বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ কেবল প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত শরীর ধারণ করত জগতে বিচরণ করেন; শাস্ত্রে মনুষ্যের এই শ্রেষ্ঠ অবস্থাকে 'জীবন্মুক্তি' অবস্থা বলা হইয়াছে। এইরূপ মধ্যমপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই যথার্থ গুরু অর্থাৎ উপদেশক হইবার যোগ্য। এই নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রচার শ্রবণ এবং ধর্ম্মপ্রচার করণ এই দুই অবস্থাতেই গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই বেদোক্ত ধর্ম্ম এবং প্রচার এই দুই শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আজ কাল যেরূপ ধর্ম্মপ্রচার রীতি প্রচলিত, তাহাতে পুরুষার্থ দ্বারাও তদনুরূপ ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ অবশ্য অনুসন্ধান করা উচিত; যে হেতু কার্য্য এবং কার্য্যফল উভয়ের উপরেই পূর্ণ লক্ষ্য থাকিলে তবে ঐ কার্য্য হইতে কল্যাণ লাভ হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রচাররীতি অনুসারে ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত মহোদয় অথবা রজোগুণপ্রিয় সন্ন্যাসিগণ ব্যাখ্যান দ্বারা প্রায় সভাস্থলে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন, এই পদ্ধতি রাজসিক জগতে পরম উপকারী

* पञ्चतत्त्वविभेदज्ञः पञ्चभेदान्विशारदः ।
सगुणोपासनां यस्तु सम्यग् जानाति कोविदः ॥
चतुष्टयेन भेदेन ब्रह्मणः समुपासनाम् ।
गम्भीरार्थाम् विजानाति बुधो निर्मलमानसः ॥
सर्वकार्येषु निपुणो जीवन्मुक्तस्त्रितापहृत् ।
करोति जीवकल्याणं गुरुःश्रेष्ठस्सकथ्यते ॥
( বিজ্ঞান ভাষ্যে। )

হইলেও ইহা দ্বারা সাত্ত্বিক জগতে বিশেষ ফল প্রাপ্তি হইতে পারে না এবং এই নিমিত্তই অধুনাতনীয় সাম্প্রদায়িক প্রচারকগণ প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা বাহ্যতঃ অনেক কাজ করিলেও কার্য্যতঃ অতি সামান্যই ফল হইতেছে। আধুনিক প্রচার পদ্ধতি প্রাচীনকালে ছিল না, কারণ এরূপ বলপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ দান প্রথা প্রাচীন নহে। এই ব্যাখ্যানরীতি ইউরোপীয়, পাশ্চাত্য বিদ্বদ্‌গণ রজোগুণসম্বন্ধীয় কার্য্যোদ্ধারার্থ ইউরোপে এই রীতি প্রচার করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা রাজসিক জগতে বিস্তর কাজও সম্পন্ন হইতেছে। উক্ত রাজসিক রীতির অনুকরণেই নবীন ভারত এইরূপ ব্যাখ্যান পদ্ধতিকে প্রধান সহায়ক মনে করিতেছে। পরন্তু যে কার্য্য যে গুণের হইবে উহার ফলও তৎগুণসম্বন্ধীয় হইবে। বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত মহাশয় যখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যান (speech) দিবার ইচ্ছা করিবেন তখন প্রথমেই অহংতত্ত্বের বশীভূত হইয়া আমি জ্ঞানী এবং ধর্ম্মোপদেশ দিব এরূপ ইচ্ছা প্রকট করিবেন, অতএব তাঁহার এই অবস্থা রজোগুণ পূর্ণ। পুনশ্চ বিজ্ঞাপন আদি দ্বারা সভা আহ্বান ইত্যাদি কার্য্যও রজোগুণসম্ভূত ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে প্রথমতঃ উপদেশকই রাজসিক হইয়া থাকেন; দ্বিতীয়তঃ শ্রোতৃগণও রাজসিক অথবা তামসিক হয়, অর্থাৎ পরীক্ষার ইচ্ছা অথবা সময় অতীত করিবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই প্রায় শ্রোতৃগণ সভায় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে পরীক্ষার ইচ্ছায় আসিবে সে রাজসিক এবং যে সময় যাপন অথবা প্রমাদ বুদ্ধি প্রেরিত হইয়া আসিবে সে তামসিক শ্রোতা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হেতু ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন রাজসিক এবং ধর্ম্ম শ্রোতা যখন রাজসিক বা তামসিক, তখন এরূপ নবীন প্রচার পদ্ধতি দ্বারা সত্ত্বগুণ সম্ভূত আত্মজ্ঞান লাভ কিরূপে হইতে পারে? রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা রাজসিক অথবা তামসিক ফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা সাত্ত্বিক ফলের আশা কদাপি হইতে পারেনা। পরন্তু প্রাচীন উপদেশ পদ্ধতি সাত্ত্বিক এবং উহা দ্বারা সাত্ত্বিক ফলই হইয়া থাকে। উহা এইরূপ। জিজ্ঞাসু ত্রিতাপতাপিত হইয়া স্বীয় অযোগ্যতা হৃদয়ঙ্গম করত দীনভাবে মঙ্গলকামনার নিমিত্ত উপদেষ্টা গুরুর নিকট গমনপূর্ব্বক শীলতার সহিত করযোড়ে উপদেশ প্রার্থনা করিবেন। প্রথমতঃ বৈরাগ্যবান্ পুরুষই সংসারকে দুঃখময় এবং ধর্ম্মকে সুখহেতু মনে করিতে পারেন, এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত, জিজ্ঞাসু যখন আপনাকে অনুপযুক্ত এবং গুরুদেবকে উপযুক্ত মনে করিয়া দীন ও বদ্ধপরিকরভাবে গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন, তখন উঁহার অন্তঃকরণে স্বতই সত্ত্বগুণের উদয় হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপে যখন নিশ্চেষ্ট গুরুর দৃষ্টি দীন এবং দুঃখী শিষ্যের উপর পড়িবে, তখন পূর্ণ জ্ঞানময়, তপঃস্বাধ্যায়রত এবং জীবকল্যাণকারী শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে অবশ্যই করুণার উদ্রেক হইবে এবং তখনই সত্ত্বগুণসম্ভূত উপদেশক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হইবে। শ্রীগুরুদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপদেশ কার্য্য করেন নাই। এই হেতু উঁহার অন্তঃকরণে রজোগুণের আবির্ভাব হইবার কোন কারণ নাই। পরন্তু কেবল দয়ার বশীভূত হইয়া পরোপকার বুদ্ধিতেই উপদেশ দেওয়াতে উহারও অন্তঃকরণে সে সময় সত্ত্বগুণের পূর্ণবিকাশ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অভ্রান্ত এবং সর্ব্বোত্তম রীতি অনুসারে সত্ত্বগুণাবলম্বী শিষ্য সত্ত্বভাবাপন্ন গুরুদেবের নিকট যাইয়া যখন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন উহা দ্বারা সত্ত্বগুণের ফল স্বরূপ আত্মজ্ঞানের যে উৎপত্তি হইবে ইহা নিশ্চয়। ধর্ম্ম, জ্ঞানময় সত্ত্বগুণরাজ্যের পদার্থ, এই হেতু উপদেশদাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই যখন সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইবেন, তখনই ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা, অন্যথা নহে। রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অন্যান্য বৈষয়িক উন্নতি যে রীতি দ্বারা হইয়া থাকে, সেই রীতি দ্বারা সাত্ত্বিক ধর্ম্মোন্নতি কদাপি হইতে পারেনা। শুদ্ধধর্ম্ম কেবল ঈশ্বর রাজ্যেরই পদার্থ, এই হেতু উপদেশদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই যখন সংসার হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া ঈশ্বর রাজ্যে পৌঁছিবেন, তখনই যথার্থ উপদেশ দান এবং গ্রহণের ফল লাভ হইবে।

উপরি-উক্ত বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইল যে ব্যাখ্যান পদ্ধতি রাজসিক; পরন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে এরূপ সাত্ত্বিক পদ্ধতি হইতেই পারে না। সত্ত্বগুণাবলম্বী

হইয়া জগতের দুঃখ দর্শনে করুণার্দ্রচিত্ত ব্যাখ্যাতা যে উপদেশ দিবেন উহার ফল অবশ্য সাত্ত্বিক হইবে এবং সমগ্র দেশে সামাজিক সংস্কার, বিদ্যোন্নতি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হেতু উত্তেজনা দিবার জন্য ব্যাখ্যানও পরমহিত-প্রদ। পুরাণাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা, ব্যাসাসনে বসিয়া উপদেশ প্রদান এবং সভামধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা শঙ্কা সমাধান রীতি, আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আজকালের এই রীতিও উহারই অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। সুকৌশল-পূর্ণ ক্রিয়ার ফল ঝটিতি লাভ হইয়া থাকে এবং উহাতে কদাপি নিষ্ফলতা হয় না। এই নিমিত্ত 'ধর্ম্ম ও প্রচার' এই দুই শব্দের যথার্থ তথ্য অবগত হইয়া সুকৌশলপূর্ণ যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচাররূপ পুরুষার্থ করিলে ফললাভ অবশ্য হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। লোকহিতকর ধর্ম্মপুরুষার্থে রত, পরোপকারব্রতধারী, কার্য্য ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপ বুদ্ধিতে লোকসেবা তৎপর, দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মপ্রবক্তা যদি ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের সময় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কথিত * সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ স্মরণ রাখেন এবং ধর্ম্মস্বরূপ বর্ণন ও উপদেষ্টৃগণের সহিত ব্যবহারকালে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্ন লিখিত আজ্ঞার † উপর মনন করেন, তাহা হইলে স্বয়ংও কৃতার্থ হইবেন এবং জনসমাজকেও কৃতার্থ করিবেন।

---

* সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥

† ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তত্।
অবিরোধীতু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মামুনিপুংগব ! ॥

# কাশীতীর্থ।

( ৪ )

কাশীতীর্থের গুণ এবং মাহাত্ম্য বাস্তবিকই অতুলনীয়! পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে তন্মধ্যে যে কাশীতীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতম মহাতীর্থ তাহাতে আর সংশয় নাই। কারণ সংশয় হইতে হইলে যাহাকে লইয়া সংশয় বুদ্ধি হইবে, তাহার তুল্য আর একটি অবশ্যই থাকে, নচেৎ উভয় কোটিস্পৃক্ বিজ্ঞানকে যাঁহারা সংশয়ের স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই মহর্ষিগণের কথা মিথ্যা হয়। ঋষিবাক্য চিরকালই সত্য, যেহেতু তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা ঠিক্ সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাহাই জ্ঞান উপদেশছলে প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা এক জ্ঞানবলে জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকালের সমস্ত বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের এধারণা সর্ব্বদাই ছিল যে, যাহা নিজে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা অন্যের নিকট বলিলে মিথ্যা বলা হয়, তাঁহারা এতই ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ এবং বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন যে, যখন যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তখনই তাহার তাহাই ফলিয়াছে, সুতরাং দার্শনিক মহর্ষিগণ যখন বলিয়াছেন,—

"উভয়কোটিস্পৃগ্‌বিজ্ঞানং সংশয়ঃ"।

অর্থাৎ উভয় কোটিকে স্পর্শ করিয়া যে জ্ঞান বিশেষ হয়, তাহাকে সংশয় বলে। অতএব কাশীতীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি না এরূপ সংশয়ের অবকাশ কোথায়? কাশীতীর্থের ন্যায় আর একটি মহাপুণ্যতম তীর্থ নাই যে তাহা দ্বারা এই সংশয় হইতে পারে। কাশীতীর্থে না আছে এমন তীর্থ নাই বলিলেও হয়, কাশীতীর্থে না আছে এমন দেবতা নাই বলিলেও হয়।*

---

* কেবল কার্ত্তিকদেবের মূর্ত্তি কাশীতীর্থে দেখা যায়না। কার্ত্তিক-মূর্ত্তি বিন্ধ্যাচলে ইহা সকলই অবগত আছেন। প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে কাশীশ্বর বিশ্বনাথের কাশীতে প্রবল বৈরাগ্য উদয় হইলে তখন কাশীর রাজা কে হইবে এই তর্ক গণেশ এবং কার্ত্তিক উভয়ের মনে উপস্থিত হয়, গণেশ বলেন আমিই কাশীর রাজা হইব, কার্ত্তিক বলেন আমিই

সার্দ্ধত্রিশকোটি তীর্থ এবং সার্দ্ধত্রিশকোটি দেবতার একত্র সমাবেশ এই কাশীতীর্থে, এই কাশীতীর্থে সকল বর্ণ, সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার লোকই আছে। কাশীতীর্থের নাম সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। কি ধর্ম্মে, কি পুণ্যে, কি মাহাত্ম্যে, কি গুণে, কি জ্ঞানে, কি মানে, কি ঐশ্বর্য্যে, কি সৌন্দর্য্যে সর্ব্ব বিষয়েই কাশীতীর্থের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা শোভা পাইতেছেন; গঙ্গার তীরের সৌন্দর্য্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাশীসৌন্দর্য্যের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় এক অদৃষ্টপূর্ব্ব পরম সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাশীতীর্থকে দর্শন করিবার অভিলাষ সকলের স্বভাবতঃ হইয়া থাকে এবং সেই দর্শনাশা মিটাইবার জন্যও অনেকানেক দেশ প্রদেশের অসংখ্যক লোক এই কাশীতে আসিয়া থাকেন। পৃথিবীর সকলদেশস্থ বিজ্ঞ এবং বিদ্বন্মণ্ডলী প্রায়ই কাশীদর্শন করিতে আগমন করেন, প্রতিবর্ষ শত শত শিক্ষিত জর্ম্মানবাসী, ইংলণ্ডবাসী, অষ্ট্রীয়াবাসী, ইটালীবাসী, ফ্রান্সবাসী, রুষবাসী, জাপান-

কাশীর রাজা হইব, অবশেষে উভয়েই তর্ক করিতে করিতে জগন্মাতা অন্নপূর্ণার নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎশ্রবণে মা অন্নপূর্ণা বলিলেন যে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে অগ্রে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিয়া আমার নিকটে আসিতে পারিবে, সেই কাশীর রাজা হইবে। মার এই কথা শুনিবামাত্রই কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ ময়ূর বাহনে আরূঢ় হইয়া ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলেন; কিন্তু গণেশ বিশ্বমাতা অন্নপূর্ণাকে প্রদক্ষিণ করিয়াই ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিয়াছি বলিয়া মাতার সম্মুখে আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন, তদ্দর্শনে জগদম্বা অন্নপূর্ণা গণেশকে বলিলেন যে, তুমিই অদ্যাবধি কাশীধামের রাজা হইলে, আর মহাকালের কাল ভৈরব তোমার রাজ্যরক্ষক স্বরূপে এই কাশীতেই সর্ব্বদা থাকিবে। কিছুকাল পরে কার্ত্তিক ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিয়া মার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, মা! আমি দাদার অগ্রেই ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছি, এখন আমাকে কাশীর রাজা কর! তাহা শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী মা অন্নপূর্ণা বলিলেন, হা মূর্খ! তুমি ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিতে কোথায় গিয়াছিলে? তুমি নিতান্ত অজ্ঞান, তুমি এই জ্ঞানভূমি কাশীধামের রাজা হইবার উপযুক্ত নহ, আমার গণেশই কাশীর রাজা হইবে, গণেশ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়াই নিখিল ভুবন প্রদক্ষিণ করিয়াছে। তুমি এখনই এই জ্ঞান ভূমি পবিত্রতম পুণ্যময় নির্ব্বাণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আমার সিদ্ধ পীঠ বিন্ধ্যাচলে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হও!
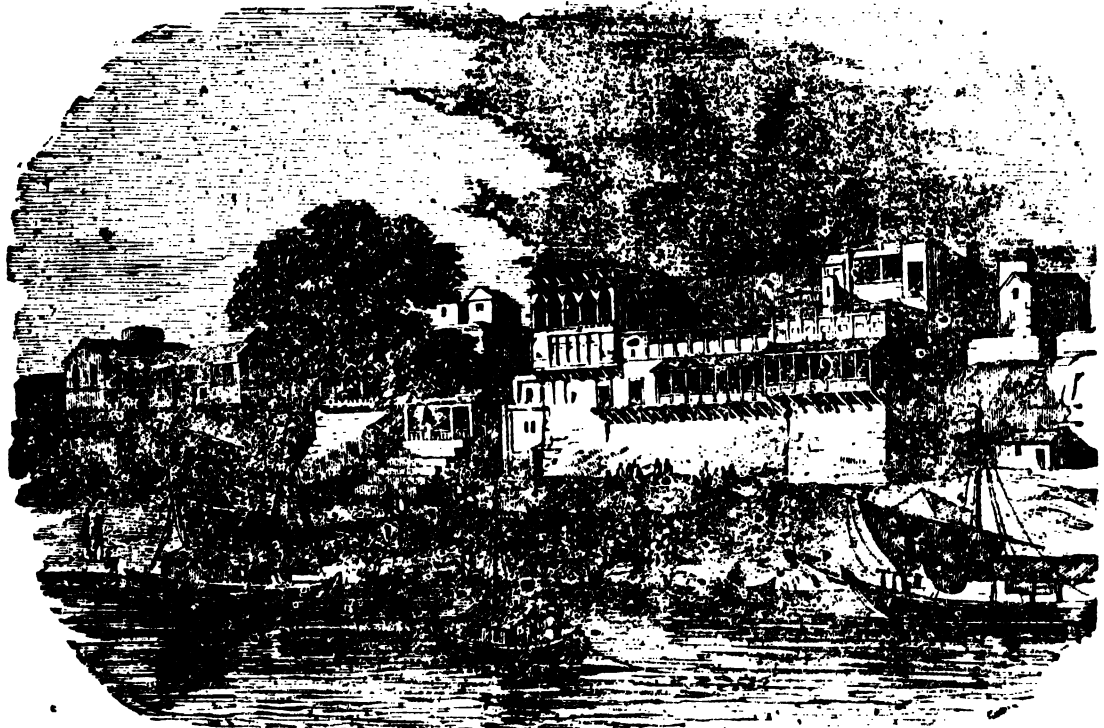
দেশবাসী এবং মার্কিন প্রভৃতি দেশবাসিগণ ( টুরিষ্ট্ ) দেশভ্রমণ উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াই প্রথমে কাশীতে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই নৌকারোহণে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কাশীর যে কোন ঘাটে বসিয়া থাকিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিদেশীয়গণ নৌকায় উঠিয়া ঐরূপ বেড়াইতেছেন, ঐ সকল টুরিষ্টদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্বান্ এবং প্রভাবশালী আসিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া বলিয়া থাকেন যে, কাশীর সৌন্দর্য্যের তুলনায় পৃথিবীর কোন স্থানের সৌন্দর্য্য হইতে পারে না, তাঁহারা এক বাক্যে বলেন যে, তুর্কের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপুলের অসামান্য সৌন্দর্য্যও কাশীর সৌন্দর্য্যের নিকট কিছুই নহে। কাশীর অপরপারের বনরাজী, উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং অপর দিকে কাশীর কৃত্রিম মহাদৃশ্য পৃথিবীতে অতুলনীয়, উত্তরবাহিনী গঙ্গার প্রবাহও অসাধারণ দৃশ্য! বিশেষতঃ কাশীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিরূপ অতি মনোমুগ্ধকর! কাশী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হওয়ায় গঙ্গার তীরবর্ত্তী যে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া সমস্ত কাশীপুরীই দর্শন করিতে পারা যায়।

বিদ্যাসম্বন্ধেও কাশীনগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বেশ অনুভব করিতে পারা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে আটটী বিদ্যাপীঠের নাম পাওয়া যায়; যথা নদীয়া, মিথিলা, মথুরা, কাঞ্চী, পুন্নপত্তন, ( পুণা ) শ্রীনগর, ( কাশ্মীর, ) উজ্জয়িনী এবং কাশীধাম। এই সকল বিদ্যাপীঠের মধ্যে কাশীবিদ্যাপীঠ সর্ব্বতোভাবে সকলের শীর্ষস্থানীয়। নদীয়াতে নব্যন্যায়ের উৎকর্ষসাধন হইয়াছে, মিথিলাবিদ্যাপীঠ প্রাচীন ন্যায়ের বিস্তারজন্য প্রসিদ্ধ, মথুরাবিদ্যাপীঠ ভক্তি ও উপাসনা মার্গের উন্নতিহেতু বিখ্যাত, কাঞ্চী বিদ্যাপীঠ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে বহুল সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া সুপরিচিত, উজ্জয়িনী বিদ্যাপীঠ জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বিশেষ বিশেষ দর্শনশাস্ত্র প্রচার নিমিত্ত সুবিখ্যাত, শ্রীনগর বা কাশ্মীরবিদ্যাপীঠ কাব্য ইতিহাসাদির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, পুন্নপত্তন বিদ্যাপীঠ সঙ্গীত শাস্ত্র এবং বেদাঙ্গাদি কতিপয় বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাশীবিদ্যাপীঠ চতুর্ব্বেদ, মীমাংসাত্রয়, যোগ, সাঙ্খ্য, ন্যায়, বৈশিষিক, পুরাণ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাচীনশাস্ত্রের একমাত্র কেন্দ্রস্থান ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সকল বিদ্বদ্গণকেই যোগ্যতা এবং সম্মানলাভ করিবার জন্য কাশী বিদ্যাপীঠের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। আর ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণকেও এই কাশীতীর্থে আসিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় ও পন্থ আদির কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইয়াছে। এমন কি বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণকেও এই কাশী তীর্থকে আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে কাশীতীর্থের সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠতাই প্রমাণ করা যায়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাশীতীর্থে সাড়ে তিন শতেরও অধিক পরিমাণে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশ্বেশ্বরী জগন্মাতা অন্নপূর্ণাই কাশীবাসী সমস্ত নরনারীর সকল অন্ন পূর্ণ করিয়া থাকেন। কাশীতীর্থের ইহাই এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য যে, কাশীতে থাকিয়া কাহারও কোন দিন অন্নাভাবে একেবারে উপবাসী থাকিতে হয় না। অন্ততঃ মধ্যাহ্নের অন্ন সংস্থানও একরূপে হইবেই হইবে। এই কথা শ্রবণে অনেকের হয়ত অবিশ্বাস হইতে পারে; কিন্তু আমরা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কাশীতে কেহই কোন দিন উপবাসী থাকে না। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য অনেকেই কাশীশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণার প্রসাদে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ, কাশীতে আসিয়া এই কথা শ্রবণ করিয়া ইহার পরীক্ষামানসে এক দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া প্রয়াগ ঘাটের উপরি-স্থিত একটী সাধুর নিকট চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল, প্রায় দশ ঘটিকা বাজে এমন সময় সেই সাধু পুরুষ উক্ত ব্রাহ্মণকে চুপ করিয়া বসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ঠাকুর! তুমি যে এখন ও এখানে বসিয়া আছ, সত্রে যাইবার সময় হইয়াছে, এখন সত্রে না যাইলে আর তোমার ভোজন হইবে না। সাধুর কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল যে, কেন? মা অন্নপূর্ণাই আমাকে অন্ন দিবেন. সাধু বলিলেন, সে কি? মা অন্নপূর্ণাইত অন্ন পাক করাইয়া এখন সকলকেই আহার করাইতেছেন, তুমি সেখানে না যাইলে কিরূপে তোমাকে তিনি

অন্ন দিবেন? মা কি এইখানে তোমাকে অন্ন আনিয়া দিবেন? তুমি যাও! এখনও সত্রে গেলে তোমার আহার হইবে। তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ আর কিছু না বলিয়া সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বেলাও অধিক হইল, ক্রমে দুই প্রহর অতীত, তখন আর ব্রাহ্মণ ক্ষুধা সহ্য করিতে পারিতেছে না, কি করিবে? এখন আর সত্রে অন্ন মিলিবে না? ব্রাহ্মণের ক্ষুধা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর হইয়াছে এমন সময়ে তথায় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া হঠাৎ ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, ওগো ঠাকুর! তুমি কি খাইয়াছ? ব্রাহ্মণ বলিল—না, স্ত্রীলোকটী বলিল তবে তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি এক জন অভুক্ত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, আমার ঠাকুরের ভোগ এখনও দেওয়া হয় নাই, তুমি চল আমার বাড়িতে গিয়া ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ পাইবে, তৎ শ্রবণে ব্রাহ্মণ তখন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে গমন করিল; যাইতে যাইতে এক ছোট গলির মধ্যে একখানা ক্ষুদ্র বাড়িতে প্রবেশ করিল স্ত্রীলোকটী বলিল ঐ ঘরে আমার শিব আছেন, তুমি ঐ ঘরে যাও! আমি ভোগ লইয়া আসি। ব্রাহ্মণ সেই শিবের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া একখানি কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন, কিছুক্ষণ পরে সেই স্ত্রীলোকটী নানাবিধ সামগ্রী সজ্জিত করিয়া শিবের ভোগ লইয়া শিবের নিকট রাখিল আর বলিল যে, তুমি এই ভোগ শিবকে অন্নপূর্ণাকে এবং নারায়ণকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাও! এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ সত্বর হইয়া সেই ভোগ যথাবিধি ঠাকুরকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন, পরে বাহিরে আসিয়া সে স্ত্রীলোকটীকে আর দেখিতে পাইলেন না। ইহা কি অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ মাহাত্ম্য নহে? এইরূপ অনেকানেক প্রত্যক্ষ ঘটনাই কাশীতীর্থে ঘটিয়া থাকে। বিশ্বাস থাকিলে বাস্তবিকই মা অন্নপূর্ণা সমস্ত অন্ন পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য।

অতঃপর, কাশীতীর্থে আসিয়া যাত্রিগণের কি কর্ত্তব্য তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আভাস প্রকাশ হইতেছে। কাশীতে আসিয়া প্রথমে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান এবং চক্রতীর্থে স্নান সন্ধ্যা তর্পণাদি সম্পন্ন করিয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট অক্ষয়বটে আদিত্যদেবকে দর্শন পূজা ও প্রণাম করিয়া ক্রমে দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, ঢুণ্ডিরাজ, জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর ও মহাকালেশ্বরকে যথাবিধি দর্শন, পূজন এবং প্রণাম করিবে। পরে পুনরায় দণ্ডপাণি দর্শনাদি করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার দর্শন পূজাদি করিবে, ইহার নাম নিত্যযাত্রা বা পঞ্চতীর্থিকা। এতদতিরিক্ত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম কুমারীপূজা, সধবা ভোজন, দণ্ডী ভোজনাদি, ব্রাহ্মণ ভোজন করানও যথাসাধ্য কর্ত্তব্য। কাশীতীর্থবাসী ব্যক্তির আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য বিধান আছে, তন্মধ্যে পঞ্চক্রোশী যাত্রা এবং অন্তর্গৃহ যাত্রাদিই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কাশীক্ষেত্রে আসিয়া কাহারও কোনরূপ পাপকর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ; যদি কখনও কোন দুর্দ্দৈববশতঃ কিছু পাপেরও অনুষ্ঠান হয়, তবে তাহা ক্ষয় করিবার জন্য এবং আজীবন কাশীবাস ফল তুল্য পুণ্য প্রাপ্তি কামনায় বৎসরে দুইবার অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে পঞ্চক্রোশী যাত্রা করিতে হয়। আর সর্ব্বপাপ বিনাশার্থ ও অনন্ত পুণ্য লাভাভিলাষে পবিত্রান্তঃকরণে প্রতিদিনই অন্তর্গৃহ যাত্রা করা কর্ত্তব্য। কাশীখণ্ডের পাঠান্তরে লিখিত আছে যে, কাশীবাসাকাঙ্ক্ষী প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই অন্তর্গৃহ যাত্রা করিবে। অন্তর্গৃহ যাত্রাকালীন নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়। যথা—

অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবদ্ যা ময়া কৃতা।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভো!॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর চরণামৃত ধারণের মন্ত্র যথা—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
শিবপাদোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

শ্রীশ্রীশ্বরী জগন্মাতা অন্নপূর্ণার প্রণাম মন্ত্র যথা—

অন্নপূর্ণে! সদা পূর্ণে! শঙ্করপ্রাণবল্লভে!
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী।

# আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন?

( শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর বাহাদুর লিখিত। )

"আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন?" এরূপ প্রশ্ন কখন তোমার মনে উদয় হয় কি? এ কথাটা লইয়া কখন একটু চিন্তা কর কি? "এ দুর্দ্দশা কেন" আদৌ এ কথাটা কখন মনে একটু ভাবিবার সময় পাও কি? তোমার সময় নাই—তুমি নানা কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত তাহা জানিতেছি; এইজন্যই তোমাকে লইয়া আজ এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে বসিয়াছি। আইস, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের থলি এবং সংসারের অসংখ্য চিন্তার ঝুলি স্থানান্তরে সরাইয়া রাখিয়া, একবার একটু আমাদের হিন্দুসমাজের, আমাদের দেশের দুর্দ্দশার কারণ গুলি চিন্তা করিয়া দেখি।

আজকালকার দিনে, পৃথিবীর সকলদেশের সকল জাতির লোক, মুখে হাসি লইয়া, বুকে উৎসাহ লইয়া সগৌরবে, সগর্ব্বে, উন্নতির মার্গে, দৃঢ় পদবিক্ষেপে মহা উদ্যমে চলিয়াছে। হাত পা গুটাইয়া পথপার্শ্বে বসিয়া আছে কেবল হিন্দুজাতি! এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কেবল এক হিন্দুজাতি, লক্ষ্যশূন্য হইয়া পথপার্শ্বস্থিত ক্লেদ কর্দ্দম পূর্ণ নর্দ্দামার মধ্যে আকণ্ঠ পুতিয়া পড়িয়া রহিয়া নিশ্চেষ্টভাবে দিন কর্ত্তন করিতেছে, আর কখন বা মুখে উচ্চৈঃস্বরে প্রাচীনসভ্যতার বেদপুরাণের বর্ণাশ্রমের বড়াই করিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছে! হিন্দুজাতির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতিবেশিগণ মধ্যে কেহবা মুখ খুলিয়া হাসিতেছে, কেহবা বাহ্য গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া মুখ চাপিয়া হাসিতেছে, কেহবা নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছে। মূর্খ বালকের ক্রীড়াসঙ্গিগণ, তাহাকে ধরিয়া মুখে চুণ কালি মাখাইয়া, ছেঁড়াজুতার মালা তাহার গলে দিয়া, গাধার টুপি তাহার মাথায় দিয়া, গলে রজ্জু লাগাইয়া নাচাইতে আরম্ভ করিলে, সে বালকেরও অপমান বোধহয়, লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়, মস্তক হেঁট হয়, তাহার চক্ষুতে জল আইসে; আর বেদপুরাণ প্রাচীন সভ্যতার বড়াই-কারী হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ বিচক্ষণ বহুদর্শী নেতাগণ, পণ্ডিতগণ, অধ্যাপকগণ, দেশের রাজা মহারাজা ও জমিদারগণ, সমাজচালক ও সমাজনায়কগণ, হিন্দুসমাজের ( কাজেই নিজেদের, ) উপরি উক্ত চিত্র অপেক্ষাও লজ্জাকর দুর্গতি দেখিয়া, সহাস্যবদনে কালযাপন করিতেছেন! দুর্দ্দশার চিত্র আরও কি পরিস্ফুট করিয়া আঁকিয়া দেখাইতে হইবে? দুর্দ্দশার চরম অবস্থায়, অধঃপাতের শেষ সীমায় আজ হিন্দুসমাজ যেরূপ নামিয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত বুঝিবা এরূপ আর কুত্রাপি কাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন হইল? কেন এমন হইল? কি পাপে এমন হইল? ইতিহাস একথার উত্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে,—ভারতের ক্ষত্রিয় জাতি অসাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা অসাধারণ তপোবলে বলী হইয়া, আত্মবলদর্পে, আত্মপ্রাধান্যগর্ব্বে, আত্মহারা মাতোয়ারা হইয়া, ঋষিগণ-প্রদর্শিত গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া, কুপথে যখন চলিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই তাঁহারা ঘোর অশান্তি এ দেশে আনয়ন করিলেন। নিরর্থক যুদ্ধ বিগ্রহে সর্ব্বক্ষণ সমাজকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ইহার প্রতীকার করিবার জন্য পরমা প্রকৃতির ক্রিয়া শক্তির উত্তেজনায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভব হইয়া নিজ ক্ষত্রিয়কুলকে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রজ্বলিত অনলে পূর্ণাহুতি দিলেন। ক্ষাত্র শক্তির সাহিত তাঁহাদের প্রবল পুরুষকার এই আগুনে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল! মহা উচ্ছ্বাসের পর মহা অবসাদ আসিল! মহা উন্নতির পর মহা অবনতি অবশ্যম্ভাবী! এই জাতির জাতীয় চরিত্রে, প্রবল পুরুষভাব অন্তর্হিত হইয়া সেই হইতে "স্ত্রী-ভাব" পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ক্রমে সমগ্র হিন্দুস্থান পুরুষ চিহ্নধারী অথচ স্ত্রী-প্রকৃতির লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আরও সহজ কথায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে, হিন্দুজাতি ক্রমে স্ত্রী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। স্ত্রী-চরিত্রের সদ্গুণ দয়াদাক্ষিণ্য, সেবা পরায়ণাদি এবং অসদ্গুণ কপটাচরণ, সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস, ঈর্ষা, দ্বেষ, অলীক ভাষণ, কল্পনাধিক্য, চিত্ত চাপল্য, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি হিন্দুচরিত্রে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। স্বভাবের নিয়ম স্ত্রী-চরিত্রে পুরুষানুরাগ এবং পুরুষ-চরিত্রে স্ত্রী অনুরাগ প্রবল হইয়া থাকে। উপাস্য উপাসক মধ্যেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম যাইতে পারেনা; হিন্দুসমাজে যতই স্ত্রী-চরিত্রের ভাব প্রবল হইতে থাকিল ততই হিন্দুজাতির উপাস্য দেব মন্দিরে শক্তি মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পুরুষদেব মূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ রামাদির মূর্ত্তি আসিয়া স্থানাধিকার করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানের মধ্যে বাঙ্গালার অধিবাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা যখন অধিক কোমল প্রাণ এবং স্ত্রী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন তখনই বঙ্গদেশে চৈতন্যের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের তুমুল তরঙ্গ উঠিল। সে সময় ভারতের যে যে অংশের অধিবাসিগণের চরিত্রে স্ত্রীভাবের আধিক্য হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই এই প্রেমময় মূর্ত্তির উপাসনার নূতন স্রোত অধিক বেগে প্রবহমান হইয়াছিল হিন্দুসমাজে উপাসনাগতির এইরূপ পরিবর্ত্তনে জনসাধারণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকিলেও লোকগুলিকে আরও হীনবীর্য্য ও স্ত্রীভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন এদেশে পুরুষভাবের অত্যাস্বাধিক্যবশতঃ সমাজের অনিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আবার সেইরূপ স্ত্রীভাবের অত্যাস্বাধিক্যবশতঃ সমাজের অনিষ্ট হইতে লাগিল। সমাজদেহে পুরুষ-চরিত্রের এবং স্ত্রী-চরিত্রের গুণগুলি সমানাবস্থায় থাকিলেই সেই সমাজ সুস্থদেহী সমাজ হইয়া থাকিতে পারে। হিন্দুসমাজে পুরুষ-চরিত্রের গুণগুলির ক্রমে লোপ এবং স্ত্রী-চরিত্রেরর গুণগুলি পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইতে থাকায় অগ্নিজীর্ণকারী মেদরোগের রোগীর ন্যায় সমাজ বাহ্য চাকচিক্যযুক্ত; কিন্তু ক্রমে রুগ্ন দুর্ব্বল এবং অবসাদ অবস্থাগ্রস্ত হইয়া পড়িল! হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশার সূত্রপাত কোন্ স্থান হইতে এবং কি ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখাইলাম। এক্ষণে কি কারণে ক্রমে ইহা এইরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

মুসলমান জাতি যখন এদেশের রাজ্য শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তখন তাহাদের শাসননীতি হিন্দুজাতিকে স্ত্রী-ভাবাপন্ন অর্থাৎ কাপুরুষ না করিয়া, বরং একটু পুরুষ-প্রকৃতিতে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। যাঁহারা "পরের মুখে ঝাল না খাইয়া," চক্ষু খুলিয়া ভারত ইতিহাস পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে, মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে, কিছুদিন হিন্দুসমাজের যেরূপ অবসাদ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, মুসলমান রাজ্য শাসনকালে তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি মুসলমান বাদসাগণকে যাঁহারা ঘোর অত্যাচারী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ কথাটি বিবেচনা করেন না যে, আর শত দোষে দোষী থাকিলেও তাঁহারা হিন্দুজাতিকে কাপুরুষ গড়িতে চেষ্টা করেন নাই; বরং বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকদের মধ্যে কেহ কেহ অসময়ে অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে উচ্চ ধর্ম্মের নামের আবরণে ফলিতার্থে কাপুরুষতার বীজ রোপণ করিয়া ঐ সকল মুসলমান বাদসাদের অপেক্ষা হিন্দুসমাজের অধিক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের স্বদেশী ও বিদেশী হিতৈষিদের মধ্যে ঐ রূপ অনিষ্ট অনেকেই করিতেছেন।

এখন সমাজের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, হিন্দুর অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আজি যেটুকু সৎসাহস, উৎসাহ, পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব বিদ্যমান আছে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক রাজা মহারাজা সমাজনেতা ও দল পরিচালক বা "রাজনৈতিক লিডার"দের মধ্যে তাহার দশমাংশের একাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী-চরিত্রের কার্য্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীত্বভাবে স্ত্রীজাতিকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেখিতে পাইবে, কোথায়ও বা কোন রাজা পরনিন্দাপ্রিয় পল্লীবাসী বৃদ্ধা রমণীকে লজ্জিত করিয়া, রাজপুরুষদের নিকটে যাইয়া, তাঁহাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রতিবেশী অন্য বড়লোকের নিন্দাবাদ ঢালিতেছেন। দেখিতে পাইবে, কেহবা চপলাবালিকার অস্থির চিত্তকে পরাস্ত করিয়া প্রাতের অঙ্গীকার বৈকালে ভঙ্গ করিতেছেন। দেখিতে পাইবে, কেহবা একজনকে একরূপ ব্যবস্থা দিয়া লেখনীর কালি শুষ্ক না হইতেই কিঞ্চিৎ প্রণামী লইয়া অন্যকে তাহার

বিপরীত ব্যবস্থা লিখিয়া দিতে বসিয়াছেন। দেখিতে পাইবে, কোথায় কোন "স্বদেশহিতৈষী" বক্তা হাইকোটের বক্তৃতা দিয়া আসিয়া, তাঁহার বিলাতি মদের দোকানের খাতা খুলিয়া সে দিনের লভ্যাঙ্কের গণনা করিতে বসিয়াছেন। দেখিবে, ধনীর ত্রিতল বৈঠকখানা হইতে পথপার্শ্বের ভগ্নকুটীর পর্য্যন্ত ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র পুরুষগণ স্ত্রী-চরিত্রের চরম অধম অবস্থাকেও পশ্চাৎ করিয়া আরও কতখানি নীচে নামিয়া পড়িয়াছে।

এখন, আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়া ইহার প্রতীকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হইলে, আমাদের আরকল্যাণ নাই। আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের কার্য্যে ও চরিত্রে স্ত্রী-চরিত্রের নিম্ন স্তরের ভাবগুলি অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঈর্ষ্যাদ্বেষ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুরুষ-চরিত্রের উচ্চভাব গুলি অর্থাৎ সত্য জ্ঞান সৎসাহস ইত্যাদি যাহাতে আমাদের চরিত্রে ক্রমে অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তৎপক্ষে সকলেরই সর্ব্বক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীত্ব এবং কাপুরুষত্বই আমাদের এ দুর্দ্দশা আনিয়াছে। উহা দূর করিতে পারিলেই আমাদের দুর্দ্দশার নাশ হইবে।

## জাতিভেদ—(২)

### মনুসংহিতা।

জাতিভেদ—বিলোপ—প্রয়াসিগণ কেবল বেদ সম্বন্ধে তাহাদের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই।

হিন্দুজাতির পরম ভক্তিভাজন মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও ঘোর নিন্দা করিয়া, শূদ্রজাতিকে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করিতেছেন, ইহা তাহাদের ভেদনীতির অপূর্ব্ব কৌশল। আজ সেই কৌশলরাশির অন্তর্বিশ্লেষণ করিয়া পাঠক মহাশয়ের নয়ন সমক্ষ উপস্থিত করিব। জাতিভেদের অস্তিত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে দার্শনিক যুক্তি তর্ক প্রবন্ধান্তরে বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইবে। অদ্য মনু সংহিতার বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিতে হইতেছে,—

অভেদবাদিগণ মনু সংহিতা হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক উপক্রম উপসংহার পরিত্যাগ ক্রমে, নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতেছেন যে, "ব্রাহ্মণগণ, হতভাগ্য শূদ্র জাতিকে চিরদিন নিরতিশয় আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত কিরূপ কৌশলে শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন,—

মনু বলিতেছেন,—

**"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।**
**দাস্যায়ৈবহি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥**
**ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।**
**নিসর্গজংহি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি"॥**

(৮ম অঃ, ৪১৪ শ্লোক।)

অর্থ—শূদ্র ক্রীতই হউক, আর অক্রীতই হউক, ব্রাহ্মণ, তাহাকে "ধরিয়া" দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন, কারণ ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবার জন্য ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বীয় প্রভু যদি শূদ্রকে দাসত্ব হইতে মুক্তিও দেন, তাহা হইলেও শূদ্র মুক্ত হইতে পারে না; কারণ দাসত্ব তাহার স্বভাবজাত, কে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে?"

পাঠক! এইত শুনিলেন, বাদিগণের সমাজ বিপ্লব কারিণী ব্যাখ্যা।

পূর্ব্ব শ্লোকানুবাদে "ধরিয়া" দাসত্বে নিযুক্ত করার কথাটা কোথা হইতে সংগৃহীত হইল তাহারাই জানেন।

সম্প্রতি শ্লোক দ্বয়ের টীকানুকারিণী ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন!

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস হয় অথবা অক্রীত অর্থাৎ ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার শিক্ষার জন্য স্বাধীন ভাবে ব্রাহ্মণ গৃহে উপনীত হয়, ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রেষ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন; ব্রাহ্মণের দাস্যই তাহাদের প্রকৃত উন্নতির একমাত্র হেতু—এই নিমিত্তই ভগবান্ তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন, ক্রীতাদি দাস সপ্ত প্রকার কিন্তু ধর্ম্মদাস তাহার অন্তর্গত নহে।

মনু বলেন,—

**"ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ ।**
**पैतृको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः" ॥**

( ৮ম অঃ, ৪১৫। )

ধ্বজাহৃত, (যুদ্ধে পরাজিত,) ভক্ত দাস, (অন্ন দ্বারা পালিত,) গৃহজ, (দাসী গর্ভজাত) ক্রীত, দত্রিম, (দানপ্রাপ্ত) পৈতৃক, (পুরুষানুক্রমিক,) দণ্ড দাস, (দণ্ডদানে অসমর্থ,) এই সাত প্রকার দাস।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন,—

**"ननु च धर्मायगतोऽपि शूद्रो 'दास' इत्युच्यते तत्कथं सप्त दासयोनयः, नैष दोषः न तस्यौत्पत्तिकं दासत्वं इच्छाधीनत्वाद्धर्मार्थिनः नहि तस्य दानाध्ययनक्रिया युज्यन्ते क्रीतगृहजादिदासवत्"**

যদি ধর্ম্মার্থ আগত শূদ্র, দাস নামে অভিহিত হয়, তাহা হইলে সপ্ত দাস যোনি, একথা বলিবার আবশ্যক কি? দাসত্ব আট প্রকার হইয়া পড়ে, না, তাহাতে কোনও দোষ হইবে না, ধর্ম্মলিপ্সুগণ স্বাধীন, তাঁহাদের ধর্ম্ম সেবকত্ব নূতন উৎপন্ন হয় নাই, এই সেবকত্ব তাঁহাদের স্বভাবজাত, সুতরাং ক্রীতদাস ও গর্ভদাস ভৃত্যের ন্যায় তাহার ক্রয় বিক্রয় চলিবে না।

অতএব শূদ্রের ধর্ম্মদাসত্ব স্বাধীন এবং স্বভাব জাত, অন্যান্য দাসত্ব ক্ষত্রিয়াদিরও হইতে পারে, পূর্ব্বকালে যুদ্ধে পরাজিত হইলে ক্ষত্রিয়াদিও জেতার দাসত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

দ্বিতীয় শ্লোকে "স্বামী ছাড়িয়া দিলেও, শূদ্র দাসত্ব হইবে না" একথার তাৎপর্য্যও এরূপ নহে। টীকাকার কুল্লুক ভট্ট স্বরচিত মন্বর্থ মুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন—

**"अदृष्टार्थमप्यनेन द्विजशुश्रूषा कर्तव्येत्येवं परमेतत् । अन्यथा वक्ष्यमाणदास्यकारणोपदिग-णनमनर्थकं स्यात्"।**

ধর্ম্মলাভের জন্য শূদ্রজাতি, অবশ্যই ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিবে এই অর্থ বুঝাইবার জন্য উক্ত শ্লোকের অবতারণা তাহা অঙ্গীকার না করিলে সপ্ত প্রকার দাস গণনা অনর্থক হইয়া পড়ে। ফলকথা শূদ্র দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেও ব্রাহ্মণের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবে না, ধর্ম্মদাসত্ব রূপ সম্পর্ক অবশ্যই থাকিবে। আর ধর্ম্মলাভার্থ গৃহে উপনীত হইলে ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রেষণ করিতেও পারিবেন ইহাই শ্লোকদ্বয়ের মুখ্যার্থ।

"ধর্ম্মলাভার্থ গুরু গৃহে উপনীত হইলে, গুরু তাহাকে প্রেষণ করিবেন" ইহা কেবল শূদ্রের জন্য নহে, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বালকগণও গুরুর প্রেষ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, মহাভারতের উতঙ্কের আখ্যায়িকাই তাহার দেদীপ্যমান উদাহরণ, গোচারণ ও কুশসমিদাহরণও ছাত্রগণের প্রধান কার্য্য, অদ্যাপিও আমরা অধ্যাপকের পেষণানুসারে ভৃত্যবৎ আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। হে ধর্ম্মদাস শূদ্র! তোমার আর এত অভিমান কেন বাপু! তোমার দোষ নহে, বিপ্লবকারিগণের কুব্যাখ্যা আর শুনিও না। পাঠক! এত শুনিলেন, আর একটু অপেক্ষা করুন, দেখিবেন, অভেদবাদিগণ, নিজ মতানুসারে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া আর্য্যসমাজের কিরূপ কলঙ্ক বিঘোষিত করিতেছেন, অরণ্যবাসী কন্দমূল ফলাশী সর্ব্বভূতহিতেরত সমদর্শী আর্য্যমহর্ষিগণের বৃথা নিন্দায় জগৎ আকুল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—

"প্রাচীন আর্য্যসমাজের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে এই ঘোর দাসত্বে পরিণত করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। ধনোপার্জ্জনের অধিকার মানবজীবনের আর একটী প্রিয় অধিকার, তাহা হইতেও শূদ্রদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, দেখুন মনু কি বলেন,—

**"विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्‌ द्रव्योपादानमाचरेत् ।**
**न हि तस्यास्ति किञ्चित् स्वं भर्तृहार्य्यधनो हि सः ।**

( ৮ম অঃ, ৪১৭। )

অর্থ—শূদ্র যদি কোনও দ্রব্য উপার্জ্জন করে, ব্রাহ্মণ, অসঙ্কোচে তাহা কাড়িয়া লইবেন, কারণ শূদ্রের ধনে অধিকার নাই, সে যে কিছু উপার্জ্জন করিবে সে সমুদয় তাহার প্রভুর।"

হায়! বিপ্লববাদিগণ! তোমাদের মহিমা, আমরা জিজ্ঞাসা করি "দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ" এই মূল হইতে "সমুদয় কাড়িয়া লইবেন" এই অর্থ কিরূপে সংগৃহীত হইল?

আমরা পরতন্ত্র, সুতরাং ভাষ্যকার প্রভৃতির সাহায্যেই তত্ত্বার্থ নির্ণয় করিয়া থাকি। স্বতন্ত্রপক্ষগণের কথা গুলিও একটু স্বতন্ত্র হইবে।

“শূদ্র-প্রতিগ্রহনিষিদ্ধ হইলেও, আপৎকালে ব্রাহ্মণ, নিজ ধনাঢ্য দাস শূদ্র হইতে দান গ্রহণ করিলে পাপভাগী হইবেন না,” ভাষ্যকারগণ কথিত শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন ভাষ্যকার মেধাতিথি কি বলেন,—

**“সর্ব্বস্য দাসঃ শূদ্রস্তস্যৈব প্রতিগ্রাহ্যত্বমুচ্যতে বিশঙ্ক্য—নিঃশঙ্কং শূদ্রধনং কথং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ? প্রতিষিদ্ধং হি তৎ। ইত্যেষা শঙ্কা কর্ত্তব্যা।**

**এতদুক্তং ভবতি। অবিদ্যমানধনস্য দাসাৎ শূদ্রাৎ প্রতিগৃহ্নতো ন দোষঃ”**

অর্থ—সকলের দাস শূদ্র, তাহা হইতে দান গ্রহণ করিতে পারিবে, শাস্ত্র ইহাই জানাইতেছে, কিরূপে (শাস্ত্র নিষিদ্ধ) শূদ্রধন গ্রহণ করিবে, উক্ত শঙ্কানিরাসার্থই বলিতেছেন—ভৃত্যের ধনে প্রভুর অধিকার আছে। সুতরাং যদি ব্রাহ্মণ আপৎকালে নিজ ধনাঢ্য দাস শূদ্র হইতে [illegible] শূদ্রধন প্রতিগ্রহ দোষে দূষিত হইবেন না।

[illegible]। পাঠক! দেখুন, কিরূপ ব্যাখ্যা বিভ্রাট [illegible]তেছে, অভেদবাদিগণ, শাস্ত্রের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া সমাজ আকুল করিয়া তুলিয়াছেন।

তাহাদের আর একটী মাত্র শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন।

**“ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্নচ সংস্কারমর্হতি।**
**নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎপ্রতিষেধনম্॥”**

(১০ অঃ, ১২৬।)

“যে অখাদ্যাদি ভোজনে ব্রাহ্মণের পাতক, তাহাতে শূদ্রের পাতক নাই, তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই, শূদ্রের কোন প্রকার ধর্ম্ম সংস্কার নাই, সুতরাং ধর্ম্ম হইতে নিষেধও নাই।”

প্রতিবাদিগণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন,—কি সর্ব্বনাশ! আমরা যাহাকে দুষ্কর্ম্ম বলি, পশুগণ তাহা করে ও তাহাদের পাপ নাই, কারণ তাহারা ধর্ম্ম নিয়মের অধীন নহে। ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রকে সর্ব্ব প্রকার সামাজিক—অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাহাদের পশুত্বকে পরি সমাপ্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে ধর্ম্মাধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন, এই গেল তাহাদের কথা। এখন টীকাকার সম্মত অর্থ শ্রবণ করুন।

সুরা পানাদিতে শূদ্রের পাতক হইবে না, কারণ সুরা পান কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই একান্ত নিষিদ্ধ, কিন্তু হিংসাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যোচিত পাতক হবেই হবে। তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই বটে; কিন্তু বিবাহাদি সর্ব্বসাধারণ সংস্কারের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উক্ত আছে, অগ্নিহোত্রাদি দ্বিজাতি-বিহিত ধর্ম্মে শূদ্র জাতির অধিকার নাই, কিন্তু পাক যজ্ঞাদি গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে প্রতিষিদ্ধ নহে।

পাঠক! এইত শুনিলেন বিপ্লবকারিবৃন্দের কৌশল বাণী, এইরূপ মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু শ্লোকের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া সমাজকে শ্রদ্ধাহীন ও উত্তেজিত করিতেছেন।

তাহারা যে, উচ্চকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছেন, “ব্রাহ্মণগণ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এইরূপ বিধি ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়াছেন”। তাহাদের বলিতে হইবে, ব্রাহ্মণ কোন স্বার্থের লালসায় এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, কোন স্বার্থে, সুখ অথবা সম্মান, সম্মানত আর্য্য সমাজের ব্রাহ্মণ ভাল বাসিতেন না, তাহাতেই মনু বলিতেছেন,—

**“সম্মানাৎ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব”**

যে কালে ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন, সুখ ও সম্মানই যদি প্রভুত্বের ফল হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণকে সমাজের প্রভু না বলিয়া ঘোর দণ্ডাই পাতকী বলিতেইবা আপত্তি কি?

কারণ ব্রাহ্মণ, তখন সপ্তম বর্ষে উপনীত হইয়া, মাতার স্নেহময় অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া, পিতামহীর মধুমাখা সম্ভাষণ উপেক্ষা করিয়া, ভগিনীর স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে অরণ্যমধ্যে গুরুগৃহে বাস করিতেন, ক্ষুধায় অন্ন নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, নিদ্রায় সুকোমল শয্যা

নাই, মস্তকে ছত্র নাই, পায়ে পাদুকা নাই, কেবল গোচারণ, ভিক্ষান্ন ভোজন, কুশ ও সমিধ্ আহরণ প্রভৃতি কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মধুর বাল্য লীলা অতিক্রম করিতেন। যৌবন ও বার্দ্ধক্যেই বা ব্রাহ্মণের সুখ কোথায়! যখন সাধারণের যৌবন অতিক্রান্ত হইয়া যায় তখনই ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ, কিছু দিন সতত দৈব পৈত্র্যকার্য্যে ক্লেশিত হইয়া, প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ আশ্রমে, গ্রাম্য আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিতেন, তৎপর বৃদ্ধাবস্থায় কঠোর ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ, হায় ব্রাহ্মণ! জগতের হিতের জন্য এত করিয়াও তুমি স্বার্থপর, আর বেশ ভূষা বা জাঁক জমক বিষয়েও ব্রাহ্মণ একেবারেই নিস্পৃহ ছিলেন, মস্তকে জটা ধারণ, অঙ্গে ভস্মলেপন, নামাবলী ও রুদ্রাক্ষ মালাই ব্রাহ্মণের পবিত্র পরিচ্ছদ ছিল, পুরাণে দেখিতে পাই যে জমদগ্নি, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের আতিথ্য সম্পাদনার্থে, বনমধ্যে সহস্র সহস্র অট্টালিকা উপবন ও দীর্ঘিকাদি সত্ব রচনা করিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু কুটীরবাসী, জটাধারী দীনহীন ব্রাহ্মণ, বর্ত্তমান কালে সেইরূপ ব্রাহ্মণ অতি বিরল, বৌদ্ধাধিকারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালের কথাটা একবার স্মরণ কর দেখি! তখন ও ব্রাহ্মণ কিরূপ বীতস্পৃহ ছিলেন।

"অহো রাজাধিরাজস্য মন্ত্রিণোঽদ্ভুতভূতিঃ?
উপলশকলমেতদ্ভেদকং গোময়ানাম্
বটুভিরুপহৃতানাং বর্হিষাং স্তোমমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমানাভিরাভি-
র্বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্" ॥

ওঃ! রাজাধিরাজের মন্ত্রীর কি গৃহশোভা! এদিকে খুঁটি ভাঙ্গা ক্ষুদ্র প্রস্তরগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ওদিকে ব্রাহ্মণ বালকগণের আনীত কুশের বোঝা, ঘরে জীর্ণ দেওয়াল, চালে রাশি রাশি সমিধ্ শুকাইতেছে, সেই ভারে ছাইচ্ পর্য্যন্ত নত হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক! বুঝিয়াছেন এই গৃহটী কাহার? ইহা, ভারতের প্রধান সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সুযোগ্য মন্ত্রিবর চাণক্যের গৃহ; যে চাণক্য স্বয়ং নন্দ বংশ নির্ম্মূল করিয়া (দাসীপুত্র) চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন এবং নিখিল রাজকার্য্য স্বয়ংই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাঁহার গৃহের দিকে একবার দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবেন; দেখিবেন তখনও ব্রাহ্মণ কিরূপ নিস্পৃহ ছিলেন।

বিপ্লবকারিগণের কুটিল তর্কাবলী শ্রবণ করিয়া এখন অনেকেই ব্রাহ্মণগণকে স্বার্থপর ভাবিয়া অবজ্ঞা করেন এবং ব্রাহ্মণ, জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া সকল জাতিকে পদতলে রাখিয়াছেন ইত্যাদি দোষারোপ করেন।

ব্রাহ্মণেতরজাতিগণ! তোমরা বুঝিয়াছ যে, জাতিভেদ সৃষ্টিকরিয়া ব্রাহ্মণ তোমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, না! না!! সে ধারণা মিথ্যা, হে ক্ষত্রিয়! তুমি একবার চিন্তা কর, ব্রাহ্মণ তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া দিয়াছেন, পৃথিবীর অমূল্য রত্নরাজি তোমারই অধীন, বিচিত্র সিংহাসন, অপূর্ব্ব অট্টালিকা, ক্রীড়াকানন, লীলাসরোবর, গন্ধ, মাল্য, আভরণ ও বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ, যাহা কিছু ভোগ বিলাসের উপকরণ সমস্তই তোমার আয়ত্ত। বৈশ্যবর! তুমিও একবার প্রণিধান কর, তুমি ধনধান্যের অধীশ্বর অন্যান্য জাতি, প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহার্থে তোমার কাছে চির বাধ্য; তুমি অন্ন না যোগাইলে কে বাঁচিতে পারে! সকল জাতিই সতত তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে। আর শূদ্র! তুমিও চিন্তিত হইও না, তুমি সমাজের অতিমাত্র সহায়, তুমি সমাজের পদ, মস্তক অপেক্ষা স্থল বিশেষে পদের গৌরব অধিক। মস্তকাদি সকল অঙ্গ পরিশোভিত পঙ্গু, যেমন একমাত্র পদের অভাবে কর্ম্মক্ষম হয় না, তেমনি তোমার সাহায্য ভিন্ন কোনও জাতিই পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন না।

সুতরাং তোমাদের হিসাবে হিসাব করিলে আমি বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আধুনিক মতে দেখিতে পাই, আর্য্য সমাজের ব্রাহ্মণগণ, (অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ,) একবারে সাধু প্রকৃতি ছিলেন, তাঁহারা জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া আঁট ঘাঁট বান্ধিয়া কেবল স্বজাতিরই পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। জগতের ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী পরহস্তগত করিয়াছেন। ধন,—চতুর্ব্বর্গের একটী, তাহাতেও উত্তরাধিকারী ক্রমে বঞ্চিত হইয়াছেন। দাসত্বটাও

মন্দের ভাল, তাহাতেও অনধিকারী হইয়াছেন, আর আমা-দিগকে কদাচার অরণ্যচর করিবার জন্য কঠোর নীতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন;—বনে যাও, বাকল পর, কন্দমূল ফলাসনে জঠর পূর্ণ কর, তৈলাভ্যঙ্গ করিও না, মধুমাংস মাল্য গন্ধ প্রভৃতি রুচিকর ভোজন ত্যাগ কর! কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ কর, কুশে শয়ন ও উটজে অবস্থান কর আর কত বলিব পতিতের আর বাকি কি?

তোমরা বলিবে তাহা কর কেন? হা বিধি! না করিলে কি আর রক্ষা আছে, এগুলি করিতে হয়ত সুখের বাল্যকালে, সেই কালে ব্রতধারণ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, না করিলে ভিক্ষাতেও অন্ন জুটিবে না, সে পথটাও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন,—

"अव्रताश्चानधीयाना यत्र भैक्ष्यचराद्विजाः ।
तं देशं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः" ॥

( বসিষ্ঠ, অঃ, ৩ )

ব্রতধারণপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন না করিয়া, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যে দেশে ভিক্ষা পায়, চৌরপোষক বলিয়া রাজা সেই দেশীয় প্রজাগণকে দণ্ডিত করিবেন। তাহা হইলেই দেখুন! বেদাধ্যয়ন না করিলে গ্রামে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য, ইহা আমাদের পূর্ব্বতনীয় ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থা। যাহাই হউক, জাতিভেদের শৈথিল্যে সে দুর্দ্দিন ঘুচিয়াছে, আমরাও শাস্ত্রের বন্ধন হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করিতেছি, এখন পণ্ডিত ঠাকুর অপেক্ষা কবিরাজ ঠাকুরের সম্মান অধিক, মহাজন ঠাকুর, গুরুঠাকুর হইতেও মাননীয়, উকীল ঠাকুর, পুরোহিত ঠাকুর হইতেও পূজনীয়, এখন দুর্দ্দিন গিয়াছে, ব্রাহ্মণের সুদিনের উদয়হইয়াছে! ব্রাহ্মণেতরজাতি! জাতিভেদ শিথিল হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছ, এ আনন্দ তোমাদের নহে, এ আনন্দের স্বত্বাধিকারী শুধু আমরা, তোমাদেরত অসীম ক্ষতি ঘটিয়াছে। এখন আমরা অরণ্য ছাড়িয়াছি, গৃহপরিচ্ছদের অধিকারী হইয়াছি, পর্ণকুটীর ছাড়িয়া রাজ প্রাসাদে উঠিয়াছি, ভিক্ষা ছাড়িয়া ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি, কৃষি বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে অধিক লাভবান্ হইতেছি। হে শূদ্র! তুমি যে, নিজস্ব দাসত্বটা অধিক অপমানের ভাবিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জাতিভেদ বিদ্বেষী ছিলে, জাতিভেদ শিথিল হওয়ায় তোমারই অধিক অনিষ্ট হইয়াছে। দাসত্ব এখন পরম দুর্লভবস্তু, এখন একটা ১০৲ দশ টাকা বেতনের দাসত্ব শূন্য হইলে সেই পরমপদ প্রার্থনায় শিক্ষাভিমানিগণের আবেদনের ঝড় বহিয়া যায়, এই হিসাবে বুঝিয়া লও, দাসত্বটা কেমন জিনিষ, এখন তোমাদের মুখের অন্ন (দাসত্ব) আমরা কাড়িয়া লইতেছি, এখন জজ্ ম্যাজেষ্ট্রেট্ হইতে দোকানের মুহুরী প্যাদা ও কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সব বিভাগেই আমরা, কিন্তু এখনও ব্রাহ্মণ সমাজের অর্দ্ধেক ব্যক্তি এসকল কার্য্যে সম্পূর্ণ যোগ দেন নাই, জাতিভেদ উঠিয়া গেলে, যখন আমরা সকলে এই সকল কার্য্য গ্রহণ করিব, তখন আমাদের পরিবর্ত্তে (নিরুপায় হইয়া) তোমাদিগকেই অরণ্যে আশ্রয় লইতে হইবে। যদি জাতিভেদ প্রথা, পূর্ব্বরূপ গাঢ়ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে এখন আমরা কোথায় থাকিতাম?

আর কত বলিব, গ্রন্থ দেখিয়া হৃদয়ের বদ্ধমূল ঈর্ষ্যা উন্মূলিত কর! অগ্র পশ্চাৎ আলোচনা কর! আর দেখ! ব্রাহ্মণগণ কিরূপ সর্ব্বলোকহিতৈষী স্বার্থত্যাগী, এবং বিষয়-বাসনা-নিস্পৃহ। অতএব অভেদবাদিগণ! এই অনন্তরত্নপূর্ণ, অতীন্দ্রিয়ার্থপ্রদর্শক শাস্ত্ররত্ন মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে অশাস্ত্র বলিয়া নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিওনা, কর্ম্মনাশার অপবিত্র সলিলে বিসর্জ্জন দিওনা! নন্দনবনের মন্দার কুসুম, ক্ষীরোদ সমুদ্রের কৌস্তভমণি, ভাবিয়া মস্তকে স্থাপন কর! বলিতে ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লিখিতে লেখনী স্খলিত হয়, তোমরা মনুস্মৃতিকে নরককুণ্ডে ফেলিতে উপদেশ দাও, আর আমরা কর্ণ আবদ্ধ করিয়া রাখি, যদি পাপ কথায় শ্রুতি অপবিত্র হয়?

"न केवलं यो महतोऽपभाषते
शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्" ।

মহৎ ব্যক্তির নিন্দাকারীই যে কেবল পাপভাগী হয় তাহা নহে, যে ব্যক্তি এইরূপ পরীবাদ শ্রবণ করে তাহারও পাপ জন্মে।

ওহে সাধু-সরলবিশ্বাসি-হিন্দুগণ! ধর্ম্মশাস্ত্রের এইরূপ কুৎসা শুনিয়া বিষণ্ণ হইওনা, এতাদৃশ নিন্দাবাদে শাস্ত্র মাহাত্ম্য অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না।

কবি বলিতেছেন,—

**"वचनैरसतां महीयसो**
**न खलु व्येति गुरुत्वमुद्धतैः ।**
**किमपैति रजोभिरौर्वरै-**
**रवकीर्णस्य मणेर्महार्घता ॥**

অর্থ—অসদ্‌ব্যক্তির পরুষবাক্যে মহতের গৌরব ক্রটিত হয়না, ধূলিবিলুণ্ঠিত হইলেও মণি কি কখনও অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়? ক্রমশঃ—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ,
অধ্যাপক—
শ্রীহট্টসারস্বতাশ্রম।

---

## আত্ম-কথা।*

**कालस्रोते कर्म्मतरी भासे दिवा विभावरी**
**अज्ञान मारुत वय भवपारावारे ।**
**मानव नाविक ताय करे सदा हाय हाय !**
**जोयारभाटाय याय आसे बारे बारे ॥**
**विवेक से कर्णधार नाहि मिले तत्त्व तार,**
**तत्त्वहाल् छेड़े कोथा आछे पलाइया ।**
**दुःखनीरे भासमान दुःखीर दुःखित प्राण**
**दारिद्र्य आवर्त्ते मग्न सर्वस्व लइया ॥**
**तथापि हतेछे आश यदि वहे सुवातास**
**सत्त्यधर्म पाल जीव दिया उड़ाइया—**
**वैराग्य मास्तुल् शिरे बान्धि चमाबले गिरे**
**एकज्ञाने याबे चले पाड़ि जमाइया ॥**
**इष्ट नाम महामन्त्र, सिद्धिर साधन यन्त्र,**
**महाबीज तत्त्व तन्त्र जीवनेर सार ।**
**से तारक ब्रह्मनाम नित्यशुद्ध आत्माराम**
**स्मरि मने अविराम लभिवेक पार ॥**
**नाहि यथा मोह क्लेश काम क्रोध लोभ द्वेष**
**जरा मृत्यु आधि व्याधि अधर्म ताड़ना ॥**
**विजाति विद्वेष भाव परस्परे असद्भाव**
**वैषयिक अभियोग ज्ञातिर लाञ्छना ॥**
**(तथा) सदाइ आनन्द स्फूर्त्ति सुखशान्ति परिपूर्त्ति**
**से पारे सबाइ सुखी सतत स्वरूपे ।**
**जाति धर्म निर्विशेष सदानन्द परिशेष**
**प्राप्त मात्र दुःखशेष हय सर्व्वरूपे ॥**

**(स्वरूपानन्द ।)**

---

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষর প্রচারকল্পে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিকপত্রেই একটি করিয়া তদ্দ্ ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়; এই জন্য বাঙ্গালা ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করা হইল।

(সম্পাদক।)

## সম্পাদকীয় টিপ্পনী।

বরিশাল-পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত মরিচবুনিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। পূর্ব্বে এই স্থান সুন্দরবনে পরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রামের অধিকাংশই মুসলমান, এইরূপ অধিক পরিমাণে মুসলমানের বসতি থাকাতেও তথায় এক মৃণ্ময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কারণ উক্ত গ্রামের জমিদার একজন ধার্ম্মিক হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা—একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ প্রবল বেগে জল বাড়িতে থাকে, এমন সময়ে ঐ গ্রামের কতকগুলি মুসলমান সেই প্রবল জল প্রবাহে চলিতে অশক্ত হইয়া উল্লিখিত কালীমাতার মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্যে কতিপয় উদ্দণ্ড বালক তথায় বসিবার কিছু না পাইয়া সেই দেবী মূর্ত্তিকে ভূতলে পাতিয়া কেহ তাঁহার হস্তের উপরে, কেহ পাদের উপরে আর কেহ কেহ বা তাঁহার অপরাপর অঙ্গের উপরে বসিল, উহার মধ্যে যে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ মুসলমান ছিল, তাহারা চঞ্চলবুদ্ধি অজ্ঞান বালকদিগকে এবম্বিধ মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়াও নিষেধ করিল না, ইহার কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ আকাশ মণ্ডলে এক মহা ভয়ঙ্কর শব্দ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই ঐ মন্দিরের উপর বজ্রপাত হইল, যে সকল বালক ঐরূপ পাপকর্ম্ম করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত ভালরূপই হইল-তাহারা তৎক্ষণাৎ কাল-কবলে কবলিত হইয়া ইহধাম ত্যাগ করিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা সদ্‌বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কালীমূর্ত্তির অবমাননা করিয়াছিল না, তাহারা বাঁচিয়া গেল! উহারা কেবল অজ্ঞান হইয়াই পড়িয়াছিল; কিন্তু কিছুকাল পরে চৈতন্য উদয় হইলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। এই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু টীকা টিপ্পনীর আবশ্যকতা মনে করি না, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই অতিসহজে এই প্রকার দৈবী লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এখনও দৈবী শক্তি লুপ্ত হয় নাই, উহাঁ দ্বারা দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সর্ব্বদাই হইয়া আসিতেছে, এখনও হইতেছেএবং পরেও হইতে থাকিবে।

## বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল দ্বারা প্রাপ্ত গুরুধাম নামক ভবনে যে একটি সুবৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই পুস্তকালয়ে তাহের পুরাধিপতি শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রাজা বাহাদুর মহাশয় অনেক বহুমূল্য হস্ত লিখিত প্রাচীন পুস্তক তাহেরপুর হইতে আনাইয়া দান করিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তক দুইশত বৎসরেরও অধিক কালের লিখিত এবং এখনও কোনরূপ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। এইজন্য রাজাবাহাদুর মহাশয় হিন্দুমাত্রেরই সহস্রাধিক ধন্যবাদার্হ।

* * *

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মানচিত্র-নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজের কারখানা হইতে প্রকাশিত সমস্ত মানচিত্রের এক একখানা উক্ত পুস্তকালয়ে প্রদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আশা করি ভারতবর্ষের অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা এবং গ্রন্থপ্রকাশক মহাশয়গণ নিজ নিজ প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকাবলীর এক এক খণ্ড প্রেরণ করিয়া ধর্ম্ম এবং যশ অর্জ্জন করিবেন, এবং নিজে নিজে এইরূপ আদর্শ স্বরূপ হইয়া অপরকেও ঈদৃশ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য উৎসাহিত করিবেন।

* * *

৺ কাশীধামের দক্ষিণে অসিনদীর তীরবর্ত্তী নাগোয়া নামক স্থানে সংস্কৃত পাঠশালা এবং বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এই দ্বিবিধ বিদ্যাধর্ম্মসম্বন্ধী সংস্থার সুব্যবস্থার নিমিত্ত যে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে, উহা মহামণ্ডলের শাখা স্বরূপে গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। উক্ত কমিটীর নাম "নাগোয়া বিদ্যা-পরিষদ্" রাখা হইয়াছে।

* * *

ভারতবর্ষে যে হিন্দুজাতির কোটি কোটি মনুষ্য বর্ত্তমান, সেই হিন্দুজাতির ধর্ম্মোন্নতির জন্য ইতিপূর্ব্বে কোন জাতীয়

শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগ কিংবা কোন জাতীয় পুস্তক ভাণ্ডার ছিল না। সম্প্রতি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রযত্নে হিন্দু জাতির এই মহান্ অভাব দূরীভূত হইয়াছে। মহামণ্ডল দ্বারা ২৫০০০০০৲ আড়াই লক্ষ টাকা মূলধনে "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড্" নামক কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রতি অংশ ১০৲ টাকা হিসাবে রাখা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণ হিন্দুপ্রজাই এই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে পারিবেন। মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রেরই উচিত যে অন্ততঃ এক একটি অংশ গ্রহণ করিয়া এই দেশ হিতকর ধর্ম্মকর্ম্মের অবশ্য সাহায্য করিবেন।

* * *

মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেডের কার্য্য ইংরাজি ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইংরাজি ১৯১০ সালের জুন পর্য্যন্ত সাত মাসের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত অহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই প্রথম ছয় মাসেই উক্ত কোম্পানীর কার্য্যে বেশ লাভ হইয়াছে। ঐ লভ্যাংশের এক তৃতীয়াংশ "বিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডারে" দান করিবার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট লভ্যাংশ শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে অংশীদিগের মধ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই কোম্পানীর সম্বন্ধে স্থানান্তরে (বিজ্ঞাপন স্তম্ভে) বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অংশ গ্রহণেচ্ছু সজ্জন মহাশয়গণ সেই বিজ্ঞাপন দর্শনে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।
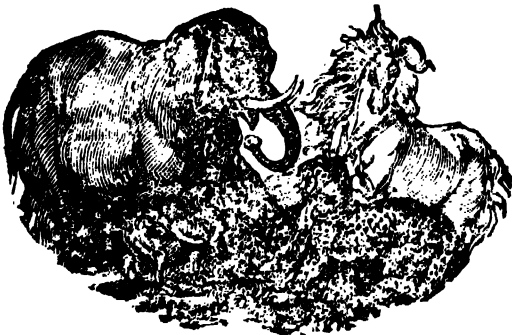
# মহামণ্ডল সংবাদ

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ১৯১০—১১ বৎসরের বজেট মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে, প্রবন্ধকারিণীসভা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, এখন হইতে মহামণ্ডলের যাবতীয় কার্য্যে মেষ সংক্রান্তি হইতে বর্ষ গণনা করা হইবে এবং পুস্তক ও পত্র সমূহে কল্যব্দাঃ লিখিতে হইবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী মহামণ্ডলের সকল প্রকার হিসাবই সংক্রান্তির গণনায় আরম্ভ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সালের বজেটে ৬১৮৫০৲ টাকার আমদানী অনুমান করা হইয়াছে। খরচের অনুমান মাসিক মুখপত্র সমুদয় দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার জন্য ৯০৬৫৲ টাকা, প্রধান কার্য্যালয় খাতে ২০৫০৲ টাকা, উপদেশকভ্রমণ খাতে ২৪০০৲ টাকা, প্রান্তীয় মণ্ডল এবং সংযুক্তসভা সমূহের সহায়তা খাতে ২০০০৲ টাকা, শারদামণ্ডল বা বিদ্যাপীঠের খাতে ১৫২০০৲ টাকা এবং বিশুদ্ধিকণ্ড খাতে ২০০০০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। অন্য সমস্ত খাতের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল উত্তমোত্তম ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু সেই ব্যয় নির্ব্বাহে আমদানীর পরেই নির্ভর করে, যদি মহামণ্ডলের সহায়ক সজ্জন সকল সাহায্যদানে উদারতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে শ্রীমহামণ্ডল জগদীশ্বরের কৃপায় অনেক ধর্ম্মকার্য্যেই সমধিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। মহামণ্ডলের স্থায়ী কোষে গত বর্ষে বাদখরচ ২৮৪৭৫৲ টাকা ছিল, বর্ত্তমান বর্ষের অন্তেও ৪২৪৭৪।৶২ টাকা থাকিবে অনুমান করা হইয়াছে।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের সঞ্চালকগণ এইরূপ বিচার করিয়াছেন যে, যোগ্য যোগ্য সজ্জন মহাশয়দিগের সম্মিলনে পঞ্জাবপ্রান্তে শীঘ্রই এক ডেপুটেশন প্রেরণ করা হইবে, এই ডেপুটেশন পঞ্জাব প্রান্তে পহুঁছিয়া শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের সংস্কার কার্য্যে ও পঞ্জাবের প্রস্তাবিত সনাতন ধর্ম্মকলেজের সংস্থাপন কার্য্যে যথা সম্ভব সহায়তা এবং যত্ন করিবে। পঞ্জাবের ধর্ম্মসভা ও প্রতিনিধি মহাশয়গণের মধ্যে এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতেছে; যদি কোন সভ্যমহোদয় এই বিষয়ে কোন সম্মতি

দিতে চাহেন, তবে তাহা মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে স্থাপন করিবেন।

*　　*　　*

শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক যে মেমোরিয়াল, মাননীয় বড়লাট বাহাদুরদিগের এবং বিভিন্ন প্রান্তীয় ছোটলাট বাহাদুর মহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তদুত্তরে মাননীয় বড়লাট বাহাদুর ও বোম্বাইয়ের ছোটলাট বাহাদুরের বিশেষ সহানুভূতি সূচক এবং আশা-জনক পত্র পাওয়া গিয়াছে।

*　　*　　*

শ্রীমহামণ্ডলের প্রাপ্ত দানপত্রাদি সমস্ত দলিলের নকল সুন্দর ভূমিকা সহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মাত্মা সজ্জন মহোদয় মহামণ্ডলকে সাহায্য দান করিতে বা দান করাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই পুস্তক বিনা মূল্যে পাইতে পারিবেন।

## ধর্ম্মোন্নতি সংবাদ

করাচীর শেঠ সেবারাম রায় রাখনমল মৃত্যুকালে দেশ হিতকর কার্য্যের জন্য চারি লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ধনের সংরক্ষক সমিতি ঐ টাকা হইতে চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে ৫০০০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কার্য্যটী বিশেষ প্রশংসনীয়।

*　　*　　*

বোম্বাই সহরের প্রসিদ্ধ ধনী সার্ কাউস্ জী জাহাঙ্গীর একটি পরীক্ষাভবন নির্ম্মাণ জন্য বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ পচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ দান দেখিয়া বড়ই আনন্দ হয় যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের ধনীজনও দেশোপকারক উপযুক্ত কার্য্যে ধনের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

চাঁদোসীর শ্রীমতী তুলসী সাহুন এবং শ্রীমতী রামকালী একটি স্কুল ও তৎসংক্রান্ত এক বোর্ডিং স্থাপিত করিয়াছেন। স্কুলের নাম "এস্, এস্, এম্, হাইস্কুল" এবং বোর্ডিংয়ের নাম "তুলসীরামকালী হোষ্টেল"। গত ২১শে জুলাই তারিখে বারেলীর শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেব নিজে উপস্থিত হইয়া উক্ত বোর্ডিং খুলিয়াছেন, ঐ উৎসবের দিনে বড় বড় প্রতিষ্ঠিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

## শাখাসভা সংবাদ।

মোগল সরায়ের "সনাতনধর্ম্ম প্রতিপালিনী" সভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ প্রসাদ শর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে, এই সভার বার্ষিক উৎসব গত রথযাত্রার দিন যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। আলারাম সাগর সন্ন্যাসী জী অহিংসা বিষয়ে এবং পণ্ডিত গঙ্গাবিষ্ণু মিশ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় অবতার সিদ্ধি বিষয়ে দুইদিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনেও উক্ত উপদেশক দ্বয় মূর্ত্তিপূজা, শ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য বিষয়েও উত্তম বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতাক্ষেত্রে অনুমান তিন চার হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। পঞ্চম দিনে পূর্ণাহুতি ও কীর্ত্তন শেষ হইলে উৎসব সমাপ্ত করা হয়। এই উৎসব সফলতার সহিত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত জুলাইয়ের ৩০শে ও ৩১শে তারিখে হরিদ্বারের স্বামী শিবানন্দ শিরোমণি ব্রহ্মচারী মহাশয় চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্য এবং মূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে উত্তম বক্তৃতা দিয়া সর্ব্বসাধারণকে সনাতন ধর্ম্মাচরণে উৎসাহিত করিয়াছেন।

*　　*　　*

আজমীর—শ্রীসদ্ধর্ম্মামৃতবর্ষিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত হরিচরণ চৌহান মহাশয় লিখিয়াছেন যে, গত শ্রাবণ মাসের শুক্লপ্রতি-পদ তিথিতে এই সভার বাৎসরিক উৎসব অতিশয় ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শনিবারে ফুলদোলের উৎসব ও জাগরণ হয়, রবিবারে শিবমূর্ত্তি লইয়া নগর পরিভ্রমণ ও

নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করা হইয়াছিল। সোমবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বুলাকীরাম শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ পাণ্ডেয়, মথুরা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ জী, ( শ্রী ১০৮ স্বামীজীর প্রতিনিধি, ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীধর শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবীশঙ্কর ভট্ট প্রভৃতি মহোদয়গণের ধর্ম্ম, সাকার সিদ্ধি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, মূর্ত্তি পূজা এবং শ্রাদ্ধাদি বিষয়িনী প্রতিভা পূর্ণ ওজস্বিনী বক্তৃতা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাওর নামক স্থানে এবং আজমীরের রামায়ণ ভজন মণ্ডলীতেও দুইদিন সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উৎসব কার্য্যের পূর্ণাহুতি শেষ হইলে একশত ব্রাহ্মণকে উত্তম ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

* * *

পলামু ডাল্টন গঞ্জের সনাতন লাইব্রেরীর প্রধান মন্ত্রী এবং সংস্থাপক শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদজী লিখিতেছেন যে, গত ২৭শে আগষ্ট শনিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর শুভদিনে পূর্ণ সমারোহের সহিত এই লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক মহোৎসব হইয়াছে। স্থানীয় ধার্ম্মিক সজ্জনগণের নিকট হইতে এই পুস্তকালয়ের সাহায্য স্বরূপ ১০৲ টাকা উপঢৌকন পাওয়া গিয়াছে, এই উৎসবে যথাসম্ভব ব্রাহ্মণ ভোজনও করান হইয়াছে, শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেব বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, বাবু ধনেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মা এবং বাবু গণেশ দয়ালুজী বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

## হিন্দুভ্রাতৃগণের নিকট বিশেষ নিবেদন।

কৃপাপূর্ব্বক এই বিজ্ঞাপনটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন এবং স্বস্ব আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বর্গকে পাঠ করিতে দিবেন। সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি, সনাতন ধর্ম্মের সুরক্ষা এবং সদ্বিদ্যা বিস্তারের নিমিত্ত এই বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে, কাশীর সুপ্রসিদ্ধ গন্য মান্য ধনিগণ কর্ত্তৃক শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সাহায্যে হিন্দুজাতির উন্নতি কল্পে এই কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ও ধর্ম্মাত্মা হিন্দুনরনারী দিগের এই কাম্পানির অংশ খরিদ করিয়া ইহার সহিত সম্মিলিত হওয়া উচিত।

আজ পর্য্যন্ত ভারত বর্ষে হিন্দুজাতির নিজের কোন ছাপাখানা বা কোন বুকডিপো ছিলনা, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম মার্গের অনেক নিজ নিজ শাস্ত্রপ্রকাশকবিভাগ স্বজাতীয় ছাপাখানা এবং পুস্তকাগার আছে; পরন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এইযে, হিন্দুজাতির নিজের এইপ্রকার কোন কারখানা এতদিন ছিল না, সম্প্রতি হিন্দুজাতির এই মহান্ অভাব দূর করিবার জন্য বড় বড় ধনী, রাজা মহারাজার সহায়তায় এই কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে।

## শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড্।

ইং ১৮৮২সালের ভারতগবর্ণমেণ্টের ৬ একৃট অনুসারে এই কোম্পানি রেজেষ্ট্রী হইয়াছে।

মূলধন ২৫০০০০৲ আড়াইলক্ষ টাকা। উহা ২৫০০০ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রতি অংশের মূল্য ১০৲ দশ টাকা, প্রথমে প্রার্থনা পত্র দেওয়ার সময় ২৲ টাকা দিতে হইবে এবং প্রার্থনা পত্র স্বীকার হওয়ার পরে ৩৲ টাকা দিতে হইবে, অবশিষ্ট ৫৲ টাকা কোম্পানি যখন চাহিবেন তখন দিলেই হইবে।

খাজাঞ্চী !
বেনারসব্যাঙ্কলিমিটেড্—বেনারস্।

## সমিতির উদ্দেশ্য।

এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এবং দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ, বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ স্মৃতি ইত্যাদির প্রামাণিক ও শুদ্ধ সংস্করণ ক্রমশঃ প্রকাশিত করা হয়। এই প্রকারের গ্রন্থ সকল ভারত বর্ষের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইবে। এইরূপ সনাতন ধর্ম্ম ও অনেকানেক আবশ্যকীয় শাস্ত্রীয়

গ্রন্থাবলীর বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সমাজ, ধর্ম্ম এবং বিদ্যার উন্নতি করা হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে এই প্রকার সমিতির বিশেষ আবশ্যকতা আছে, কেবল সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যথার্থ শাস্ত্র জ্ঞান বিস্তার এবং হিন্দু জাতীয়তা এবং সভ্যতার পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনার্থই ইহার আবশ্যকতা নহে; পরন্তু হিন্দুশাস্ত্র সমূহের অধুনিক অশুদ্ধ ব্যাখ্যা যুক্তিহীন টীকাটিপ্পনী এবং অশুদ্ধ মুদ্রাঙ্কন দ্বারা হিন্দুসজ্জন গণের অন্তঃকরণে যেরূপ মন্দ ভাব বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ নিবারকরণই এই সমিতির পরম প্রয়োজন।

এই প্রকারের গ্রন্থসমিতি স্থাপিত হওয়ায় হিন্দু জাতির প্রবল অভাব দূরীভূত হইলে কেবল হিন্দুজাতিরই যে আনন্দ হইবে তাহা নহে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় সভ্য জাতিই বিশেষ লাভবান্ হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই

## এই সমিতির লক্ষ্য যথা,—

( ক ) যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই বা হইয়াছে, তাহার বিশুদ্ধ সংস্করণ নিয়মিত ক্রমপূর্ব্বক প্রকাশিত করা।

( খ ) শ্রীমহামণ্ডল শব্দকোষ নামে হিন্দিভাষায় এক বৃহৎ কোষ ইংরাজী ইন্‌সাই ক্লোপীডিয়া (Encyclopædia) র আদর্শে প্রকাশিত করা।

( গ ) হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক খণ্ড গ্রন্থ ( ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ) নিবন্ধ এবং পুস্তকাবলী ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় ছাপান।

( ঘ ) বিদেশীয় ভাষান্তর্গত বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন এবং সাধারণের উপযোগী সাহিত্য গ্রন্থ সকল সংস্কৃত, হিন্দি ও অন্যান্য স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা। বিশেষতঃ সমিতি এই কার্য্যের সাহায্যে হিন্দী ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিতে যত্ন করিবে। যেহেতু সমিতির বিচারে সমগ্র ভারতবর্ষে এক মাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিন্দীই হওয়া উচিত।

( ঙ ) জ্যোতিষসম্বন্ধীয় মানচিত্র ও অন্যান্য মানচিত্র এবং নক্‌সা ইত্যাদি দেবনাগরী অক্ষর ও ভারতবর্ষীয় অপরাপর লিপি প্রস্তুত করা এবং প্রকাশ করা।

( চ ) বিদ্যাসম্বন্ধীয় সভা ও সুযোগ্য বিদ্বান্ গ্রন্থকারদিগের উপযুক্ত গ্রন্থ সমূহ ছাপাইবার সুবিধা দেওয়া।

( ছ ) মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সংবাদপত্র সমুদয় দেশোন্নতি ও দেশ হিতের জন্য প্রকাশিত করা।

( জ ) কাশীধামে এইরূপ একটি আদর্শ পুস্তকালয় ( বুকডিপো ) স্থাপিত করা যে, উহাতে হিন্দুধর্ম্মের স্বদেশীয় পুস্তক সকল এবং সর্ব্ববিধ ভাষার প্রামাণিক পুস্তক সমুদয় একাধারে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সমিতি উল্লিখিত বর্ণিত উদ্দেশ্য সমুদয় সম্পূর্ণ করিতে যত্ন চেষ্টা করিবে এবং এই কার্য্যে সফলতা প্রাপ্তির জন্য অন্য প্রকারের কার্য্য ও করিতে উদ্যোগী হইবে। এইজন্য এই সমিতি আড়ত এবং আদান প্রদান ( ব্যাঙ্কিং ) সম্বন্ধীয় কার্য্য করিবার অধিকার স্বকীয় উদ্দেশ্যের অন্তর্গত রাখিয়াছে, ইহাতে ভবিষ্যতে এই কার্য্য বিশেষ লাভজনক, হিতকর এবং সুপ্রসিদ্ধ হইতে পারিবে।

এই কেম্পানীদ্বারা ৺ কাশীধামে এক সুবৃহৎ ছাপাখানা স্থাপিত করা হইয়াছে। লাজারস্ কোম্পানির যে বহুমূল্যের ছাপাখানা কাশীতে ছিল, এই কোম্পানী সেই ছাপাখানা ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা দ্বারা খরিদ করিয়াছে। হিন্দী, ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী প্রভৃতি সমস্ত ভাষার ছাপা কার্য্য এই ছাপাখানায় অতি সুন্দর ভাবে এবং স্বল্প মূল্যে হইয়া থাকে, ইহার সঙ্গে এক বৃহৎ টাইপ্ ফাউণ্ডারীও আছে।

## কার্য্যপ্রণালী।

বিশেষরূপে বিচার এবং হিসাব করিয়া জানা গিয়াছে যে, এই কার্য্যে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইবে, লাভের এক তৃতীয়াংশ শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার এবং অবশিষ্ট অংশীদারগণ পাইবেন।

৺ কাশীধামে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষকত্বে "শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার" এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে যে, এই দানভাণ্ডারের অর্থদ্বারা বিধবা, অনাথ এবং নিঃসহায় দীনদুঃখী ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য দেওয়া হয়।

এই কোম্পানির অংশিগণ একই উপায়ে যুগপৎ অর্থ এবং বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারে দান নিমিত্ত ধর্ম্ম, উভয়ই লাভ করিবেন।

## সংবাদ।

কাশীস্থ বিশিষ্ট রহিস্‌গণ যথা—শ্রীযুক্ত রাজা মাধবলাল সাহব, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মতিচাঁদ সাহব এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র নায়ক কালিয়া মহাশয় এই মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকমিতিলিমিটেড্ কোম্পানির ডিরেক্টারের পদ স্বীকার করিয়াছেন।

এই কোম্পানি অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করিয়াছে, ঐসমস্ত গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

---

# ফারম্ প্রার্থনাপত্র।

## শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।

——*(:*:)*——

শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক-
সমিতি লিমিটেড্—কাশীধাম।

মান্যবর মহাশয়!

আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতির প্রশংসনীয় ও স্বদেশপ্রীতিবর্দ্ধক উদ্দেশ্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। অতএব মহাশয় আমার নাম.........অংশের জন্য অংশিগণের রেজিষ্টারিতে ভুক্ত করিয়া লইবেন।

আমি নিজের...........অংশের প্রতি অংশের ২৲ টাকা হিসাবে........... টাকা এই ফারমের সহিত পাঠাইতেছি, এবং স্বীকার করিতেছি যে, অবশিষ্ট টাকা সমিতির নিয়মানুসারে যখন আবশ্যক হইবে, তখন পাঠাইব।

নাম————
পূরা ঠিকানা————
তারিখ————
দঃ............

(এই ভাগ কার্য্যালয়ে পূর্ণ হইবে।)

প্রার্থনা পত্র প্রাপ্তির তারিখ————
অংশদানের তারিখ————
অংশের সংখ্যা————
খাতার পত্রাঙ্ক————

# ধর্ম্মপ্রচারক।

ভাগ, ৩১। ] তুলা [ সংখ্যা, ৭

## বিষয়সূচী।



---

## বিশেষ প্রার্থনা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এই মুখপত্র শ্রীমহামণ্ডলের সকল প্রকার সভ্য মহোদয়কেই বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি নূতন ভাবে এই সংবাদপত্রের সুবন্দোবস্ত করায় ইহার ব্যয় অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এইরূপ অধিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মাসিকপত্রসহায়তাফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই পত্রের পাঠক পাঠিকাগণ এবং শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা যে, এই ফণ্ডে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যিনি এই ফণ্ডে দান করিবেন, তাঁহার নাম ধন্যবাদের সহিত শ্রীমহামণ্ডলের সকলভাষার মুখপত্রসমূহে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,<br>
রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।<br>
প্রধানমন্ত্রী।

## ধর্ম্মপ্রচারকের নিয়ম।

(১) ধর্ম্মপ্রচারক-শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। এই মাসিক মুখপত্র প্রতি সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ধর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং সমাচার প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির সহিত এই মাসিকপত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার সভ্য, শাখাসভা ও পোষকসভা এবং সংস্কৃত পাঠশালা, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতিকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতদতিরিক্ত যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৩্ তিন টাকা মূল্য লইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের নিম্নে যদি মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে, তাহা হইলেই কেবল শ্রীমহামণ্ডল ঐ প্রবন্ধের জন্য উত্তরদাতা হইবেন।

(৪) ধর্ম্মপ্রচারকে সুবিধার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে হিন্দী-নিগমাগম-চন্দ্রিকা, উর্দ্দু-মহামণ্ডলসমাচার, মহারাষ্ট্রীয়-ভারত-ধর্ম্ম এবং গুজরাতী-শ্রীসনাতনধর্ম্ম এই চারি মুখপত্রেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে 'ম্যানেজার ধর্ম্মপ্রচারক ৺ কাশীধাম' এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

# ধর্ম্মপ্রচারক।

ভাগ-৩১শ। | তুলা সংক্রান্তি। কলের্গতাব্দাঃ ৫০১১। | সংখ্যা ৭।

## স্তোত্রপঞ্চক।

( १ )

जगद्यतः प्रकाशतः सतः सदा प्रकाशते
स्वजन्मवृद्धिरक्षणस्थितिक्षयैः समन्ततम् ।
तदैव सत्तदैव चित्त्वमेव स प्रभाकरः
प्रसीद पाहि सूर्य्य नो नियोजय स्वरूपतः ॥

( २ )

सदैवसच्चिदा सदा स्वरूपसत्प्रकाशिनी
परात्परा जगत्प्रसूर्जगद्विपद्विनाशिनी ।
दयामयी दयागुणं प्रदाय सैव शङ्करी
प्रसीदतु प्रसन्नता प्रधानतः शुभङ्करी ॥

( ३ )

सदैव शान्तिकारणः स विघ्ननाशनो महा-
नुपास्य देवता स्वयं सदैव सत्सु कर्मसु ।
स्वरूपबुद्धियोगतः प्रकाशिताद्वयाकृतिः
समस्तसिद्धिदायको गणेश आशु रक्षतु ॥

( ४ )

त्वमेव सच्चिदेव सत्स विष्णुरीरितो हरे !
अनन्त ईश्वरेश्वर प्रशान्त शुद्ध केशव !
जगत्पते जगत्पितः सदैव दीनतारण !
नमोनमो मुकुन्द ते भवाब्धिकर्णधार हे !

( ५ )

सदैव सच्चिदद्वयस्त्वमेव शङ्करः शिव !
प्रभुर्भवो हरः स्वयं त्रितापपापनाशनः
परात्परः परः पिता भवेश आशुतोष हे !
कृपाङ्कुर प्रसीद नः कृतान्तमन्तकृद्भव ॥

—*—

# ভারতমহিমা।

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষের স্বরূপ, ভারতের প্রতিমূর্ত্তি সমস্ত জগতে, প্রতিদেশে, প্রতিসমাজে, প্রতিগৃহে, এমন কি প্রতিহৃদয়পটে এমন উজ্জল ভাবে অঙ্কিত আছে যে, তাহার আর স্বতন্ত্র ভৌগলিক বৃত্তান্ত উল্লিখিত না হইলেও ভারতবিষয়ক প্রবন্ধ অঙ্গহীন হয় না। ভারত ইন্দ্রের অমরাপুরী, ভারত অমরাবতীর নন্দনকানন আবার ভারতই নন্দন কাননের পারিজাত। যে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, যে আকাশের পূর্ণচন্দ্র সুমন্দ মারুত হিল্লোলে আন্দোলিত বাপী-নীরে সহস্র সহস্র রূপ ধারণ করতঃ ক্রীড়াচ্ছলে জগতে আনন্দরাশি ঢালিয়া দেন, যে আকাশের রোহিণী-শশী স্নিগ্ধ কিরণ জাল বিস্তার করতঃ বকুল পল্লবের অন্তরালে মিটি মিটি হাসিয়া জগতে সুধারাশি বর্ষণ করেন, সে আকাশ ভারতের। যে সুমন্দ মারুত হিল্লোল ফুলবাস-সম্ভার বহন করিয়া পরচিত্ত বিনোদনার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত, যে চন্দন চর্চ্চিত মলয় মারুত বিরহীর বিরহানল-দগ্ধ দেহ শীতল করে, পুত্র-হারা জননীর, পতিবিয়োগবিধুরা সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ভেদী যাতনার লাঘব করিতে চেষ্টা করে—সে মলয় বায়ু ভারতের ; যে প্রান্তরে, দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা শোভা ভাবুকের মন প্রাণ হরণ করে, যে বন নিজবক্ষে জগতের সমস্ত বৃক্ষ লতাদি ধারণ করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বিভূতি, প্রকৃতির পূর্ণতার দোকান সাজাইয়াছে, সে প্রান্তর ভারতের। যে বসন্তে কোকিল কুহুতানে দিগ্‌-দিগন্ত বিধূনিত করিয়া পরমপিতার মহিমা কীর্ত্তন করে, যে বসন্তে পাপিয়া দয়েল শ্যামা সুললিত স্বরে গান করিয়া জগতে এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে, যে বসন্তে প্রকৃতি সুন্দরী পতিপ্রাণা রমণীর ন্যায় নানালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া কাহার যেন আগমন প্রতীক্ষা করেন,—সে বসন্ত ভারতের। এইরূপ যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু বিশেষ ভাবাপন্ন, তাহা সমস্তই ভারতের বক্ষে হাসিয়া খেলিয়া ভ্রাতৃভাবে ভারতমাতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

ভারত জগৎপিতার রম্যোপবন, ভারত রাজরাজেশ্বরী প্রকৃতি মাতার প্রধান ও একমাত্র লীলাভূমি, ভারত জগদীশ্বরের সর্ব্বার্থ শিল্প প্রদর্শনী, তাই ভারতের এত যত্ন। কৃপণ যেমন বহুদিনের সঞ্চিত ধনরাশি তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অতিযত্নে অতিনিভৃতে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরও ভারতকে তাঁহার বড় সাধের ভারতকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অতিযত্ন-পূর্ব্বক নিরাপদ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। ভারতের পিতৃরূপী ঐ হিমালয় ভীমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক গর্ব্বোন্নত মস্তকে উত্তর দিক্ রক্ষা করিতেছেন। দেবতাত্মা হিমালয় দুহিতৃ-স্নেহাকৃষ্ট হৃদয়ে জাহ্নবী যমুনারূপ বিগলিত স্নেহধারায় ভারত প্রতিপালন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। ঐ জ্ঞানভূমি হিমালয়ের বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া কত যোগী ঋষি অনন্ত জ্ঞানময় শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, কত তাপিতের মরুময় জীবন ঐ হিমালয়ের প্রসাদে শান্তিবারি সিক্ত হইয়া উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতা যেমন নিজ সন্তানকে নিজের বক্ষের মধ্যে যে বক্ষ তাহাতে চাপিয়া রাখেন, সেইরূপ ঐ দেবধাম মোক্ষময় হিমা-চল অনাদিকাল হইতে নিজ অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া ভারতকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন ; ভারত যখন রাজরাজেশ্বরী নানালঙ্কারভূষিতা, জগৎপূজ্যা জ্ঞান বিজ্ঞানের জননী ছিল তখনও যে হিমাচল, আজ ভারত পথের ভিখারিণী শুষ্কবদনে জীর্ণবেশে জগতের এক কোণে অবস্থিত-এখনও সেই হিমাচল। উত্তাল তরঙ্গমালা সমন্বিত ভারতমহাসাগর ভারত চরণকমল ধৌত করিয়া গম্ভীর নির্ঘোষে জগৎকে ভারতের নিরাপদতা জানাইতেছে। পূর্ব্ব দিকে পূতবারি নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র ভীষণবেগে প্রবাহিত হইয়া হুহুঙ্কারে শত্রু-হৃদয় প্রকম্পিত করিয়া ভারতের শান্তি রক্ষা করিতেছে। আর পশ্চিমদিকে নদনাথ সিন্ধু নিজের পঞ্চবাহু বিস্তার করিয়া ভারতকে যেন সমস্ত বিপদ হইতে দূরে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। প্রভুভক্ত সৈন্যা-ধ্যক্ষ যেমন প্রভু-শক্তি রক্ষার জন্য নিজ সৈন্য সামন্ত সমভি-ব্যাহারে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করেন, পবিত্র সলিলসিন্ধু ও

সেইরূপে ভারতের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত। এইভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া ভারত জগৎপিতার মহিমা প্রকটিত করিতেছেন! সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের নিপুণতা, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য বোধ আর সর্ব্বোপরি জীবজগতের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তবে ভারত-পরিদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

প্রকৃতি ভারতবর্ষকে অনুপম সৌন্দর্য্য সুষমায় বিভূষিত করিয়া রাজনিকেতন করিয়া রাখিয়াছেন। একদিন এই ভারত-সন্তান ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ সমুজ্জ্বল জ্ঞানবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া জগতকে উন্নতির সোপান মানুষের একমাত্র লক্ষ্য ও সনাতন ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন. ভারতের সে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতা যে কিরণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই কণিকা মাত্র লাভ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সুসভ্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। জ্ঞানরূপী অপৌরুষেয় বেদ এই ভারতে আবির্ভূত হইয়া ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। এই ভারতই প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ স্থান। বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির ধাত্রী। ভারতবর্ষ সভ্যতার, জ্ঞানের, মনুষ্যত্বের, বীরত্বের সকলেরই আদিভূত। ভারতের সভ্যতাপ্রস্রবণের বিন্দু বিন্দু সলিল সংগ্রহ করিয়া জগৎ আজ সুসভ্য। এই ভারতে প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের ন্যায় ঈশ্বরপ্রেমিক, সীতা সাবিত্রীর ন্যায় পতিপরায়ণা, লক্ষ্মণ ভরতের মত ভ্রাতৃপ্রেমময়, শ্রীরামচন্দ্রের মত প্রজারঞ্জক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত-প্রকৃতি এমনই সন্তান প্রসব করেন, যে পুত্র, প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য অম্লান বদনে নিজের পুত্রকেও নিজ হস্তে বলিদান করিতে পারেন, যে পুত্র সত্য রক্ষার জন্য সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য মুহূর্ত্ত মধ্যে দান করিয়া সেই দানের দক্ষিণা পরিশোধ করিতে নিজের মহিষী, প্রাণপ্রিয় পুত্র ও নিজকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে পারেন। ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষার নিকট সমস্ত বিপদ সমস্ত দুঃখ, বাত্যাহত তৃণের ন্যায় দূর-দূরান্তরে নীত হয়। ভগবানের এই প্রধান লীলাভূমিতে ব্যাস বাল্মীকির ন্যায় কবিগুরু, শ্রীকৃষ্ণ ও বশিষ্ঠের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশক, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ধর্ম্ম বক্তা জন্ম গ্রহণ করিয়া, ভারত যে স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মভূমি, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আর বীরত্বের কথা—ভারতের বীরত্বের কথা শুনিলে হিমশীতল রক্তও রুদ্ধ ধমনীতে প্রবলবেগে ধাবিত হয়। দাসত্বের পেষণে জড়পিণ্ডবৎ দেহপিণ্ডও বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া নাচিয়া উঠে, মনে হয় আবার ভারত বুঝি জাগিয়া উঠিল! রামায়ণের রাম, মহাভারতের অর্জ্জুন, কর্ণ, ভীম, দ্রোণ প্রভৃতির ইতিহাস-বীরত্ব দূর অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও সে দিনের রাজস্থানে-মিবারের প্রতাপ, মাড়োয়ারের দুর্গাদাস, আজমীরের পৃথ্বীরাজ, হাম্বির ও রাজসিংহ প্রভৃতি জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়! সে দিন ছত্রপতি শিবাজী যে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা স্মরণপটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে। পৃথিবীর অন্য কোথায়ও ষড়ঋতু ভ্রাতৃভাবে একই সময়ে এক দেশে বিরাজমান হইয়া প্রকৃতি জননীর সেবা করে না। এখানে ভ্রমরগুঞ্জনে কুসুম কানন অহরহ গুঞ্জরিত, এখানে বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিলে মনঃপ্রাণ স্নিগ্ধ-পরিপ্লুত; এখানে মধুবনে কোকিলের কুহুস্বরে, দয়েল শ্যামার সুস্বর লহরীতে ভারত কানন মুখরিত, আবার এখানে গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণ, শীতের হিমানী-সম্পাত, প্রাবৃটের অবিরল বারিবর্ষণ! একাধারে যুগপৎ এ সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র জগতের আর কোথায় আছে? কোমলে কঠোরে, মোহনে ভীষণে, সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে, এমন সুন্দর সমাবেশ ভারত ভিন্ন আর কোথায়ও নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হিমালয়-যাহার তিমিরাবৃত গুহামধ্যে সিদ্ধ যোগিগণ ওঙ্কার ধ্বনিতে বিমানপ্রদেশ প্রকম্পিত করেন, সে এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পূতসলিলা গঙ্গা যাহার প্রতি তরঙ্গ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দ্বিজপ্রদত্ত পুষ্পহার মস্তকে বহনপূর্ব্বক কুল কুল ধ্বনিতে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বহিয়া যায়, সে এই ভারতবর্ষ। যে তপোবন-হিংসাদ্বেষশূন্য পশুসমাকীর্ণ, সাম গানে, বেদমন্ত্রোচ্চারণে, যজ্ঞীয় পবিত্রধূমে পূরিত—সে এই ভারতবর্ষ। যে আকাশ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি আগমন করিয়া ভারতকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং যাহাদের প্রসাদে ভারতে সমস্ত আকারের সকল বর্ণের জীবজন্তু বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন হয়, তাহা এই ভারতের ভিন্ন অন্যের হইতে পারে না।

# পৃথ্বীরাজ-জয়স্তম্ভ। *
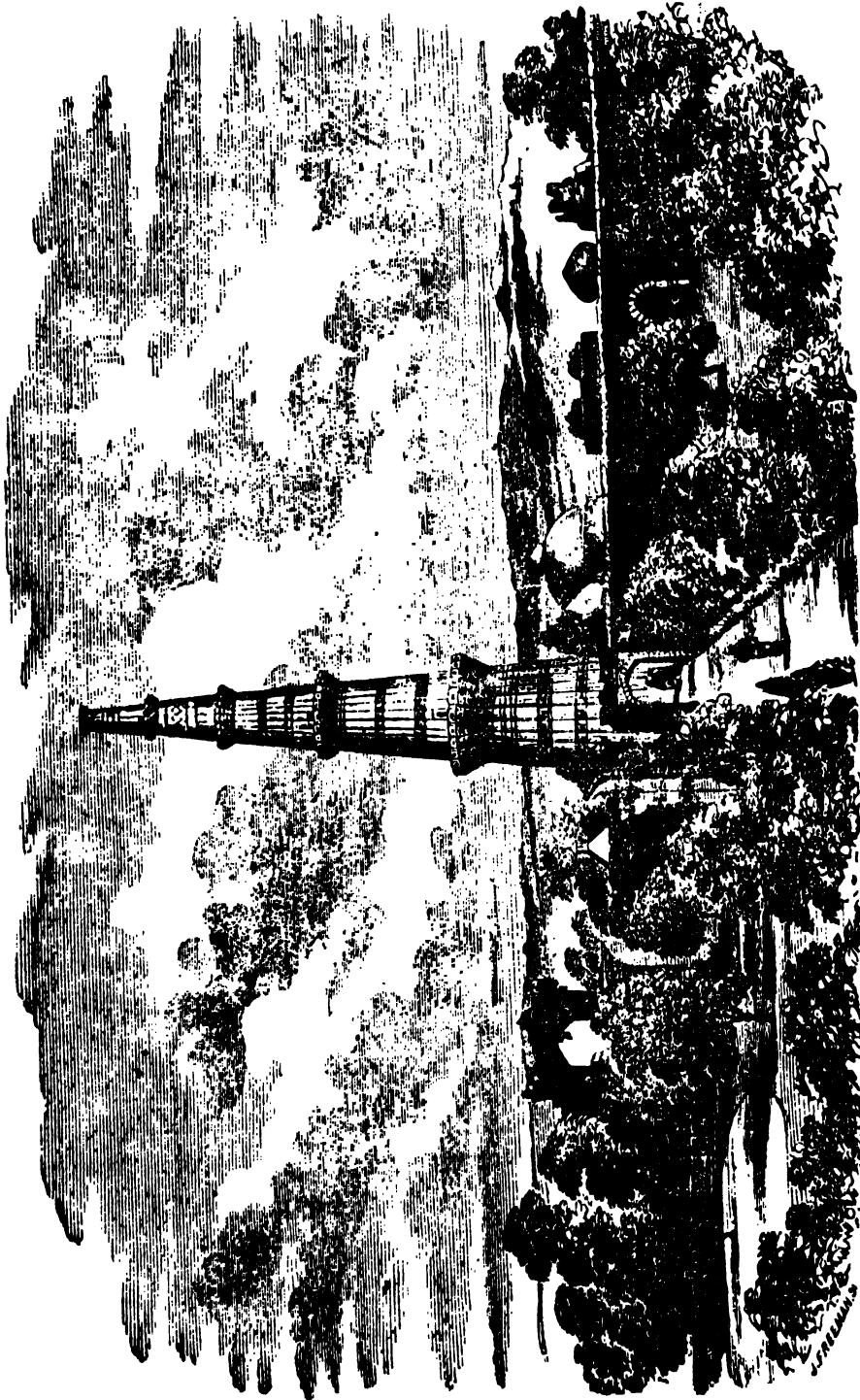
* ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীরাজের এই জয়স্তম্ভ বর্ত্তমান দিল্লীনগরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন দিল্লীতে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকালে হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে কণভঙ্গুর জয়স্তম্ভ আদি স্থাপনের রীতি ছিলনা বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু বৌদ্ধ সম্রাট দিগের সময় হইতে এই রীতি ভারতে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। এই পৃথ্বীরাজ-জয়স্তম্ভ হিন্দু-জাতির পরম গৌরবের সামগ্রী এবং ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের একটী প্রধান নিদর্শন। মুসলমান সম্রাটগণ এই জয়স্তম্ভে আরবী বচনসমূহ খোদিত করিয়া ইহার রূপান্তর করিয়াছেন বটে; কিন্তু ঐস্থানে যাইলেই হিন্দু গৌরবের বিশেষ প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয়। (সম্পাদক)

ভারত সমস্ত পৃথিবীর জীবগণকে নিজবক্ষে স্থান দান করিবার জন্যই যেন নিজ প্রকৃতিকে নানাগুণে অলঙ্কৃতা করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে পৃথিবীর যে কোন দেশের অধিবাসী আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে সমর্থ। কি বিচিত্রতা! জগতের সমস্ত মৃত্তিকার সারাংশ লইয়াই যেন এই ভারত গঠিত হইয়াছে। অনন্ত তুষারাবৃত পর্ব্বত-শৃঙ্গ, উপলখণ্ড পরিপূর্ণ সানুদেশ, নানাবৃক্ষলতাবেষ্টিত উপত্যকা, সুজলা সুফলা উর্ব্বরা ভূ-খণ্ড, আবার সেই সাহারা মরুর অনন্ত জলস্থ ধূধূ বালুকারাশি! ভারতের বন, জাগতিক সমস্ত বৃক্ষ লতা ফলফুলে সুসজ্জিত হইয়া জগতকে দেখাইতেছে যে, ঈশ্বর ভারতসম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত। ভারতের ফল যেমন সুস্বাদু এমন আর কোথাও নাই। ভারতের গোলাপ, ভারতের মালতী, ভারতের পঙ্কজ যেমন সুবাস বিতরণ করে, যেমন অনুপম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, যেমন সুন্দররূপে হাসিয়া জগতকে হাসায় এমন আর কোথায়ও হয় না। ভারতের শারদশশী, যে সুবিমল কিরণজাল বিস্তার করেন, ভারতের উষা সুন্দরী পতিদেবতার সম্ভাষণার্থে যে ভাবে সুসজ্জিতা হয়েন, ভারতের কুমুদিনী যেমন পতি ইন্দুবরের দিকে চাহিয়া থাকেন, এমন আর কোথায়ও নাই, হইতেও পারে না। তাই বলি যে, ভারতই প্রকৃতির একমাত্র লীলাভূমি। পূর্ণ প্রকৃতির বিকাশ না হইলে পূর্ণ মানবের বিকাশ অসম্ভব। ওগো মা ভুবনমনোমোহিনী জ্ঞানজ্যোতি রূপিণী স্বর্ণপ্রসূ ভারত! তোমারই কল্পতরুতে মোক্ষ ফল লাভ হয়।

"মন্যে বিধাত্রা জগদেককাননম্।
বিনির্মিতং বর্ষমিদং সুশোভনম্॥
ধর্মাদ্যপুণ্যানি ভবন্তি যত্র বৈ।
কৈবল্যরূপস্য ফলং প্রচীয়তে॥"

প্রকৃতির পূর্ণমূর্ত্তি হইতেই মানবের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক বিকাশের জন্যই ভারত আধ্যাত্মিক জগতে গুরু স্থানীয়, এই পূর্ণতার জন্যই ভারত সদ্গুণের আশ্রয় ভূমি। অতিথিসেবা, স্বজনপ্রীতি, স্নেহ, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ভারতবাসীর নিত্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত তাহা অন্যান্য অনেক জাতিরই স্বপ্নরাজ্যের কুহেলিকা। এখনও এই অধঃপতিত ভারতে অতিথিগণ যে ভাবে সম্মানের সহিত গৃহীত হয়েন, বোধ হয় জগতে আর কোথায়ও এরূপ নাই। কোন কোন দেশবাসী, তাহার নিজের পুত্রের গৃহে ভোজন করিয়াও তাহাকে আহার্য্যের মূল্য দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু ভারতবাসী-দরিদ্র ভারতবাসী কত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় লইয়াও এক পরিবারে বাস করেন। ভারতের পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি ভারতের অধিবাসী যেমন স্নেহ জানে, যেমন ভক্তি জানে, এমন বোধ হয় জগতে খুব বিরল। এখানে মায়ের স্নেহ পুত্রকে বৃদ্ধ হইতে দেয় না, এখানে শিষ্যের ভক্তি গুরুর প্রকৃত দোষও বিস্মৃতির গভীর গর্ভে নিক্ষেপ করে। এখানে বহু নিরন্ন ভিক্ষোপজীবী, গৃহস্থের দয়ায় জীবনধারণ করে। এখানে ভগবৎপ্রেম উচ্চ-নীচব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমাজের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। কথিত আছে,—এক পাদ্রী সাহেব ধর্ম্মোপদেশ-দানার্থে এক কয়লার খনিতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা যিশুকে জান?" কুলীরা উত্তর করিল-"what নম্বর?" কিন্তু ভারতের নীচ জাতি অরণ্যবাসীও রাম কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানে। ভারতের সমস্ত স্থানে যেন ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছে। ভারতের বৃক্ষে ধর্ম্ম, ফলে ফুলে ধর্ম্ম, ভারতের পশু পক্ষীতে ধর্ম্ম, ভারত ধর্ম্মময়। ভারতের জল বায়ু দেবতা, পশু পক্ষী দেবতা, ভারতের সমস্ত দেবময়। অন্য দেশে কুসুম; বিলাসীর বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্য, প্রণয়ী প্রণয়িনীর দান প্রতিদানের জন্য-আর ভারতে সেই কুসুম সেই মধুময় ভ্রমরচুম্বিত সুবাসালয় কুসুম দেব পূজার জন্য; তাই বলি ভারত প্রকৃতিময়। ভারতেই প্রথম জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইয়াছে, সেই জন্যই ভারত আধ্যাত্মিক জগতের শিরোভূষণ; ইহা হইতেই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ভারত বহির্জগতেও আদর্শস্থানীয়। প্রথমে বাহির তার পরে অন্তর; প্রথম বহির্দ্দেশ সুষমাসজ্জিত করিয়া তৎপরে অন্তর্দ্দেশ অলঙ্কৃত করিতে হয়। ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, বিদ্যা ও

বাণিজ্য প্রভৃতি জগতে মানুষের কর্ত্তব্য যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত বিষয়েই ভারতের মৌলিকত্ব বিজ্ঞান সিদ্ধ। সেই স্মৃতির অতীত কাল হইতে ভারত বিদেশী আক্রমণকারিগণ দ্বারা লুণ্ঠিত হইতেছে! ভারত যদি জগতের মধ্যে শিল্পগুণে শ্রেষ্ঠ না হইত, তবে ভারতকে আততায়িদিগের নিকট এত লাঞ্ছিত হইতে হইত না! ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে; সহস্র দ্বার ও স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকা, লৌহ নির্ম্মিত নগর, এবং নানাবিধ প্রস্তররচিত পুরী ভারতে ছিল। থাক্ সে কথা, সে কথা সে কাহিনী অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হউক্, যাহা বর্ত্তমান-যাহা স্থূল চক্ষুতে সত্য-ঐকতকালের শিল্প চাতুর্য্য পূর্ণ ইলোরার মন্দির, ভুবনেশ্বরের ও জগন্নাথদেবের পাষাণ মন্দির এখনও সগর্ব্বে হিন্দু শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। Furguson বলেন "শিল্পে ও চিত্রকার্য্যে ভারতবর্ষের তুলনা হয় না, হিন্দুগণ যে সমস্ত জন্তুর প্রতিকৃতি চিত্রিত ও খোদিত করে, তাহা যেন সজীব বলিয়া বোধ হয়, হিন্দু নরনারীর চিত্রে সরলতা ধর্ম্মপ্রবণতা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।" Hunter বলিয়াছেন "English decoration, art of our day, has borrowed largely from Indian forms and patterns" আজকাল রেলগাড়ীর শিল্প চাতুর্য্য দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যায়; কিন্তু পুরাণাদিতে যে হিন্দু-বিমান, রথ, অন্যান্য যান এবং নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহা কি মরুভূমির মরীচিকা বা আকাশ কুসুম? হিন্দু লেখকগণ জাগিয়া স্বপ্ন দেখেনা, মিথ্যাকে লেখনী কৌশলে সত্য করিতে পারে না-যাহা সত্য, হিন্দু সেই সত্যই প্রকাশ করে।

ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত, ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেনা। তিনি অনাদি অনন্ত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। তিনি সুখ দুঃখ, শোক সান্ত্বনা, জল অগ্নি সৃষ্টি করিয়া জগতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। নরদেহে রোগের সৃষ্টি হইয়া যাতনা দিতে থাকে, সেই পীড়িত অবস্থায় দুগ্ধফেণনিভশয্যায়, স্নেহাপ্লুত আত্মীয়বর্গ বেষ্টিত হইয়া সুমন্দ ব্যজনবায়ু সেবন করিয়াও তৃপ্তি হয় না, যন্ত্রণার শেষ হয় না; কিন্তু ঈশ্বর ঔষধের সৃষ্টি করিয়া সেই যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছেন; চিকিৎসাশাস্ত্র সৃষ্টিরক্ষার কার্য্যে অতীব আবশ্যকীয়, এই বিদ্যা ভারতে প্রথম প্রচারিত হয়। আধুনিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র রোম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং রোম এই বিদ্যা গ্রীস্ হইতে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু গ্রীস্‌দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন মাত্র তিন সহস্র বৎসর হইল হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ প্রায় ৫ সহস্র বৎসর অতীত হইল অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। অতএব ইহা প্রমাণিত যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ভারতে প্রথম প্রকটিত হয়। গ্রীস ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, গ্রীস্ যখন ক্রমে উন্নতি সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতেছেন, তখন অনেক গ্রীস্ নরপতি ভারত ভ্রমণে আসিতেন, তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন! ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভারত-চিকিৎসাশাস্ত্রই গ্রীসের আদর্শ স্থানীয় (ক্রমশঃ)

মহামণ্ডলের উপদেশকবিদ্যালয়স্থ-
জনৈক—ছাত্র।

## পরশুরামকুণ্ড।

গবান্ বিষ্ণুর ষোড়শ অবতার পরশুরাম; শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবানের দ্বাবিংশ অবতার নির্ণীত হইয়াছে। যথা—১-ব্রহ্মা। ২-বরাহ। ৩-নারদ। ৪-নরনারায়ণ। ৫-কপিল। ৬-দত্তাত্রেয়। ৭-যজ্ঞ। ৮-ঋষভদেব। ৯-পৃথু। ১০-মৎস্য। ১১-কূর্ম্ম। ১২-ধন্বন্তরি। ১৩-মোহিনী। ১৪-নৃসিংহ। ১৫-বামন। ১৬-পরশুরাম। ১৭-বেদব্যাস। ১৮-রাম। ১৯-বলরাম। ২০-কৃষ্ণ। ২১-বুদ্ধ। ২২-কল্কী।

"অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্"

(ভাগবত ১ স্কন্দ ৩ অধ্যায়।)

অর্থাৎ ভগবান্ ষোড়শ অবতারে তদানীন্তনের নৃপতি সকলকে ব্রহ্মদ্বেষী জানিতে পারিয়া পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাবিংশ ভগবদবতারের মধ্যে দশ অবতারই প্রধান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

**"মৎস্যঃকূর্ম্মোবরাহশ্চ নরসিংহোঽথবামনঃ।**

**রামোরামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ" ॥**

(পুরাণ সংগ্রহ।)

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ এবং কল্কী এই দশ অবতারই ভগবানের প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরশু অর্থে কুঠার, কুঠার নামক শস্ত্র দ্বারা রাম বা রমণ হইয়াছিল বলিয়াই পরশুরাম নাম ভগবান্ ধারণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ যিনি পরশু নামক শস্ত্র বলে দুষ্ট ক্ষত্রিয় বংশজ নৃপতিগণকে নিহত করিয়া আত্মাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, তিনিই ভগবান্ পরশুরাম। এই ভগবান্ পরশুরামই পিতৃ-আজ্ঞায় কুঠার দ্বারা মাতৃ হত্যা করিয়াছিলেন; সেই মহাপাপের জন্য তাঁহার হস্তের কুঠার হস্তেই আবদ্ধ থাকে। কালে যেস্থানে তাঁহার হস্তাবদ্ধ কুঠার স্খলিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র স্থানের নামই পরশুরাম কুণ্ড বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং পরশুরাম কুণ্ড একটি পুণ্যময় প্রধান তীর্থ। এই পরশুরাম কুণ্ড সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের পুরাণোক্ত কৌণ্ডিন্যনগর হইতে অনুমান পঁচিশ ক্রোশ দূরে এই কুণ্ড অবস্থিত। বর্ত্তমান সদিয়া ইহার নিকটবর্ত্তী সহর। সদিয়া আসাম ডিব্রুগড় হইতে প্রায় ৩০।৩৫ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং পরশুরাম কুণ্ড সদিয়া হইতে প্রায় ২৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। যে স্থলে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রথম পতিত হইয়াছে, সেই সমতল ক্ষেত্রের নামই পরশুরাম কুণ্ড পুরাণান্তরে এই পরশুরাম কুণ্ডকেই ব্রহ্মকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই কুণ্ডের তিনদিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত, সেই সমুদয় পর্ব্বতের টঙ্ক পাষাণদারণ) দিয়া অবিরত জলধারা পতিত হইতেছে। তথায় স্নান সন্ধ্যা তর্পণাদি করিয়া দানাদি সৎকর্ম্ম করিতে হয়। ভারতের অপরাপর তীর্থ স্থানে যেরূপ যাত্রীদিগের সর্ব্বস্বলোলুপ পাণ্ডাগণ তীর্থ কাকের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, এই স্থানে সেরূপ পাণ্ডা প্রভৃতি কিছুই নাই। এই পরশুরাম কুণ্ড সময়ে সময়ে একেবারেই জনশূন্য হয়। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মধুর! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না হইলে এখানকার শান্তিময় সৌন্দর্য্যপূর্ণ মাধুর্য্যের কিছুই অনুভব বা ব্যক্ত করা যায় না। যাঁহারা সাধারণতঃ পর্ব্বতশ্রেণীর নীলনভোমণ্ডলস্পর্শী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকের বনরাজির সুন্দর শ্যামকান্তি দর্শন করিতে করিতে উভয়ের পরস্পরমিশ্রিত নৈসর্গিকী মাধুর্য্যময়ী সুশ্রীকতা কখনও একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই পর্ব্বতমালাসুশোভিত নির্ঝরিণীর ঝর্ ঝর্ বারিপাতের মধুময়নাদমুখরিত, কলকণ্ঠখগকুলের সুমধুর ধ্বনিপূর্ণ প্রশান্ত তীর্থের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন। তাই মনে হয়—এমন শান্তিপূর্ণ পুণ্যময় তীর্থস্থান বুঝি জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই! সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, উক্ত পরশুরাম কুণ্ড তীর্থে কোন এক ধর্ম্মাত্মা সন্ন্যাসীর ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ যত্ন ও চেষ্টায় এবং সাধারণ তীর্থযাত্রীর সাহায্যে মাত্র একখানি টিনের গৃহ প্রস্তুত হইতেছে। এই তীর্থে প্রায় সময়ই শীতের প্রাদুর্ভাব কিছু অধিক। বৎসরের মধ্যে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসেই এই তীর্থে গমনাগমনের সুবিধা হয়। যাত্রী সকলও প্রায়শঃ উক্ত চারি মাসেই এই তীর্থে যাতায়াত করিয়া থাকে, এই জন্যই যাত্রিগণ তাদৃশ দুঃসহ শীতে বড়ই কাতর হইয়া থাকে, এমন কি কুণ্ডের উপরিস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীও কখন কখনও তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে, অতএব প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গে অন্ততঃ ২।৩টা মোটা কম্বল থাকা নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ তাদৃশ দারুণ শীত নিবারিত হওয়া কঠিন। এই পরশুরাম কুণ্ড তীর্থে গমন করিতে হইলে প্রথমে ই, বি, এস্ রেলওয়ের গোয়ালন্দ নামক স্থান হইতে ষ্টীমারে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যাইতে হয়, তথা হইতে ষ্টীমার যোগে তালাপ নামক স্থানে পৌঁছিতে হয়, তালাপ হইতে আড়াই ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিয়া

সৈখোয়া নামক মোকামে পৌছান যায়, তারপর নৌকা-রোহণে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া অনুমান এক ক্রোশ পথ অতি-ক্রম করিলেই পূর্ব্বোক্ত সদিয়া নামক সহরে যাওয়া যায়, এই সদিয়া সহরে যাত্রীদিগের থাকিবার ধর্ম্মশালা আছে। তালাপ হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত যাইবার পথ সুগম, সৈখোয়া পর্য্যন্ত রেললাইন হইয়াছে, শীঘ্রই যাত্রীর গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। সদিয়াতে গবর্ণমেণ্টের একজন সহকারী পলিটিক্যাল অফিসার আছেন; তাঁহার নিকট হইতে প্রতি যাত্রীকেই ।৫ আনা দিয়া এক একখানি পাশ লইতে হয়। এই পাশ লইয়া চৌখাম নামক স্থান পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, চৌখামে পৌছিয়া তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও প্রতিযাত্রীকে ২৲ টাকা দিয়া আর একখানি পাশ গ্রহণ করিতে হয়, এই চৌখাম হইতে পরশুরাম কুণ্ডে যাইতে প্রায় তিন দিন লাগে, গোয়ালন্দ হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত ৮ দিন, ডিব্রুগড় হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত ২ দিন এবং সদিয়া হইতে চৌখাম যাইতে ৪ দিন সময় লাগে, তাহা হইলে প্রায় ১৪।১৫ দিন মধ্যে গোয়ালন্দ হইতে পরশুরামকুণ্ডে পৌছিতে পারা যায়। সদিয়া সহর হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া চৌখাম পর্য্যন্ত যাইতে হয়, এই সমস্ত নৌকার সাধারণ নৌকা অপেক্ষা বিশেষত্ব এই যে, ইহা একটি মাত্র বৃক্ষ দ্বারাই প্রস্তুত, ইহাকে কোঁদা বা সরঙ্গা নৌকা বলে, ইহাতে ৪।৫০ মণ মাল ধরে এবং ৩০।৪০ জন যাত্রীও যাইতে পারে, নৌকা ভাড়া প্রতিযাত্রীকে আড়াই টাকার অধিক দিতে হয় না। যদি কেহ সপরিবারে পৃথক নৌকায় যাইবার ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও পারেন; কিন্তু খরচ অধিক পড়ে। সদিয়া হইতে চৌখাম পর্য্যন্ত যাওয়া যায় বটে, কিন্তু অনেক সময় পদব্রজেই চলিতে হয়, পথও বরাবর নদীর এক পারে নয়, পর পারে ও পথ আছে, স্থানে স্থানে নৌকায় পার হইতে হয়, বহু শাখানদীও পার হইতে হয়। সদিয়া হইতে কুণ্ড পর্য্যন্ত যাইতে পথে কোথাও খাদ্য দ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং আবশ্যকীয় খাদ্য সদিয়া হইতে ক্রয় করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বে এই পরশুরামকুণ্ড তীর্থ দর্শন একরূপ অসম্ভব ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজরাজের আমলে উক্ত তীর্থ দর্শন প্রায় সকলের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। যাত্রীদিগের যাইবার এমনই সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, এখন অপর কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চৌখাম রাজার নিকট যতগুলি যাত্রী পাঠাইবেন, ততগুলিই ফিরাইয়া লইবেন, পথে যাত্রিগণের কোন বিপদ ঘটিলে চৌখাম-রাজাকে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সন্তোষ জনক কৈফিয়ত দিতে হয়।

পরশুরাম কুণ্ডতীর্থ সম্বন্ধে অনেক মাহাত্ম্যই শ্রুত হয়, তন্মধ্যে ভগবান্ পরশুরাম পিতার আজ্ঞাক্রমে যে মাতৃবধ রূপ মহাপাপ করিয়াছিলেন, সেই মাতৃহত্যা মহাপাপের শান্তির জন্যই এই পরশুরামকুণ্ডের সমধিক মাহাত্ম্য, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ভগবানের মাতৃহত্যারূপ মহাপাপেরও যে তীর্থে শান্তি হইয়াছিল, সেই তীর্থই এই পরশুরাম কুণ্ড মহাতীর্থ, অতএব পরশুরাম কুণ্ডতীর্থের মাহাত্ম্য অত্যধিক ইহাতে আর সংশয় নাই। ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাতপা জমদগ্নি বিদর্ভরাজের রেণুকা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই রেণুকার গর্ভে রুমণ্বান্, সুষেণ, বিশ্ব এবং বিশ্বাবসুনামক চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে সেই রেণুকার গর্ভেই ভগবান্ নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবানই জমদগ্নির পঞ্চম পুত্র! কালিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ নারায়ণ, ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রার্থনায় কার্ত্তবীর্য্য বধের নিমিত্তই ভূ-ভার হরণ মানসে পরশু হস্তে করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এই জন্যই ভগবানের নাম পরশুরাম হইয়াছিল। ভগবান্ পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়াও কোন কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয়াচার পালনপূর্ব্বক ক্রূরকর্ম্মকারী বলিয়া অভিহিত হয়েন; কিন্তু তিনি শৈশব হইতেই পিতা যমদগ্নির নিকটে সমগ্রবেদ এবং ধনুর্ব্বেদাদি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, স্বীয় পিতা হইতেই ভগবান্ পরশুরাম সর্ব্ব-বেদবিদ্যাবিশারদ হইয়া কৃতকৃতার্থ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, একদা জমদগ্নি-পুত্রগণ ফল অন্বেষণ করিবার জন্য আশ্রম হইতে বনমধ্যে গমন করিলে, নিয়তব্রতা শ্রীমতী রেণুকা স্নানার্থে সরোবরে গমন করি-

লেন, তথায় চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বরাজকে ভার্য্যার সহিত জলমধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মনে মনে তাহাকে সমৃদ্ধিশালী সুন্দর পুরুষজ্ঞানে কামভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মানসিক ব্যভিচাররূপ পাপ হেতু তিনি জলের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ করিয়া চৈতন্যহারা হইয়াছিলেন, পরে চৈতন্যোদয় হইলে ভয়ত্রস্তা হইয়া রেণুকা শীঘ্র শীঘ্র আশ্রমে আগমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই মহাতপা জমদগ্নি আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তিনি ভার্য্যাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তারপর পুত্রগণ আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে জমদগ্নি তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক মাতৃবধ নিমিত্ত আদেশ করিলেন। মাতৃভক্ত রুমণ্বান্, সুষেণ, বিশ্ব এবং বিশ্বাবসু তৎশ্রবণে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, তাহা দেখিয়া পিতা জমদগ্নি তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন, সেই অভিশাপেই উক্তপুত্রচতুষ্টয় জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃগ পক্ষি প্রভৃতির মত বিচরণ করিতে থাকিলেন। অতঃপর শত্রুমর্দ্দনকারী মহাবাহু বীরবর ভগবান্ পরশুরাম আশ্রমে সমাগত হইলে তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তোমার মাতা মহাপাপ কার্য্য করিয়াছে, তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই পাপিনীকে বধ কর! ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করিওনা! পিতার এতাদৃশ আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক পুত্র পরশুরাম পরশু দ্বারা তৎক্ষণাৎ মাতার শিরশ্ছেদ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ শান্ত হইল, তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, "প্রিয়পুত্র পরশুরাম! তুমি আমার আদেশেই এইরূপ দুষ্কর মহাপাপ কর্ম্ম করিয়াছ, ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই, তুমি এখন আমার নিকট যথেষ্ট বর প্রার্থনা কর!" তাহা শুনিয়া ভগবান্ পরশুরাম বর প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ! আপনি যদি বাস্তবিকই সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দান করুন যাহাতে আমার স্নেহময়ী জননী পুনর্জ্জীবন লাভ করুন! আমার এই বধরূপ মহাপাপ নষ্ট হউক্! আমার ভ্রাতৃগণ প্রকৃতিস্থ হউন্! আর আমি সর্ব্বযুদ্ধে জয়ী হই এবং দীর্ঘায়ু লাভ করি!" ইহাই আমার প্রার্থনা। তৎশ্রবণে মহাতপা জমদগ্নি "তথাস্তু" বলিয়া সেই সমস্ত বর প্রদান করিলেন। মাতাও জীবিতা হইলেন, ভ্রাতৃগণও প্রকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু পরশুরামের হস্তের পরশু হস্তেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এই ভগবান্ পরশুরামই স্বীয় আশ্রম হইতে বৎসহারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, সেইজন্যই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণও তদবধি জাতক্রোধ হইয়া ভগবানের পিতা জমদগ্নিকে নষ্ট করিতে অবসর খুঁজিতেছিল,—কোন সময়ে পরশুরাম আশ্রম হইতে গমন করিলে সেই অবসরে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ আসিয়া জমদগ্নিকে বধ করিয়াছিলেন। ভগবান্ পরশুরাম সেই প্রতিহিংসা সাধন নিমিত্তই একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুকাল গত হইলে ভগবান্ দাশরথি রামচন্দ্রের নিকট হতগর্ব্ব হইয়া ভগবান্ পরশুরাম দক্ষিণদিকে গমন পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে থাকিয়া কঠোর তপস্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বহুকাল তপস্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথাভিলষিত তীর্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ভগবান্ পরশুরাম ক্রমে ক্রমে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থেই গমন করিয়াছিলেন। পরিশেষে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, গোদাবরী প্রভৃতির পবিত্র সলিলে যথাবিধি অবগাহন করিয়া পুণ্যতীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিতে পূর্ব্বোত্তর দিকে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মপুত্রের মূল স্থান এই পবিত্র স্থানে স্নানাদি করিয়া হস্তস্থিত পরশু ত্যাগ করিলেন, এই নিমিত্তই এই স্থানের নাম পরশুরাম কুণ্ড হইয়াছে, এই হেতুই এই পরশুরাম কুণ্ড পুণ্যতম তীর্থ বলিয়া ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং এই জন্যই এই পরশুরাম কুণ্ডতীর্থের এত পুণ্য! এত মাহাত্ম্য!

শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী।

# উপদেশ প্রণালী।

আর্য্যজাতির অনাদিসিদ্ধ রীতি এবং সনাতন ধর্ম্মের চিরস্থায়ী নিয়মানুসারে সমস্ত কার্য্যের প্রারম্ভ কালে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মের লক্ষ্য অন্তর্ম্মুখীন এবং আর্য্যজাতি স্বভাবতই আস্তিক্য-পরায়ণ; এই হেতু মঙ্গলাচরণ ব্যতীত কার্য্যারম্ভ অনুচিত। নিষ্কামভাবের সহিত বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, শ্রীভগবানই নিখিল সুখ এবং ধর্ম্মের আধারভূত একমাত্র আশ্রয় স্থল। শ্রীভগবান্ নিজমুখে শ্রীগীতায় কহিয়াছেন যে 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" এই হেতু নিষ্কাম ধর্ম্মবক্তাগণের পক্ষে মঙ্গলাচরণ প্রথম অনুষ্ঠেয় এবং সকাম বক্তাগণের ইহা পরম কর্ত্তব্য, কারণ ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন কোন কার্য্যেই সুসিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। আচার্য্যের শিষ্যের প্রতি উপদেশ, সন্ন্যাসীর গৃহস্থের প্রতি উপদেশ, ধর্ম্মবক্তার শ্রোতৃগণের প্রতি উপদেশ, সকল কার্য্যেই প্রথমে মঙ্গলাচরণ অবশ্য করণীয়। কেবল বাক্য-দ্বারা নহে, কিন্তু মানসিক ভগবচ্চিন্তনরূপ মঙ্গলাচরণের দিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদ্যপি ব্যক্তিগত উপদেশ দান কালে, বহির্ম্মঙ্গলাচরণের বিশেষ আবশ্যকতা হয় না, তথাপি মানসিক মঙ্গলাচরণ করা উচিত। মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান সময়ে নিজেকে লঘুশক্তি এবং শ্রীভগবান্‌কে গুরুশক্তি অনুমান করত একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করা উচিত এবং সেই সময়ে চিত্তের ধারণা ও বিচার এরূপ হওয়া উচিত যে "শ্রীপরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ এবং আমি অল্পশক্তি জীবমাত্র এবং যাহা কিছু হইবে তাহা তাঁহার কৃপা প্রভাবেই হইবে; উপদেশ দান ভগবৎকার্য্য এবং আমি উঁহারই কৃপায় এই ধর্ম্মকার্য্যে নিমিত্ত মাত্র।"

ধর্ম্মবক্তাগণকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম গুরু অথবা আচার্য্য, দ্বিতীয় সন্ন্যাসী ও সাধু, তৃতীয় পুরাণবক্তা এবং চতুর্থ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা মহোদয়গণ, যথা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের তিন শ্রেণীর ধর্ম্মবক্তা। প্রথম উপদেশ রীতি এই যে, জিজ্ঞাসু ভাবে আচার্য্যের নিকট গুরু বোধে প্রার্থনা করিলে যোগ্যতা অনুসারে উপদেশ প্রদান। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সন্ন্যাসাশ্রমধারিগণের মধ্যে বহূদক, হংস অথবা পরমহংস পদারূঢ় মহাপুরুষগণ অথবা অন্য প্রকার নিবৃত্তিসেবী সাধুগণ দেশ পর্য্যটন সময়ে যে সকল স্থানে পৌছেন, সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণ প্রার্থনা করিলে, স্বীয় আশ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করত তাহাদিগকে উপ-দেশ প্রদান। তৃতীয় নিয়ম এই যে, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, পুরাণ বিশেষের আধারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করত জন সমূহকে স্বেচ্ছানুসারে উপদেশ প্রদান এবং চতুর্থ নিয়ম এই যে, সভাপতি দ্বারা নিয়মবদ্ধ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দেওয়া। কথকগণকেও তাঁহাদের উপদেশরীতি অনুসারে কোন বিশেষ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। কারণ ঈদৃশ পদ্ধতির মধ্যে পৌরাণিক গাথা, সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং অভিনয়েরও সম্বন্ধ আছে। এইরূপ পদ্ধতি দক্ষিণভারতে 'হরিকথা' এবং পূর্ব্বভারতে 'কথকতা' নামে প্রসিদ্ধ। নিজ নিজ দেশকালপাত্রানুসারে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ রীতিসমূহ ধর্ম্মোন্নতি এবং লোকশিক্ষার নিমিত্ত হিতকারী হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের স্বীয় কর্ত্তব্য এবং উপদেশ বিজ্ঞান যথাধিকার জ্ঞাত হইয়া এইরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। (২)

শব্দ, অন্তররাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার সময় শব্দ হইতে অর্থ এবং তাহা হইতে শ্রোতার অন্তঃকরণে ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে, যে কোন ধর্ম্মোপদেশক সভাস্থ লোকসমূহের মধ্যে দানবৃত্তির উদয় করিবার নিমিত্ত যদি বক্তৃতা করেন, তবে প্রথমে দান-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভাব সম্বলিত শব্দ এবং দয়াদিবৃত্তি উদ্রেককারী হাবভাব ও মুদ্রা দ্বারা শ্রোতৃগণের হৃদয়ে করুণারসের আবির্ভাব করিবেন। ঐ শব্দসমূহ শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃকরণে অর্থরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মভাব উৎপন্ন করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মুদ্রা ইঙ্গিত চেষ্টাদি নেত্র দ্বারা অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট

হইয়া করুণারসের উদ্রেক করত ধর্ম্মভাব পুষ্ট করিবে, তারপর উক্ত ধর্ম্মভাব এবং করুণারসের সহায়তায় প্রতিক্রিয়ারূপ দানবৃত্তির উদয় হইবে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ বিজ্ঞান স্পষ্টীকৃত হইতে পারে এবং ইহা সিদ্ধ হইল যে, সকল প্রকার বক্তাগণেরই শাস্ত্রসম্বলিত রহস্য প্রকটন, যথাযোগ্য শব্দ বিন্যাস, পূর্ণ রীতিতে রসজ্ঞান, তৎ প্রকাশক মুদ্রাদি প্রকটন বিষয়ে যোগ্যতা লাভ এবং অধিকারী ভেদে শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে উত্তম শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য। সাধু মহাত্মা, পুরাণবক্তা অথবা ধর্ম্মোপদেশক সকলেরই পক্ষে উপদেশদ্বারা লোকসমাজে সাত্ত্বিক অথবা রাজসিক কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্বকীয় তপ অথবা বিদ্যা ব্যতীত উল্লিখিত বিষয়সমূহে যোগ্যতা সম্পাদন অবশ্য করণীয়। (৩)

অলঙ্কার প্রধানতঃ দ্বিবিধ, যথা শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার। শব্দালঙ্কার মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ আদি এবং অর্থালঙ্কার মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, নিদর্শন, দীপক, তুল্যযোগিতা আদি অনেক ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। সৃষ্টি অনন্ত হওয়ায় ভাব অনন্ত এবং এই নিমিত্ত অর্থালঙ্কারও অনন্ত হওয়া সম্ভব। শব্দবিন্যাস রীতি চারিভাগে বিভক্ত-যথা বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী এবং লাটী। শব্দমাত্রেরই তিনগুণ হইয়া থাকে, যথা-মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ, মাধুর্য্য গুণের সহিত বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসের সম্বন্ধ আছে এবং প্রসাদগুণের সহিত সামান্যরূপে সপ্ত মুখ্য রসের সম্বন্ধ আছে। অদ্ভুত, হাস্য এবং ভয়ানক এই তিন রস অবস্থাভেদ অনুসারে স্বতন্ত্রতার সহিত কখনও মাধুর্য্যগুণের সহিত এবং কখনও ওজোগুণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তি বক্তাগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ জ্ঞানপ্রাপ্তি এবং বক্তৃতা বিষয়ক ভাষায় অধিকার লাভ দ্বারা শব্দ বিন্যাস যোগ্যতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। (৪)

উপাসনাকাণ্ডপ্রবর্ত্তক ভক্তিদর্শন সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশ রস মানিয়া থাকে। যথা "ভাবময়দৃশ্যস্ত চতুর্দ্দশবিধতয়া সপ্তজ্ঞানভূময়ঃ সপ্তাজ্ঞানভূময়ঃ। রসজ্ঞানমপি চতুর্দ্দশধা তত্র সপ্তমুখ্যাঃ সপ্তগৌণাঃ। হাস্যাদয়ো গৌণাঃ দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তিকান্তাসক্তিবাৎসল্যাসক্ত্যাত্মনিবেদনাসক্তিগুণকীর্ত্তনাসক্তিতন্ময়াসক্তয়শ্চ মুখ্যাঃ।" বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস এবং রৌদ্র এই সপ্ত গৌণরস, কারণ ইহাদের সহিত অজ্ঞান সম্বন্ধ আছে। শৃঙ্গাররস দুই ভাগে বিভক্ত যথা লৌকিক শৃঙ্গার এবং শুদ্ধ শৃঙ্গার। আচার্য্যগণ কাব্যশাস্ত্রানুসারে লৌকিক শৃঙ্গারের সহিত গৌণরসের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং শুদ্ধ শৃঙ্গারকে ভক্তিমার্গীয় আচার্য্যসমূহ মুখ্য রসরূপে সপ্তধা বিভক্ত করিয়াছেন, ভক্তি বিজ্ঞান অনুসারে ভগবান্ রসস্বরূপ। এ সম্বন্ধে বেদেও প্রমাণ পাওয়া যায় যথা-'রসো বৈ সঃ'। সুতরাং ভক্তি শাস্ত্র অনুসারে কার্য্য ব্রহ্ম এবং কারণ ব্রহ্ম উভয়ই রসরূপ অর্থাৎ শৃঙ্গাররূপ। ঐ প্রকৃতিপুরুষাত্মক বিলাসরূপী শৃঙ্গারময়ী সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে সপ্ত মুখ্য এবং সপ্ত গৌণ রস, সপ্ত মুখ্য রসের নাম যথাঃ—দাস্য, সখ্য, কান্তা, বাৎসল্য, আত্মনিবেদন, গুণ কীর্ত্তন এবং তন্ময়। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত রসের পরিসমাপ্তি একই মুক্তি পদে হইয়া থাকে, অর্থাৎ শুদ্ধ রস যে মুক্তিদায়ক ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং যে প্রকার যোগদর্শন বিজ্ঞান অনুসারে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধ বিষয়বতী প্রবৃত্তি, চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা সমাধি লাভের কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ মলিনভাব সুলভ গৌণরসও শুদ্ধভাব যুক্ত হইলে মুক্তিপ্রদা ভক্তির প্রবর্ত্তক হইতে পারে; কারণ ভগবান্ রসস্বরূপ এবং ঐ সমস্ত তাঁহারই বৈভব। ধর্ম্মোপদেশকগণের লৌকিক রসশাস্ত্র এবং ভক্তিমার্গোক্ত রসবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। পূর্ণ রসজ্ঞ ব্যক্তিই যথার্থ ধর্ম্মবক্তা পদ বাচ্য হইতে পারে। (৫) *

---

* শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত এবং উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধাচিত "উপদেশ পারিজাতঃ" নামক সংস্কৃত পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধ অনূদিত হইল।

( সম্পাদক )

## আশা।*

( १ )

दिन दिन करि याय कत दिन !
भुलेओ आसेना आर सेइ दिन !
तथापि ये आशा हय प्रतिदिन।
यदि आसे पुनः सेइ शुभदिन ॥

( २ )

मने भावि याहा ताहा नाहि हय,
दुर्भागेर भोग आर कत सय ?
मात्र आशा "भेला" करिया आश्रय,
दुःखसिन्धुनीरे भासि निराश्रय !

( ३ )

कोथा दयामय ! सर्वशक्तिमान्,
दुःखहारी दीनबन्धु भगवान्, ।
पावे बले तव दयादृष्टिदान,
हेन दुःखे वेचे आछे दुस्थप्राण ॥

( ४ )

दुःखे प्राण याय ताहे दुःख नाइ;
किन्तु दुःख एइ तोमाके जानाइ।
तुमि दयामय ! आछ सब ठाइ,
मोरा केन तवे एत दुःख पाइ ?

( ५ )

आरो दुःख एइ हय अविरत,
एदुःखेर दुःख भावि भविष्यत ।
अभावे मोदेर दुःखराशि यत,-
कोथाय रहिवे काहार सहित ॥

( ६ )

मोरा दुःखसङ्गी आछि चिरदिन,
तवु आशा हय हवे सुखदिन।
अवश्यइ काले काटिवे एदिन,
आसिवे आसिवे आसिवे सुदिन ॥

( ७ )

काले हय सब लय पाय काले, ।
थाके बाड़े क्रमे विपर्य्यय काले ।
कोन काले दुःख, सुख कोनकाले ।
चिरसुखीदुःखी केबा कोन् काले ?

( ८ )

आज यिनि राजा तिनि काल प्रजा,
काल यिनि प्रजा आज तिनि राजा,
स्वस्वकर्म्म फले भाल मन्द साजा।
वास्तविक केबा कार राजा प्रजा ?

( ९ )

वस्तुतः किछुइ यदि किछु नय,
लोके केन तवे किछु किछु कय ?
वास्तविक "किछु" अवश्यइ हय,
सेइ सत्य वस्तु तुमि सुनिश्चय ॥

( १० )

तुमि प्रभु नित्य एक सत्यबल,
तोमातेइ "धर्म्म" सदा अचञ्चल,
मिथ्या आर यत संसार सकल।
तुमि मात्र सत्य जीवनसम्बल ॥

( ११ )

संसारेर सार एक सत्य "तुमि"।
ज्ञान, उपासना, कर्म्म, फल, "तुमि"।
कर्त्ता,हर्त्ता,पाता,माता,पिता,"तुमि"।
यत किछु भोग भुगि शुधु "आमि" ॥

स्वरूपानन्द।

---

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুল প্রচারকল্পে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিক পত্রে একটী করিয়া তত্তদ্ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়, এই জন্য বাঙ্গালাভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করা হইল।

( সম্পাদক। )

# ভক্ত ও ভক্তি।

সচরাচর ব্যবহার কালে গুণের প্রাধান্যেই গুণীর প্রাধান্য হইয়া থাকে; ধর্ম্মের প্রাধান্যেই ধার্ম্মিক লোক প্রধান হইয়া থাকেন। গুণীর বা ধার্ম্মিকের প্রাধান্য হেতু গুণের বা ধর্ম্মের কোনরূপ প্রাধান্য হইতে পারে না; কিন্তু ভক্ত ও ভক্তি বলিলে ভক্তের প্রধানতা নিবন্ধন যেমন ভক্তির প্রধানত্ব বেশ অনুভূত হয় সেইরূপ ভক্তির প্রাধান্যেও ভক্তের প্রাধান্য হইয়া থাকে। কারণ পবিত্র অনুরাগবিশিষ্ট সদাচারপরায়ণ ভদ্গত চিত্ত না হইলে ভক্তির তাদৃশী স্ফূর্ত্তি হইতেই পারে না। গুণ বা ধর্ম্মাদি যেরূপ স্বস্ব স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে গুণী বা ধার্ম্মিকের কোন প্রকার অপেক্ষা না করিয়াও নিজ নিজ আস্তিত্বাদির স্বরূপ লক্ষণ লইয়া স্বয়ং প্রকাশরূপে অনুভূত হয়। ভক্তির সম্বন্ধে তাহা হয় না, ভক্তি, ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ হইলেও নির্ম্মলহৃদয় ভক্তের সরল প্রাণ ব্যতীত তাদৃশ প্রকাশ পায় না। গুণ যেমন মানবমাত্রেরই আজন্ম সহচর স্বরূপ হইয়া চিরদিন স্ব স্ব প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং নিয়মানুরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মের সহজাত কারণ বলিয়া সর্ব্বদা প্রকাশ পায়, এমন কি গুণীর মৃত্যুর পরেও কীর্ত্তিস্বরূপে গুণীকে চিরজীবিত করিয়া রাখে, ধর্ম্ম যেমন সর্ব্বকালেই সত্য সনাতনরূপে এই প্রপঞ্চময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বথা প্রকাশ পায় এবং ধার্ম্মিকের ইহকালে কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুণ্ণ করিয়া পরকালে স্বর্গাদি অত্যুত্তম সুখের কারণ হইয়া থাকে, ভক্তিও সেইরূপ ভক্ত হৃদয়ের একান্ত অনুরাগ স্বরূপ হইয়া জন্মে জন্মে চির সহচররূপে ভক্তের সর্ব্বকল্যাণদায়িনী কামনা সফল করিয়া প্রকাশ পায়। ভক্তির প্রকাশ সর্ব্বজীবের সকলহৃদয়ে সর্ব্বদা সম্ভবপর হয় না; সগুণভাবে ধর্ম্মাশ্রয়ে থাকিয়া উপাসনা করিতে করিতে কালে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ পর্য্যন্ত লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু ভক্তের ভক্তির নিকটে সেই নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তিও সমাদৃতা নয়, ভক্তবর রামপ্রসাদ কহিয়াছেন যে, "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" নির্ব্বাণ মোক্ষ পর্য্যন্ত ও ভক্তির আধার ভক্তের নিকটে উপেক্ষণীয়; এইজন্যই একান্ত ভক্তের সরল হৃদয়ের সরল সিদ্ধান্ত এই যে,—

"চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল,
দেখ্‌লাম বিচার করি;"—

চিনি অর্থে মিষ্ট মধুর পদার্থ, যাহাকে সাধুভাষায় পরম আনন্দ বা নির্ব্বাণ মোক্ষ বলে। পরমানন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম সৎ বলিয়া যেরূপ চিৎসরূপ, সেইরূপ সচ্চিৎ হেতু পরমানন্দ স্বরূপ, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ভোগ করাই ভাল, তাই ভক্ত মুক্তি উপেক্ষা পূর্ব্বক ভক্তির সেবায় ভগবদুপাসনা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

## "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

(শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র)

সেই ভক্তি বলিতে ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগকেই বুঝায়। অর্থাৎ কেবল ভগবান্‌কেই চাই, আর কিছুই চাই না, এইরূপ ঐকান্তিকতার বলে চিরকাল জন্মে জন্মে যতদিন থাকি সর্ব্বদা ভগবানের আরাধনা করিব, ভগবানের উপাসনা করিব, ভগবানের সাধন ভজনেই জীবন অতিবাহিত করিব, ভগবানের ভক্তের সেবা করিব, ভক্তের দাসানুদাস হইয়া থাকিব, এই প্রকার মুখ্য কেবলা ভক্তির গুণে জীবন্মুক্তি পর্য্যন্ত আপনা হইতেই আসিয়া ভক্তপ্রবরকে অধিকার করিয়া থাকে. কালে সেই একান্ত মুখ্য কেবলা ভক্তি হইতে কৈবল্য পদ বা নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ হইতে পারে, সুতরাং ভক্ত মুক্তি উপেক্ষা করিলেও ভক্তের ভক্তির বলে মুক্তি নিজেই ভক্তকে পাইয়া থাকে। ভক্তের কামনাই একমাত্র ভগবদুপাসনা, সেই উপাসনার স্বাভাবিকী শক্তিই উপাস্য উপাসকের একত্ব সংস্থাপন করা, ভক্তের ভক্তিমূলা উপাসনা ভগবানকে লাভ করিবার নিমিত্তই ভক্তের সত্ত্বময় জ্ঞানদীপ্তি-প্রকাশিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের পুণ্যতম অন্তস্তল হইতে সাক্ষাৎ নিবৃত্তিমুখী হইয়া "ভগবন্! তুমি আমাকে দয়া কর! আমি আর কিছুই চাইনা, আমি তোমাকেই চাই," এইরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংসা-

রের সারাৎসার পরাৎপর জানিয়া একমাত্র ভগবানকেই যাঁহারা প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি প্রার্থনা না করিলেও সূক্ষ্মভাবে ধারণা করিতে হইলে তাঁহাদের মুক্তির অপেক্ষা থাকে কি? ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলে কি মুক্তি প্রার্থনা হয় না? ভক্তের সাক্ষাৎ প্রার্থনাই ভগবদুপাসনা, কিন্তু পরোক্ষভাবে সেই প্রার্থনা করিতে করিতেই শেষে মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহাই ভক্তের ভক্তিমূলোপাসনার সমধিক বিচিত্রতা যে, ভক্ত ভক্তিযোগেই মুক্তি লাভে সমর্থ হয়. এই প্রকার ভক্তিকেই মুখ্যা অহেতুকী ভক্তি বলে, এই মুখ্য অহেতুকী ভক্তিপ্রভাবেই ভক্ত ভগবৎস্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন।

আর—

**"रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि"। इत्यादि,**

রূপ দাও! জয় দাও! যশ দাও! শত্রু নষ্ট কর! ইত্যাদি রূপের নামই গৌণী ভক্তি হয়। এই দ্বিবিধ ভক্তিরই মূল এক সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণের বিকাশ ব্যতীত কোনরূপ ভক্তিই হইতে পারেনা। তবে সত্ত্বগুণের ন্যূনাধিক্য হেতু সকাম ও নিষ্কাম অনুষ্ঠান ভেদে ভক্তি ও গৌণী এবং মুখ্যা বলিয়া অভিহিতা হয়। যাহার হৃদয়ে সত্ত্বগুণের কিছুমাত্রও প্রকাশ পায়, তাহার হৃদয়েই পূজ্যপূজক ভাবের সহিত পূজা প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে. পূজ্য পূজক এবং পূজার নামান্তর উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা। এই উপাস্য উপাসক ও উপাসনা নিজের ইষ্টদেব হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য দেব উপদেবতাদি এবং মানব মধ্যে পর্য্যন্ত হইতে পারে। স্বকীয় পরমারাধ্য গুরু ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি, অপরাপর দেবাদির প্রতি ভক্তি আর শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি ভক্তি, এই তিন প্রকার ভক্তির মূল এক সত্ত্বগুণের বিকাশ; কিন্তু ইষ্টে ভক্তি, দেবে ভক্তি ও মানবে ভক্তি একরূপ নহে; ইষ্টদেব স্বভাবতই আরাধ্য এবং উপাস্য, অন্য দেবাদি অন্য কোন কারণ বশতঃ আরাধ্য এবং মানবও গুণাদি সহযোগে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজনীয়। মানবের প্রতি যে ভক্তি হয়, তন্মধ্যে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি এবং গুরুভক্তিই প্রধান। সর্ব্বপ্রধান ভক্তিই ইষ্টদেবের প্রতি হইয়া থাকে। মাতা পিতা ও গুরুজনের প্রতি যে ভক্তি হয়, কালে সেই ভক্তিই নিবৃত্তিমুখীন নিষ্কাম অনুষ্ঠান প্রভাবে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। ভক্তির পূর্ণ প্রকাশের আধার পূর্ণময় ভগবানেই সম্ভব। অন্যান্য দেব বা মানবের প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহা অপূর্ণা। ভক্তির পূর্ণতা, ভক্তের কামনা পূর্ণ হইতে কথঞ্চিৎ হইবার সম্ভাবনা, ভক্তির সম্পূর্ণ পূর্ণতা একমাত্র পূর্ণময় ভগবান্ হইতেই সম্ভব; এই হেতু শৈশব হইতে মাতা পিতা ও অন্যান্য দেব বা গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে প্রথমেই শাস্ত্রসমূহে মহর্ষিগণ আদেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে মানবের শিশুকাল হইতে মাতাপিতা ও অপরাপর দেবাদি বা গুরুজনের প্রতি উক্তরূপ পূজ্য ভাবের সঙ্গে পূজা বা উপাসনা প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার পূজাপ্রবৃত্তি ক্রমশো বলবতী হইয়া ঐকান্তিকী উপাসনা প্রভাবে অবশেষে সর্ব্বপূজ্যময় সর্ব্বারাধ্যতম সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত ধারণাধ্যানের একমাত্র অত্যুত্তম নির্ব্বিশেষ বিষয় করিয়া থাকে।

**"सा कस्मै परमप्रेमरूपा"।**

( নারদ-ভক্তিসূত্র। )

সেই ভক্তি কাহারও পরম প্রেমস্বরূপ হইয়া থাকে। ভক্তির আরাধ্য ভগবান্ পরমপ্রেমময় বলিয়াই ভক্তির স্বরূপ পরমপ্রেম হওয়া সম্ভব। প্রকৃতি পুরুষের দাম্পত্য প্রেমও ভক্তির নামান্তর, তবে ভগবৎ প্রেমের পরমত্ব এইরূপ যে, যে প্রেমময় ভগবান্‌কে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, সেই প্রেমময় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে, আর কোন ইচ্ছাই থাকেনা। দাম্পত্যপ্রেমে ভালবাসার ইচ্ছা একেবারে পূর্ণ সীমা লাভ করিতে পারেনা; যতই প্রেম করা যায়, ততই প্রেম ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে, শেষে প্রেমময় সঙ্গসুখ ভোগ করিয়াও সে প্রেমকামনা একেবারে পূর্ণ হয় না; কিন্তু পরম প্রেমময় ভগবানের সহিত প্রেম-সঙ্গসুখ একবার ভোগ হইলে আর কোনরূপ ভোগবাসনাই থাকেনা। মূল সত্ত্বগুণের বিকাশ হইতে যে ভক্তির প্রকাশ পায় এবং নিঃস্বার্থ বা

নিষ্কাম ভাবে নিবৃত্তিমুখী অনুষ্ঠান দ্বারা যে ভক্তির সঙ্গসুখ অনুভব হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিকী ভক্তি। আর যে ভক্তির মূলে কিঞ্চিন্মাত্র সত্ত্বগুণ এবং প্রকাশ অবস্থায় রজোগুণের স্বার্থপর সকাম অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম রাজসিকী এবং তমোগুণের মোহকর স্বার্থপূর্ণ সকাম অনুষ্ঠান হেতু তামসিকী ভক্তি হইয়া থাকে। মানবসাধারণের মধ্যে যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক মানব সকল ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, ভক্তিও সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের আধিক্যবশতঃ তিন প্রকার হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ যেরূপ পূজ্যপূজকভাব হইতে সাধারণী ভক্তির উদয় হয়, অসাধারণতঃ সেইরূপ শান্তসখ্যাদি ভাবেও অসাধারণী ভক্তি প্রকাশ পায়। যে অসাধারণ পঞ্চভাবের পঞ্চবিধ ভক্তের অসাধারণ কার্য্যকলাপ এখনও সুকীর্ত্তিকাহিনীরূপে পঞ্চমুখে পাঁচজনের নিকটে পরম আদর্শ বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। সেই পঞ্চ ভাবের নাম,—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর। শান্তভাবের প্রধান ভক্ত অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভক্ত সনক সনন্দ সনাতন প্রভৃতি। সখ্য ভাবের প্রধান ভক্ত বা রাজসিক ভক্ত অর্জ্জুন, শ্রীদাম, গুহকাদি। দাস্য ভাবের বা রাজসিক ভক্ত হনুমান্ গরুড়াদি, বাৎসল্য ভাবের প্রধান ভক্ত বা রাজসিক ভক্ত কশ্যপ অদিতি, দশরথ কৌশল্যা, বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি, আর মধুর ভাবের প্রধান ভক্ত বা রাজসিক ভক্ত একমাত্র রাধা। এতদ্ব্যতীত আরও একটি ভক্তি-ভাব আছে, তাহার নাম বৈরভাব, যেরূপ শান্ত সখ্যাদি ভাবে ভক্তির প্রকাশ পায়, বৈরভাবেও সেইরূপ প্রকাশ পায়। বৈরভাবের ভক্ত ও প্রধান তামসিক ভক্ত, যথা—হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, দন্তবক্র, শিশুপাল, রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি। আদর্শ স্থলে দেবর্ষি নারদ, ভক্তবর ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্ত প্রধানের চরিত্র সকলেরই সর্ব্বদা আলোচ্য এবং অনুকরণ যোগ্য। দেবর্ষি নারদ চিরকালই ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া কেবল ভগবদারাধনাতেই পরম আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভক্তবর নারদ মহাত্মা স্বীয় নির্ম্মল সত্ত্বগুণের বিকাশ হেতুই একমনে, এক প্রাণে এবং এক ধ্যানে ভগবদ্‌গুণগানে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা বীণা বাদন পূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিতেন। একদা দেবর্ষি ভগবৎসঙ্গীত করিতে করিতে ভ্রমণপূর্ব্বক এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঋষি বীণাহস্ত ভগবদ্‌গুণগানোন্মত্ত দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা সহকারে নিজ আশ্রমে তাঁহাকে বসিতে আসন দান করিয়া বলিলেন, "দেবর্ষে! আপনার আগমনে আজ আমি ধন্য হইলাম, আমার আশ্রম পবিত্র হইল, এই দীনের প্রতি যদি করুণা করিয়া ভবদীয় শুভাগমন হইয়া থাকে, তবে প্রার্থনা করি-ভবাদৃশ মহাত্মার অদ্য এই ক্ষুদ্র আশ্রমেই মধ্যাহ্ন-কৃত্য সম্পাদনে আদেশ হউক।" তৎশ্রবণে দেবর্ষি নারদ, সেই ঋষির বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় মাধ্যাহ্নিকীক্রিয়া সম্পাদন জন্য আদেশ করিলেন। সেই ঋষিও হৃষ্টান্তঃকরণে দেবর্ষির যথাযোগ্য সেবাদি সম্পাদনে তৎপর হইলেন, কিছুকাল পরে ভোজনকাল উপস্থিত হইলে, দেবর্ষি যথাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভোজ্য সামগ্রী সকল ভগবানকে নিবেদন করিবেন এমন সময় হঠাৎ ঋষিকে বলিলেন যে, "না, ঋষি! তোমার আশ্রমে আমার ঠাকুরের সেবা হইলনা, তোমার এই আশ্রম ভক্তের উপযুক্ত নয়, কারণ তোমার আশ্রমে ভগবানের নাম মাত্রও কখন হয় না। যে স্থানে ভগবানের নাম গুণাদি না হয়, সে স্থান অতীব অপবিত্র, বিশেষতঃ আমি সে স্থানে ক্ষণকালও থাকি না," এই বলিয়া দেবর্ষিনারদ গমনোন্মুখ হইলেন। সহসা নারদের এইরূপ বাক্যশ্রবণে তখন সেই ঋষি, নারদের গমন নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, সে কি ঠাকুর! এখন কোথা যাইবে? তুমি যে আমার আশ্রমের অতিথি, তোমার সৎকার করাই আমার এখনকার বিশেষ কর্ত্তব্য। আর তুমি যে বলিতেছ, এই আশ্রমে ভগবানের নাম গুণাদি কিছুই নাই, এই আশ্রম তোমার যোগ্য নহে, ইহা সত্য; কিন্তু দেবর্ষি নারদ! তুমি চিরকালই ভগবানের নাম করিয়া আসিতেছ, আমিত জন্মেও অদ্যাবধি ভগবানের নাম করি নাই। ইহাতে কি তুমি পুণ্যাত্মা আর আমি পাপাত্মা? ভগবানের নাম কি চিরকালই করিতে হয়? ভগবানের নাম একবার করিলে আর কি করিতে হয়? ভগবান্

বাঞ্ছাকল্পতরু পরম দয়াময়, তাঁহার সুপবিত্র নাম একবার করিলেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। তুমি এতকাল ব্যাপিয়া দিবানিশি কেবলই "হরি" নাম করিতেছ আর আমি একবার "হরি" নাম করিব! তোমার এত দিনের হরিবোল বলা আর আমার একবারের হরিবোল বলা দেখিবে, কাহার হরিনাম বলায় অধিক মাহাত্ম্য! ঋষির এইরূপ কথা শ্রবণপূর্ব্বক দেবর্ষি বলিলেন, বটে? তবে তুমি একবার হরিনাম কর! ঋষি বলিলেন, তুমি আসনে উপবেশন কর, আমি ভগবানের নাম করিতেছি, এই বলিয়া ঋষি যথাসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি আচমনাদি করিয়া "ওঁ নমো হরয়ে নমঃ" মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভোজ্যসামগ্রী নিবেদন করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ শ্রীহরির আবির্ভাব!! ভক্ত-বাধ্য ভগবান্ কতক্ষণ ভক্তের অন্তর হইতে অন্তরালে থাকিতে পারেন? তদ্দর্শনে নারদ বিস্মিত হইলেন এবং ভগবান্‌কে তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্! এ তোমার কিরূপ লীলা? আমি অহোরহ তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি এক বারও আমাকে সাক্ষাৎ দাও না? আর এই ঋষি তোমাকে কোন দিনই ডাকে না, এখন যেমন তোমাকে একবার "হরি" বলিয়া ডাকিয়াছে, তুমি অমনি সাক্ষাৎ হইয়াছ, ইহার কারণ কি? ভগবান্ বলিলেন—এই ঋষি, মুখে আমাকে না ডাকিলেও অন্তরে অন্তরে আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ডাকিয়া থাকে। তবে এতদিন যে আমি এই ঋষির সাক্ষাৎ হইতে পারি নাই, তাহার কারণ—এই ঋষির এ যাবৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ঘটে নাই, আমার প্রতি ভক্তি করা অপেক্ষা আমার ভক্তের প্রতি ভক্তি করাতেই আমি বিশেষ তুষ্ট হই, আজ এই ঋষি তোমার প্রতি ভক্তি করিয়াই আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া সকলকাম হইল, এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবর্ষি নারদও ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন, আশ্রমবাসী ঋষিরও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইল।

ভক্তবর ধ্রুব, মহারাজ উত্তান পাদের পুত্র, নৃপবর উত্তানপাদের দুই স্ত্রী, সুনীতি এবং সুরুচি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব এবং সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রধান ধ্রুবের ভক্তিরহস্য অতীব আশ্চর্য্যজনক এবং সকল ভক্ত জনেরই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। মহারাজ উত্তানপাদের সুরুচিনাম্নী স্ত্রীই অধিক প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। মহারাজও সেইজন্য সুরুচি-পুত্র উত্তমকেই সমধিক স্নেহ করিতেন। একদিন ধ্রুব রাজাসনস্থ পিতা উত্তানপাদের ক্রোড়ে স্বকীয় ভ্রাতা উত্তমকে আরূঢ় দেখিয়া নিজে পিতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন, তখন সুরুচি সপত্নী-তনয় ধ্রুবকে রাজার ক্রোড়ে উঠিতে উৎসুক দেখিয়া বলিলেন যে, এই রাজাসন সমস্ত ভূপতিবৃন্দেরই আশ্রয়কেতন, ইহা আমার পুত্র শ্রীমান্ উত্তমেরই যোগ্য, তুমি কেন রাজাসনে উঠিবার জন্য আগ্রহ করিতেছ? বালক ধ্রুব, মাতা সুরুচির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পিতার ক্রোড় ত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণমনে অন্তঃপুরে স্বীয় জননী সুনীতির নিকট গমন করিলেন, তখন বুদ্ধিমতী সুনীতি ধ্রুবকে দর্শন করিয়া ঈষৎ ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় ক্রোড়ে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার এই কোপের কারণ কি? তোমাকে ত বাবা! সকলেই ভালবাসে, তবে তুমি কেন হঠাৎ এইরূপ কুপিত হইয়াছ? মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ধ্রুব সুরুচি-কথিত সমস্ত কথা মাতার নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে সুনীতি বলিয়াছিলেন যে, সুরুচি সত্যকথাই বলিয়াছে, হে পুত্র! তুমি অতি দুর্ভাগা! হে বৎস! পুণ্যবান্‌দিগের সপত্নগণ-কর্ত্তৃকও এইরূপ বাক্য কখনও উক্ত হয় না। যদি সুরুচির বাক্যে তোমার অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্ব-ফলপ্রদ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্ন কর! এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই মহাত্মা ধ্রুব জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সেই মুহূর্ত্তে বনে গমন করিলেন। যাহার হয় তাহার এইরূপেই হয়, ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব রাজধানী ত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া ঋষি মুনিদিগের আশ্রমে যাইয়া সাধুসঙ্গ-লাভে ক্রমেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে থাকিলেন, পরিশেষে মধুনামে মহাপুণ্যময় যমুনাতীরে যে স্থানে দেবদেব হরিমেধসের মহাতীর্থ, সেই সর্ব্বপাপহর পুণ্যতীর্থে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর করিয়া যখন ভক্তাগ্রণী

ধ্রুব কঠোর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইলেন- তখন সমস্তপর্ব্বতের সহিত সমগ্র পৃথিবী নাকি চালিত হইয়াছিল? সর্ব্বাত্মা ভগবান্‌ও তদীয় তন্ময়তাহেতু তুষ্ট হইয়া চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী রূপে তথায় গমনপূর্ব্বক ধ্রুবকে বলিয়াছিলেন যে,

**ঔত্তানপাদে ভদ্রন্তে তপসা পরিতোষিতঃ।**
**বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত ! ॥"**

( বিষ্ণুপুরাণ। )

হে উত্তানপাদাত্মজ ! তোমার মঙ্গল হউক্ ! আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বরদান করিতে আসিয়াছি, হে সুব্রত ! তুমি বর প্রার্থনা কর !

ধ্রুব উবাচ—

**ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ ! সর্ব্বস্যাস্তে ভবান্ হৃদি।**
**কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্ ! মনসা যন্মযেপ্সিতম্ ॥**
**নৈতদ্রাজাসনং যোগ্যমজাতস্য মমোদরাৎ।**
**ইতিগর্ব্বাদবোচন্মাং সপত্নীমাতুরুচ্চকৈঃ ॥**
**আধারভূতং জগতঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।**
**প্রার্থয়ামি প্রভো স্থানং ত্বৎ প্রসাদাদতোঽব্যয়ম্ ॥**

( বিষ্ণুপুরাণ। )

ধ্রুব বলিলেন যে, হে ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, আপনি সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, হে স্বামিন্ ! আপনার অজ্ঞাত কি আছে? যাহা আমি মনে বাসনা করিয়াছি, তাহা কি আপনার অজ্ঞাত? আমার মাতার সপত্নী উচ্চস্বরে অতিগর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "এই রাজাসন তোমার যোগ্য নহে, যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই," তাই হে প্রভো ! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, সমস্ত জগতের আধার স্বরূপ সকল স্থানের উত্তম হইতেও উত্তম অব্যয় স্থান, আপনার প্রসাদে আমার চির বাসস্থান হউক্।

ভগবানুবাচ—

**ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্ব্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ।**
**ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎ প্রসাদাদ্ভবান্ ধ্রুব !**
**সূর্য্যাৎ সোমাত্তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্বৃহস্পতেঃ।**
**সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্ ॥**
**সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে চ বৈমানিকাঃ সুরাঃ।**
**সর্ব্বেষামুপরিস্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব ! ॥**

( বিষ্ণুপুরাণ। )

ভগবান্ বলিলেন, হে ধ্রুব ! তুমি আমার প্রসাদে ত্রিলোকেরও উর্দ্ধে সর্ব্বতারা এবং সর্ব্বগ্রহের আশ্রয় স্বরূপ স্থান লাভ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, এবং শনি, প্রভৃতি গ্রহেরও উচ্চে সর্ব্ব নক্ষত্রের সপ্তর্ষি মণ্ডলের এবং যে সমস্ত বিমানস্থ দেবগণ আছেন, তৎসমস্তেরই উপরি ভাগে ধ্রুব নামে তোমার বাসস্থান আমি তোমাকে দান করিলাম।

ভক্তির কি অসীমক্ষমতা? ধ্রুব এক ভক্তিবলেই ধ্রুব লোকের অধীশ্বর হইলেন। যদিও ধ্রুবের এই প্রকার ভক্তির মূলে কামনা ছিল, তথাপি ভক্তিবলে ভগবৎ প্রসাদে সে কামনা কোনরূপ দোষের কারণ হয় নাই। নিজের পিতার ক্রোড়ে ভ্রাতাকে আরূঢ় দেখিয়া নিজে সেই ক্রোড়ে উঠিতে গিয়া বিমাতার ভর্ৎসনায় কুপিত হইয়া স্বকীয় জননীর উপদেশে ভগবদারাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন বলিয়াই ধ্রুব এক জন প্রধান ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। উত্তানপাদ ভারতের রাজা, ধ্রুব তাহার পুত্র হইয়া সে রাজ্যে অধিকার না পাইয়া সাধনা দ্বারা ভগবান্‌কে ভক্তিগুণে বাধ্য করিয়া নূতন একটি স্বর্গরাজ্যেরও উর্দ্ধে মহারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইহা কি ভক্তির মাহাত্ম্য নহে? ভক্তিবাধ্য ভগবান্ ভক্তির মাহাত্ম্য রক্ষার্থেই ভক্তের মহত্ব এইরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। নইলে ভগবান্ ভক্তবৎসল হইবেন কেন?

অতঃপর ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদের সাত্বিকী মুখ্যা ভক্তির রহস্য এক অপূর্ব্ব মহান্ আদর্শ। না হইবে কেন? যাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু বৈরভাবের তামসিকী গৌণীভক্তির প্রধান মহাপাত্র, তাহার পুত্র প্রহ্লাদ যে এক জন অদ্ভূত পূর্ব্ব ভক্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরির নিত্য পার্ষদ জয় ও বিজয় নামক ভ্রাতৃদ্বয়ই ঋষিশাপে বৈকুণ্ঠধাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধরাধামে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে মহাসুর বলিয়া পরিচিত। হিরণ্যাক্ষ বরাহবতার ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া উদ্ধার হয়, হিরণ্যকশিপু সেই ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া ভগবদ্ বিদ্বেষী হইয়া উঠিল, তাহার ভ্রাতৃহন্তা ভগবানের বিনাশ জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃকালে কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র ষণ্ড ও অমার্কের সন্নিধানে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমেই গুরুপুত্রদ্বয়ের উপদেশানুসারে বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিতে গিয়া "ক" বর্ণ উচ্চারণ করিয়াই প্রহ্লাদ কাঁদিয়া আকুল, "ক"য়ে কৃষ্ণ জ্ঞান হইতেই প্রহ্লাদের সাত্বিকী ভক্তির সূচনা হইল, গুরুপুত্রদ্বয় অসুররাজ-পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে সেই কথা জ্ঞাপন করিলেন, তৎশ্রবণে হিরণ্যকশিপু প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধান্বিত কলেবর হইয়া বলিলেন, "কি? প্রহ্লাদ আমার পুত্র হইয়া এইরূপ বিগর্হিত কুকর্ম্মে রত হইয়াছে? কৃষ্ণ আমার ভ্রাতৃহন্তা, সুতরাং পরম শত্রু, প্রহ্লাদ আমার পুত্র হইয়া আমারই শত্রুকে ভগবান্ জ্ঞানে উপাসনা করিতে উদ্যোগী? এমন কুলাঙ্গার পুত্রের বিনাশ সাধন নিশ্চয়ই আমা কর্ত্তৃক হওয়া উচিত।" এই বলিয়া প্রহ্লাদকে ভগবানের নাম করিতে বারংবার নিষেধ করিলেন এবং প্রহ্লাদকে পুনঃপুনঃ কতরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ভক্তবর প্রহ্লাদ পিতার সে বাক্য কখনই পালন করিলেন না, অবশেষে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করিবার জন্য নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বন করিলেন, কখনও হস্তি-পদতলে নিক্ষেপ, কখনও সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জন এবং কখনও পর্ব্বতশিখর হইতে পাতিত করিয়াও প্রহ্লাদকে নষ্ট করিতে পারিলেন না। ভক্তবর প্রহ্লাদও নিঃশঙ্কচিত্তে নির্ভীক হৃদয়ে হরিনামগুণগানে মত্ত হইয়া অহর্নিশি কেবল "হরি" "হরি" বলিয়াই পিতার উদ্ভাবিত জীবন বিনাশকর সমস্ত কৌশল হইতেই উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর হিরণ্যকশিপু অনন্যোপায় হইয়া প্রহ্লাদের জীবন নষ্ট করিবার জন্য অন্নের সহিত বিষ প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। তাহাই হইল, প্রহ্লাদকে ভোজন করিবার জন্য বিষমিশ্রিত অন্নই দেওয়া হইল, ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ সেই অন্ন পাইবা মাত্র উদ্দিশ্যে ভগবান্‌কে নিবেদন করিলেন, তৎক্ষণাৎই বালগোপালবেশধারী ভগবানের আবির্ভাব! ভগবান্ প্রহ্লাদের নববিধ ভক্তিগুণেই বাধ্য হইয়া সেই নিবেদিত অন্ন নিজে গ্রহণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট প্রহ্লাদের মুখে স্বয়ং স্বহস্তে দান করিলেন। শাস্ত্রে নয় প্রকার ভক্তির সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই ভক্তবর প্রহ্লাদের সরল অন্তরে নিয়ত বিদ্যমান ছিল।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ॥
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

( ভাগবত। )

অর্থাৎ ভগবন্নাম শ্রবণ, ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন, ভগবৎ স্মরণ, ভগবৎ সেবা, ভগবদর্চ্চনা, ভগবদ্ বন্দনা, ভগবানের দাসত্ব; ভগবানের সহিত সখ্যভাব এবং আত্ম-নিবেদন, এই সমস্ত ভক্তি লক্ষণই প্রহ্লাদের হইয়াছিল।

অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপু যখন জানিলেন যে, বিষপানেও প্রহ্লাদের জীবন নাশ হয় নাই। তখন তিনি প্রহ্লাদকে নিজের নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর চরণ বন্দনা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু বলিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তুমি আমার পুত্র হইয়া এখনও আমার পরম শত্রু সেই হরিকে ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ? ভাল কথা, তোমার হরি যদি বাস্তবিকই ভগবান্ হয়, তবে ভগবান্‌ত সর্ব্বব্যাপী, তোমার হরিও সর্ব্বব্যাপী?

প্রহ্লাদ—হরি কি কেবল আমার? পিতঃ! এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের একমাত্র সত্তা এবং একমাত্র প্রকাশ স্বরূপ সেই ভগবান্ সচ্চিদানন্দ হরি। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্যামী।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,

যে, তোমার হরি যদি সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই তোমার হরি বিদ্যমান আছে, এই সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভ মধ্যেও তোমার হরি আছে?

প্রহ্লাদ—হাঁ নিশ্চয়ই আছেন!

তখন হিরণ্যকশিপু দ্রুতবেগে যাইয়া সজোরে সেই স্ফটিকস্তম্ভে পদাঘাত করিলেন, অমনি সেই স্তম্ভ মধ্য হইতে অর্দ্ধ নরকায় এবং অর্দ্ধ সিংহকায় নরসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সেই নরসিংহরূপী শ্রীহরিকর্ত্তৃকই হিরণ্যকশিপু উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ইহাকেই বলে ভক্তির মহত্বপূর্ণ পরম মাহাত্ম্য।

ভক্তদাসানুদাস—
শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী।

---

## সম্পাদকীয় টিপ্পনী।

আজকালকার সংস্কারক নামধারী দলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "যে পর্য্যন্ত আর্য্যনারীদিগের হৃদয় হইতে উহাদের ত্রিলোকপাবনকর সতীধর্ম্মের সংস্কার দূরীভূত করিয়া বিধবাবিবাহ সংস্কারের বীজ অঙ্কুরিত করা না যাইবে এবং যে পর্য্যন্ত চণ্ডাল চামার ম্লেচ্ছাদি অন্ত্যজ জাতিকে লৌকিক শিক্ষা প্রদানে দ্বিজাতির সহিত সম্মিলিত না করা যাইবে, সে পর্য্যন্ত এই অধঃপতিত ভারতের উদ্ধার হইবে না এবং এই হিন্দুজাতিরও উন্নতি বিষয়ে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এই সংস্কারক মহাশয়দিগের স্মরণ করা উচিত যে, অজ্ঞান স্বরূপ ভীষণবহ্নিতে হিন্দুজাতির সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়াছে! এখন কি জ্ঞান, কি দান, কি ঐশ্বর্য্য, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি কলাকৌশল এবং কি বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুজাতির নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই আর্য্যজাতি জগতের গুরু স্থানীয় হইয়াও অন্যজাতির নিকট ভিখারী! যদি পূর্ব্ব গৌরবের কোন চিহ্ন থাকে, তাহা এই হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকের সতীধর্ম্ম এবং পুরুষদিগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ইহাই আর্যদিগের নিজের অত্যুত্তম পরম বস্তু। তাই এখনও আর্য্যনারী সকল নিঃশঙ্ক এবং নির্ভীকচিত্তে সাহসের সহিত বলিতে পারে যে, সতীধর্ম্মের সুদৃঢ় সংস্কার আমাদিগেরই-পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতির মধ্যেই নাই, এখনও আর্য্যজাতি গৌরব করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারে যে, আমাদের বীর্য্য শুদ্ধ এবং শোণিত পবিত্র। উক্ত সতীধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উভয় সংস্কারের স্বল্প পরিমাণে অভিব্যক্তি অন্য কোন কোন জাতির মধ্যে ব্যক্তি বিশেষে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু আর্য্যজাতির মধ্যে সর্ব্বসাধারণ ভাবেই পূর্ণরূপে উহার বিকাশ রহিয়াছে ইহাতে সংশয় নাই। আমরা আমাদের এই প্রমাদাপন্ন প্রিয় ভ্রাতা সংস্কারকগণের নিকট সকরুণ প্রার্থনা করিতেছি যে, যে স্ত্রী ইন্দ্রিয় সংযম করিতে না পারিয়া নিজে উঁহাদিগের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিবে, তাহাকে পুনরায় পুরুষান্তর গ্রহণের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সতীধর্ম্ম সংস্কার নষ্ট করিয়া বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ আদর্শধর্ম্ম রূপে বুঝাইয়া বিধবাগণকে ভুলাইতে চেষ্টা না করেন! উঁহারা অনার্য্যতুল্য নীচজাতিকে বিদ্যা এবং সভ্যতা বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া উন্নত করিবেন ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি হইবে না; কিন্তু নীচজাতিকে ভুল বুঝাইয়া দ্বিজাতির সমকক্ষ করিবার জন্য উত্তেজিত করিবেন না এবং দ্বিজগণের সহিত অন্ত্যজদিগকে মিশাইয়া পানভোজনাদি প্রচলন করাইয়া এই অনাদিসিদ্ধ বিশুদ্ধ আর্য্যজাতিকে বর্ণসঙ্কর দোষে দুষ্ট করিতে কোনরূপ প্রযত্ন না করেন ইহাই প্রার্থনা।

* * *

আমাদের মহামান্য পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী ঈশ্বরাবতার ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, 'সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌযুগে।" বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে উক্ত বাক্যের সার্থকতা প্রতিকার্য্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এক সঙ্ঘ শক্তি প্রভাবেই ইয়ুরোপ জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সঙ্ঘশক্তির সাহায্যে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা অধিবাসী ব্যক্তিগণ বিপুল সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে এবং

উঁহাদের রাজ্য সমূহও পৃথিবী মধ্যে ক্রমশঃ গণ্য মান্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন এসিয়াতেও সঙ্ঘশক্তির পূর্ণাবির্ভাবের সূচনা চলিতেছে। জাপানত সঙ্ঘশক্তির বলেই কিছু-দিনের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। তুর্ক জাতিও অধ্যবসায় দ্বারা অসাধারণ কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, পারস্যেও এক সঙ্ঘশক্তির বিকাশে পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় উদারতম ভারতসম্রাটের কৃপায় ভারতের প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের কৌন্‌সীল স্থাপিত হইয়াছে। চীন সম্রাট্ও এখন হইতে ২।৩ বর্ষের মধ্যে পার্লামেণ্ট স্থাপন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, এসিয়ার যাবতীয় সাম্রাজ্যেই ভগবান্ ব্যাসদেবের উক্ত বচনের সার্থকতা সিদ্ধি হইবার সময় আসিয়াছে। ভারতবাসী প্রজাবৃন্দ নিয়মবদ্ধ অনুশাসন ব্যবস্থা (Organisation) বিষয়ে যতই যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবে, ততই সঙ্ঘশক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

* * *

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমেরিকায় প্রায় আড়াই লক্ষ লোক কেবল ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়েও কোন বিলাসিতা নাই। দৈনিক অতিকম অর্দ্ধঘণ্টা কাল তাহারা নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া থাকে। উঁহারা বলেন যে, 'এইরূপ করিলে আমরা একসহস্র বর্ষকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব'। আমাদের পুরাণ গ্রন্থে এই প্রকার অনেক মহাপুরুষের নামাদি উল্লেখ আছে, তাঁহারা উক্তরূপ নিয়মের অধীন থাকিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন, এতাদৃশ সপ্রমাণ পুরাণ গ্রন্থাবলীকেও আধুনিক বলিয়া যাহারা হাসিয়া উড়াইতে চাহেন, দেখা যাউক্ এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-ভিমানী সেই সকল নব্য শিক্ষিত লোক, আমেরিকাবাসী সাহেবদিগের ঈদৃশ যুক্তিযুক্ত উক্তি সম্বন্ধে কি বলেন?

* * *

ইক্ষু হইতে গুড় এবং চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আর ইক্ষুর ছোবড়াও জালান ভিন্ন কোন কর্ম্মেই লাগে না; কিন্তু সম্প্রতি কিউবা প্রদেশে ইক্ষুর ছোবড়া হইতে অতি সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। উদ্যোগে কি না হয়? ইহাকেই বলে "উদ্যোগিনং পুরুষ-সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"।

* * *

ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হই-য়াছে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের শাসনকর্ত্তা চীনকে পরাজিত করিয়াছিল। ঐ সময় তিব্বতের নিকটে পরাজিত হইয়া প্রবল চীন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, "আমরা নিয়মিত কর দিব এবং তিব্বত রাজ্যে সর্ব্ব সাধারণকে যাইতে যথাশক্তি নিষেধ করিয়া দিব।" এই জন্যই এখনও চীন সম্রাট্ ধর্ম্মবৃত্তিরূপে প্রতিবর্ষে তিব্বতকে অর্থ সাহায্য পাঠাইয়া থাকেন ও এত দিন পর্য্যন্ত তিব্বতে বিদেশীয়গণের যাতায়াত নিষেধ ছিল; সম্প্রতি তিব্বতে এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে উহাতে এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিশেষ নিদর্শন আছে। শ্রীযুক্ত লাট কর্জ্জনের নীতি ও আদেশানু-সারে যখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তিব্বত মিশন প্রেরিত হয়, তখন হইতে বিদেশীয়দিগের তিব্বতে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে যে কাহার হিত বা কাহার অহিত তাহা কেহই বলিতে পারে না। বর্ত্তমানে এইমাত্র শুনা যাইতেছে যে, বৌদ্ধাচার্য্য দালাইলামা তিব্বত হইতে চীন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া উদারতম ভারত গবর্ণমেণ্টের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রমশালী চীন, তিব্বতে বহুসংক্ষক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে এবং তিব্বতে এই প্রকার স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ করিবারও চেষ্টা করিতেছে। এখন চীনের একজন মাত্র শাসন কর্ত্তা তিব্বতে শাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, তিব্বতের সীমাবর্ত্তী রাজ্য নেপাল ভোটান এবং শিকিমাদির সুরক্ষা নিমিত্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। তিব্বত বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র, তথাকার বিপন্ন ধর্ম্মা-চার্য্যকে আশ্রয় দিয়া আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিকই নিজের উদার চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

# বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

প্রাচীনকালে বেদ ও শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের যেরূপ বিস্তার ছিল, এবং পূজ্যপাদ ত্রিকাল দর্শী মহর্ষিগণ মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যদিও তাহার সহস্রাংশও বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না, তথাপি এখনও যে পরিমাণে সংস্কৃত গ্রন্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যাও কিছু অল্প নহে। যদি তাহারই ঠিক্ ঠিকানা করিয়া উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল ক্রমশঃ প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে কেবল হিন্দু জাতিরই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ এবং উপকার সংসাধিত হইবে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাহায্যে "মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্" কোম্পানী অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া এইরূপ বহুমূল্য অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে অনেক গ্রন্থ হস্তগত করিয়াছেন।

* * *

"শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্" কোম্পানীর উদ্যোগে এবং শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবানুসারে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান মাস হইতে এক সংস্কৃত মাসিক পত্র প্রকাশিত করা হইবে। তাহাতে ক্রমশঃ অনেক অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। উপনিষদ্, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, দর্শন, তন্ত্র প্রভৃতি অনেক অসাধারণ গ্রন্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অবশ্য সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইবে।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের যে কয়েকখানি গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে মহামণ্ডল গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তক উপদেশ পারিজাত (সংস্কৃত) এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল রহস্য (হিন্দী দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে। উক্তপুস্তকদ্বয় পাঠ করিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু এবং ধর্ম্ম বক্তাদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে, (নিগমাগম পুস্তকভাণ্ডার-বাঁশফট্কা-৺কাশীধাম।) এই ঠিকানায় ঐ পুস্তক দ্বয় পাওয়া যায়।

* * *

লাহোরের সনাতন ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্যতম শাখাসভা, এই সনাতন ধর্ম্মসভা দ্বারা একটি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্জাবের প্রান্ত পরীক্ষায় গত বর্ষে এবং বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পাঠশালার ছাত্রগণ সর্ব্ব প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—এই পাঠশালা দিন দিন ঐরূপ উন্নতি এবং প্রশংসার ভাজন হউক্।

* * *

৺কাশীধামে বাঁশফটক নাম স্থানে যে ধর্ম্মনিকেতন আছে, সেই স্থানে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের উদ্যোগে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। এই বেদবিদ্যালয়ে প্রথমে ঋগ্বেদের অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছিল; বর্ত্তমানে যজুর্ব্বেদের অধ্যয়ন করাইবার জন্যও একজন সুযোগ্য বেদপাঠী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন। ক্রমে সামবেদ অধ্যয়নেরও ব্যবস্থা করা হইবে। সামবেদের অধ্যাপনা রীতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া একজন সুযোগ্য প্রাচীন সামগপণ্ডিতের অনুসন্ধান করা হইতেছে।

* * *

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট পোষ্ট আফিশের অধীন অমরকাঠি গ্রাম নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার কৃত বর্ত্তমান বর্ষের একখানি শান্তি পঞ্জিকা উপহার দিয়াছেন, এই শান্তি পঞ্জিকায় প্রত্যেক মাসের জন্য তিনি দুইটী সাঙ্কেতিক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সংখ্যা সৌর মাসের তারিখের সহিত যোগ করিলে ইংরাজী মাসের তারিখ পাওয়া যায় এবং ইংরাজী মাসের তারিখ বিয়োগ দিলে সৌরমাসের তারিখ পাওয়া যায়, এইরূপ যোগবিয়োগ দ্বারা তিথিও নির্ণয় করা যায়, তিনি বার নির্ণয়েরও একটি সঙ্কেত বাহির করিয়াছেন, এইরূপ সঙ্কেত প্রত্যেক বৎসরের

জন্য পৃথক্ পৃথক্ না হইয়া যদি যুগ বা অর্দ্ধশতাব্দীর জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা জগতের বহুল উপকার সাধিত হইতে পারে। আমরা আশা করি—ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন।

* * * *

শ্রীহট্ট-ব্রাহ্মণসভার সারস্বতাশ্রম নামক বিদ্যালয় প্রায় দুই বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইতি মধ্যেই উক্ত বিদ্যালয়ের দশটী ছাত্র নানাশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সাংখ্য, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং তন্ত্র এই কয়েকটী বিষয় বর্ত্তমানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমাদের আশা আছে যে, ভারতের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

## ধর্ম্মোন্নতি সংবাদ।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের গুরুধাম নামক ভবনের সুশ্রীকতা বৃদ্ধির জন্য কালকাতার উকিল শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষাল মহাশয় প্রায় একশত পরিমাণ উত্তমোত্তম চিত্র পাঠাইয়া স্বকীয় ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ঘোষাল মহাশয় কলিকাতার মহাকালীপাঠশালাতেও অনেক মনোহর চিত্র উপঢৌকন দিয়াছেন। এই প্রকার দানের নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের সঞ্চালকগণ দ্বারা স্থাপিত "শ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার" রেজেষ্ট্রী হইবার পরে উহার প্রবন্ধকারিণী সভার প্রথম অধিবেশন গুরুধামে হইয়া গিয়াছে। এই দানভাণ্ডার হইতে অনেকানেক অনাথা, বিধবা, বিদ্যার্থী এবং দীনদুঃখী রোগীদিগকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এই সভার সেক্রেটারী ইত্যাদিও যথাবিধি নির্ণীত হইয়া মনোনীত হইয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন প্রতিনিধি, তিনি উক্ত দানভাণ্ডারে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও দান করিবেন আশা করা যায়। "মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক-সমিতি লিমিটেড্" হইতেও উহার লাভের একতৃতীয়াংশ এই দানভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছে।

## শাখাসভা সংবাদ।

মথুরা—(সৈদাবাদ-প্রয়াগ) শ্রীসনাতন ধর্ম্মানন্দ সভা হইতে শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সিংহ বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে, সিরসা—(প্রয়াগ) সনাতন ধর্ম্মসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জরিবন্ধনলাল মহাশয়ের উদ্যোগে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভার নিয়মাদি সমস্তই সিরসার সভার নিয়মানুসারেই করা হইয়াছে। এই সভাটীকে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া লইতে কৃপা করিবেন।

* * *

কানপুর সহরে দুইটী সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত আছে, সুখের বিষয় এই যে, গত ভাদ্রের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে কতিপয় ধার্ম্মিক সজ্জনের উদ্যোগে সনাতনধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী নামে আরও একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা স্থাপনের দিনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিনাথ ঝা শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনন্দন মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রয়াগপ্রসাদ ত্রিপাঠী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের উত্তম বক্তৃতা হইয়াছিল। আগামীবর্ষের জন্য সভাপতি, মন্ত্রী এবং কোষাধ্যক্ষাদি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই সভার প্রবন্ধকর্ত্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলভদ্র নাথ শুক্ল মহাশয়ের উদ্যোগে গত মাঘ মাসে একটি হিন্দী পুস্তকালয় স্থাপিত হওয়ায় বিশেষ অভাব দূরীভূত হইয়াছে। পুঁয়ায়ার রাজা বাহাদুর মহাশয়কে এই সভার সংরক্ষক হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, আশা

করি উক্ত রাজা মহোদয় এই প্রার্থনা স্বীকার করিবেন। এই সভার আগামী অধিবেশন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরীপ্রসাদ বলভদ্র নাথ শুক্ল মহাশয়ের মন্দিরে হইবে নিশ্চয় হইয়াছে।

* * *

মণিকাবলীর সনাতন ধর্ম্মসভার মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীরাম শর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে, গত ৩০শে জুন তারিখে শ্রীমহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম শর্ম্মা মহাশয় ব্রহ্মচর্য্য এবং যজ্ঞোপবীত সংস্কার বিষয়ে অত্যুত্তম বক্তৃতা দিয়াছিলেন, গত ১লা জুলাই তারিখেও উক্ত মহোপদেশক মহাশয় বিবাহ সংস্কার এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিষয়ে যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন, পণ্ডিত বাবুরাম জী "হিন্দু" শব্দের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। গত ২রা জুলাই তারিখে উক্ত মহোপদেশক মহাশয় সংক্ষিপ্ত সরল বক্তৃতা দ্বারা শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বৈদিক মীমাংসার সংশয় প্রদর্শনকারী প্রমাদাপন্ন আর্য্যসমাজীদিগকেও যথাশাস্ত্র উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

* * *

নৌরঙ্গাবাদের শ্রীসনাতনধর্ম্ম ডিবেটিংক্লবের মন্ত্রী ঠাকুর শ্রীযুক্তহরিবংশ সিংহজী লিখিতেছেন যে, গত জুলাইয়ের ২৯, ৩০, ৩১শে তারিখে এই ক্লবের বার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়াছে। ২৯শে নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল এবং বেদ ভগবান্‌কে লইয়া নগর পরিভ্রমণে বিশেষ আনন্দোৎসব করা হয়, তিলহরের প্রসিদ্ধ ভজনমণ্ডলী উত্তম ভজন দ্বারা দর্শক ও শ্রোতৃগণকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছিলেন। সহরের প্রতিষ্ঠিত রহিস্ সকল উপস্থিত ছিলেন। ৩০শে তারিখে স্বামী আলারাম সাগরজী সন্ন্যাসী এবং সুপ্রসিদ্ধ উপদেশক পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র মহাশয় ভক্তি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। দেবপূজা ব্রাহ্মণ ভোজনাদি শেষ হইলে উৎসব সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

---

# ধর্ম্মপ্রচার সংবাদ।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত-জীয়া লাল শর্ম্মা ; যিনি মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে হরিদ্বারধামে নিযুক্ত আছেন এবং যিনি মহামণ্ডলের আদেশানুসারে হরিদ্বার ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রমের সহায়তা করিতেছেন, উহাঁর রিপোর্ট বিশেষ আশাপ্রদ। আমরা শুনিয়া এবং জানিয়া সুখী হইলাম যে, উক্ত উপদেশক পণ্ডিতজীর সাহায্যে হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমের প্রতিমাসই বহু আর্থিক সহায্য লাভ হইতেছে। উহাঁর এইপ্রকার কার্য্যে মহামণ্ডলের মেম্বরগণ অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় কাশীধামে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম শর্ম্মা মহাশয় যগুপি উপদেশকমহাবিদ্যালয়ে অন্যতম অধ্যাপকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তথাপি সময় সময় তাঁহাকে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তধর্ম্মমণ্ডল এবং শ্রীপঞ্জাবমণ্ডলের কতিপয় ধর্ম্ম সভায় পরিভ্রমণ করিতে হয়, উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র স্বরূপ উপদেশকদিগকেও সময় সময় কোন কোন স্থানে আবশ্যকমত ধর্ম্মোপদেশের জন্য প্রেরিত করা হইয়া থাকে।

* * *

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের পক্ষ হইতে দুইজন বৈতনিক উপদেশক নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে মহোপদেশক পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের পুরুষকার বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান রিপোর্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার উদ্যোগে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিমাস আমদানী ৪০৲।৫০৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত মহোপদেশক মহাশয়, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যও ক্রমে ক্রমে ১০০০ পরিমাণে নূতন সংগ্রহ করিয়াছেন। যদি মহামণ্ডলের অন্যান্য প্রান্তীয় মণ্ডল সমূহের উপদেশক মহোদয় ও শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান

অবলম্বন স্বরূপ অপরাপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপদেশক, মহোপদেশক বা মহামহোপদেশক মহাশয়গণ এইপ্রকার কেবল সাধারণ সভাশ্রেণী বৃদ্ধি করিয়া শ্রীমহামণ্ডলকে সংহায়তা করেন, তাহা হইলে মহামণ্ডলের কার্য্যোন্নতি এবং ধর্ম্মপ্রচার বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে এবং মহামণ্ডলের নূতন নিয়মানুসারে তাঁহাদিগেরও বেশ লাভ হয়।

* * *

বিঠুর—সনাতন ধর্ম্মসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজারামজী মহাশয় লিখিতেছেন যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রয়াগ প্রসাদজী ত্রিপাঠী উপদেশক মহাশয় ৩১শে জুলাই তারিখে এখানে আসিয়াছেন। তিনি উক্ত দিনেই সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা দিয়া সমাগত শ্রোতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। সভাপতি পণ্ডিত বামনরাওজী মহাশয় একখানি রৌপ্যপদক পারিতোষিক দিয়া উপদেশক মহাশয়কে সম্মানিত করিয়াছেন।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত শ্রবণলালজী ইন্দোর সহরে বিশদিন যাবৎ থাকিয়া বহুল ধর্ম্মান্দোলন করিয়াছেন। সেই স্থানে এক সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু উহার কার্য্য পূর্ব্বে বিশেষ শিথিল ছিল, উক্ত পণ্ডিতজীর ধর্ম্মান্দোলন দ্বারা ঐ সভার কার্য্য সম্প্রতি উত্তমরূপে চলিতেছে। সনাতন ধর্ম্মসভার উদ্যোগে একটি পাঠশালাও স্থাপিত হইয়াছে। উপদেশকজী রাজধানীতে যাইয়া স্বকীয় বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমহামণ্ডলের সংরক্ষক শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ তুকোজী রাও সাহব দরবার বড়িয়াপ্তী মহাশয়কে প্রসন্ন করিয়াছেন এবং দরবার হইতে পণ্ডিতজী এক প্রশংসাপত্র এবং নগদ ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

* * *

অমৃতসর—সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে পণ্ডিত মিহির চন্দ্র শাস্ত্রিজী লিখিতেছেন যে, গোস্বামী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দেবশর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় এইস্থানে শুভাগমন পূর্ব্বক পুরাণ-বিজ্ঞান বিষয়ে বিদ্যাবত্তাপূর্ণ দুইটী বক্তৃতা দিয়াছেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় আধুনিক শুদ্ধিখণ্ডন অবতারমীমাংসা বিষয়ে দুইটী উত্তম ব্যাখ্যান দিয়াছেন। উক্ত মহোদয়দ্বয়ের বক্তৃতা দ্বারা স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী সবিশেষ উৎসাহিত হইয়াছেন।

শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মোপদেশক স্বামী আলারাম সাগর সন্ন্যাসী জী প্রয়াগ, কানপুর, হরদোই, শাহাবাদ, লখীমপুর, খেরী, হিসার, ভিওয়ানী, ফিরোজপুর, ফাজলকা, প্রভৃতি স্থানে সফলতার সহিত ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, ইঁহার এই প্রকার সারগর্ভ নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণের বিশেষ আনন্দোদয় হইয়াছিল, ইঁহার পরিশ্রম অতীব প্রশংসার্হ।

* * *

খাচ্‌রোদ (গোয়ালিয়র) হইতে বৈদ্য নন্দরামজী লিখিতেছেন যে, এই স্থানে আজ কাল মহামণ্ডলের ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রবণলাল জী সনাতনধর্ম্মের বিষয়-সমূহকে পরিপুষ্ট করিতেছেন এবং উত্তমোত্তম ব্যাখ্যান দিতেছেন, শ্রোতৃবর্গের অধিক পরিমাণে সমাগম হইতেছে, লোক সকল উৎসাহের সহিত মনোযোগী হইয়া পণ্ডিত জীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন।

* * *

ধর্ম্মোদেশক শ্রীযুক্ত কালিকানন্দব্রহ্মচারী মহাশয় যোধপুর হইয়া বিকানীর পৌছিয়াছেন, ব্রহ্মচারী জী, যোধপুরে তথাকার সনাতন ধর্ম্মসভার উদ্যোগে শ্রীগঙ্গাশ্যাম জীর মন্দিরে এবং শ্রীরামশরণ ছোর জীর মন্দিরে মনুষ্যের কর্ত্তব্যাদি বিষয়ে বক্তৃতাদানে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ সমুৎসাহিত করিয়াছেন।

* * *

রতলাম হইতে শ্রীযুক্ত মদন রাজ শর্ম্মা লিখিতেছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সংরক্ষক মহারাজা সাহব শ্রীসজ্জন সিংহ জী মহাশয়ের ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত কে, সি, এস্, আই, উপাধি লাভ উপলক্ষ্যে প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে বড় ধুমধামের সঙ্গে উৎসব হইয়াছিল, অনুমান তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। উক্ত মহোৎসবে সনাতন ধর্ম্মেরও বক্তৃতা হইয়াছিল, এই স্থানে "শ্রীসজ্জন ছাত্র নিবাস" নামে একটি বোর্ডিং হাউস্ স্থাপিত হইয়াছে।

———

# ধর্ম্মপ্রচারক।



ভাগ, ৩১-শ। ] বৃশ্চিক। [ সংখ্যা, ৮।

# বিষয়সূচী।

| বিষয়। | পৃষ্ঠা। |
|---|---|


---

# বিশেষ প্রার্থনা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এই মুখপত্র শ্রীমহামণ্ডলের সকল প্রকার সভ্য মহোদয়কেই বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি নূতন ভাবে এই সংবাদপত্রের সুবন্দোবস্ত করায় ইহার ব্যয় অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এইরূপ অধিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মাসিকপত্রসহায়তাফণ্ড্" নামে একটি ফণ্ড্ খোলা হইয়াছে। এই পত্রের পাঠক পাঠিকাগণ এবং শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা যে, এই ফণ্ডে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যিনি এই ফণ্ডে দান করিবেন, তাঁহার নাম ধন্যবাদের সহিত শ্রীমহামণ্ডলের সকলভাষার মুখপত্রসমূহে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,
রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।
প্রধানমন্ত্রী।

# ধর্ম্মপ্রচারকের নিয়ম।

(১) ধর্ম্মপ্রচারক-শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। এই মাসিক মুখপত্র প্রতি সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ধর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং সমাচার প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির সহিত এই মাসিকপত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার সভা, শাখাসভা ও পোষকসভা এবং সংযুক্ত পাঠশালা, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতিকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতদতিরিক্ত যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৩্ তিন টাকা মূল্য লইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের নিম্নে যদি মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে, তাহা হইলেই কেবল শ্রীমহামণ্ডল ঐ প্রবন্ধের জন্য উত্তরদাতা হইবেন।

(৪) ধর্ম্মপ্রচারকে সুবিধার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে হিন্দী-নিগমাগম-চন্দ্রিকা, উর্দ্দু-মহামণ্ডলসমাচার, মহারাষ্ট্রীয়-ভারতধর্ম্ম এবং গুজরাতী-শ্রীসনাতনধর্ম্ম এই চারি মুখপত্রেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে 'ম্যানেজার ধর্ম্মপ্রচারক ৮ কাশীধাম' এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

# ধর্মপ্রচারক।

ভাগ-৩১শ। | বৃশ্চিক সংক্রান্তি। কলিগতাব্দাঃ ৫০১১। | সংখ্যা ৮।


## অন্নপূর্ণাষ্টক।

( १ )

त्वं काशीश्वरि विश्वपालनपरा स्थित्वैव काश्यां शिवे !
काशीवासिनृणामशेषफलदान भोगान् प्रपूर्यांखिलान्।
संसारार्थकवासनाञ्च सकलां मातास्त्वयं शोभसे
अन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

( २ )

काशीनाथशिवस्तवैव निकटे भिक्षां सदा याचते
काशिस्थान्सकलान्निजात्मनिलयान्कर्तुं सपूर्णान् स्वयम्।
पूर्णास्त्वं च तथा ददासि जननि ! त्वं प्राणिनां सर्वदा
अन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

( ३ )

शक्तिस्त्वं सकला प्रधानपदभाग्विश्वेश्वरी विश्वभू-
र्ब्रह्माणी खलु वैष्णवीति परमा मातः शिवानीति वा।
सर्वं नाम गुणैर्विशेषणमहो सत्त्वादिभिः सङ्गत-
मन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

( ४ )

त्वत्तो जन्म जगत्स्थितिंच निखिलं त्वय्येव लीनं पुन-
र्मातस्त्वं परिपासि सर्वमपि मे ज्ञात्वेति पुत्रास्तव।
त्वामेव शरणं प्रयान्तु मनसः सर्वे समायान्ति यत्
अन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

( ५ )

या शक्तिर्जगतां प्रधानमपि वै लिंगं महाकारण-
मव्यक्तं गदितं च यैरपि बुधैस्तेषां न किं ज्ञानदृक्।
सा त्वं शान्तिमयि आगमागमः प्रत्यक्षरूपा स्वय-
मन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

( ६ )

ब्रह्माण्डं सकलं सदैव वहसि त्वं देवि विश्वेश्वरी
तद्भारो यदि ना तथापि तु कथं सद्भार एवं भवेत्।
पुत्राणां प्रसवे हि केवलमहो माता न किं रक्षणे
अन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

( ৭ )

साक्षात्त्वं प्रकृतिः प्रवीणपदवी सच्चिन्मयी धीमयी
ब्रह्मानन्दमयी परा गुणमयी लीलामयी श्रीमयी ।
तत्त्वज्ञानमयी सुमानसमयी विद्यामयी विश्वसे
अन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

( ৮ )

आजन्मेह भवे ममैव सततं दुर्भाग्यभोगो महान्
दारिद्र्यं प्रबलं समस्तविपदां स्थानं न दुःखं ततः ।
आशा त्वं समये दयावितरणे पुत्रेषु नो कुंठिता
अन्नं देहि दयामयि प्रतिदिनं कृत्वान्नपूर्णे दयाम् ॥

स्वरूपानन्द ।

---

# উপদেশপ্রণালী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

উপাসনা বিজ্ঞান মধ্যে যেরূপ শঙ্খ, চক্র, ধনুষ, গরুড়, কপি আদি মুদ্রাসমূহের সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ উপদেশকগণের পক্ষেও বহিরিঙ্গিতরূপী নানা চেষ্টা হাব-ভাবাদি সম্বলিত মুদ্রা সমূহের প্রকটন হিতকারী হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধীয় কতিপয় মুদ্রা যথা—ভক্তিমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, বরমুদ্রা ইত্যাদির প্রচার থাকিলেও ঐ সমস্ত মুদ্রা সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধীয়। রজোগুণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা উপযোগী মুদ্রা সমূহের প্রচার বর্ত্তমান আর্য্যশাস্ত্রে বিরল। আজকাল আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে শিক্ষা-উন্নতি, শিল্পকলা-উন্নতি, সমাজোন্নতি, রাজনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি রাজসিক ক্রিয়া-কলাপের নিমিত্ত বক্তৃতার সহায়তা বিশেষরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উক্ত জাতির মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষিত মনুষ্যেরই বক্তৃতা শক্তি আছে এবং ওখানে এই রীতির বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত উক্ত জাতির বক্তৃতা সম্বন্ধীয় শিক্ষাপুস্তকসমূহে এরূপ মুদ্রার বিস্তারিত বর্ণন আছে। ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রচার, ধার্ম্মিক উত্তেজনা, শিল্পোন্নতি, বাণিজ্যোন্নতি, সমাজোন্নতি, নিয়মবদ্ধ অনুশাসন স্থাপন, সভাসমিতি সংগঠন ইত্যাদি লোকহিতকর, ধর্ম্মা-ভ্যুদয়কর এবং শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধীয় কার্য্যে যে সকল ধর্ম্ম-বক্তাগণ পুরুষার্থ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য বক্তৃতা পুস্তকে মুদ্রাদির রীতি অবগত হওয়া উচিত এবং ঐ সকল মুদ্রা হইতে স্বকার্য্যানুকূল মুদ্রাবলী সংগ্রহ করা উচিত। অদ্বিতীয় পাশ্চাত্য বক্তা ডিমস্থিনিস্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ওজস্বিনী বক্তৃতায় সফলতা লাভের নিমিত্ত কোন্ বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর? উক্ত মহাশয় তিনবার উত্তর দিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃবৃন্দের উপর প্রভাব স্থাপনার্থ মুদ্রাই ( action ) সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। অধিকন্তু বক্তৃতা বিদ্যায় যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত অলঙ্কার এবং রসজ্ঞানের সহিত তদুপযোগী মুদ্রানুশীলনও বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ( ৬ )

যথাযোগ্য মনুষ্য এবং সভার পরীক্ষাপূর্ব্বক উপদেশ দান করিলে অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যেরূপ মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতি প্রবৃত্তি গুণ কর্ম্ম বিদ্যাদির অনুমান করত তদুপযোগী উপদেশ দ্বারা শীঘ্র প্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যসমষ্টিরূপী সভার পরীক্ষা পূর্ব্বক বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ ব্যক্তিগণের উপর অধিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে। যে সভায় যেরূপ প্রকৃতি প্রবৃত্তি গুণ কর্ম্ম বিদ্যাদিবিশিষ্ট সভ্য অধিক হইবে, সে সভায় সেই শ্রেণীর বক্তৃতা দেওয়া উচিত। এইরূপে সভাস্থ মনুষ্য সংখ্যার আধিক্য অনুসারে বক্তৃতাভেদ বিহিত হইলেও সভায় উপস্থিত অন্যপ্রকার সভ্যগণেরও চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয় এরূপ যত্ন করা উচিত। ব্যক্তিগত ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা সমষ্টিগত সভাসমিতির মধ্যে ধর্ম্মোপদেশদান বিধি কিছু বিচিত্রই বটে। এই নিমিত্ত সভামধ্যে ধর্ম্মবক্তৃতার সময় সার্ব্বজনিক তৃপ্তি সম্বন্ধে বিচার রাখা কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক মনুষ্যের নিকট বিজ্ঞান, রাজসিক মনুষ্যের নিকট দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তপূর্ণ যুক্তি এবং তামসিক মনুষ্যের নিকট গাথা অধিক প্রিয় বোধ হইবে। সাত্ত্বিক

মনুষ্যের নিষ্কাম ভাবযুক্ত বক্তৃতা, রাজসিক মনুষ্যের সকাম ভাবযুক্ত বক্তৃতা এবং তামসিক মনুষ্যের প্রিয়, সুস্বর এবং রোচকভাবযুক্ত বক্তৃতা অধিক রুচিকর হইবে। সাত্ত্বিক শ্রোতৃগণ স্বল্প শব্দ দ্বারা অধিকভাবপ্রকাশক বক্তৃতা, রাজসিক শ্রোতৃগণ বহুশব্দ দ্বারা স্বল্পভাবপ্রকাশক বক্তৃতা এবং তামসিক শ্রোতৃগণ সারবিহীন পুষ্পিত শব্দ দ্বারা প্রসন্ন হইবেন। সাত্ত্বিক শ্রোতৃগণ জ্ঞান, রাজসিক শ্রোতৃগণ স্বার্থ প্রবৃত্তি এবং তামসিক শ্রোতৃগণ বিষয়ানন্দযুক্ত শব্দ দ্বারা প্রসন্ন হইবেন। সুতরাং বক্তার যোগ্যতা এই যে, উক্ত প্রকার শব্দ এবং ভাব প্রকাশিত করিবার সময়ও ধর্ম্মলক্ষ্য বিস্মৃত না হন এবং স্বকীয় উদ্দেশ্য পূর্ত্তি বিষয়ে দত্তচিত্ত রহেন। অবশ্য উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ মহতী সভা সমিতি আদিতে বক্তৃতাকারিগণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীগীতাদি শাস্ত্রে যে ত্রিগুণ, ত্রিবিধ কর্ত্তা, ত্রিবিধ বুদ্ধি, ত্রিবিধ জ্ঞান ইত্যাদির লক্ষণ বর্ণিত আছে, ঐ সমস্ত লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করত অধিকারী নির্ণয় বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্তি ধর্ম্মবক্তাগণের অবশ্য করণীয়। (৭)

পৌরাণিক অথবা হরিকথা আদি শ্রেণীর বক্তা এবং সভাদি মধ্যে ধর্ম্মোপদেশদাতা বক্তাগণের পক্ষে সঙ্গীত শাস্ত্রের সামান্য জ্ঞান হিতকর হইয়া থাকে। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সপ্তস্বরের প্রথম তিন সপ্তকে অভ্যাস দ্বারা কণ্ঠ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদনন্তর শ্রুতি মূর্চ্ছনা এবং রাগরাগিণী সমূহেরও কিছু কিছু ভেদ জানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং যৎকিঞ্চিৎ তালজ্ঞানও লাভ করা উচিত; কারণ যে প্রকার নাদব্রহ্মের সহিত স্বরের সংবন্ধ, ঐরূপ কালের সহিত তালেরও সাধকসিদ্ধ সম্বন্ধ আছে। রাগরাগিণী অনেক, তবে কেবল প্রত্যেক যামার্দ্ধ অথবা যামে গান করিবার উপযুক্ত কিছু রাগরাগিণীর স্বরূপ জ্ঞান হইলেই রসোৎপত্তি এবং যথাসময় শ্রোতৃগণের উপর প্রভাব স্থাপনবিষয়ে বিশেষ সহায়তা লাভ হইবে। বক্তা সুকণ্ঠ হইলে বক্তৃতার প্রভাব দ্বিগুণিত হইয়া থাকে এবং বক্তা সঙ্গীতজ্ঞ হইলে অষ্টগুণ প্রভাব হইয়া থাকে। সঙ্গীতজ্ঞ আচার্য্যের নিকট অল্পকাল শিক্ষালাভ করিলেই এবিষয়ে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে। (৮)

বক্তৃতা প্রারম্ভ করিবার সময় বক্তার এরূপ ধারণা করা উচিত যে, "ভগবান্ গুরুশক্তি এবং আমি লঘুশক্তি, আমি এই ভগবৎকার্য্যে নিমিত্ত মাত্র এবং কেবল তাঁহারই কৃপায় এই কার্য্য পূর্ণ হইবে"; কিন্তু বক্তৃতা প্রারম্ভ হইবার পর এরূপ ধারণা করা উচিত যে, "আমি জ্ঞানী এবং এই সমস্ত সভ্যগণকে উপদেশদানে সমর্থ"। যদি কোন গুরুজন অথবা মাননীয় ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকেন, তথাপি বক্তার হৃদয়ে সভাক্ষোভ হওয়া কদাপি উচিত নহে, সে সময় সমস্ত সভাকে উপদেশ্যই মনে করা উচিত। কারণ চিত্তে এরূপ বল না হইলে কেহ যোগ্য বক্তা হইতে পারে না। দৃষ্টি বিষয়ে এরূপ নিয়ম রাখা উচিত যে, সাত্ত্বিক মনুষ্যের উপযোগী বক্তৃতা করিতে হইলে সভায় উপস্থিত দুই এক-জন সাত্ত্বিক সভ্যকে লক্ষীভূত করিয়া বক্তৃতা করা হয় এবং রাজসিক বক্তৃতা হইলে ঐরূপ রাজসিক সভ্যকে লক্ষীভূত করা হয় অথবা তামসিক শ্রোতৃগণের উপযোগী বক্তৃতা করিতে হইলে দুই এক জন তামসিক সভ্যকে লক্ষীভূত করিয়া লওয়া হয়। এরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা বক্তার চিত্তে বিলক্ষণ বল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৯)

বক্তৃতা প্রারম্ভ করিবার সময় অত্যন্ত শান্তির সহিত করা উচিত; কিন্তু সমাপ্ত করিবার সময় যে বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত বক্তৃতা দেওয়া হইতেছিল, বক্তৃতার ঐ অঙ্গের উপর বিশেষ ওজস্বিতার সহিত সমাপ্ত করা উচিত। কেননা প্রবাহকে নিয়মিত করিবার নিমিত্ত যেরূপ মধ্যে মধ্যে বল প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হইয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মো-পদেশরূপী বাক্ শক্তিকে পূর্ণফলপ্রদ এবং বক্তৃতাকে পূর্ব্বাপর শক্তিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, শ্রোতৃগণ বক্তৃতা সময়ে যদি কখনও অবসাদগ্রস্ত হইয়া যায়, তবে ঐ সময়ে বক্তার উঁহাদিগকে সুকৌশল পূর্ণ উপায় দ্বারা সচেতন করিয়া দেওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক আবশ্যকতানুসারে শ্রোতৃগণের দ্বারা শিবনাম, গৌরীনাম, রামনাম, কৃষ্ণনাম ইত্যাদি নামের তারতর ধ্বনি অথবা ধর্ম্মের জয়ধ্বনি দ্বারা

শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই উৎসাহ বর্দ্ধন এবং রক্ষা হইয়া থাকে। সেই সময় মধুর রাগরাগিণী যুক্ত স্তোত্রপাঠ অথবা ধর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধক গীত দ্বারাও বক্তৃতার প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্ত সম্পূর্ণ বক্তৃতার মধ্যে যেরূপ গুণ, রস অথবা ভাবের প্রকাশ করা হয়, তদনুরূপ শব্দেরও শক্তি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে বক্তার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। ( ১০ )

বক্তার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দোষ হইতে পারে। ঐ সকল দোষ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। দেশ, কাল ভাব অথবা রস অনুসারে মুদ্রাদি প্রদর্শন যেরূপ হিতকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ অসময়ে মুদ্রাদি প্রকটন, চাঞ্চল্য, অধিক অবয়বস্পন্দন, অথবা দম্ভাহঙ্কারাদিসূচক ভাব প্রদর্শন দ্বারা বক্তা হীনপ্রভ হইয়া থাকে। বক্তৃতার মধ্যে কদাপি রসসাঙ্কর্য্য হওয়া উচিত নহে। যেরূপ প্রকৃতির তিনগুণ এবং শরীরের বাত, পিত্ত, কফ নামক তিন ভাব আছে, সেইরূপ সাহিত্য শাস্ত্রেও মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ নামক তিন গুণ মানা হইয়া থাকে। যে গুণের সহিত যে যে রসের সম্বন্ধ ঐ সমস্ত সে যদি ধারাবাহিক রূপে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, তবে উহাতে সঙ্করদোষ হয়না; অন্যথা রসসাঙ্কর্য্য দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ধৈর্য্যবান্ শ্রোতা বিচলিত হয়েন। কারণ এইরূপ রসসঙ্করভাব উঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, শুদ্ধ শৃঙ্গার দাস্য বাৎসল্য আদি রসের পরস্পর এবং করুণ ভয়ানক আদি রসের পরস্পর একত্র সম্বন্ধ হইতে পারে। পরন্তু দাস্য বাৎসল্যের সহিত বীর রস কদাপি সম্মিলিত হইতে পারে না। শান্ত রসের উদয় হইবার সময় যদি হাস্যরসের অবতারণা করা হয়, তবে রসভাবুক ব্যক্তির ক্লেশ হইয়া থাকে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম ভাবের জ্ঞান বক্তার অবশ্য থাকা উচিত। আবার বক্তৃতায় বিষয়সাঙ্কর্য্য কদাপি হওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ যে বিষয় অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করা হয়। ঐ বিষয়ের উপরই সমাপ্তি হওয়া উচিত। যদি বক্তৃতার মধ্যে অন্য বিষয় বলিবার আবশ্যকতা হয়, তাহ হইলে যাহাতে বক্তার উদ্দেশ্য না ভুলিয়া মূল বিষয়ের উপরই বক্তৃতা সমাপ্তি হয়, সে বিষয়ে বক্তার বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। (১১)

# জাতিভেদ

(৩)

জাতি পদার্থের লক্ষণ করিতে গিয়া নৈয়ায়িকগণ বলেন,—

**নিত্যমনেকসমবেতা জাতিঃ।**

যে ধর্ম্ম নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী এবং বহুসংখ্যক দ্রব্যাদিতে অবস্থান করে তাহার নাম জাতি। জাতি দ্বারাই ব্যক্তির পরিচয় হয়, জাতির অপর নাম সামান্য, ঐ সামান্য দ্রব্যাদিতে আছে বলিয়াই শিশুগণ, জ্ঞানের প্রথম পরিচয়ে বৃদ্ধগণের সঙ্কেতানুসারে, একটী ঘটকে ঘট বলিয়া জানিতে পারিয়া, পরে কালান্তরে দেশান্তরে অন্য ঘট দর্শন করিয়া, পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটের সামান্য বা সাধর্ম্ম্য স্মরণ হওয়ায়, তখন অন্য উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াও তাহাকে ঘট বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারে। সামান্য না থাকিলে কখনই তাহা হইত না।

**সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ। ৭১।**

ন্যায়সূত্র ২য় অঃ, ২য় আহ্নিক।

ঘট-সামান্য পটে নাই, সুতরাং ঘটের পরিচয়ে পটের পরিচয় হয় না।

এই কারণ "সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি" নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। এই জাতির ভেদ হইতেই ঘট পটাদিরও ভেদ লক্ষিত হয়, জাতিভেদে কর্ম্মভেদ, ঘটের জলাহরণ কর্ম্ম, পটের প্রাবরণ কর্ম্ম, ইহার বিপর্য্যয় হইতে পারে না।

ঘটের প্রাবরণ ও পটের জলাহরণ কদাচ সম্ভাবিত নহে। সুতরাং কর্ম্মভেদে জাতিভেদ বা জাতিভেদে কর্ম্মভেদ জড় জগতেও পরিস্ফুট।

ঈদৃশ জাতিভেদ জাতি বিদ্বেষিগণেরও স্বীকার্য্য, অর্থাৎ পশ্বাদি হইতে মনুষ্যের ভেদ তাহারাও স্বীকার করেন, শৃগাল কুকুরকে মানুষের জাতি বলিতে তাহারাও ইচ্ছুক

নহেন। মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণাদি জাতি ভেদই তাহাদের বিবাদের বিষয়ীভূত। ঘট, পট বা কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতির যে জাতিগত বৈষম্য, তাহা আকৃতি ভেদ বশতঃ স্থূল ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সেইরূপ জাতি ভেদে আপামর সাধারণের মধ্যে কাহারও বিবাদ নাই।

নৈয়ায়িক বলেন—

**আকৃতির্জাতিলিঙ্গাখ্যা।**

ন্যায়দর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৮ আহ্নিক।

আকৃতি, জাতি জ্ঞানের একটী কারণ, উক্ত আকৃতি দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তর, কেবল বাহ্য আকৃতিতেও জাতি সিদ্ধি হয় না। শুধু বাহ্য আকৃতিসাম্যে জাতি স্বীকার করিলে, মাটীর গোরুকে গোরু বলিয়া তদ্দ্বারা বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হইতে পারে। ফলতঃ তাহা হয় না। তৃণ গুল্মাদির জড় জগতের বা ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত পশ্বাদির জাতি ভেদ প্রধানতঃ—বাহ্য আকৃতি লইয়া এবং উন্নতচিত্ত জ্ঞানী মনুষ্য সমাজের জাতি ভেদ, অন্তরাকৃতির বৈষম্য বশতঃ লক্ষিত হয়, যে জাতি ভেদ বাহ্য আকৃতিমূলক তাহাই স্থূল এবং যাহা আন্তরাকৃতি মূলক, তাহা সূক্ষ্ম।

যাহা জগতের মূল কারণ, তাহাতেই জাতি ভেদের বীজ নিহিত। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি এবং ন্যূনাধিক অবস্থার নাম সংসার, সুতরাং যতদিন সংসার, ততদিন জাতিভেদ, প্রলয়ে সর্ব্ব সাম্য, তখন জাতি ভেদও থাকে না। বলিতে গেলে প্রথমতঃ সত্ত্বাদি গুণত্রয়েই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও শূদ্রভাব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত এবং রজস্তমো গুণের বিমিশ্রণে বৈশ্যভাবের উৎপত্তি, এ কথা শাস্ত্রেও আছে, পরে ব্যক্ত হইবে।

অতএব সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি প্রাকৃতিক নিয়মে জড় সৃষ্টি হইতে জীব সৃষ্টির চরম পরিণতি মনুষ্য—সৃষ্টি—পর্য্যন্ত উক্ত জাতি ভেদ ক্রমবিকাশ প্রণালী অনুসারে বিকশিত, মানব সৃষ্টিতেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবল প্রকাশ।

তাহা আবার সর্ব্বসাম্যরূপ প্রাকৃতিক প্রলয়ের পূর্ব্বে অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আদি বিদ্বান্ মহর্ষি কপিলদেব, যে দিন তদীয় তপঃ—পরিশুদ্ধ অন্তকরণে গুণত্রয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনই সেই গুণত্রয়ে প্রথমতঃ জাতি ভেদের অব্যক্ত ছায়া দেখিতে পান এবং সেই দিনই মূল কারণের চাতুর্ব্বর্ণ্য ভেদতত্ত্ব জগতে বিঘোষিত হইয়াছে।

জগতের মূল কারণ প্রকৃতিই বল, মায়াই বল অথবা পরমাণুই বল, সকল উপাদানেই জাতি ভেদ আছে। মায়া ও প্রকৃতির ন্যায় ত্রিগুণা, পরমাণু মধ্যেও পরস্পর ভেদক বিশেষ আছে, নৈয়ায়িকের পরমাণু সাঙ্খ্য মতে প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম—তন্মাত্রা স্থানীয়, সুতরাং সত্ত্বাদি গুণভেদে জাতি ভেদ আছেই।

মূলকারণ হইতে আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি, তাহাতেও জাতি ভেদের অব্যক্ত প্রতিমা দেখা যায়। আকাশের সৃষ্টি সর্ব্ববাদি সম্মত নহে, তাহা না হয় ছাড়িয়া দিন্ তদতিরিক্ত বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী মধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পরিচয় পাই।

বায়ু, ক্রোধকালে ঝঞ্চারূপ প্রবল এবং অন্য সময়ে শান্ত সুশীতল, তাহাতেই বায়ুকে ব্রাহ্মণ প্রকৃতিক বলিতে ইচ্ছা হয়, সেই সুনির্ম্মল সর্ব্বসেব্য মৃদুমন্দস্বভাব পবনদেবে ব্রাহ্মণত্বের গন্ধ যেন একটু পাওয়া যায়। সমীরণ জগতের জীবন, ব্রাহ্মণেও এভাব অন্ততঃ শাস্ত্রনির্ণীত। তেজঃ, ঊর্দ্ধ জ্বলনশীল, সর্ব্বদা উন্নতিপ্রয়াসী, এবং সতত পরাভি-ভবাসহিষ্ণু, সুতরাং অগ্নিকে ক্ষত্রিয় না বলিব কেন? জল, কৃষি কর্ম্মের নিতান্ত উপযোগী জগতের পরিতৃপ্তিকারী, এবং অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করাও জলের স্বভাব, সুতরাং জলকে বৈশ্য বলা অন্যায় নহে। পৃথিবীর উপর সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীই লোকের পাদ চারণের স্থান, এই সকল কারণে পৃথিবীতে শূদ্রত্বের সাধর্ম্ম্য আছে। মহাভূত সৃষ্টির পর স্থাবর সৃষ্টি, তাহাতে এই জাতিভেদের অঙ্কুরাবস্থা, যেমন, তৃণরাজিমধ্যে যজ্ঞাঙ্গ পবিত্র কুশ কাশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, তাল, নারিকেল প্রভৃতি সুবিশাল তৃণজাতি ক্ষত্রিয়, নীবার, গোধূম, শালী প্রভৃতি বৈশ্য, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র তৃণ শূদ্র। বৃক্ষ মধ্যে,—যজ্ঞসাধক অশ্বত্থ, বিল্ব, তুলসী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ,

বট শাল প্রমুখ মহাবনস্পতিগণ ক্ষত্রিয়, পরপোষক আম্র পনসাদি বৈশ্য এবং শাকটাদি শূদ্র। স্থাবর সৃষ্টির পর পশু সৃষ্টি, তাহাতে চতুর্ব্বর্ণ্য ভেদ আরও পরিস্ফুত; জগৎ শিল্পীর নির্ম্মাণ কৌশল ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছে। পশু মধ্যে "গোজাতি ব্রাহ্মণ, গোজাতি—যে—ব্রাহ্মণ তাহা শাস্ত্রেও আছে,—

ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি ॥

ব্রাহ্মণ এবং গো, এককুল, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, একদিকে যজ্ঞসম্পাদক মন্ত্র এবং অপর ভাগে যজ্ঞসাধক হবিঃ বর্ত্তমান। সুতরাং জগন্মঙ্গলদায়িনী পুণ্যতমা সর্ব্বহিতা গোজাতিকে ব্রাহ্মণ বলিলাম।

সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি পঞ্চনখ জাতি ক্ষত্রিয়, পশু মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব টা সমধিক উজ্জ্বল। মেষ ছাগ প্রভৃতি পরপোষক পশু বৈশ্য, এবং ভারবাহী অশ্ব গর্দ্দভাদি শূদ্র।

এখানেই জাতিভেদের দ্বিপত্রাবস্থা। এই জাতিভেদ পশুরা বুঝে না বলিয়া কি জাতিভেদ নাই বলিব? বল দেখি ভাই! এই যে ভূত সৃষ্টি হইতে পশু সৃষ্টি পর্য্যন্ত জাতিভেদের পরিচয় পাই তাহা কাহার কুসংস্কারে সাধিত হইয়াছে? কাহার ধূর্ত্ততার ফলে জগতের এই মহাতারতম্য ঘটিয়াছে? আকৃতিমূলে জাতিভেদ ইহা সত্য! জড় জগতের এবং পশ্বাদির জাতিভেদ বাহ্য আকৃতিমূলক, জড় জগতে আন্তরাকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না; উদ্ভিদাদিতে আন্তরাকৃতির সামান্য একটু গন্ধ আছে, পশু সৃষ্টি তাহা হইতেও উত্তম বটে, কিন্তু তাহাতে আন্তরাকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহাদের জাতি ভেদ বাহ্য আকৃতির সহিত বিশেষ ভাবে বিজড়িত।

মনুষ্যের আন্তরাকৃতি সুগঠিত, এস্থানেই জগৎ কর্ত্তার অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য! মনুষ্য মধ্যেও ব্রাহ্মণাদির বাহ্য আকৃতির পার্থক্য থাকিলেও তাহা অতি দুরুন্নেয়। মনুষ্যের এই আন্তরাকৃতি ও পশ্বাদির বাহ্য আকৃতির ন্যায় বংশ পরম্পরাগত, সুতরাং ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়ই হইবে, তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

সিংহ শিশু রোগে ও অনাহারে যতই কেন দুর্ব্বল হউক না, তথাপি লোকে তাহাকে সিংহ শাবকই বলে, তখন তাহার সেই অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টির বিষম তেজ স্তিমিত হইয়া আসিলেও তাহার সেই বিকরাল বদন কুহরে লালানিঃসারিণী রসনা সর্ব্বদা প্রাণিকুঞ্জের ভয় উৎপাদন না করিলেও তাহার সেই করিকুম্ভবিদারী নখরন্ধ্রগত রক্তাক্ত মুক্তাফল সঞ্চার পদবীর শোভা বৰ্দ্ধন না করিলেও লোকে তাহাকে সিংহই ভাবে।

আর গর্দ্দভ-নন্দন যতই কেন হৃষ্টপুষ্ট হউকনা, যতই কেন সুশিক্ষিত হউকনা, লোমশঃ লাঙ্গুল স্ফীত করিয়া যতই কেন আনন্দ প্রকাশ করুকনা, তাহার স্বরূপ জানিতে কাহারও বাকি থাকে না। গর্দ্দভই বা কেন? দুর্ব্বল সিংহ শাবকও মত্ত হস্তীরই সম্মান তুল্য নহে; এই নিমিত্তই শাস্ত্র বলেন,—

"কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেৎ শীলবতীং খরীম্"।

দুষ্ট গো পরিত্যাগ করিয়া, সুশীলা গর্দ্দভী দোহনে কাহার ইচ্ছা হয়?

গুরুতর রোগে যেমন বাহ্য আকৃতির অন্যথা হয়, তেমনি ঘোর পাতকে অন্তর আকৃতি রূপান্তরিত হইতে পারে, শাস্ত্রে ইহাকে জাতিপাত কহে।

জাতিপাত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বংশ পরম্পরা তাহাকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বীজগত সম্বন্ধ ব্যতীত জাত্যুন্নতি ঘটিতে পারে না। তপোবলে এক জাতি অন্য জাতি হওয়ার যে সকল ঘটনা পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, তাহার মূলও বীজ সংস্রব শূন্য নহে।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়-পুত্র হইয়া, তপোবলে যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, উহাও বিচিত্র ঘটনা পূর্ণ-মহাভারতে বন পর্ব্বের ১১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,-গাধিরাজ পত্নী ব্রহ্মভাবে ভাবিত চরু ভক্ষণ ও ঋতু কালে উদুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেই চরু ও আলিঙ্গন বিপর্য্যয়ের ফলেই গাধি পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্ম নিষ্ঠ, এবং জমদগ্নি নন্দন পরশুরাম

ক্ষত্রতেজঃসম্পন্নরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং বীজ-শক্তিই মহীয়সী! পৃষধ্র ও নাভাগের জাত্যন্তরের যে আখ্যায়িকা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে নাভাগ, সবর্ণা বিবাহের পূর্ব্বে বৈশ্য কন্যা বিবাহ পূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ পতিত ও বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন্. আর পৃষধ্র মুনিশাপে বা যোগিসঙ্গে শূদ্রত্বে পাতিত হইয়াছিলেন। * পতিত হইলে যেরূপ আন্তর প্রকৃতি বিনষ্ট বা জাতিপাত হয় তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

ফল কথা যখন চৈত্তিক উপাদান ভেদে জাতি ভেদ, তখন সামান্য কারণে তাহার অন্যথা হইতে পারে না।

সত্বগুণ, রজোগুণ, রজস্তমোগুণ ও তমোগুণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের চিত্ত গঠনের তাহাই উপাদান।

শাস্ত্রে আছে,—

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তা স্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ ॥ ৪ ॥
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ দ্বিজসত্তম!
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য মিদং ততঃ ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অর্থসত্য সঙ্কল্প ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহার মুখ হইতে সত্বগুণপ্রকৃতিসম্পন্ন প্রজা উৎপন্ন হন্। বক্ষস্থল হইতে রজোগুণ প্রকৃতিসম্পন্ন, উরু হইতে রজস্তমোগুণ স্বভাবসম্পন্ন এবং পদতল হইতে তামস স্বভাব সম্পন্ন প্রজাগণের উৎপত্তি হয়।

মুখজাত প্রজা ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল সম্ভূত প্রজা ক্ষত্রিয়, উরুজাত প্রজা বৈশ্য, এবং পাদসম্ভূত প্রজা শূদ্র।

"ব্রাহ্মণ অধম হইলেও প্রধান ক্রিয়া বিহীন হইলেও তাহার সত্বগুণ গঠিত প্রকৃতি রোগ বিশুদ্ধ ভৌতিক দেহের ন্যায় মলিন ভাবে থাকে, আর উত্তম হইলে প্রভাত ফুল্ল শারদ শতদলের ন্যায়, রাকারজনী বিকশিত শশধরের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে বিরাজ করে।

ক্ষত্রিয় উত্তম হইলে তাহার রজোগুণ গঠিত প্রকৃতি সেই অংশেই সমধিক উজ্জ্বলতা লাভ করে; কিন্তু সত্বগুণ গঠিত প্রকৃতি আসিবে কোথা হইতে? তবে তাহাতে সত্বগুণেরও সমাবেশ হইতে পারে; তাহা হইলে কি হয়? শুদ্ধ শুক্লবর্ণ হইলেও সিংহ হয় না, শুধু নখী হইলেও সিংহ হয় না; সকল অবয়ব সংস্থান একাধারে মিলিত হওয়া চাই। সত্বগুণ যোগে রজোগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইলেও ব্রাহ্মণবৎ সাত্বিক প্রকৃতি ক্ষত্রিয়ের হইতেই পারে না—।"

প্রতি লোমজ সঙ্কর জাতি ঈশ্বরের সৃষ্ট না হইলেও ঐশ্বরিক জাতি ভেদ যে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, প্রতি লোমজ চণ্ডালাদি জাতি যে এত নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণও সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সকল জাতি সম্বন্ধেই এইরূপ প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে হইবে। সুতরাং জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বা প্রকৃতির অব্যভিচারী নিয়ম, ইহা কাল্পনিক নহে, কাহারও কুসংস্কারও নহে, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহারও উন্নতি হইয়াছে, শরীর ভেদে জাতি ভেদ পশু পক্ষীর এবং মনুষ্যের জাতি ভেদ প্রকৃতি ভেদে হইয়াছে।

জাতি ভেদের অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিব।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।
অধ্যাপক—শ্রীহট্ট-সারস্বতাশ্রম।

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
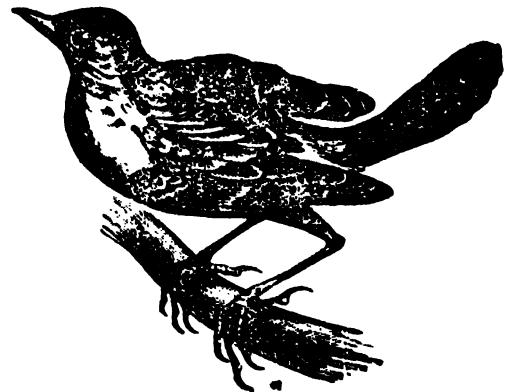
অভ্যাগতের
## অভিভাষণ।

ওগো, তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিপুল উদার,
আত্মহিত আত্মচিন্তা করি' পরিহার।
জীবের মঙ্গলব্রতে সঁপিয়া জীবন,
করিতেছ বিশ্বহিত-ব্রত উদ্যাপন।
ওগো, জীবের মঙ্গলে করি' আত্মবলিদান,
ধন্য জন্ম তোমাদের নরের প্রধান!
স্বদেশ-মঙ্গল আর স্বধর্ম্ম সেবায়
পবিত্র তোমরা—নরে দেব তুলনায়।
তোমাদের কর্ম্ম-যজ্ঞ ত্যাগের আলয়।
দয়া সত্য সরলতা প্রেম মধুময়॥
বাসনার বিষ-গন্ধ বহেনা হেথায়,
পূর্ণ নিত্য 'বিশ্ব-প্রেম' সুরভি মালায়।
তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এই স্বর্গধাম।
সেই ধন্য যে করিবে হেথায় বিশ্রাম॥
ওগো, বাসনা-কলুষ-কীট-দংশিত-হৃদয়,
মানবের ক্ষুদ্র আমি অবিদ্যা-আলয়॥
তোমাদের পূত-যজ্ঞ করি পরশন,
কিজানি কলুষ তায় 'বিনাশ-কারণ'
স্পর্শে যদি, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের মতন,
যদি তঙ্গ হয় নাহি হ'তে উদ্যাপন—
—এই ভয়ে দূর-পথে ছিনু দাঁড়াইয়া,
দেখিয়াছি এতদিন নয়ন ভরিয়া—
—তোমাদের কর্ম্ম-যজ্ঞ—স্বর্গ এ ধরায়—
তোমাদের আত্ম-ত্যাগ—আদর্শ-সবার।
ওগো, ক্ষুদ্র আমি শক্তি মোর আরো ক্ষুদ্র-তর,
তবুও জীবন নিশা করিবারে ভোর;
তোমাদের কর্ম্ম-যজ্ঞ—ভূ-স্বর্গ মাঝার।
পাগল হৃদয় মোর কাঁদে অনিবার।
তাই আকুলিত হ'য়ে এসেছি হেথায়।
তোমাদের কর্ম্ম-ধ্বজা উড়াতে ধরায়॥
আমার এ ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র বুদ্ধি, জ্ঞান।
যা' কিছু আমার সব করিনু প্রদান॥
তোমাদের পূত-যজ্ঞ করিতে সাধন।
দরিদ্রের ক্ষুদ্র দান করগো গ্রহণ!!

শ্রীরমেশ চন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী,
উপদেশক মহাবিদ্যালয়স্থ জনৈক ছাত্র।

* শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষ সাধুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতা লিখিত হইল। (লেখক।)

---

## ভারতমহিমা।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

অন বিজ্ঞান উন্নতির পরিচয় ভারতের পুরাতত্ত্বে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। মৃতের পুনর্জীবন লাভ অভাবনীয় অচিন্ত্য অসম্ভব ব্যাপার ভারতের পুরাবৃত্তে অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জিবনীবিদ্যাপ্রভাবে রণাহত মৃত দৈত্যগণকে পুনর্জীবিত করিতেন। লব কুশের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র সসৈন্যে নিহত হইলে বাল্মীকি মুনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন। অবিশ্বাসী বিশ্বাস না করিতে পারেন; কিন্তু যাহারা শাস্ত্রে আস্থাবান্ তাহারা অবিশ্বাস করিতে পারেনা। কোন স্মরণাতীত কালের ঘটনা কিন্তু অলৌকিক বিজ্ঞানোন্নতির পরিচায়ক। আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ, বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহার পরিচয় বর্ত্তমান আছে তাহাই কি সাধারণ? আয়ুর্ব্বেদ অষ্টভাগে বিভক্ত, এই চিকিৎসা তন্ত্রের মধ্যে শারীর, দেহ শস্ত্র, ধাত্রী, চিকিৎসা, ভেষজ প্রভৃতি বিজ্ঞান ও রোগ নিদান সকল বিষয়ই বিবৃত আছে। Dr Raily বলেন প্রাচীন ভারতবাসিগণের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে, অস্ত্রবিদ্যায় তাহারা অত্যন্ত নিপুণ ছিল, প্রায় ১২৭ প্রকার অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সুশ্রুত চরক প্রভৃতি এই বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন তাহা

আশ্চর্য্য জনক! নাড়ীজ্ঞান এই শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ; নাড়ী-জ্ঞান শাস্ত্রের আশ্চর্য্য জনক ফল দেখিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কোন পীড়া উপস্থিত হওয়ার ৬ মাস পূর্ব্বে নাড়ীজ্ঞানিগণ বলিয়া দিতে পারেন। পৃথিবীর কোন দেশে এত উন্নতি এই বিংশশতাব্দীর সভ্যতাদৃপ্ত সময়েও হয় নাই।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন সমস্ত দিকেই ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব মৌলিকত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। অনেকে বলেন-যুদ্ধবিদ্যায় ভারত অপেক্ষা আধুনিক ইউরোপীয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা প্রমাণিত হইতে পারে, যে আর্য্যগণ নাগপাশ, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বিজ্ঞানপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, যাঁহারা অভেদ্য ব্যূহরচনায় নিপুণ ছিলেন এবং সেই সমস্ত বিদ্যার এখনও পণ্ডিতগণ কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই,তাহা কি নিকৃষ্ট হইতে পারে? অনেকে বলেন যে, ভারতবাসী বন্দুক কামানের ব্যবহার জানিতেন না ইহাও অজ্ঞানতা; প্রমাণ সিদ্ধ কথা যে, তোপকে শতঘ্নী, বন্দুককে নানাস্ত্র, বারুদকে উর্ব্বাগ্নী ও গোলাকে গুড়ক বলা হইত। রামায়ণে উল্লেখ আছে—"পরিঘ শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োপলাঃ ক্ষিতিপুর্ব্বজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ।" পুনরায় মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে "উর্ব্বাগ্নি প্রোথিতাং কৃত্বা শতঘ্নীং গুড়কৈর্যুতাম্।" এই সব প্রমাণ ব্যতীত আর কি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে? গঙ্গার খাল কর্ত্তন সময় গভীর মৃত্তিকার নিম্নে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে Arthur cutliy কর্ত্তৃক এক নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঐ সময় অতি প্রকাণ্ড একটি কামানও পাওয়া গিয়াছিল! ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে পূর্ব্বে বন্দুক কামানের ব্যবহার ছিল।

সঙ্গীত বিদ্যা সমস্ত শাস্ত্রের সার, ভগবান্ বলেন-আমি সাধের বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ভক্ত মনোমন্দির ত্যাগ করিয়া যেখানে সঙ্গীত সেখানে থাকি। এই সঙ্গীত বিদ্যার চরম উন্নতি ভারতে দৃষ্ট হয়। এখানে সঙ্গীত লহরী, এখানে সামনিনাদ,এখানে গভীর ওঙ্কার জগৎ মুগ্ধ করিয়া জগৎপিতার চরণ সমীপে গমন করে।

এখানে তানসেন মেঘ মল্লার রাগিণীতে ঝঙ্কার দিলে মেঘ স্বর্গলোক ছাড়িয়া বারি বর্ষণ করিত। এখানে সঙ্গীতের স্বরস্রোতে হিংস্রকের হিংসা ভাসিয়া যায়, পাপ, তাপ, ক্লেশ আশ্রয় শূন্য হইয়া কোন এক অতিদূরের পথে পলায়ন করে. ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বাঁশীস্বরে গান করিতেন তখন যমুনা উজান বহিত, বৃক্ষ লতা সমস্ত স্তব্ধ হইত। এখানের-নারদ যখন গান করিতেন তখন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর, কৈলাসে শিবের আসন টলিত; এইরূপে সঙ্গীত একদিন ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ ছিল। আজ যে তাহার কঙ্কাল সার ধ্বংসাবশেষ আছে তাহাও অতুলনীয়।

সর্ব্বরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ যে ভারত ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এখন রজঃ রাজ্যের যে বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহাতেই ভারতের মৌলিকত্ব ও চরম উন্নতি দেখিতে পাই। আর্য্য সমাজের জাতিভেদ প্রথার মহিমা এই সর্ব্ববিধ উন্নতি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতেছে। একদিকে ব্রাহ্মণগণ যেমন অধ্যাত্ম জগতের ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিও বিজ্ঞানাদির উন্নতি কল্পে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাই ভারতচন্দ্র ষোড়শকলায় পূর্ণ সুবিমল জ্যোতি বিকীরণে জগত আলোকিত করিয়াছিলেন। গণিতশাস্ত্রে আর্য্যগণ যে চরম উন্নত হইয়াছিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে, বীজগণিত, দশমিক, ভগ্নাংশ, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি গণিত বিজ্ঞান ভারত হইতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। Professor Playfoer লিখিয়াছেন-হিন্দু ত্রিকোণমিতি বহু প্রাচীন, সূর্য্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থে যে নিপুণতা দর্শিত হইয়াছে, তাহা গ্রীস্ দেশীয় ত্রিকোণমিতি হইতেও শ্রেষ্ঠ। জ্যামিতি শাস্ত্র ভারত হইতেই গ্রীস্ দেশে নীত হইয়াছিল। মুনিগণ যজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য যে সমস্ত অঙ্কন করিতেন তাহা হইতেই বর্ত্তমান জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতের বিদুষীগণও অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। লীলাবতীর প্রশ্নাবলী এখনও দৃষ্ট হয়। বীজগণিতের যে সমস্ত আঁক আধুনিক গণিত বিজ্ঞগণ অতি কষ্টে প্রমাণ করেন, তাহা মাধবাচার্য্যের নিয়মে অতি সংক্ষেপে সম্পন্ন হইতে পারে।

ভাষা এবং সমাজের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে যে, একের অসদ্ব্যবহার হইলে অন্যের উন্নতি সুদূর পরাহত। যে জাতির ভাষা অবনত পঙ্কিল আবর্জ্জনা পূর্ণ সে জাতির সমাজ, সে জাতির ধর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান সমস্তই উষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজবৎ নিষ্ফল হয়। জগতে কত ভাষা আছে, কত সাহিত্য ব্যাকরণের ছড়াছড়ি; কিন্তু এই দেবভাষার মত কোন ভাষার বিশেষণ সংস্কৃত নাই। এই ভাষা সংস্কৃত, এই ভাষা দেবোচ্চারিত, এই ভাষার স্রোতে আর্য্যভূমি বেদের লীলাভূমি প্লাবিত! ভাষার উন্নতির জন্যই আর্য্য সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এই ভাষার প্রসাদে অমর কবি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি আজও প্রতি জনের হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজমান। এই দেবভাষা ভাবময়, প্রতি বর্ণে বর্ণে ভাবের উচ্ছ্বাস। এই ভাষার প্রসাদে ভারত সমাজ জগতে আদর্শ স্থানীয়। স্ত্রী-পুরুষ সমাজের আদি কারণ, এই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা ভারতে যেমন পবিত্র ধর্ম্মভাব পূর্ণ, এরূপ আর কোথায়ও নাই। যে বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল শারীরিক সুখ সাধন, সেই পশু-জনোচিত নিকৃষ্ট বিবাহ ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত। ভারতবাসী সেই বিবাহ জানে-যে বিবাহে বিচ্ছেদ নাই, অধর্ম্ম নাই, রিপুর উত্তেজনা নাই, যে বিবাহে মনের সহিত মনের বন্ধন তাহা স্থূল নহে সূক্ষ্ম। স্থূলদেহের অভাবে সে বিবাহের সে বন্ধনের অপব্যয় হয় না। আর ভারত সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবাহ জানে, যে বিবাহ অধ্যাত্ম জগতের শীর্ষ স্থানীয়, যে বিবাহে স্বার্থ নাই, কেবল পতিপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম মিশ্রিত করিয়া পরিণামে অনন্ত প্রেমের অধিকারী হইতে পারা যায়। এ বিবাহে নায়ক নায়িকা একে অন্যকে পুরুষ ও প্রকৃতি মনে করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অন্তে সেই পরমাত্মার সহিত মিশিয়া যায়। এইরূপ বিবাহ যে সমাজের মূলে অবস্থিত তাহা কতদূর উন্নত, কতদূর শ্রেষ্ঠ এবং কতদূর মূল্যবান্ তাহা স্বয়ম্বরা প্রণালীর পক্ষপাতী, কন্দর্পের দাসগণ বুঝিবেনা। এই সমাজের সামাজিক ব্যবস্থার অধীন ছিল বলিয়াই প্রাচীন ভারত 'সদাচার' শিক্ষা, দীক্ষা, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

এই ভারতের কবির কল্পনা উন্মাদিনী বেশে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পুরীর প্রতিস্থানে প্রবেশ করিয়া ত্রিভুবনের সুষমা সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতের সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। কালিদাসের কাব্য, শুভ্র নির্ম্মল শারদকৌমুদী যাহার বসন, ভাগীরথীর পূত বারিসিক্ত-নব শ্যামলশস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র যাহার বিহার ভূমি, বসন্ত সমাগমে ভ্রমর গুঞ্জরিত, পিকবধূরমধুর তানযুক্ত সুবাসিত পুষ্পিত উপবন যাহার অলঙ্কার, সেই কাব্যসুন্দরী ভারতসাহিত্যজগতের অদ্বিতীয়া নায়িকা। কবির কল্পনার নিকট প্রকৃতির অবারিত দ্বার, তাঁহার কাব্যের প্রতি অক্ষরে প্রতি পংক্তিতে কবিত্বের জ্যোতি রচনার নিপুণতা ভাবের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা রামগিরিতে বিরহী যক্ষের চক্ষে, জড় মেঘ খণ্ডের সন্দেশবাহকতা প্রতিফলিত করিয়াছিল, আবার তাঁহারই কল্পনা তপোবনপালিতা ঋষিকুমারীগণের সঙ্গে আলবালে জল সেচন করত আশ্রম মৃগের পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিয়াছিল! এমন কল্পনা, এমন উন্মাদিনী সর্ব্বব্যাপিনী কল্পনা অতি বিরল।

আজ যে ভারতবাসী সর্ব্বস্বহারা হইয়া কাশ্যপ গোত্র হইয়াছে, সেই ভারতবাসীর গতানুশোচনা ধ্বনিতে প্রাচ্যাকাশ পরিপূর্ণ, সে ভারত পূর্ব্বের ভারতের কঙ্কালাবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ! এই ভারতে তাড়িত বিজ্ঞান লোকের আহার শয়নের সঙ্গে মিশ্রিত, মন্দিরশৃঙ্গে অষ্টধাতু নির্ম্মিত ত্রিশূল-স্থাপন, উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন না করা, শূদ্রের অন্ন ভোজন না করা, কচি অপক্ক ফলাদিতে হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি তাড়িত বিজ্ঞান পূর্ণ। যাহাদের শয়ন ভোজনেও তাড়িত বিজ্ঞানের লীলা দেখা যায়, তাঁহারা যে সৌদামিনীকে দাসীর ন্যায় স্বকীয় অধীনে রাখিতে পারিতেন না ইহার কি প্রমাণ আছে? সধবা স্ত্রী নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা আর বিধবা স্বর্ণ স্পর্শও করে না; স্বর্ণ-তাড়িত মানব শরীরস্থ তাড়িতের সহিত মিশিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে এমন উত্তেজিত করে যে, সে সময় সংযমী হওয়া অসম্ভব; এই জন্যই

সধবা বিধবা ভেদে ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ভারতের যোগিগণ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া ঈশ্বররূপ কেন্দ্রে মিলিয়া যাইতেন। ভারতবাসীর যোগ-সাধনে যে অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাতে বোধ হয় জগতে কাহারো অবিশ্বাস নাই। কারণ ইহা এখনও ভারতের প্রতিস্থানে হিমালয় বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি পর্ব্বত গহ্বরে দৃষ্ট হইতে পারে। Dr. Parl তাহার যোগ বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন। "ভারত যোগবিদ্যায় অতুলনীয়, প্রাণায়ামের সাহায্যে ভারতবাসী যোগিগণ ভূত জয় করিতে পারেন। শূন্যে ভ্রমণ, দেহ পরি-বর্ত্তন, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের অধীন।"

যোগবলের প্রতি সন্দিহান চিত্ত ইংরেজগণ অনেক প্রমাণ পাইয়া এখন যোগের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন; কিন্তু এখনও বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন জাতির পক্ষে ইহার গূঢ়মূল মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া সুদূরপরাহত।

মহারাজ রণজিতের এক সভাপণ্ডিত ৬ মাস কাল ভূ-গর্ভে যোগবলে জীবিত ছিলেন। কুম্ভক দ্বারা এক যোগী শূন্যে অনেকক্ষণ অবস্থিত ছিলেন এবং ভূকৈলাসের যোগীবরের শ্বাসরহিত-সমাধি অবস্থা কয়েকজন ইংরেজ বিদ্বান্ স্ব স্ব চক্ষে দেখিয়াছেন। অতএব স্থূল দৃষ্টিতেও যাহা সত্য তাহা যে প্রকৃতই সত্য এ বিষয়ে তাহাদিগের সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালেই ফলিত ও গণিত এই দুই প্রকার জ্যোতিষশাস্ত্রেই চরম উন্নতি লাভ করিয়াছে। যদিও আজকাল ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলী যন্ত্রাদি সাহায্যে গণিত জ্যোতিষের উন্নতি করিতেছেন তথাপি ফলিত জ্যোতিষের সাধনা তাহাদের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হয়। ভারত এখন অনাথিনী, তাই তাহার যা কিছু আছে বহু মূল্যবান্ হইলেও তাহার আদর করিবার লোক নাই। জোয়ার ভাটা তত্ত্ব বহু প্রাচীন সময়ে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়—

"স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা।
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তম:॥
ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তমনেষ্বিন্দো: পক্ষয়ো: শুক্লকৃষ্ণয়ো:॥
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ।
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং মহামুনে॥"

এই প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আর্য্যগণ গ্রহাদির আকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। আর্য্য-গণই প্রথমে মাস, বার, তিথি প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া শৃঙ্খলার সহিত নিয়মাবদ্ধ করিয়াছেন। ইউরোপীয়গণ Tolemy কে এই বার তিথির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তাহার জন্মের কত যুগ পূর্ব্বে যে এই নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তাও নাই। পৃথিবী যে গোলাকার এ স্বরূপ পশ্চিম দেশে উদিত হওয়ার শত শত যুগ পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞাত ছিল।

সর্বত: পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিত:।
কদম্ব: কেশরগ্রন্থিকেশরপ্রসবৈরিব॥
(সূর্য্যসিদ্ধান্ত।)

কপিত্থফলবদ্ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়ো: সমম্!
(নক্ষত্রকল্প।)

অদৃষ্ট ক্রমে কালধর্ম্মে ভারতজননী আজ পতিহীনা রমণীর ন্যায় পুত্রহীনা মাতার ন্যায় রাজহীনা রাজলক্ষ্মীর ন্যায় অনাথিনী! নতুবা যাহা ভারত ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে তাহাও নিষ্প্রভ প্রায়! হে পরমেশ! তোমার একি বিচার! ফুলের সুবাস তো ভ্রমরকে অনুসন্ধান করেনা? পদ্মরাগমণি খনির তিমির গর্ভে থাকিয়াও তো মানুষকে আকর্ষণ করে, তবে এই ভারত ভাণ্ডারে বহুকাল সঞ্চিত মণি মুক্তা কেন নিষ্প্রভ! বিংশ শতাব্দীর প্রতিভায় যাহা ভারতের চির পরিচিত তাহাও নূতন জগতে একেবারে নূতন অদৃষ্ট পূর্ব্বভাবে আবিষ্কৃত হইতেছে।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন—আমাদের ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সুগঠিত করিবার জন্য পৃথিবীর কোন দেশের কোন ভাষা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি! তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচে দেখাইয়া দিব 'তাহাও এই ভারতবর্ষে।'

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই প্রাচীন ভারতের

গৌরব গরিমার নিদর্শন বিদ্যমান। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়, সেই উপলক্ষে তাহার যশোগৌরবের অভাব নাই; কিন্তু এই আমেরিক যে কত যুগযুগান্ত পূর্ব্বে হিন্দু সন্তানগণ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ইউরোপীয় জাতিরা যখন আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহারা দেখিয়াছিলেন—আমেরিকায় তখনও প্রাচীন হিন্দুর আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। জর্ম্মানীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক Humbolt বলিয়াছেন "আমেরিকায় এখনও হিন্দুদিগের পরিচয় চিহ্ন বিদ্যমান।"

মিঃ হার্ডি বলেন—"মধ্য আমেরিকায় যে সমস্ত প্রাচীন মন্দির সমূহ দেখিতে পাই তাহা হিন্দু শিল্পের অনুকরণ মাত্র।"

ক্ষুদ্র ঘটে, অনন্ত নীল আকাশের অংশমাত্র উপলব্ধি করিয়াই মানুষ আকাশের পরিচয় দিতে প্রয়াস পায়! গোষ্পদে জলবিন্দু দেখিয়াই মানুষ মহাসমুদ্রের মহিমা স্মরণ করে? মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র প্রেমধারা দেখিয়া ঈশ্বরের অনন্ত অসীম প্রেমপারাবারের কথা মনে করে? অনন্তকালের অনন্ত ইতিহাসের আভাস মাত্র পাইয়াই মানুষ পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়? অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ, কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; অথচ আলোচ্য বিষয় অসীম অনন্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষুদ্র মানুষ ভারতের অনন্ত কালের অনন্ত ইতিহাসের আলোচনা করে, সে কেবল বাতুলতা। কত কালের কত পরিবর্ত্তনে কালস্রোতের অবিরাম গতিতে কত রীতি নীতি কত আচার ব্যবহার কত প্রকার উদ্ভূত ও বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? পৃথিবীতে এমন কিছু নূতন সৃষ্টি হয় নাই বা হওয়ার সম্ভবনা আছে বলিয়াও মনে হয় না, প্রাচীন ভারতে যাহার অভ্যুত্থান ও তিরোধান না হইয়াছে। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, জগতে এমন কিছু হয় নাই যাহা ভারত কল্পবৃক্ষে সম্ভবে না। কবি গাহিয়াছেন—

"সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা সামনিনাদে, গভীর ওঙ্কারে—কাঁপিত দূর বিমান?"

ভারত পূর্ণ প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র; ভারতে সমস্তই পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখনও তাহার আভাস আছে, কিন্তু গ্রহণ করে কে? আর্য্য ভট্ট লিখিয়াছেন "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি"। আবার আর এক স্থানে দৃষ্ট হয় যে, "ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।" ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

**নাস্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তিশ্চ নিয়তং**
**তিষ্ঠতীহাস্যপৃষ্টে।**
**নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চশশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং-**
**সমন্তাৎ॥**

এইরূপ সহস্র সহস্র প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। জ্যোতিষ বিদ্যা ভারতের নিজস্ব তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্‌গণ Newton কে মাধ্যাকর্ষণের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা স্থির করিয়া এই কীর্ত্তি চিহ্ন তাহারই মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু যখন আমরা গীতায় মাধ্যাকর্ষণের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে, আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন—

**আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তযা যৎ**
**স্বস্থং গুরুঃ স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।**
**আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি**
**সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥**

আবার দেখি যে আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন—

**আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যয়া প্রক্ষিপ্যতে নভয়াধার্য্যতে**

তখন আমরা কিরূপে স্বীকার করিব যে Newton মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা? আর কত বলিব, জগতের প্রতি সভ্যতা কিরণচ্ছটায় ভারতের উজ্জ্বল জ্ঞান জ্যোতিষের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতের সহিত ধর্ম্মের যেমন নৈকট্য এমন জগতে কোথাও দেখা যায় না। ভারত, মেঘমুক্ত রজনীতে নক্ষত্র মালারূপ স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত ঈশ্বরের নাম ভারতগগনে দেখিতে পান। ভারত, সমুদ্রের গভীরতায় ঈশ্বরের গভীরতা, পবনের হুহুঙ্কারে ঈশ্বরের বীরমূর্ত্তি এবং প্রশান্ত আকাশে ঈশ্বরের

বিরাট মূর্ত্তি কল্পনা করেন। আমি ভারত সন্তান, আমি আমার ভুবনমোহিনী মার আমার রাজরাজেশ্বরী মার প্রশংসা করিতে পারি। তাঁহার স্বাভাবিক গুণকে অতিরঞ্জিত করিতে পারি; কিন্তু ভিন্নদেশবাসী প্রকৃত গুণগ্রাহী অপক্ষপাত Maximular কি বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয় মাতৃভক্তিতে আপ্লুত হয়।

"সমগ্র পৃথবীর মধ্যে যদি এমন দেশ আমাকে কখনও সন্ধান করিতে হয়, প্রকৃতি যে দেশ ধনৈশ্বর্য্যে শক্তি সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, এমন কি সে দেশ মর্ত্ত্যে অমরপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব সে দেশ ভারতবর্ষ।" যদি আমায় কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন আকাশে কোন প্রদেশে জ্ঞান স্ফূর্ত্তিতে মানসিকবৃত্তিনিচয় পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছিল, আর কোন দেশ জীবন সমস্যার কঠোর প্রতিজ্ঞার প্রথম সমাধানে সমর্থ হইয়াছিল এবং সেই সমাধানে Plato kant প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক গণের গবেষণাও প্রতিহত হইয়াছিল? তাহা হইলে আমি দেখাইয়া দিব 'সে দেশ এই ভারতবর্ষ'।

মহামণ্ডলের উপদেশক মহাবিদ্যালয়স্থ—
জনৈক ছাত্র।

## ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিধি-ব্যবস্থা।

এই অনন্তসুন্দর বিচিত্র চিত্র পরিশোভিত সংসারচিত্রে অনন্ত মানবচিত্রই পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে কোন মানবই কোন মানবের সহিত তুলনায় একস্থানে দাঁড়াইতে পারে না, যেমন বাহ্যিক আকারাদির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সেইরূপ আন্তরিক মন মতি রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সংসারে যত লোক তত আকার, তত প্রকার, তত মন, তত মতি এবং তত রুচি; সম্পূর্ণ একাকৃতিক লোক কখনও দেখা যায় না। যেরূপ আকারের বৈষম্য, সেইরূপ প্রকারেরও বৈষম্য, সঙ্গে সঙ্গে রুচি মতির বৈষম্য ও পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ অনুসন্ধান পর হইলে পশ্বাদি ইতর জন্তুগণের মধ্যেও উক্তরূপ বৈষম্য বেশ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। উদ্ভিজ্জগণের দিকে লক্ষ্য করিলেও উক্ত বৈষম্য বিশেষরূপে অনুভূত হয়। কি জীব জগৎ কি উদ্ভিজ্জ জগৎ, কি জড় জগৎ এবং কি অন্যান্য জগৎ, কোন জগতেই এক রকমের দুইটি নাই বলিয়াই আমাদিগের চির বিশ্বাস। কেন? যিনি এই নিখিল সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, তাঁহার কি এক রকমের দুইটি সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই? তবে তিনি সর্ব্বশক্তিশালী হইলেন কিরূপে?

সৃষ্টিকর্ত্তা যে সর্ব্বশক্তিশালী, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয়ই হইতে পারে না; কেন না তিনি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিশালী হইয়াছেন। অনন্ত জগতের অনন্ত সৃষ্টি হইতেই সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সুচারুরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষতঃ যিনি এক মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্ব সংসারের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতে পারেন, তিনি যে "ইহা পারেন না" এইরূপ চিন্তা করাও অন্যায়। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত কারণ, আর যে উপাদান দ্বারা এই সৃষ্টিকার্য্য হইয়াছে, তাহার নাম উপাদান কারণ। সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ যেমন জগৎকার্য্যে সঙ্কল্প করিলেন, অমনি বিদ্যুদ্বৎ সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইল। তাঁহার ইচ্ছা হইল—

**একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়েয়।**

(শ্রুতি।)

অর্থাৎ এক আমি, বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। এই বহুত্ব ধর্ম্ম রক্ষাই বিভিন্নাকার বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি হইতে হইতেছে। একাকার বা এক প্রকার যে কোন সৃষ্টি হইলে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের উক্ত বহুত্ব ধর্ম্মরক্ষা হইত না। সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎ কার্য্যের নিমিত্ত কারণ এক হইয়াও বহু হইয়াছেন বলিয়াই সংসারে বহু আকারের বহু প্রকারের বহুবিধ লোক পরিদৃষ্ট হয়। এক নিমিত্ত কারণের বহুত্ব কেবল আকার প্রকারের বহুত্ব হইতে রক্ষিত হইতেছে না, জগৎ সৃষ্টিকার্য্যের উপাদান কারণ যে মায়া বা প্রকৃতি, উহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। সেই

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সৃষ্টিকার্য্যের উপাদান কারণ ( কার্য্যের সহিত অভিন্ন হইয়া যে থাকে, তাহাকে উপাদান কহে, ) হওয়াতে উক্ত ত্রিগুণের বৈষম্যহেতু মানব সকলের বহু রুচি, বহুমতি এবং বহু মন হইয়াছে বলিয়াও ভগবান্ সৃষ্টি কর্ত্তার উক্ত বহুত্ব ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ বিভিন্নাকার, বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন মনোমতিরুচিবিশিষ্ট সংসারের অপরিসীম লোক সকলকে একমন এক মতি এবং এক রুচি করিবার জন্যই সেই এক সত্য স্বরূপ নিত্য বস্তু, নিখিল বিশ্বসংসারকে স্বীয় নিত্য ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ধারণ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছেন। অর্থাৎ মানব সকল সেই এক সত্য সনাতনধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই সমমনে, সমপ্রাণে সমমতিতে এবং সমরুচিতে এক ধর্ম্ম সূত্রে একতাবদ্ধ হইয়া সুখে বাস করিতে সমর্থ; সুতরাং মানব সকলেরই ধর্ম্মকর্ম্মবিধিব্যবস্থা মানিয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। অতএব সেই ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধি ব্যবস্থা বিষয়ে সর্ব্ব প্রথমেই সকলকে আলোচনা করিতে হইবে, ইহাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা মানব, মহর্ষি মনুর পুত্র বা তদ্বংশজাত সন্তানগণ, মানবের প্রধান প্রমাণ শাস্ত্রই মনুকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র, মহর্ষি মনু সমগ্র বেদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া সকল মানবের হিতার্থেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন; মানব হইয়া যে আপন পিতা মনুর সেই উপদেশ লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয়, তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ অধার্ম্মিক মানবপশুকে দূর হইতেই ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত। মানব সকল যে মনুর বংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়। যথা—

**মনোর্বংশো মানবানাং ততোঽয়ং প্রথিতোঽভবৎ।**
**ব্রহ্মক্ষত্রাদয়স্তস্মান্মনোর্জাতাস্তু মানবাঃ॥**

অর্থাৎ সেই মনু হইতে মানব বৃন্দের বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সেই মনু হইতে জাত মানবগণই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু এই সংসার অগণ্য সৃষ্ট পদার্থে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য ভূতগণ বা প্রাণিসমূহ এই সংসারে দেহেন্দ্রিয়ের বিচিত্র সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তন্মধ্যে মানব শ্রেণীই সমস্ত প্রাণিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি মহাত্মা মনু বলিয়াছেন যে,—

**ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।**
**বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥**
**ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।**
**কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥**

অর্থ—সমস্তভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবিরাই শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি জীবীর মধ্যে মানব সকল শ্রেষ্ঠ, মানব সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিসকল শ্রেষ্ঠ। কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মক্ষম বা সৎকর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। কর্ত্তৃবৃন্দের মধ্যে ব্রহ্মবেদী বা তত্ত্ববিৎ শ্রেষ্ঠ। মানবজাতি বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং ধর্ম্মগুণে সকল জীবমধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সর্ব্বজীব অপেক্ষা মানব মাত্রই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সকল মানবের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; সৃষ্টির প্রধান শক্তি মায়া ত্রিগুণময়ী, সেই ত্রিজগৎপ্রসবিনী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার ত্রিগুণের বৈষম্যহেতুই উক্তপ্রকার শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ নিরূপিত হইয়া থাকে। ফলতঃ মানবমাত্রই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, উত্তম, মধ্যম এবং অধম, সত্ত্বগুণ প্রধান মানবগণ উত্তম শ্রেণী, রজোগুণপ্রধান মানব মধ্যম শ্রেণী এবং তমোগুণ প্রধান মানব অধমশ্রেণী বলিয়া অভিহিত। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য, মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই মানবের কর্ত্তব্য, আর যাহা মিথ্যা, তাহাই অধর্ম্ম এবং তাহাই মানবের অকর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কর্ত্তব্য পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া শ্রুতি স্মৃতির অনুমোদিত এবং অধর্ম্ম অকর্ত্তব্য পাপ কর্ম্ম বলিয়া শ্রুতিস্মৃতির অনুমোদিত নহে। পুণ্য কর্ম্মই ধর্ম্ম ও সুখপ্রদ সুতরাং কর্ত্তব্য এবং পাপকর্ম্মই অধর্ম্ম দুঃখপ্রদ বলিয়া পরিত্যাজ্য; এইজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার অদৃষ্ট শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

**ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিসাধনম্।**
**গঙ্গাস্নানাদিযাগাদিব্যাপারঃ সতু কীর্ত্তিতঃ ॥**
**অধর্ম্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্ম্মজঃ ॥**

অর্থাৎ ধর্ম্মও অধর্ম্ম দুইই অদৃষ্ট, ধর্ম্ম স্বর্গাদির সাধন বা হেতু, গঙ্গাস্নানাদি ও যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মই ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয় আর অধর্ম্ম নরকাদির হেতু এবং নিন্দনীয় ঘৃণিত কর্ম্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মহাভারতে আছে,—

**অহিংসালক্ষণো ধর্ম্মো হিংসাচাধর্ম্মলক্ষণা।**

হিংসা না করাই ধর্ম্ম এবং হিংসা করাই অধর্ম্ম। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ” এই সর্ব্ববাদিসম্মত চিরন্তন মহাজন বাক্য চিরকালই সত্য সনাতনধর্ম্মের অনুকূল থাকিয়া “মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি” মহাশ্রুতিবাক্যার্থ সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেছে। হিংসা যে ঘৃণার কার্য্য এবং অবনতির কারণ ইহা সকলই জানে এবং অহিংসা যে প্রশংসার কার্য্য ও পুণ্য জনিত সুখের হেতু, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যে কখনও কাহাকেও কোনরূপ হিংসা না করে তাহাকে কেহই হিংসা করিতে পারেনা এবং হিংসাশূন্য ব্যক্তি সকলেরই মিত্র বলিয়া সমাদৃত হয়। লোকে কথায় বলিয়া থাকে যে, “দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই, হিংসার চেয়ে পাপ নাই।”

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

**বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যযঃ।**

যাহা বেদানুমোদিত তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা বেদ ভিন্ন তাহা অধর্ম্ম।

**বিহিতক্রিয়যা সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।**
**প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে ॥**

অর্থাৎ বৈধ ক্রিয়া বা বেদোক্তক্রিয়া দ্বারা যাহা সাধ্য হয়, তাহাই পুরুষসকলের গুণ ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, আর যাহা নিষিদ্ধ বা অবৈধ ক্রিয়া দ্বারা সাধ্য হয়, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই অদৃষ্ট নিবন্ধন উভয়কে গুণ বলিয়া জানা যায়। ধর্ম্মের সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) লক্ষণ ভগবান মনু চারিপ্রকার কহিয়াছেন। যথা—

**বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।**
**এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥**

সমগ্রবেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আপন আত্মার প্রিয়তা, এই চারিপ্রকার ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। বিধিবৎ বেদাধ্যয়নে ধর্ম্ম জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। স্মৃতি অর্থাৎ বেদজ্ঞ মন্বাদি মহর্ষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহার অধ্যয়নে ধর্ম্ম উত্তমরূপে রক্ষিত হয়। তৃতীয় সদাচার বা সাধু সজ্জনের আচার কিংবা সৎকর্ম্মাচরণ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে,—

**আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ।**
**তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥**

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আচার পরম ধর্ম্ম, সেই হেতু এই শ্রুতি স্মৃতি কথিত আচারে নিত্য আত্মহিতেচ্ছুক যত্নবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা যুক্ত থাকিবে। অর্থাৎ সর্ব্বদাই শ্রুতিস্মৃতির বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিবে।

**শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং কর্ম্ম নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।**
**ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ ॥**
**আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।**
**আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্ ॥**
**দুরাচারোহি পুরুষোলোকে ভবতি নিন্দিতঃ।**
**দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ ॥**
**সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।**
**শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥**

(মনুস্মৃতি।)

অর্থ-শ্রুতি স্মৃতি কথিত কর্ম্ম, স্ব স্ব অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কর্ম্মে অঙ্গত্বহেতু সম্বদ্ধ রহিয়াছে, ধর্ম্মের মূল সদাচার অনলস হইয়া সেবা করিবে, যে হেতু আচার হইতে আয়ুবৃদ্ধি হয়, আচার হইতে প্রজাগণ বা সন্তানগণ সন্তুষ্ট থাকে, আচার হইতে প্রভূত ধন লাভ হয় এবং আচার, অমঙ্গলসূচক দেহস্থিত সমস্ত দুর্লক্ষণ নষ্ট করিয়া থাকে। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দুরাচার পুরুষ কহে, দুরাচার পুরুষ সর্ব্বলোকে নিন্দার্হ হয় এবং দুঃখভাগী হইয়া প্রতিনিয়ত আধিব্যাধি ভোগ করিতে করিতে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আচার

বিহীন দুরাত্মা পুরুষ জীবিত থাকিলেও অল্পায়ু হইয়া থাকে। সর্ব্বসুলক্ষণহীন হইয়াও যে নর সদাচার শীল হয়, সেই নর সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও অসূয়ারহিত হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। অতএব সদাচারই ধর্ম্মের প্রধান মূল এবং প্রথম অবলম্বনীয়। সদাচার পালনে শারীরিক মানসিক উভয়-বিধ স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। সদাচার যেমন মানসিক সাত্বিকী প্রবৃত্তি বলবতী করিয়া সুখ শান্তি দান করে, তেমনই শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতি সহকারে শরীরের বল ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করে। যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম পালনের মূল সদাচার, সেইরূপ সদাচার পালনের মূলও ব্রহ্মচর্য্য। সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ব্যতীত সদাচার পালন হওয়া কঠিন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে,—

**বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।**

বস্তুতঃ বীর্য্যধারণ করিতে পারিলে শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়া সর্ব্বস্বই রক্ষা করা যায়। যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে,—

**মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।**

অর্থাৎ এক বিন্দু বীর্য্যপাত হইলে মৃত্যু আর এক বিন্দু বীর্য্য ধারণ হইলে জীবন রক্ষা। তবে বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে ঋতুকালীন একবার মাত্র স্ত্রীসম্ভোগই বিধেয় এবং ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত।

ধর্ম্মের চতুর্থ প্রকার সাক্ষাৎ প্রমাণ আপন আত্মার প্রিয়তা বা আত্মতুষ্টি। যে কর্ম্ম আচরণ করিলে আত্মার যথার্থই পরিতৃপ্তি লাভ ঘটে, সেই কর্ম্মই ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাই বলিয়া পাপীর যে কেবল পাপকর্ম্ম করিলেই সন্তোষ হয়, তাদৃশ পাপকর্ম্ম ধর্ম্ম হইতে পারে না, যে হেতু পাপকর্ম্ম অবৈধ, অধর্ম্ম, অকর্ত্তব্য এবং দুঃখ জনক। পাপী আত্মকৃত দুস্কৃত কর্ম্মফলে সেই পাপকর্ম্মে ক্ষণিক তৃপ্তি লাভ করে বলিয়া সকলেরই যে তাহা করিতে হইবে, তাহা নহে। যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে কখনও কাহারও কোন প্রকার অনিষ্টাদি অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ কর্ম্ম হইতেই বাস্তবিক আত্মপ্রিয়তা লাভ করা যায় এবং সেইরূপ কর্ম্মই ধর্ম্ম কর্ম্ম। মাত্র ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যে কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্মই ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম কর্ম্মই পরম মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে।

**বেদপ্রণিহিতং ধর্ম্মকর্ম্ম তন্মঙ্গলং পরম্।**

অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম পরম মঙ্গল দান করে। মানব সাধারণের সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বামন পুরাণে একাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা—

**স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজনমেব চ।**
**অকার্পণ্যমনায়াসং দয়াহিংসাক্ষমাদয়ঃ॥**
**জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচঞ্চ মাঙ্গল্যং ভক্তিরচ্যুতে।**
**শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোঽয়ং মানবঃ স্মৃতঃ॥**

স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজন, অকার্পণ্য, বিনা আয়াসে—দয়া, অহিংসা, ক্ষমাদি, ইন্দ্রিয়সংযম, অন্তর্বাহ্যশুদ্ধি, মঙ্গল জনক কর্ম্ম, শিবে, ভাস্করে এবং সমস্ত দেবীতে ভক্তি, ইহাই মানব ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। উত্তম, মধ্যম এবং অধম ত্রিবিধ শ্রেণীর মানবই স্ব স্ব অধিকার অনুসারে উক্ত সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ; সর্ব্বধর্ম্ম-প্রচার কর্ত্তা সমগ্রবেদবিৎ মহর্ষি মনু দশ প্রকার ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া মানব সাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন।

**ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।**
**ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥**

অর্থাৎ ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশ প্রকার ধর্ম্ম সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য। কেননা ইহার প্রত্যেকটি হইতেই আত্মোন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। এইরূপ আভ্যন্তরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিকউন্নতি লাভের জন্যও ষড়বিধ ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে—

**পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।**
**শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্॥**

সৎপাত্রে দান, কৃষ্ণে অর্থাৎ অভীষ্টদেবে ভক্তি, মাতা পিতার সেবা, দেব দ্বিজে শ্রদ্ধা, বৈশ্বদেবাদি উদ্দেশ্যে বলি বা পূজোপহার, এবং গো-গ্রাস দান এই ছয় প্রকার ধর্ম্ম,

ইহার প্রত্যেকটী হইতেই আন্তরিক উন্নতির সহিত বাহ্যিক উন্নতি এবং প্রসন্নতা লাভ ত্রিবিধ মানবেরই অবশ্য হইতে পারে। বাস্তবিকও দুঃখী অভাবগ্রস্ত অথচ সদাচারশীল ব্যক্তিকে দান করিলে মনে শান্তি হইয়া থাকে। অভীষ্ট-দেবকে একান্ত মনঃপ্রাণে সর্ব্বদা ভক্তি সেবাদি করিতে পারিলে সর্ব্বদাই যেন সুস্থান্তঃকরণে সুখ স্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত করা যায়। মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা এবং ঐকান্তিকী ভক্তির মহাপাত্র, মাতাপিতার প্রতি অনুক্ষণ ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ গৌরব রক্ষাপূর্ব্বক উভয়ের স্নেহময় বাৎসল্য লাভ করিতে পারিলে এই নরলোকই অমরলোক বলিয়া জ্ঞান হয় এবং প্রতিনিয়ত মাতাপিতার নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম সেবা করিয়া পরমানন্দ ভোগ করা যায়। দেবদ্বিজে শ্রদ্ধা রাখিয়া বৈশ্বদেবাদির বলিদানে সাক্ষাৎ তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, আর গোগ্রাস অর্থাৎ গোসকলকে যথাশক্তি পালনপূর্ব্বক উপযুক্ত গ্রাস (ভোজন-তৃণাদি) দান করিতে পারিলে গৃহে বসিয়াই সমস্ততীর্থ প্রাপ্তির ফলস্বরূপ মহাপুণ্য লাভ করা যায়। এইরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্মের ফলভোগে সাক্ষাৎ সুখ শান্তিভোগ হয় বলিয়াই ভগবান্ ধর্ম্মবক্তা মনু প্রতি মানবকেই প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞ পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

**ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।**
**নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥**

(মনু স্মৃতি।)

ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ যথাশক্তি কখনও ত্যাগ করিবেনা, যথাসাধ্য পঞ্চমহাযজ্ঞ পালন করিবে।

**অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।**
**হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥**

(মনুস্মৃতি।)

অধ্যাপনাই ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণই পিতৃযজ্ঞ, নিত্য হোমই দেবযজ্ঞ, ভূত বা প্রাণী উদ্দেশ্যে বলিই ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবাই নৃযজ্ঞ।

উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—

**কর্ম্মযজ্ঞস্তপোযজ্ঞো জপযজ্ঞস্তদুত্তরঃ।**
**ধ্যানযজ্ঞো জ্ঞানযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥**

কর্ম্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, জপযজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ, এই পঞ্চযজ্ঞ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইলে হিন্দুশাস্ত্রে কোন প্রমাণেরই অভাব হইবেনা সত্য; কিন্তু মীমাংসার দৃষ্টিতে দেখিলে শিবপুরাণে যে পঞ্চ যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত এক কর্ম্মযজ্ঞ পালন করিতে পারিলেই মনুক্ত ও পুরাণোক্ত পঞ্চযজ্ঞ সাধন সম্পন্ন হইতে পারে, কারণ কর্ম্মযজ্ঞ বলিতে অধ্যাপনা, তর্পণ, হোম, বলি এবং অতিথি সেবা, এই পাঁচকেই বুঝা যায়। সুতরাং শিবপুরাণকার এক কর্ম্মযজ্ঞ সাধন করিতে উপদেশ দান করিয়া পঞ্চযজ্ঞেরই সাধন করিতে আধ্যাত্মিকী উন্নতির নিমিত্ত ভিন্ন প্রকারে এবং সদুপায়ে তপোযজ্ঞ জপযজ্ঞ ধ্যানযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ সাধন করিতে বিধান দিয়াছেন। এইরূপে আন্তর ও বাহ্য উভয়থা উন্নতি এককালীন লাভ করিবার জন্য অষ্টবিধ ধর্ম্মের পথ উক্ত হইয়াছে। যথা—

**ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।**
**অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥**

(মহাভারত।)

যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, সৎপাত্রে দান, তপস্যাচরণ, সত্য পালন, ধৈর্য্যধারণ, সহিষ্ণুতা এবং লোভশূন্যতা, এই অষ্টবিধ ধর্ম্ম মার্গ উক্ত হইয়াছে, সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গও দশবিধ উক্ত হইয়াছে। যথা—

**ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।**
**দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লভ॥**
**অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে।**
**এতৈর্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥**

(পদ্মপুরাণ-ভূমিখণ্ড।)

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সুশান্তি, অস্তেয়, এই দশ বিধ অঙ্গ দ্বারা ধর্ম্মই

সূচিত হইয়া থাকে। সেইরূপ সনাতন ধর্ম্মের মূলও দশপ্রকার কথিত হইয়াছে।

**অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমোভূতদয়া তপঃ।**
**ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমাধৃতিঃ ॥**
**সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্ ॥**

( মৎস্যপুরাণ। )

অর্থাৎ অদ্রোহ, অলোভ, দম, সর্ব্বভূতে দয়, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনুক্রোশ বা সকলের সহিত সৌহার্দ্দ, ক্ষমা এবং ধৃতি; ইহাই সনাতন ধর্ম্মের দুষ্প্রাপ্য মূল, এই দশবিধ ধর্ম্ম মূল পালন করিতে পারিলেই সনাতন ধর্ম্ম কর্ম্ম রক্ষা করা যাইতে পারে।

মাত্র কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানেই ধর্ম্মপালন হয় না। বেদ বিধির অনুমত হইয়া সুব্যবস্থানুসারে শাস্ত্রোক্ত বৈধ কর্ম্মাচরণে শক্তি লাভ হইলে ধর্ম্মপালন প্রকৃতভাবে করা যাইতে পারে; নচেৎ কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে স্বাধীন প্রবৃত্তিপরিচালিত হইয়া সহসা বৈধ কর্ম্ম করিলেও বেদবিধির অননুমোদিত হেতু তাহার প্রকৃত ফল লাভে অধিকারী হওয়া যায়না। বেদ-বিধি অর্থেই বেদোক্ত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানমূলক কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকারক কতকগুলি সদ্বাক্য। এককথায় যাহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্মপালনে প্রয়োজক এবং বৈদিক বাক্য বলিয়া জানা যায়, বেদবাক্য বা শাস্ত্র বাক্যমাত্রই বিধি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাধিকারীকে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া থাকে। বিধিবাক্য লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে কোনরূপ ইষ্টসিদ্ধিই হয় না, এই সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—

**যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।**
**ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥**

( গীতোপনিষদ্। )

অর্থাৎ যে, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার বশতঃ কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি কোনরূপ সিদ্ধি লাভেই অধিকারী হয়না এবং সুখ ও পরা গতি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। অতএব বেদবিধি সকল মানিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য হেতু, যেকোন প্রকারে, যে কোন উপায়ে, তাহার অনুষ্ঠান বিধেয় নহে। ক্ষুধাবোধ হইলে ভোজন আবশ্যক হয়, তাই বলিয়া যে সে প্রকারে যখন তখন যাহার তাহার অন্ন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাইতে পারে না। যে, যে শ্রেণীর যেরূপ প্রকৃতির লোক, সে, সেই শ্রেণীর সেইরূপপ্রকৃতির লোকের অন্নাদি দ্বারা যথোক্ত সময়ে যথাবিধি ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে। অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোক্ত ধর্ম্মানুসারে সংগৃহীত ভোজ্য দ্রব্যসামগ্রীরাশি দ্বারা যথাপাত্রে যথানিয়মে যথা আসনে আসীন হইয়া, বিশুদ্ধমনে পবিত্রজল গ্রহণপূর্ব্বক যথামন্ত্রে আচমন করিয়া নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী নিবেদন মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথোক্ত বিধানে যথা ইষ্টদেব উদ্দেশ্যে নিবেদন করত সুস্থান্তঃকরণে মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। আর ভোজনান্তেও যথানিয়ম পালন করিয়া পাত্র ত্যাগ করিবে। এইরূপ ভোজনই বৈধভোজন। আর পূর্ব্বোক্ত যে সে প্রকার ভোজন অবৈধ হেতু কুভোজন। ক্ষুধানিবৃত্তি উভয়প্রকার ভোজন হইতে হইলেও বিধিপূর্ব্বক ভোজন হইতে যেরূপ আত্মতৃপ্তি বা ধর্ম্ম রক্ষা হয়, অবিধিভোজনে সেরূপ আত্মতৃপ্তি কিংবা ধর্ম্ম রক্ষা হইতেই পারেনা। বরঞ্চ অবৈধ ভোজনে অধর্ম্মহেতুক সমধিক দুঃখকর পাপেরও সঞ্চয় হয়। সুতরাং বিধিপূর্ব্বক ভোজনই সুভোজন এবং কর্ত্তব্য আর অবিধিপূর্ব্বক ভোজনই কুভোজন এবং অকর্ত্তব্য। এই জন্যই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আত্ম-প্রিয়তা সত্যসনাতন ধর্ম্মের একপ্রকার সাক্ষাৎ প্রমাণসিদ্ধ মুখ্যাত্মলক্ষণ। ক্ষুধাবোধ হইয়াছে ভোজন প্রয়োজন, ভোজন করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে, এইপ্রকার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই যে কোন ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা উদর পরিপূর্ণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যাইতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিপূর্ব্বক ভোজনেও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে, এখন উক্ত উভয়ের মধ্যে রুচি মতির প্রভাবে কোনপ্রকার ভোজনে বাস্তবিক আত্মতৃপ্তি হওয়ার সম্ভব তাহা বুঝা উচিত। যদি বলাযায় যে, ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে উভয়প্রকার ভোজন হইতেই আত্মতৃপ্তি

হইতে পারে। তদুত্তরে আমরা বলিব, না। অবৈধভোজনে আত্মতৃপ্তি হইতে পারে না, মাত্র ক্ষুধারই নিবৃত্তি হইতে পারে। বৈধ ভোজনেই আত্মার যথার্থ তৃপ্তি হইয়া থাকে। অবৈধ ভোজনে কুভোজন হয়, তন্নিবন্ধন অধর্ম্ম হয়, তদ্ধেতু পাপ হয় এবং তন্নিমিত্তই দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম করিলে দুঃখভোগের অবশ্যম্ভাবিতা অবশ্যই আছে, সে কর্ম্মে আত্মার দুঃখই হইয়া থাকে এবং সুখজনক পুণ্য কর্ম্মেই আত্মার সুখ হইয়া থাকে। এইরূপ সুখদুঃখ সংসারী জীব মাত্রই ভোগ করিতে বাধ্য। তন্মধ্যে যাহারা সনাতন সদ্ধর্ম্ম পালন করিতে নিয়তেচ্ছুক হইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ জন্য বেদ-বিধি গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় উপদেশে সুব্যবস্থানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সদ্‌ভাবে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, তাহারাই যথার্থ পরম আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন যে,

**श्रुतिस्मृत्युदितं धर्म्ममनुतिष्ठन् हि मानवः।**
**इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्॥**

( মনুসংহিতা )

অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি কথিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে মানব ইহকালে ধার্ম্মিক হেতু আনুষঙ্গিকী কীর্ত্তি এবং পরকালে স্বর্গাদি সুখস্বরূপ পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের বাস্তবিক গুণ কথনহেতু 'শ্রুতি স্মৃতি কথিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে,' এইরূপ বিধি বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি স্মৃতি অর্থে বেদ এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র। শ্রুতি বা বেদ এবং স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্রকে যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র বলে অবজ্ঞা করে, সেই দ্বিজ বেদনিন্দুক ও নাস্তিক বলিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক দ্বিজানুষ্ঠেয় অধ্যয়নাদি কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রেরই ব্যবস্থা, ধার্ম্মিক মাত্রকেই এইরূপ এবং অন্যরূপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা মানিতে হইবে। যে প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মই হউক্ না কেন, বেদ বিধি অনুসারে আহার ব্যবস্থা স্থির করিয়া অনুষ্ঠান-উপযোগী করিতে না পারিলে, কিছুই হয় না সাধারণতঃ ব্যবস্থা রক্ষা না করিলে কোন কর্ম্মই যথা বিধি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, অব্যবস্থা হেতু অযথা কর্ম্মানুষ্ঠানেও কোনরূপ সুফলের আশা করা যায় না; সুতরাং ব্যবস্থানুসারে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। যাহা হইতে শাস্ত্রনিরূপিত বিধি সকল ধর্ম্ম কার্য্যে সুশৃঙ্খলাভাবে আচরিত হয়, তাহার নামই ব্যবস্থা, কার্য্যের ব্যবস্থা না থাকিলে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় এবং কার্য্য সম্পন্ন বিষয়েও অব্যবস্থাহেতু বেদ বিধির অপালন হইতে সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না, এই নিমিত্তই ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে না পারিলে কোনরূপ সুখভাগী হওয়া যায় না। সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে বেদ বিধির অনুগত হইয়া শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী।

---

## আমি।*

( १ )

**एक "आमि" बहु हइ, बहु रूपे भिन्न नइ,**
**सर्व्वभूते "आमि" रइ सगुण स्वरूपे।**
**"आमार" से भेदज्ञान "आमाते"इ अवसान,**
**"आमारि" "आमित्व" भान नित्यविश्वरूपे**

( २ )

**ये दिन हयेछि "आमि," से दिन हयेछ "तुमि",**
**येइ 'तुमि" सेइ "आमि" भेद किछु नाइ।**
**मात्र एक अहंकार हते विश्वर ए संसार,**
**"तुमि" "आमि" सर्व्वाकार आछि सब ठाइ॥**

---

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুলপ্রচার কল্পে শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, মহামণ্ডলের সকল মুখপত্রেই তত্তদ্ ভাষার একটি করিয়া প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়, এইজন্য বাঙ্গালাভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করা হইল। ( সম্পাদক )

( ৩ )

আমারি বর্ষণে বৃষ্টি, আমারি স্পর্শনে সৃষ্টি,
আমারি স্ববশে মিষ্টি-বর্ষ নিরন্তর।
আমারি ঘ্রাণেতে ঘ্রাণ, তুষ্ট হয় সর্ব্ব প্রাণ,
আমি করি মুক্তিদান সবারি অন্তর॥

( ৪ )

প্রতিযুগে আমি হই, প্রতিজন্মে আমি হই,
আমি কিন্তু কিছু নই, নশ্বর সংসারে।
আমার জনম নাই, আমার মরণ নাই,
আমি আছি সর্ব্বদাই আমার মাঝারে॥

( ৫ )

সেই আমি অন্ত্যাবধি স্বপ্রকাশ নিরবধি,
সৃষ্টিস্থিতিলয়াবধি চিদানন্দময়।
তুমি মাত্র বর্ত্তমান কালে আছ বর্ত্তমান,
নাই আমি সত্যজ্ঞান রূপে বিশ্বময়॥

( স্বরূপানন্দ )

---

# সম্পাদকীয় টিপ্পনী।

আজ কাল সঙ্ঘশক্তি ও স্বাধীনতার ঘোর আন্দোলন সমস্ত পৃথিবীতেই চলিতেছে। অধ্যাত্মভাববিহীন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে এই দুই ভাবেরই সমধিক প্রাবল্য দেখা যায়, উক্ত জাতির মধ্যে সঙ্ঘশক্তি এবং স্বাধীন বিচার এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনেক স্থানে রাজা প্রজার সম্বন্ধও বিজাতীয় ভাবে উহাঁরা রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। আমেরিকার উভয় প্রদেশের মধ্যে যত রাজ্য আছে, তন্মধ্যে এক কানেডাই আমাদের সম্রাটের রাজ্য, অবশিষ্ট সমস্ত রাজ্যেই রাজা রহিত প্রজাতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে। ইয়ুরোপ মহাদেশস্থ, ফ্রান্সে এবং সুইজারলণ্ডেও বহুকাল হইতে প্রজাতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে। সম্প্রতি পর্ত্তুগাল দেশেও প্রজাতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে, মাত্র ৩।৪ দিবসের বিদ্রোহেই পর্ত্তুগালের রাজা নিজ রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়াছেন; শুনা যাইতেছে পর্ত্তুগালের নিকটবর্ত্তী স্পেন্ রাজ্যেও প্রজাতন্ত্র রাজ্য হইবার সম্ভাবনা।

* * *

প্রথমে প্রাচ্যজাতি যেরূপ পাশ্চাত্যজাতির নিকট হীনবল, ক্ষীণতেজ এবং হীনবুদ্ধি ছিল, এখন সেরূপ নাই। চীন মহাদেশে স্বজাতীয় পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। চীন সম্রাট্ আদেশ করিয়াছেন যে, দুই বর্ষের মধ্যে উক্ত পার্লামেণ্টকে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে, ঐ পার্লামেণ্টে ইংলণ্ডের ন্যায় দুইটী কমিটী থাকিবে, একটী সাধারণ সভ্যগণের এবং অপরটী জমিদার ও রাজাদিগের। পারস্য এবং শ্যাম দেশও সঙ্ঘশক্তির বিচার বলে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। জাপানকে আদর্শ করিয়া তুর্করাজ্যও অসাধারণ যোগ্যতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি তুর্করাজ্য, স্বকীয় স্থলসেনা ও জলসেনা বিভাগ বৃদ্ধি করিয়া ইয়ুরোপ এবং এসিয়ার প্রবল শক্তির সমকক্ষ হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

---

# বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে দেশীয় উপকরণাদি দ্বারা মান্দ্রাজনগরে উড়োকল প্রস্তুত হইয়াছে। বিলাতের ব্যোমযান সমিতির প্রসিদ্ধ সভ্য একজন ইংরাজ, বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক মান্দ্রাজে থাকিয়া এই উড়োকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি ঐ উড়োকলে উঠিয়া দুই দিন যাবৎ শূন্যে থাকিয়া দর্শকমণ্ডলীকে স্বীয় কার্য্য সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। আকাশে উড়িবার কল দুই প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে, এক প্রকারের নাম উড়োকল, ইহা পক্ষিগণের ন্যায়, পক্ষীরা যেমন শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়ায়, এই উড়োকলে উঠিয়াও সেইরূপ বেড়ান যায়। দ্বিতীয় প্রকার উড়ো জাহাজ, ইহার গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র। আশা করি-

ভারতবাসীও এই বিদ্যার উন্নতি লাভ করিবে। উড়োকল নির্ম্মাণ করা সহজ এবং ইহার মূল্যও অতি অল্পই হইবার সম্ভাবনা।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ছাপাই বিভাগ দ্বারা এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে সাত খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সম্প্রতি অষ্টম পুস্তক ধর্ম্মপ্রচার সোপান মুদ্রিত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলীর আকার পুলিসকেপ্ ৮ পেজী সাইজ, উক্ত গ্রন্থাবলীর "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাঙ্গ" এবং "শ্রীমহামণ্ডলের আবশ্যকতা" নামক পুস্তক দ্বয় যন্ত্রস্থ।

* * *

"বিদ্যারত্নাকরঃ" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, এই সংখ্যার প্রথমে সংস্কৃত প্রস্তাবনা, ইংরাজী প্রস্তাবনা, ধর্ম্মসম্বন্ধী টিপ্পনী এবং মহামণ্ডলের সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়াছে; অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যেও "যোগদর্শনভাষ্য," মন্ত্রযোগ সংহিতা-তন্ত্র, "দৈবীমীমাংসা" সভাষ্য এবং উপনিষদ্ সম্বন্ধী "হরিহরব্রহ্মসামরস্য" সাড়েছয় ফর্ম্মায় ছাপা হইয়াছে। আগামী সংখ্যাতে আরও কতিপয় অমূল্য গ্রন্থের প্রকাশ আরম্ভ হইবে।

## মহামণ্ডল সংবাদ।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ধর্ম্মবক্তাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তে ও প্রত্যেক জেলায় এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া মহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে মহামণ্ডলের নেতৃগণ উত্তম নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত নিয়ম দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তি পরিশ্রম করিলে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলেরও কার্য্যক্ষেত্র অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং ধর্ম্মসেবাদ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও করিতে সমর্থ হইবেন। যে সজ্জন ধর্ম্মসেবা করিয়া নিজের জীবন কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক, তিনি মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে উক্ত নিয়মাবলী লইয়া সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হিন্দুজাতির প্রতিনিধিস্থানীয় বিরাট ধর্ম্মসভা, সুতরাং হিন্দুজাতির প্রধান কর্ত্তব্যের সহিত মহামণ্ডলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ইহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে স্বকীয় কর্ত্তব্য পালনার্থ ভারতের মাননীয় বড়লাট মিণ্টো বাহাদুরের অবসর ও বিদায় এবং নবীন লাট শ্রীযুক্ত হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের শুভাগমনের জন্য নিম্ন লিখিত তারের সংবাদ কলিকাতা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল—

BENARES CITY:
*Dated 17th November,* 1910.

To

HIS EXCELLENCY LORD HARDINGE,
BOMBAY.

SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL the all-India-religions representative Body of the Hindu Community offer their hearty congratulations and express their greatest pleasure at Your Excellency's safe arrival to the shore of our sacred land that is destined to be internally profited by Your Excellency's wise and sympathetic administration and benign rule and paternal care even as she has already externally been, profited otherwise. May the Great Almighty God bestow peace on Your rule, may Your Excellency's name be endeared to every heart and may the religious education and consequent spiritual advancement receive greater impetus from your gracious hands to become the means of begetting loyalty, producing harmony and peace and may the Great Lord bless Your Excellency with life and health to carry out your noble intention is the sincere and heartfelt prayer of Sri Bharat Dharma Mahamandal.

GENERAL SECRETARY,
SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL,

BENARES CITY:
*Dated 19th November*, 1910.

To

HIS EXCELLENCY LORD MINTO,
CALCUTTA.

SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL as all-India-religious representative Body of the Hindu community while offering their sincere and grateful thanks to Your Excellency for Your Excellency's paternal administration and benign rule in India sincerely pray to the Almighty God for Your Excellency's safe journey, long life, health, domestic peace and happiness and still higher rank in the Imperial British administration for further opportunity of doing more good to this sacred land of ancient philosophy and civilisation.

GENERAL SECRETARY,
SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL.

তদুত্তরে উক্ত উভয় বড়লাট বাহাদুর শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে অতিশয় প্রীতিপূর্ণ তারসংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি ও প্রধান প্রধান প্রতিনিধি মহাশয়গণের প্রস্তাবে এইরূপ যত্ন হইতেছে যে, ভারতের নবীন বড়লাট শ্রীযুক্ত হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের নিকট শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তীয় রাজা, মহারাজা ও প্রধান প্রধান সামাজিক নেতৃগণ সমভিব্যাহারে এক ডেপুটেশন শীঘ্রই প্রেরিত হইবে, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুরের নিকট যেরূপ ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছিল ইহাও তদনুরূপ হইবে। এ সম্বন্ধে পত্রাচার হইতেছে। অধিকাংশ প্রতিনিধির সম্মতি পাইলেই কার্য্য অগ্রসর হইবে।

## ধর্ম্ম সংবাদ।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান ব্যবস্থাপকের যত্নে শ্রীশ্রী৺কাশীধামে যে শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে উহার স্থাপন কাল হইতে বর্ত্তমান বর্ষের তুলা সংক্রান্তি পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত হিসাবে দান করা হইয়াছে।

| | |
|---|---|
| অসহায় সাধুদের দান হিসাবে | ১০৲ |
| অনাথ বালক বালিকাগণের দান হিসাবে | ১৫৲ |
| অনাথা বিধবাগণের দান হিসাবে | ৩২৬৲ |
| অনাথ রোগী হিসাবে | ১০।০ |
| দরিদ্র বিদ্যার্থিগণের দান হিসাবে | ১৮৬৲ |
| অসহায় তীর্থযাত্রিগণের দান হিসাবে | ১৫৲ |
| কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের দান হিসাবে | ২৫৲ |
| যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার হিসাবে | ৫৫৲ |
| নিরাশ্রয় গৃহস্থদিগের দান হিসাবে | ১৭১৲ |
| অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিমিত্ত দান হিসাবে | ১০৲ |
| মোট | ৮২৩।০ |

এই দানভাণ্ডার গবর্ণমেণ্ট আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করান হইয়াছে। কয়েকজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই দানভাণ্ডারের পোষকতা করিতেছেন, তথাপি যেরূপ ভাবে দান করিবার ইচ্ছা কর্ত্তৃপক্ষগণের আছে, তাহা আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় হইয়া উঠিতেছে না। যে সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাত্ত্বিক দানের নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের এই দান ক্রিয়ায় যোগদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সাহায্য পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারের সেক্রেটরির নামে শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর ঠিকানায় পাঠাইবেন। দাতাগণের নাম ধন্যবাদের সহিত মহামণ্ডলের মুখপত্রে প্রকাশ করা হয়, এবং অতি সামান্য দানও সহর্ষে স্বীকার করা হয়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে,—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

ইহা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

যমুনাতীরের মনোহর দৃশ্য ।

## ধর্ম্মোন্নতি সংবাদ।
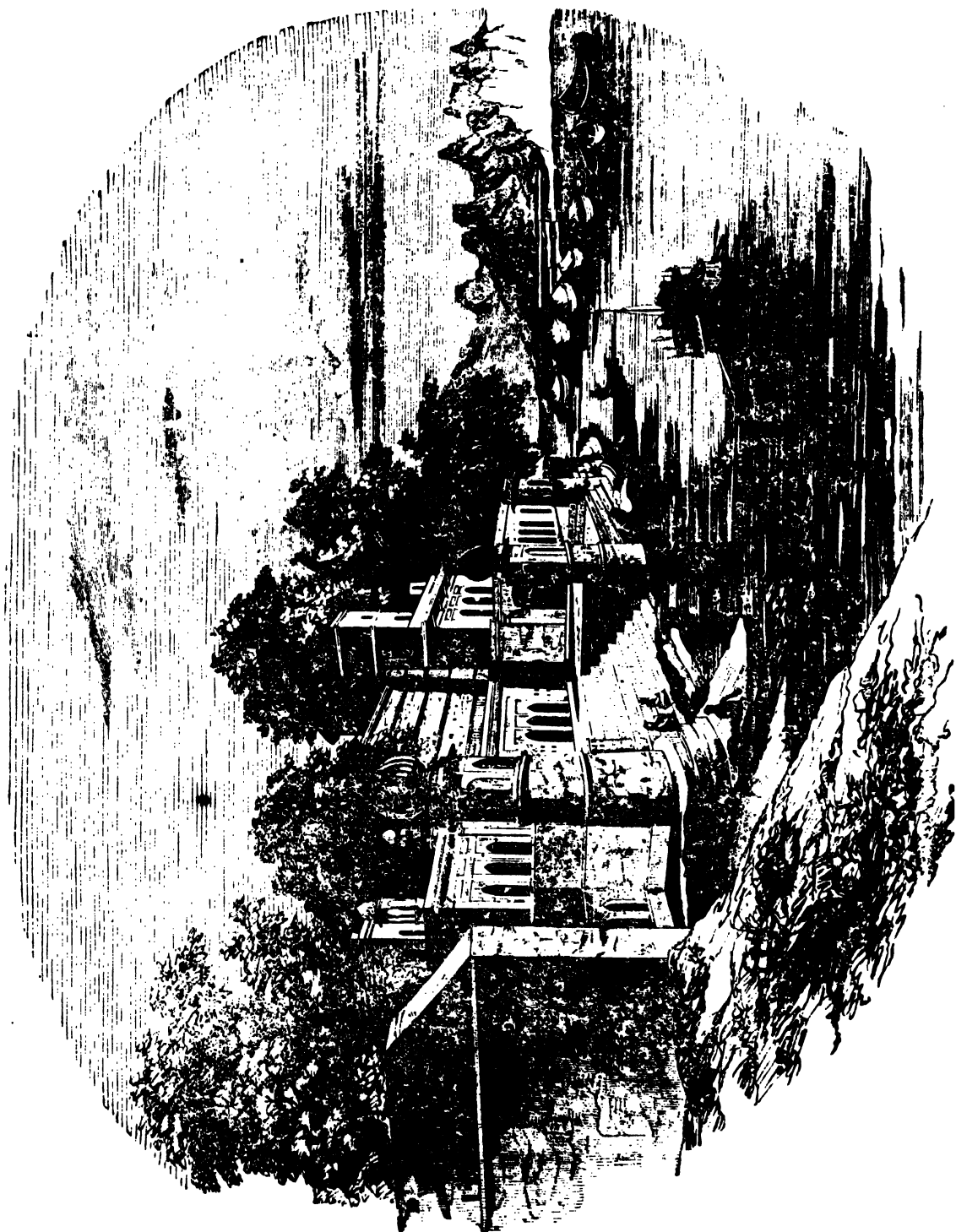
ওরছা মধ্যভারতের একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মপ্রধান রাজ্য, তথাকার রাজবংশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম্মাত্মা এবং ভগবদ্‌ভক্ত হইয়া আসিতেছেন। ওরছার রাজধানীর নাম টিকামগড় বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। উক্ত রাজ্যের বর্ত্তমান নরপতি হিজ্ হাইনেস্ সবাই মহারাজা সার প্রতাপ-সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস্, আই, জি, সি, আই, ই, সরাম দেহায় রাজগণ বুন্দেলখণ্ড আদি উপাধিধারী নরপতি বিশেষ যোগ্য ধর্ম্মাত্মা পুরুষ। ইঁহার বড় মহারাণী সাহবাও বিশেষ ধর্ম্মাত্মা ছিলেন; তাঁহার সেই অসামান্য ধর্ম্মজ্ঞান হেতু মহামণ্ডল হইতে তাঁহাকে "ধর্ম্মলক্ষ্মী" উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ওরছাধিপতি মহারাজ, সম্প্রতি অযোধ্যা তীর্থে একটী সুবিশাল মন্দির প্রতিষ্টিত করিয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই ধর্ম্মাত্মা মহারাজের যত্নেই লুপ্তপ্রায় জনকপুর তীর্থের সংস্কার হইয়াছে, ইঁহারই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রেরণায় বহু অর্থব্যয়ে তথায় এক অতি সুবিশাল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত দেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য শীঘ্রই হইবে। ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত ওরছা নরেশ মহারাজ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের একজন প্রধান সংরক্ষক এবং এক দান পত্র ভিন্ন সমগ্র হিন্দুপ্রজার নামে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আশা করি মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রই ওরছাধিপতি মহারাজার এইরূপ সনাতনধর্ম্মানু-মোদিত দৈবানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

---

## প্রাপ্তপুস্তক ও সমালোচনা।

বারইয়ারী ব্যঙ্গকাব্য—ডাক্তার শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র। পল্লীগ্রামের বারইয়ারী পূজার আদ্যোপান্ত বর্ণনা স্বাভাবিক। পুস্তকখানির মূল্য স্বল্প হইলেও আমোদ প্রচুর! পুস্তকের ভাষা সেরূপ না হইলেও বিষয়ের উপযুক্ত হইয়াছে। আশা করি-লেখক মহাশয় হিন্দু সমাজের অন্যান্য কুপ্রথাগুলিরও এইপ্রকার আমোদ জনক চিত্রাঙ্কন পূর্ব্বক প্রকৃত ধর্ম্মাঞ্জনে সদুপদেশ দিতে উদ্যোগী হইবেন।

* * *

রামানন্দরহস্যম্—শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ সরস্বতী কৃতম্। সন ১৩০৮ সালে কাশীর অমর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনামাত্র। পুস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন। সরস্বতী স্বামিজীর উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

* * *

রামায়ণরসায়নং—পুস্তকখানি কবিরাজ শ্রীযুক্ত ঈশান-চন্দ্র সেন কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক লিখিত। পুস্তকের নামই পুস্তকের যোগ্যতা পরিচয়ে সমর্থ। যাঁহারা পরমাত্মা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরিতাবলী সুধাপান করিয়া জীবনকে কৃত-কৃতার্থ করিতে অভিলাষী, তাঁহারাই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইবেন। শ্রীযুক্ত কবিরঞ্জন মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সেও যে এইরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে তিনি বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থের বর্ত্তমানে সমধিক আদর দেখা যায়, পদ্য গুলি বাঙ্গালা হইলে আরও ভাল হইত।

* * * *

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত। পুস্তকখানি বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লব যুগে বিষয় বিশেষে বিশেষ উপযোগী; মাত্র আটটী অধ্যায়েই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথাগুলি বেশ সরল-ভাবে বুঝান হইয়াছে। বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষ-মূলরের অবৈদিক মতগুলিও বিশেষ ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, তবে গ্রন্থকারের আধুনিক ব্রাহ্মণাদিবর্ণের প্রতি কেন যে এইরূপ উপহাসব্যঞ্জক একদেশদর্শিতামূলক কটাক্ষ তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, পুস্তকখানি যাঁহার করকমলে অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার কিরূপ মন্তব্য তাহা কি গ্রন্থকার প্রকাশ করিবেন?

—০—

# ধর্ম্ম প্রচারক।

ভাগ, ৩১। ] ধনু। [ সংখ্যা, ৯।

## বিষয়সূচী।



---

## বিশেষ প্রার্থনা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এই মুখপত্র শ্রীমহামণ্ডলের সকল প্রকার সভ্য মহোদয়কেই বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি নূতন ভাবে এই সংবাদপত্রের সুবন্দোবস্ত করায় ইহার ব্যয় অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এইরূপ অধিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মাসিকপত্রসহায়তাফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই পত্রের পাঠক পাঠিকাগণ এবং শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা যে, এই ফণ্ডে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যিনি এই ফণ্ডে দান করিবেন, তাঁহার নাম ধন্যবাদের সহিত শ্রীমহামণ্ডলের সকলভাষার মুখপত্রসমূহে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,<br>
রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।<br>
প্রধানমন্ত্রী।

## ধর্ম্ম প্রচারকের নিয়ম।

(১) ধর্ম্মপ্রচারক-শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। এই মাসিক মুখপত্র প্রতি সংক্রান্তিতে ৺ কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ধর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং সমাচার প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির সহিত এই মাসিকপত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার সভা, শাখাসভা ও পোষকসভা এবং সংসৃষ্ট পাঠশালা, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতিকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতদতিরিক্ত যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৩, তিন টাকা মূল্য লইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের নিম্নে যদি মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে, তাহা হইলেই কেবল শ্রীমহামণ্ডল ঐ প্রবন্ধের জন্য উত্তরদাতা হইবেন।

(৪) ধর্ম্মপ্রচারকে সুবিধার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে বিজ্ঞাপনদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে নিগমাগম-চন্দ্রিকা, উর্দ্দু-মহামণ্ডলসমাচার, মহারাষ্ট্রীয়-ভারত-ধর্ম্ম এবং গুর্জ্জরাতী-শ্রীসনাতনধর্ম্ম এই চারি মুখপত্রেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। আর বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে 'ম্যানেজার ধর্ম্মপ্রচারক ৺ কাশীধাম' এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

# ধর্ম্মপ্রচারক ।

ভাগ-৩১শ । | ধনু সংক্রান্তি । কলের্গতাব্দাঃ ৫০১১ । | সংখ্যা ৯ ।

## মহাবিদ্যাস্তুতি গীত ।

जय जगदीश्वरि कालि कुलेश्वरि
असुरभयङ्करि पापयुतम् ।
नादवलितगिरि पूरितकन्दरि !
जय शिवसुन्दरि ! पाहि सुतम् ॥ १ ॥

नीलसरस्वति ! तारे भगवति !
हर जडताशतमात्मगतम् ।
पृथुलम्बोदरि ! भूषणविषधरि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ २ ॥

ईश्वरकेशव- रुद्रकमलभव-
शिरसि सदाशिव उदवसितम् ।
हे त्रिपुरेश्वरि, भवसागरतरि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ ३ ॥

चन्द्रमुकुटवति ! लोहितभास्वति !
वेदभुजे नतमार्त्तहतम् ।
हे भुवनेश्वरि, सुरकुलशङ्करि,
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ ४ ॥

मातर्भैरवि ! दुरिततिमिररवि
रङ्घिरजो हरिगिरिशनुतम् ।
सेवकहितकरि ! शङ्करसहचरि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ ५ ॥

छित्वा निजशिर आपिबसि रुधिर-
मसिहस्ताहवाभा पतितम् ।
रतिमदनोपरि पदमर्द्दनकरि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ ६ ॥

धूमावति सति, भक्षित-निजपति !
रथमारोहसि करटयुतं ।
तनुरुचिधूसरि ! कलहमोदकरि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ ७ ॥

धृतरिपुरसने ! पीतकवसने
जहि गदया द्विषतामयुतम् ।

प्रणतदयाकरि ! बगले जित्वरि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ ८ ॥
पाशाङ्कुशमसि खेटं प्रवहसि,
हंसि रिपुं शुचिरोषहुतम् ।
मातङ्गि कदरि-विदलनकुञ्जरि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ ९ ॥
द्विरदचतुष्टय-विधृतकनकमय-
कलशैः स्नापनमाचरितम् ।
कमले गत्वरि ! हरिधृतितस्करि !
जय शिवसुन्दरि पाहि सुतम् ॥ १० ॥
श्रीविजयार्थं विशदसदर्थं
द्विज जयचन्द्रकृतं स्तुतिगीतम् ।
कृतनतिपठितं सुस्वरघटितं
त्रिविधा विद्या वितरति नियतम् ॥ ११ ॥

---

## কার্য্য কুশলতা।

বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এবং বর্ণাশ্রমগুরু সন্ন্যাসী উভয়েই শাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জনসমাজে উপদেশ প্রদানের উপযুক্ত। ব্রাহ্মণ মাত্রেরই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুরক্ষা, সমাজোন্নতি, ধর্ম্মাভ্যুদয়, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে এবং প্রবৃত্তি মার্গ সম্বন্ধীয় সমস্ত অধিকারের উন্নতির নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দানের অধিকার আছে। চতুর্থাশ্রমপ্রাপ্ত সন্ন্যাসিগণ কর্ম্মযোগ প্রচার, জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং নিবৃত্তি মার্গীয় অধিকার সমূহের প্রচার করণার্থ বেদাজ্ঞা দ্বারা নিযুক্ত; সুতরাং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীরই ধর্ম্মোপদেশ বিজ্ঞানের যাবতীয় রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। (১)

বক্তা সন্ন্যাসীই হউন্ অথবা গৃহস্থই হউন্ স্বয়ং চরিত্রবান্ না হইলে উঁহার উপদেশে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। অন্তর্ভাবের সহিত শব্দের অতি ঘনিষ্ট একত্ব সম্বন্ধ ইহা ব্যাকরণ এবং নিরুক্ত সিদ্ধ; অতএব কোন বক্তা বিশেষ বক্তৃতাশক্তিসম্পন্ন হইলে বাক্‌চাতুর্য্য দ্বারা শ্রোতৃগণকে একেবারে মোহিত করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু যদি স্বয়ং চরিত্রবান্ হন, তাহা হইলে উঁহার উপদেশ দ্বারা মনুষ্যের চরিত্রের উপর স্থায়ী প্রভাব হইবে। অন্যথা উঁহার বক্তৃতা বন্ধ্যা স্ত্রীর ন্যায় প্রথম মনোমুগ্ধকর হইলেও অন্তে স্থায়ী ফলপ্রদ হইবে না। এইজন্যই উপদেশদাতার পক্ষে স্বকীয় এইরূপ যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রথমে বিচার করিয়া লওয়া উচিত। উপদেশ দান কার্য্য ভগবৎ কার্য্য। কারণ মন্দমতি জীবকে অন্তর্জ্জগতে অগ্রসর করত স্বরূপোন্মুখ করা পরমাত্মারই কার্য্য এবং এই কার্য্যের সহায়রূপ কার্য্য ভগবৎকার্য্যই হইয়া থাকে। এই হেতু ধর্ম্মোপদেশকগণের নিজ নিজ দায়িত্বের গুরুত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। বিশেষতঃ অর্থ, বিদ্যা এবং অভয় নামক ত্রিবিধ দানের মধ্যে অভয় দানই শ্রেষ্ঠ এবং অভয়দানের মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ দান ও দীক্ষা দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপদেশদাতৃগণের স্বীয় পদের এই মহত্ব সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা উচিত। (২)

বেদে আচার্য্য এবং গুরু এই দুই শব্দ পাওয়া যায়, আধুনিক দীক্ষাদানাদির অধিকার এই দুই অধিকারেরই সহায়। আচার্য্য এবং গুরুর সাধারণ লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি দীক্ষাদানযোগ্য গুরু পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এ বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা লাভ করা উচিত। গুরু পদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পদাভিলাষী ব্যক্তি যতদিন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং মন্ত্র-হঠ-লয়-রাজ নামক যোগ চতুষ্টয়ের লক্ষণ, সাধনক্রম, ক্রিয়াসিদ্ধাংশ এবং রহস্য পরিজ্ঞাত না হন, যতদিন ইঁহার মনুষ্য পরীক্ষা এবং অধিকার নির্ণয় শক্তি না হয় এবং নিরপেক্ষ বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনাবিজ্ঞান ও সগুণ পঞ্চ দেবোপাসনা রহস্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হন, এবং যতদিন ইনি স্বয়ং বিষয়-বৈরাগ্যসম্পন্ন, তপস্বী, ভক্তিবান্, কর্ম্মযোগী এবং জ্ঞানারূঢ় না হইতে পারেন, তত দিন এই মহাপদবী লাভের

যোগ্যতা ইহার হইতে পারে না এবং তত দিন এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। অধিকন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহে পূর্ণজ্ঞান লাভ করুন্ বা না করুন্ যথাসম্ভব এবং যথাশক্তি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। (৩)

আধুনিক পৌরাণিক, কথকথক অথবা উপদেশকাদির উপদেশ প্রদানরীতি প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যগণের রীতিরই সহায়। গুরু এবং আচার্য্য এই দুই অধিকারের ভেদ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্যের যে যে লক্ষণ হওয়া উচিত সেই সমস্ত লক্ষণ ধর্ম্মোপদেশকগণের মধ্যে যাহাতে হয় সেজন্য তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। বেদ এবং বেদসম্মত সমস্ত শাস্ত্রের রহস্য জ্ঞান, বর্ত্তমান দেশকাল জ্ঞান, শাস্ত্রোক্ত ত্রিগুণ ত্রিভাব এবং সপ্ত জ্ঞান ভূমি অনুসারে দার্শনিক বিজ্ঞান রহস্য বোধ, পুরাণাদি শাস্ত্রের ত্রিবিধ ভাষা এবং ধর্ম্ম ও তদঙ্গোপাঙ্গ সমূহের রহস্য বোধ ইত্যাদি গুণ আচার্য্যের অবশ্য হওয়া চাই। সুতরাং ধর্ম্ম বক্তারও ঐ সকল বিষয়ে যোগ্যতা পূর্ণভাবে না হউক স্বশক্তি অনুসারে যথাসম্ভব হওয়া উচিত। সন্ন্যাসাশ্রমধারী মহাত্মা এবং সাম্প্রদায়িক আচার্য্যকোটিপ্রবিষ্ট মহজ্জনের ব্যাসাসনে আসীন হইয়া স্বমর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক গাম্ভীর্য্যের সহিত ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া উচিত। অন্যান্য ধর্ম্মবক্তাগণেরও যথাদেশকালে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাখ্যা করত লোকোপকার ব্রতে নিযুক্ত থাকা উচিত। গুরুদেবের উপদেশ বেদ সদৃশ 'প্রভুসম্মিত'। সন্ন্যাসী এবং সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের উপদেশ পুরাণাদি শাস্ত্র সদৃশ 'মিত্রসম্মিত' এবং অন্যান্য ধর্ম্মবক্তাগণের উপদেশ কাব্যাদি শাস্ত্র সদৃশ 'কান্তাসম্মিত'। (৪)

ধর্ম্মের বিস্তৃত স্বরূপ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মের অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সমূহের সাধারণ রহস্য সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবক্তারই পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। প্রধানতঃ ধর্ম্মের তিন অঙ্গ যথা যজ্ঞ, তপ এবং দান। যজ্ঞের সাধারণতঃ তিন অঙ্গ যথা কর্ম্মযজ্ঞ, উপাসনাযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ। এইহেতু বেদ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত। যজ্ঞধর্ম্ম সর্ব্বপ্রধান এবং ব্যাপক। কর্ম্মযজ্ঞ প্রধানতঃ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং দ্বিতীয়তঃ অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতরূপে বিভক্ত। উপাসনাযজ্ঞ মন্ত্র-হঠ-লয়-রাজনামক যোগচতুষ্টয়ানুসারে চতুর্ব্বিধ বিজ্ঞানযুক্ত এবং সগুণ নির্গুণভেদেও বহু প্রকার, তন্মধ্যে, সাধারণ সংখ্যা পাঁচ প্রকার যথা ব্রহ্মোপাসনা, সগুণ পঞ্চোপাসনা লীলাবিগ্রহ অর্থাৎ অবতারোপাসনা, ঋষিদেব পিতৃ উপাসনা এবং ভূতাদি উপাসনা। জ্ঞান যজ্ঞ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ভেদে তিনপ্রকার। ত্রিবিধ যজ্ঞের এই সাধারণ ভেদ বর্ণিত হইল, ইহাদের অবান্তর ভেদ বহুপ্রকার এবং গুণত্রয় ভেদানুসারে প্রত্যেক যজ্ঞ ত্রিভেদাত্মক হইয়া থাকে। তপ ধর্ম্ম কায়িক বাচিক এবং মানসিক রূপে ত্রিধা বিভক্ত। এই তিনই পুনরায় ত্রিগুণ অনুসারে ত্রিভেদ ভিন্ন। দানধর্ম্ম—অর্থদান, বিদ্যাদান ও অভয়দান রূপে তিন প্রকার। ভূমি, ধন, কন্যা, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত দানই অর্থদানের অন্তর্গত। সকল প্রকার দানই গুণত্রয়ভেদে ত্রিবিধ। পুরুষ এবং নারীধর্ম্ম বিষয়ে ইহাই বিজ্ঞান সিদ্ধ যে, পুরুষ ধর্ম্ম যজ্ঞপ্রধান এবং নারীধর্ম্ম তপঃপ্রধান। যজ্ঞ মহাযজ্ঞ বিষয়ে অতিগূঢ় বিজ্ঞান অন্তরূপ *; ব্যক্তিগত সর্ব্ব ধর্ম্মাঙ্গকে যজ্ঞ এবং সমষ্টি জীবের কল্যাণার্থ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকে মহাযজ্ঞ বলে। উল্লিখিত বর্ণন দ্বারা ধর্ম্মাঙ্গ সমূহের কিছু রহস্য প্রকটিত হইবে। এই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গের প্রত্যেকের সহায় সাধনসমূহই উপাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এইরূপে ধর্ম্মলক্ষণ এবং উহার অঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের রহস্য অবগত হইয়া বক্তাগণের ধর্ম্মাভ্যুদয়ার্থ যত্ন করা উচিত। উপরি-উক্ত অঙ্গোপাঙ্গসমূহের যথাক্রম বোধ দ্বারা ইহাই প্রকাশ হইবে যে, পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়, ধর্ম্ম পন্থ অথবা মতই সনাতন ধর্ম্মের কোন না কোন জ্যোতি লইয়া উদ্ভাসিত এবং ইহারই অঙ্গোপাঙ্গের ছায়াবলম্বনে উহাদের ধর্ম্মসাধনপদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে। (৫)

কোন নবীন জাতিকে উন্নত করিবার নিমিত্ত বিশেষ বিচারের আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু প্রাচীন সংস্কারযুক্ত

* গ্রন্থকার প্রণীত পঞ্চমহাযজ্ঞ নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অনাদিসিদ্ধ আর্য্যজাতির অভ্যুদয়সম্পাদানার্থ বিশেষ বিচারও চিন্তার আবশ্যকতা আছে। প্রথমতঃ এই জাতিকে এরূপ ভাবে বুঝাইতে হইবে যে "তুমি কি ছিলে এবং কি হইয়া গিয়াছ; তোমার পূর্ব্বজগণ কিরূপ জগৎপূজ্য ছিলেন এবং জগতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ করিয়াছিলেন; প্রাচীন কালে তোমার মহিমা কিরূপ ভুবনব্যাপী ছিল এবং যতদিন পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের আবির্ভাব এই পবিত্র ভারত ভূমিতে ছিল, তত দিন তুমি কিরূপ একতা, সুখ, সম্পত্তি, শান্তি ও অভ্যুদয়ের অধিকারী ছিলে এবং পূজ্যচরণ মহর্ষিগণের তিরোভাবের পর বৌদ্ধ-বিপ্লব, যবন বিপ্লব আদি দ্বারা তুমি কিরূপ হীনবল হইয়া গিয়াছ। এখন আপনার দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং দেখ যে তুমি সিংহ, মেষ নহ।" এইরূপে পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া এই জাতির অবসাদ দূর করণার্থ যত্ন করা উচিত। কিরূপে এই জগদ্‌গুরু জাতি জগতে দাস জাতি হইয়া গিয়াছে! সমস্ত জ্ঞানজ্যোতির বিস্তার যে ভারতে হইয়াছিল, সেই ভারত আজ কিরূপে অজ্ঞানের আগার হইয়া গিয়াছে! এই সমস্ত ইতিবৃত্ত হৃদয়ঙ্গম করাইয়া হিন্দু জাতির ঘোর তমোনিদ্রা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মবক্তাগণের সর্ব্বদা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। (৬)

আর্য্য পুরুষগণের ধর্ম্মের মূলভিত্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং আর্য্যনারীগণের ধর্ম্মের মূলভিত্তি এক পতিব্রতরূপী সতীত্ব ধর্ম্ম। পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতের মধ্যে এই দুই গুণের অভাব এবং ইহা কেবল সনাতন ধর্ম্মেরই অসাধারণ বিভূতি। সুতরাং ধর্ম্মবক্তাগণের সর্ব্বপ্রথমে এই দুই বিষয়ের উপর স্থিরলক্ষ্য হইয়া উপদেশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আর্য্য-জাতির মধ্যে যতদিন এই দুই সংস্কারের দৃঢ়তা থাকিবে, ততদিন এই জাতির জাতিগত জীবন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আর্য্যজাতির সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত, যাহাতে এজাতির মধ্য হইতে সদাচার লুপ্ত না হয়। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম এবং সতীত্ব ধর্ম্মের দৃঢ় সংস্কার শিথিলতা প্রাপ্ত না হইতে পারে, যাহাতে ইহার মধ্য হইতে ব্রহ্মতেজ, ক্ষাত্রতেজ, ব্রহ্মতেজ নির্গম-রূপী যোগমৃত্যু এবং ক্ষাত্রতেজ নির্গমরূপী যুদ্ধমৃত্যুর অতীব কীর্ত্তিকর এবং পরম নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়কর সংস্কার লুপ্ত না হয়, যাহাতে ইহার মধ্য হইতে জগৎপূতকর নিষ্কামব্রতের দৃঢ় সংস্কার, সর্ব্ব জীবহিতকারিতা এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণের উপর অনুকম্পারূপী উদারভাবের লোপ না হয়, আর ইহার মধ্য হইতে বিষয়-বৈরাগ্য ও সর্ব্ব দেশকাল পাত্রে আত্মদৃষ্টি ধ্বংসমুখে প্রেরিত না হইতে পারে। (৭)

যখন কোন মনুষ্যজাতি অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন উহার মধ্যে দোষদৃষ্টিভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যখন কোন জাতি উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, তখন উহার মধ্যে গুণগ্রাহিণী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা স্বভাব-সিদ্ধ যে, অবনতি-প্রমুখ জাতির মধ্যে স্বার্থপরতা এবং উন্নতি অভিমুখীন জাতির মধ্যে নিষ্কাম প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অধোগমনোন্মুখ জাতির মধ্যে শিল্প-নৈপুণ্য কলা কৌশলাদি আধিভৌতিক উন্নতির বিলোপ এবং ঊর্দ্ধগমনোন্মুখ জাতির মধ্যে বুদ্ধিপরিপক্ককারী উল্লিখিত লক্ষণসমূহের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। পতনোন্মুখ জাতির মধ্যে অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধীয় উন্নতির লক্ষণভূত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং দার্শনিক জ্ঞানাদির অনাদর এবং উন্নতি পথবাহিগণের মধ্যে এ সকলের বিকাশ দৃষ্ট হয়। যখন কোন মানব-সমাজের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়, তখন উহাতে নিয়ম বদ্ধতা (Discipline) এবং অনুশাসন ব্যব-স্থার (Organisation) অভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং উন্নতি-কারী সমাজের মধ্যে এ সকল গুণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সকল প্রকার ধর্ম্মবক্তা এবং উপদেশকগণের মনুষ্যজাতিগত উপরি-উক্ত অবনতি এবং উন্নতিকারী লক্ষণ সমূহের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বক্তৃতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং যাহাতে নিজ নিজ জাতির মধ্য হইতে অবনতিকারক লক্ষণ সমূহ দূরীভূত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। (৮)

বিদ্যা জ্ঞান-জননী। যাহা দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় তাহাকে বিদ্যা বলে। কেবল কলা কৌশল, পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়না। কেবল বক্তৃতোপায়মূলক বাক্‌চাতুর্য্য, অর্থ-সংগ্রাহিকা বুদ্ধি, অথবা যুদ্ধ কৌশল দ্বারা দেশ দেশান্তর জয়-শক্তি লাভ করিলে বিদ্যা হয় না। কেবল ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, দার্শনিক যুক্তি কুশলতা দ্বারা দম্ভযুক্ত হইয়া সভাজয়করণ-শক্তি, সংস্কৃত প্রাকৃতাদি ভাষায় যোগ্যতা

অথবা রাজসিক শিক্ষা দ্বারা উচ্চ রাজপদ লাভ করিলে বিদ্যা প্রাপ্তি হয় না। এই সকলকে প্রকারান্তরে শিল্প এবং কলাই বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ বিদ্যার লক্ষণ অন্য প্রকার। যে বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যের দৃষ্টি অন্তর্জ্জগতের অভিমুখীন হয়, যাহা দ্বারা মনুষ্য ধার্ম্মিক এবং বিষয় বিরক্ত হইয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় এবং যাহা দ্বারা মনুষ্যের হৃদয়ে সত্ত্বগুণোপচয়ে আত্মজ্ঞান বিকশিত হয় উহাই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা পদবাচ্য। এই সমস্ত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বক্তাগণের উপদেশ প্রদান কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে যাহাতে প্রজা মাত্রের মধ্যে সার্ব্বজনিক শিক্ষা বিস্তৃত হয় এরূপ বিচার থাকা উচিত। পুরুষশিক্ষা বিষয়ে এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যাহাতে বাল্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করত পুরুষগণ দেশকালজ্ঞাতা, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্, কার্য্যকুশল, স্বদেশপ্রেমী, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পক্ষপাতী এবং নিষ্কাম ব্রতপরায়ণ হইতে পারে। নারীধর্ম্ম কেবল তপঃপ্রধান, এই নিমিত্ত উঁহাদের মধ্যে এরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত যাহাতে নারীগণের মধ্যে সতীত্ব ধর্ম্মের সংস্কার বালিকাবস্থা হইতেই দৃঢ় হইয়া যায় এবং উঁহারা নিজ শরীরকে পূর্ণভাবে পবিত্র রাখিয়া সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে পারে। সূত্রভূত এই সমস্ত বিষয়ের উপর উপদেশক মাত্রেরই লক্ষ্য থাকা উচিত। (৯)* (ক্রমশঃ।)
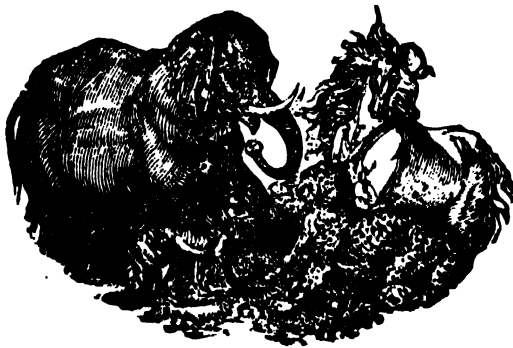
* শ্রীমহামণ্ডল স্থাপিত উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য যে উপদেশ পারিজাত নামক সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার এক অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ।

# ঋষি মধুচ্ছন্দা।

(ঋগ্বেদ ১।১।১——————১।১।১০)

আর্য্যশাস্ত্রে প্রকাশ মহর্ষি মধুচ্ছন্দা বিশ্বামিত্রের পুত্র, ইনি কখনকার লোক তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য, তবে তিনি যে দশহাজার বৎসরের পূর্ব্বকার লোক তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা—দুর্ভাগা ভারতবাসী বহুশতাব্দী হইতে জাতীয়তা, আত্মসম্মান ইত্যাদি ভুলিয়া গিয়াছি, সহস্র সহস্র অতীত শতাব্দীর নির্য্যাতনে বহুশতাব্দীর পরাধীনতায় আমরা এমন অসংখ্য রত্ননিচয় হারাইয়াছি যাহা পাইলে মানবের জ্ঞানবিজ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রী দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইত! বহু সহস্রাব্দীর ধ্বংসের পর বৈদিক আচার্য্যগণের যে কয়েকটী পংক্তি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কুড়াইয়া লইতে পারিলে তাহা হইতে এমন অসংখ্য রত্ননিচয় প্রস্তুত হইতে পারে যাহা একদিন পৃথিবীর গৌরবদৃপ্ত মাধ্যাহ্নিকললাটে উজ্জ্বল ভাস্করের মত ঝলসিত হইবে।

কালের স্রোতের সহিত ভাসিতে ভাসিতে মধুচ্ছন্দার যে কয়েকটী পংক্তি আমাদের হস্তগত হইয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতায় মধুচ্ছন্দার কেবল মাত্র ১০টী সূক্ত দেখিতে পাই; তন্মধ্যে অগ্নি সম্বন্ধে ১টী, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি সম্বন্ধে ১টী, বায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে ১টী, ইন্দ্র সম্বন্ধে ৬টী এবং ইন্দ্র ও মরুৎগণ সম্বন্ধে ১টী সূক্ত দেখিতে পাই; এই সূক্ত গুলিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিপুল স্বজাতি প্রেম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়; বহু সহস্রাব্দীর জ্ঞানপিপাসু মানব, মধুচ্ছন্দার এই অনুপম দেববাক্যামৃতপান করিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজও তাহা চির নবীন রহিয়াছে!

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা দেবীর প্রসাদে এদেশে তার্কিকের অভাব নাই; এজন্যই বৈদিক ঋষিগণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল বোধ করি-

তেছি—হয়ত অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন—আত্মতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি জড় পদার্থ সমূহের স্তুতি গানেই সন্তুষ্ট হইতেন কেন? বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক যাবতীয় কার্য্য কারণের একমাত্র মূলীভূত কারণ সেই পরমপুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া জড় পদার্থ গুলির স্তুতি গানের এত ঘটা করিলেন কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে জানিয়া রাখিতে হইবে—'হিন্দুরা একটা অতি বড় দার্শনিক জাতি; হিন্দুদিগকে এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যতগুলি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় তাহার প্রত্যেকটি দর্শন শাস্ত্রের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ নির্ভুল মীমাংসায় মীমাংসিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুদিগের বহুবিধ দেবদেবীকল্পনার ভিতরেও বিপুল বিজ্ঞান নিহিত আছে; পাঠকগণ অবশ্যই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, গীতায় ১০ম অধ্যায়ে এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর উক্ত হইয়াছে এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সংক্ষেপতঃ ইহাই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু শক্তিমান্, যাহা কিছু বৃহৎ তাহাই আমি; বৈদিক আচার্য্যগণ প্রকৃতির শক্তিমান্ পদার্থগুলি উপাসনা করিতেন কেন ইহা বুঝিতে হইলে শ্রীভগবানের এই উক্তিটা (গীতা ১০ম অঃ) বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। আর ঋষিগণ মন্ত্রকর্ত্তা নহেন, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা এবং বেদ বা শ্রুতি ঈশ্বরবাক্য সুতরাং অপৌরুষেয়, সেই সমস্ত বেদ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রকৃত সাক্ষাৎ ঋষিগণেরই হইয়াছিল; এইনিমিত্ত প্রতি মন্ত্রেরই পৃথক্ পৃথক ছন্দঃ ও দেবতার ন্যায় ঋষিগণও পৃথক্ পৃথক্ বিনিয়োগে উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু, হোতা ও ঋত্বিক্ নামে প্রসিদ্ধ হইতেন।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই 'বেদ কি'? কথাটা লইয়া একটু আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। যাহা হইতে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বেদ (বিদ্‌ধাতু হইতে) সুতরাং বেদ শুধু জ্ঞানীর জন্য নহে, উহা ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, মেধাবী, অমেধাবী, সকলেরই জ্ঞানলাভের সহায়তা করে। মোটের উপর ইহা জানিলেই চলিবে যে, সকল শ্রেণীর সকল প্রকার সাধকই 'বেদ' হইতে 'বিদ্বান্' হইতে পারিবেন। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা দেবীর প্রসাদে মাতৃগর্ভস্থ শিশুও যোড়করে বলিয়া থাকে—"হে নিরাকার পরম পিতা! তোমার অভয় হস্তে আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও।" অর্থাৎ এখন অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই সকলই 'নিরাকার পরম পিতা'র উপাসক; সভ্যতা দেবীর কৃপায় আজকালকার দিনে দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও "পোলাও মাংস" খাওয়াইয়া সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখান হইতেছে! কিন্তু বৈদিক যুগে এমন অদ্ভুত উপাসনা প্রণালী ছিল না। আচার্য্যগণ লোক বুঝিয়া শক্তি বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন; সেই লোকহিতকরী পরমা শুভঙ্করী ব্যবস্থার ফলেই ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মানুষ যেমন এক লম্ফে হিমালয়ের দুরারোহ শিখরে উঠিতে পারে না, তেমনি এক লম্ফেই আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতম সোপানেও উঠিতে পারে না। এইজন্যই ঋষিগণ শক্তি অনুসারে ব্যবস্থা করিতেন, ক্ষেত্র বুঝিয়া বীজ বপন করিতেন; এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর নাম পাওয়া যায় এবং এইজন্যই ঋষিগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির উপাসনা করিতেন।

আমরা চারিদিকে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাতেই পরম পিতা মঙ্গলময়ের সত্তা নিহিত আছে; অতএব সাধনমার্গে প্রথম প্রবেশাভিলাষী সাধকের পক্ষে দৃশ্যমান পদার্থ গুলিতেই পরম পুরুষের বিকাশ অনুভব করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণা করা সহজ; এই বোধেই বৈদিক আচার্য্যগণ সাধনমার্গে প্রথম প্রবেশাভিলাষী সাধকের পক্ষে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু বরুণ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর অবতারণা করিয়াছেন। অতএব বোধ হয় আর কেহ বৈদিক ঋষিগণকে জড়োপাসক বলিয়া পাণ্ডিত্যের অপব্যবহার করিবেন না এবং প্রগল্‌ভের মত বৈদিক ঋষিগণের ভ্রম সংশোধনে প্রয়াস পাইবেন না।

মহর্ষি মধুচ্ছন্দা নয়টী সুধাময় ললিত ছন্দাত্মক শ্লোকে অগ্নি-স্তোত্র প্রকাশ করিয়া মানবের জ্ঞান গোচর করিয়াছেন।—তাঁহাই ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত।—

যজ্ঞস্থলী সজ্জিত, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছে! বহু-

দর্শী প্রতিভার বরপুত্র ব্রহ্মজ্ঞানী ঋত্বিক্‌গণ চারিদিকে উপবিষ্ট আছেন, যজ্ঞে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও আহরণ করা হইয়াছে। এমন সময় সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মহর্ষি মধুচ্ছন্দা শ্রেষ্ঠ ঋত্বিকের—উদ্‌গাতার আসনে উপবিষ্ট হইলেন! মহর্ষির অমৃত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—

**अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।**
**होतारं रत्नधातमम् ।**

অগ্নি যজ্ঞ-পুরোহিত, দেবগণের আহ্বানক্ষম ঋত্বিক্ এবং যথেষ্ট রত্নধারী, অতএব আমি অগ্নির স্তুতি করি।

ঋষি দেখিলেন—ভ্রান্ত জীব, মোহ বিপাকে পড়িয়া এদিক ওদিক যাইতেছে, অন্ধকার গৃহ-নিরুদ্ধ পথিকের মত কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—প্রকৃত পথ পাইতেছেনা! সুতরাং তাহার নিকট ব্রহ্ম-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা বিড়ম্বনা মাত্র,—তাই মানব সর্ব্বদা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহাতেই ব্রহ্ম-সত্ত্ব আরোপ করিয়া বলিলেন—

**अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत ।**
**स देवाँ एह वक्षति ।**

অগ্নি প্রাচীন ঋষিগণের স্তুতিপাত্র অর্থাৎ উপাস্য ছিলেন, এই নূতন ঋষিগণেরও উপাস্য, তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন!

আবার ঋষি যখন দেখিলেন—জীব, প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় ছুটাছুটি করিতেছে! প্রবলা কামনার প্রচণ্ড আঘাতে বিশ্বময় মহাকোলাহল সৃষ্টি করিয়াছে! তখন জীবের শতকামনাস্রোতকে একমুখী করিবার নিমিত্ত ঋষি অভয় কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—

**अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिवे ।**
**यशसं वीरवत्तमम् ।**

উপাস্য অগ্নি দ্বারা দিনে দিনে বর্দ্ধমান বহুবিধ ধন লাভ ও তদ্দ্বারা অনেক বীর পুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

মধুচ্ছন্দা এইরূপে সকাম সাধনায় নিষ্কাম হইবার পথ প্রশস্ত করিলেন। নিয়তভ্রান্ত কালানলবিদগ্ধ মানবকে কামনার দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করিলেন।

ঋষি আবার যখন দেখিলেন—স্বাভাবিক দুর্ব্বল হৃদয় মানব সকাম সাধনাতেও ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে! ঈপ্সিতবস্তু না পাইয়া ক্রমশঃ অবিশ্বাসী হইতেছে! তখন আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

**स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ।**
**सचस्वा नः स्वस्तये ।**

"পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য তুমিও আমাদের প্রতি সেইরূপ হও এবং মঙ্গল সাধন জন্য আমাদের নিকটে থাক। অর্থাৎ আমরা অশক্ত ও ভ্রান্তজীব, তোমার সাধনা করিতে পারিনা; সুতরাং তুমি পিতার ন্যায় স্বতঃই স্নেহ পরবশ হইয়া আমাদের অধিগম্য (সুলভ) হও।

এইরূপে মধুচ্ছন্দার প্রতিভায় সকাম সাধনায় কামনা নির্ব্বাণের উপায় পৃথিবীতে প্রথম প্রচারিত হইল! জগতের মনীষিগণ মত্ত মধুপের ন্যায় মধুচ্ছন্দার মধুচক্রের দিকে ধাবিত হইলেন ঋষির প্রতিভা ধন্য হইল, এইরূপে মধুচ্ছন্দা সকাম সাধনায় নিষ্কাম লাভের উপায় প্রচারিত করিয়া অগ্নিস্তোত্র সমাপ্ত করিলেন!

মধুচ্ছন্দার বায়ুস্তোত্র।

ঋষি যে অবিনশ্বর সম্পত্তির অধিকারী, ঋষি হৃদয়ে যে অপার আনন্দ অহর্নিশ বিরাজ করিতেছে, আমরা ভ্রান্তজীব তাহার কণিকা মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারি না; সর্ব্বজ্ঞ ঋষি যখন দেখিতে পাইলেন—আকাশে মেঘ খেলিতেছে—প্রাভাতিক লোহিত-রাগরঞ্জিত মেঘগুলি বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, অমনি বিভুপ্রেমবিভোর ঋষি আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন, প্রত্যেক বায়ু তরঙ্গে জগৎপাতার অসীম শক্তি উপলব্ধি করিয়া তন্ময় চিত্তে বলিয়া উঠিলেন—

**वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः ।**
**तेषां पाहि श्रुधी हवम् ।**

"হে দৃশ্যমান বায়ু! আইস, অভিষুত সোম পান কর!

**ইন্দ্রবায়ু ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতম্ ।**
**ইন্দবো বামুশন্তি হি ।**

"বায়ু ও ইন্দ্র! ( বর্ষনার্থক ইন্দ্‌ ধাতু হইতে সুতরাং ইন্দ্র-বৃষ্টিদাতা আকাশ! ) সোমরস প্রস্তুতীকৃত, অতএব অন্ন লইয়া আইস।"

এই মহাবাক্যেও ঋষি সকাম নিষ্কাম উভয়বিধ সাধককেই ঋণী করিয়াছেন। যাঁহারা নিষ্কাম তাহাদের জন্য ব্যাখ্যা করিলেন—

**অশ্বং মঘনে বয়ো ভিজ্যুঃ।**

আর যাহারা কামনার পাশ এখনও ছিঁড়িতে পারেন নাই তাহারা ইন্দ্রের নিকট অন্নই প্রার্থনা করিলেন। এই রূপে বৈদিক ঋষিগণ বেদের প্রত্যেক মহাবাক্য দ্বারা সকাম নিষ্কাম উভয়বিধ সাধকের সাধন পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

ঋষি আবার যখন দেখিলেন—ভ্রান্তজীব সকাম সাধনায় ক্রমে কামনার ঘোর পঙ্কে লিপ্ত হইতেছে! নিবৃত্তি-মার্গ হইতে প্রবৃত্তির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইতেছে,—তখন জীবের কামনানল-বিদগ্ধ-ক্লেশ রাশি নিরীক্ষণ করিয়া ঋষি-হৃদয় গলিয়া গেল!—অমনি উচ্চৈঃস্বরে মাভৈঃ-বাণী উচ্চারণ করিলেন—

**মিত্রং হুবে পুনবক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্ ।**
**ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ।**

"হে মিত্র ও বরুণ তোমরা 'ঋত' অর্থাৎ 'সত্যকে' বর্দ্ধিত কর। সত্য-ফল প্রদান কর।

ঋষি যখন দেখিলেন—জল সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইতেছে ও পরিশেষে বারিধারা রূপে ভূ-পতিত হইয়া, রবিকর-তপ্ত অবনীমণ্ডল সুশীতল করিতেছে, বৎসর বৎসর এই বিরাট পৃথিবীকে ধন-ধান্য-পূর্ণ মরকত-প্রভা-শ্যামায়মান করিয়া তুলিতেছে, অমনি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গাহিয়া উঠিলেন—

**কবিনো মিত্রাবরুণা নু বিজাতা উরুক্ষয়া ।**
**দক্ষং দধান অপসম্ ।**

"মিত্র ও বরুণ ( বৃষ্টিদাতা আকাশ বা জলাধিষ্ঠাতা দেব ) মানবের হিতার্থেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জীবের আশ্রয়হেতু এবং আমাদের বল ও কর্ম্ম পোষণকারী।"

এইরূপে মহর্ষি মধুচ্ছন্দা সাকার-নিরাকার, সকাম-নিষ্কাম উপাসনায় ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে এক নবভাবের অবতারণা করেন।

ঋষি যখন দেখিলেন—জীব ক্রমশঃই দুর্ব্বল এবং কর্ম্ম বন্ধনে জর্জ্জরিত হইতেছে! তখনই সকাম সাধনার পথ আবিষ্কৃত করিলেন। স্বাভাবিক দুর্ব্বলহৃদয় মানব প্রথমেই নিষ্কাম হইতে পারে না; বিচার করিয়া ভোগের দ্বারা বাসনা নিবৃত্তি করিতে হয়;—তাই বাসনা-বন্ধন-বদ্ধ-জীবকে উপদেশ দিলেন—

"অজেয় এবং মেধাবান্ ইন্দ্রের নিকট যাও, তিনি তোমার বন্ধুদিগকে ( তোমার সতীর্থ উপাসক দিগকে ) বহুতর ধন দান করেন।"

"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই যজ্ঞে এস, সোম পান কর,—কেন না তুমি ধনশালী" সন্তুষ্ট হইয়া গাভী দান কর।

"এই মহতী পৃথিবী হইতে অথবা বহুদূর বিস্তৃত আকাশ হইতে আমরা ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করি।"

ইহা মধুচ্ছন্দার সকাম সাধনা; ঋষি এই অমৃতময়ী সাধনাবলে মানব-হৃদয়কে কামনার অনন্ত বারিধি বক্ষ হইতে উত্থিত করিয়া বাসনার ক্ষুদ্র তড়াগে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে নিষ্কাম যোগ অভ্যাস করাইয়া মুক্তি-মার্গে পৌছাইলেন।

মহর্ষি মধুচ্ছন্দা যে কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার স্বজাতি প্রেম এবং স্বধর্ম্ম ভালবাসা নামকও একটি প্রবলা বৃত্তি আমরা তাঁহার হৃদয়ে দেখিতে পাই।

ঋষি কেবল নিজের জন্য নহে, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজের জন্যও উখাস্তের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

শত্রুরা না পারে যেন করিতে আঘাত
হে স্তুতি ভাজন!

তুমি হে ক্ষমতাশালী আমাদের বধ
কর নিবারণ।

মধুচ্ছন্দা যে শুধু ভীরুস্বভাব ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা নহে, তিনি এক দিকে যেমন সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রহ্মর্ষি ছিলেন, অপর দিকে তেমনি ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন প্রসিদ্ধ বীরও ছিলেন, তিনি কোনও যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন কিনা আমরা তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারিব না; কিন্তু ইহাঁর যে প্রবল ক্ষাত্র-তেজ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, এই তেজস্বী বিপ্র কি বিপুল তেজের সহিত বলিয়াছেন—

"হে ইন্দ্র! আমাদিগকে এমন ধন দান কর, যে ধন দ্বারা নিযুক্ত সৈন্যদের অবিশ্রান্ত মুষ্ট্যাঘাতে আমরা শত্রুদিগকে পরাভূত করিতে পারি।"

"আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রুদিগকে পরাভূত করিব।"

"আমরা সৈন্যাচ্ছাদিত শত্রুদিগকেও জয় করিতে পারিব।"

আবার পরমুহূর্ত্তেই ঋষির ব্রাহ্মণসুলভ সত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠিল, ঐশী শক্তির নিকট মানবীয় ক্ষুদ্র বল ক্ষুদ্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বিবেচিত হইল, অমনি বলিয়া উঠিলেন—

"যাহারা সমরে ব্যাপৃত থাকেন, তাহারা ইন্দ্রের আরাধনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করেন।"

"হে তেজস্বী ইন্দ্র! তোমার অব্যর্থ রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা আহবে ও গজাশ্বাদি লাভ যুক্ত মহাযুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা কর!"

"ইন্দ্র আমাদিগের সহায় এবং শত্রুদিগের ধ্বংসকারী, আমরা অল্প বহু ধনের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করি।"

"হে ইন্দ্র! আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভোগ-যোগ্য এবং শত্রুবিজয়ী প্রচুর দান কর।"

যাহারা বৈদিক আচার্য্যগণকে জড়োপাসক বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন জন্য মহর্ষি মধুচ্ছন্দার আরও ২।১টি ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি, বৈদিক ঋষি সমাজে একেশ্বর বাদ ছিল কি না এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না, অবিশ্বাসিগণ ঋষির মুখ হইতেই শুনুন।—

বিভিন্ন ফলদাতা বিভিন্ন দেবগণ সম্বন্ধে যে সকল স্তুতি প্রযোজ্য হয় তাহা বজ্রধারী ইন্দ্রের।

ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমরা বিবিধ ফল প্রাপ্তির জন্য যে যে দেবগণের স্তুতি করি সেই সকল স্তুতি ইন্দ্রের।

এইরূপে মধুচ্ছন্দা বৈদিক ভারতে একেশ্বর বাদের সূত্রপাত করিয়া যান।

ইহার পরক্ষণেই ঋষি বলিলেন—

হে ইন্দ্র! তোমার কর্ণ চারিদিক হইতে শুনিতে পায়।

যাঁহাদের এই মহাবাক্য শ্রবণ করিলে গীতার "অনন্ত বাহূদরবক্ত্রনেত্র" মনে পড়ে, তাঁহাদিগকে জড়োপাসক বলিতে কি জিহ্বা আড়ষ্ট হইল না! এই দুর্ভাগ্য দেশ ব্যতীত কোথাও এমন অসংযত কণ্ঠ দৃষ্ট হয় না!

এইরূপে মহর্ষি মধুচ্ছন্দা সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সকাম নিষ্কাম উপাসনায়, স্বজাতি প্রেম ও একেশ্বর বাদে ভারতের ঋষি সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। মধুচ্ছন্দার প্রতিভা ধন্য হইল।

যাহাদের সংস্কার এই যে, ভারতে কখনও বিজ্ঞানা-লোচনা হয় নাই, এস্থলে বাহুল্য হইলেও আমরা ঋষি মধুচ্ছন্দার বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া তাহাদের এই ভ্রম বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা করিব।

ঋষি নিষ্কাম ও ভগবদ্গতচিত্ত; সকলসময়েই বিভু-প্রেমের অমৃতরসে নিমজ্জিত থাকেন; কাজেই তিনি বিজ্ঞান দর্শনকে চাপা দিয়া সর্ব্বোপরি সেই পরম পিতার চিন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের মধুচ্ছন্দাও ঋষি, কাজেই তিনিও এই ঋষিধর্ম্ম এড়াইবেন কিরূপে? মানবীয় ক্ষুদ্রশক্তি ও ক্ষুদ্রজ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই ভারতীয় ঋষিসমাজে পার্থিব বিজ্ঞান নামধেয় স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ দেখিতে পাই না, তাই বলিয়া এমন কথাও বলিতে পারিনা যে, বৈদিকযুগে ভারতে পার্থিব বিজ্ঞানের আলোচনা ছিলনা, ঋষির সর্ব্বশ্রেষ্ট উপাস্য দেবশ্রেষ্ঠ-ইন্দ্রকে লইয়া একটু আলোচনা করা যাক্—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইন্দ্র, ঋষির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য দেব, যে হেতু ঋষি নিজেই বলিয়াছেন—

"আমরা ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা ভিন্ন দেবগণের যে স্তুতি করি, তাহা ইন্দ্রের।"

এখন মীমাংসা করিতে হইবে-ইন্দ্র কে? আমরা ঋগ্বেদের ভাষায় ইন্দ্রের দুইটি স্বরূপ দেখিতে পাই; ইন্দ্‌ ধাতু হইতে ইন্দ্র সুতরাং ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ; এইটি শব্দ তত্ত্ববিদ্‌গণের মীমাংসা; কিন্তু ঋষি কাহাকে ইন্দ্র বলিতেছেন পাঠকই তাহার মীমাংসা করুন!

ঋষি বলিতেছেন—

"হে নরগণ! ইন্দ্র নিদ্রায় চেতনাহীনকে চেতনা দান করিয়া ও অন্ধকারে রূপ-হীনকে রূপ দান করিয়া অর্থাৎ আলোকিত করিয়া উদিত হইতেছেন। সুতরাং ঋষি যে সূর্য্যকেই ইন্দ্রনামে সম্বোধন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেখিতে হইবে, ঋষি সূর্য্যরূপী ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া কি বলিলেন? বলিলেন—

"পৃথিবী হইতে আকাশ হইতে কিম্বা দীপ্তিমান্‌ অন্তরীক্ষ হইতে ধন প্রাপ্তির জন্য আমরা ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করি।"

পৃথিবী হইতে কি পাইবেন?—শস্যাদি; আকাশ হইতে কি পাইবেন?—বৃষ্টি; অন্তরীক্ষ হইতে কি পাইবেন? আলোক। দেখা যাক্‌ ঋষি, সূর্য্যরূপী ইন্দ্রের নিকট প্রার্থিত বস্তুর এত লম্বা হিসাব পাঠাইলেন কেন?—সূর্য্য, কিরণরাশি দ্বারা জল শোষণ করিয়া বৃষ্টি পাতিত করিতেছেন, বৃষ্টির অভাবে শস্যাদি জন্মিতে পারে না; মানুষ্যের জীবনধারণও অসম্ভব, এইজন্য সূর্য্যের নিকট শস্যরূপ ধন এবং বৃষ্টিরূপ ধন প্রার্থনা করিলেন।—আবার দেখিলেন শুধু বৃষ্টিদ্বারাও চলেনা, এই ফল-ফুলময়-তৃণ-ধান্য-শ্যামল পৃথিবীকে জীবিত রাখিতে হইলে আলোকেরও প্রয়োজন, তাই অন্তরীক্ষ হইতে আলোকরূপ ধন প্রার্থনা করিলেন।

অতএব বুঝা গেল, সূর্য্যই যে বৃষ্টির কারণ এবং এই পৃথিবীর যাবতীয় গুণই যে সূর্য্য রশ্মির উপর নির্ভর করিতেছে, বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটুকু মধুচ্ছন্দার সাময়িক ঋষিসমাজে অজ্ঞাত ছিল না। এইরূপে বৈদিক সাহিত্যাদির আলোচনায় দেখা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের বহুবিধ তথ্য যাহা আমরা 'নূতন' বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহার অধিকাংশই বৈদিক ঋষিসমাজের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। এইরূপে মহর্ষি মধুচ্ছন্দা সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দর্শনে চমৎকৃত হইতে হইবে।

আজ বহু সহস্রাব্দী অতীত হইল, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন মধুচ্ছন্দাকে বুকে লইয়া জগন্মাতা ভারত কৃতার্থ হইয়াছেন, মধুচ্ছন্দাকে পিতামহরূপে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। অতএব অদ্যকার পবিত্র প্রভাতে আমরা প্রাচীন ভারতের জয় ধ্বনি উচ্চারণ করি। আমাদের জাতীয় সাহিত্য উপেক্ষার জিনিষ নয়, আমরা জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় ইতিহাসের আলোচনায় মনোযোগী হইলে জগতের নিকট অদ্যকার মত উপেক্ষিত হইবনা। আইস আমরা প্রাণ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী,
(মহামণ্ডলের উপদেশকমহাবিদ্যালয়স্থ ছাত্র।)

## আশ্বাস।*

(৭)

ए शुभ प्रभाते सोनार भारते
उठेछे सकलि जागिया ।
सबाइ उद्योगी "महाकर्म्मयोगी"
धर्म्मव्रत सिद्धि लागिया ॥

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুল প্রচার কল্পে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিক মুখপত্রেই একটি করিয়া তত্তদ্‌ ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়; এইজন্য বাঙ্গালাভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হইল। (সম্পাদক।)

(२)

वेद विधिमत कर्त्तव्येते रत
एक मनः प्राण हृदया।
"आत्मोन्नति"नरे मिलि परस्परे
"एकतार" बीज लइया ॥

(३)

उद्योग लाङ्गले यत्न चेष्टा बले
सत्कर्म भूमि कर्षिया।
यथार्थ वपिछे यतने सिंचिछे
"एकलक्ष्य" वारि हर्षिया ॥

(४)

सौभाग्य भास्कर दानिछे स्व-कर
साधन सु-शस्य लभिया।
संयम प्रहरी दिवस शर्वरी
रयेछे साहाय रचिया ॥

(५)

सत्य धर्मबल करिया संबल
पूर्व शिक्षा दीक्षा स्मरिया।
त्यजि हिंसा द्वेष भूलि सर्व्वक्लेश
अचञ्चल धैर्य धरिया—

(६)

सबे अग्रगामी, नित्य विश्वस्वामी
दयामय ईश जानिया।
लभिते नियत सुख मनोमत
कर्म्मेर शान्ति मानिया।

स्वरूपानन्द।

---

# জাতিভেদ।

( ৪ )

ই জাতিভেদবিদ্বেষিগণ! জগতের সাম্যই যদি জাতিভেদ বিদ্বেষের কারণ হয়; তাহা উত্তম! শ্রীভগবান্ বলেন—

इहैव तै र्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।

( গীতা, ৫।১৯। )

যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা ইহ লোকেই স্বর্গ জয় করিয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সংসার দশায় পুত্র কলত্রাদি মায়ানুবদ্ধ মাদৃশ অজ্ঞান জীবের পক্ষে সেইরূপ সাম্য কি সম্ভবে? গুণাতীত ব্রহ্মভাবাপন্ন মহাত্মগণ ব্যতীত, তুমি আমি সংসারের কীট কি সাম্যের দাবি দাওয়া করিতে পারি?

জগতের মূল কারণ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, সেই গুণত্রয় ও বিষম এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়, সুতরাং কারণ স্বভাবেই, সংসারে বৈষম্য থাকিয়া যাইবে। যদি কেবল মনুষ্যজাতিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন! আমরা বলি তাহাও হইতে পারে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুমোদিত ভেদ না হয় উঠাইয়া দিন, তথাপি শিক্ষিত অশিক্ষিতে ভেদ, ধনী দরিদ্রে ভেদ, সুরূপে কুরূপে ভেদ, স্বামী-ভৃত্যে ভেদ, স্ত্রীপুরুষে ভেদ, তাহা কি কদাচ খণ্ডাইতে পারেন? না জাতিভেদ বিবর্জ্জিত কোন সুসভ্য দেশে কখনও ঘটিয়াছে? শাস্ত্রীয় জাতিভেদ ছাড়িয়া দিলেও, প্রকৃতি মানব জাতিকে বলপূর্ব্বক বৈষম্যে ফেলিয়া রাখিবে। আপনারা উদারচরিত্র ও সমদর্শী, বলুন দেখি! মেথর যদি আপনার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিতে উদ্যত হয়, তখন কি স্বাগত প্রশ্নে তাহাকে অভিনন্দন করিবেন? না সে, অর্দ্ধচন্দ্র পুরস্কারে আপ্যায়িত হইবে। খান্‌শামা যদি আপনার ভগিনীর পাণি পীড়নে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে কি তিনি, আপনাদের অভিপ্রায় লইয়া তাহার গলে বরমাল্য দিতে যাইবেন? যদি এরূপ না হয়, তাহা হইলে আর "সাম্য! সাম্য"!! বলিয়া বৃথা চীৎকার করেন কেন?

সাধারণ মনুষ্যসমাজের জাতি ভেদ এখন থাক্, এই যে আপনার দেহ! তাহার মধ্যেও, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির জাতি ভেদ আছে, চক্ষুর্দ্বয়, এক জাতি এক কর্ম্মী, তাহারা কর্ণ-কার্য্যে অপারগ; সেইরূপ কর্ণ, চক্ষু-কার্য্যে, নাসিকা রসনা-ধিকারে ও জিহ্বা ঘ্রাণকার্য্যে সম্পূর্ণ অশক্ত। হস্ত, পদ-কার্য্যে ও পদ, হস্ত-কার্য্যে; এমন কি কেহই নিজ নিজ বিষয় ব্যতীত পর বিষয়ে পদার্পণ করিতে পারেন না। এই মহান্ ভেদ কাহার কুসংস্কারে ঘটিয়াছে?

যদি জাতির বৈষম্য, ক্রিয়া বৈষম্য দূর করিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে জিহ্বাকে অঙ্গবিশেষের কার্য্যে অভ্যস্ত করুন্, চক্ষুকে কর্ণ-কার্য্যে শিক্ষা দিন্, ভুজঙ্গের ন্যায় মনুষ্য চক্ষুদ্বারা শ্রবণ কার্য্যে পারদর্শী হউক্, জলৌকার ন্যায়, নাসিকা চক্ষু-কার্য্যে অভিজ্ঞ হউক্, পদ, হস্ত-কার্য্যে প্রবীণতা লাভ করুক্, প্রথমে—নিজস্ব দৈহিক অঙ্গাদির সাম্য সাধন করুন্, তাহার পর, পরিজন মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ উঠাইবার কৌশল আবিষ্কার করুন, তৎপর পাড়া পরশীর ভেদ এইরূপে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ মনুষ্য সমাজের জাতি ভেদ উঠাইতে প্রয়াসী হউন্! বৈষম্যময়ী প্রকৃতির রাজত্বে সাম্য আসিবে কিরূপে? যে সাধু মহাত্মার চিত্তে সাম্য আসিবে, তিনি আর আমাদের মধ্যে নহেন; তিনি, আমাদের শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরী সম্রাজ্ঞী প্রকৃতি দেবীর কোনও ধার ধারেন না; তিনি তখন

**বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।**
**শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥**

(গীতা, ৫।১৮।)

হইয়াছেন, তৎকালে সাম্য তাঁহারই শোভা পায়। আমরা বদ্ধজীব, সঙ্কীর্ণতার দাস হইয়া সাম্যের আলোচনা করি কেন? বস্তুতঃ যাঁহারা এই বর্ণ চতুষ্টয়ের শাস্ত্রীয় ভেদ উঠাইতে প্রয়াসী! তাঁহারাই আবার পক্ষান্তরে সহস্র সহস্র ভেদ প্রণয়ন করিতেছেন।

(১) তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—"ব্রাহ্মণের মাংস ও শূদ্রের মাংস রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, কোনও বীজগতপার্থক্য লক্ষিত হয় না; সুতরাং এই মনুষ্য সমাজের মৌরসী জাতি ভেদ ছাড়িয়া দিয়া, নূতন ভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্য গঠিত হউক্, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মোপদেষ্টা, যুদ্ধ দুর্ম্মদ সাহসী বলবান্‌গণ ক্ষত্রিয়, কৃষি-বাণিজ্য-পরায়ণ ব্যবসায়ী বৈশ্য, এবং মূর্খ ও নির্ধনগণ শূদ্র।" তাহাদের মতে মুর্দ্দফরাসের পুত্র ধর্ম্মযাজক পুরোহিত হউক্, চর্ম্মকারের পুত্র দীক্ষাগুরু হইয়া সমাজের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করুক্, তাহাতে কোনওরূপ আপত্তি নাই।

(২) আর কেহ কেহ বা, বক্তা, বোদ্ধব্য, প্রকরণ, অভিপ্রায়, তাৎপর্য্য প্রভৃতি লক্ষ্য না করিয়া,—

**ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।**
**ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥**

"মহাভারতের এই শ্লোকটী মাত্র আবৃত্তি করিয়া সভা গৃহের স্তম্ভ কুড্যাদি কাঁপাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন,—

"সৃষ্টির আদিম সময়ে জাতি ভেদ ছিল না, পরে ব্রাহ্মণেরা কার্য্যের বিভাগ দ্বারা একটা জাতিভেদ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, এই জাতি ভেদ ঈশ্বর কৃত হওয়া দূরের কথা উহা ঈশ্বরের অনুমোদিতও নহে। যাঁহাদের এইরূপ ভ্রম ধারণা,—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা-বাক্যে তাঁহারা বিশ্বস্ত হউন্!

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

**চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।**
**তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥**

গুণ কর্ম্ম-ভেদে আমিই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, চাতুর্বর্ণ্যের কর্ত্তা হইলেও, আমাকে কর্ত্তৃত্বাদিবিহীন অব্যয় পুরুষই জানিবে।

বস্তুতঃ গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই জাতি ভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কথা পূর্ব্ব প্রস্তাবে অনেক বার বলিয়াছি, আজও আমরা জাতিভেদ প্রকৃতিগত বলিতেছি, সুতরাং রাসায়নিক স্থূলপরীক্ষা দ্বারা প্রকৃতির পার্থক্য লক্ষিত হইবার নহে। প্রাকৃতিক পার্থক্য বুঝিবার উপায় অন্য প্রকার। গুণ শব্দে এস্থানে সত্ত্বাদি বুঝিতে হইবে, সুতরাং যাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতি তিনি ব্রাহ্মণ;

কেবল বিদ্বান্ হইলেই ব্রাহ্মণ হইবে না। এইরূপ অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও জানিবে।

প্রকৃতিদ্বয়ের বিমিশ্রণে প্রকৃতি, রূপান্তরিত হইতেও ক্রমশঃ সপ্তম পুরুষ অতিবাহিত হইবার আবশ্যকতা হয়। প্রকৃতিগত জাতিভেদই মুখ্য ভেদ। শাস্ত্রকারগণ, কর্ম্মভেদেও আবার প্রতি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি ভেদ কল্পনা করিয়াছেন,—যেমন অত্রি সংহিতায় লিখিত আছে,—

**देवो मुनिर्द्विजो राजा वैश्यः शूद्रो निषादकः ।**
**पशुर्म्लेच्छोऽपि चाण्डालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥**

দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এই দশ প্রকার।

ভাগবতে সঙ্ক্ষেপতঃ লিখিত আছে--

**यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यद्वर्णाभिव्यञ्जकम् ।**
**यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् ॥**

যে যে বর্ণের যে যে ধর্ম্ম বর্ণ পরিচায়ক ; তাহা যদি অন্য বর্ণেও দেখা যায়, তবে তাহাকে সেই বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যেমন দোকানদার ব্রাহ্মণকে বৈশ্য, সেবাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণকে শূদ্র, বলিতে পারি। যুদ্ধবিগ্রহাদিপর শূদ্রকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে।

মনু বলেন,—

**गोरक्षकान् वाणिजिकान् तथा कारुकुशीलवान् ।**
**प्रेष्यान् वार्द्धुषिकांश्चैव विप्रान् शूद्रवदाचरेत् ॥**

গোরক্ষক, বাণিজ্যব্যবসায়ী, শিল্পী, পটবৃত্তিধারী, পরপ্রেষ্য ও বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে, এই শূদ্র ব্যবহার অবশ্য, সাক্ষি-প্রশ্নে ব্রাহ্মণের শপথ নাই, কিন্তু ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে শপথ করিতে হইবে। বাস্তবিক এই সকল ভেদ, কল্পনামূলক বা কর্ম্মগত হইলেও এই ভেদ লক্ষ্য করিয়াই ব্রাহ্মণাদিজাতির মধ্যে নানা রূপ শ্রেণীভেদ হইয়াছে এবং শ্রেণ্যন্তরের সহিত বিবাহ ও অন্ন গ্রহণ রূপ গুরুতর সংসর্গ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এই প্রথা কেবল উচ্চ প্রকৃতি রক্ষার জন্য, সদাচারে মহাশ্রেষ্ঠ শ্রেণীগত উৎকর্ষ এবং তদন্যথায় অপকর্ষ হইয়া থাকে।

তবে এই শ্রেণীগত বৈষম্য, এক পুরুষের সদাচার দ্বারা শোধিত হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃতিগত বৈষম্য প্রকৃতি বিমিশ্রণেও সাত পুরুষের ন্যূন কল্পে বিলুপ্ত হয় না।

মনু বলেন,—

**शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत् प्रजायते ।**
**अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद् युगात् ॥**
**शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ॥**

শূদ্রার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ তনয়, শূদ্র-সংসর্গ বিবর্জ্জিত ও ব্রাহ্মণোচিত সদাচারসম্পন্ন হইয়া, যদি ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করে এবং তৎপুত্রও যদি তাদৃশভাবে ব্রাহ্মণ নন্দিনীর পাণি গ্রহণ করে, এইরূপে সপ্তম পুরুষে শূদ্র বীজ নিঃশেষিত হইয়া অষ্টম সন্তান প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারে, ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতেও ঠিক একই নিয়ম। শূদ্র বীজবিমিশ্রণে সপ্তম পুরুষে প্রকৃত শূদ্রত্ব ঘটিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃতি সহজে বিলুপ্ত হয় না। অসদাচারে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মলিন হয়, আর সদাচারে রাকা রজনীর পূর্ণশশধরের ন্যায় উজ্জ্বলতা লাভ করে। দুইটী প্রকৃতির সমভাবে বিমিশ্রণস্থলেও যখন একটীর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে অপরটীর সাতবার পরিবর্ত্তনের ও পরিশোধনের আবশ্যক, তখন অবিমিশ্রিত প্রকৃতি, সাধারণ অসদাচারে বা স্বভাবজ কর্ম্মের অননুষ্ঠানে, সহসা বিলুপ্ত হইবে কিসে? আর সামান্য একটুকু জপে তপে উন্নত প্রকৃতিতে উপনীত হইবেই বা কি রূপে? অতএব মুচির পুত্র শুচি হইলেও অধ্যাত্ম বিদ্যা বা বেদ বেদান্ত পাঠ করিলেও তাহাকে দীক্ষাগুরু করা যায় না। কর্ম্মকারের নন্দন দশকর্ম্মে সুপণ্ডিত হইলেও পুরোহিত করিতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

**कः परित्यज्य दुष्टां गां दुहेच्छीलवतीं खरीम् ॥**

দুষ্টা গাভী পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভী দোহনে কাহার প্রবৃত্তি জন্মে?

প্রকৃতিভেদে জাতি ভেদ বুঝাইতে গিয়া, শাস্ত্রের দোহাই অনেক দিয়াছি, কিন্তু যৌক্তিকের নিকট শাস্ত্র বাক্য নিষ্ফল, অতএব এখন যুক্তিমার্গে আরূঢ় হইয়া গুণ কর্ম্মা-

দির প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইব। মনে কর—সৃষ্টির প্রথম মনুষ্যজাতি আবির্ভূত হইল, তাহাদের কোনও জ্ঞান নাই, কোনও শিক্ষা নাই, ফল মূল খায়, বনে বনে ভ্রমণ করে, গৃহাদি রচনার কৌশলে অনভিজ্ঞ, যন্ত্রাদির উদ্ভাবন ও ব্যবহার তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর; দেখে—কেবল বন জঙ্গল, পাষাণ পর্ব্বত, নদ, নদী, সমুদ্র, গিরি-নির্ঝর, পশু, পক্ষী, গ্রহ, নক্ষত্র। তখন কোনও বিদ্যালয় নাই, শিক্ষক নাই, ভাষা নাই, ভাব নাই, ছন্দঃ নাই, অলঙ্কার নাই, সাহিত্য নাই, নাটক নাই, জ্যোতিষ নাই, বৈদ্যক নাই, স্মৃতি নাই, ইতিহাস নাই, দর্শন নাই,—আছে কেবল চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, দিক্, সমুদ্র, নদ, নদী, কান্তার, পর্ব্বত, প্রস্রবণ! তখন সেই পশু সহচর মনুষ্যগণ প্রকৃতির অনুগ্রহে ক্রমশঃ জ্ঞানরত্নের অধিকারী হইতে লাগিলেন। সেই অসভ্য বর্ব্বরতাময় মনুষ্যসমাজ মধ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক উৎকর্ষগুণে যে কতিপয় ব্যক্তি প্রথম জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ জাতির আদি পুরুষ। যাঁহারা, সমান অবস্থা, সমান উপায়, উপকরণ ও সহায় সম্বল বিশিষ্ট হইয়াও, নিজ প্রকৃতির নৈসর্গিক শ্রেষ্ঠতায় সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলেন, বলিতে হইবে অবশ্যই তাঁহাদের প্রকৃতি উচ্চতম। যাঁহারা সর্ব্ববিধ অভাবের অন্তরালে অবস্থান করিয়াও, অলৌকিক তত্ত্বপূর্ণ অচিন্ত্য-মাহাত্ম্য বেদ, জ্যোতিষ ও বৈদ্যকাদি শাস্ত্র সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন—ভাব দেখি! তাঁহাদের প্রকৃতি কত উচ্চ! যাঁহাদের গবেষণা, অধ্যাত্মতত্ত্বের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিষয় উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক পৃথিবীর সকল জাতিকে জ্ঞানে অবনত করিয়া রাখিয়াছে; ভাব দেখি! তাঁহাদের প্রকৃতি কত উচ্চ! যাঁহাদের অধ্যবসায়ের প্রসাদে জগৎ যোগমার্গের অনুসন্ধান পাইয়াছে, ভাব দেখি! তাঁহাদের প্রকৃতি কত উচ্চ! যাঁহাদের আবিষ্কৃত যোগ বিভূতি, পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছে, ভাব দেখি! তাঁহাদের প্রকৃতি কত উচ্চ! যখন ধান্যের উপভোগ্য অবস্থা অন্ন এবং গাভী হইতে দুগ্ধ ঘৃতাদির আবির্ভাব মানব জাতির অগোচর ছিল, যখন গৃহাভাবে বৃক্ষশাখা-ভঙ্গভয় ঝড় বৃষ্টি বাত্যা প্রভৃতি বিপ্লার্থীকে উৎপীড়িত করিত, যখন শ্বাপদভীতি, অনুক্ষণ মনুষ্যগণকে ব্যাকুলিত করিত, সেই দুঃসময়ে যাঁহারা কেবল নিজ মস্তিষ্কের বলেই দুর্ব্বোধ্য বেদ বেদান্তানুমোদিত জ্ঞানোপদেশাবলী সরলভাবে বুঝাইবার জন্য অসংখ্য সংহিতা, দর্শন প্রভৃতি অলৌকিক শাস্ত্র গ্রন্থরাশি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা যে কিরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই জন্যই বুঝি লোকে তাঁহাদিগকে ভূ-দেব বলে? সেই প্রথমোন্নত, উচ্চতমপ্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যগণই ধর্ম্মোপদেষ্টা শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ। তাহার পর সময়েই, যে সকল ব্যক্তির উন্নতি হইতে দেখা গেল, ব্রাহ্মণগণ, পরম আহ্লাদে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং "অচিরেই ইহাঁরা আমাদের সমকক্ষ হইয়া আমাদের মধ্যে মিশিবে" বলিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিলেন, না,—এই প্রকৃতি আমাদের সহিত মিলিল না; উহারা শান্তির বিরোধী, ক্রোধের মিত্র, সম্মানের দাস, অপমানের বৈরী, আসক্তির বন্ধু, নিস্পৃহতার উদাসীন, তখনই ভাবিলেন, ইহা আমাদের প্রকৃতির উপযোগী নহে, ইহারা ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন সুতরাং স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত, এই সকল উন্নত মনুষ্যগণই ক্ষত্রিয়। তৎপর যাহারা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপদেশ ও যত্নে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল এবং কৃষি বাণিজ্যাদিতে উদ্ভাবনীশক্তি সম্পন্ন হইল, তাহারা বৈশ্য আখ্যা পাইল এবং যাহারা পরিচর্য্যাদি কার্য্যে সুনিপুণ তাহারাই শূদ্র হইল। তখনই মনুষ্যসমাজ চারি প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট সুতরাং চারি শ্রেণীভুক্ত হইল।

প্রতিবাদিবর্গের মতের সহিত এক বাক্য হইয়া আমিও এখন বলিতেছি, যখন ব্রাহ্মণ, শ্রেণীভেদে, প্রকৃতিভেদে, কর্ম্মভেদে, জাতিভেদ সৃষ্টি করিলেন, তখন হইতেই মনুষ্য সমাজ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, সেই সময় জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ চতুর্ব্বর্ণের শিক্ষা দীক্ষার ভার লইলেন। সমাজের হিতকামনায়, নিজ প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, পর প্রকৃতি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে, যতদূর সহ্য হয়, তাহা ছাড়া অপর জাতির সহিত আহার বিহারাদি গুরুতর সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন বটে; কিন্তু

জাতিভেদের যাহা মুখ্য উপাদান তাহা ব্রাহ্মণের কৃত নহে, ছাঁচ মানুষেই গড়িয়া থাকে; কিন্তু তাহার উপাদান মৃত্তিকা ঈশ্বর কৃত, সেইরূপ জাতি ভেদ মনুষ্য কৃত হইলেও সেই মহীয়সী প্রকৃতি মনুষ্য কৃত নহে, উহা ঐশ্বরিকী; সুতরাং জাতি ভেদের কারণ প্রকৃতি ভেদ উহা ঈশ্বর কৃত, কাজেই জাতি ভেদও ঈশ্বরকৃত ও অভিপ্রেত। উপসংহারে একটী পরিব্রাজকের গল্প পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব।

কোনও সহরে রাজপুরুষগণ ঘোষণা করিলেন যাহাদের রক্ষিত কুক্কুর থাকিবে, ঐ কুক্কুরের গলায় তাহারা যেন এক এক গাছি ফিতা বাঁধিয়া রাখে, এইরূপ চিহ্ন-বিহীন অস্বামিক কুক্কুর দেখিলেই মারিয়া ফেলা হইবে। তদবধিই নগরে কুক্কুর হত্যার ধূম পড়িয়া গেল, তীক্ষ্ণদণ্ড হস্তে জহ্লাদগণ ভীম মুর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নিরপরাধ কুক্কুর জাতির প্রাণ লইতে লাগিলেন।

একদা কোন দয়ালু উদাসীন দেখিলেন—তাহার নিকট দিয়া পুচ্ছ বিঘূর্ণিত করিতে করিতে একটী কুক্কুর চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহার গলায় রক্ষা চিহ্নরূপ ফিতা দৃষ্ট হইতেছে না। কৃপা করিয়া সেই মহাপুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার গলে এক গাছি ফিতা দৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া দিলেন!

কিন্তু নির্ব্বোধ কুক্কুর, তাহার উপকারিতা বুঝিতে না পারিয়া উক্ত ফিতা স্বকীয় অনিন্দিত গ্রীবাদেশের কলঙ্ক স্বরূপ বিবেচনায় অগ্রপদের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ যেমন ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অদূর হইতে কোনও জহ্লাদবীর, অমনি সহর্ষে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই সহস্র-কুক্কুর-মুণ্ড-বিদারিণী ভীমগদা উত্থিত করিয়া ফিতা বিমোচনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন কুক্কুর তাহার অবধ্য; সুতরাং তাহাকে রক্ষাকবচ রূপিণী ফিতা বিমুক্তির অপেক্ষা করিয়া দাড়াইয়া থাকিতে হইল।

ভাই-জাতিভেদবিদ্বেষিগণ! জানিনা, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন মহাপুরুষ, আমাদেরও গলদেশে এই জাতিভেদরূপ মহা রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দিয়াছেন, উহার উপযোগিতা না বুঝিয়া আমরা যেমন পরিত্যাগ করিতে যাইতেছি, অমনি ঐ দেখ মহাকাল স্বরূপ ভীষণ জহ্লাদ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কালদণ্ডে দণ্ডিত করিতে আমাদের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান! সাবধান! ভাই!! জাতি ভেদের উপকার বুঝ আর নাই বুঝ, যেমন আছে সেইরূপ রক্ষা কর! বিপথগামী হইও না! শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাদির মীমাংসায় সিদ্ধান্তিত বিধি-ব্যবস্থা-সম্মত মত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হওয়া আর্য্য-সন্তানের কদাচ উচিত নহে।

**येन वै पितरो याता येन याताः पितामहाः ।**
**तेन याय.त् सतां मार्गं तेन गच्छन् नरिष्यते ॥**

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ—
শ্রীহট্ট—সারস্বত্যাশ্রম।

---

## দ্রব্যগুণ।

‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।’

র্ম্ম সাধনের প্রধান সহায়ই শরীর, শরীর সুস্থ থাকিলে অনায়াসেই ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়া সুখী হওয়া যায়। এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতাত্মক নিখিল জগতে যত কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে, তৎসমস্তই দেশ কাল পাত্রানুসারে শারীরস্বাস্থ্যের বিশেষ সহায়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম স্বরূপ স্বাবলম্বন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার সূত্রপাত হইতেছে, এই জন্য আমরা আজকাল সংবাদ পত্রে অনেকানেক উদ্ভিজ্জ বিষয়ক আর্থিক উপার্জ্জনের শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকি; জানিলাম এত দিনে আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে—এইজন্য অদ্য আমি আমার দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতামূলক এই দ্রব্য গুণ তত্ত্ব সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি।

আমি এক সময়—মাগুরার ‘কল্যাণী—’ পত্রে ধারাবাহিক ক্রমাগত—অনেক গুলি নিত্য দৃষ্ট উদ্ভিদের গুণ লিখিয়াছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা “বসুমতী” এবং “সময়” তাহার সমালোচনা করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, আমি সেই উৎসাহে অদ্য আবার এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি, ভরসা করি—ইহা পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকগণের অনেকরূপ অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক উন্নতির উপায় শিক্ষা হইবে। আমার পরীক্ষিত দ্রব্যগুণ গুলি পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই সোণার ভারতে এখনও কত উদ্ভিদ সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছে। বিদেশীয় উদ্ভিদের শক্তিতে আজ আমরা আমাদের শরীর এবং অর্থ বিনষ্ট নিয়তই করিতেছি; কিন্তু এই দেশের জল বায়ুজাত উদ্ভিদ এই দেশের মানবের শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন উপাদেয় তত বুঝি অন্য দেশের উদ্ভিদে নয়, এই জন্য চরক সংহিতা বলিয়াছেন—"যস্য দেশস্য যো জন্মী তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্" এই কারণেই দেশীয় উদ্ভিদতত্ত্বে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য এই দ্রব্য গুণ প্রবন্ধ সময়োপযোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর বৃথা গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া এই স্থানে ইহাই বলিয়া বিরত হইব যে, বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালার গাছ গাছড়াই শরীরের পক্ষে আবশ্যকীয় এবং উহার ক্রিয়াজাত শক্তি দ্বারা গৃহস্থালীর কার্য্য করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী, বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে হইলে বাঙ্গলার উদ্ভিদই তাহার প্রধান অবলম্বন হইবে, ইহা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া। আশা করি—"ধর্ম্ম প্রচারকে"র পাঠকগণ এই বৃদ্ধ চিকিৎসকের বাক্য গুলি একটিবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বনমূলা—

ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, বালিময় জমিতে অধিকাংশ জন্মে। যে সকল জমী পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহাতে এই উদ্ভিদ প্রায় সমুদয় স্থান ব্যাপিয়া উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, মটর মুগ মুসুরি প্রভৃতি শস্যের ক্ষেত্রেই ইহা অযত্নে অরক্ষিত ভাবে জন্মিয়া থাকে। বালি হেতু যে জমি আবশ্যকীয় কৃষিকার্য্যে ব্যবহার না হয়, সেই সমস্ত ভূমিতে এই উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যশোহর, খুলনা, নদিয়া, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলায় ইহা যথেষ্ট দেখা যায়।

ইহা গবাদি জন্তুতে স্পর্শ করে না। তবে কোন কোন ক্ষুধাতুর অশ্ব এবং ছাগ জাতীয় জীবে অভাবে পড়িয়া ইহার দুই চারিটি খাইয়া থাকে। এই উদ্ভিদের পত্র হইতে একরূপ উগ্র গন্ধ বাহির হয়, তাহাতে মানব জাতির কথা দূরে থাক্, গবাদি জন্তু পর্য্যন্ত ইহা স্পর্শ করিতে চায় না। ইহাকে মূলা বলিয়া কেন যে লোকে বলে তাহা বুঝা যায় না। মূলার সহিত এই উদ্ভিদের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। ইহা দেখিতে অবিকল তামাক জাতীয় গাছের ন্যায়। কোন কোন নিস্তেজ পুরাতন গাছ সামান্য শাখা বাহির করিয়া মৃতপ্রায় ভাবে শুষ্ক হইতে থাকে। জানি না যশোহর খুলনা ফরিদপুর নদিয়া এই কয়েক জিলার লোক ব্যতীত অন্য জিলার লোকে ইহাকে কি নামে পরিচিত করেন। উপরি-উক্ত জিলার কৃষককুল এই উদ্ভিদকে কিন্তু "বনমূলা" বলিয়া থাকে। আমি ইহার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা ইহাকে বনমূলা, স্বপর্ণী এবং উৎক্রেশা নামে অভিহিত করেন। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ইহার অনেক নাম আছে। উহাতে সাধারণ লোকে এই উদ্ভিদকে চিনিতে পারেনা বলিয়া তাহা লিখিয়া প্রবন্ধ বড় করিলাম না, তবে এই বিজ্ঞান ভাবপ্লাবিত সময়ে অপরিটি দেখাইতে না পারিলে শিক্ষিত লোকের মনস্তুষ্টি হয় না বলিয়া দুই চারিটি উদ্ধৃত করিলাম—যথা—"স্বপর্ণী উৎক্রেশা প্লাবা মোহিতাচ গণাকুশা।" ইত্যাদি। এই উদ্ভিদের পত্র গুলি তামাকের পত্র তুল্য কোনটি সরল কোনটি কোঁকড়ান, ইহার একরূপ হরিদ্রা বর্ণের ফুল হইতে ক্ষুদ্রাকার ফল হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ উগ্র গন্ধ বীজ থাকে, এই বীজ এবং পত্র ঔষধ জন্য ব্যবহার হয়।

আয়ুর্ব্বেদে ইহার যে সকল গুণ আছে, তাহা শিক্ষিত কবিরাজগণ জানেন, আমরা কিন্তু ইহার পরীক্ষিত কয়েকটি গুণ অবগত আছি। এই উদ্ভিদের গুণ এবং অন্যরূপ আবশ্যকীয় ক্রিয়া প্রকাশ জন্য তিনরূপ ভাবে লিখিত হইল যথা—

ক্রিয়া—পত্রের গুণ শোষক, পরিবর্ত্তক, রেচক এবং আবরক। আবার বীজের গুণ দাহক, শোষক এবং কৃমিনাশক। ত্বকের গুণ পূর্ণদাহক এবং শোষক। মূলের গুণ কৃমিনাশক এবং রেচক। ইহা ব্যতীত এই বনমূলা গাছের

গাত্র হইতে একরূপ শ্বেতবর্ণ রস অতি সহজে পাওয়া যায়, তাহার গুণ ক্ষতকারক, দাহক এবং ক্রমিনাশক। সুতরাং এই উদ্ভিদ, ঔষধের জন্য সর্ব্বরূপ অবস্থাতেই ব্যবহার করা যায়। আমি ইহার প্রত্যেক অংশ অতি সুন্দররূপে ব্যবহার করিয়াছি। মনুষ্য-ব্যাধিতে ভিন্ন ইহা গবাদি জন্তুর পীড়ায় অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। কৃষক জাতীয় স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা ইহার পশুপীড়া আরোগ্যকারী শক্তি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছে। কৃষকগণ পশ্বাদির পীড়ায় ইহার ব্যবহার যত করে, তাহা অপেক্ষা ইহা দ্বারা তাহারা জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য বেশী করিয়া থাকে।

যে সময় খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে রস লইয়া গুড় প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন গাছী অর্থাৎ খেজুরের রসসংগ্রহকারী ব্যক্তিগণ এই উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করত তদ্দ্বারা জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করে। ইহারা বলে যে, এই গাছের দ্বারা জ্বাল দিলে শীঘ্র শীঘ্র রস ঘন হইয়া গুড়রূপে পরিণত হয়। আবার ভস্ম দ্বারা ক্ষারের কার্য্য অর্থাৎ বস্ত্র ধৌত করিবার প্রচুর সাহায্য হয়। যাহারা সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহারা ইহা দ্বারা বস্ত্র ধৌত করিলে অর্থ এবং বস্ত্রের স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারেন। রজকগণ ইহা লইয়া বস্ত্র পরিষ্কার করিলে লাভবান্ হইতে পারে। আমি, একজন আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালী বস্ত্রব্যবসায়ীকে এই বনমূলার ক্ষার দিয়া আসামজাত এণ্ডি এবং মুগা পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি। তাহার মতে এণ্ডি কাপড় বনমূলার ক্ষারে ধৌত করিলে বস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট ভাবে সহজে পরিষ্কৃত হয় এবং শীঘ্রই নূতন বস্ত্র চাঁপাফুলের ন্যায় রং ধারণ করে।

আময়িক প্রয়োগ—ফোঁড়া বাঘি প্রভৃতি ব্রণ বসাইতে হইলে বনমূলার পাতা ব্রণের উপর রাখিয়া তাহাতে খাঁটি শর্ষপ তৈল দিয়া ব্যাণ্ডিজ্ বাঁধিলে একদিনেই ব্রণ বসিয়া যায়। আবার ব্রণের উপর ফোস্কা করিতে হইলে, ইহার আঁঠা গোলমরিচ সহ লাগাইবা মাত্র জ্বালা করিয়া ব্লিষ্টারের ন্যায় ফোস্কা হইয়া উঠে, এই জ্বালা কিন্তু দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা নিবারণ করা যায় না। ইহা দ্বারা ফোস্কা করিবার আবশ্যক হইলে, গো দুগ্ধসহ বনমূলার আঁঠা লাগাইতে হয়। ইহার পত্রের রস লইয়া কর্পূর সহ গাত্রে মর্দ্দন করিলে আঘাত জন্য বেদনা এবং বাত জন্য বেদনা আরাম হয়। কোন স্থানে ফুলিয়া উঠিলে বা শোথ প্রকাশ পাইলে, ইহার পত্রের রস আর শ্বেতপুনর্নবা শূন্য উদরে সেবন করিলে তাহা আরাম হয় এবং প্রলেপ দিলেও কার্য্য হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য পীড়ায় মাত্র বনমূলা পত্রের রস ১ এক ড্রাম আর নারিকেলের দুগ্ধ ১॥০ দেড় ড্রাম উষ্ণ করিয়া খাইলে বিনা উৎপাতে অতি সহজে দাস্ত পরিষ্কার করে। ইহার এই কোষ্ঠপরিষ্কারক গুণটি দেখিয়া আমরা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে, পত্রের রসের অম্লনাশক শক্তিতেই রেচক গুণ প্রকাশ পায়। উদাহরণ লিখিবার স্থানে এই বিষয়ে একটি অতি উৎকৃষ্ট গল্প সহ প্রমাণ উল্লিখিত হইল। পত্রের রসে পরিবর্ত্তক গুণ থাকা প্রযুক্ত কোন কোন পল্লী-চিকিৎসক উপদংশপীড়াপ্রবণ ব্যক্তিকে বনমূলার পত্র এবং আমরুলি শাক একত্রে পিষিয়া কাটাকুমিরিয়া ডগার সঙ্গে খাইতে দিয়া থাকেন। আমি নিজে দুই তিনটি গরীব উপদংশ পীড়াগ্রস্ত গণিকাকে ইহা ব্যবহার করিতে বলিয়া যথেষ্ট উপকার দেখিয়াছি।

ইহার বীজ দ্বারা কৃমি বিনষ্ট হয় জানিয়া একটি কৃষকপত্নী তাহার অষ্টম বর্ষের বালিকা পুত্রবধূকে এক সঙ্গে ১৮ টি বীজ সামান্য লবণসহ খাইতে দেয়, তাহাতে উক্ত বালিকা উৎকট কলেরা পীড়ায় আক্রান্ত হয়। অনবরত বমি আর দাস্ত হইয়া নাড়ী শূন্য এবং উদারাধ্মান হইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবানের কৃপায় একজন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের গুণে বালিকা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। এই বালিকার পিতা আমাকে চিকিৎসার জন্য লইয়া যায়, আমি গিয়া উহার আরোগ্যাবস্থা দেখিয়া কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করি নাই; কেবল বনমূলার পত্রের পুলটিস দিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া ছিলাম।

এই স্থানে বনমূলার আরও একটি গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল অর্থাৎ ইহার পাতাদ্বারা কৃমিকর্তৃক উদারাধ্মান এবং দাস্ত ও বমন হইলে তাহা আরাম হয়। ইহার বীজ দ্বারা আমি অনেক বালক বালিকার কৃমির উপদ্রব নিবারণ করিয়াছি।

চারিটি বীজ আর এক ড্রাম হিঙ্কা শাকের রস প্রচলিত লবণ সহ শুধুপেটে খাইলে কৃমির জড় সহিত মরিয়া যায়। ইহার শিকড় দ্বারা কৃষকগণ শুনিয়াছি নাকি সান্‌ষ্ট্রোক্ ( সরদিগরমী ) পীড়া আরোগ্য করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, বনমূলার শিকড় পিষিয়া পিঁয়াজের রস সহ মাথায় মাখিলে সরদি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি এই গুণটি পরীক্ষা করিতে পারি নাই ; তবে ইহার শিকড় দিয়া আমি তরুণ সরদি রোগ আরোগ্য করিয়াছি। বনমূলার শিকড় বাটা এক ড্রাম আর বকফুলের পাতার রস একড্রাম উষ্ণ করিয়া সন্ধ্যাকালে খাইলে শীতলতা-জনিত সরদি একদিনেই আরোগ্য হয়। প্রমেহ পীড়াতেও ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত এই উদ্ভিদ্, পশুব্যাধির মহা উপকারী ভেষজ। পশুদিগের দাস্ত, পেটফুলা এবং গাত্র হইতে রাঙ্গা রাঙ্গা ঘর্ম্ম বাহির হইলে, চাষিগণ বনমূলার পাতা ডাঁটা এবং শিকড় বাটিয়া লবণ সহ খাইতে দিয়া থাকে। আমি একদিন কোন গণ্ডগ্রামে অশ্ব লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, আমার একটি প্রাচীন অশ্ব অনবরত কাঁপিতে লাগিল আর মূত্র ত্যাগকালীন একরূপ অস্পষ্ট বিকট শব্দ করিতে ছিল। আমি পীড়া নির্ণয় করিতে না পারিয়া নানারূপ চেষ্টা করিতেছি, ইহার মধ্যে একটি বুনাজাতীয় ( বোধ হয় সাঁওতাল কি ঐ রূপ কোন অসভ্যজাতি হইবে ) প্রবীণা কামিনী আমাকে বিপন্ন দেখিয়া দুইটি বনমূলা গাছ আনিয়া ঘোড়াকে খাওয়াইতে বলিল। ঐরূপ বিপদা-বস্থায় আমি অনেক কৌশলে অশ্বটিকে গাছ দুইটি খাইতে দিয়া পরিশ্রম দূর করিবার জন্য একটি তালতরুর নিম্নে দূর্ব্বার উপর শয়ন করিলাম, বলা বাহুল্য যে, প্রায় এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমার অশ্বটী অবশ্য সুস্থ হইয়া সেই স্থানের গোময়জাত দূর্ব্বা ভক্ষণ করিতে লাগল। আমি তখন সন্তুষ্ট হইয়া সেই বুনা রমণীকে একটি আধুলি দিয়া আবার অশ্বারোহণে গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলাম। এই দিন হইতে আমি গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর পীড়া হইলে ব্যাধি স্থির করিতে পারি আর না পারি, বনমূলা পাইলে তৎক্ষণাৎ খাইতে দিয়া থাকি। জানি না শ্রীভগবানের কি মহিমা! অধিকাংশ স্থানে আর অন্য ঔষধ আবশ্যক করে না। এই জন্যই বলি যে, অদ্যাপি আমাদের দেশজাত নিত্য পরিচিত উদ্ভিদের গুণ অনেকেই অপরিজ্ঞাত, অবগত হইলে জীব জগতের অশেষ মঙ্গল হইবে। বনমূলার কি মহিয়সী শক্তি যে, পশু-পীড়া মাত্রই আরোগ্য হয়, তাহা মূর্খ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই ; কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি, আমার একান্ত অনুরোধ যে, পশুর যেরূপ পীড়াই হউক, বনমূলা সুলভ হইলে আর কোন রূপ ঔষধ ব্যবহার না করিয়া এই উদ্ভিদের পাতা ডাঁটা মূল পষিয়া পীড়িত পশুকে যেন অতঃপর ব্যবহার করা হয়, শ্রীহরির অতুল্যকরুণাগুণে পশু তৎক্ষণাৎ নীরোগ হইবে।

ভরসা করি-ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠকপাঠিকাগণও লেখকের এই নিত্য ব্যবহার্য্য পশুপীড়ানাশক পশুপীড়াক্লেশনিবারক উদ্ভিদ্‌টিকে চিনিতে অতঃপর চেষ্টা করিবেন এবং গৃহ-পালিত গরু ঘোড়া প্রভৃতিকে পীড়ার সময় ইহা খাইতে দিবেন!

অতঃপর এই উদ্ভিদের অন্যরূপ আবশ্যকীয় দুইটি গুণ বর্ণনা করিয়া ইহার উপসংহার করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা বস্ত্রধৌত করিবার একটি প্রধান দ্রব্য এবং জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার হয় ; কিন্তু সম্প্রতি একজন স্বাবলম্বী নবীন যুবক এই উদ্ভিদ্ হইতে একরূপ সূত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সূতা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারে কিনা কোন ধনী ব্যবসায়ী ইহা পরীক্ষা করিলে হানি কি ?

উদাহরণ—আময়িক প্রয়োগ বর্ণন সময় দুই একটি উদাহরণ লিখিয়াছি। আবার এই স্থানে আর একটি পরীক্ষিত গল্পময় উদাহরণ লিখিত হইল। বেঙ্গলসেণ্ট্রাল রেলওয়ে ঝিকড়গাছা ষ্টেসনে একদিন আমি আর আমার সঙ্গী একটি কিশোর বালক দুইজনে কোট চাঁদপুর যাইবার জন্য ষ্টীমারে উঠিয়া দেখিলাম, একটি ভদ্রগৃহের যুবতী স্ত্রী-লোক, দুইটি বালক পুত্রসহ ক্যাবিনের মধ্যে কাঁদিতেছে! ব্যাপার কি অবগত হইয়া শুনিলাম যে, স্ত্রীলোকটী শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে গোলযোগে সঙ্গী হারাইয়া পুত্র দুইটি লইয়া কোন গতিকে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছে। প্রথম পুত্রটীর অজীর্ণ পীড়া আরাম করিতে কলিকাতার কোন খ্যাতনামা কবিরাজের

যায়া দুই মাস কাল চিকিৎসা করাইয়া উপকার না পাইয়া দেশে যাইতেছেন। বালকটির অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে কোষ্ঠ কাঠিন্যই অধিক বেশী, ট্রেণ হইতে নাবিবার সময় অতিকষ্টে বালক ষ্টীমারে আসিয়াছে, অধুনা তাহার উদর ফুলিয়া নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে! একটি সামান্য শয্যায় বালক শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহার ছোট ভাইটি চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের জননী স্বামী-হারা হইয়া উপস্থিত বিপদে একমাত্র রোদনই সার অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছে। ষ্টীমারের কর্ম্মচারী বাবুটি কেবল এক একবার বালকটিকে ভয় কি?—তোমার কিরূপ হইতেছে? তোমাদিগের বাড়ি কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া যাইতে-ছেন। দুই একটি কৌতুকদর্শী ডেক্‌ক্লাসের যাত্রী দূর হইতে উকি মারিয়া যাইতেছে।

এই সময় আমার সঙ্গী বাবুটী বালকের নিকট সংক্ষেপে সমস্ত শুনিয়া নদীর তীরে নাবিয়া পড়িয়াছেন। আমি তখন মুটের সহিত পয়সা লইয়া আলাপ করিতে ছিলাম, পীড়িত বালক ক্রমশঃই পীড়ার যাতনায় অস্থির হইয়া "বাবা" "বাবা" বলিয়া কান্দিতে লাগিল—রমণী তখন লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া ওগো তুমি কোথায় গেলে?—কেন কলিকাতায় গিয়া-ছিলাম!—ইত্যাদিরূপ বাক্য বলিতে বলিতে অধিকতর উচ্চ-রবে কান্না আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া ষ্টীমার শুদ্ধ লোক অস্থির হইয়া উঠিল। কেহ কোন উপায় করিতেছে না, সকলি কেবল বালককে প্রশ্ন করিতে লাগিল। ষ্টীমারের ক্লার্ক বাবু সেই সময় আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন ডাক্তার বাবু! ইহাকে পিচ্‌কারী দিতে পারিলে বোধ হয় রক্ষা পায়। আপনার সঙ্গে কি পিচকারী আছে?—তখন বালকের জননী কহিলেন—না পিচকারী দিয়া কাজ নাই, তাহাতে কিছু হয় না, আজ ৯ নয় দিন দাস্ত হয় না, আহার নাই, কেবল একটুকু দুধ্ আর বিলাতি জল মাত্র খাইয়া আছে। যদি বাহ্যি করিতে পারিত, তবে বুঝি বাবা আমার বাঁচিত!

এই সময় আমার সঙ্গী বালক তুল্য বাবুটি দুইটি বন-তুলার গাছ লইয়া ষ্টীমারে উঠিলেন—উঠিয়াই একটি ছোট পাতা ছিড়িয়া হাতে রগড়াইয়া খানিক রস বাহির করিলেন, গ্লাস্ আছে বলিয়া স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র একটি ডাক্তারি গ্লাস্ তাহার হাতে উঠিল। তখন সেই ব্যক্তি এক-টুকু লিভারপুলি লবণ লইয়া বালকের পেটে পাত্ত পাত্ত করিয়া দিয়া তাহার উপর তাপ দিবার জন্য আগুনের কথা প্রকাশ করিল, অমনি একজন দয়ালু খালাশি একটি টিনের বাল্‌তি ভরিয়া আগুন আনিয়া দিল।

আমি তখন সেই অগ্নিদ্বারা উদরের পাতাগুলির উপর তাপ দিতে লাগিলাম, শ্রীভগবানের অনন্তকরুণা! অপার মহিমা! অসীম দ্রব্যগুণ প্রচার! প্রায় ২০।২৫ মিনিটের মধ্যে বালক বস্ত্রাদি ভরিয়া বাহ্যি করিয়া দিল, সেই যে ধামার ন্যায় উদর স্ফীত হইয়াছিল তাহা কমিয়া গেল—বলিতে কি বালক যেন নবজীবন পাইল। তাহার মাতা আমাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল—ষ্টীমারের লোক আহ্লাদিত হইল—আমি তখন আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—রসিক! তুমি এই গাছের গুণ কোথায় শিখি-য়াছ? এত দিন বল নাই কেন? এ গাছ কোথায় পেলে? এর নাম কি? আমার প্রশ্নে রসিক সমস্তই বলিল; কিন্তু তখন ইহার নাম বলিল না। এদিকে ষ্টীমার গঙ্গানন্দপুর আসিয়া লাগিয়াছে। বালক তখন আমাকে এবং রসিককে বলিয়া নাবিয়া গেল। আমরা ষ্টীমারে থাকিয়া দেখিলাম একটী ব্রাহ্মণ অতি উদ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে ঘাটে আসিয়া সেই কামিনীর কোল হইতে শিশুটিকে কোলে লইল এবং বালকের দিকে চাহিয়া কি জানি বলিতে বলিতে গ্রাম্য পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

আমরা চাঁদপুরে দুই দিন থাকিয়া পুনরায় ষ্টীমারে আসি-তেছি এমন সময় সেই গঙ্গানন্দপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ, ঘাটে দাঁড়াইয়া বলিলেন—রসিক বাবু! তোমার দীর্ঘ জীবন হউক, তুমি সেদিন ষ্টীমারে যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে মা ভগবতী তোমাকে সুখে রাখুন! আমার বালক পুত্র কোষ্ঠকাঠিন্য পীড়া হইতে আরোগ্য হইয়াছে। তোমার ঔষধ বালকের নিকট অমৃত হইয়াছে। আমি বৃথা ১০০।১৫০ টাকা ব্যয় করিয়াছি। তোমার টোট্‌কা ঔষধের এতগুণ?

আমাকে উহার নাম বলিতে হইবে। তখন রসিক, ষ্টীমার হইতে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া, গাছের নাম এবং ব্যবস্থা-প্রণালী বলিয়া দিল। ষ্টীমারের লোকেও তাহা শিখিল, আমিতো পূর্ব্বেই রসিকের নিকট শিখিয়া লইয়াছি। বনমূলার এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ জানিয়া আমি এই ঘটনা সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের কথা হুজুকপ্রিয় পত্রিকা সম্পাদকগণ তখন হুজুকে মাতিয়া "সহবাস সম্মতির আইন" লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, এই সামান্য সংবাদটিকে বোধহয় ঘৃণায় প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক, আজ ধর্ম্মপ্রচারকে ইহা প্রকাশ হওয়ায় বোধ হয় কোষ্ঠকাঠিন্য-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের এক মহান্ উপকার সাধিত হইল।*

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, ৺কাশীধাম।

* দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যিনি যেরূপ প্রবন্ধ পাঠাইবেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া পত্রস্থ করিব। (সম্পাদক।)

## প্রাচীন দেবমন্দির।*
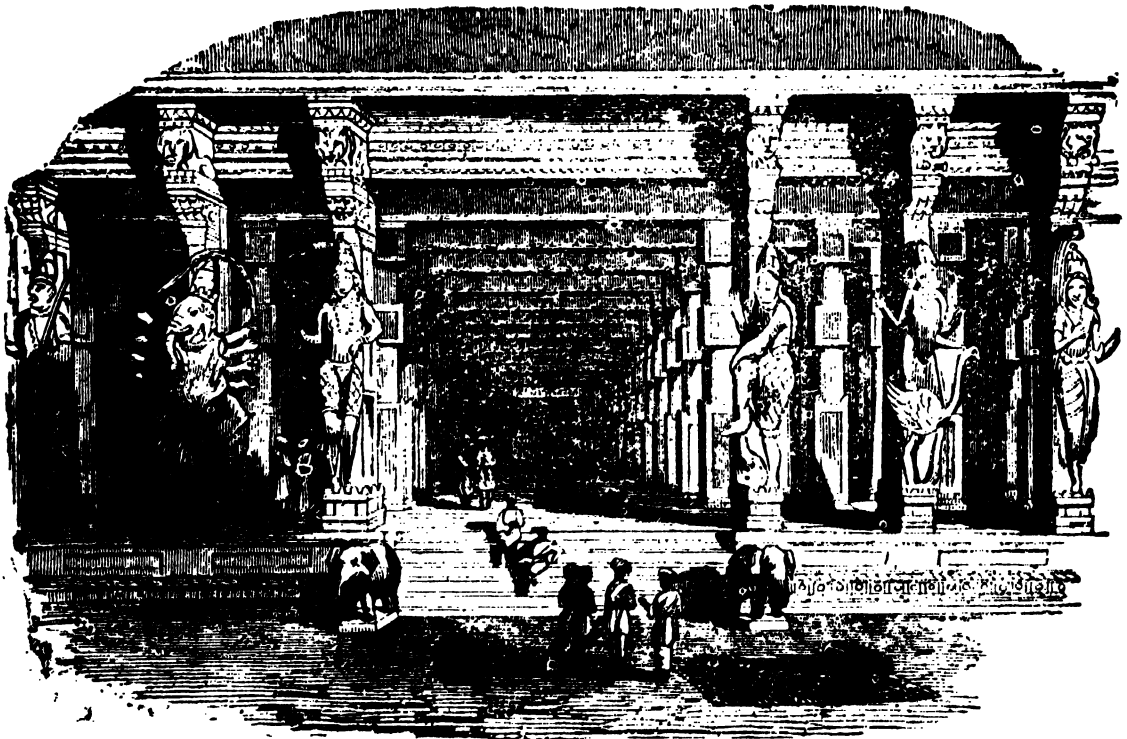
* প্রাচীনকালে স্থপতিবিদ্যার যেরূপ উন্নতি ভারতবর্ষে হইয়াছিল এখনও তাহার বহু প্রমাণ ভারতের সকল স্থানেই পাওয়া যায়, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতে যে সকল বৃহৎ এবং সৌন্দর্য্যপূর্ণ দেবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে, সেরূপ ভারতের অন্য কোন প্রান্তে নাই। দক্ষিণ প্রান্তের একটি সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের অন্তর্দৃশ্যের চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল সম্পাদক

# সৌন্দর্য্য।

## ( গাথা )

হে ভারত !

এসেছে আজ ভ্রান্ত কবি
তোমার স্নিগ্ধ অঙ্গনে।
বহিতেছে আজ নন্দন-গন্ধ
শীতল মন্দ পবনে।
দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল শঙ্খ
বাজে ভৈরব গর্জ্জনে।
স্নিগ্ধসলিলা তটিনী বহিছে
মৃদু মন্থর গমনে।

কল কোকিল কূজিছে কুঞ্জে
মনোহরণ কূজনে।
এসেছে আজ ভ্রান্ত কবি
তোমার স্নিগ্ধ অঙ্গনে।
হিমশিখরী গিরি রাজিছে
জড়িত জটা শিরসে—
উন্নততর কৈলাস তার
রবি যাহার উরসে,
নীরদ নীরবে চুম্বিছে পদ
বাত-ব্যজনে সরসে,
ভয়বিহ্বলা পৃথ্বী লুটিছে
চরণ পদ্ম পরশে,
কল বাহিনী তটিনী যেথায়
উঠিছে নাচিয়া হরষে।

শুভ্র তুষার কিরীটে যাহার
রজত ছটায় ঝলসে ;
পাখী যেথায় শাখি-শাখে গায়
তূর্য্যনিনাদ সঙ্গতে ;
মণ্ডিত যার অণু পরমাণু
ঋষি-মুনি-যোগি-সঙ্ঘতে।

তব, নীল-নির্ম্মল-গগন-ভালে
অরুণ কিরণ চারু,
আলোক হাস্যে চির উজ্জল
মোদিত দেহ কারু !
ছিন্ন করিয়া তিমির বন্ধ
উদিত দীপ্ত রবি,
তব, স্নিগ্ধশীতল উজ্জল কান্তি
বিশ্ব মোহন ছবি।

উদাস আস্যে বিপুল হাস্যে
সর্ব্বভুবন মুগ্ধ !
নিরখি লাবণ্য সম্ভার মধুর
দেশ দেশান্ত ক্ষুব্ধ !
ক্ষীরের ধারা তটিনী মধুরা
কল মঞ্জীরচরণা,
তুমি মধুরা কুঞ্জ ব্রততী
কুসুমপুঞ্জ' ভরণা।
বিটপি-পুঞ্জ কুন্তল শিরে
পয়োধি নীলা অঞ্চলা,
কল্লোল ঘোর নূপুর ধ্বনি
দীপ্তা চির উজ্জলা।
উন্নত শিরে উচ্চ মুকুট
হিম শিখর শুভ্র !
মনিবন্ধে বিন্ধ্য বলয়
পরশি রয়েছে অভ্র !
মুখরিত কল কোকিল ঝঙ্কার
ললিত লাবণ্য ছন্দে,
দীপ্ত উজ্জল গগন তল
মুগধ স্তবে বন্দে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী।

( মহামণ্ডলের উপদেশক মহাবিদ্যালয়স্থ-ছাত্র। )

# সম্পাদকীয় টিপ্পনী।

রত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রতি দশ বর্ষ অন্তে একবার করিয়া মনুষ্য গণনার রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এবারেও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মনুষ্য গণনা হইবে; কিন্তু এবারকার মনুষ্য গণনায় কিছু বিচিত্রতা আছে, সেন্‌সেস্ কমিশনার সাহেব নিম্ন শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতিদিগকে সাধারণ হিন্দুজাতি হইতে পৃথক্ করিতে চাহিতেছেন। জানিনা-কোন অপক্কবুদ্ধি মন্ত্রিবর উক্ত সাহেব বাহাদুরকে এইরূপ ভ্রমপূর্ণ পরামর্শ দিয়াছেন? এই প্রকার করিলে নিরর্থক একটি জাতি বিভাগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র, অন্ত্যজ জাতি হইতে সদাচারী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই হিন্দু জাতির অন্তর্গত। অবশ্য, আচারভেদেই হিন্দু জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বিচার চিরকাল হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুজাতিমাত্রেই পালন করিয়া থাকে, তবে প্রকৃষ্ট সদাচারী হিন্দুগণ, যে সমস্ত দেবদেবীর পূজাদি যেরূপ করিয়া থাকেন, নিকৃষ্ট হিন্দুগণের মধ্যে সেরূপ পূজাদি প্রচলিত নাই। হিন্দুর দেবদেবীর মন্দিরে যে সকল অন্ত্যজ হিন্দু যাইতে পারে না কিম্বা উত্তম হিন্দুগণ, যে সকল হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মাদি যাজন করেন না, তাহারা কি হিন্দু জাতির বহির্ভূত? শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মই হিন্দু সাধারণের কর্ত্তব্য বলিয়া চিরদিন বিহিত হইয়াছে, হইতেছে এবং পরেও হইবে। অন্ত্যজ হিন্দুগণ আচারভ্রষ্ট হইয়াও হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কখনই পারে নাই পারিবেওনা। বিশেষতঃ দেবদেবীর পূজায় হিন্দু মাত্রেরই অধিকার আছে। চামারের গৃহেও দুর্গা কালীর পূজা এখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, চণ্ডালেরও কালী পূজাতে অধিকারই রহিয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে, অন্ত্যজ হিন্দুদিগের পূজাদি কার্য্য সেই সেই জাতীয় ব্রাহ্মণগণই সম্পন্ন করিয়া থাকেন; এই জন্যই প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব, অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ আদি করিয়া অত্যন্ত অন্ত্যজ হিন্দুগণকেও হরিনামে সমান অধিকার প্রদান পূর্ব্বক দেশোদ্ধারের মূল ভিত্তিস্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্মসাধনের প্রধান উপায়রূপ অনন্য ভক্তিযোগ প্রচার করিয়াছিলেন। আর ইহাই ভারতবাসী হিন্দুগণের আত্মোন্নতির একমাত্র মূলমন্ত্র যে, সত্যস্বরূপ সনাতনধর্ম্ম অনাদি অনন্তকাল হইতে কেবল; বর্ণ ও আশ্রমের পর অচল অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সনাতনধর্ম্মই যাবতীয় ধর্ম্মেরই পিতৃস্থানীয় এবং সর্ব্ববিধ ধার্ম্মিকগণের একমাত্র অবলম্বন। হিন্দুজাতি কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নামেই পরিচিত নহে, উক্ত চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সংযোগেও বহু প্রকার হিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ণচতুষ্টয়ের সঙ্করে যাহারা উৎপন্ন, তাহারা ভারতে সঙ্করজাতি হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যেই অন্ত্যজ হিন্দুগণ পরিগণিত হইয়া থাকে; সুতরাং অন্ত্যজ হিন্দুগণকে হিন্দু জাতি হইতে একেবারে পৃথক্ করা যায় না। এক সুবিস্তৃত হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণাদি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকল জাতিই অঙ্গ উপাঙ্গ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, যেমন কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া একটী শরীর এবং সেই শরীর হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কখনও বিভক্ত করা যায় না; সেইরূপ এই হিন্দু জাতি, ব্রাহ্মণাদি প্রধান প্রধান অঙ্গ আর তাহার প্রত্যঙ্গ বা উপাঙ্গস্থানীয় অন্ত্যজ হিন্দুগণ, অতএব অন্ত্যজ হিন্দুগণকে হিন্দু জাতি হইতে কিরূপে পৃথক্ করা যাইবে? তবে যদি কোন অভিনব বিজ্ঞানবলে সাহেবী বুদ্ধির কৌশলে শরীর হইতে হস্ত পদাদি বিভক্ত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না।

* * *

গত বর্ষে পেসোয়ারের নিকট গৌতম বুদ্ধের যে অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই অস্থি ব্রহ্মদেশের মাণ্ডালা নামক স্থানে সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই সীমান্ত প্রদেশে বর্ত্তমান বর্ষেও বুদ্ধদেবের বহুবিধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কেবল বৌদ্ধ মূর্ত্তি নহে, বৌদ্ধ যুগে নির্ম্মিত কয়েকখানি প্রস্তরের বাড়ীও বাহির হইয়াছে। উক্ত মূর্ত্তি ও বাড়ীর ভগ্নাবস্থাই পাওয়া গিয়াছে, কোন কোন মূর্ত্তি এবং গৃহের কোন কোন অংশ উত্তম অবস্থাতেই আছে। সীমান্ত প্রদেশে গবর্ণণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ স্পুনার সাহেবই এই সমস্ত ভবন এবং মূর্ত্তি আবিষ্কার

করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, প্রাচীন কালে উক্ত স্থানে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের রাজধানী ছিল। আধুনিক পেশোওয়ারেরই প্রচীন নাম পুরুষ পুর ছিল।

* * *

মুর্শিদাবাদের জমীদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা, মাটীর মধ্যে সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডারের প্রচলিত একটী প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছেন। এই মুদ্রার পৃষ্ঠে সম্রাট্ আলেক্জেণ্ডারের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। আলেক্জাণ্ডার, ভারত বিজয়ের নিমিত্ত আসিয়া খৃষ্টীয় ৩১৪ শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে একটি টাকশাল স্থাপিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত মুদ্রা ঐ টাকশালের প্রস্তুত বলিয়া অনুমান হয়। মুদ্রাটী পরীক্ষার জন্য কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে (যাদুঘরে) প্রেরিত হইয়াছে।

* * *

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সমস্ত ভারতবাসী প্রজাগণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে যে, আগামী ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লীনগরীতে রাজ্যাভিষেক হইবে। ঐ সময়ে স্বয়ং ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ সপত্নীক উপস্থিত হইবেন। কোটি কোটি ভারতবাসী প্রজা এই সুখপ্রদ সুসমাচার শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বহুকাল পরে ভারত সাম্রাজ্যের এবং ভারতবাসীর ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। বহু পুণ্যফলেই ভারতবাসী প্রজাদিগের নিজ সম্রাট্ দর্শনের এই শুভ অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবাসী হিন্দুগণের চির বিশ্বাস এই যে, রাজা প্রত্যক্ষ-সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ, হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" অনেক দিন হইতেই ভারতবাসী প্রজার রাজদর্শন লালসা, আমাদিগের সহৃদয় সম্রাট প্রজাগণের সেই অপূর্ণ লালসাকে পূর্ণ করিয়া প্রজা-রঞ্জন গুণেরই পরিচয় দিবেন, বর্ত্তমান সম্রাটের শুভাগমনে ভারতের দুঃখ দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষাদি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রজার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠরূপে ভক্তি বাৎসল্যে সুদৃঢ় হইবে ইহাই আমাদের আশ্বাস।

অদ্য নিরতিশয় শোকের সহিত লিখিত হইতেছে যে, ৺কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত মাননীয় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় এসংসারের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন! গত ২৮ শে নবেম্বর সোম বার সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে! সুধাকর দ্বিবেদীর নাম সকলেই অবগত আছেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। আমরা চিরকালই দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম বুঝিনা। হায়! হায়! কি হইল! দেখিতে দেখিতে ভারতমাতার ধার্ম্মিক বিদ্বান্ ধনী গুণী দয়াবান্ কর্ম্মঠ পুত্রগণের একেবারেই অভাব হইতে লাগিল! আমরা এমনই হতভাগ্য যে, এক শোক দুঃখেই আমাদিগকে ঘোর বিষাদ অন্ধকারে প্রতিনিয়ত দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে! মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় কাশীর প্রসিদ্ধ কুইন্স কলেজের অন্যতম সংস্কৃত অধ্যাপক, যদি ও তিনি কিছু কাল হইতে অসুস্থতাবশতঃ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল কার্য্যে সম্মিলিত হইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি একজন মহামণ্ডলের পূর্ণহিতৈষী এবং প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যুতে যে স্থান খালি হইয়াছে, উহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কঠিন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা—তাঁহার আত্মার সদ্গতি এবং পরিবারবর্গকে ধৈর্য্য দানে শান্ত করুন্!

* * * *

শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীনরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ মহাশয়, ভারতগবর্ণমেণ্ট হইতে সামন্ত রাজার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কার্য্যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরেরই প্রযত্ন এবং সুবিচার প্রশংসনীয়। আমরাও এই উপলক্ষ্যে উদারবান্ ন্যায়শীল ভারতগবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান এবং মহারাজের মঙ্গল কামনা করি।

## বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

ইউরোপে ডেনমার্ক নামে একটি রাজ্য আছে, তথাকার কোপন হেগ রাজধানী নিবাসী জড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত পাউল্‌সন্‌ সাহেব আলোক প্রকাশ করিবার এক প্রকার অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছেন। এই উপায়ে এক ঘরে আলোক জ্বালিলে পার্শ্ববর্ত্তী অন্য ঘরেও আলোক যায়, উক্ত বৈজ্ঞানিক সাহেব এক ঘরে আলোক প্রকাশ করিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্য ঘর আলোকিত করিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য উভয় ঘরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না ইহা বলাই অনাবশ্যক। এই আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া তথাকার সকল লোকই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহা যে বিস্ময়ের কথা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কার্য্য বিশেষে এই আলোক দ্বারা কিছু সুবিধা হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ইহাতে কোনরূপ বিশেষ লাভ দেখা যায় না। এই আলোকের সাহায্যে রেলগাড়ি, জাহাজ, থিয়েটার এবং ডিটেক্‌টিভ্‌ পুলিশ কর্ম্মচারীর অবশ্য বিশেষ লাভ হইবে। পণ্ডিত পাউল্‌সন্‌ সাহেব, যদি স্বকীয় জড়বিজ্ঞানবলে বিনা তৈলে আলোক রাখিবার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের দীন দুঃখীদিগের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

* * *

অস্ত্রচিকিৎসা অর্থাৎ ব্রণাদিতে অস্ত্র চালনা করিলে রক্তপাত হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু বার্লিন্‌ সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নাগেলস্মিড্‌ সাহেব ঐ সম্বন্ধে এমন একটি অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তদবলম্বনে অস্ত্র চিকিৎসা করিলে বিন্দুমাত্রও রক্তপাত হয় না। এইরূপ অস্ত্র চিকিৎসা বৈদ্যুতিক যন্ত্র সাহায্যেই হইবার সম্ভাবনা। ধন্য বিজ্ঞান! ধন্য বিদ্যুৎ!

## ধর্ম্মপ্রচার সংবাদ।

বিগত ৪ঠা আশ্বিন রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচার কল্পে ময়মনসিংহ জিলার আঠার বাড়ী জমিদার বাড়ীতে একটী সভা আহূত হয়, বক্তা মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় মহামণ্ডলের প্রচার ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা সুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়ার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মিত্র মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত গুহ মুন্সী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, চিফ্‌ ম্যানেজার সাহেব ইংলণ্ডীয় ভিন্ন ধর্ম্মোপাসক হইয়াও সভা ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সভার প্রচার কার্য্যে বিশেষ যত্নপর ছিলেন। এই সভাতে অনেক সভ্য পদাভিষিক্ত হয়েন, সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পূর্ণ হয়। সভ্যগণ মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে ধন্যবাদার্হ।

* * *

বিগত ১৩ই কার্ত্তিক ঢাকা জিলার গড় কাশিমপুর জমিদার বাটীতে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রচারক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয়, মহাসভার প্রচার এবং বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বহু সজ্জন সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং কি উপায়ে মহাসভার স্থায়িত্ব প্রতিপাদন হয়, তদ্বিষয়ে নানা পরামর্শের উদ্ভাবনা করেন। বহু সভ্য ছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া দেওয়া হইল।

১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু (মুন্সেফ্‌।)
২। „ সারদা প্রসাদ রায়চৌধুরী।
৩। „ কামিনীকান্ত গুহ।
৪। „ প্যারিমোহন দাস।
৫। „ অতুলচন্দ্র বসু ম্যানেজার।
৬। „ ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিবেদী।
৭। „ উমেশচন্দ্র বসু।

# ধর্ম্ম প্রচারক।

ভাগ ৩১। ] মকর। [ সংখ্যা ১০।

## বিষয়সূচী।



## বিশেষ পার্থনা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এই মুখপত্র শ্রীমহাণ্ডলের সকল প্রকার সভ্য মহোদয়কেই বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি নূতন ভাবে এই সংবাদপত্রের সুবন্দোবস্ত করায় ইহার ব্যয় অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এইরূপ অধিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মাসিকপত্রসহায়তাফণ্ড্" নামে একটি ফণ্ড্ খোলা হইয়াছে। এই পত্রের পাঠক পাঠিকাগণ এবং শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা যে, এই ফণ্ডে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যিনি এই ফণ্ডে দান করিবেন, তাঁহার নাম ধন্যবাদের সহিত শ্রীমহামণ্ডলের সকলভাষার মুখপত্রসমূহে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,
রাজাবাহাদুর--তাহেরপুর।
প্রধানমন্ত্রী।

## ধর্ম্মপ্রচারকের নিয়ম।

(১) ধর্ম্মপ্রচারক-শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। এই মাসিক মুখপত্র প্রতি সংক্রান্তিতে ৺ কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ধর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং সমাচার প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির সহিত এই মাসিকপত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার সভ্য, শাখাসভা ও পোষকসভা এবং সংস্কৃত পাঠশালা, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতিকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতদতিরিক্ত যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা মূল্য লইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের নিম্নে যদি মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে, তাহা হইলেই কেবল শ্রীমহামণ্ডল ঐ প্রবন্ধের জন্য উত্তরদাতা হইবেন।

(৪) ধর্ম্মপ্রচারকে সুবিধার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে হিন্দী-নিগমাগমচন্দ্রিকা, উর্দ্দু-মহামণ্ডলসমাচার, মহারাষ্ট্রীয়-ভারতধর্ম্ম এবং গুজরাতী-শ্রীসনাতনধর্ম্ম এই চারি মুখপত্রেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে 'ম্যানেজার ধর্ম্মপ্রচারক ৺ কাশীধাম' এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

# ধর্ম্মপ্রচারক।

ভাগ-৩১শ। | মকর সংক্রান্তি। কলের্গতাব্দাঃ ৫০১১। | সংখ্যা ১০।


## কালভৈরবস্তব।

ত্বচ্চণ্ডদণ্ডনিষ্পাতভয়াদ্ভাশু খলাদয়ঃ।
কম্পন্তে কেঽপি মূর্চ্ছন্তি নমস্তে কালভৈরব! ॥ ১ ॥
যবস্তে ভৈরবে দেব! মূর্ত্তিরপ্যতিভৈরবী।
নামাপি ভৈরবং তস্মান্নমস্তে কালভৈরব! ॥ ২ ॥
কাশীসংরক্ষণে দেব! ত্বদ্দণ্ডবলমাশ্রিতঃ।
আস্তে হ্যনাকুলঃশূলী নমস্তে কালভৈরব! ॥ ৩ ॥
যস্য চণ্ডদণ্ডপাতজাতকম্পনাঃ সুরাঃ
কেঽপি মোহমাপ্নুবন্তি বিদ্রবন্তি চাসুরাঃ।
ভীমশব্দনির্জিতাব্দমীশভক্তিগৌরবং,
তং নমামি ভূমিলোলমৌলি কালভৈরবং ॥ ৪ ॥
ত্বচ্চেত্ কাশী-কোষ্ঠপাল! দয়সে মাং স্বতঃ প্রভো!।
ভ্রাময়ন্ মৃত্যবেঽকুণ্ঠং শিবধাম ব্রজাম্যহং ॥ ৫ ॥
শ্রুতিস্তবেষু শাস্ত্রেষু স্তবোঽয়ং শ্রুতিকর্কশঃ।
জয়চন্দ্রকৃতোভূয়ান্মুদে হাস্যকরস্বরঃ ॥ ৬ ॥

---

## ধর্ম্ম।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বীরবর অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন "হে ভারত! যে যে সময় ধর্ম্মের অবনতি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করি'।

কেন! যিনি ত্রিগুণের অতীত, যিনি জ্ঞানময়, জগতের পরমপিতা, যিনি পরমাণুরূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আবার যিনি বিরাট রূপে বৃহত্তম, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সৃষ্ট স্থিতি প্রলয়ের কারণ, তিনি কেন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত? যিনি জগতের ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, যিনি একাধারে সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ এবং ব্যষ্টি সমষ্টি, তিনি কেন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মায়ার ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইবেন? বিচার করিলে—পরমপিতার শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাক্য হইতে, আমরা ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারি। ধর্ম্ম, ব্যক্তিবিশেষের বা দেশবিশেষের

ধর্ম্মই এ মনোমোহন সুষমারাশি তোমার নয়নপথে উপস্থিত করিয়াছেন এবং বলিতেছেন -জীব! তোমার চোখে এরা যেমন সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তুমিও এদের নিকট এইরূপ সুন্দর হইতে চেষ্টা কর!

সমস্ত দিন গগনমার্গে ভ্রমণ করিয়া ক্লান্তদেহে অরুণদেব অস্তগিরি—শিখরশায়ী হইলেন। গোধূলি আকাশে একটী দুটী তারা ফুটিল! সুমন্দ মারুতহিল্লোলে বৃক্ষপত্র আন্দোলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন অতিথি সৎকার প্রিয় বৃক্ষাবলী দূর আকাশের পক্ষীগুলিকে আশ্রয় দানের জন্য অযাচিতভাবে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পত্র সঞ্চালন আহ্বান করিতেছে। সরোবরে কুমুদিনী আনন-বাস উন্মীলিত করিয়া পতি সোহাগে আপ্লুত হইল! আর ঐ অস্তগামী সূর্য্যদেব জীবনের অন্তেও কেমন তেজস্বী কেমন শান্ত!! সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার ধর্ম্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, ধর্ম্ম ঐ সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন এক সত্ত্ব গুণের অবতারণা করিয়াছেন যে, ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ধর্ম্মই সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্ত, এই তিন অবস্থার মধ্যে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব গুণের আলেখ্য আঁকিয়া রাখিয়াছেন। জীব জগৎ যদি ইচ্ছা হয়, জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা থাকে, দেখ! পিপাসা শান্ত কর! কোলাহলপূর্ণ জগতে আমরা এত ব্যস্ত থাকি যে, আমাদিগের দিকে আর চাহিতে পারি না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল, কেবল এক কর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই। নিজের জীবনের প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি কখনও কি দৃষ্টি রাখি? তবে কে আমাদিগকে কতকটা অজ্ঞাতসারে নির্ম্মল বায়ু দানে রক্ষা করেন? এই রক্ষাকারীই ধর্ম্ম। এই সমস্তই ধর্ম্মের অনুশাসনের অনুবর্ত্তী। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"ধর্ম্মোতি জগতঃ প্রতিষ্ঠা"।

বসন্তে ফুলের হাসি, ভ্রমরগুঞ্জন, পিকবরের মধুর ঝঙ্কার, নব পল্লবে নব পত্রে প্রকৃতির বেশ ভূষা, চন্দনচর্চ্চিত মলয় মারুতের সুবাস বহন, গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপ, অনন্ত বালুকা রাশি; বর্ষার অবিরল বারিধারা, শ্যামল প্রান্তরের শ্যামশোভা; শরতের শুভ্রকান্তি চন্দ্রমা, নির্ম্মলাকাশ চন্দ্রাতপতলে রাজরাণী প্রকৃতি দেবীর ক্রীড়া, শুভ্র জ্যোৎস্নাস্নাত তরুবরের শান্ত মূর্ত্তি, শীতের প্রচণ্ড হিমানী-সম্পাত; এই যে ঋতুর পর ঋতু এ ক্রমেরও মূলীভূত ধর্ম্ম। প্রবলা ভগবচ্ছক্তি এ সকলের মূলে না থাকিলে অশান্তির আগুনে এ সমস্ত শান্তির নিলয় পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত! আকাশের মেঘ—সেত ধর্ম্মবন্ধনে এমনি ভাবে আবদ্ধ, এমন নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকারের জন্য নিজের স্বার্থে বলিদান করিয়াছে যে, ভাবিলে ধর্ম্মে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সূর্য্য, সাগর হইতে লবণাক্ত জল গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের আদেশে পৃথিবীতে সুবর্ণরাশি বর্ষণ করেন। পবন দেব নিশ্চেষ্ট হইয়া রাজাসনে আরূঢ় থাকিতে পারিতেন, তিনি কেন অযাচিতভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতে প্রবেশ করিয়া জীব জগতে জীবনী শক্তি রক্ষা করিতেছেন? এ সেই ঐশীচ্ছার অনুশাসনের ফল। সে শক্তির বর্ণনা সামান্য ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে না। অতি তুচ্ছ ভাষার প্রয়োগে সেই ভগবচ্ছক্তি ব্যক্ত করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। আমরা অবিদ্যার অধীন হইয়া ধর্ম্মের স্থূল অংশ লইয়াই সন্তুষ্ট আছি; কিন্তু অন্তর্মুখীনবৃত্তিসম্পন্ন দেবশক্তি ত্রিকালদর্শী মুনিগণ ধর্ম্মের স্বরূপ সার্ব্বভৌমিকতাই বুঝিয়াছিলেন।

যেমন, যে ফুলে কুসুম নাই সে ফুল ফুলই নয়, যে কুসুম ভ্রমর বধূকে আকর্ষণ করিতে পারে না, সে কুসুম কুসুমই নয়, যে ভ্রমর গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া জগৎ মোহিত করিতে পারে না, সে ভ্রমর ভ্রমরই নয়, আবার যে গুঞ্জনে সমস্ত জগৎ আত্ম-বিস্মৃত হয় না, সে গুঞ্জন গুঞ্জনই নয়; সেইরূপ যে পদার্থে ধর্ম্ম নাই, সে পদার্থই অস্তিত্ব হীন, ধর্ম্মই জগতের জীবনী শক্তি, ধর্ম্মই নিজের অস্তিত্ব জগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া জগৎকে অস্তিত্বময় করিয়াছেন। ধর্ম্ম, জগতের জন্য, সৃষ্টি ও লয় কার্য্যের সামঞ্জস্যের জন্য মধ্যস্থ না হইলে, আজ এই জীবন্ত ছবিগুলি, এই মানুষীয় হাসি কান্না, সুখীর হাস্যময় বদনকমল, দুঃখীর বিষাদকালিমা-মলিন মুখমণ্ডল, শিশুর সরল স্বর্গীয় হাস্য, যুবকের অসার আস্ফালনে মোহরাজ্যে ভ্রমণ, বৃদ্ধের আন্তরিক ধর্ম্ম ভাব এবং ঈশ্বর-প্রেম অনন্ত বিস্মৃতি সাগরের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত

থাকিত। ঐ ফুলের হাসি, ঐ বিদ্যুতের চকিত দৃশ্য, আবার তৎক্ষণেই মেঘের নিনাদ, বোধ হয় স্বামিআজ্ঞা লঙ্ঘনকারিণী মন্দাকিনীর বহির্গমনের ঘনরব তাহাকে শাসন করিতেছেন; স্রোতস্বিনীর কুল কুল নাদে, জগতে শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া, বুক ভরা প্রেমের ডালি লইয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে গমন, আবার ঐ সপ্ত বর্ণাত্মক ইন্দ্রধনুর বিশালতা অথচ ভ্রান্তিজনকতা; নীচে ঐ সীমাহীন অনন্ত জলরাশি, এবং উচ্চে ধূধূ নীলাকাশের নীলিমা সমস্তই ধর্ম্মের অভাবে নির্জীব হইয়া চিরকাল অস্তিত্বহীন থাকিত। যতক্ষণ আমাতে ধর্ম্ম আছে ততক্ষণ আমি আমি, যতক্ষণ তোমাতে ধর্ম্ম আছে, ততক্ষণ তুমি তুমি, এইরূপে জগতের সমস্ত পদার্থে এমন কি ব্রহ্মাণ্ডে যতক্ষণ ধর্ম্ম আছে, ততক্ষণ সকলই আছে, জগতে অনন্তজীব আছে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাণ্ডত্ব আছে। আর যখন ধর্ম্ম নাই, তখন কিছুই নাই। তুমি জীব রাজ্যের রাজলক্ষ্মীকে অপসারিণী করিয়াছ কেন? সে কেবল ধর্ম্মেরই প্রভাবে তোমার মনুষ্যত্বের প্রভাবে। আজ মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্ম ত্যাগকর, তোমার অস্তিত্ব ধূলি কণার মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। যত দিন অগ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে ততদিন অগ্নি অগ্নি। ঐ ধর্ম্ম ঐ অগ্নিত্ব হারাইলে অগ্নি শব্দ পৃথিবীর অভিধানে স্থান পাইবে না। এইরূপে প্রমাণিত হইতে পারে যে, ধর্ম্মই পদার্থের জীবন। ধর্ম্মহীন হইলেই পদার্থ নিজের অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

ইত্যাদি।

অর্থাৎ মনুষ্যের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যদি তাহা অন্য জাতির ধর্ম্মাপেক্ষা হীনমুষ্ঠেয় বলিতেও হয় তথাপি নিজ ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর জানিতে হইবে। কারণ স্বভাবনিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইতেই পারে না।

যত দিন আমার মধ্যে ধর্ম্ম আছে, যত দিন আমি স্বধর্ম্মে আছি, ততদিন আমাকে পাপ স্পর্শও করিতে পারিবে না। আমার ধর্ম্ম অন্যের চক্ষে নীচ হইতে পারে, তুচ্ছ হইতে পারে; আমার পক্ষে তাহা শোভনময় আমার পক্ষে তাহা বড় সহজ, কারণ আমার ধমনীতে ঐ ধর্ম্মজাত রক্ত প্রবাহিত, আমার মন ঐ ধর্ম্মোপাদানে গঠিত আমি ঐ ধর্ম্মময়। আমি ঐ ধর্ম্মের সন্তান বলিয়াই আমার এই প্রতিষ্ঠা, এই বিশেষত্ব।

ধর্ম্মই পদার্থের প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষত্ব সম্পাদক। জগতে কোন পদার্থই অনাদৃত নয়। আমার নিকট সন্দেশ বড় প্রিয়, তোমার নিকট ভিন্ন পদার্থ বড় প্রিয়, তার নিকট অম্ল বড় প্রিয়। এইরূপে জগতের যাবতীয় পদার্থই আদরণীয়। এই আদরের কারণ ধর্ম্ম। তত্তদ্ধর্ম্ম আছে বলিয়াই সেই সেই পদার্থ এত আদরণীয়। মানুষের মধ্যেও দেখিতে পাই ধর্ম্মের প্রভাবেই প্রত্যেক মানব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের আধার বলিয়া জগৎপূজ্য। ক্ষত্রিয় বীরভাবাপন্ন বলিয়া জগতে এত আদরণীয়।

চন্দ্রের ধর্ম্ম দূরে থাকিয়া, সুধা বর্ষণ করিয়া রূপের হাট বসাইয়া জগৎকে মুগ্ধ করে। আমি মনে করি—চাঁদ যদি আমার হাতের জিনিষ হইত, তুমি মনে কর—চাঁদ যদি তোমার হাতের জিনিষ হইত, এইরূপে চাঁদ জগতের বাঞ্ছনীয়। এই ধর্ম্ম যদি না থাকিত তবে কে চাঁদকে আদর করিত? কে ঐ এক পর্ব্বতাদিপরিপূর্ণ কঠিন জড় পদার্থকে মানুষের অমন সুন্দর কমনীয় মুখকমলের সহিত তুলনা দিত? কে উহার দিকে চাহিয়া, কবিত্বের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, কত বিনিদ্র রজনী কাটাইত।

জাগতিক সমস্ত পদার্থ ধর্ম্মানুগ্রহে ধর্ম্মশৃঙ্খলে এমন ভাবে আবদ্ধ আছে যে, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়ে প্লাবিত হয়। নীরস কঠিন প্রস্তরে রসের আবির্ভাব হয়। এই ধর্ম্ম যাঁহার শক্তি, সেই সর্ব্বশক্তিময়ের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। ভাবের স্রোতে পড়িয়া, এই ভাবেই মানুষ মানুষ হয়েন। এই ভাবেই ঘোর পাতকী হঠাৎ পুণ্যময় হইয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হয়েন।

যে দিন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ক্রিয়ারম্ভ হয় সেই দিন হইতে ধর্ম্ম 'জগতঃ প্রতিষ্ঠা'। প্রকৃতির কম্পনে, সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণের স্রোতে জীবাত্মা

ভাসিতে ভাসিতে কত কোটি কোটি যোনি ভ্রমণ করিতে লাগিল; মায়ার বন্ধনে অন্ধ হইয়া চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মুক্তিপদ লাভ হইল না। তাই ধর্ম্ম প্রজাধারকতা গুণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রজাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে ক্রমে উন্নত করিতে করিতে শেষে মনুষ্য যোনিতে প্রবেশ করাইয়া মুক্তিপদ দিয়াছেন। প্রকৃতির দুইটী স্রোত বিভিন্নমুখীন হইয়া প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে। সেই স্রোতের বেগে তৃণের ন্যায় জীবাত্মা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এক তরঙ্গ তমোময় জড় রাজ্য হইতে মোক্ষময় ব্রহ্ম পর্য্যন্ত প্রবাহিত এবং অপরটী সত্ত্ব রাজ্য হইতে তমঃপ্রধান অবনতির দিকে ধাবিত। ধর্ম্মই নিয়ামক শক্তির দ্বারা জীবাত্মাকে প্রকৃতি মাতার তরঙ্গ হইতে উন্নতির দিকে লইয়া যায়। এইরূপে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং শেষে জরায়ুজ জীবের সৃষ্টি হইয়া মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম এই সমস্ত জীব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া অযাচিত ও অজ্ঞাত ভাবে তাহাদিগকে উন্নত করেন। অশ্বত্থবৃক্ষ ,ছায়াদানে পথিকের মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত ক্লান্ত দেহ শীতল করে, পান্থপাদপ, অনন্ত বালুকাময় জলন্ত মরুভূমি মধ্যে অবস্থিত হইয়া পথিকের তৃষ্ণা দূর করে। একি সাধারণ ধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম তো মানুষেও দুর্লভ। আমরা দেখিতে পাই কুক্কুর প্রভুর জন্য জীবন দান করে। কুক্কুর সর্ব্বদা প্রভুর মঙ্গলের জন্য নিজের সমস্ত দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করে। বহুদিন পরেও প্রভুর দেখা পাইলে, আনন্দে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হয়। দিবারাত্রি বেতনভোগী ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার ধন সম্পত্তি সংরক্ষণ করে। এ সমস্ত গুণ কি তুচ্ছ ধর্ম্ম? অশ্বের প্রভুভক্তিও আশ্চর্য্য জনক। ঐ সেদিন "হলদিঘাটা"র ভীষণ সংগ্রামের পর "চৈতক" প্রভুর জীবন রক্ষার জন্য নিজ জীবন পাত করিল। কি উজ্জ্বল প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত! সিংহের উদারতা, স্বকীয় পদসম্মান বোধ, নীচজনোচিতচঞ্চলতাহীনতা বড়ই সুন্দর। এ সমস্তই ধর্ম্মের প্রভাব। এই সমস্ত নৈসর্গিক লীলা দেখিয়া কে না বিশ্বাস করিবেন, কোন বিজ্ঞান না প্রমাণ করিবে যে ধর্ম্মই জীবকে ক্রমবিকাশের পথে চালাইতেছে। এই জন্যই ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ গাহিয়াছেন—

**उन्नतिं निखिला जीवा धर्म्मेणैव क्रमादिह ।**
**विदधानाः सावधाना लभन्तेऽन्ते परं पदम् ॥**

অর্থাৎ ধর্ম্মই নিখিল জীবকে ক্রমে উন্নত করিয়া অন্তে পরব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত করান। ধর্ম্মের কি অনন্ত প্রভাব! জগতে এমন ভাবে স্বকীয় প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছেন যে, সমস্ত জাগতিক পদার্থ যেন একসূত্রে গাঁথা মালার ন্যায় শৃঙ্খলিত রহিয়াছে। এই যে পবনদেব পুংপুষ্পরেণু বহন করিয়া স্ত্রীপুষ্পগণে নিক্ষেপ করিতেছে ও ফুল ফলের সৃষ্টি করিতেছে, ইহা কাহার আদেশ? ধর্ম্মই এই শৃঙ্খলার একমাত্র কারণ।

এই তো গেল নিকৃষ্ট জীবজগতে ধর্ম্মের কার্য্য। এখন দেখি--মানবসমাজে ধর্ম্ম কেমন কার্য্যকারী। মানুষ, জীবজগতে শীর্ষস্থানীয় কেন? মানুষের রূপ আছে বলিয়া? রূপ তো তুচ্ছ, মিথ্যা ক্ষণভঙ্গুর। মূত্রপুরীষ ও আবর্জ্জনা পূর্ণ দেহের আবার গৌরব? মলভাণ্ড দেহের আবার রূপ? তবে মানব শ্রেষ্ঠ কেন?

**आहारनिद्राभयमैथुनञ्च**
**सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।**
**धर्म्मो हि तेषामधिको विशेषो**
**धर्म्मेण हीनाः पशुभिःसमानाः ॥**

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি প্রভৃতি কার্য্য যেমন মনুষ্যগণ করে, তেমনি পশ্বাদিও করিয়া থাকে। ধর্ম্মই মানুষের বিশেষ গুণ। ধর্ম্মের জন্যই মানুষ শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মহীন মানব আর পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। মানুষ যদি পশু পক্ষীর মত স্বভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া ক্রমাগত আহার নিদ্রাদিতে মগ্ন থাকে, তবে তাহার বিশেষত্ব কোথায়? মাতা যেমন পুত্রকে শিশুকালে অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকাইয়া রাখেন, অঞ্চলের নিধিকে অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াও যেন চক্ষে চক্ষে হারান! কিন্তু পুত্র স্বাবলম্বী হইলে তত চিন্তিত থাকেন না, সেইরূপ প্রকৃতি মাতাও জীবরূপ সন্তানকে অজ্ঞানাবস্থায় উদ্ভিজ্জ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত নিজ অধীনে রাখিয়া লালন পালন করেন। কিন্তু জীব যখন মনুষ্য যোনিতে প্রবিষ্ট হয়,

তখন সে স্বাধীন। নিজের পথ তাহাকে নিজেই দেখিতে হয়। মনুষ্যজীবন ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের সহিত মানুষের অদৃষ্টলিপি দৃঢ় সম্বন্ধ। মনুষ্য যোনিতে আসিয়া জীব জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়। দুইদিকে দুইস্রোত—একটী উর্দ্ধদিকে ঈশ্বরের দিকে ও অন্যটী নিম্ন দিকে, নরকের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এই সময় যে জীব নিজ তীক্ষ্ণ জ্ঞানরূপ কর্ণ ধারণ করিয়া এই জীবন-তরীকে উর্দ্ধ দিকে লইয়া যেতে পারেন, তিনিই জীবনযুদ্ধে জয়ী, তিনিই মোক্ষপদ পাওয়ার যোগ্য। আর যিনি নিজের বিবেক ঠিক রাখিতে অক্ষম, যিনি প্রবৃত্তির অধীন তিনি অচিরেই ধ্বংসাভিমুখে নীত হইয়া, অনন্ত নরক যাতনা ভোগ করেন! তাহার উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত। তাহার জীবন উষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজবৎ নষ্ট হইয়া যায়, তমঃ প্রধান রাজ্যে উপস্থিত হইয়া যোনি হইতে যোন্যন্তরে ভ্রমন করিতে থাকে। মানুষ সম্রাটপদারূঢ় হইয়া দুইদিকে দুই রাণীর দ্বারা শোভিত হইয়া থাকেন, এই দুই রাণীর একটী সুয়ো, অন্যটী দুয়ো। মানুষরাজা পতি সাজিয়া দুই নৌকায় পা দিয়া, নিজের রাজকার্য্য ভুলিয়া যান। তাহার রাজ্য, তাহার উদ্দেশ্য নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে উদ্যোগী হয় আর তিনি দুই রাণী লইয়া ব্যস্ত। আজ ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে, কাল উহাকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পান। এই দুনৌকায় পা দিয়া মানুষ নিজের বিপদ নিজে আনয়ন করে, নিজের পায়ে নিজে কুঠার আঘাত করে।

প্রবৃত্তি সদাই ভোগরাজ্যের দিকে পতির মন ফিরাইতে চেষ্টা করে, আপাতমধুর সাজ সজ্জা দ্বারা তিনি পতিকে নিজের স্বরূপ ভুলাইয়া দেন, এক মোহরাজ্যের মধ্যে আনিয়া ফাঁদে ফেলেন; আর নিবৃত্তিরাণী বেচারী কত উপদেশ দেন, স্বামীকে সৎপথে আনিতে কত চেষ্টা করেন, কিন্তু বড় গোপনে, বড় সতর্কতার সহিত, সর্ব্বদাই ভয় যদি প্রবৃত্তি জানিতে পারে? মানুষ স্বামী কিন্তু প্রায়ই প্রবৃত্তির আপাত রমণীয়তায় ভুলিয়া যায়। এই যে ঘোর সংগ্রামস্থল! এই যে পরীক্ষাস্থল! এস্থানে যে জয় লাভকরা তাহা ধর্ম্মের অনুগ্রহ ভিন্ন হওয়ার উপায় নাই। ধর্ম্মই প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া নিবৃত্তির স্বামী সেবা সাধ পূর্ণ করেন এবং মানুষও নিবৃত্তির অধীন হইয়া ক্রমোন্নতির সোপানারোহণ করতঃ মোক্ষা-লয়ে উপস্থিত হয়। সাধারণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম যেমন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ, বিশেষ ধর্ম্ম সেইরূপ মানব জাতির উদ্ধারের কারণ।

নিম্ন সমতল ভূমি হইতে যখন কোন বাষ্পীয় রথ উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে থাকে তখন সম্মুখের Engine-র সাহায্যের জন্য পিছনে একখানা Engine থাকে ঐ Engine-র সাহায্য ব্যতীত উচ্চারোহণের কোন উপায় নাই। সেইরূপ মানব জাতিকে উর্দ্ধে সেই সচ্চিদানন্দ-ময় প্রদেশে যাইতে হইলে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সহায় স্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। সাধা-রণধর্ম্ম ও ধর্ম্মাঙ্গগুলিগ্রহণ না করিলে গুরুত্ব জন্মিতে পারে না আর গুরুত্ব না জন্মিলে শূন্য কুম্ভের ন্যায় সরোবরের উপরি ভাগেই ভাসিতে হইবে; তার তলদেশে যে এক শান্তির ভাণ্ডার আছে তাহার স্বাদ গ্রহণ সুদূরপরাহত!

সাধারণ ধর্ম্ম কাহাকে বলিব? যে ধর্ম্ম সমস্ত জীব-জগতে ব্যাপ্ত। যে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই, যে ধর্ম্ম হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান সকলেই গ্রহণ করে, তাহাই সাধারণ ধর্ম্ম। সাধারণ ধর্ম্মের দ্বিসপ্ততি প্রকার অঙ্গ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যিনি এই দ্বিসপ্ততি প্রকার অঙ্গেই নিজের আধিপত্য করিতে পারিয়াছেন তিনিই স্বর্গগামী। মান-বের হৃদয় রমণীয় পুষ্পোদ্যান স্বরূপ। এখানেই দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, স্নেহ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি দেব কন্যাগণ বাস করিয়া ইহাতে এরূপ জলসেচন করেন যে, এই হৃদয়েই মোক্ষ-ফলোৎপত্তি হয়। মানুষের হৃদয়কে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করার জন্য ইহারাই প্রধান সহায়। এই মনোবৃত্তি গুলি যখন প্রস্ফুরিত হইয়া হৃদয়কে সকমল সরোবর করে, তখন মোক্ষ-রূপ ভ্রমর আপনিই সে মধু পান করিতে আসিবে। অতএব আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, বিবেকের অধীন থাকিয়া গুরূপদেশানুসারে এই সমস্ত গুণ গুলিকে সম্পূর্ণরূপ স্ফুর্ত্তি পাইতে দেওয়া। ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিব না! ফল আপ-নিই আসিবে। পরম মঙ্গলময় জগদীশ আমাদিগকে সমস্তই

দিয়াছেন, আমরা তাহার উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা উপযোগী করিয়া লইতে পারিলেই সফলকাম হইব। পরের দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় দয়ারসে আর্দ্র না হয়, পুত্রহীনা জননীর শ্রাবনের ধারার ন্যায় নয়নবারি দূর করিবার জন্য যাহার হৃদয় না কাঁদে, তাহাকে কি প্রকারে মানুষ বলিব? পরোপকারই এই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গের অন্যতম। জগতের মূলে "এক"। জগতে "একে"র মত মৌলিক পদার্থ আর কিছু নাই। জগৎ "এক" হইতে হইয়াছে "একে"ই মিশিয়া যাইবে। আমরা জগতে সেই "একে"র প্রসাদে আসিয়াছি। অতএব আমাদের যে একতার অধীন হওয়া আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একতা ভিন্ন মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি তো দূরের কথা সামান্য বিষয়েও দক্ষতা দেখাইতে পারে না। এই জন্য পরোপকার করা ঈশ্বরের আদেশ এরূপ মনে করা উচিত। তুমি স্বার্থপর তোমার স্বার্থ তোমারই থাকুক। তুমি প্রতিক্ষণে তুচ্ছ স্বার্থত্যাগ না করিয়াও পরের উপকার করিতে পার! তোমার একটী কথার একটি উপদেশে হয়তো কত ভগ্ন হৃদয় আশ্বাসিত হইতে পারে। পরোপকারে যে কেবল উপকারপ্রার্থীই চরিতার্থ হয় তাহা নহে, যিনি উপকারক তাহারও হৃদয়ে পবিত্র শান্তির স্রোত বহিতে থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ধর্ম্ম স্বয়ং প্রস্ফুটিত হইয়া মানব হৃদয় পবিত্র রমণীয় পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে, তখন তাহাই ধর্ম্মের প্রধান লীলাভূমি হয়, ধর্ম্ম সেখানে আপন করিয়া জীবকে আসন্ন বিপদ হইতে ত্রাণ করত মোক্ষপদ প্রাপ্ত করায়। ধার্ম্মিক পুরুষের নয়ন হইতে এমন ধর্ম্মোন্নতি প্রকাশিত হয় যে, সমস্ত সংসারের পাপ তাপ আশ্রয় শূন্য হইয়া দূরে পলায়ন করে। সে জ্যোতির নিকট শত্রু মিত্র সকলেই অবনত মস্তক। সে জ্যোতির এমনই প্রবল প্রভাব যে, জীবকে অতি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিতে সর্ব্বদাই সমর্থ। এই ধর্ম্মজ্যোতি মানব হৃদয়ে কতকটা স্বতঃই উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম না থাকিলে ব্রাহ্মণগণ কখনই জীবন দান করিয়া দেশের জন্য আত্মার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেন না। এই যে ক্ষত্রিয় বীর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর করাল কবলে প্রবেশ করিতেছে; কে উহাকে এই স্বদেশ প্রেম শিক্ষা দিল? ধর্ম্মই সমস্ত পদার্থের মূল। ধর্ম্মই মূলমন্ত্র। ধর্ম্মেরই জয়।

(ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলীয় উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র।)

---

# सान्त्वना। *

(१)

ए मनमो हरि धारे,
यत्न करि बारे बारे,
असाध्य कि ए संसारे करिले उद्योग ?

(२)

ज्ञान इच्छा क्रियाशक्ति
अन्तरे अन्तरे भक्ति,
ऐकान्तिक अनुरक्ति सदा मनोयोग ॥

(३)

"महाकर्म्मवीर" हये,
"एकता" "धीरता" लये,
दुःख कष्ट सये सये त्यजिया दुराशा—

(४)

"सत् साहसे" करि भर,
चेष्टा कर पर पर !
अवश्यइ "परात्पर" पूराबेन आशा ॥

(५)

"साधना" करिले भवे,
"सिद्धि" यदि ना सम्भवे,
तबे कर्म्मफल सबे केन भोगे बल ?

---

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুল প্রচার কল্পে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিক মুখপত্রেই একটি করিয়া তত্তদ্ ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়; এইজন্য বাঙ্গালাভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হইল। ( সম্পাদক। )

(৬)
বিনা "কর্ম্ম" নাই "শক্তি",
বিনা শক্তি নাই "ভক্তি",
বিনা ভক্তি নাই "মুক্তি" "জ্ঞান"'ই সম্বল ॥
(৭)
নাই জ্ঞানী জ্ঞানযোগে,
"কর্ম্মসুকৌশলযোগে",
শুভলগ্নে শুভযোগে করি "অনুষ্ঠান"।
(৮)
সর্ব্বভূতে আত্মবোধ,
ইন্দ্রিয়ার্থে করি রোধ,
হয় শেষে নিজবোধ রূপে "অধিষ্ঠান" ॥
(৯)
'স্বরূপে" প্রকাশ পায়,
"চিদানন্দ" মিলে তায়,
দূরে যায় অনুপায়, "সদুপায়" হয়।
(১০)
ঘুঁচে যায় মোহ ভ্রান্তি
কেঁটে যায় "এ অশান্তি,"
সর্ব্বদাই সুখশান্তি শান্তিসুখময় ॥

স্বরূপানন্দ।

---

## কার্য্যকুশলতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমার্গই সনাতন ধর্ম্মরূপী বৃদ্ধ পিতার পুত্রপৌত্রাদি তুল্য। যে প্রকার বহু পুত্রবান্ ভাগ্যশালী পিতার বালক, যুবা, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মূর্খ, পণ্ডিত ইত্যাদি বহুবিধ পুত্র হইয়া থাকে এবং যে প্রকার ঐ বহু পুত্রবান্ পিতা স্বীয় সৎপুত্রগণকে যথাযোগ্য অধিকার দিলেও স্নেহ দৃষ্টিতে সকলকে একই-রূপ দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ সমদর্শী, সর্ব্বভাগ্যবান্, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক সনাতন ধর্ম্ম পৃথিবীস্থ সমস্ত ধর্ম্মের উপর কৃপাদৃষ্টিই রাখিয়া থাকেন। তথাপি কুলরীতি-ত্যাগের নিমিত্ত যেরূপ কোন কোন পুত্রকে সামাজিক দণ্ড দেওয়ার আবশ্যকতা হইয়া থাকে, সেইরূপ বৌদ্ধ আদি ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম কখনও কখনও শাসন করিয়াছেন। ঈশ্বরভক্তি অর্থাৎ আস্তিক্য এবং আচার অর্থাৎ বহিঃশুদ্ধি সনাতন ধর্ম্মের কুলরীতি স্বরূপ। যে ধর্ম্মমার্গে এই দুইটির অথবা ইহাদের মধ্যে কোন একটির অভাব হয় উহাকেই কুলত্যাগী এবং অবৈদিক মানা হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মের উপরি-উক্ত দুই কুলরীতি অনুসারে দুইটি কুলমর্য্যাদাও আছে যথা-পুরুষের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং স্ত্রীর মধ্যে সতীত্ব ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মমার্গে এই দুই বিষয় নাই, উহাকে সনাতন ধর্ম্মকুলমর্য্যাদাত্যাগী অনার্য্য মত মনে করা হয়। কুল-মর্য্যাদা এবং কুলরীতির উপর সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়া সনাতন ধর্ম্মবক্তাগণের কদাপি অনুদার হওয়া উচিত নহে। স্বমত মণ্ডন দ্বারাই পরমত খণ্ডিত হইয়া থাকে। পরমত খণ্ডন প্রবৃত্তি অপেক্ষা স্বমতমণ্ডন প্রবৃত্তি পুণ্যজনক। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা যেরূপ দার্শনিক ভিত্তি রহিত অন্যান্য ধর্ম্মমত সমূহের ভয়ভীত হইবার কারণ আছে, অভ্রান্ত দার্শনিক ভিত্তিযুক্ত সনাতন ধর্ম্মের এরূপ কোন কারণ নাই। সংসারে জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে, ততই সাধারণ মনুষ্য সমাজ সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইবে। এই সমস্ত তত্ত্ব উপদেশক মাত্রেরই হৃদ্গত হওয়া উচিত। (১০)

বর্ণাশ্রম নিয়ম, রাজদণ্ড নিয়ম, সমাজদণ্ড নিয়ম আচার্য্যা-নুশাসন নিয়ম ইত্যাদি ইহামুত্র অভ্যুদয়কর নিয়মসমূহের যথারীতি পালন দ্বারা মনুষ্য সমাজের ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। নিয়ম পালনই মনুষ্যের সকল প্রকার উন্নতির মূলমন্ত্র। ইহাকে নিয়ম বদ্ধ প্রণালী অর্থাৎ (Discipline) বলা হইয়া থাকে। নিয়মবদ্ধতা হেতুই অনন্ত আকাশে অনন্ত সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহোপগ্রহ ধূমকেতু আদি জীবলোক-সমূহ বিচরণ করত এক অন্যের সংঘর্ষে সৃষ্টি ক্রিয়া ভ্রষ্ট

করিতেছে না। যে জাতি নিয়ম পালন করিতে জানে, যে জাতিগত মনুষ্য কুলনিয়ম, সমাজনিয়ম, রাজনিয়ম, এবং বেদনিয়মাদি যথাবৎ পালন করিয়া থাকে, ঐ জাতিই অবনতির করাল গ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। যে প্রকার নিয়ম বদ্ধতা ক্রমোন্নতির মূলমন্ত্র ঐরূপ অনুশাসন ব্যবস্থা (Organisation) সর্ব্ববিধ শক্তি লাভের প্রধান উপায়। শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারে না। সমাজশক্তি, রাজশক্তি, অর্থশক্তি, লোকশক্তি, ধর্ম্মশক্তি ইত্যাদি সকল প্রকার শক্তিই অনুশাসন ব্যবস্থা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন জাতির উন্নতি অথবা অবনতি উক্ত জাতির অনুশাসন ব্যবস্থার তারতম্য দ্বারাই হইয়া থাকে। অনুশাসন ব্যবস্থার ন্যূনতাই এ সময় আর্য্য জাতির অবনতির কারণ *। এক পরমাণু হইতে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ যে এক দ্বিতীয় দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ডের কোন অংশ নষ্ট ভ্রষ্ট অথবা উপেক্ষিত হইতেছে না ইহার নাম প্রাকৃতিক অনুশাসনব্যবস্থা। এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই সমস্ত দৃষ্টান্ত বুঝা উচিত। সমাজে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, স্ত্রী পুরুষ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী এবং রাজা প্রজা পরস্পর পরস্পরের রক্ষক হইবেন, তখনই লৌকিক অনুশাসন ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদিত হইবে। কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিবে না সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করত সমাজের অঙ্গাঙ্গীভাবে স্বকীয় এবং পরকীয় কল্যাণ চিন্তাপূর্ব্বক কর্ম্মপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবেন। নিয়মবদ্ধতা এবং অনুশাসন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন জাতীয় জীবনের রক্ষা অথবা স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। এ কারণ সমস্ত ধর্ম্মবক্তারই সর্ব্বপ্রথমে সামাজিক, পারিবারিক এবং ধার্ম্মিক নিয়মবদ্ধতা ও অনুশাসন ব্যবস্থার দৃঢ়তার নিমিত্ত কটিবদ্ধ হইয়া যত্ন করা উচিত। (১১)

সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বজীবহিতকারিতা এবং মহত্ত্বের পূর্ণতা সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার পিতৃভাবের বিস্মৃতি কোন অবস্থাতেই হইবেনা। সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বর্ণাশ্রম এবং সতীত্ব ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে আপনার অঙ্গস্বরূপ মনে করিতে হইবে। কালকে পিতৃরূপে এবং দেশকে মাতৃরূপে পূজা করিতে হইবে এবং পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করত এক লক্ষ্য হইয়া ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে হইবে। জাতি, আশ্রম, লিঙ্গ, আচার, পদ এবং জ্ঞানসম্বন্ধীয় অধিকার ভেদসমূহকে কেবল অধিকার ভেদমাত্র মনে করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে দৃঢ় থাকিতে হইবে। সার্ব্বজনিক এবং ধার্ম্মিক শিক্ষায় সমাজকে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। বিদ্যার যে যে অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। ত্রিভাব বিজ্ঞান, ত্রিগুণ বিজ্ঞান, কর্ম্ম বিজ্ঞান, পঞ্চমহাযজ্ঞ বিজ্ঞান, যোগ চতুষ্টয় সাধন, সাত্ত্বিকদান ইত্যাদি ধর্ম্মসংস্কার সমূহের পুনঃপ্রীতিতে প্রবর্ত্তন দ্বারা আর্য্যজাতির অভ্যুদয়ার্থ যত্ন করিতে হইবে। আর শ্রীভগবৎ-কথিত শ্রীশ্রীগীতোপনিষদের নিম্নলিখিত আজ্ঞা সমূহ পালন করিবার এবং করাইবার বিষয়ে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।
सिद्ध्यसिद्ध्योःसमोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ १ ॥
न कर्मणा मनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ २ ॥
नहि कश्चित्क्षणमपि जातुतिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ३ ॥

হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করত সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া যোগে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। ১। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় না। ২। কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা; রাগদ্বেষাদি স্বাভাবিক গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে। ৩।

* প্রচারক প্রণীত শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল রহস্য নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ४ ॥
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ ५ ॥
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ६ ॥
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ ७ ॥
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुःपण्डितं बुधाः ॥ ८ ॥
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ ९ ॥

तুমি নিত্য কর্ম্ম অবশ্য করিবে, কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল; সর্ব্ব কর্ম্ম শূন্য হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবেনা। ৪।

জনকাদি মহাত্মগণ কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন! লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করা উচিত।৫। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকেও তাহা করে, তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন, লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে। ৬। হে ভারত! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ করিয়া থাকে, অনাসক্ত জ্ঞানীরাও লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সেই রূপ করিবেন। ৭। যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম ফলকামনাশূন্য, বুধগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন; কারণ ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানরূপ অগ্নিতে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। ৮। তিনি কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত! সুতরাং অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য চেষ্টা বা প্রাপ্ত বিষয় পরিরক্ষণ বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না। ৯।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ १० ॥
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ११ ॥
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ १२ ॥
नियतः स तु संन्यासः कर्मणा नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः ॥ १३ ॥
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ १४ ॥
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥१५॥

পণ্ডিতেরা সমুদয় কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। বিচক্ষণ গণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন। ১০।

সাংখ্য পণ্ডিতগণ কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন, মীমাংসকগণ বলেন যে, যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। ১১।

হে পার্থ! আসক্তি এবং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক, ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত জানিবে। ১২। নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ উচিত নহে; মোহবশতঃ নিত্য কর্ম্মের ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলা যায়। ১৩। যে ব্যক্তি দুঃখ বুদ্ধিতে শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করে বলিয়া কদাচ ত্যাগ ফল পায়না। ১৪। হে অর্জ্জুন! আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যে নিত্য কর্ম্ম করা যায় তাদৃশ ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ১৫।

संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म्म योगो विशिष्यते ॥ १६ ॥
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १७ ॥
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ १८ ॥

---

## ঋষি মেধাতিথি।

( ঋগ্বেদ ১।১।১২ ১।১।২৩)

ষি মেধাতিথি কণ্বের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম প্রস্কন্দ। আমরা সমগ্র ঋগ্বেদসংহিতায় মেধাতিথির কেবল মাত্র ১২টি সূক্ত দেখিতে পাই; তন্মধ্যে তিনটি প্রথম অগ্নি সম্বন্ধে, দ্বিতীয় ও নবমটি ঋতুগণ সম্বন্ধে, চতুর্থটি ইন্দ্র সম্বন্ধে, পঞ্চমটি ইন্দ্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ষষ্ঠটি ব্রহ্মণস্পতি সম্বন্ধে, অষ্টমটি অগ্নি ও মরুদ্গণ সম্বন্ধে, দশমটি অগ্নি ও ইন্দ্র সম্বন্ধে, একাদশটি অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

পরিচয় ও সূচনা।

যেমন দুগ্ধ ব্যাপিয়া নবনীত থাকে, তেমনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া পরমাত্মা বা ব্রহ্ম আছেন। যেমন একই আলো—লাল, নীল, শ্বেত, পীত প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গের গ্লাসে প্রতিফলিত হইলে সেই গ্লাসের রূপ বা বর্ণানুসারে বিভিন্ন রঙ্গের আলো দান করে ও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনি এক সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থের আশ্রয়ে বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, যদিও গ্লাস্ ভাঙ্গিয়া গেলে সকল আলোই এক,—প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থ নষ্ট হইয়া গেলে যদিও এক পরমাত্মাই পরিদৃষ্ট হন, তবুও মায়া বা প্রকৃতির আচ্ছাদনে আবরিত জীব সেই সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যময় পরমাত্মার 'বিরাটত্ব' বা সর্ব্বব্যাপকতা' সহসা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ শুধু জ্ঞানীর জন্য নহে, সর্ব্বসাধারণের জন্য ( ঋষি মধুচ্ছন্দা দেখ ); ঋষি যদিও আত্মদর্শী তবুও সাধারণের হিতকল্পে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার পার্থিব বা নৈসর্গিক বিভিন্ন পদার্থে প্রতিফলিত বিভিন্ন প্রকার আভাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। 'ঋষিমধুচ্ছন্দা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইহা বিস্তৃত ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

যেমন মধুচ্ছন্দার অগ্নি 'ঈলে' 'দেবমৃত্বিজং' এবং রত্নধাতমম্' তেমনি মেধাতিথির অগ্নিও 'দূতং' 'হোতারং' এবং 'বিশ্ববেদসং' মধুচ্ছন্দার অগ্নির ন্যায় মেধাতিথির অগ্নিও 'গৃহপাল,' হব্যবাহী, যুবা জুহুমুখ, দেবগণের আহ্বানকারী, দেব-দূত এবং ঋত্বিক্ শ্রেষ্ঠ। অগ্নি ব্যতীত অন্য কেহ দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করিতে পারে না ঋষিরা এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে অগ্নিস্তোত্র গান করিয়াছেন।

মেধাতিথির অগ্নি।

সনাতন ধর্ম্মই জগতের আদিভূত এবং সর্ব্বব্যাপক, হিন্দুর 'বেদ'ই অপৌরুষেয় অনাদি, অনন্ত, নিত্য এবং সত্য। পৃথিবীতে যত প্রকার 'সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম' বা উপাসনা-প্রণালী' আছে, তৎসমস্তই 'বেদ' হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে; ইহা নিশ্চয় যে কোন সময়ে এক অপৌরুষেয় বেদ ব্যতীত পৃথিবীতে অপর কোন ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল না, সনাতন বা বৈদিক ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম ছিল না। সনাতন আর্য্যজাতি ব্যতীত যাবতীয় মানব ধর্ম্মহীন ক্রিয়াহীন এবং বিচারহীন ছিল। পরে কোন চির-অন্ধকার দেশে

---

কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর। ১৬। পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় কর্ম্মে লিপ্ত হন্ না। ১৭। কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে যেন কদাচ না হয়; কর্ম্মফল যাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু হয় তাহাদের ন্যায় হইওনা এবং কর্ম্ম না করিতে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ১৮।

সূর্য্যোদয় হইলে যেমন তদ্দেশীয় লোকবৃন্দ বিষয়-বিহ্বল পুলকিত চিত্তে একদৃষ্টে তৎপ্রতি তাকাইতে থাকে, তেমনি পৃথিবীর ললাট প্রদেশরূপ ভারতে জ্ঞানবিজ্ঞান-রূপ-সূর্য্যোদয় দেখিয়া চির-অজ্ঞানান্ধকারাবৃত মানবগণ বিস্ময় বিহ্বলিত চিত্তে একদৃষ্টে তৎপ্রতি তাকাইতে লাগিল। শিশুরা যেমন কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-মনোহর-দৃশ্য দেখিলে ধরিবার জন্য দলে দলে ছুটিতে থাকে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্নদেশীয় জনগণও আর্য্যজাতির বিজ্ঞান ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্ননিচয় গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে ছুটিতে লাগিলেন!—ভারতের উপাসনা প্রণালী দেখিয়া জড়ে চৈতন্যসত্তা বুঝিতে পারিলেন!—আত্মার অমরত্ব দেখিয়া জন্মান্তর বাদ বিশ্বাস করিয়া প্রণতমস্তকে ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন!—ফলে পাশ্চাত্য দেশময় বৈদিক উপাসনা প্রণালী প্রচলিত হইল।—বৈদিক ঋষিগণের অগ্নি নাম হইতে Latins (লাটিনগণ) Ignis, স্লাভ (Sclavonians) গণ Ogni নাম গ্রহণ করিলেন। অগ্নিদেবের যবিষ্ঠ নাম হইতে গ্রীকগণ Hephaistos নাম গ্রহণ করিলেন. পৃথিবীময় অগ্নিপূজার ধূম পড়িয়া গেল! গ্রীকগণ মেধাতিথির অনুকরণে স্বর্গ হইতে দেবগণকে আহ্বানকারী ভরণ্যু (অগ্নি) দেবকে Valcau নামে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন সমগ্র পৃথিবী মেধাতিথির ধর্ম্মছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল!

(পাশ্চাত্যদেশে অগ্নির উপাসনা।)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে অগ্নির উপাসনা করিতেন, কিন্তু কেন করিতেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সায়ন বলেন—

"দেবানাং যজ্ঞেষু হ্বাতৃনামক ঋত্বিগগ্নিরেব।"

সায়ন আরও বলেন—

"নহি অগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।"

এজন্যই ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে 'অগ্নি-স্তোত্র' গান করিতেন। অনেক স্থলে বেদেও অগ্নিকে "দেবগণের আহ্বানকারী" বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি?—অগ্নি কিরূপে দেবগণের আহ্বানক্ষম হইলেন? ইহার উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে বুঝিয়া রাখিতে হইবে? বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, ঈশ্বর-বক্ত্র বিনির্গত। ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন, দ্রষ্টা মাত্র। জীবের কল্যাণার্থ বেদরূপ অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় সত্য অনাদিকাল হইতেই আছে। পরমাত্মা যেমন জড় পদার্থ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ না পাইলে আমরা তাঁহার সত্তা বুঝিতে পারি না। তেমনি এই অপৌরুষেয় সত্য যতদিন জড় প্রকৃতির বিশেষ কোন পদার্থে অবলম্বন না করিয়াছিল, ততদিন উহা জড়বন্ধনে বদ্ধ জীবের জ্ঞান গোচর হয় নাই; যেমন পরমাত্মা আমার পত্নী বা পুত্রের জড়দেহ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া আমি উহার কার্য্য দেখিতে পাই, তেমনি বেদরূপ সত্য যখন জীবন্মুক্ত ঋষিদের জ্ঞানময় পরমাত্মার গোচর হইয়া তাহাদের জড় বা ভৌতিক দেহের আশ্রয়ে উচ্চারিত হইল—অমনি সেই অপৌরুষেয় সত্য,—জীবের পরমকল্যাণকর বিপুল মঙ্গল সাধারণের অধিগম্য হইল। জ্ঞানময় বেদ গোচর হইবার পূর্ব্বে জড়দেহ নিবদ্ধজীব জ্ঞানের আলো পায় নাই—তাহাদের মোহ অন্ধকারও দূর হয় নাই। চারিদিকে অজ্ঞানতা, পৃথিবীময় কেবল অজ্ঞান অন্ধকারই ব্যাপৃত ছিল, অজ্ঞানধ্বান্তময় নরলোকে সত্য প্রচারের নিমিত্ত ভাবিত হইলেন। ভ্রান্ত ও অন্ধ জীবের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা নিষ্ফল চিন্তা করিয়া চারিদিকে দৃশ্যমান স্বভাবজ পদার্থগুলি দেখিতে লাগিলেন—ভ্রান্ত মানব সর্ব্বদা যাহা স্বহস্তে 'নাড়া চাড়া' করিতেছে,—কর্ম্মবিপাক ঘূর্ণিত জীবের উদ্ধারার্থ তাহাতেই ঐশী সত্তা আরোপ করিতে প্রয়াস পাইলেন। জাগতিক পদার্থ সমূহের মধ্যে তেজঃ পদার্থই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর,—ভ্রান্ত মানবকে চমৎকৃত করিবার যন্ত্রস্বরূপ, এজন্যই ঋষি সর্ব্বপ্রথম পার্থিব তেজস্বরূপ অগ্নির প্রতি ভ্রান্ত মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। স্তোত্রচ্ছলে যেন ঋষি অবিশ্বাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অগ্নি কি?—কোথা হইতে দাহিকা শক্তি পাইল? এই প্রশ্নের উত্তরে অজ্ঞ নাস্তিকগণ

(ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে কেন অগ্নিস্তোত্র করিলেন?)

বিব্রত হইল, ঋষি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন,—অজ্ঞ নাস্তিক সমাজে জ্ঞানের প্রচার হইল। এজন্যই ঋষি সর্ব্বাগ্রে অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন! এজন্যই অগ্নি দেবদূত! (১)

মধুচ্ছন্দার ন্যায় মেধাতিথিরও যজ্ঞস্থলী প্রজ্বলিত, চারিদিকে আত্মদর্শী মহর্ষিগণ উপবিষ্ট আছেন: এই সময়ে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভাশালী মহর্ষি মেধাতিথি উদ্‌গাতার আসন গ্রহণ করিয়া অগ্নিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—

মেধাতিথির অগ্নি-স্তোত্র।

**अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।**

"দেবগণের আহ্বানক্ষম সর্ব্বধনযুক্ত এবং এই যজ্ঞের সুনিষ্পাদক।"

**अग्ने देवाँ इहावह यज्ञानो वृक्तबर्हिषे ।**

**असि होता न ईड्यः ।**

"হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি! তুমি ছিন্নকুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে দেবতাদিগকে আনয়ন কর!—তুমি আমাদের স্তুতিপাত্র!

**घृताहवन दीदिवः प्रति ष्म रिषतो दह ।**

**अग्ने त्वं रक्षस्विनः ।**

"অগ্নি ঘৃত দ্বারা আহুত ও দীপ্যমান, রাক্ষসের সহিত সম্মিলিত আমাদের বিদ্বেষিগণকে দহন কর!

**कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्म्माणमध्वरे ।**

**देवममीवचातनम् ।**

"যজ্ঞের সময় কবি এবং সত্যধর্ম্মা অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তুতি কর!"

**स नः पावक दीदिवो अग्ने देवाँ इहावह ।**

**उप यज्ञं हविश्च नः ।**

হে দীপ্তিমান্ পাবক অগ্নি! তুমি দেবতাদিগকে এই যজ্ঞ স্থলে আনয়ন কর এবং আমাদের হব্য ও যজ্ঞ তাঁহাদিগের নিকট লইয়া যাও।"

মেধাতিথি এইরূপে ৩টি সূক্তে এবং ৩৬টি ঋকে অগ্নিস্তোত্র সমাপ্ত করিয়াছেন।

'ঋতু' অর্থাৎ গ্রীষ্মাদি ষড় ঋতু, অবিশ্বাসিগণ হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, "আমরা দু' একজন গ্রাজুয়েটের মুখে শুনিয়াছি—'ঋতু' আবার দেব, ঋতুর আবার উপাসনা আছে!!—কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী,—যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি জন্মিয়াছে, তাঁহারা ঋতু সমূহেরও ক্রম বিকাশের বিষয় ভাবিয়া বিস্মিত হন্। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত অনাদি কাল হইতে এইরূপে ক্রম পর্য্যায় ঋতুসমূহে যাওয়া আসা হইতেছে,—একদিনও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না কেন?!)—যাঁহারা জ্ঞানের সাধক, ভক্তি যাঁহাদের অলঙ্কার,—বিশ্বাস যাঁহাদের শিরোভূষণ, তাহারা এই সব ভাবিয়াই বিভোর হইয়াছেন—যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থে এক একটি চেতন-সত্তা অনুভব করিয়াছেন, ঋষিগণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন—চেতন জড়ের অলক্ষে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। ইঞ্জিনের জোরে যেমন রেলগাড়ী চলে, তেমনি এক চেতনের জোরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। যেমন কার্য্যের মূলে কারণ আছে, তেমনি জড়ের মূলে চেতন আছেন!—ঝঞ্ঝা যেমন তরঙ্গলহরী দ্বারা সিন্ধুকে সংক্ষোভিত করে, তেমনি একমাত্র চৈতন্যই এই বিশ্বসিন্ধুকে জন্ম-মরণ-তরঙ্গ খেলায় সংক্ষোভিত করিতেছেন। বিপুল-জ্ঞানের ভাণ্ডার ঋষিগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে এই সকল চিন্তাই নিয়ত প্রতিভাত হইত।—তাই তাঁহারা যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থকে দেবজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন! এবং মেধাতিথিও ঋতুসমূহে 'ক্রম-বিকাশরূপ চেতন সত্তার' কার্য্য দেখিয়া ঋতুস্তোত্র গান করিলেন—

মেধাতিথির ঋতুস্তোত্র।

**अग्ने देवाँ इहावह सादया योनिषु त्रिषु ।**

**परि भूष पिब ऋतुना ।**

**द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो ऽध्वरे ।**

**यज्ञेषु देवमीलते ।**

**द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे ।**

**देवेषु ता वनामहे ।**

---

(১) মৎ প্রণীত 'বৈদিক-দেবগণ' গ্রন্থে এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। (লেখক।)

**द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत ।**
**नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत ।**
**गार्हपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि ।**
**देवाँ देवयते यज ।**

অর্থাৎ এই কয়টি শ্লোকে ঋষি দ্রাবিণোদা (১), অগ্নি এবং ত্বষ্টাকে ঋতুর সহিত সোমরস পানার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

বর্ষণার্থক ইন্দ্ ধাতু হইতে ইন্দ্রপদ নিষ্পন্ন, সুতরাং ইন্দ্র অর্থে (২) বৃষ্টিদাতা আকাশ। ঋষি ঋতুগণের পরেই ইন্দ্র-স্তোত্র আরম্ভ করিলেন, ইন্দ্র অভীষ্টবর্ষী, হরি নামক অশ্বে আরোহী, ইনি বলের জন্য, হব্যের জন্য এবং বৃত্র বধের জন্য তৃষিত মৃগের ন্যায় সোমরস পান করেন (ঋগ্বেদ ১।১।১৬ দেখ।)

মেধাতিথির ইন্দ্রস্তোত্র।

ঋষি-ইন্দ্রস্তোত্র গান করিতেছেন—

**आ त्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये ।**
**इन्द्र त्वा सूरचक्षसः ।**
**इन्द्रं प्रातर्हवामह इन्द्रं प्रयत्यध्वरे ।**
**इन्द्रं सोमस्य पीतये ।**
**उप नः सुतमागहि हरिभिरिन्द्र केशिभिः ।**
**सुते हि त्वा हवामहे ।**
**विश्वामित् सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति ।**
**वृत्रहा सोमपीतये ।**

"হে বৃষণ অর্থাৎ বর্ষণকারী ইন্দ্র, তদীয় অশ্বগণ তোমাকে সোমপানার্থ লইয়া আসুক।

"প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, যজ্ঞ সম্পাদন সময়ে ইন্দ্রকে আহ্বান করি এবং সোমপানার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করি।"

"কেশরযুক্ত হরিনামক অশ্বগণসহ অভিষুত সোমরস সমীপে আইস, সোম অভিষুত হইলে তোমাকে আহ্বান করি।

"বৃত্রহন্তা ইন্দ্র সোমপানার্থ এবং হর্ষলাভার্থ সকল অভিষুত সবনে গমন করেন।

**इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आवृणे ।**
**ता नो मृलात ईदृशे ।**
**अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय आ ।**
**ता वां नेदिष्ठमीमहे ।**
**युवाकुर्हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम् ।**
**भूयाम वाजदाव्नाम् ।**
**इन्द्रः सहस्रदाव्नाम् वरुणः शंस्यानाम् ।**
**क्रतुर्भवत्युक्थ्यः ।**
**प्रवामश्नोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुणयां हुवे ।**
**या मृधाथ सधस्तुतिम् ।**

আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে বরুণ শব্দ নিষ্পন্ন হইলে আবরণকারী আকাশকে (আকাশস্থিত জলদেবকেই) বরুণ বলা যাইতে পারে;—ঋষি বলিতেছেন—বরুণ সম্রাট্ মনুষ্য-দিগের অধিপতি যেমন সহস্র ধনদাতাগণের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, তেমনি স্তুতিপাত্রগণের মধ্যে বরুণই সকলের স্তুত্য, ইন্দ্রের সহিত একত্রে বরুণের স্তব করিতে হয়; ঋষি ইন্দ্রের পরেই বরুণের স্তব করিতেছেন—

মেধাতিথির বরুণস্তোত্র।

"আমি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট রক্ষণের নিমিত্ত যাচ্ঞা করি, এরূপ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সুখী করেন।

"হে ইন্দ্র ও বরুণরাজ আমাদিগের ইচ্ছানুসারে ধন দিয়া তৃপ্ত কর, তোমরা সমীপে থাক।

"আমাদের যজ্ঞ-হব্য মিশ্রিত, (ঋত্বিকের) স্তোত্র ও উচ্চারিত অতএব আমরা যেন যজ্ঞকারীদের মধ্যে মুখ্য হই।

"সহস্র ধনপ্রদদিগের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র স্তুতিপাত্রদিগের মধ্যে বরুণ সকলের স্তুত্য।

"হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমি স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমাদের

(১) ধনপ্রদ অগ্নি। সায়ন।

(২) মৎ প্রণীত 'বৈদিক দেবগণের ইতিহাসে' ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। (লেখক)

স্তব করিতেছি, তাঁহাদের যে স্তুতি তোমরা গ্রথিত করিয়াছ, সেই শোভনীয় স্তুতি দ্বারা তোমাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মেধাতিথির মরুৎস্তোত্র।

মরুদ্গণ দ্যুতিমান্, হিংসাহীন, অদৃষ্টবলসম্পন্ন, বৃষ্টিদাতা, শোভমান, উগ্ররূপধারী এবং দীপ্যমান্ স্বর্গবাসকারী; ইহারা মেঘরাশিকে সঞ্চালন করেন, সাগর জল উৎক্ষিপ্ত করেন (১) বাঙ্গালী কবির ভাষায় মরুৎস্তোত্র পাঠ করুন্! (২)—

যে উগ্র মরুদ্গণ দম্ভহীন বলশালী
করিয়াছিলেন যাঁরা বারি বরিষণ
হে অগ্নি! তাঁ'দের সহ কর আগমন!
যাঁরা শোভমান যাঁরা অরাতি দমন
সেই উগ্ররূপধারী মরুদ্গণে নিয়ে সাথে
হে অগ্নি এ যজ্ঞে তুমি কর আগমন!
আকাশের উর্দ্ধভাগে দীপ্যমান স্বর্গলোকে
আছেন প্রদীপ্ত তেজা মরুদেবগণ
হে অগ্নি! তাদের সহ কর আগমন!
মেঘমালা যাঁহারা করেন সঞ্চালন,—
সমুদ্রের জলরাশি ক্ষোভিত করেন যাঁরা,
হে অগ্নি তাঁদের সহ কর আগমন!
সূর্য্যের কিরণে যাঁরা ব্যাপিয়া গগন
মিশেন গগনময়, আপনার বলে যারা
করেছিলা সমুদ্রের জল উদ্বেলন।
হে অগ্নি! তাঁদের সহ কর আগমন!

ঋভুগণ কাহারা?—সায়ন বলেন—

**ঋভবোহি মনুষ্যাঃসন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।**

সায়নাচার্য্য স্থলান্তরে আরও একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন—

**আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।**

(১) মৎপ্রণীত—"বৈদিক সত্তাও" দেখুন।
(২) মৎকৃতপদ্যানুবাদ "ঋগ্বেদ" হইতে উদ্ধৃত।

মেধাতিথির ঋভুস্তোত্র।

ঋষি, নিজ মুখে বলিতেছেন—ঋভুগণ আপনার মাতা-পিতাকে পুনর্ব্বার যৌবন সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ইঁহারা মনুষ্য হইয়াও দেবতার যজ্ঞ-ভাগ সেবন করেন।—সায়ন আবার বলেন—"ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য, ইঁহারা ত্বষ্টানির্ম্মিত একটি পাত্র চারিখণ্ড করিয়া দেব-সমাজে অনেক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

মেধাতিথি মরুদ্গণের পরেই ঋভুগণের স্তব করিতেছেন—

**তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথম্।**
**তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাম্।**
**যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূয়বঃ।**
**ঋভবো বিষ্ট্যক্রত।**
**উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতম্।**
**অকর্ত্ত চতুরঃ পুনঃ।**
**অধারয়ন্ত বহ্নয়োঽভজন্ত সুকৃত্যয়া।**
**ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্।**

তাঁহারা অর্থাৎ ঋভুগণ নাসত্যদ্বয়ের জন্য এক সর্ব্বগামী সুখকর রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং একটি দুগ্ধবতী গাভী উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ঋজুতাপ্রিয় এবং সর্ব্বকর্ম্ম ব্যাপ্ত সেই ঋভুগণের মন্ত্র কখনও বিফল হয় না,—তাঁহারা বিগত-যৌবন পিতা মাতাকে পুনরায় যৌবন সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ত্বষ্টার সেই নবীন চমস উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইলেও ঋভুগণ পুনর্ব্বার তাহা চারি খণ্ড করিয়াছিলেন।

যজ্ঞবাহী ঋভুগণ (মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াও অক্ষয় আয়ুঃ) ধারণ করেন, এবং আপনার সুকৃতি বলে দেবগণের যজ্ঞ ভাগও সেবন করেন।

অশ্বিদ্বয় কাহারা? যাস্ক বলেন—

"তৎ কৌ অশ্বিনৌ, দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতিএকে, অহরাত্রৌ ইতি একে, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে, রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল উর্দ্ধমৰ্দ্ধ রাত্রাৎ প্রকাশিভবস্য অনুবিষ্টম্ভমনু।"

অতএব অৰ্দ্ধ রাত্রির পর এবং আলোক প্রকাশের পূর্ব্বেই মেধাতিথির অশ্বিদ্বয়ের কাল বলিয়া যাস্ক নির্দ্দেশ করিয়া- অশ্বিদ্বয়স্তোত্র। ছেন। অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে ঋষি কি বলিতেছেন শুনুন।—

ঋষি বলেন—অশ্বিদ্বয় বিস্তীর্ণ ভুজবিশিষ্ট ( ১।১।৩ দেখ ), বিক্রমশালী ও নেতা (১।১।৩—২ দেখ) রথযুক্ত, শোভনীয় এবং স্বর্গবাসী (১।১।২২—২ দেখ) ইহাদের স্বেদযুক্ত অশ্ব এবং সুধ্বনিযুক্ত কশা আছে (১।১।২২—৩ দেখ) ইহারা প্রভাতকালে জাগরিত হন্ (১।১।২২—১ দেখ)।

ঋষি প্রথমেই অধ্বর্য্যুকে বলিতেছেন—

অধ্বর্য্যু! প্রভাত কালে সম্মিলিত অশ্বিদ্বয়ে
কর জাগরিত,
সোম পান তরে তাঁরা আসুন এ যজ্ঞভূমে
সে চির শোভিত।

ঋষি. অশ্বিদ্বয়ের স্তব উচ্চারণ করিতেছেন—

**या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा ।**
**अश्विना ता हवामहे ।**
**या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती ।**
**तया यज्ञं मिमिक्षतम् ।**
**न हि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः ।**
**अश्विना सोमिनो गृहम् ।**

"যে দেব অশ্বিদ্বয় সুরথ যুক্ত রথিশ্রেষ্ঠ এবং স্বর্গবাসী তাঁহাদিগকে আহ্বান করি।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে অশ্ব-স্বেদযুক্ত এবং সুধ্বনি-যুক্ত কশা আছে তাহার সহিত (শীঘ্র) আসিয়া এই যজ্ঞ সিক্ত কর।

হে অশ্বিদ্বয়! রথে চড়িয়া সোমদাতা যজমানের যে গৃহের দিকে গমন করিতেছ, তাহা ( সেই গৃহ ) দূরে নহে।

প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু হইতে 'সবিতা' শব্দ উৎপন্ন; সুতরাং 'সবিতা' অর্থে যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন. বিজ্ঞান মতে সূর্য্য হইতে সৌর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে. সুতরাং সবিতা অর্থে সূর্য্য। ঋষির বলেন-সবিতা নিবাসের হেতুভূত? ধনের বিভক্তা এবং মানবের প্রকাশকারী মেধাতিথির ( ১।১।২২—৭ দেখ)। সুতরাং সবিতা অর্থে সবিতৃস্তোত্র সূর্য্যই। "সবিতা" নিবাসের হেতুভূত' কেন? পৃথিবীর যাবতীয় গুণ বা ধর্ম্ম সূর্য্য কিরণের উপর নির্ভর করিতেছে; যদি কোন কারণে সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীতে পৌছিতে না পারে, তবে এই শস্যশ্যামলা ধরা এককালে শ্মশানে পরিণত হইবে, বিজ্ঞানের এই সত্য ঋষির জ্ঞান গোচর ছিল, এজন্যই সূর্য্য বা সবিতাকে নিবাসের হেতুভূত বলিয়াছেন!

ঋষি কিরূপে সবিতা স্তব করিতেছেন শুনুন!—

**अपां न पातमवसे सवितारमुपस्तुहि ।**
**तस्य व्रतान्युश्मसि ।**
**विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः ।**
**सवितारं नृचक्षसम् ।**
**सखाय आनिषीदत सविता स्तोम्यो नु नः ।**
**दाता राधांसि शुम्भति ।**

"জলশোষক সবিতাকে রক্ষণার্থ স্তুতি কর, আমরা তাঁহার যজ্ঞ কামনা করি।

"নিবাস হেতু, সর্ব্বধনবিভক্তা নরলোক প্রকাশকারী সূর্য্যকে স্তুতি কর!

"সখাগণ! চারিদিকে উপবিষ্ট হও, সবিতাকে স্তুতি, করিতে হইবে, ধনদাতা সবিতা শোভা পাইতেছেন।

বিষ্ণু কে?—যাস্কবলেন—

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিচক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। মেধাতিথির সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণনাভঃ। বিষ্ণুস্তব। নিরুক্তের এই অংশের উপর দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন—

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী—

উপদেশক মহাবিদ্যালয়—৺কাশী, গুরুধাম।

শ্রীশ্রী৺সরস্বতীপূজা—

## প্রার্থনা।

देवि सरस्वति भारति वाणि !
ज्ञानवराभयवीणापाणि !
वेदविबोधितभावाराध्ये !
विद्यां वर्द्धय सिद्ध्यै साध्ये ॥

श्वेतसरोरुहवासिनि मातः !
सुरनरवन्दिनि निजकरुणातः !
भक्तजनान्तरभक्त्याराध्ये !
विद्यां वर्द्धय सिद्ध्यै साध्ये ॥

कुन्दसुधाकरहिमसितरूपे !
सत्त्वसुनिर्म्मलपरस्वरूपे !
सर्वविधोन्नतिमार्गसुसाध्ये !
विद्यां वर्द्धय सिद्ध्यै साध्ये ॥

ब्रह्मजनार्दनशिव-गुण-शक्त्या
त्वं हि सुपूजिता जगति भक्त्या
इच्छाबोधक्रियासुसाध्ये !
विद्यां वर्द्धय सिद्ध्यै साध्ये ॥

काव्यकाननकल्पनासरसि ।
भावरसात्मकसलिले सरसि ।
कविकुलपूजितसर्व्वाराध्ये !
विद्यां वर्द्धय सिद्ध्यै साध्ये ॥

वाक्यसुधामयि कण्ठाभरणे !
शान्तिसुखेश्वरि सर्व्वसुशरणे !
भ्रान्तिनिवारिणि विद्याबाध्ये !
विद्यां वर्द्धय सिद्ध्यै साध्ये ॥

भक्तिविवर्ज्जितस्थूलकामी
त्वामाश्रयते च विद्याश्रमी ।
विद्यैव त्वमाश्रमाराध्ये !
विद्यां वर्द्धय सिद्ध्यै साध्ये ॥

सरस्वति ! महाभागे ! विद्ये ! कमललोचनि !
विश्वरूपे ! विशालाक्षि ! विद्यां देहि नमोऽस्तु ते ॥

# দ্রব্যগুণ।

(২)

তঃপর এই উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহার বিবরণ শেষ করিব, যে হেতু বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক কথা না হইলে শিক্ষিত পাঠক পাঠিকাগণ তৃপ্ত হইবেন না। এই জন্য সাধ্যমত বনমূলার বিজ্ঞানসঙ্গত ক্রিয়া উল্লেখ করিলাম।

বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া—

মানবের পাকস্থলীর উপাদানে পাকরস এবং ডেক্‌ট্রিন্ নামক উপাদান দুইটীর উপর এই উদ্ভিদের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আবার ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক সময় যে পরিমাণে ক্লোরিক এসিড্ উৎপন্ন হয়, তাহা বনমূলা দ্বারা ক্ষারীয় উপাদানে পরিণত হয় অর্থাৎ বনমূলার মধ্যস্থ হাইড্রো ক্লোরিক্ অংশ ব্যতীত নাইট্রো জিনিয়াস্ অংশ দ্বারা মানবের পাকযন্ত্রের ক্লোমরস প্রভৃতিকে সংযত করে। আমি নিজে অজীর্ণ পীড়াপ্রবণ ব্যক্তি, আমি বনমূলার পত্রের রস খাইয়া বুঝিয়াছি যে, পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (মিউকাস্ মেম্‌ব্রেন) ইহার দ্বারা পূর্ণরূপে ডাইলুটেড্ (তরলীকৃত) হয়। এই কারণেই বোধ হয় ইহার কোষ্ঠ পরিষ্কারশক্তি অধিক আছে। আবার ঐ কারণেই বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মের বৈধানিক তন্ত্ব (সেলুলার টিসু) দ্রব হইয়া ক্ষতরূপে পরিণত হয়। অন্ত্রের কৃমিগতির কার্য্য ইহা দ্বারা সুসম্পাদিত হয় বলিয়া সরলান্ত্র এবং ক্ষুদ্রান্ত্রও সমানরূপে আকর্ষিত হয় এবং ভুক্ত দ্রব্যের অন্তর্গত কার্ব্বনিক্ বায়ু ইহার জলীয়াংশের উপাদান অক্‌সিজেন্ বায়ু দ্বারা বিযুক্ত হইয়া মানব শরীরের দূষিত বায়ু মাত্রকেই পরিশুদ্ধ করে। ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ।)

ডাক্তার—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য,
৺ কাশীধাম।

# সম্পাদকীয় টিপ্পনী।

জকালকার সংস্কারকগণ সকল বিষয়েরই সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এমন কি স্ব স্ব জাতিরও সংস্কার করিয়া যাহাতে উচ্চ জাতিতে পরিণত হয়, তদ্বিষয়েও সমধিক যত্নপর হইয়াছেন। বাস্তবিক বিবেচনা করিতে হইলে, যে কোন বিষয়ের সংস্কার করিতে হইবে, তাহার দোষগুলি সমূলে অপনীত করিয়া, গুণগুলি অক্ষুন্ন রাখিতে হয়, অর্থাৎ সংস্কার্য্য বিষয়ের দোষাপনয়ন বা গুণাধান দ্বারাই সুসংস্কার হইয়া থাকে। নীচ জাতি, উচ্চ জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি আদর্শ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে উন্নত হইতে পারে; কিন্তু নীচ জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত হইতে হইলে কালান্তর বা জন্মান্তরের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই করিবে। ষড়দর্শনের ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতাগ্রণী বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণ পীতং কর্ত্তুং শক্যং" অর্থাৎ শতসহস্র শিল্পী একত্র হইয়া চেষ্টা করিলেও নীল বর্ণকে কখনও পীত বর্ণ করিতে সমর্থ হয় না।

* * *

বর্ত্তমানযুগে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে নব্যশিক্ষিত সমাজে যেরূপ স্বেচ্ছাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অচিরেই শত শত স্বেচ্ছাচারী সমাজ গঠিত হইবে। এক 'ব্রাহ্মসমাজ' "আর্য্যসমাজ" দ্বারাই হিন্দু সমাজ টলমল, তাহাতে আরও স্বেচ্ছাচারীর সমাজ বৃদ্ধি হইলে উপায় কি হইবে ভাবিয়াও কুল নাই। স্বেচ্ছাচারী সমাজের বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কি আমাদের উন্নতি হইবে, না অবনতি হইবে, ইহা একটিবার বিচার করিলে দোষ কি? শ্রুতিস্মৃতির বিধি ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বস্ব প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলে পাপাচার, অত্যাচার, অবিচার এবং ব্যভিচারেরই মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে, তদ্দ্বারা আমাদের অবনতিই হইবে, তাই আমরা করযোড়ে কাতরস্বরে বিনীতভাবে নব্যশিক্ষিত সমাজকে অনুরোধ করিতেছি যে,

ভাই নব্যশিক্ষিত সমাজ! 'পরের ঠাকুর অপেক্ষা ঘরের কুকুর হওয়াও ভাল!" ভগবান্ বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" কেন ভাই সকল! বেদস্মৃতির বিধি পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারীর দল পরিপুষ্ট করিতেছ? শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চল অবশ্যই উন্নতি হইবে, শীঘ্রই মঙ্গল হইবে, অতি সত্বরই আমরা (ভারতবাসী) সুখী হইব।

* * *

হিন্দুজাতি, গোময়কে বিশেষ পবিত্রকর বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেবস্থান, পূজাস্থান, যজ্ঞস্থান, পাকস্থান প্রভৃতি স্থলে গোময় দ্বারাই পবিত্র করিয়া হিন্দুগণ সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ উচ্ছিষ্ট এবং মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিতে গোময়ই একমাত্র হিন্দুজাতির পরম পবিত্র পদার্থ। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, ডি, মহাশয় সে দিন এক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, আধুনিক ফেণাইল্ যেরূপ দুর্গন্ধনাশক এবং বায়ু-সংশোধক গোময় তদপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট। পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজে গোময়ের স্থান ফেণাইল্ সাবানাদি দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি একটু স্থিরচিত্তে, ধীরমনে কার্য্যতঃ ব্যবহারানুসারে চিন্তা করিয়া বুঝেন, তাহা হইলে গোময়ের যে কি অসাধারণ উপকারিতা, তাহা বেশ জানিতে পারিবেন।

## মহামণ্ডল সংবাদ।

নরসিংহগড়াধিপতি মান্যবর মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনসিংহজী মহাশয় শ্রী১০৮ স্বামিজী মহারাজকে দর্শনার্থ ৺কাশীধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। উক্ত মহাশয় মহামণ্ডলকে ২০০০৲ টাকা এককালীন দান এবং মাসিক ৫০৲ টাকা সহায়তার এক দানপত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন।' ইঁহার এই আদর্শ সাত্ত্বিক দান অন্যান্য রাজা মহারাজা এবং জমিদার শেঠ মহাজন মহাশয়গণের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। আমরা মহারাজের এই-রূপ ধর্ম্মমূলা সৎপ্রবৃত্তি দেখিয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি-মহারাজ সুস্থশরীরে সপরিবারে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন লাভ করুন!

* * *

উক্ত মহারাজা বাহাদুর মহামণ্ডলের "উপদেশক মহা-বিদ্যালয়" পরিদর্শন নিমিত্তও একদিবস আগমন করিয়াছিলেন, মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম শর্ম্মা মহোপদেশক এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাবিষ্ণু মিশ্র কাব্য-তীর্থ মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়িনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি এবং কার্য্য প্রণালী দর্শনপূর্ব্বক অতীব প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার স্বকীয় মন্তব্যও এ স্থলে সহর্ষে প্রকাশিত করা হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি আমার রাজ্যমধ্যে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাখা সভারূপে একটি সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত করিব। সেই সভায় উপদেশ দেওয়ার জন্য এখানকার একজন উপদেশক নিযুক্ত করা হইবে। আশা করি—সময়ে এই বিদ্যালয় এক আদর্শ মহাবিদ্যালয় রূপে পরিণত হইবে এবং ইহা দ্বারা হিন্দুগণের এবং স্বদেশের বিশেষ উন্নতি হইবে। এই মহাবিদ্যালয়ের উপদেশকগণ যদি সময় সময় আমার রাজ্যে ভ্রমণ করিতে যান; তাহা হইলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইব।" মহারাজের ঈদৃশী ধর্ম্মবুদ্ধি সবিশেষ প্রশংসনীয়।

* * *

শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল মথুরা কার্য্যালয়ের সংস্কার কার্য্যে সাহায্য প্রদান নিমিত্ত বর্ত্তমানে মহামণ্ডলের এক ডেপুটেশন মথুরায় প্রেরিত হইয়াছিল। এই ডেপুটেশনের দ্বারা তথা-কার ধর্ম্ম কার্য্যে সহায়তা হইয়াছে, হরিদ্বারের ন্যায় ব্রজধামেও ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য নিয়মিতরূপে একজন ধর্ম্মবক্তা নিযুক্ত করা হইবে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের নিয়মানুসারে ব্রজপুরীস্থ সংস্কৃত পাঠশালা সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মথুরাপুরী-সমাগত ডেপুটেশন দ্বারা এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মহামণ্ডল অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, মহামণ্ডল দ্বারা সংরক্ষিত ৺বৃন্দাবনের হিন্দু অনাথালয় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। এই রূপ ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে ব্রজধামের সমুজ্জ্বলরত্ন স্বদেশানুরাগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় ধন্যবাদার্হ।

* * *

সম্প্রতি প্রয়াগধামে যে "ভারতধর্ম্মসঙ্ঘ" সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, উক্ত সভায় উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক বা প্রিন্সপালের লিখিত সনাতনধর্ম্মনামক প্রবন্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাবিষ্ণুমিশ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় পাঠ করিয়াছিলেন।

* * *

হিন্দু মাত্রেই শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, মান্দ্রাজে মহামণ্ডলের যে শাখাসভা কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ধর্ম্ম পুরুষার্থ সম্পন্ন হওয়ার বিশেষ আশা করা যায়। উক্ত প্রান্তের অধিবাসী লোক সকল সম্প্রতি ধর্ম্মকার্য্যে অধিক অগ্রসর হইতেছে; ইহা আশা করা যায় যে, শীঘ্রই পঞ্জাবপ্রান্তে হিন্দী ভাষাভিজ্ঞ যোগ্য উপদেশকগণের এক ডেপুটেশন এবং ইংরাজীভাষায় বক্তৃতা দিতে সমর্থ এইরূপ উপদেশকগণের এক ডেপুটেশন মান্দ্রাজ প্রান্তে প্রেরিত করা হইবে।

* * *

মহামণ্ডল কার্য্যালয় গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৪ "ধর্ম্মসেবারীতি" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মহামণ্ডলের ধর্ম্মবক্তা কার্য্যকর্ত্তা এবং এজেন্টদিগের কিরূপভাবে মহামণ্ডলের কার্য্য করিতে হইবে এবং কিরূপ সাহায্য করিতে হইবে, ইহা এই পুস্তকে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহামণ্ডলের ধর্ম্মবক্তাদিগের এবং যাঁহারা মহামণ্ডলের সেবা করিতে ইচ্ছুক সেই সমস্ত মেম্বরগণেরও এই পরমোপযোগী পুস্তক নিকটে রাখা উচিত। উহাঁরা কার্য্যালয় হইতে এই পুস্তক বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন।

* * *

মহামণ্ডলের সঞ্চালকগণ সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছেন যে, "শ্রীমহামণ্ডলের বাল্যাবস্থা" নামক পুস্তকপাঠে সমস্ত পাঠকগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন। ভারতবাসী প্রজাগণের হৃদয়পটে ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের গৌরব ক্রমে ক্রমে অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বড়ই আশার কথা।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য শ্রী১০৮ শৃঙ্গেরীমঠাধীশ, শ্রী১০৮ গোবৰ্দ্ধনমঠাধীশ, শ্রী১০৮ তোতাদ্রিমঠাধীশ, শ্রী১০৮ শ্রীনাথদ্বারাপীঠাধীশ এবং শারদামঠাধীশ ধর্ম্মাচার্য্য প্রভুগণ আজ্ঞাপত্র ও ঘোষণাপত্র প্রেরণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে সহায়তা করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত এগার জন স্বাধীন নরপতি দানপত্র প্রেরণ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

* * *

মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে এপর্য্যন্ত কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোর, আজমীর, মথুরা প্রভৃতি ছয়টী স্থানে বিশেষ প্রান্তীয়-কার্য্যালয় এবং দুই স্থানে সাধারণ কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সম্প্রতি মহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্র ভারতব্যাপী হইয়াছে, অদ্যাবধি ৫০৭টী শাখা সভা ৮৪টী পোষকসভা, ১৬৪টী ধর্ম্মালয়, ৭৮টী সংস্কৃতবিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রকারের বহু সংস্থাও শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

* * *

এপর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ৩৯ জন সংরক্ষক সভ্য ১৭৫ জন প্রতিনিধি সভ্য, ১২০ জন ব্যবস্থাপক সভ্য, ৫৬২ জন সহায়ক সভ্য এবং ৯৩২৫ জন সাধারণ সভ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাতি ভাষায় মাসিকপত্র প্রতিমাস প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যেই সমস্ত সভ্যমহোদয়ের নিকট এবং সম্বন্ধযুক্তসংস্থা সমুদয়ের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইংরাজী ভাষায় মাসিকপত্রও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

* * *

## শাখাসভা সংবাদ।

সন্তোষ—"ধর্ম্মবিতরিণী হরিসভার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিকুমার ঘোষ মহাশয় লখিয়াছেন যে, গত পৌষ সংক্রান্তির দিনে উক্ত সভার উদ্বোধন কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সুপ্রশস্ত সভাগৃহ ও সভা প্রাঙ্গণ পুষ্পমাল্য পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এক বৃহৎসামিয়ানা খাটাইয়া সকলের উপবেশনের স্থান করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে নগর সঙ্কীর্ত্তন, ৺বিষ্ণুপূজা, কাঙ্গালী বিদায়, ভাগবত পাঠ এবং বিদেশাগত লোকদিগকে যথাসাধ্য ভোজন করান হইয়াছিল। সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত দিগম্বর স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ অতিশয় সুমধুর বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা বিশেষ সুবিধা করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মপরায়ণা দানশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী মহোদয়া, সভার গৃহনির্ম্মাণ ও আসবাবাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ২৫০৲ আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন এবং সভার আরও যে সকল অভাব আছে, তাহা যথাসাধ্য পূরণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয় এই সভার সাহায্যার্থ ২৫৲ পঁচিশ টাকা দান করিয়াছেন। আশা করি-চৌধুরাণী মহোদয়ার ও প্রমথ বাবুর আনুকূল্যে এবং উৎসাহে এই সভার কার্য্য দিন দিন অগ্রসর হইয়া স্থানীয় ধর্ম্মপিপাসু লোকদিগের মহোপকার সাধন করিবে। ইহাকেই বলে প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য এবং যথার্থ সাত্ত্বিক দান, আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট এই সভার চিরস্থায়িত্ব কামনা করি।

---

## বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

সংস্কৃত "বিদ্যারত্নাকর" নামক মাসিকপত্রে প্রতিমাস নিম্নলিখিত অপ্রকাশিত গ্রন্থরত্ন সমুদয় মুদ্রিত হইতেছে। যথা—অষ্টোত্তর শত উপনিষদের জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ "হরিহরব্রহ্মসামরস্য," সুবিস্তৃত ভাষ্যের সহিত যোগদর্শন, সাংখ্য দর্শন উত্তম ভাষ্যসহ, ইহা দ্বারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত পূর্ব্বভাষ্যের যাবতীয় বিরোধ দূরীভূত হইবে, দৈবী মীমাংসা বেদোক্ত উপাসনাকাণ্ডের মীমাংসা বিস্তৃত ভাষ্যের সহিত, মন্ত্রযোগ সংহিতা ( মন্ত্রযোগের অপূর্ব্ব গ্রন্থ ) এবং যোগ প্রবেশিকা, এই গ্রন্থে মন্ত্রযোগ সংহিতা, হঠযোগসংহিতা, লয়যোগসংহিতা এবং রাজযোগসংহিতা এই চারি সংহিতারই ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

* * *

উপরি লিখিত গ্রন্থরত্ন ভিন্ন হঠযোগসংহিতা, লয়যোগ সংহিতা, রাজযোগসংহিতা, ধর্ম্মসুধাকর মহর্ষি ভরদ্বাজ কথিত কর্ম্মযোগমীমাংসা দর্শন সভাষ্য, একখানি অপূর্ব্ব ভাষ্যের সহিত বৈশেষিক দর্শন, বেদান্তের অপূর্ব্ব গ্রন্থ ষোড়শমালিকা এবং বিজ্ঞান সুধাকর প্রভৃতি কয়েক গ্রন্থও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বেদভাষ্য, উপনিষদ্, সংহিতা এবং তন্ত্র প্রভৃতি আরও কয়েকখানি অত্যুত্তম গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

* * *

ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলী ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রচার গ্রন্থাবলীর পুস্তক শাখাসভা এবং ধর্ম্মবক্তাদিগকে অত্যল্প মূল্যেই দেওয়া হইবে। যে সমস্ত শাখাসভা ও ধর্ম্মবক্তা মহাশয়গণ স্বস্ব প্রান্তে উক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়—৺কাশীধাম, এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

* * *

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বান্ এবং "সংস্কৃতচন্দ্রিকা" নামক বিখ্যাত মাসিকপত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়, কয়েক বর্ষ ব্যাপিয়া কঠিন

পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মহাভারতের বিষয় এবং শ্লোকাবলীর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত সূচীপত্র একজন ধর্ম্মাত্মা সভ্য মহোদয়ের সাহায্যে মহামণ্ডল মুদ্রিত করিতেছে, এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলে ইহা দ্বারা বিদ্বন্মণ্ডলী এবং সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে, সন্দেহ কি ?

* * *

মহামণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত "ধর্ম্মপ্রচারসোপান" নামক পুস্তক, ( ইহা ধর্ম্মশিক্ষা গ্রন্থাবলীর অষ্টম পুস্তক ) মুদ্রিত হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলীরও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাঙ্গ এবং মহামণ্ডলের আবশ্যকতা নামক পুস্তকেরও মুদ্রণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডলের বাল্যাবস্থা, সদাচার সোপান, ধর্ম্ম সোপান, কন্যাশিক্ষা সোপান প্রভৃতি গ্রন্থগুলির বাঙ্গালা, উর্দ্দূ, গুজরাতী এবং মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ হইতেছে।

---

## দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

বর্ত্তমান বর্ষের কর্কট, সিংহ এবং কন্যা সংক্রান্তির মধ্যে প্রাপ্ত, নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণের সহায়তা দান ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিয়া প্রকাশ করা হইল।

### সংরক্ষক মহোদয়গণ—

মহামান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত সবাই মহারাজ স্যর্ প্রতাপ সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস্, আই, জি, সি, আই, ই, সয়াম দেহায় রাজগণ বুন্দেলখণ্ড টিকামগড় মহোদয় ২০০৲

### প্রতিনিধি সহায়কগণ—

মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত এ, এল, এ, আর, অরুণাচল চিঁটিয়ার জমিদার দেবকোট মান্দ্রাজ, মহাশয় ১৫০৲

### সহায়ক মহোদয়গণ—

মান্যবর শ্রীযুক্ত দুঃখীরাম বৈশ্য মহাশয় ট্রান্সভাল ৩০৲

### বিশেষ সহায়কগণ—

| | |
|---|---|
| দি, নারায়ণ কোম্পানি লিমিটেড্ কলিকাতা | ২০০৲ |
| মান্যবর মহোপদেশক পণ্ডিত বাবুরাম শর্ম্মা | ৭৮৲ |
| সনাতন ধর্ম্মসভা রামপুর ষ্টেট্ | ৩৩৲ |
| সনাতন ধর্ম্মসভা সুলতানপুর | ৪৫৲ |
| মান্যবর উপদেশক পণ্ডিত গঙ্গাবিষ্ণু মিশ্র কাব্যতীর্থ | ২৮৲ |
| সাধারণ মেম্বরী খাতে | ১৮৬৲ |

---

# আয় ব্যয়ের হিসাব।

## শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশীধাম।

### কর্কট, সিংহ এবং কন্যা সংক্রান্তি।

কলের্গভান্দাঃ ৫০১১।

| আয় | | |
|---|---|---|
| রোকড় বাকী——— | | ৪৫২।৵৪৷৷ |
| জমা | | ১০২০৮৷৷১১ |
| সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে | ২০০৲ | |
| প্রতিনিধি মহোদয়গণ সহায়তা খাতে | ১৫০৲ | |
| সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে | ৩০৲ | |
| সাধারণ মেম্বরী খাতে | ১৮৬৲ | |
| বিশেষ সহায়তা খাতে | ৩০৬৲ | |
| ব্যাজ খাতে | ৬৭৭৸৵৭ | |
| বিজ্ঞাপন ছাপাই খাতে | ৪৩৸৶০ | |
| মুৎফারেক আমদানী খাতে | ১৷৷১০ | |
| বেনারসব্যাঙ্ক লিমিটেডের ফিক্স আমানত খাতে | ৬৫৮৫।৶২ | |
| হিসাব তলব খাতে | ২০২৭৷৷৶৮ | |
| জোড় জমা | ১০২০৮৷৷১১ | |
| মোট | | ১০৬৬১৶৩৷৷ |

| ব্যয় | | |
|---|---|---|
| খরচ——— | | ১০৪৫০৲৬৷৷ |
| বৃত্তি খাতে | | ৬১২৷৷৶৫ |
| ধর্ম্মপ্রচার খাতে | ৯৪৯/১০ | |
| উপদেশক খাতে | ১৪৫৷৷৵১৫ | |
| প্রান্তীয় কার্য্যালয় শাখাসভাসহায়তা খাতে | ৩৫৲ | |
| দেবসেবা খাতে | ৫০৶০ | |
| শারদামণ্ডল খাতে | ৯১৫৸৶৩৷৷ | |
| অতিথি সৎকার খাতে | ২৬৵১৫ | |
| ছাপাই খাতে | ১।৶০ | |
| ষ্টেশনারী খাতে | ২৮৸৶২ | |
| সরঞ্জামী খাতে | ১৯৵০ | |
| টিকিট ডাক খরচ খাতে | ১১৫।/১০ | |
| বিল্ডীং খাতে | ৪৮১১।/১৫ | |
| মুৎফারেক খাতে | ১৮৩।৵১০ | |
| বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ করেণ্ট খাতে | ২২০৩৷৷৶১০ | |
| মারকন্টাইল্ ব্যাঙ্ক অপ্ ইণ্ডিয়া আমানত খাতে | ৩৫১৸৫ | |
| মোট খরচ | | ১০৪৫০৬৷৷০ |

কৈফিয়ৎ———

| | |
|---|---|
| জমা | ১০৬৬১৶৩৷৷ |
| খরচ | ১০৪৫০৬৷৷০ |
| রোকড় বাকী | ২১১৵১৫ |

স্বাক্ষর—শ্রীগিরিশ চন্দ্র শর্ম্মা
সহকারী অধ্যক্ষ।

স্বাক্ষর—শ্রীকাশীপ্রসাদত্রিপাঠী
খাজাঞ্চী।

# ধর্ম্ম প্রচারক।

ভাগ ৩১। ]　　　কুম্ভ।　　　[ সংখ্যা ১১।

## বিষয়সূচী।



---

## বিশেষ প্রার্থনা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এই মুখপত্র শ্রীমহামণ্ডলের সকল প্রকার সভ্য মহোদয়কেই বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি নূতন ভাবে এই সংবাদপত্রের সুবন্দোবস্ত করায় ইহার ব্যয় অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এইরূপ অধিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মাসিকপত্রসহায়তা ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই পত্রের পাঠক পাঠিকাগণ এবং শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা যে, এই ফণ্ডে যথা সাধ্য অর্থ দান করিয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যিনি এই ফণ্ডে দান করিবেন, তাঁহার নাম ধন্যবাদের সহিত শ্রীমহামণ্ডলের সকলভাষার মুখপত্রসমূহে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,<br>
রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।<br>
প্রধানমন্ত্রী।

## ধর্ম্মপ্রচারকের নিয়ম।

(১) ধর্ম্মপ্রচারক-শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। এই মাসিক মুখপত্র প্রতি সংক্রান্তিতে ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ধর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং সমাচার প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির সহিত এই মাসিকপত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার সভা, শাখাসভা ও পোষকসভা এবং সংস্কৃত পাঠশালা, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতিকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতদতিরিক্ত যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা মূল্য লইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের নিম্নে যদি মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে, তাহা হইলেই কেবল শ্রীমহামণ্ডল ঐ প্রবন্ধের জন্য উত্তরদাতা হইবেন।

(৪) ধর্ম্মপ্রচারকে সুবিধার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে হিন্দী-নিগমাগম চন্দ্রিকা, উর্দ্দু-মহামণ্ডলসমাচার, মহারাষ্ট্রীয়-ভারতধর্ম্ম এবং গুজরাতী-শ্রীসনাতনধর্ম্ম এই চারি মুখপত্রেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। অপর বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে 'ম্যানেজার, ধর্ম্মপ্রচারক, ৺কাশীধাম' এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

# ধর্ম্মপ্রচারক ।

ভাগ-৩১শ । | কুম্ভ সংক্রান্তি । কলের্গতাব্দাঃ ৫০১১ । | সংখ্যা ১১ ।


## শ্রীশ্রী৺শিবাষ্টক ।

( ১ )

क्षिताविह क्षितीश्वरं क्षितिस्वरूपसंधृतं ।
क्षमाक्षमं क्षपाकरार्द्धशोभिभालपट्टकम् ॥
अभीष्टसिद्धिवृद्धितः सशर्वसर्वनामकं ।
नमामि शङ्करं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( २ )

जगज्जनौघजीवनं पवित्रनीररूपिणं ।
तपःपतद्वियत्सरित्तरङ्गसङ्गमस्तकम् ॥
कलं कलं कलं रवं प्रमोदमोदिनं भवं ।
नमामि शंकरं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( ३ )

समस्ततेज ईक्षणेक्षणत्रयाग्निरूपकं ।
त्रितापपापनाशनं स्वयं हि वह्निमुत्तमम् ॥
रतीशदेहदाहनं त्रिलोकसंहरं हरं ।
नमामि शंकरं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( ४ )

त्रिकालविश्वजीवनप्रवाहवायुमूर्तिकं
[illegible]स्ततः समीरणात्समग्रमुग्ररूपतः ॥
शरीरमध्यसञ्चरत्सपञ्चपञ्चधारणं ।
नमामि शंकरं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( ५ )

कृतान्तभीतिभीतिदं यथार्थभीममूर्तिनो
निरस्तसर्वकल्मषं दिगम्बराम्बराकृतिम् ॥
बवं बवं बवं रवं वहन्तमन्तकृन्मुखै-
र्नमामि शंकरं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( ६ )

सुपुण्यधर्मकीर्तिताध्वरार्थसार्थकीकृतं ।
प्रधान'यज्ञ' संज्ञितं सविष्टपष्ठमूर्तिकम् ॥
भुजङ्गकुण्डलीकृतं विभूतिभूषणेश्वरं ।
नमामि शंकरं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( ७ )

सुनिर्मलाङ्गसौष्ठवद्युतिप्रकाशसुन्दरं ।
विवेकचन्द्रिकासुधाविपूर्णसोमरूपिणम् ॥
विरागरागमाधुरीसरागसिन्धुसङ्गमं ।
नमामि शंकरं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( ८ )

स्वयंप्रकाशमानभं सुभानुरूपधारिणं ।
भ्रमान्धनेत्रदानतः परान्धकारनाशनम् ॥
परात्परं जगद्गुरुं तमीशमाशुतोषदं ।
नमामि शंकरं शिवं प्रशान्तमद्वयाकृतिम् ॥

( स्वरूपानन्द )

# উপাসনাতত্ত্ব।

র্ম্ম শব্দের অর্থ কি, প্রাকৃতিক জড় ও চেতন রাজ্যের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে বর্ত্তমান, ধর্ম্মশক্তি দ্বারা প্রকৃতিগত কার্য্য নিয়মের সুশৃঙ্খলা কিরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে এ সম্বন্ধে স্বকীয় বর্ণনভূমির পার্থক্য অনুসারে শাস্ত্রসমূহে বিবিধ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। জড়বাদিগণ পরমাণুসংঘাতের ধর্ম্মবিভাজ্যতা, স্থানাবরোধকতা, সান্তরতা, আকুঞ্চনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা আদির বর্ণনা করত ঐ সকলকে বস্তুগত অসাধরণ ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্মীর সহিত ধর্ম্মের ঐরূপ সমবায় সম্বন্ধ ন্যায়াদি শাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ধর্ম্মশব্দের পারিভাষিক অর্থ করিবার সময় "যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ যোগ্যতাবিশিষ্ট শক্তিই ধর্ম্মীর ধর্ম্ম এরূপ লিখিয়া ধর্ম্ম, শক্তি এবং গুণের সমানার্থকত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন। পদার্থবাদপ্রধান বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব নামক ষট্ পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য লক্ষণ বর্ণন সময়ে ধর্ম্মের এইরূপ জড়বস্তুবহুল গুণসমূহেরই অবতারণা করা হইয়াছে। এস্থলে পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ যাহাকে প্রত্যেক দ্রব্যের প্রপার্টি (Property) বলিয়া বর্ণন করেন, আমরা তাহাকেই ধর্ম্ম এই আখ্যা প্রদান করিতে পারি। যাহা হউক, ধর্ম্মের এরূপ স্থূল লক্ষণ যে কেবল পদার্থবাদবিজ্ঞানমূলক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

জড়রাজ্য হইতে চেতনের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশব্দ, আপনার সঙ্কুচিত ভাব ধীরে ধীরে ত্যাগ করত ভাবগত বিস্তার অবশ্য লাভ করিয়াছে। তদনুসারে লোকযাত্রানির্ব্বাহকর সমাজনীতির পূর্ণতাপ্রদ আচার ও সাধনসমূহ ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে। যে সমস্ত গুণ না থাকিলে মানব, মানবকোটিতে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেনা, যাহাদের অভাবে প্রত্যেক মনুষ্য সামাজিক জীবনের জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া থাকে, যাহাদের সত্তায় মানব সদাচার তুলায় তুলিত হইয়া জীবনোৎকর্ষ সম্পাদনে সমর্থ হয়, চেতনরাজ্যপ্রচুর প্রাকৃতিক ঊর্দ্ধগতিশীল প্রবাহের প্রণোদক শাস্ত্রীয় বিধিসমূহ তদনুসারে ধর্ম্মসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়াদি দশলক্ষণ লক্ষিত ধর্ম্ম * অথবা পাশ্চাত্য রিলিজন্ (Riligine) শব্দ দ্বারা দ্যোতিত ধর্ম্ম এই উপরোক্ত ভাবসমূহেরই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। কিন্তু মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত "যা বিভর্ত্তি জগৎ সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছা হ্যলৌকিকী" ইত্যাদি ধর্ম্ম লক্ষণ অথবা শ্রুতিবিজ্ঞানানুমোদিত ধর্ম্মলক্ষণের উপর সংযম করিলেই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ব্যাপকভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যে শাশ্বত † ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদে কথিত হইয়াছেন, যে যজ্ঞরূপী ধর্ম্ম দ্বারা জগচ্চক্র নিয়ত নিয়মিত আবর্ত্তন শীল, অলৌকিকী ভগবান্নিশ্বসিত শ্রুতিচোদিতা সেই ঐশীশক্তি কি কেবল আণবিক আকর্ষণ বিকর্ষণ ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইতে পারে অথবা আপনার বিরাট বপু পরিচ্ছিন্ন আচারবাপীতে নির্ম্মজ্জিত করিয়া হার্দ্দিক শীতলতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়? এই জন্যই শ্রুতি জলদগম্ভীর নিনাদে বলেন—

> ধর্ম্মো হি বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা
> লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি।
> ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি সর্ব্বং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতং
> তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি॥

যে অলৌকিকী ঐশী শক্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত ও রক্ষিত হইতেছে, যাহার অভ্যাগমে পাপনাশ ও অপগমে জগচ্চক্র বিঘূর্ণন নিরস্ত হয়, প্রজাতন্তুর ব্যবচ্ছেদরোধক

* ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ইতি মনুঃ।

† ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥
ইতি গীতোপনিষদি।

উক্ত শক্তির নাম ধর্ম্ম। প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে ধর্ম্মের শোভনা লীলা নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ চক্ষুষ্মান্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি বিস্ময়াবিষ্ট এবং ভগবদ্ভক্তি রসে আর্দ্র না হইবেন? শ্রুতি ও শাস্ত্র ধর্ম্মের যে কোন এরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই বিরাট গর্ভে যে কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? "সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন" বরং ধূলিকণারও গণনা হয়, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।

" **অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশা-**
**ন্যনন্তকোটি[illegible]ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।**
**নারায়ণাংশৈ রজোগুণপ্রধানৈরেকৈকসৃষ্টিকর্তৃভিরধিষ্ঠি-**
**তানি বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণ-**
**প্রধানৈরেকৈকস্থিতিসংহারকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি তানি**
**মহাজলৌঘমৎস্যবুদ্বুদানন্তসংঘবদ্ ভ্রমন্তি"।**

এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে এইরূপ অনন্ত কোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দীপ্তি পাইতেছে। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারক, রজোগুণ সত্ত্বগুণ ও তমোগুণপ্রধান নারায়ণের অংশ স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যেমন সমুদ্রে অনন্ত মৎস্য ও বুদ্‌বুদ ভ্রমণ করে সেইরূপ এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে। আর ও পুরাণে বর্ণিত আছে—

**কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু।**
**তত্র তত্র চতুর্ব্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ॥**
**অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।**
**হরয়শ্চ হ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ॥**

অর্থাৎ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রহিয়াছেন। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র অসংখ্য। যিনি ইহাঁদের ঈশ্বর তিনিই মহেশ্বর, তিনি একমাত্র। এইরূপে প্রকৃতির অনাদ্যনন্ত বিরাট বৈভবে কত কত ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডসমূহে কত কত গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, শশী, সূর্য্য, নক্ষত্র নিজ নিজ পথে আবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু কৈ, কেহ ত কক্ষচ্যুত হয় না! জলময় চন্দ্রলোক অগ্নিময় সূর্য্যলোকে প্রবিষ্ট হইয়া অকাল প্রলয়োদয় ত কৈ করে না? পরস্পর আকর্ষণশীল, প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান গ্রহসমূহ আবর্ত্তনশৃঙ্খলাচ্যুত হইয়া ভীষণ সংঘর্ষণে চূর্ণীকৃত ত কৈ হয় না! বিশাল গ্রহের বিপুলাকর্ষণে ক্ষুদ্রতর গ্রহ ত কৈ তৎগর্ভে প্রবেশ করত নিজ সত্তায় বঞ্চিত হইয়া স্বগর্ভ নিবাসশীল জীবকুলের ভীষণ মৃতিভীতি উৎপাদনের অবসর প্রদান করে না? পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চতুর্দ্দশ লক্ষগুণ বৃহৎ। সূর্য্য, পৃথিবীকে নিজ ক্রোড়ে সদাই আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু আহা! কোন্ শক্তিবলে পৃথিবী নিজসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? কোন্ শক্তি বসুমতীকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের করালগ্রাসে নিপাতিত করিয়া শূন্যপদ বিস্তারের পুষ্টি-সাধন করিতে দেয় না? সকলই সেই ধরাধারিকা ঐশীশক্তি, সকলেই সেই ধর্ম্মের সুশৃঙ্খল অনুশাসন। এই অনুসাসনই প্রকৃতির অণুতে অণুতে প্রবিষ্ট হইয়া আণবিক ও পারমাণবিক আর্কষণ বিকর্ষণের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। এই অনুশাসনই বিরাট বিশ্বের আত্মসত্তা প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন হইতে দিতেছে না। ঋতুর পর ঋতুর আগমন, ঋতুবিকাশক্রমের শৃঙ্খলা, দিনকরের দিবা বিহার, রজনীতে কুমুদিনীকান্তের শোভন শুভ্র হাস্য, মধুমাধবীর প্রকৃতি সহ বিলাস, পবনের পাবন পদ প্রসারণ, শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যের যুগপৎ বিকাশ, এই সমস্তই সেই অলৌকিকী ভগবৎশক্তির অনুস্যূতিবলে সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং ইহাই জড় প্রকৃতি রাজ্যে ধর্ম্মের ধরাধারকত্ব।

এইরূপে মনুষ্য এবং তদিতর চেতন প্রভৃতি রাজ্যেও ধর্ম্মের অদ্ভুত নিয়ামক শক্তি দেখিয়া বিস্মিতিরূপ নীরনিধি-সলিলে নিমগ্ন হইতে হয়। ক্রমাভিব্যক্তি বিধি অনুসারে চতুরশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ করত উদ্ভিজ্জ হইতে দৃষ্টপশু পর্য্যন্ত জীবগতি ধর্ম্মনীতিরই পূর্ণতাদ্যোতক। প্রকৃতির ক্রমোর্দ্ধগ-প্রবাহে জীবকুলকে ধর্ম্মই উন্নত করিয়া থাকে। বুদ্ধি-

বিকাশের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ প্রগাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় জড়যোনিসমূহে বুদ্ধিবিকাশের অভাব বা অল্পতা-হেতু উক্ত বিবিধ অবান্তর যোনিতে ধর্ম্মলীলা বিচার ও শাস্ত্র গোচরতাগত না হইলেও মনুষ্যেতর জীবসমূহের মধ্যে সমষ্টিগত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম-বিকাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। সারমেয়ের প্রভুভক্তি মানবজগতে আদর্শকোটিতে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত। প্রভুপদলেহনকারী সারমেয়ের বিপত্তি-বহ্নিতে নির্ভয় হৃদয়ে প্রভুর অগ্রে আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত মানবজগতে কোথায় দেখা যায়? অন্নকণাতুষ্ট কুক্কুরের প্রভুর বিপত্তি দর্শনে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এ বিচার ত কৈ আসে না! সে নিঃসঙ্কোচে জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, বীরের ন্যায় শত্রুর কবলে জীবনোৎসর্গ করিয়া প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ব্যাঘ্র হিংস্র, কিন্তু নিজশাবক শোণিতে আত্মার শীতলতা বিধান ত কৈ করে না? এ স্নেহ, এ বাৎসল্যভাব শার্দ্দূলের কঠিন হৃদয়ে কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল জন্তুকে পরিহার করত বলবানের সহিত সংগ্রাম করিতে, ক্ষুদ্-বিধুরতা ব্যতিরেকে হিংসাবৃত্তি করিতে কেশরীকে কে শিখাইল? "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্" এ নিত্য সত্যের অনুসরণপ্রবৃত্তি কয়জনের মধ্যে দেখা যায়? পরাধীনতার কঠিন ফাঁসি এবং দাসত্বের লৌহময় শৃঙ্খলকে ভূষণ মনে না করিয়া দূষণ বোধ কয়জনের হয়? কিন্তু আহা! প্রকৃতির-নিম্নস্তরেও গবেষণাপ্রণোদিত হইয়া অনুসন্ধান করিলে উল্লিখিত স্মার্ত্ত সত্যের কি অপূর্ব্ব চরিতার্থতা দেখিতে পাই! শৈশবে সিংহী-স্তন্যপালিত সিংহশাবকের যৌবনে কিরূপ আত্মনির্ভরতা, স্বাতন্ত্র্য, ও পরান্নপ্রতিপালন-প্রবৃত্তির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার পরিচয় দেখিতে পাই! অন্য হিংস্রজন্তু দ্বারা নিহত মৃগাদির কথাত দূরে থাকুক, যুবক সিংহ নিজ পিতার দ্বারা নিহত মৃগকেও স্পর্শ করে না! বীরের ন্যায় কেশরী স্বকীয় পরাক্রমার্জ্জিত পশুরই রুধিরপান করিয়া থাকে। সুধীগণ বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সকল উচ্চতমবৃত্তি জৈবজগতে ধর্ম্মশক্তির অভ্যুদয়কারিতার প্রমাপক কি না? শরণাগতের প্রতি স্ববৃত্তিবঞ্চিত হইতে মানবরকে কে শিখাইল? আধুনিক ক্ষত্রিয়সন্তানগণের মধ্যে এরূপ উন্নতভাব দৃষ্টিগোচর হয় কি? সমস্তই প্রকৃতির জড়জীবরাজ্যে ধর্ম্মের নৈসর্গিক বিকাশের পরিচায়ক ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমাভিব্যক্তিবিজ্ঞানের উপর সংযম করিলে ধর্ম্মের এইরূপ পরমা শক্তি নিয়তই নয়নগোচর হইয়া থাকে। তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় বিচার সাপেক্ষ হওয়ায় এবং মানবেতর জীবসমূহের মধ্যে বুদ্ধিবিকাশের অভাব থাকায় শাস্ত্রীয়-বিধিনিষেধাত্মক ধর্ম্মানুশাসনের সহিত মানবেরই প্রধানতঃ সম্বন্ধ সুধীগণ নিরূপণ করিয়া থাকেন এবং এই হেতু ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং পশ্বাদিপা[illegible]বিষয়ক গুণ বলিয়া অভিহিত হয়।

**আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্ ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥**

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা ভয় এবং মৈথুন এই চতুর্ব্বিধ ব্যাপার বিষয়ে মানবের সহিত পশুর কোন ভেদ নাই। কেবল ধর্ম্মই মানবের বিশেষত্ব বিধান করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মহীন মানব পশুতুল্য। এই মনুষ্যযোনিতে প্রতিপদক্রমেঃধর্ম্ম অবশ্য শরণীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যযোনি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও অহঙ্কার বিকাশের সহিত স্বকীয় পিণ্ডের উপর মানবের স্বামিত্ব জন্মে। তখন ঐরূপ পিণ্ড-প্রকৃতির উপর আধিপত্যহেতু মানব স্বেচ্ছাচারী হইয়া জৈবপ্রকৃতির ঊর্দ্ধগতিশীল প্রবাহের প্রতিকূলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে মানবের ঈদৃশী তমঃপ্রচুরা অধোগতির নিবারণ করত ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমোন্নতি প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিলে মানববৃত্তি চৈতন্যাভিমুখিনী করিতে ধর্ম্মই সমর্থ হইয়া থাকে। ধর্ম্মই প্রবলপ্লাবন-পীড়িতা উদ্বেলপ্রায়া তরঙ্গিণীর বেলাবন্ধনের ন্যায় সদাচার, বর্ণাশ্রম আদি বন্ধপ্রভাবে মানবের চৈতন্যাভিমুখিনী গতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকে। ইহাই মানবজগতে ধর্ম্মশক্তির

ধরাধারকত্ব। এ বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণে উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

**''ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्यथो अबलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राज्ञैव यो वै स धर्मः ।''**

"একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" ঈশ্বরের এই সঙ্কল্প হইতে জগৎ উৎপন্ন হইল। মায়াসহযোগে তিনি বহুরূপ হইলেন যথা—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। কিন্তু বহু জীব এবং দেব সৃষ্ট হইলেও সৃষ্টিকার্য্য চলিতে পারিল না। সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে লাগিল। এজন্য তিনি ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্মের আবির্ভাবে সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা এবং শান্তির বিস্তার হইল। উপরি-উক্ত শ্রুতির এইরূপ ভাবার্থ দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মশক্তি ভিন্ন সৃষ্টিক্রিয়ার রক্ষণ ও সুশৃঙ্খলভাব কদাপি হইতে পারে না। অনার্য্য হইতে আর্য্য কোটিতে প্রবেশ, আর্য্যের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য-ভেদ প্রত্যেক বর্ণ এবং আশ্রমের পৃথক্ পৃথক্ বিহিত ও নিষিদ্ধ আচরণাদির নির্ণয় প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্মই জীবদেহ ব্যবচ্ছেদশূন্য রাখিয়া অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স প্রদানে সমর্থ হয়। ধর্ম্মের নিয়ামক শক্তিবলেই আর্য্যগণ স্বজাতীয় গুণাবলী সম্যক্ জ্ঞাত আছেন ; যথা—

**दमेन शोभते विप्रः क्षत्रियो विजयेन तु ।**
**धनेन वैश्यः शूद्रस्तु नित्यं दाक्ष्येण शोभते ॥**
**प्रतिग्रहगता विप्रे क्षत्रिये युधि निर्जिताः ।**
**वैश्ये न्यायार्जिताश्चैव शूद्रे शुश्रूषयार्जिताः ।**
**स्वल्पाप्यर्थाः प्रशस्यन्ते धर्मस्यार्थे महाफलाः ।**
**नित्यं त्रयाणां वर्णानां शुश्रूषुः शूद्र उच्यते ॥**

দ্রবিণাকাঙ্ক্ষা যাঁহার চিত্তকে কলুষিত করে, তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, শমদমাদিই ব্রাহ্মণের সম্পত্তি, এই রূপে ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধোৎসাহ, বৈশ্য ধনাদি বৈভব এবং শূদ্র সেবা-দক্ষতা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিগ্রহদ্বারা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ দ্বারা, বৈশ্যের ন্যায়াশ্রয়দ্বারা এবং শূদ্রের পক্ষে সেবাদ্বারা অর্জ্জিত স্বল্প সম্পত্তিও ভূয়সী প্রশংসার ভাজন হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মাভ্যুদয়বিষয়ে প্রভূত ফল প্রসব করে। শূদ্রের ধর্ম্ম দ্বিজের সেবা, তাহার ধর্ম্মজগতে অভ্যুত্থান দ্বিজসেবা দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা অভ্রান্ত আর্ষসত্য। এইরূপ সত্য সমূহের জ্ঞানহেতুই আর্য্যগণ স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ মনে করেন, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাহসী হন না। তপঃপ্রভাবে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্বত্যাগ পূর্ব্বক আকিঞ্চন্য অবলম্বন করিতে কে শিক্ষা দেয় ? কে বলিয়া দেয় যে—

**ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं न कामार्थाय जायते ।**
**इह क्लेशाय तपसे प्रेत्य त्वनुपमं सुखम् ॥**
**ब्राह्मण्यं बहुभिरवाप्यते तपोभि-**
**स्तल्लब्ध्वा न रतिपरेण हेलितव्यम् ।**
**स्वाध्याये तपसि दमे च नित्ययुक्तः**
**क्षेमार्थी कुशलपरः सदा यतस्व ॥**
**वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं**
**विधित्सावेगमुदरोपस्थवेगम् ।**
**एतान् वेगान् यो विषहेदुदीर्ण-**
**स्तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वै मुनिञ्च ॥**

কামকলা উপভোগের জন্য ব্রাহ্মণের শরীর উৎপন্ন হয় না। ইহ জগতে ক্লেশ ও তপস্যা, এবং আমুষ্মিক অনুপম সুখাদি ভোগের জন্যই ব্রাহ্মণের শরীর হইয়াছে। জন্ম কোটিকৃত তপস্যার ফলে দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতএব উহা রতিপর হইয়া অবহেলার সহিত নষ্ট করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে এরূপ দুর্ভাগ্য পুরুষই আত্মঘাতী বলিয়া কথিত হইয়াছে। তপঃস্বাধ্যায় দমাদির নিত্যানুষ্ঠান করত স্বকীয় মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাবান্ থাকা উচিত, নতুবা

কিম্পাক ফলবৎ ব্রাহ্মণ জন্মই বৃথা হয়। যিনি ত্রিবিধ তপের দৃঢ় অনুষ্ঠান দ্বারা বাক্যবেগ, মানস ক্রোধাদিবেগ প্রতিশোধ দান প্রবৃত্তির বেগ এবং শিশ্নোদর-বেগ ধারণ করিতে পারেন, সেই উদার চরিত্র ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং তিনিই জগতে মুনি পদবাচ্য হইয়া থাকেন। বিংশতি রজত মুদ্রাভোগী ক্ষত্রিয় যোদ্ধাকে মহাহবে কালের করাল অট্টহাসির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করত নিঃশঙ্ক চিত্তে আত্ম-বলিদান করিতে কে শিখাইল? তাহার জীবনের মূল্য কি বিংশতি মুদ্রা? এই অকিঞ্চিৎকর দ্রবিণলালসাই কি ক্ষত্রিয় বীরের রণসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জনের কারণ হয়? কখনই নহে, আর্য্যহৃদয়ে রূঢ়মূল চিরন্তন ধর্ম্মভাবই ইহার কারণ। সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, প্রভুভক্তি এবং জাতীয় ধর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়াই এরূপ অসমসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করে। সৈন্য সেনাপতির আজ্ঞাকারী না হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না, যুদ্ধে জয়লাভ না হইলে রাজ্যরক্ষা হয় না এবং রাজ্যরক্ষা না হইলে সাম্রাজ্য রক্ষা হয় না। অনুশাসন বিহীনতার ফলভূত রাষ্ট্রবিপ্লবে জগতের শান্তিভঙ্গ হইয়া বিধিবিহিত সৃষ্টি স্থিতির বৈপরীত্য ঘটে, তাই ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে এত ধর্ম্মবল, তাই সে অকাতরে ধর্ম্মের সহিত জীবনের বিনিময় করে; এ বিনিময়প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র আধি-ভৌতিক স্বার্থপ্রসূত নহে. ইহার সহিত দ্যুলোক হইতে সপ্তম লোক পর্য্যন্ত লোকসমূহের এক জীবন হইতে বিরাট জীবনের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্ষত্রিয় বীর-কেশরীর হৃদয়ে জন্মপরম্পরাগত ধর্ম্মসংস্কার দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে যে—

> द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ।
> परिव्राड्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥
> आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।
> युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥
> यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः ।
> भर्त्तुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥
> यच्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपार्ज्जितम् ।
> भर्त्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥

যোগনিবিষ্টচিত্ত পরিব্রাজক এবং সম্মুখ সমরে আত্মোৎসর্গকারী ধর্ম্মযোদ্ধা উভয়েই সূর্য্যমণ্ডল ভেদরূপ উত্তরায়ণ গতি লাভ করত মুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের অধিকার অতিশয় মহান্। যাঁহারা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, বীরের ন্যায় ধর্ম্মযুদ্ধে পরস্পরকে হনন করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই স্বর্গতি লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ভীরুর ন্যায় পলায়নপর হইয়া শত্রু দ্বারা নিহত হন, তিনি ভর্ত্তার সমস্ত পাপ অর্জ্জন করেন এবং স্বোপার্জ্জিত পারত্রিক সুখপ্রদ পুণ্যনিচয়ে বঞ্চিত হইয়া নিরয়গামী হইয়া থাকেন। তাঁহার পুণ্যফলপ্রদ সংস্কারসমূহ ভর্ত্তাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাকৃতিকপ্রবাহে ক্রমোন্নতিশীল মনুষ্য ও তদিতর জীবসমূহের মধ্যে এইরূপে ধর্ম্মশক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যমান থাকিয়া জৈবকেন্দ্রের উন্নতি বিধান করিয়া থাকে এবং এইরূপেই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ও অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি ও জগন্নিয়ন্ত্রক্রিয়া নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

## ফল্গূৎসব।

(১)

> मनोमत्स्यमध्यस्थदोलायमानं
> महानन्दमूर्त्तिप्रधानाङ्गभानम् ।
> प्रमाणप्रमेयप्रमातृस्वरूपं
> नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

(२)

> सदाभान्तमन्तःस्फुरत्कृष्णकान्तं
> नवीनाम्बुदश्रीप्रियार्थप्रशान्तम् ।
> त्रिभावत्रिभङ्गत्रिकालानुरूपं
> नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

(३)

क्वणन्नूपुराङ्घ्रिस्मितासंख्यचन्द्रं
चमत्कारचोरध्वनद्वंशिमन्द्रम् ।
तडिद्भातिमध्योज्ज्वलत्पीनरूपं
नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

(४)

शुभे फाल्गुणेऽथ स्वयंपूर्णरागं
चिदाभासयन्तं जगन्मूलभागम् ।
अभेदात्मशक्तिप्रकाशैकभूपं
नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

(५)

चलत्कुङ्कुमौघप्रकामाङ्गभासं
विपत्फल्गुराशिस्फुटन्मन्दहासम् ।
सदैकानुरागस्वभावावरूपं
नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

(६)

वसन्तागमोत्थस्मरोत्साहदानं
नरानन्दकार्य्यं दयावृत्तिप्रधानम् ।
नवस्फूर्त्तिपूर्त्तिप्रियस्याणुरूपं
नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

(७)

जगज्जीवजीवत्स्थिरप्राणशक्तिं
समाराधनाध्यानभावैकभक्तिम् ।
उपास्येष्टदेवं स्वयं स्वस्वरूपं
नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

(८)

हृषीकेशमीशं हृदिस्थं परेशं
महाविष्णुमाद्यं शरण्यं रमेशम् ।
दयासिन्धुमन्तीकृतात्मान्तरूपं
नमामः सदा तं हि गोविन्दरूपम् ॥

स्वरूपानन्द ।

# দৈব ও পুরুষকার।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগেই দৈব ও পুরুষকার লইয়া বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, এই চিরকালের বিরোধনীয় বিষয় যে হঠাৎ তোমার আমার ন্যায় অদূরদর্শীর জ্ঞান বুদ্ধি বলে ঠিক্ মীমাংসিত হইয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রদর্শনে অবিরুদ্ধ ভাব ধারণ করিবে ইহা মনে করাও অন্যায়, তবে শ্রুতি স্মৃতির অনুমোদিত ঋষি মহর্ষিগণের উপদেশানুসারে অযথা তর্ক না করিয়া যথার্থ মীমাংসার পথে চলিলে কতকটা বিরোধ ভঞ্জনের আশা করা যায়, এই জন্যই দৈব ও পুরুষকার বলিতে স্থির চিত্তে ধীর মনে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, দৈবই বা কি এবং পুরুষকারই বা কাহাকে বলে ?

**दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः ।**

(অমর কোষ)

দেবাৎ অদৃষ্টাৎ নিয়তাৎ আগতং যৎ তদ্দৈবং অর্থাৎ দিষ্ট, ভাগধেয়, ভাগ্য, নিয়তি এবং বিধি এই সমস্ত দৈব শব্দেরই নামান্তর, তাহা হইলে যাহা দেহান্তর বা জন্মান্তরার্জ্জিত স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম তাহাই দৈব।

**"दैवाधीनं जगत् सर्व्वं जन्म कर्म्म शुभाशुभम् ।**
**संयोगाश्च वियोगाश्च न च दैवात् परं बलम् ॥"**

এই পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই দৈবের অধীন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কার্য্য এবং যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মও দৈবের অধীন, যত কিছু সংযোগ বিয়োগ দৈব হইতেই সংঘটিত হয়, সুতরাং দৈব অপেক্ষা পরম বল আর নাই। পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই দৈব নামে অভিহিত হয়, এই দৈব কখন কাহার কিরূপ সংঘটিত হয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইলেই বুঝা যায় যে, ইহা ভাল কি মন্দ, ফল ভোগের ভাল মন্দ অনুসারেই দৈব বা ভাগ্যের ভাল

মন্দ বিচার করা যাইতে পারে। আরও সুক্ষ্মভাবে বুঝিতে হইলে সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং আগামী নামে যে তিন প্রকার কর্ম্ম আছে, সেই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে প্রারব্ধ কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে; ইচ্ছাকৃত প্রারব্ধ, অনিচ্ছাকৃত প্রারব্ধ ও পরেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম্ম অর্থে যে সমুদয় কর্ম্ম করা হইয়াছে অর্থাৎ যাহার ফলভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই। প্রারব্ধ কর্ম্ম বলিতে যে সমস্ত কর্ম্ম ভোগ করিবার জন্য বর্ত্তমান দেহ ধারণ করা হইয়াছে; আর যে সকল কর্ম্ম ভবিষ্যতে করা হইবে তাহাকে আগামী কর্ম্ম বলে, ইহার মধ্যে সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ উভয় কর্ম্মই দৈব বলা যাইতে পারে। কেন না জন্মান্তর সাধ্য কর্ম্ম বলিতে সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ দুইকেই বুঝায়। ইহ জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম ভোগের জন্য এই দেহের সহিত সংসার সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার মূলেও দৈব রহিয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধানপর হইলে যাহা "অবশ্যম্ভাবী" তাহাই দৈব বলিয়া জানা যায়। এই জন্যই অবশ্যম্ভাবীরূপ দৈবের গতি রোধ করা যাইতে পারে না।

**अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद् यदि।**
**तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नलरामयुधिष्ठिराः॥**

(বেদান্ত-পঞ্চদশী)

অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ভাবের যদি প্রতীকার হইত, তাহা হইলে মহারাজ নল, সাক্ষাৎ নারায়ণ রামচন্দ্র এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতেন না। ইহাকেই বলে "দৈবী বিচিত্রা গতি।" * ইহারই নামান্তর ভবিতব্যতা বা ভাগ্যলিপি। ভবিতব্য অখণ্ডনীয়, ভাগ্যলিপিও অবশ্য ভোক্তব্য। যখন যেখানে যাহা যেরূপ হইবার তখন সেখানে তাহা সেইরূপই হইবে, ইহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। যেহেতু মানুষ মাত্রেরই বুদ্ধি কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে, কর্ম্ম দ্বারাই বুদ্ধি বাধ্য হয়; কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম বাধ্য হয় না, বুদ্ধি দ্বারাই যদি কর্ম্ম বাধ্য হইত, তাহা হইলে সুবুদ্ধি রামচন্দ্র কখনও স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিতে গিয়া সহধর্ম্মিণী সীতাকে হারাইতেন না। *

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংসারের সকলই যদি দৈবের অধীন এবং সকলপ্রাণীই যদি দৈবানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কি করেন কিংবা সেই পরম ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই বা কিরূপে রক্ষা হয়? এই আশঙ্কার সমাধানে বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বর দৈবের অধীন নহেন। সংসারের যাবতীয় কর্ম্মেরই একমাত্র প্রয়োজক পরমেশ্বর এবং সেই দৈবও পরমেশ্বরের অধীন হইয়া জীবের সুখদুঃখভোগরূপে পরমেশ্বরেরই প্রেরণায় কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ জীবগণ যে দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহার কর্ত্তৃত্বও পরমেশ্বরের বুঝিতে হইবে। সর্ব্বশক্তি সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জীবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মেরই সুখ দুঃখ রূপ ফল সমুদয় উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে জীবগণকে ভোগ করিতে প্রদান করেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের এবং সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। পরমেশ্বর দৈবের অধীন নহেন বলিয়াই সাধুভক্তগণ তাঁহাকে ভজনা করিয়া অভীষ্টলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশ খণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, এই বিশ্ব সংসার দৈবের অধীন, জগতে যত প্রকার জন্ম আছে তৎসমস্তই দৈব প্রণোদিত, সংসারে যত কিছু শুভ এবং অশুভ কর্ম্ম সংঘটিত হয়, তাহার মূলও দৈব। পরন্তু ভগবান্ কেবল দৈবের অধীন নহেন, দৈবই ভগবানের অধীন, এই জন্যই দেবদেব পরাৎপর পরমাত্মা ভগবান্‌কে সাধুগণ ভজনা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ পরমেশ্বর ভগবান্ নিজলীলাদ্বারা দৈবের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় সম্পাদন করিতে পারেন। এমন কি ভগবদ্-

* "कान्तं वक्ति कपोतिकाकुलतया नाथान्तकालोऽधुना
व्याधोऽधो धृतचापसज्जितशरः श्येनः परिभ्राम्यति।
इत्थं सत्यहिना स दष्ट इषुणा श्येनोऽपि तेनाहतः
तूर्णं तौ तु यमालयं प्रतिगतौ दैवी विचित्रा गतिः"॥

* 'कर्म्मणा बाध्यते बुद्धिर्न बुद्ध्या कर्म्म बाध्यते
सुबुद्धिरपि यद्रामो हैमं हरिणमन्वगात्"॥

ভক্তও দৈবের অধীন না হইয়া অবিনাশী এবং নির্গুণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুরুষকার বলিতে পুরুষের চেষ্টাকে বুঝায়, পুরুষস্য কারঃ করণং পুরুষকারঃ অর্থাৎ পুরুষের কৃতি বা প্রযত্নকেই পৌরুষ বলা যায়। কার্য্যমাত্রই এই পুরুষকার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। সুতরাং বিরোধ উপস্থিত হইল, কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সংসারের যাবতীয় কর্ম্মের মূল দৈব। এখন বলা হইতেছে যে, পুরুষকার ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না।

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्य्याणि न मनोरथैः ।
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

অর্থাৎ উদ্যমেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, মনোরথ দ্বারা কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। পশুরাজ-সিংহ, মৃগমাংসভক্ষণে জীবন ধারণ করিতে পারে বলিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে তাহার মুখে মৃগগণ নিজে কখনও প্রবেশ করে না। আর উদ্যোগী পুরুষ শ্রীমান্ হইয়া থাকে এসম্বন্ধেও বহুশাস্ত্রে বহু প্রকার উক্ত হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়।

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी-
र्दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ।
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥

(হিতোপদেশ)

লক্ষ্মী, উদ্যমশীল পুরুষসিংহকে পাইয়া থাকেন, "দৈবই দিতেছে" ইহা কাপুরুষেরা বলিয়া থাকে, অতএব আত্মশক্তি দ্বারা দৈবকে নষ্ট করিয়া, পৌরুষ বা পুরুষকার কর! যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে আর ইহাতে দোষ কি? তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পুরুষকার করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, পরন্তু যদি না হয় তবে ইহাতে দোষ নাই?, এইরূপ আশঙ্কা করা কি ভাল? পুরুষকার বলে কি না হয়? যে পুরুষকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ স্বরূপ হইয়া পরম সুখ ভোগের প্রধান কারণ, সেই পুরুষকার বা আত্মশক্তি দ্বারা যত্ন, চেষ্টা কিংবা উদ্যোগ করিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না, ইহা বেশ বুঝা যায়। মহর্ষি মহাত্মা বশিষ্ঠদেব যখন শ্রীরামচন্দ্রকে তত্ত্বোপদেশ দান করিয়াছিলেন, তখন গুরুবর বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন—পুরুষকারবিহীন পুরুষের গতি অধোদিকে এবং পৌরুষবিশিষ্ট পুরুষই ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধ না হয় এরূপ কর্ম্মই নাই। যে দৈবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থূলদর্শী শাস্ত্রকারগণ মীমাংসা করিয়াছেন, সেই দৈবও পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৎশ্রবণে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সমস্ত কার্য্যই যদি পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে রাজশূন্য রাজ্যের মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত রাজহস্তী যাহাকে শিরে উঠাইয়া আনয়নপূর্ব্বক রাজাসনে বসাইয়া রাজা করিয়া থাকে, তাহার তো সেই রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপই পুরুষকার দেখা যায় না, তবে সেই রাজহস্তি-আনীত পুরুষের রাজ্যলাভ কিরূপে পৌরুষবলে সংঘটিত হইল? তদুত্তরে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গুরুবর বশিষ্ঠদেব বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তিকে প্রেরিত রাজহস্তী আনয়ন করিয়া রাজসিংহাসনে বসাইয়া রাজা করিল, সেই ব্যক্তিরই পুরুষকার প্রণনে ছিল, নতুবা এতলোক থাকিতে তাহাকে কেন রাজা করিবে? সেই নবানীত রাজারই পুরুষকার অংশরূপে রাজশূন্য রাজ্যের মন্ত্রিগণ দ্বারা প্রথম আচরিত হয়, পরে সেই পুরুষকারই প্রেরিত রাজহস্তী কর্ত্তৃক কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইল বলিয়াই উক্ত ব্যক্তির রাজ্যলাভ ঘটিল! সাধারণ দৃষ্টিতে হস্তি-আনীত ব্যক্তির রাজ্য লাভের কারণ দৈবই বলা যায়; কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সেই দৈবেরও মূল কারণ পুরুষকার। যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই সর্ব্বকার্য্যে দৈবকে কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ কখনও দৈবকে মুখ্য কারণ বলেন না, জ্ঞানীরা বলেন যে, দৈব আর পুরুষকারে কোন প্রভেদ নাই, পুরুষকারই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলরূপে দৈবনামে অভিহিত হয়, কেন না জন্মান্তরার্জ্জিত শুভাশুভ ফলকেই দৈব বলা হয়, সেই জন্মান্তরের অর্জ্জনটুকু তো পুরুষকারসাপেক্ষ।, পুরুষকার না হইলে জন্মান্তরের সেই কর্ম্মার্জ্জনের সম্ভাবনা একেবারে থাকে না।

বাস্তব পক্ষে বুঝিতে হইলে আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করিতে পারি যে, দৈব এবং পুরুষকার অভিন্ন; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে উভয়ের পার্থক্য এবং উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল অনুভূত করা যায়। দৈব এবং পুরুষকার উভয় বলেই মানুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে দৈবে একেবারে নির্ভর করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না বলিয়াই পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকে। মানুষের আত্মোন্নতি সম্বন্ধে দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই প্রয়োজন। মুমুক্ষু ব্যক্তি একদিকে যেরূপ দৈব নির্ভর করিয়া থাকেন, অপর দিকেও সেইরূপ পৌরুষবলে "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক," ইহলোক এবং পরলোকের কার্য্যফলে বিরাগ এবং শম দমাদি ষট্‌কসম্পত্তি লাভ করিতে তৎপর হন্। জ্ঞানীর দৈব নির্ভরতায় এবং অজ্ঞানের দৈব নির্ভরতায় পার্থক্য এই যে, জ্ঞানিগণ দৈব নির্ভরতা অর্থে আত্মনির্ভর হইয়া পরমানন্দভোগে তন্ময় ভাব লাভের জন্য সাধন পথে ধাবিত আর অজ্ঞান মনুষ্যগণ দৈব নির্ভর অর্থাৎ অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় অসার সংসারের নশ্বর বৈষয়িকসুখভোগে কামিনীকাঞ্চনলালসায় মুগ্ধ হইয়া অবনতির অতল তলে পতনোন্মুখ হয়। এই জন্যই অজ্ঞান মনুষ্যকে দৈব-নির্ভর হইতে নিষেধ করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ, ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে, এই নিমিত্তই আত্মশক্তি দ্বারা দৈবকে নষ্ট করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইলে উল্লিখিত হিতোপদেশ সকলেরই মান্য করা উচিত।

**যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবিচেন্ন তদন্যথা।**
**ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ॥**

"যাহা হইবে না তাহা হইবে না, যাহা হইবে তাহা অবশ্যই হইবে," এইরূপ চিন্তাস্বরূপ বিষকে নষ্ট করিতে পারে এমন যে ঔষধ, তাহা কি পান করা যায় না? অর্থাৎ যায়। ইহাকেই বলে "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।" ভবিষ্যতের প্রতি নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান কার্য্য নষ্ট করা নিতান্তই মূর্খতা। ভবিষ্যতে যাহা হইবার নয় তাহা হইবে না, এবং যাহা হইবার তাহা হইবেই, এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে।

দৈব এবং পুরুষকার সম্বন্ধে বেদবেদান্ত বা উপনিষদাদি অনুসন্ধান করিলে অসংখ্য জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সমগ্র বেদে যে জ্ঞান উপাসনা কর্ম্ম কাণ্ড উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকের মূল দৈব এবং পুরুষকার, কি জ্ঞান-যোগ, কি কর্ম্মযোগ, কি ভক্তিযোগ, সর্ব্বপ্রকার যোগেই দৈব ও পুরুষকারের নিত্য আবশ্যকতা রহিয়াছে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণনামে সমগ্র বেদের যে প্রসিদ্ধি চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ ভাগই আর্য্যদিগের বিচারবিভাগ এবং সেই মন্ত্রভাগই শাসনবিভাগ, সমস্ত বেদের বিচারবিভাগস্বরূপ ব্রাহ্মণ ভাগে যেরূপ দৈব এবং পুরুষকার বিষয়ে উপদেশ উক্ত হইয়াছে, শাসন-বিভাগস্বরূপ মন্ত্রভাগেও সেইরূপ দৈব এবং পুরুষকারের কার্য্যকারিতা শক্তি উপার্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধারণের বিদিতার্থে ঋগ্বেদ হইতে একটি ঋক্ (মন্ত্র) উদ্ধৃত হইল, ইহা পাঠ করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে "দৈব"-সিদ্ধিলাভের জন্য কিরূপ অসাধারণ "পুরুষকারের" আবশ্যকতা হয়।

**संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्।**
**समानो मन्त्रस्समितिः समानी समानं मन**
**स्सह चित्तमेषाम्। समानं मन्त्रमभिमन्त्र-**
**ये वः। समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः॥**
**समानमस्तु वो मनो यथावस्सुसहासति॥**

**(ঋগ্বেদ)**

এই ঋক্‌টীর ভাবার্থ এইরূপ যে, হে বন্ধুগণ! একত্র মিলিত হও! সকলে এক বাক্য হও! সকলে এক মন হইয়া "কর্ত্তব্য" পালন কর! সমান উদ্দেশ্য, সমান একতা এবং সমান হইয়া সমান জ্ঞান লাভ কর! তোমরা সকলকেই এক সমান মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কর! সমপ্রাণে প্রার্থনা করিলে তাহাও সমানভাবে সকলকে সফল দান

করিবে; সুতরাং তোমাদিগের সকলেরই "সঙ্কল্প" সমান হউক! যাহাতে সকলের সমভাব পর পর ঘনিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে, এইরূপে সকলে এক মনঃপ্রাণ এবং এক মত হইয়া একই লক্ষ্যে কার্য্য কর! ইহাকেই বলে যথার্থ পুরুষকার। একই উদ্দেশ্যে একই কর্ত্তব্য সাধনের জন্য এক মনঃপ্রাণ হইয়া একই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। এক পুরুষকার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় তাহাতে আবার সঙ্ঘশক্তির পুরুষকার সমষ্টি দ্বারা কি না হইতে পারে? অতএব পুরুষকারই দৈব-সিদ্ধির অন্যতম সাধন।

দৈবং পুরুষকারেণ সাধ্যসিদ্ধিনিবন্ধনম্ ।
যোঽতিক্রমিতুমিচ্ছেত স লোকে নাবসীদতি ।।

(ভবভূতি)

অর্থাৎ পুরুষকার-সাধ্য সিদ্ধিই দৈবের হেতু, পুরুষকার ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না, এইরূপ দৈবকে যে ব্যক্তি অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সংসারে কখনও দুঃখ ভোগ করে না। সুতরাং পুরুষকারই কার্য্যকালে শ্রেষ্ঠ এবং ফলভোগকালে দৈবই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—পুরুষকারেরই নামান্তর উদ্যম; উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধিশক্তি, পরাক্রম এই ছয়টী যে আধারে বিদ্যমান, তাহার সহায়কারী দৈব এবং দৈবও তাহার অধীন হইয়া থাকে। * কে না জানে যে, মহর্ষি মৃকণ্ডুনন্দন মার্কণ্ডেয় দ্বাদশ বর্ষ মাত্র পরমায়ু পাইয়াও তপোবলে চিরায়ুঃ লাভ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি পুরুষকার বলেই মৃত্যুকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মা ভৃগুর পৌত্র মার্কণ্ডেয় বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া মহতেজা হইয়াছিলেন, এক দিবস তাঁহার পিতা মৃকণ্ড মুনি আশ্রম-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এমন সময় তথায় একজন আদেশী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তোমার পুত্রের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলেই মৃত্যু হইবে। তৎশ্রবণে মাতা পিতা উভয়েই বিশেষ দুঃখিত এবং চিন্তিত হইলেন। মহামতি মার্কণ্ডেয় মাতা পিতাকে হঠাৎ এইরূপ বিষন্ন ও চিন্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাতঃ! পিতঃ! আপনারা কেন এইরূপ বিষন্ন মনে চিন্তা করিতেছেন? আপনাদের অকস্মাৎ এইরূপ দুঃখের কারণ কি; তাহা কি আমাকে বলিবেন? পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা মৃকণ্ডু আদেশী-কথিত সেই বাক্য প্রকাশ করিলে, সেই কথা শুনিয়া বালক মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই নিমিত্ত কেন আপনারা চিন্তা করিতেছেন? আপনারা এজন্য দুঃখিত হইবেন না! আমি তপোবলে আমার মৃত্যুকে অপনীত করিব, যাহাতে আমি চিরায়ুঃ হইতে পারি, আমি সেইরূপ তপস্যাই আরম্ভ করিব, আপনারা স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমাকে তপস্যার্থ আজ্ঞা প্রদান করুন আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার প্রতিজ্ঞা ফলবতী হয়। মাতা পিতার আশীর্ব্বাদ থাকিলে মার্কণ্ডেয় জগতে কাহাকেও ভয় করে না। এই বলিয়া মাতা পিতার শ্রীচরণকমল বন্দনা পূর্ব্বক পাদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া বালক মার্কণ্ডেয় বনে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, অষ্টম বর্ষের পূর্ব্বেই মার্কণ্ডেয়ের উপনয় সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথম আশ্রম অবস্থাতেই মার্কণ্ডেয় তপস্যার্থ বনবাসী হইলেন। তিনি বনে যাইয়া বিষ্ণুর আরাধনা আরম্ভ করিলেন, মহামুনি মার্কণ্ডেয় দেবাদিদেব বিষ্ণু দেবকে যথোপচার দ্বারা পূজা করিয়া সুদুষ্কর তপস্যার ব্রতী হইলেন -তিনি এক বর্ষ কাল আহার নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন, যে দিন তাঁহার মৃত্যু হইবে নিশ্চিত ছিল, সেই দিন তিনি স্নানাদি করিয়া যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চ্চনা সমাপনান্তে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণসংযমসহকারে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলেন, অমনি হৃৎপদ্মে সমাসীন—শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন এবং স্বকীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলেন, বিষ্ণু বাক্যেই মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্প পরিমিত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি

* উদ্যমং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যত্র বর্ত্তন্তে তত্র দেবঃ সহায়কৃৎ॥

মহাদেবের বরেই চিরজীবন লাভ করিয়াছিলেন, সে যাহাই হউক্—ফল কথা মার্কণ্ডেয় ঋষি যে স্বকীয় পুরুষকার বলেই চিরজীবী হইয়া ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ঋষিবর মার্কণ্ডেয় তপস্যা কালীন বহু কঠোরতা স্বীকার করিয়াও যখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল বুঝিলেন, তখন হইতে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ব্যাপিয়া শিব পূজা এবং বিষ্ণু পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার আসন্ন মৃত্যু কালেই তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দয়াময় বিষ্ণুদেব তাঁহার কর্ণে একটি "স্তোত্র" পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই "স্তোত্র"টী নারসিংহ পুরাণে তৃতীয় অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় মৃত্যুঞ্জয় নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং বিষ্ণুদেব সেই স্তোত্রটী ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেই স্তোত্রের ফল সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে,

"য ইদং পঠতে ভক্ত্যা ত্রিকালং নিয়তং শুচিঃ।
নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যান্নরস্যাচ্যুতচেতসঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি শুচি হইয়া নিত্য ত্রিসন্ধ্যাকালীন ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই অচ্যুতৈকচিত্ত নরের অকালে মৃত্যু হইবে না!" সেই ভগবৎকথিত স্তোত্র পাঠান্তেই মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবদ্দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যুকেও জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

হৃৎপদ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং শাশ্বতমাদিদেবম্।
সঞ্চিন্ত্য সূর্য্যাদপি রাজমানো
মৃত্যুং স যোগী জিতবাংস্তদৈব॥

(নারসিংহ পুরাণ)

অর্থাৎ সেই সূর্য্য অপেক্ষাও দীপ্তিশালী যোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি, হৃদয় পদ্ম মধ্যে প্রকাশমান দেবাদিদেব শাশ্বত পুরাণ পুরুষ নারায়ণকে সম্যক্ ভাবে চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎই, মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে পৌরুষ সিদ্ধির ফলে দৈব সিদ্ধি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যখন ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুন স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুসন্ধানে যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, ভগবৎ-কর্ত্তৃক তাহার প্রত্যেকটীর সমাধান শেষ হইলে পরেও অর্জ্জুন পুরুষ মাত্রই পরাধীন প্রতিপন্ন করিয়া পুনরায় ভগবান্কে বৃষ্ণিকুলেশ্বর বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে,

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বার্ষ্ণেয়! এই পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপ কর্ম্ম আচরণ করে? পাপকর্ম্মে ইচ্ছা না করিয়াও কাহা কর্ত্তৃক যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

এই কাম ও এই ক্রোধ রজোগুণসম্ভূত; সুতরাং এই সংসারে মহাভোগকারী এবং মহাপাপকারী বৈরী বলিয়া ইহাকে অবগত হও! অর্থাৎ রজোগুণজাত কামই এই সংসারে ক্রোধরূপে পরিণত হয় এবং এই কামই যত আশা ও পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অতএব এই কামকে বৈরী জানিয়া নষ্ট কর!

বস্তুতঃ বুঝিতে হইলেও এক কাম হইতেই যত অনিষ্টের সম্ভাবনা, কামই আশা বৃদ্ধি করিতে করিতে অসংখ্য কর্ম্ম-ভোগ প্রসারিত করিয়া থাকে। কামেরও নিবৃত্তি হয় না, কর্ম্মভোগেরও শেষ হয় না, এইরূপে জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত কাম নিত্য সহচর হইয়া কখন দৈব নামে অকস্মাৎ ক্ষণিক সুখ কি দুঃখ ভোগ দান করে, আবার কখনও বা অদৃষ্টরূপে সৎকর্ম্মের স্থলেও অসৎ ভাবে প্রকাশ পায়, কখনও বা নিয়তিরূপে অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করে, এই জন্যই কামকে শত্রুজ্ঞান করিয়া দমন করিতে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। ফলতঃ কামদমনেই প্রকৃত পুরুষকার প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং পরম মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত করা

যায়। কামী ব্যক্তির নিকট দৈবের প্রভাব অক্ষুণ্ণ; কিন্তু নিষ্কাম পুরুষকে দৈব স্পর্শও করিতে পারে না। নিষ্কাম পুরুষ এক পুরুষকার বলেই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন. এই নিমিত্তই নিষ্কাম পুরুষের পক্ষে শান্তি সুখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান্ বলিয়াছেন—

विहाय यः सर्व्वकामान् पुमांश्चरति निस्पृहः।
निर्म्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति॥

অর্থাৎ—যে পুরুষ সর্ব্ব কাম ত্যাগ করিয়া অহঙ্কার-শূন্য মমতাশূন্য এবং স্পৃহাশূন্য হইয়া সৎকর্ম্ম আচরণ করে, সেই পুরুষই শান্তিলাভ করিয়া থাকে। এইরূপে কাম জয় হইলেই পুরুষকারের যথার্থ কার্য্যকরী শক্তি প্রকাশ পায় এবং আত্মোন্নতিলাভেও ধর্ম্মস্বরূপ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কার্য্যক্ষেত্রে পৌরুষবলে আত্মশক্তি দ্বারা দৈবকে অনুকূল করিয়া সুখী হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী।

---

# বিশ্বাস।

(१)

एक नित्य सत्य वस्तु सर्व्वसत्तारूप,
सर्व्वदा प्रकाशमान महाअधिष्ठान।
सच्चित् आनन्दमय आत्मा विश्वरूप॥
एइ महाश्रुतिवाक्ये हय "अस्मि" ज्ञान॥

(२)

आसिले आस्तिक्य बुद्धि शीघ्र शान्तभाव।
"एकलक्ष्ये" शम दम हइवे साधन।
यथाविधि हवे त्याग कामनाप्रभाव॥
निष्कामे तितिक्षा सिद्धि अवश्य आपन॥

(३)

के वा ज्ञाता, के वा ज्ञेय, कि वा ज्ञान जानि,
अभिन्न भावेते "ज्ञेय" चिन्त अनिवार!
एकमात्र परमार्थ शुभफल मानि,
ध्यान कर "ध्येय" रूप भाव—अहंकार?

(४)

के आमि? काहार तरे? किवा मम नाम?
कि कारणे आसि याइ कोथा बारबार?
कोथा थाकि? कोथा वसि? कोथाय वा धाम?
स्थिरचित्ते धीरमने करिया विचार;—

(५)

साक्षात् प्रत्यक्ष कर सर्व्व—"अस्ति" रूप।
स्वप्रकाश महाव्यापी चैतन्यस्वरूप।
सर्व्वभूते आविर्भूत स्वयं स्वस्वरूप॥
विश्वासे मिलाय "वस्तु" सहजे ए रूप॥

स्वरूपानन्द

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুল প্রচার করে শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিক মুখপত্রেই একটি করিয়া তত্তদ্ ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হইবে; এইজন্য বাঙ্গালাভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হইল। (সম্পাদক।)

# মনুষ্যাকার পর্ব্বতচিত্র।*

* পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির বিশ্বরাজ্যে সমস্ত পদার্থেরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, এই মহাপরিবর্ত্তন হইতে লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী পরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়! অবশ্য কাল-মাহাত্ম্যে সকলই সংঘটিত হইয়া থাকে, উপরি-উক্ত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় যে, জড়পদার্থও মনুষ্যাকারে পরিণত হইতে পারে। এই চিত্রটী কতকালে এইরূপ মনুষ্যাকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাও নাই। পার্ব্বতীয় চিত্রাবলী দর্শন করিলে এইরূপ কতই অত্যাশ্চর্য্য মনোহর দৃশ্য নয়ন পথে পতিত হয়।

# ঋষি মেধাতিথি।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ ভাবাৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং ত্মু অক্রিয়ন্ ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয় গিরি উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষ গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণনাভো মন্যতে।

ইহা হইতে বুঝা যায়—বিষ্ণু সূর্য্যেরই নামান্তর, ঔর্ণনাভ স্পষ্ট বলিলেন—সূর্য্যের উদয় গিরিতে আরোহন, মধ্যাকাশে স্থিতি এবং সায়ং কালে অস্ত গমন এই তিনটি বিষ্ণুর তিন প্রকার পদক্ষেপ! সুতরাং বিষ্ণু সূর্য্যেরই নামান্তর। বেদও বলিতেছেন—

বিষ্ণু, সপ্তকিরণশালী (১।১।২২—১৬) তিনি এই জগৎ পরিক্রম করেন, এবং তাহার কিরণে জগৎ আবৃত হয় (—১।১।২২—২২—১৭) বিষ্ণু ত্রিপদ বিক্ষেপে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।৬।১৫) বিষ্ণু অসুরগণকে (অন্ধকারকে) বঞ্চিত করিয়া এই জগৎ প্রকাশরূপ দেবগণকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ প্রকাশিত করিলেন। (১।২।৫,—শতপথ ব্রাহ্মণ) ঋষি এইরূপ বিষ্ণুস্তব করিতেছেন—

**অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।**
**পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ।**
**ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।**
**সমূল্হমস্য পাংসুরে।**
**বিষ্ণোঃকর্ম্মাণি পশ্যত যতোব্রতানি পস্পশে।**
**ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।**
**তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।**
**দ্বিতীয় অনুবাকমম্।**

"বিষ্ণু, সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন—সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন্!

বিষ্ণু তিন প্রকার পদবিক্ষেপ দ্বারা এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (কিরণময়) পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।

"বিষ্ণুর যে কর্ম্ম প্রভাবে যজমান, ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করে সেই কর্ম্ম সকলের প্রতি দৃষ্টিকর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

"দীপ্তিমান্ আকাশে সর্ব্বত্র বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বান্ ঋত্বিক্‌গণও সেইরূপ বিষ্ণুর পরম পদ নিরীক্ষণ করেন।

মেধাতিথি এইরূপে অগ্নি, বায়ু, মিত্র বরুণ, সরস্বতী, মহী প্রভৃতি বহুবিধ দেবতার উপাসনা করিয়া ভবিষ্যতে মানবের জন্য পরম কল্যাণকর উপদেশসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ শুধু জ্ঞানী বা উপাসনা রাজ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নহে, উহা সর্ব্ব সাধারণের জন্য। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্ট পণ্ডিত, মূর্খ মেধাবী, অমেধাবী, সকলেই বেদ হইতে বিদ্বান্ হইতে পারিবেন—ইহাতে উপাসনা জগতের বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যিনি যদ্রূপ আহার্য্য হজম করিতে পারেন তিনি তাহাই পাইবেন। আজকাল যেমন কিণ্ডার গার্ডেন প্রণালী অবলম্বন প্রকৃত বস্তু দেখাইয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, অথবা প্রথম হইতেই শিশুর প্রকৃত বস্তুজ্ঞান জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে, আধ্যাত্মিক জগতের শিক্ষক ঋষিও উপাসনা বিদ্যালয়ের শিশুদিগের জন্য কিণ্ডার গার্ডেন প্রণালী বা প্রকৃত বস্তুজ্ঞানপ্রদায়িনী শিক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহাকে বর্ণমালা শিখাইতে হইবে তাহার নিকট যেমন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা অনুশীলনী প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা নিরর্থক, তেমনি উপাসনা বিদ্যালয়ে নবপ্রবিষ্ট শিশুর নিকট 'ব্রহ্মতত্ত্ব' বা ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্যাখ্যা করা নিরর্থক—এজন্যই ঋষি প্রকৃতির প্রত্যেক শক্তিমান

পদার্থে এক এক জন দেবতা কল্পিত করিয়াছেন—শিশু সর্ব্বদা যাহা নয়নগোচর করিতেছে,—অহর্নিশি যাহা পাইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে; মেধাতিথি প্রথম তাহাদের একতর পদার্থ অগ্নিকে দেখাইয়াই শিশুকে বলিলেন "ওকে ?"—কিসের বলে জ্বলিতেছে ? গুরুর প্রশ্ন শুনিয়া শিশু বিস্মিত হইল—তাহার কোমল হৃদয়ে ক্রমে চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল!—শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিয়া গুরু বুঝাইয়া দিলেন—ইহার ভিতরে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা না থাকিলে উহা জ্বলিতে পারে না,—এইরূপে মেধাতিথি প্রথম সূক্তত্রয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাভিলাষী শিশুকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন।

অনন্তর ঋষি যখন দেখিলেন—শিশুর কোমল হৃদয়ে জ্ঞানের বীজ ক্রমশঃই অঙ্কুরিত হইতেছে,—অমনি তাহাতে জল সেচন করিতে লাগিলেন, প্রথম যেমন আগুন দেখাইয়া 'জড় পদার্থেও একটা চেতন সত্তা আছে' এই চিন্তা শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করাইলেন; অনন্তর এই চিন্তার সীমারেখ বর্দ্ধিত করিবার জন্যই যেন বলিলেন—জগতে সময়ের সামঞ্জস্য কে রক্ষা করিতেছেন ? পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, দিবারাত্রি, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি যেন একে অন্যের অঞ্চল ধরিয়াই যাওয়া আসা করিতেছে! ইহাদের গমনাগমনের নির্দ্দিষ্ট বিধান কে রক্ষা করিতেছেন ? কে উহাদিগকে নির্দ্দিষ্টশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছেন ? নিপুণ ভৃত্যের মত উহারা কাহার আজ্ঞা পালন করিতেছে ? ঊষা কাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন মনোমোহন বেশে উদিত হইয়া বিশ্বমানবকে হর্ষোৎফুল্ল করিতেছে?—সবিতাদেব কাহার নির্দেশে স্বভাবসুলভ কিরণ রেখা সম্পাতে এই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন?—জলদজাল কাহার আদেশে বর্ষার গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে—স্নিগ্ধশীতল বারিধারা সম্পাতে প্রতিনিয়ত এই অবনীমণ্ডল শস্যশ্যামলা করিতেছে ?' যাবতীয় নৈসর্গিক পদার্থেই এক চেতন সত্তা আছেন, তিনিই এই জড় প্রকৃতিতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন,—এইরূপে মেধাতিথি, জড়ে চেতনের বিকাশ আবিষ্কার করিয়া মানবের গুরুপদে বরিত হইলেন,—জ্ঞানপিপাসুগণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন!—জগতে প্রচারিত হইল এক পরমাত্মা বা ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপক, যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি এক পরমাত্মাই মায়া বা প্রকৃতির আবরণে বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন! বস্তুতঃ এক তিনিই বৃক্ষরূপে ফলদান করিতেছেন,—জলরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন,সূর্য্যরূপে কিরণ দিতেছেন। তিনি মাতৃরূপে স্নেহ করিতেছেন, পত্নীরূপে সেবা করিতেছেন, বন্ধুরূপে অভিভাষণ করিতেছেন! এইরূপে মেধাতিথি, লোক কল্যাণকর ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রচার করিলেন!—মানবের জ্ঞানগোচর হইল—জগৎ মিথ্যা—একমাত্র পরমাত্মাই সত্য।

ভারতে এই স্বর্গের বার্ত্তা—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারিত হইল। সমগ্র পৃথিবী ঋষিগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। গ্রীক, স্ক্যাণ্ডিনীয় রোমান প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশবাসিগণও ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতির উপাসনা করিতে লাগিলেন।

পৃথিবীর পীঠস্থান জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রসবিনী জগদ্গুরু ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। ভারতের শীতল সমীরণ—যাহার স্নেহস্পর্শে আমরা পুলকিত হইতেছি, তাহাতে আচার্য্যগণের শেষ নিশ্বাস মিশ্রিত আছে বলিয়া আমরা পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইব,—এই আকুমারী হিমালয় ভারতে—যিনি জননীর ন্যায় আমাদিগকে বুকে রাখিয়াছেন—যাঁহার অণুসমষ্টিতে আমাদের ভৌতিকদেহ গঠিত হইয়াছে—তাঁহার প্রত্যেক ধূলিকণিকায় আচার্য্যগণের চরণরেণু মিশ্রিত আছে বলিয়া আমরা পুনর্ব্বার জাগরিত হইব! বন্ধুগণ! এই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরাকে কেবল উপভোগের সামগ্রী মনে করিও না!—এই শস্যবীথিপূর্ণ ময়দান—জননীর ন্যায় ক্ষীরস্তন্যবাহিনী স্রোতস্বিনী—সুরভিপরিপূরিত স্নিগ্ধশীতল মলয়ানিল পিতামহগণের প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ কর! ভ্রান্ত হইও না! 'ঋষিবাক্য' এবং 'বেদ বাক্যে' আস্থা স্থাপন কর!—ঘরের ছেলে ঘরে এস, আপনার স্বর্ণ সৌধ পরিত্যাগ করিয়া, পরের পর্ণাবাসে আশ্রয় লইতেছ কেন ?

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী
উপদেশকমহাবিদ্যালয়-কাশী, গুরুধাম।

# দ্রব্যগুণ।

( ৩ )

## কইওড়া।

ইহা একরূপ লতাজাতীয় উদ্ভিদ। ভিজা সেঁতা মাটিতে অধিক পরিমাণে জন্মে। তবে কোন কোন শুষ্ক দোঁয়াস মাটিতেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই পুরাতন পুষ্করিণী কিম্বা ডোবা বা গর্ত্তময় স্থানে এই উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যে স্থানে ইহা হয়, সে স্থানের মৃত্তিকা প্রায় দৃষ্ট হয় না—অর্থাৎ ইহার এতই ঘন পত্র উদ্গম হয় যে, মাটিতে যেন কোন ব্যক্তি এই কইওড়ার পাতা পাতিয়া শয্যা করিয়া দিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্ববঙ্গ এবং মধ্যবঙ্গে এই উদ্ভিদের একটি মাত্র নাম আছে, অন্য কোনরূপ নাম ইহার আছে কিনা তাহা আমি জানি না; যদি পশ্চিম উত্তর বঙ্গে ইহার কোন নাম থাকে তবে ঐ প্রদেশের কোন মহোদয় ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগকে জানাইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না—ভাবপ্রকাশ গ্রন্থেও ইহার অনুসন্ধান পাই নাই, দয়া করিয়া বর্ত্তমানের শিক্ষিত কবিরাজ মহাশয়গণের কেহ আমাকে আয়ুর্ব্বেদে কইওড়াকে কি নামে অভিহিত করে; জানাইলে বিশেষ পরিতুষ্ট হইব।

এই উদ্ভিদ দেখিতে অবিকল বিদেশীয় কেইরিণ জাতীয় লতিকার ন্যায়। ইহার পত্রসমূহ ক্ষুদ্র এবং চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র ভাবের কর্ত্তিত গোছের নমনশীল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। এই পত্রগুলি অতি সহজ, মধ্যে ভঙ্গপ্রবণ—অপর পৃষ্ঠায় দুই একটি শিরা চিহ্ন (দাগ) আছে। একটি লতায় প্রায় শতাধিক পত্র জন্মিয়া থাকে। ইহার কোনরূপ উল্লেখ যোগ্য গন্ধ নাই।

ক্রিয়া—রুক্ষ, শোষক, শ্লেষ্মানিঃসারক, ঘর্ম্মকারক মূত্রকারক এবং বমননিবারক। ঔষধ জন্য ইহার পাতা এবং লতা উভয়ই ব্যবহার হয়। গবাদি জন্তুতে আহ্লাদপূর্ব্বক ইহা খাইয়া থাকে। কৃষককুল ইহাকে বর্ষা ঋতুতে শামা বাকুন্দা প্রভৃতি ঘাসের সঙ্গে গাভীকে খাইতে দেয়। তখন গোরু চরিয়া খাইতে পারে না বলিয়া ঘাস কাটিয়া খাইতে দিতে হয়। এই সময় কইওড়া তাহার প্রধান খাদ্য মধ্যে গণ্য হয়। কি কারণে ইহার কইওড়া নাম হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। বাঙ্গালীর গ্রাম্য ভাষাতে যে সকল দ্রব্যের নাম এবং ব্যাবহারিক শব্দ আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি গত অর্থ ধরিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রীহীনা করিয়া তুলিতে হয়। যাহারা ভাষাবিদ্ তাহারা বোধ হয় এই সকল বাক্যের প্রকৃত তথ্য পরিজ্ঞাত আছেন। অমরা কিন্তু সে ভাবে উপস্থিত হই নাই। সকলে ইহাকে যাহা বলে আমিও তাহাই জানি। কইওড়া নাম আমার বাল্য শিক্ষিত শিক্ষা। বিধাতার ইচ্ছায় আমাদের পুরাতন পুকুরে ইহা যথেষ্ট আছে।

আময়িক প্রয়োগ।—জ্বর পীড়ায় ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত ভেষজ। নূতন জ্বরে ইহা অতি আদরের সঙ্গে ব্যবহার হয়। জ্বর বিচ্ছেদ করিতে বুঝি ডাক্তারি ফিবার মিক্শ্চার—পাউডার ইহার তুল্য গুণকারক নহে। যেরূপ জ্বর হউক কইওড়া তাহাতে ব্যবহার করা যায়। প্রাচীন প্রাচীনাগণ কইওড়ার রস আর বিল্বপত্রের রস অল্প উষ্ণ করিয়া খাইতে দিয়া জ্বরের রস পরিপাক অর্থাৎ ফিবার মিক্শ্চারের কার্য্য করিয়া থাকেন। স্মরণ হয়—যেন শিশুকালে খুল্ল পিতামহের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বিল্বপত্র রস সহ কইওড়ার রস খাইয়াছি। ইহার ঘর্ম্মকারক এবং শোষক-শক্তি জানিয়া আমি আজ কাল অনেক জ্বর রোগীকে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ।০ অর্দ্ধ ড্রাম কইওড়া রস, ।০ অর্দ্ধ ড্রাম বিল্বপত্র রস আর ১ আঃ কর্পূরের জল খাইতে দিয়া তিন চারি মাত্রায় জ্বর ত্যাগ করিয়া লইয়া থাকি।

যে স্থানে জ্বর হইয়া রোগী অনবরত বমন বা কাঠ বমি করিয়া অস্থির হইতে থাকে, সে স্থলে আমার পিতামহীর ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি ২০।২৫ ফোঁটা কইওড়া রস লইয়া ছোলম্ লেবুর রস সহ লবণ যোগে ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট উপকার পাইয়া থাকি। কলেরা পীড়ায় পাড়াগেঁয়ে কবিরাজগণ ইহার রস খাইতে দিয়া এবং পাথর কুচির পাতা সহ সোরা (নাইট্রেড্ অব পটাস) যোগে তলপেটে

প্রলেপ দিয়া প্রস্রাব করাইয়া মূত্র স্বল্প পীড়ায় কইওড়া মেথি সহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—

কইওড়ার রস ৩০ মিনিম্।
মেথি চূর্ণ ২॥০ গ্রেণ।
কাবাব চিনির গুঁড়া ২ ,,
সোরা ২ ,,
কর্পূর ১ ,,

১ মাত্রা দিনে ২ বার উষ্ণ জলসহ সেব্য।

এই ব্যবস্থাটিকে আমি একদিন অবলম্বন করিয়া এক মেঠো গোয়ালার নিকট হইতে পারিতোষিকস্বরূপ দুই সের মাখন লইয়া আসিয়াছিলাম। ইহার প্রধান গুণ নূতন প্রমেহ (গণোরিয়া) পীড়ায় প্রকাশ পায়। শিশুদিগের শ্লেষ্মাবদ্ধ পীড়ায় ইহা উপাদেয় বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। একদিন একটি সাহা জাতীয় শিশুকে একজন ফকির বেশধারী গ্রাম্য কবিরাজ এই কইওড়ার রস গরম করিয়া খাইতে দেয় আর পেটে প্রলেপ দেয়। ইহাতে শিশুর বুকে গাঢ়রূপে যে শ্লেষ্মা জমিয়া নিঃশ্বাস রোধ করিতেছিল—তাহা আরোগ্য হয়। কিন্তু অর্দ্দিন ইহা অদ্যাপি পরীক্ষা করিতে পারি নাই।

এই উদ্ভিদ দ্বারা বালকগণ একরূপ কালি প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেখিয়াছি—বালকগণ কতকগুলি কইওড়া পাতা লইয়া থেঁৎড়াইয়া উহা ভাত কি অন্যবিধ দ্রব্য পাক করিবার হাঁড়ি কড়াই ইত্যাদির কালিময় স্থানে ঘসিয়া শেষে নিঙ্গড়াইয়া দোয়াতে পুরে। এই কালি এত গাঢ় কাল হয় যে, দেখিলে বোধ হয় যেন তাপ দিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কালির কালত্ব, স্থায়িত্ব এবং লিখিবার সুবিধা অতি উৎকৃষ্ট। আমি এইরূপ কালি দিয়া লিখিয়াছি। বর্ত্তমানের ব্লুব্লাকইঙ্ক্ প্রভৃতি হইতে ইহা অতি উৎকৃষ্ট একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। এই দেশের লোকে আজকালকার ন্যায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক কথার দ্বারা বিজ্ঞাপন দিয়া কখনও কার্য্য করেন নাই; কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিত্য কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। যাহারা এই ভাবে কালি প্রস্তুত করে তাহারা রসায়ন বিজ্ঞানের ধার ধারে না অথচ কতরূপ কত দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। কইওড়া দ্বারা বোধ হয় "নীল" প্রস্তুত হইতে পারে; কোন রসায়নবিৎ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?—আমার স্মরণ হয়—যেন পাড়াগেঁয়ে কুম্ভকারগণ কইওড়া দ্বারা সরা, ঘট, কুলা, ডালা, চিত্র করিয়া থাকে। আমার দ্বাদশবর্ষীয় একটি ভ্রাতুষ্পুত্র নবীন দ্রব্য আবিষ্কার করিবার ইচ্ছায় একদিন কইওড়ার রস লইয়া জ্বাল দিয়া গাঢ় করত তাহা লইয়া নীল প্রস্তুত করিবার জন্য আমার নিকট হইতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ লইয়াছিল, প্রায় ২।৩ ঘণ্টা নাড়া চাড়া করিয়া শেষে একরূপ কালি প্রস্তুত করিয়া লয়। সেই কালি কিন্তু অবিকল পিঃ এম বাক্‌চির কালির অনুরূপ হইল। এইজন্য বলি যে, কোন রসায়ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা একবার এই উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করিবেন কি?

উদাহরণ। একটি সূত্রধরজাতীয় গ্রাম্য কবিরাজ, জ্বর পীড়িত ব্যক্তিকে এই দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকে। একদিন একটি রেমিটেণ্ট জ্বর পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে দুইদিন পর্য্যন্ত কইওড়া খাইতে দেয়, ইহাতে তাহার বমন এবং পেট বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল—শেষে সেই ব্যক্তি আমাকে চিকিৎসার জন্য লইয়া যায়। আমি গিয়া অনেকরূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়া তাহাকে আরোগ্য করি; কিন্তু কইওড়ার গুণ এই স্থানে যাহা প্রকাশ পায় তাহাতে বুঝিতে পারি যে, ইহার মনুষ্যের পাকযন্ত্রের সমস্তাংশে আক্ষেপ উপস্থিত করিবার এবং শারীরিক তাপ সংহরণ করিবার শক্তিও আছে। এই জন্যই উদর বেদনা এবং জ্বরীয় তাপ নিবারণ করিতে কইওড়া ব্যবহার করা যায়। আমি একটি ভদ্রগৃহের বালিকার উৎকট পেটের বেদনায় অন্যবিধ ঔষধের অভাবে এই কইওড়া পত্র লবণসহ চিবাইয়া খাইতে দিয়াছিলাম। তাহাতে তাহার পিতার সঙ্গে আমার কিছু মনোভঙ্গ হয়- কারণ বাবুটি সাহেবী ধরণের লোক, তাহার বিশ্বাস ডাক্তারি বিদেশীয় ঔষধ ব্যতীত ভারতীয় দ্রব্যগুলি অসভ্য চাষা ও অর্থহীন লোকের ব্যবহারের দ্রব্য। আবার এক সময় আমার এক ভ্রাতাকে একটি কবিরাজ কইওড়া, বিল্বপত্র এবং সেফালিকা পত্র রস সহ খাইতে দেয়, তাহাতে আমার ভ্রাতার জ্বর ত্যাগ পাইয়া

শান্ত আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় আমার সহধর্ম্মিণী ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসা করান—বলা বাহুল্য যে আমি মফঃস্বলে ছিলাম; বাসায় আসিয়া শুনিয়া পরিবারগণকে তিরস্কার করত কবিরাজ মহাশয়কে বাক্যে তুষ্ট করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ আমি ভারতীয় ভৈষজ্যের চিরদিনই পক্ষপাতী, এই জন্য বঙ্গীয় নিত্য দৃষ্ট উদ্ভিদের দ্বারা প্রায়ই পীড়া আরোগ্য করিয়া থাকি।

বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া। এই ঔষধ মনুষ্য শরীরের তাপ সংহরণ ( ইলেক্‌ট্রিসিটি বিযুক্ত ) করে—অর্থাৎ ইহার সংস্থিত হাইড্রোজেন বায়ু দ্বারা নর রক্তের অক্‌সিজেনকে কার্ব্বন্‌যোগে বিযুক্ত করিয়া কার্ব্বনিকডাই অক্‌সাইড্‌ রূপে পরিণত করে। এই কারণে শরীরের তাপ ইহা দ্বারা সংহৃত হয়। পাকযন্ত্রের এলিমেন্‌টেরি ক্যানালের উপর এই উদ্ভিদের শক্তি অতি অদ্ভুত। ইহার ক্ষারীয় উপাদানের সহিত পরিপাক যন্ত্রের পাচক রস এবং পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎক্ষেপিত হইয়া ( প্রেসিপিটেড্‌ ) পিত্ত প্রণালীর অবলেহবৎ পদার্থ নির্ম্মাণ করে, তাহাই অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাইট্রোজিনিয়াস ( রসরক্তপোষক মূল বস্তু ) পদার্থে হইয়া দাঁড়ায় বস্তুতঃ লতাজাতীয় উদ্ভিদে অম্লাংশ থাকার জন্য মানব রক্তের জেলেটিন্‌ নামক তরল বস্তুর সহিত বেশী সম্পর্ক রাখে। ইত্যাদি কারণে এই উদ্ভিদগুলিকে আমাদের পীড়া নাশের অবলম্বন করিয়া লইতে অনুরোধ করি।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

৺কাশীধাম।

---

## ধর্ম্মপ্রচার সংবাদ।

### নবদ্বীপ হরিসভার অধিবেশন শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচার।

বিগত ৩০শে ফাল্গুন পৌর্ণমাসীতে অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সভার কার্য্যারম্ভ হয়। হরিসভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগবতরত্ন মহাশয় মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে হরিকথা দ্বারা সমবেত সভ্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন এবং এই অধিবেশনে মহামণ্ডলের প্রচার উদ্দেশ্য ৺ কাশীধাম হইতে সমাগত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যাদি সজ্জনমাত্রই যাহাতে অবগত হইয়া সুখী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আজ বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া রাখেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহের সহিত সভাক্ষেত্রে সমুপস্থিতি তাহাও প্রকাশ করেন। মহামণ্ডলের প্রচার কল্পে মহোপদেশক মহাশয়ের মুখে যে সকল বিষয় ব্যাখ্যাত হয়, সভামণ্ডলী তৎশ্রবণে মহামণ্ডলের সংস্থাপক, ব্যবস্থাপক এবং সংরক্ষক ও পরিচালকগণকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করেন; বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, অদ্যাপি নবদ্বীপে দূর দেশাগত ব্রাহ্মণ বালকগণ কৃতবিদ্য অধীতগ্রন্থ হইয়াও এই বিদ্যার জন্মভূমিরূপ নবদ্বীপে আসিয়া লব্ধোপাধি হইয়া যাইতে মানস করিয়া আসিয়া থাকেন। সেই দিনের সভায় সমাগত সভ্যসংখ্যাই বেশী বোধ হইয়াছিল। সভ্যগণ মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়দিগের নাম অবশ্য উল্লেখ যোগ্য বিবেচনায় দেওয়া হইল। ইতি ১৩১৭। ৩রা চৈত্র।

আচার্য্য হরিসভা—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ ভাগবতরত্ন।
,, ,, যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ,
অধ্যাপক চৈতন্যচতুষ্পাঠী।
,, ,, শিতিকণ্ঠ স্মৃতিভূষণ
(সম্পাদক হরিসভা)
,, ,, বিরজানাথ স্মৃতিরত্ন।
,, ,, ধরণীধর কাব্যতীর্থ।
,, ,, শশাঙ্কভূষণ ন্যায়রত্ন।
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ ন্যায়রত্ন।
,, ,, নিবারণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিভূষণ।
,, ,, যজ্ঞেশ্বর স্মৃতিরত্ন।
,, ,, মথুরানাথ ন্যায়রত্ন।
,, ,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ,
ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার নবদ্বীপস্কুল।
,, ,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, ,, মুক্তিনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

বিগত ২৪শে পৌষ তারিখে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচার কল্পে শ্রীহট্ট-ধর্ম্মমণ্ডল সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। সভার প্রধান প্রধান উদ্যোক্তাগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের সভায় একখানি নিয়মাবলী পাঠে বহু সদুদ্দেশ্য চিন্তা করিয়া শ্রীহট্টধর্ম্মমণ্ডল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। "শ্রীহট্টধর্ম্মমণ্ডলচতুষ্পাঠী" "শ্রীহট্ট—ধর্ম্মমণ্ডলপুস্তকালয়" প্রভৃতি অনেক কার্য্য তাঁহারা এক সঙ্গে আরম্ভ করিয়াছেন। চতুষ্পাঠীর প্রধানাধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোপীমোহন শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি ধর্ম্মমণ্ডল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়দিগের যত্নাতিশয়ে ছাত্রগণের অধ্যয়ন কার্য্য ভালই হইয়াছে ও হইতেছে। বক্তা মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় সভার সদুদ্দেশ্য বুঝিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন। এই সভার সহিত শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রাস্তীয়মণ্ডলসম্পর্ক শীঘ্রই স্থাপিত হয় এবং এই ক্ষুদ্র সভা সেই মহাসভার অঙ্কে স্থান পান, এইরূপ ইচ্ছা সমস্ত সজ্জনের হৃদয়ে আছে, তাঁহাদের সদালাপে প্রতিভাত হইল। সভ্য প্রায় শতাধিক হইবে, উপস্থিত ছিলেন শ্রীহট্ট ধর্ম্মমণ্ডলের সভাপতি অনারেবল রায় দুলালচন্দ্র দেববাহাদুর, সহকারি সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ দেবচৌধুরী উকিল, সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরজয় ভট্টাচার্য্য উকিল মহাশয় প্রভৃতির সমুৎসাহ পরিদর্শনে সভার স্থায়িত্ব বিষয়ে কোনও আশঙ্কা উপস্থিত হয় না। সমুপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনার নাম উল্লেখ করা হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীমোহন শাস্ত্রী
,, ,, বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ
,, ,, মহোপদেশক হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন
শ্রীযুক্ত হরজয় ভট্টাচার্য্য উকিল
,, গোকুলচন্দ্র চৌধুরী
,, অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী
,, গুরুচরণ দাস
,, ইচ্ছাময় ঘোষ
,, সতীশচন্দ্র চৌধুরী
,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
,, রামচন্দ্র পুরকায়স্থ

## প্রার্থনা।

তুমিই দিয়েছ দেহ, তুমিই দিয়েছ প্রাণ,
প্রার্থনীয় নরজন্ম এও তো তোমারি দান।
এত যদি দিলে তবে আর কিছু দিও প্রভু,
আঁধার সংসারারণ্যে ছাড়িয়া যেওনা কভু।
তোমারি জগতে নাথ! সাধিব তোমারি কাজ,
অন্তরে বাহিরে সদা বিরাজিও বিশ্বরাজ।

### অতৃপ্তি।

কত যে দিয়েছ নাথ! ভাবিনে তা একবার।
যা তুমি লয়েছ ফিরে তারি তরে হাহাকার!
এত দয়া পেয়ে তবু বুঝি না তোমার দান,
কত দিয়েছিলে মোরে ভাবিনে তা ভগবান্!
এখনও যা আছে মম সেও তো সামান্য নয়,
আমি যা পেয়েছি, তাহা পেয়েছে বা কজনায়?
দিয়েছ অনেক প্রভো! আরো কিছু করো দান!
যা পেয়েছি তাহে যেন তৃপ্ত রহে মন প্রাণ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

## প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

পঞ্চমহাযজ্ঞ বা হিন্দুর প্রাত্যাহিককৃত্য। শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক ও সারস্বতাশ্রমের অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ প্রণীত। ব্রাহ্মণ সভার পক্ষ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য।০ আনা। পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই, তবে কয়েকটী বিষয়ের জন্য অসম্পূর্ণ, স্থানে স্থানে অশুদ্ধ পাঠও সংলগ্ন হইয়াছে। প্রুপ্ সংসোধনের ভ্রমেরও অভাব নাই। আশা করি—পুনর্মুদ্রণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধন হইবে।

* * *

বঙ্গের কবিতা প্রথমভাগ, শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। কলিকাতা সাহিত্য সভা হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানি দেখিলেই মনে হয়—"হায়রে সে দিন্!" তে হি নো দিবসা গতাঃ" সেদিন চলিয়া গিয়াছে!

তবে গ্রন্থকার কুমার বাহাদুর বঙ্গভাষার উৎপত্তি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে স্বল্প বিস্তর আলোচনা করিয়া আমাদিগের বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধে কবি প্রতিভার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশে সেই পুরাতনী স্মৃতিকে নবীন রুচির মধ্যে জাগত করিয়া দেখাইতেছেন যে, "শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে শক্তি সামর্থ্যের দিকে বীর্য্যের পথে লইয়া যায় নাই। বরং কর্ম্মে ঔদাসীন্য শিখাইয়া দেবতার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেই লওয়াইয়াছে।" গ্রন্থকার কি

"যশোর নগরে ধাম,　　　প্রতাপআদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।"

একেবারেই বিস্মৃত হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" সার করিয়া একমাত্র আত্মার সাধনেই দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া "বঙ্গের কবিতা" সংগ্রহ মানসে প্রথমেই আদিরসের তরঙ্গ উঠাইতে "বঙ্গের কবিতা সুন্দরীর জন্ম" শীর্ষস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন"? নতুবা

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটিরে।"

প্রবিষ্ট হইয়াই কর্ণকুহর দ্বারা সুধাধারার পূর্ব্ব পরিচয় কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন? এই অবসরে আমরাও একটু পরিচয় পাইয়া গ্রন্থকারের গ্রন্থনরীতির রসাস্বাদে ধন্য হইলাম! দেশীয় ঐশ্বর্য্যবান্ রাজবংশের মধ্যেও যে মা সরস্বতীর করুণ কটাক্ষপাত হইয়াছে, তদ্দর্শনে আমাদের আশা হয় যে, বিদেশী হাব হাওয়ার তীব্র সঞ্চালন হইতে দেশীয় কবিপ্রতিভা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার পরকীয়বিলাসসময় বেশভূষার পরিবর্ত্তে প্রকৃত স্বকীয় সৌন্দর্য্যময় পদবিন্যাস পরিস্ফুট হইবে।

*　　*　　*

পাগল সঙ্গীত শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, পুস্তকখানি তত্ত্বোপদেশে পরিপূর্ণ. সঙ্গীত গুলিও মন্দ হয় নাই, ছাপা ও কাগজও ভাল। তবে গ্রন্থকার এত জানিয়া শুনিয়া যে কেন পাগল হইলেন, তাহাই অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

*　　*　　*

হরিমতি—একখানি কাব্যগ্রন্থ, ইহাও উক্ত পাগলসঙ্গীতপ্রণেতার প্রণীত। হরিমতি বাস্তবিকই হরিমতি, আধ্যাত্মিক ভাবেই হরিমতির সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার ছাপা ও কাগজ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বড়ই কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—পুনঃ সংস্করণে হরিমতির আরও উন্নতি হইবে।

*　　*　　*

কৃষ্ণমতি—হরিমতি লিখিয়াও যোগেশ বাবুর মতির স্থিরতা না হওয়াতেই বুঝি কৃষ্ণমতির জন্ম হইয়াছে। কৃষ্ণমতির জন্মদাতা কিন্তু হরিমতিকে মানস কন্যারূপে জন্মাইবার পূর্ব্বেই আত্মজা কন্যা কৃষ্ণমতির জন্ম দিয়াছিলেন ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং জন্মদাতার কথাই বিশ্বাস যোগ্য, নচেৎ কৃষ্ণমতির পাঠকপাঠিকাগণের "কৃষ্ণে মতি" হইবে কিরূপে?

*　　*　　*

টাকা—পুস্তকখানি পাইবা মাত্রই ভাবিলাম, এটা-কার পুস্তক কোথায় আসিল কি জন্য? পুস্তক সংগ্রহীতা ও প্রকাশক শ্রীঅটলবিহারী সরকার বটে; কিন্তু রচয়িতা উক্ত যোগেশ বাবু, যোগেশ বাবু বাস্তবিকই রসিক কবি। পুস্তকখানিতে আগা গোড়াই হাস্যরসে বোঝাই, অথচ স্বাভাবিক, টাকাতেও আধ্যাত্মিকতার একটু ছিটা দিতে যোগেশ বাবু ছাড়েন নাই. তবে অর্থ পরমার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ে একটা মীমাংসা করিলে ক্ষতি ছিল কি?

## মহামণ্ডলে দালাইলামা।

তিব্বতের ধর্ম্মরাজ ও দেবরাজ এবং জাপান চীন শ্যাম্ আদি বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বমান্য গুরু শ্রীলশ্রীযুক্ত দালাইলামাজী তীর্থ দর্শন অভিপ্রায়ে ৺কাশীধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তাহেরপুরাধিপতি রাজা বাহাদুর তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীযুক্তরাজাবাহাদুরের সহিত শ্রীযুক্ত দালাইলামা-

জীর অনেক কথোপকথন হওয়ার পর শ্রীযুক্ত দালাইলামাজী অতিশয় আহ্লাদের সহিত ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল কার্য্যালয়ে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লোকে বলে- শ্রীযুক্ত দালাইলামাজী এক জন সিদ্ধ পুরুষ, এই জন্য অনুমান হয় যে, যাবতীয় ধর্ম্মের পিতৃস্থানীয় সনাতন ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রীতি স্থাপন সাধনেই উক্ত শ্রীযুক্ত বৌদ্ধাচার্য্য মহোদয় এইরূপ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের নূতন গুরুধাম নামক স্থানে বেলা ৩ তিন ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীযুক্ত দালাইলামা মহাশয়ের স্বাগত অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। ৮ কাশীধামের সমস্ত জমিদার ও পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল, কতিপয় রাজাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত দালাইলামার সঙ্গে আরও প্রায় ২০।২৫ জন লামা এবং একজন পলিটিক্যাল্ অফিসার ছিলেন। তাঁহাকে গুরুধামে আনিবার জন্য পাঁওয়া নরেশের একখানি সুন্দর মোটর গাড়ী এবং বিজয়ানগরের রাজা বাহাদুরের সুসজ্জিত হস্তী ও সঙ্গেসঙ্গে অশ্বারোহী লোকজন আদি প্রেরিত হইয়াছিল। গুরুধামে শ্রীযুক্ত দালাইলামা ও তাঁহার সঙ্গী লামাদিগকে আতিথ্য সৎকার জন্য নানাবিধ সুপক্ক ফল, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে গুরুধামের বৃহৎ সৌধগৃহে কারুকার্য্যবিনির্ম্মিত মনোহর আসনে তাঁহাকে বসান হইল, অতঃপর তদীয় রাজ্যের রীত্যনুসারে তাঁহার সৎকার করা হয়। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন উপদেশক, মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া শ্রবণ করান—

**श्रीविश्वनाथो जयति ।**

## अभिनन्दन-पत्रम् ।

अनादिसिद्धो भगवानिवैष-<br>
समानभावेन हितानुबन्धी ।<br>
साधारणोधर्म्म इहाखिलानां<br>
धर्म्मो विशेषस्तु विशेषभाजाम् ॥ १ ॥

श्रीमत् परब्रह्म परावतारो-<br>
बुद्धो विशुद्धो भगवान् सुबुद्धः ।<br>
सुशान्तिदः शान्तिसुधासमुद्रः<br>
शान्तिप्रभाभासितदेशदेशः ॥ २ ॥

श्रीबुद्धदेवो भुवनेऽवतीर्य्य<br>
निःसीमकल्याणमहाकरोऽयः ।<br>
जनेषु यस्यास्ति दयोपदेशा-<br>
दद्याऽपि शान्तेर्गरिमा धरायाम् ॥ ३ ॥

बौद्धं मतं भारतवर्षतो हि<br>
प्रादुर्बभूव प्रथमं पृथिव्याम् ।<br>
अतोऽस्य सूनोरिव जन्मदेन<br>
सहार्य्यधर्म्मेण सदानुरागः ॥ ४ ॥

अनेन केषां महतां स बुद्धो<br>
मान्योदयाद्धान यद्वान्य धन्यः ।<br>
तस्यैव धर्म्मस्य गुरुःपरो नः<br>
श्रद्धास्पदः सौम्य दलाइलामा ॥ ५ ॥

गुरुर्गुरुश्चास्ति यथासुराणां<br>
बौद्धानुगानाञ्च तथाऽखिलानाम् ।<br>
श्रीमान् दयासिन्धुरशेषबन्धु-<br>
र्गुरुर्मतो मान्य दलाइलामा ॥ ६ ॥

धर्म्मस्य सम्यक्च सनातनस्य<br>
श्रीमन्महामण्डलनामधेया ।<br>
विद्यासुपीठस्य सुधीसमाजः<br>
करोति तत्स्वागतमादरेण ॥ ७ ॥

श्रीहिन्दुधर्मस्य विराट् सभेयं-<br>
काशीस्थविद्वद्वर मण्डली च ।<br>
परात्परं प्रार्थयते महेशम्<br>
भूयाच्छुभंयुष्मदवदीययात्रा ॥ ८ ॥

অভিনন্দন পত্র পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত দালাইলামা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সম্মান ও উপকার

পদ্ধতি অনুসারে একখানি সুচিক্কণ রেশমী বস্ত্র ( তিব্বতের প্রস্তুত ) এবং অতিসুন্দর একখানি তারাদেবীর চিত্র মহামণ্ডলকে অর্পণ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময় শ্রীযুক্ত দালাই-লামাজী বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দিন তিনি বৌদ্ধ গয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিনিধিভূত বিরাট ধর্ম্মসভা, সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সর্ব্বমান্য ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত এইরূপ ধর্ম্মোচিত প্রীতি ব্যবহার করিয়া মহামণ্ডল স্বকীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছে এবং মহামান্য ধর্ম্মবৎসল শ্রীযুক্ত দালাইলামা মহোদয়ও এইরূপ শুভাগমন করিয়া নিজের উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

## সম্পাদকীয় টিপ্পনী।

বর্ত্তমানে আমরা বাস্তবিকই আমাদের ধর্ম্মকার্য্য রক্ষার জন্য পুরুষকার করিতে শিখিয়াছি। ধর্ম্মোৎসাহী মাত্রই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, জেলা, ২৪ পরগনা ( দত্তপুকুর রেল ষ্টেশন ) আমডাঙ্গা মঠের জীর্ণোদ্ধার কল্পে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, এজন্য তাঁহারা হিন্দু সাধারণের নিকটেই সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, উক্ত আমডাঙ্গাস্থ মঠ বাটী ও তৎসংলগ্ন দেবী মন্দিরটী এবং সমাধি মন্দিরগুলি অতিশয় জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, এইক্ষণ সর্ব্বসাধারণের চেষ্টায় এই জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশে এরূপ অনেক পুরাতন কীর্ত্তিই আছে, যাহার সংস্কার করিলে বস্তুতঃই আমাদের সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে, এজন্য আমরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনমাত্রকেই এই জীর্ণোদ্ধার কার্য্যে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। যদিও এই জীর্ণ সংস্কার কার্য্য বহু অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ, তথাপি সমবেত চেষ্টা হইলে কোটি কোটি ভারতবাসী হিন্দু নরনারীগণের নিকট ইহা অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশে কিসের অভাব? ধনও আছে ধনীও আছে এবং ধার্ম্মিক লোকেরও অভাব নাই? ইহাতে কি আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম কীর্ত্তিকলাপ রক্ষিত হইতে পারে না? ক্ষমতাশালী ধার্ম্মিকগণের মধ্যে এক জনের সাহায্যেই ইহার আশাতিরিক্ত ফল ফলিবার সম্ভব। দেবদেবীর জীর্ণ মন্দির সংস্কার কার্য্যে দান করিলে যে সমধিক পুণ্যলাভ হয়, ইহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। এমন সাত্ত্বিক দান দ্বারা ধনশালী দাতাদিগের অর্থের সদ্ব্যবহার ফলে যে যথার্থ ধর্ম্মরক্ষা হইবে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এইরূপ দান দ্বারা একদিকে যেমন ধর্ম্ম কীর্ত্তি রক্ষা হইবে অপরদিকে সেইরূপ মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী "করুণাময়ী দেবী"রও করুণামৃত প্রসাদ লাভে দাতা ধনীগণ ইহ এবং পরকালে সুখশান্তি ভোগ করিয়া পরম কৃতার্থ হইবেন। এই জীর্ণ মন্দির সংস্কার কার্য্যে যিনি যাহা সাহায্য করিবেন, তাহাই সাদরে গ্রহণ করা হইবে এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট জানিতে পারা যাইবে। সাহায্যও নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেই কার্য্য হইবে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ ( ডাক্তার ) আমডাঙ্গা, দত্তপুকুর পোঃ ২৪ পরগণা।

শ্রীনলিনীমোহন সিকদার, বোদাই, দত্তপুকুর পোঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Or office of Director General of Commercial Intelligence
5 Clive Street.
Calcutta

* * *

ভূমিকম্পহেতু এযাবৎ কত দেশের কতরূপ নিদারুণ অনিষ্ট পাত সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। বিগত কয়েক বর্ষের ভূমিকম্পকাহিনী ভারতের নানা প্রান্তে এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু কখন

কোন দেশে কিরূপ ভূমিকম্প সংঘটিত হইবে তাহার নিরাকরণ করিবার কোনরূপ যন্ত্র অদ্যাপি কেহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ভূমিকম্পের সময় নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত অনেক নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু জাপান রাজ্যের টোকীও নিবাসী তেজীয়ো ইগ্গাবা নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এমন একটি নবীন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ঐ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিলে ৬০ বাইট্ ঘণ্টা পূর্ব্বে জানা যাইতে পারে যে, অমুক সময় ভূমিকম্প হইবে। ইহা ভিন্ন উক্ত জাপানী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, ঝটিকা এবং মেঘবর্ষণেরও সময় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কতিপয় যন্ত্র আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে জানা যাইবে যে, অমুক দিন অমুক সময়ে ঝটিকা ও জল হইবে। প্রাচ্যের নিকট পাশ্চাত্য চিরকালই জ্ঞান, বুদ্ধি এবং আবিষ্কার কার্য্যে সমকক্ষতায় পরাঙ্মুখ, ইহা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে?

* * *

আজ কাল সংবাদপত্রে রেলগাড়ীর সংঘর্ষের ভয়ানক দুর্ঘটনা প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে অত্যন্ত সুখের সংবাদ এই যে, বর্ত্তমানে রেলগাড়ীর সংঘর্ষ রোধ করিবার জন্য একটি উত্তম যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি গাড়ী চলিতেছে এমন সময় অপর একখানি গাড়ী সম্মুখে আসিলে এই যন্ত্র দ্বারা (যন্ত্র ইঞ্জিনে সংলগ্ন থাকে) ইঞ্জিনে শব্দ (হুইশেল্) হইতে থাকে, সেই শব্দশ্রবণে গাড়ীচালক (ড্রাইভার) সাবধান হইতে পারে। যদি গাড়ীচালক উক্ত শব্দ শ্রবণেও গাড়ী থামাইতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলেও গাড়ী আপনিই থামিয়া যায়, এই যন্ত্রদ্বারা রেলগাড়ীতে গমনাগমন নিরাপদ হইবার আশা পূর্ণরূপেই করা যায়।

* * *

ভারতের আর্কিওলজী (Archæology) বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারল সম্প্রতি আগরা, মথুরা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন; দিল্লী সহরে একজন প্রতিমূর্ত্তি বিক্রেতার নিকট হইতে তিনি এমন সুন্দর সুন্দর চিত্র পাইয়াছেন যে, তাহা দেখিলে ভারতের প্রাচীন চিত্রকর যে পৃথিবীর আদর্শ ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়, সেই সমস্ত চিত্রকরগণ বাস্তবিকই স্বকীয় চিত্র নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। দিল্লী এবং মথুরা নগরীতে ভারতের প্রাচীন কারুগিরির বহুল নিদর্শন সুরক্ষিত আছে, এই সমস্ত চিত্রও তথায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় সরকারী আর্টস্কুলে থাকিবে।

* * *

দেখিতেছি যে, বিদেশী বিদ্বদ্গণের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্ম জানিবার লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ পর্য্যন্ত অনেকানেক বিদেশীয় পণ্ডিতগণ হিন্দু ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য ভারতে আগমন করিয়াছেন; বুঝা যায় না যে ইঁহাদের ইচ্ছার পূর্ণ সীমা কোন পর্য্যন্ত। সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর হইতে একজন বিদ্বান্ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, উক্ত সাহেব মান্দ্রাজের ত্রিবৃন্দম্ জিলায় বহুদিন যাবৎ ভ্রমণ করিয়া অনেক হিন্দুগণের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মুখে হিন্দুধর্ম্মের অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছেন। অধুনা তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

তিনি বক্তৃতা দ্বারা আমাদের ন্যায় অধঃপতিত হিন্দুগণকে উপদেশ স্বরূপে বুঝাইতে একরূপও চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবদ্গীতায় মানবধর্ম্মের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে! সমস্তই কালে প্রভাব! আমরা এমনই ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য যে, কাল যে বিদেশী জিজ্ঞাসুরূপে আমাদের দেশে আসিয়াছে, সেও আজ গুরু হইয়া উপদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে! উক্ত সাহেব, যেখানে সংস্কৃত পঠন পাঠন অধিক পরিমানে হয়, সেই সেই স্থানে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমাদের ধর্ম্ম, প্রকৃত অধিকারী পুরুষই জানিতে সমর্থ, অনধিকারী কখনও হিন্দুধর্ম্মের বাস্তব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যে ব্যক্তি যথার্থই হিন্দুধর্ম্মে অধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবে, আমাদের ভারতবাসী ভ্রাতৃগণের মধ্যে শতকরা একজন ও যখন অধিকারী না হওয়ায় ধর্ম্মের স্বরূপ ঠিক্ ভাবে ধারণা করিতে অসমর্থ, তখন ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, একজন বিদেশী পুরুষ সনাতন ধর্ম্মের সার তাৎপর্য্য কখনই বুঝিতে পারিবে না।

* * *

# ধর্ম্ম প্রচারক।

ভাগ ৩১। ] মীন। [ সংখ্যা ১২।

## বিষয়সূচী।

| বিষয়। | | | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|---|---|
| পঞ্চরত্ন মালিকা | ... | ... | ... | ২৪৯ |
| তুমি ও আমি | ... | ... | ... | ২৫১ |
| দৈব ও পুরুষকার | ... | ... | ... | ২৫৪ |
| উপাসনা তত্ত্ব | ... | ... | ... | ২৫৭ |
| ব্রাহ্মণের স্থানাভাব | ... | ... | ... | ২৬০ |
| মা | ... | ... | ... | ২৬২ |
| সত্য সুখ | ... | ... | ... | ২৬২ |
| তাঁরে ডাক! | ... | ... | ... | ২৬৪ |
| দ্রব্যগুণ | ... | ... | ... | ২৬৪ |
| অজ্ঞানের ধাঁধাঁ | ... | ... | ... | ২৬৭ |
| সম্পাদকীয় টিপ্পনী | ... | ... | ... | ২৭২ |
| ধর্ম্মপ্রচার সংবাদ | | ... | ... | ২৭৪ |
| মহামণ্ডল সংবাদ | ... | ... | ... | ২৭৪ |
| বিদ্যাপ্রচার সংবাদ | ... | ... | ... | ২৭৬ |
| সংস্কৃত পুস্তকোন্নতি সভা | | ... | ... | ২৭৬ |
| বিজ্ঞাপন | ... | ... | ... | (ক) |

---

## বিশেষ প্রার্থনা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এই মুখপত্র শ্রীমহামণ্ডলের সকল প্রকার সভ্য মহোদয়কেই বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি নূতন ভাবে এই সংবাদপত্রের সুবন্দোবস্ত করায় ইহার ব্যয় অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এইরূপ অধিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মাসিকপত্রসহায়তা ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই পত্রের পাঠক পাঠিকাগণ এবং শ্রীমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা যে, এই ফণ্ডে যথা সাধ্য অর্থ দান করিয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যিনি এই ফণ্ডে দান করিবেন, তাঁহার নাম ধন্যবাদের সহিত শ্রীমহামণ্ডলের সকলভাষার মুখপত্রসমূহে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,<br>
রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।<br>
প্রধানমন্ত্রী।

## ধর্ম্মপ্রচারকের নিয়ম।

(১) ধর্ম্মপ্রচারক-শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। এই মাসিক মুখপত্র প্রতি সংক্রান্তিতে ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ধর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং সমাচার প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির সহিত এই মাসিকপত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার সভ্য, শাখাসভা ও পোষকসভা এবং সংযুক্ত পাঠশালা, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় প্রভৃতিকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতদতিরিক্ত যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা মূল্য লইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের নিম্নে যদি মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে, তাহা হইলেই কেবল শ্রীমহামণ্ডল ঐ প্রবন্ধের জন্য উত্তরদাতা হইবেন।

(৪) ধর্ম্মপ্রচারকে সুবিধার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতৃগণের ইচ্ছানুসারে হিন্দী-নিগমাগম-চন্দ্রিকা, উর্দু-মহামণ্ডলসমাচার, মহারাষ্ট্রীয়-ভারতধর্ম্ম এবং গুজরাতী-শ্রীসনাতনধর্ম্ম এই চারি মুখপত্রেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। অপর বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে 'ম্যানেজার, ধর্ম্মপ্রচারক, ৺কাশীধাম' এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

# ধর্ম্মপ্রচারক।

ভাগ-৩৭শ। | [illegible] | [illegible] ১৩১১। | সংখ্যা ১২।

## পঞ্চরত্ন মালিকা।

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्॥
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता-
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम्॥१।

सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयतां
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संन्यस्यताम्।
सद्विद्वानुपसर्पतामनुदिनं तत्पादुके सेव्यतां
ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम्॥२।

वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां
दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्॥
ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहो गर्वः परित्यज्यतां।
देहेऽहंमति रुज्झतां बुधजनै र्वादः समुत्सृज्यताम्॥३॥

क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां
स्वाद्वन्नं न च याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम्॥
औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यतां
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम्॥४

एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्।
प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां।
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्॥५॥

# तुमि ओ आमि *

| | |
|---|---|
| अनन्त असीम देव ! | तुमि पूर्ण सनातन । |
| आमि तव क्षुद्रजीव, | ओहे विश्व-विधायन ॥ |
| ज्योतिर्म्मय ज्योतिःतुमि | स्वरूप सुन्दर रूप । |
| आमि तव क्षुद्र प्रजा | तुमिहे त्रिलोक भूप ॥ |
| पूर्णिमार शशी तुमि | सुधा माखा तव काय । |
| घनान्ध तिमिरे केन | मम प्राण डुवे याय ॥ |
| ऊषार मोहिनी तुमि | पिक कण्ठे गाओ गान । |
| हास तुमि फुले हासि | निजे हये मूर्त्तिमान् ॥ |
| बसन्त अनिल तुमि | हओ मृदु सञ्चरण । |
| दुर्गन्ध मारुते करे | ममहृद विलोडन ॥ |
| सायाह्नेर छवि तुमि | गगने फुटिया रओ । |
| चुम्बिया सागरतुमि | धीरे धीरे डुवे याओ ॥ |
| सर्व्वजीवे सर्व्वस्थाने | सर्व्वेश्वर तव जय । |
| से जय घोषिते केन | मम मन भुले रय ॥ |
| अनन्तसागरपारे | प्रभु तव निकेतन । |
| केमने पाइबे बल | दीन तव दरशन ॥ |

( हिन्दू-सखा । )

---

# দৈব ও পুরুষকার।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

তাহা হইলে "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" এই মহাবাক্যের সার্থকতা কিরূপ? যেমন একটি চক্রের দ্বারা রথের গতি হয় না, সেইরূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না, ইহা নীতিশাস্ত্রেরই অভিমত; কিন্তু যে দৈব হইতে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, যে দৈব দ্বারা চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, সেই দৈব কি সামান্য পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে? সংসার সৃষ্টির মূল যে অহঙ্কার অর্থাৎ সেই "একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" ইহাও কি পুরুষকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিন্তু দৈব স্বয়ংই সিদ্ধ এবং স্বয়ংই প্রকাশমান। সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় না যে, দৈব নিত্য, অক্ষয় এবং অব্যয় স্বরূপ হইয়া আবহমান কাল সমস্ত কর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রসারণ পূর্ব্বক নিবৃত্তিরূপ উচ্চশিখরে অধিকারীকে উঠাইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিতে বিবেচনা করিলে দৈবের ক্রিয়াশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়! স্থূল জ্ঞানে কেহই বলিতে পারেন না যে, পুরুষকার ত্যাগ করিয়া দৈবনির্ভর হইলে সফলকাম হওয়া যায়। সূক্ষ্মজ্ঞানদৃষ্টিতে দৈবনির্ভরতাকেই যথার্থ আত্মনির্ভরতা বলিয়া জানা যায়। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক কতদূর অগ্রসর হইতে পারে? যতদূর পর্য্যন্ত ধারণাশক্তির প্রভাব অচল অটলভাবে প্রকাশ পায় এবং যে পর্য্যন্ত যুক্তি তর্কের অব্যাহত মীমাংসা হইতে পারে, মানুষের ধীশক্তি সেই পর্য্যন্তই যাইতে পারে। আবার স্থূলদর্শী অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শীর মীমাংসা দৃষ্টি আরও অগ্রগামিনী হয়; কিন্তু মানুষ তাহা দ্বারা পুরুষকারেরই শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়, দৈবের শ্রেষ্ঠতা সাধারণ মানুষের ধারণাতেও আসে না। পুরুষকার যাঁহাদের একমাত্র ভরসা এবং পুরুষকার ব্যতীত যাহারা মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণ করিতে পারে না, তাহাদের মনেও কখন স্থান পায় না যে, "ন চ দৈবাৎ পরং বলং।" বরঞ্চ সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে বলিবে যে, কাকতালীয়ের ন্যায় হঠাৎ প্রাপ্ত নিধি দেখিয়াও দৈব তাহা নিজে গ্রহণ করিতে পারে না, পুরুষার্থ বা পুরুষকারের অপেক্ষা করিতেই হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, প্রথমেই দৈবের আবির্ভাব। সৃষ্টির প্রধান কারণ যে প্রকৃতি, তাঁহাকেই দৈব বা দৈবশক্তি বলা যাইতে পারে।

---

* ভারতবর্ষে দেবনাগর অক্ষরের বহুল প্রচার কল্পে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিক মুখপত্রেই একটি করিয়া তত্তদ্ ভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রচার করা হয়; এইরূপ বাঙ্গালাভাষার প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হইল। ( সম্পাদক )

আর শুদ্ধ পুরুষকেই পুরুষকার বলিয়া জানা যায়। কথাটী আরও একটু বিস্তৃতভাবে বুঝিতে হইবে। প্রকৃতি বিশ্বপ্রসবিনী জননী আর পুরুষ বিশ্বজনক পিতা। সুতরাং নারীমাত্রই দৈব এবং নরমাত্রই পুরুষকার। এই জন্যই নারীগণ গৃহলক্ষ্মীরূপে দৈব নির্ভর করিয়া গৃহে থাকিয়াই সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, আর নরগণ পুরুষকার দ্বারা নানাবিধ উপায় অবলম্বনে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। তাই বলিতে হয়—যেমন মাত্র প্রকৃতি বা এক পুরুষ হইতে সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন হয় না, সেইরূপ মাত্র দৈব বা পুরুষকার দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। তুমি হাজার পুরুষকার বাদী হও, অসীম পুরুষকার বলে বলীয়ান্ হও, তোমাকে কোন সময় না কোন সময়ে দৈব-নির্ভর হইতেই হইবে। স্ত্রীলোকের দৈবনির্ভরতাই স্বাভাবিক হইয়া থাকে, পুরুষলোকেরও পুরুষকার-নির্ভরতা স্বাভাবিক হইয়া থাকে; কিন্তু কার্য্যবিশেষে সময়বিশেষে দৈবনির্ভর পুরুষলোকও দেখা যায় এবং পুরুষকারনির্ভর স্ত্রীলোকও পরিলক্ষিত হয়। পুরুষলোক যেমন প্রথম হইতে দৈবনির্ভর হইলে কোনরূপ উন্নতিই লাভ করিতে পারে না, স্ত্রীলোকও সেইরূপ প্রথমেই পুরুষকার নির্ভর হইলে কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতি জননী দৈবশক্তি এবং বিশ্বজনক পুরুষই পুরুষকার। অর্থাৎ পুরুষ স্বয়ং শুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্য এবং প্রকৃতি চিৎশক্তি অথচ উভয়ই অভিন্ন, পুরুষকার ব্যতীত যেমন দৈবশক্তি প্রকাশ পায় না, সেইরূপ দৈবশক্তি ব্যতিরেকেও পুরুষকার প্রকাশ পায় না। পুরুষ নির্গুণ চিৎ এবং প্রকৃতি সগুণ চৈতন্য শক্তি। চৈতন্যময় পুরুষ যখন মাত্র পুরুষকারনির্ভর হন, তখন দৈবশক্তি অদৃষ্টভাবে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকে, দৈবনাম্নী চিৎশক্তি পরোক্ষভাবেই পুরুষের ভোগাভোগ বিধান করিয়া থাকে; কিন্তু ভোগকালে অপরোক্ষভাবেই পুরুষকার স্বরূপ পুরুষের সংসর্গ করিতে প্রকাশ পায়। পুরুষের পুরুষকারের মূলই সেই চিৎশক্তি বা দৈব। এই নিমিত্তই দৈবকে অদৃষ্ট নামে অভিহিত করা হয়, ইহা ভিন্ন যে পুরুষ সত্য সত্যই দৈব নির্ভর হইয়া কার্য্য করে, দৈবের প্রতি তাহার উক্ত নির্ভরতা অচলা হইলে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে তাহারও কার্য্য সফলতা লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা পঙ্গু ও অন্ধকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে উপস্থিত করিতে পারি। পঙ্গুর চলনশক্তি নাই, অন্ধের দৃষ্টি শক্তি নাই, পঙ্গুর ও দৃষ্টিশক্তি আছে অন্ধেরও চলনশক্তি আছে। দৈবকে পঙ্গু এবং পুরুষকারকে অন্ধ স্বরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, দৈব ও পুরুষকার উভয়ই শ্রেষ্ঠ। দৈবের নিজের চলনশক্তি নাই, পুরুষকারেরও নিজের দৃষ্টিশক্তি নাই, পঙ্গু যেমন নিজে চলিতে পারে না, অন্ধ যেমন নিজে দর্শন করিতে পারে না, অথচ উভয়ই এক পথ মাঝে উপস্থিত, উভয়ই একস্থানে এক উদ্দেশ্যে গমন করিবে, পথে পঙ্গু ও অন্ধের সহিত মিলন হইয়াছে। পঙ্গু, পথে সেই পর্য্যন্ত কোন উপায়ে আনীত হইয়াছে; কিন্তু অন্ধ নিজেই যষ্টি অবলম্বনে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সেই পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। অন্ধের অঙ্গ যেমন পঙ্গুর অঙ্গে লাগিয়াছে, অমনি দুইজনের মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে! অন্ধ বলিল—ভাই! কোন পথে যাইতে হইবে? পঙ্গু বলিল এই পথ; কিন্তু আমি কিরূপে যাইব? তখন পঙ্গু ও অন্ধ উভয়ে একমত হইয়া পরামর্শ করিল, অর্থাৎ অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু উঠিল! পঙ্গু, অন্ধের স্কন্ধে থাকিয়া পথবার্ত্তা কহিতে লাগিল এবং অন্ধ, পঙ্গুর কথমত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকিল, কিছুকাল এইরূপে চলিয়া যাইয়া শেষে লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইল। তদ্রূপ দৈবসহায়ে পুরুষকার দ্বারা কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু কার্য্যফল গ্রহণ বা ভোগ দৈব দ্বারাই হইবে। দৈব নিজে কার্য্যতঃ প্রকাশ পায় না, পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই দৈব শুভাশুভরূপে ভোগাভোগকালে প্রকাশ পায়। অন্ধের স্কন্ধে থাকিয়া পঙ্গু যেমন অন্ধকে পরিচালিত করে, দৈবও সেইরূপ পুরুষকারের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুরুষকারকে বা পুরুষমাত্রকেই কার্য্যে প্রযোজিত করিয়া থাকে, দৈব সমস্ত কার্য্যেরই প্রযোজক এবং পুরুষকার বা পুরুষমাত্রই কার্য্যের প্রযোজ্য, দৈবের

প্রেরণাতেই পুরুষকার বা পুরুষ সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হয়; কেননা এই কার্য্য জগতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই পর পর সমস্ত কর্ম্ম হইয়াছে হইতেছে এবং হইবে। অনাদি অনন্ত কর্ম্মফল সমষ্টিই দৈবরূপে পুরুষমাত্রকেই পুরুষকারের বাধ্য করিয়া কার্য্যসমূহে নিয়োজিত করিয়া থাকে।

দৈবনির্ভর ব্যক্তি দৈবকেই শ্রেষ্ঠস্থানে মানিয়া থাকে এবং পুরুষকারবাদী পুরুষকারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন জ্ঞান করে। বিচার প্রসঙ্গে বলিতে পারা যায় যে, দৈব নির্ভর করিয়া মানুষ থাকিতে পারে কৈ? যখন দৈবকে মানে এবং দৈবের সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তিতর্ক উত্থাপিত করে, তখন পর্য্যন্তও মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকে; কিন্তু যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণাদি প্রকাশ পায়, অমনি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতেই পুরুষকার-মূলক সচেষ্টভাব জাগরিত হইয়া মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। সাধারণতঃ বুঝিতে হইলে দৈবনির্ভর পুরুষের তাদৃশী কার্য্যপ্রেরণা পুরুষকার হইতেই হইয়া থাকে বলিতে হয়, কিন্তু বিশেষভাবে ধারণা করিলে উহাও তাহার দৈব-প্রেরণা বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ দৈবে নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে দৈবনির্ভরতা ঠিক্‌ভাবে আচরিত হয় না। দৈবনির্ভরতা অর্থে দৈবকে বিশ্বাস করা, দৈবের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই পুরুষকার দ্বারা কার্য্য করিয়া সুখী হওয়া যায়। বর্ত্তমানকালের নব্যশিক্ষিতগণ দৈব-নির্ভর বলিতে একেবারেই নিশ্চেষ্টভাব বুঝিয়া দৈবকে ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন মানুষই যে নিশ্চেষ্ট বা নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না, ইহার কারণ কি নব্যশিক্ষায় এখনও নির্দ্ধারিত হইল না! আমি যতই কেন দৈববাদী হই না, যতই কেন দৈবের প্রতি অটলবিশ্বাসী হই না এবং যতই কেন দৈবকে নির্ভর করিয়া থাকি না, কতক্ষণ? কতক্ষণ আমি নিশ্চেষ্ট বা নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে সমর্থ হইব? যতক্ষণ ঠিক্ সময় না আসিবে, যে পর্য্যন্ত আমার কার্য্য করিবার অবসর না হইবে, আমি ততক্ষণই বাহ্যিক নিশ্চেষ্ট ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিব; কিন্তু আমার মনে মনে অনাদি অনন্ত কালের বাসনানুরূপ এবং জ্ঞানানুরূপ সংস্কার ও স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে কত শত শত চেষ্টা ও কত লক্ষ লক্ষ কার্য্যপ্রবৃত্তি উদয় হইতেছে! তবে আমার দৈবে যদি আমাকে নিচেষ্ট বা নিষ্কর্ম্মা করিয়া রাখে সে কথা স্বতন্ত্র, এই হেতুই বলিতে হয় যে, দৈব কার্য্যমাত্রই স্বতন্ত্র এবং পুরুষকারমাত্রই পরতন্ত্র, দৈবশক্তির স্বাতন্ত্র্যতা আমরা প্রতি কার্য্যেই অনুভব করিয়া থাকি। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দৈবশক্তির স্বতন্ত্র প্রভাব উত্তমরূপে জানিতে পারা যায়; কিন্তু পুরুষকারের স্বতন্ত্রতা কখনও কাহারও অদ্যাপি অনুভূত হয় নাই। পুরুষকার চিরদিনই সকলের নিকট পরতন্ত্রভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে, অতএব পুরুষকারের শ্রেষ্ঠতা অপেক্ষা দৈবের শ্রেষ্ঠতাই অধিক। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ পুরুষকারসহবর্ত্তী দৈবেরই প্রাধান্য অধিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরুষকার শূন্য দৈব আর তাদৃশ অন্ধসহায়বিহীন পঙ্গু উভয়ই তুল্য! পুরুষকারের সহিত যে দৈব অনুষ্ঠিত হয় অথবা দৈবের সহিত যে পুরুষকার অবলম্বন করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মমাত্রই চেষ্টাসাধ্য বা পুরুষকারসিদ্ধ, পুরুষকার ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না; কিন্তু মূলে দৈব না থাকিলে অথবা [illegible] কার্য্য সম্পন্ন হইবার দেশ-কাল পাত্রাদি কারণসমূহ না থাকিলে কার্য্য কিরূপে হইবে? সৃষ্টি ক্রিয়ার আদিই যখন দৈবশক্তি, তখন প্রতি পুরুষ-কারই যে দৈব হইতে কার্য্যকর হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সৃষ্ট জগতের যত কিছু কর্ত্তব্য বা কর্ত্তৃত্ব, তৎসমস্তই দৈবশক্তি হইতে সম্পন্ন হয় আর সংসারে যত কিছু ভোক্তব্য বা ভোগ, তাহা পুরুষকারেই পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে দৈব হইতে কার্য্যকরী প্রবৃত্তি সংগ্রহ হইলে কার্য্যকালে তাহা পৌরুষ ভাব ধারণ করে, দৈবানুকূলে সেই পৌরুষ ভাবের বৃদ্ধি হইতে থাকিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখনই দৈবনির্ভর পৌরুষশালী পুরুষ অভীষ্ট-সিদ্ধিলাভে আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

বাস্তবিক বুঝিতে হইলে এই পরিদৃশ্যমান সংসার একটি মহা কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সংসারে যেমন অনন্ত কর্ম্ম করিবার আছে, সেইরূপ অনন্ত কর্ত্তাও বিদ্যমান রহিয়াছে,

তন্মধ্যে প্রধানতঃ কর্ম্ম তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম এবং অধম, এইরূপ কর্ত্তাও ত্রিবিধ দেখা যায়। উত্তম কর্ম্ম বলিতে ভাল কর্ম্ম, অর্থাৎ যে কর্ম্ম পুণ্যজনক, যাহা অনুষ্ঠান করিলে সুখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী। অধম কর্ম্ম অর্থে মন্দ কর্ম্ম বা অশুভ কর্ম্ম অথবা পাপজনক কর্ম্ম, আর মধ্যম কর্ম্ম বলিতে ভালও নয় মন্দও নয়। উক্তরূপ অধিকার ভেদেই ভাল মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেক কর্ত্তাকেই প্রতি কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে ভাল মন্দ বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। ভাল মন্দ বিবেচনা হইতেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সুগম হইয়া থাকে। ভাল কর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য; পরন্তু মন্দ কর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম কাহারও কর্ত্তব্য হইতে পারে না। এইরূপ ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়াই ভাল কর্ম্ম করিবার শক্তিসামর্থ্য সংগ্রহ করা যায়। ভাল বা উত্তম-সৎ পুণ্য কর্ম্মই কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত হইলে পুরুষকারের সদ্ব্যবহার করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে দৈবও অনুকূল হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে সুখভোগী করিয়া থাকে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে যেমন প্রত্যক্ষ ভাবে পুরুষকারের আবশ্যকতা, সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ বা অদৃষ্টভাবে দৈবশক্তির যোগও প্রয়োজনীয় বলিয়াই কর্ম্মবীরগণের প্রথমে দৈবে বিশ্বাসী ও দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া সদ্ভাবে পুরুষকার অবলম্বন করা উচিত। দৈবকে অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিয়া মাত্র পুরুষকারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায়, স্বেচ্ছাচারিতা হইতে কর্ত্তব্যানুসরণ প্রকৃতরূপে হইতেই পারে না। দৈবের প্রতি অবিশ্বাস বা হতশ্রদ্ধ হওয়া আর বেদ বিধি ধর্ম্ম কর্ম্ম না মানা একই কথা। দৈবকে অনুকূল রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই পুরুষকার দ্বারা যথার্থ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে সুখী হওয়া যায়। ফলতঃ মানুষ যতই কেন বিদ্বান্ এবং বিজ্ঞানবিৎ হউক্ না, যতই কেন ধনশালী এবং শক্তিমান্ হউক্ না, আর যতই কেন না পুরুষকার বলে বলীয়ান্ হউক্ না, দৈবকে স্বীকার করুক্ বা নাই করুক্, দৈব তাহাকে ক্ষণকালও ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না।

শ্রী—বিদ্যাশ্রমী।

# উপাসনা তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

র্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতির সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের নিয়ামিকা শক্তি অনুস্যূত থাকিলেও মানব জগতেই উক্ত শক্তির বিকাশ অধিকতর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই হেতুই মানবজন্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পশ্বাদি যোনিতে জড়ত্ব বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধ উহার সহিত থাকিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য অপবর্গ সাধন উক্ত যোনিসমূহে অসম্ভব। যথা শান্তিপর্ব্বে—

মানুষেষু মহারাজ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্ততঃ।
ন তথাঽন্যেষু ভূতেষু মনুষ্যরহিতেষ্বিহ ॥
উপভোগৈরপি ত্যক্তং নাত্মানং সাদয়েন্নরঃ।
চণ্ডালত্বেঽপি মানুষ্যং সর্ব্বথা তাত শোভনম্ ॥
ইয়ং হি যোনিঃ প্রথমা যাং প্রাপ্য জগতীপতে।
আত্মা বৈ শক্যতে ত্রাতুং কর্ম্মভিঃ শুভলক্ষণৈঃ ॥
যো দুর্লভতরং প্রাপ্য মানুষ্যং দ্বিষতে নরঃ।
ধর্ম্মাবমন্তা কামাত্মা ভবেৎ স খলু বঞ্চ্যতে ॥

অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবর্ত্তন কেবল মনুষ্যজন্মেই সংসাধিত হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর অন্যান্য যোনিতে তাহা হয় না। ভোগাদি বঞ্চিত, দুঃখময় হইলেও মনুষ্য দেহ হেয় নহে, মনুষ্য হইয়া চণ্ডাল হইলেও তাহার মূল্য আছে; কারণ-শুভকর্ম্মনিচয়-বিপাক-হেতুভূতা অপবর্গসিদ্ধি মনুষ্য জন্মেই হইয়া থাকে। এইরূপ দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যিনি কামাপহৃতচিত্ত ও ধর্ম্মদ্বেষী হন্, তাঁহার জীবন বঞ্চনা মাত্র ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃতিপ্রবাহপতিত জীবসমূহকে বিবিধ জড়যোনি ভেদ করিতে হয়; কিন্তু বুদ্ধিবিকাশের অভাবহেতু উক্ত যোনিসমূহে পারমার্থিক উন্নতি কিছুই হয় না। কেবল মনুষ্যই ধর্ম্মাশ্রয় দ্বারা আত্মোন্নতি করত মোক্ষপদাধিরূঢ় হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে, এইজন্যই মনুষ্য

জন্মের এরূপ দুর্লভত্ব। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যথা ঐতরেয় উপনিষদে—

**ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति॥ ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृत बतेति पुरुषो वाव सुकृतम्।**

আরও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—

**स पितॄन् सृष्ट्वा मानस्यैत्। तदनु मनुष्यानसृजत। तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्। य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद—। मनस्व्येव भवति। नैनं मनुर्जहाति।**

উপরি-উক্ত শ্রৌত প্রমাণসমূহ দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে মনুষ্য-শরীরই যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তদিতর জীবে তাহা অসম্ভব এবং বিচারশক্তিই মনুষ্যত্ববিধায়ক ও ইতরজীবব্যাবর্ত্তক বিশেষ ধর্ম্ম।

এইরূপে মূঢ়যোনিসমূহে চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করত জনিমৃতিভয়নাশক নরজন্ম লাভ করিয়াও যিনি ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্তি দ্বারা আত্মোদ্ধার না করেন, তাঁহার জন্ম অজাগলস্তনসদৃশ নিরর্থক ইহাতে আর সন্দেহ কি? শাস্ত্রে কথিত আছে—

**स्थावरे लक्षविंशत्या जलजं नवलक्षकम्।**
**कृमिजं रुद्रलक्षञ्च पक्षिजं दशलक्षकम्॥**
**पश्वादीनां लक्षत्रिंशच्चतुर्लक्षञ्च वानरे।**
**ततोऽपि मानुषा जाताः कुत्सितादिद्विलक्षकम्॥**
**उत्तमाद्युत्तमं जन्ममात्मानं यो न तारयेत्।**
**स एव आत्मघाती स्यात्पुनर्यास्यति यातनाम्॥**

অর্থাৎ স্থাবরযোনিতে বিংশতি লক্ষ, জলজযোনিতে নব লক্ষ, কৃমিযোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষিযোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদিযোনিতে ত্রিংশ লক্ষ এবং বানরযোনিতে চতুর্লক্ষ এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পর মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্য জন্মেও প্রথমতঃ কুৎসিতাদি মনুষ্য-কুলে দুই লক্ষ জন্ম হয়। ক্রমে জীব উন্নততর জন্ম লাভ করে। অতএব এই উন্নত জন্ম লাভ করিয়াও যে আত্মোদ্ধার না করে সে আত্মঘাতী সে পুনর্ব্বার জন্ম মৃত্যু যাতনা ভোগ করে। শাস্ত্রে বাস্তবিকই আত্মঘাতী এবং কৃপণ ইহাকেই বলা হইয়াছে। যথা বিবেকচূড়ামণিতে—

**लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभम्**
**तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्।**
**यः स्वात्ममुक्त्यै न यतेत मूढधीः।**
**स आत्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्॥**

অর্থাৎ বহু আয়াসের পর দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, পুরুষত্ব এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াও যে মূঢ়বুদ্ধি হইয়া আত্মোদ্ধারের নিমিত্ত যত্ন না করে, সে স্বকীয় অবিমৃশ্যকারিতা হেতু আত্মঘাতী হইয়া থাকে। আরও শ্রুতিতে—

**"य एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रैति स कृपणः"**

অর্থাৎ যে সেই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়াই এই লোক হইতে প্রস্থান করে, সে কৃপণ। অতএব নরজন্মই যে দুর্লভ এবং ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্তির প্রধান উপায়ভূত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এইরূপে পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদিলোকেও তীব্রকর্ম্ম বিকাশ বশতঃ ভোগপ্রাধান্য এবং কর্ম্মস্বাতন্ত্র্যের অভাব হওয়ায় আত্মোদ্ধার পক্ষে তৎসমূহেরও অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বর্গাদিলোকে ভোগপ্রধান দেহ লাভ করায় মনুষ্য উক্ত যোনিসমূহে আত্মোন্নতি করিতে পারে না। স্বোপার্জ্জিতপুণ্য অনুসারে সুখ ভোগ করত পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। যথা শ্রুতি—

**"इष्टापूर्त्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः। नाकस्य पृष्ठेते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरञ्चाविशन्ति**

**"एतद् यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" "परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन"**

অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় আচরণ সমূহ যাহারা শ্রেয়স্কর মনে করে, সেই সমস্ত মন্দমতি মনুষ্য পুণ্য ফলে স্বর্গভোগ

করত ভোগাবসানে নরলোক অথবা তারও নিকৃষ্ট লোক সমূহে পুনঃ পতিত হয়। এইরূপে ইহলোকে কৃষ্যাদি সম্পাদিত শস্যাদিরূপ ভোগাবস্তু যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পরলোকে পুণ্য সম্পাদিত লোক বা ভোগ্যবস্তুও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মসঞ্চিত লোক বা ভোগাবস্তু কর্ম্মসঞ্চিত বলিয়াই অনিত্য। এই সংসারে সমস্ত লোক বা ভোগ্যবস্তু কর্ম্মসম্পাদিত সুতরাং অনিত্য। অতএব যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দ্বারা এইরূপ অবধারণ করত; ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেক। ভগবান্ মনুও উত্তমাধমরূপে পুণ্যপাপের ফল ও সংসারগতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

**एता दृष्ट्वास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा ।**
**धर्मतोऽधर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥**

অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুসারে জীবের এই সকল গতি নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া অধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। অমুরলোক সমস্ত লোকের কিম্পাকফলত্ব ও নশ্বরত্ব বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ধূমযানগতি পর্য্যালোচনা করিলেই তৎসমূহের অনুভূতি হইবে। মৃত্যুর পর যাহারা ধূমযানগতি বা কৃষ্ণগতি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। ভগবান্ গীতোপনিষদে বলিয়াছেন—

**धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।**
**तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्तते ॥**

অর্থাৎ যাঁহারা প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতা, তৎপরে রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, তৎপরে দক্ষিণায়নমাসষট্‌কাভিমানিনী দেবতার অর্থাৎ পিতৃগণের অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করেন, সেই যোগিগণ অবশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসেন।

**अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्त्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड्दक्षिणैति मासांस्तान्नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति। मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति। तस्मिन्यावत्सम्पातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तन्ते यथैतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति। अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति।**

অর্থাৎ যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন দেবতা হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রমণ্ডলে সে দেবতাদিগের অন্ন হয়, দেবতারা তাহাকে ভক্ষণ করেন। তদনন্তর যে পুণ্যকর্ম্মের ফলে জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, সেই পুণ্য ভোগদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জীব আর ক্ষণকালের জন্য চন্দ্রলোকে থাকিতে পারে না। তখন জীব পুনর্ব্বার ইহলোকে অবরোহণ করে। বহুদিন দিব্য সুখ ভোগের পর এইরূপ অবরোহণ যে কিরূপ কষ্টকর সুধীগণ তাহার অবধারণা করিবেন। চন্দ্রমণ্ডলে ভোগ নিমিত্তক কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ঘৃত কাঠিন্য বিলয়ের ন্যায় তাহার চন্দ্রলোকীয় শরীরাম্ভক জল বিলীন হইয়া যায় এবং সেই জীব আকাশে আগমন করে। এইরূপে আকাশভাবপ্রাপ্ত জীব পরে বায়ুভাবপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে ঐ জীব মেঘভাবপ্রাপ্ত হয়। মেঘ হইতে যে বর্ষধারা নিপতিত হয় তাহার সহিত জীব পৃথিবীতে সমাগত হয়। তদনন্তর ওষধি বনস্পতি, ব্রীহি, যব, তিল, মাষ আদি বিবিধ বস্তু সংস্পৃষ্ট জীব অসীম অবস্থান্তর গ্রহণ করে। এই সকল হইতে নির্গমন অতি দুরূহ। এই সময়ে অনুশায়ী জীবকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহার বর্ণনা হয় না। কখনও সমুদ্র তটে, কখনও মরু দেশে, কখনও নদীতে সম্পতিত জীব, এইরূপে অনন্ত পতন দুঃখ সহ্য করত কালক্রমে মাতৃ-

গর্ভে প্রবেশ করে। মূত্রপুরীষাদি দ্বারা উপহত মাতৃউদরে দশমাসকাল অবস্থিত হইয়া জীব অত্যন্ত কষ্ট পায়। যে স্থানে মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থান কষ্টদায়ক তথায় দীর্ঘকাল জীব এইরূপে অবস্থান করত দারুণ গর্ভযাতনা ভোগ করে এবং পূর্ব্ব কৃতি সমূহের স্মরণ করত বিলাপ করিতে থাকে—

> অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্।
> যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্॥
> অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
> যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্।
> অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥

হায়! আমি দুঃখ সাগরে মগ্ন হইলাম! ইহার প্রতীকারের কোন উপায়ই দেখিতেছি না। হে মহেশ্বর! এই বিষম গর্ভবাস যন্ত্রণা হইতে নিস্তার করুন। এবার জন্মিয়া তোমার আরাধনা নিশ্চয় করিব, যাহাতে আমার দুষ্কৃতি সমূহের নাশ হওত ভবরোগ শান্ত হইবে। হে নারায়ণ! এবার জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার চরণপঙ্কজের শরণ গ্রহণ করিব। যাহাতে আমার অশুভক্ষয় এবং মুক্তিদ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। এইরূপে জীব গর্ভবাসকালে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করত বিলাপ করিতে থাকে। আর যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে না পরন্তু তৃণ জলৌকাবৎ একদেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাদেরও মৃত্যুকালে প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয়ে দীর্ঘ ভাবনা সমুদ্ভূত হয়। আমি কোথায় যাইব, কিরূপে কি হইবে, হয়ত কত কষ্ট পাইতে হইবে, এরূপ চিন্তা তাহাদের চিত্তসিন্ধু উদ্বেলিত করিয়া থাকে, এ সকল বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে প্রদত্ত হইবে। অধুনা ইহাই অবধেয় যে সংসার গতির এরূপ বিচিত্রতা পর্য্যবেক্ষণ করত যে মানবযোনি উহার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি করিতে সমর্থ তাহার অবহেলন যে সর্ব্বথা অনুচিত ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

(ক্রমশঃ)

# ব্রাহ্মণের স্থানাভাব।

ব্রাহ্মণের স্থান কোথায়? জগতের মধ্যে ভারতের মধ্যে এই বিরাট হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান কোথায়? সমাজ দেহের কোন অঙ্গে ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠিত? সমাজের কোন কর্ম্মে ব্রাহ্মণ ব্রতী হিন্দু সমাজের কত টুকুই বা ব্রাহ্মণের অধিকৃত? এক কথায় এই সুবিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণের আসন এবং স্থান কোথায়?

যে সকল ঈশ্বরপ্রতিম মহা পুরুষগণ এই হিন্দু সমাজ গঠিত করিয়া গিয়াছেন, যে সকল তত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ ঋষি তাপসগণ এই সমাজের প্রবর্ত্তক, যে সকল দেবাত্মা কর্ম্মবীর ও বিশ্ববিজয়ী রাজর্ষি এই সমাজকে সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান কোথায়। ভৃগু পদচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া, শ্রীকৃষ্ণাবতারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনের ভার লইয়া, নানা অবতারে নানা লীলায় পরম জ্ঞান রূপে ব্রাহ্মণ হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া, যিনি পদে পদে ব্রাহ্মণকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়া গিয়াছেন, সেই ভগবান বিষ্ণুই বলিতে পারেন, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান কোথায়। আমরা বর্ত্তমান যুগের পতিত ব্রাহ্মণসন্তানগণ, আমরা কেবল বিস্ময় দৃষ্টিতে, অতীত ইতিহাসের মধ্যে দিয়া আমাদের সেই পূর্ব্ব গৌরবের দিকে তাকাইয়া, আমাদের সেই বিলুপ্ত কীর্ত্তির স্মৃতি কণাটুকু হৃদয়ে ধরিয়াই পুলকিত ও স্ফীত হইয়া পড়িতেছি! কিন্তু অতীতযুগের ব্রাহ্মণগণ যে, কোন গুণে, কোন মহত্বে, কিরূপ তপোবলে ও কিরূপ তেজস্বিতায় এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উপযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা কেহই সেই দিকে দৃষ্টি পাত করি না। আমরা পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণের সম্মানটুকু পাইবার জন্য লালায়িত; কিন্তু তাঁহাদের গুণাবলী, তাঁহাদের জ্ঞানগরিমা, তাঁহাদের অলৌকিক ত্যাগমহিমা, এই সকলের প্রতি আমাদের অক্ষদৃষ্টি পতিত হয় না।

গুণের উপরই জাতীয়মর্য্যাদা ও জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত।

যে গুণহীন হইয়াও এই সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করে, সে সম্মান বিনিময়ে অসম্মানই প্রাপ্ত হয়। এই অনন্ত বিশ্ব সংসার ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বার্থপর মানবের ভোগ্য নহে; যিনি ত্যাগী, যিনি গুণবান্ এবং যিনি তেজস্বী, এই জগৎরাজ্য তাঁহারই অধিকৃত, তিনিই শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিবার যোগ্য, তিনিই সংসারে অতুল সম্মানার্হ। যে ব্যক্তি সম্মানের দাবী করে, সে কখনও সম্মান প্রাপ্ত হয় না, আর যিনি মান অপমান ত্যাগ করিয়া যথার্থ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে রত হয়েন, তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন ও সমধিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, এই সম্মানপ্রিয়তা এবং গুণহীনতাই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের অধোগতির মূলীভূত কারণ। আমরা আপনাদের ভরণ পোষণের জন্য সমাজের নিকট অহরহঃ দাবী দাওয়া তুলিতেছি, আমরা প্রতিগ্রহের জন্য দিবা রাত্র কর প্রসারিত করিয়াই রহিয়াছি, আমরা ক্রিয়া কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া, স্বাধ্যায়াদি বিরহিত হইয়া পদে পদে কদাচরণ করিয়া, কেবল মাত্র গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াই আপনাদিগকে জোর করিয়া ব্রাহ্মণোচিত মর্য্যাদায় ভূষিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি; কিন্তু ফলে আমরা জাতি ও সমাজের নিকট কি প্রাপ্ত হইতেছি? অমর্য্যাদা, অসম্মান, ইহাই আমাদের প্রতিদান। বস্তুবিক মানব এই সম্মানের বিধাতা নহে, যে বিশ্ববিধাতা এক দিন ব্রাহ্মণগণকে স্বর্গীয় সর্ব্বোচ্চস্থানে বসাইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই আজ গুণহীনতার জন্য ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতেছেন। আমরা মুখে বলিতেছি —আমরা শ্রেষ্ঠ-জাতি আমরা জগৎ পূজ্য; কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণত্বের কণা-মাত্রও বিকাশ করিতেছি না। আমাদের ব্রাহ্মণত্বের নিদর্শন স্বরূপ কেবল গলদেশে যজ্ঞোপবীত টুকুই রহিয়াছে! আমাদের সেই তেজস্বিণী, হৃদয়োদ্ভাসিনী, সিদ্ধিদায়িনী ব্রহ্মগায়ত্রী কোথায়? বেদমাতা আজ সাধনের অভাবে অনুষ্ঠানের অভাবে ব্রাহ্মণ হৃদয় হইতে চির বিদায় লইতেছেন! আমাদের ব্রাহ্মণোপযোগী ব্রহ্মজ্ঞান কোথায়? ঐ দেখ! সেই জ্ঞানের অভাবে আমাদের হিন্দুসমাজ দিন দিন অবনতির অজ্ঞানের অন্ধতম গুহায় নিপতিত হইতে চলিয়াছে। আমাদের সেই পরমতত্ত্বের বিকাশ কোথায়? কোথায় আমাদের সেই যথার্থ পরমার্থ জ্ঞান? কোথায় বা আমাদের সেই আচণ্ডালসমদর্শিতা? এই সকল গুণবিকাশের অভাবে আমাদের সমাজে কি দুর্দ্দশা না ঘটিতে চলিয়াছে? সমাজ একেবারেই অবনতির অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া সমাজ দিন দিন দুর্দ্দশায়, পাপে, অনুতাপে জর্জ্জরিত হইতে বসিয়াছে!

ব্রাহ্মণ, তোমার সেই ত্যাগশীলতা কোথায়? তোমারই দেখাদেখি না তোমার সমাজ,—ত্যাগের উপর, নিষ্কামতার উপর, আত্মত্যাগ সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমার সমাজ ত্যাগ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে? ব্রাহ্মণ কি করিতেছ? সমাজের উচ্চ আসনে বসিয়া তুমি এ কিরূপ মিথ্যাচরণ করিতেছ? তুমি যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দাও, তুমি যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা প্রাপ্তির কামনা কর, তোমার এ ভোগানুরাগ কেন? তোমার ভোগস্পৃহা দেখিয়া সমগ্র সমাজ আজ স্বার্থের পথে, ভোগের পথে ধাবিত হইতেছে। ভোগ পাশ্চাত্য জাতির পরম লক্ষ্য হইতে পারে; কিন্তু তুমি তাহাদের মোহে পড়িয়া লক্ষ্যহারা হইতে বসিয়াছ কেন? তুমি কি জাননা? কি গুরুতর দায়িত্ব তোমার উপর রহিয়াছে? তোমার সমাজ কেবল তোমারই মুখপানে চাহিয়া দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মণ, মনে থাকে যেন, এই সামাজিক অবনতির জন্য, সমাজ ধ্বংসের জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী। ত্যাগই তোমার সমাজের মেরুদণ্ড।

তুমিই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে এই বিশাল হিন্দুসমাজকে এতদিন ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছিলে। আজ এই ত্যাগের অভাবেই তোমার সমাজ ধ্বংসপথে ছুটিয়াছে। তাহা কেবল তোমারই দেখাদেখি। তুমি ভোগ বিলাস পরিত্যাগ কর, তুমি আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া, এমন কি আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও দিয়া সাধনা পথে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া, আপন সামাজিক উন্নতির জন্য বদ্ধ পরিকর হও, দেখিবে তোমার সমাজ দুইদিনে আবার জগতের মনুষ্য সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তোমার মহিমা

আবার জগতে ঘোষিত হইবে, তোমার জাতীয়মর্য্যাদা আবার প্রত্যাহৃত হইবে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ।

## মা।

সাহানা—যৎ।

কেমন ক'রে তোমার কোলে যাবো আমি
বল্ মা তাই !
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে তোমায় কেবল
ভুলে যাই !
কবে তারা দয়া ক'রে, মায়া জাল ছিন্ন ক'রে,
নিবি আমায় কোলে ক'রে আমি মাগো
জান্‌তে চাই ?
আয়ুর'বি অস্ত গেলে, সন্ধ্যা এলে কাঁদ্‌বে ছেলে,
আকুল হ'বে 'মা' 'মা' ব'লে তা কি তোমার
মনে নাই ?

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ।
( হরিনাভি )

## সত্য সুখ

ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। বেদ বলিয়াছেন,—"রসোরূপ-পরমাত্মা আকাশ আনন্দঃ। আনন্দরূপং পরমং যদ্বিভাতি। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ ন।" অর্থাৎ পরমাত্মা আনন্দ স্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দ, আনন্দরূপ পরম বস্তু যিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের আনন্দ সত্তা অবগত হইলে ভয় দূর হয়"। এতদ্ভিন্ন অস্তি,ভাতি, প্রিয়, হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ, সত্তাচিতি, সুখঞ্চেতি প্রভৃতি ব্রহ্মের আনন্দরূপ প্রতিপাদক শাস্ত্রবচনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই আনন্দরূপ কারণ ব্রহ্মই কার্য্য ব্রহ্মরূপে, বিবর্ত্তিত। অঘটনঘটনপটীয়সী তদীয় ইচ্ছারূপিণী মহামায়ার লীলাবশেই তিনি কার্য্য ব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত। অতএব "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তোপাসীত" অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম, সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় তাহা হইতে সংঘটিত হইতেছে, ইহা জানিয়া শান্তচিত্ত ব্যক্তি তাঁহার উপাসনা করিবেন। ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের এবং "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইত্যাদি গীতোপনিষদ্ বচনে ব্রহ্মের বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে নিমিত্ত ও উপাদান কারণতার প্রামাণিকতা কেন হইবে না? এই জন্যই শ্রুতি মৃদু-মধুর নিনাদে গাহিয়াছেন—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপ জানিবে, আনন্দ হইতে যাবতীয় ভূতের উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি এবং পরিণামে আনন্দই লাভ।"

ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ, জগত তাঁহারই বিবর্ত্ত; তথাপি জগতে আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হয় না কেন? আনন্দরূপ ব্রহ্মের আকাশ শরীর তমোময় দুঃখাত্মক জলদজালে আবৃত হয় কেন? প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে ব্রহ্মানন্দসত্তা অনুস্যূত থাকিলেও—সে অনুস্যূতির তারতম্য না থাকিলেও—সে আনন্দ ধারার গতি বিচ্ছিন্ন না থাকিলেও—সেই আনন্দস্রোতস্বিনী সর্ব্বত্র সম-গভীরা হইলেও, ব্যষ্টি ও সমষ্টি সৃষ্টি আনন্দ প্রকাশের তারতম্য নয়নগোচর করায় কেন? এই সকল গভীর বিষয়ের উপর সংযম করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত গুণত্রয়ের তারতম্য উল্লিখিত আনন্দ তটিনীর গভীরতার পরিমাপক, যেখানে অভিব্যক্তি নাই—যেখানে তদীয় ইচ্ছারূপিণী মহামায়া ইচ্ছাময়েরই অঙ্কে কত কত কাল-ব্যাপিনী গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা! যেখানে তাঁহার গুণ বিলাস বৈষম্য ত্যাগ করতঃ পরম সাম্য ভজনা করিয়াছে বা চিরশান্তি সদনে বিশ্রাম করিতেছে, অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা তথায় আনন্দের পূর্ণ বিকাশ। প্রকৃতিপারাবারপারঙ্গত নির্ব্বিকল্প সমাধিপদারূঢ় রাজযোগী এই অনন্ত ব্রহ্মানন্দের আনন্দসত্তা অনুভব করেন। তাঁহার প্রকৃতি পরা-প্রকৃতিতে মিশিয়াছে—তাঁহার পিণ্ড বিরাটের অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়াছে—তাঁহার অন্তঃকরণ সাম্য-ভাব ধারণ করিয়াছে,

এই হেতু জ্ঞান ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত সেই যোগীর পক্ষে এরূপ আনন্দ লাভ সুলভ হইয়া থাকে; কিন্তু যেখানে প্রকৃতির বৈষম্য, প্রকৃতির অভিব্যক্তির মধ্যে গুণ-বিকাশের তারতম্য, সেখানে আনন্দ সত্তার বিকাশেরও তারতম্য হইবে। আনন্দ সত্তাত স্বয়ংই প্রকাশ, তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পৃথক্ পুরুষার্থের আবশ্যকতা হয় না; তবে প্রকাশ-রোধক আবরণ উন্মুক্ত করিলেই তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়েন। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বর্ণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বিদ্রাবন বিষয়ে সলিল সঞ্চারণ হেতুভূত ক্ষেত্র পতির চেষ্টা যেরূপ নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে, অর্থাৎ সলিল-প্রবাহের অন্তরায় সমূহের নিরাকরণ করিলে যেরূপ সলিল-গতি হইয়া ক্ষেত্র বিপ্লাবন করিয়া থাকে, সেইরূপ চাঞ্চল্য-বরণ প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত করিলেই স্বয়ং প্রকাশ সচ্চিদানন্দ দৃক্-গোচর হইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইল যে, আনন্দসত্তা জগৎরূপিণী হইলেও আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জগতে তাঁহার পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও সুখদুঃখমোহাত্মিকা সত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতির গুণ বিকাশের তারতম্য ভেদে আনন্দের বিকাশ হইয়া থাকে।

আমরা জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে—কি দেখিতে পাই?—দেখিতে পাই, তথায় কেবল ব্রহ্মের সত্তা মাত্রই বিকাশিত। উপলখণ্ডে আনন্দের বিদ্যমানতা কোথায়? চিৎ সত্তার শুভ্রজ্যোতি শিলাখণ্ডকে উদ্ভাসিত ত কই করে না? কেন করিবে? তথায় তমোময়ী প্রকৃতি যে পূর্ণভাবে বিরাজমানা। সত্ব রজঃ—সৌদামিনী যে তথায় তমোমেঘে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব বেজ্যাতে নেতরে দ্বয়ম্।"

অর্থাৎ মৃত্তিকা শীলা ইত্যাদিতে কেবল ভগবানের সত্তা মাত্রই ব্যক্ত হইয়াছে, অন্য কিছুই হয় না।"

জড় হইতে চেতন জগতে আসিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? প্রকৃতি মাতার স্বকীয় নিবিড়ান্ধকারভরা বসনের মধ্য দিয়া আনন্দের মধুর হাসি যেন স্বল্প বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেহেতু প্রকৃতি এখানে তমঃ হইতে রজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। বসন্তে কুসুমের মধুর হাসি, মধুমাধবীর প্রকৃতিসহ বিলাস, প্রকৃতিমাতার অনুপম রমণীয় বসন পরিধান এসকল কি সমষ্টি প্রকৃতিরাজ্যে এবং জড়জীব রাজ্যে আনন্দ বিকাশের আভাসরূপে অনুমিত হইতে পারে না? সুকবি অবশ্য এ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ-সিন্ধু প্রকৃতির স্তরে স্তরে এই আনন্দের আভাস দেখিয়া উথলিয়া উঠিবে। জগৎ অবশ্যই তাঁহার নিকট নন্দনকানন-সদৃশ প্রতীয়মান হইবে। আবার প্রকৃতির আরও একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ভূ-চর এবং খে-চরগণের পারস্পরিক মোহান্ধ—এক পক্ষীর সহিত অন্য পক্ষীর প্রেম—এক পশুর সহিত অন্য পশুর প্রীতি, অপূর্ব্ব অপত্য স্নেহ, নির্ব্বাক্ প্রেম বিলাস, প্রীতিবিলাস, পশু-স্বভাব সুলভ প্রেমের পরিচয় দানে এ সকল কি ঐ আনন্দ সত্তার অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা নহে? এইরূপে প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ সত্তারও ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া থাকে। মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া উক্ত, আনন্দময়কোষের প্রত্যক্ষ বিকাশ হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে মনুষ্য যোনিতেই আনন্দময়কোষের বিকাশ হয় বলিয়া কথিত আছে। মানব যতই উন্নত হয়—ধর্ম্মধ্বজা উন্নত করতঃ প্রকৃতির উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে যতই আরোহণ করে ততই তাহার আনন্দসত্তা ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হওত পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হয়। যতই সে ধর্ম্মের সাহায্যে পূর্ণ মানব হইতে থাকে, ততই সচ্চিদানন্দ তাহার ভিতর পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন্। চরমে যখন সেই সাধক, প্রকৃতি-রাজ্যের অতীত জ্ঞানগরিমায় পূর্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হন্ তখনই তাহার আনন্দ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই আনন্দ মৌনব্যাপ্রকটিত—মনো রাজ্যের অতীত। সেখানে বাক্য বিলাস নাই। মানসকল্পনাসুন্দরী সেখানে স্বীয়া লীলা বিস্তার করে না। কেবল অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিরাজ করেন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেনঃ—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

অর্থাৎ যাহা মন এবং বাক্যের অগম্য, ব্রহ্মের সেই

আনন্দসত্তা জানিয়া বিদ্বান্ লোক কখনও ভীত হন্ না।"

এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেনঃ—

"समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो
निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत्।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा
स्वयंतदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

অর্থাৎ সমাধি দ্বারা নির্ধৌত মল, আত্মায় নিবিষ্ট চিত্ত-অন্তঃকরণে যে অনুপম সুখ হয়, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণিত হইতে পারে না? কেবল শুদ্ধ অন্তঃকরণেই অনুভূত হইতে পারে।

তাই গীতা বলিয়াছেন,—

यं लब्ध्वा चापरम् लाभं मन्यते नाधिकन्ततः।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥
सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं।
वेत्ति यत्र नचैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥"

অর্থাৎ যাহাকে লাভ করিলে অপর লাভ আর বেশী মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয় না, যে অবস্থায় থাকিলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, উহাই সেই আত্যন্তিক সুখ, বুদ্ধিগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, যাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচলিত হয় না।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি প্রকৃতি-রাজ্যে ত্রিগুণের বিকাশের তারতম্যহেতুই আনন্দ-বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ব্যষ্টি প্রকৃতিতে রজস্তম মল অপসৃত হইয়া সত্ত্ববিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরূপ ভগবদ্‌বিকাশের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদিত হয়; এই বিচারে প্রণিধান করিলে ইহা সহজেই স্পষ্টীকৃত হইবে বা অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে যে, প্রকৃতির উচ্চাবচ স্তর ভেদানুসারে উর্দ্ধাধঃ লোকেও আনন্দসত্তা বিকাশের তারতম্য হইবে। অর্থাৎ বিরাট পুরুষের নাভির উচ্চে ও নীচে যে সপ্ত ও সপ্ত একুনে চতুর্দ্দশ লোকের কল্পনা করা হইয়াছে, সেই সমস্ত লোক ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি রাজ্যেরই অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের উর্দ্ধ বা অধঃস্থিতি সত্ত্বগুণ বা তমোগুণের বিকাশ তারতম্যানুসারেই কথিত হইবে এবং যে সমস্ত জীবের তত্তৎ লোকে গতি, তাহাদেরও পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার ঐরূপ সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাবাপন্ন। সেই সমস্ত লোকে প্রয়াণশীল জীবগণের সুখদুঃখ ভোগও সেই অনুসারে হইবে। কারণ—প্রকৃতি যতই উর্দ্ধগামিনী হন্ অথবা প্রাকৃতিক স্তরের যতই সূক্ষ্মতা হয়, ততই ব্যাপক আনন্দরূপ পরমাত্মার বিকাশ হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

(মহামণ্ডলস্থ উপদেশক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র)

# তাঁরে ডাক!

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
দয়িতা তনয় সখা কাহারো পাবে না দেখা,
শ্মশানে হইবে শেষ তবে কেন বৃথা ক্লেশ—
কার তরে তবে বল কাঁদ অনুক্ষণ?

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
হেরিয়া নন্দন বন কেন কর আকিঞ্চন,
কেন চাও ভালবাসা বুক ভরা কেন আশা—
সংসারের মিথ্যা ব্যাজে মত্ত কি কারণ?

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
কার আশে বসি হেথা কুসুমে মালাটী গাথা,
কার গলে দিলে বল জীবন হবে সফল,
কার চিন্তাসিন্ধুনীরে হ'লে নিমগন?

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
কেন চাও অর্থরাশি ক্ষণিক আনন্দ হাসি,
কার তরে মুগ্ধ তবে রহিয়াছ বল ভবে—
কিংবা বল তোমা তরে কে কাঁদে কখন?

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
কল্পনার রম্য বনে বসিয়া আপন মনে—
গাঁথিছ সোপান কত সুখময় মনোমত,
বারেক ভাবনা কি হে সকলি স্বপন?

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
তাঁহারে ভুল না মন যিনি নিত্য নিরঞ্জন—
চিরদিন জীব তরে বিদ্যমান ত্রিসংসারে—
সাধনে মিলিবে অন্তে সে রাঙ্গা চরণ।

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
বুঝিয়া বুঝ না কেন ওহে ভ্রান্ত পাপ মন!
নিষেধ বচন মম কেন ভাব বিষ সম,
কেন চাও ছার ধন কামিনী কাঞ্চন?

হবে যদি এই দেহ অবশ্য নিধন!
বসিয়া আপন মনে "তাঁরে ডাক" একতানে,
এ নহে অলীক বাণী বলিয়াছে চিন্তামণি—
অবশ্য হইবে অন্তে সে পদে মিলন॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮ কাশীধাম।

## দ্রব্যগুণ।

### ( ৪ )

### কাঁটাকুমুরিয়া।

এই লতাজাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি স্থান জঙ্গলময় প্রদেশ। যে স্থানে মানব সমাগম বিরল—কেবল পশু পক্ষীতে কষ্টে যাতায়াত করিতে পারে, সেই স্থানেই ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহার ফুল হয় বটে; কিন্তু ফল কথনও দেখি নাই। এই লতার গাত্রে একরূপ অনুচ্চ কাঁটা আছে তাহাতে ইহা বনের অপর বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পত্রগুলি দেখিতে প্রায় চালিতা পত্রের অনুরূপ। ইহার অগ্রভাগ অতি গমনশীল একস্থানে একাধিক লতা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু অন্য উদ্ভিদের ন্যায় এক যায়গায় ঝাঁকে ঝাঁকে ইহা হয় না। এই লতার মূলদেশে একরূপ পত্রবৎ পদার্থ জন্মিয়া থাকে। ইহার মোথা দেখিতে আলুজাতীয় উদ্ভিদের তুল্য গোলাকার কিম্বা চতুষ্কোণ আকার হইয়া থাকে।

ইহার অন্য আর একটি নাম মাত্র আমি জানি; যশোহর, খুলনা এবং নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশের লোকে ইহাকে কাঁটা কুমুরে বা কুমরকে লতা বলিয়া থাকে। তবে কোন কোন কৃষকজাতীয়া ধাত্রী ইহাকে "চালো লতা" বলিয়াও অভিহিত করে। এই উদ্ভিদ কখনও শিক্ষিত লোকের কিম্বা ভদ্রগৃহস্থের পীড়া আরোগ্য বিষয়ে কোনদিন ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস নাই; কেননা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণ ইহার কোন পুরাতন নাম বলিতে পারেন না বা ভাবপ্রকাশে ইহা আছে কিনা তাহা আমি অবগত নহি; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এই লতাটিকে ভাব প্রকাশ গ্রন্থে বাদ দিয়াছে বলিয়া বুঝিলাম। যাহা হউক, আমরা ইহার বিষয় যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম। যদি এই সকল পড়িয়া এবং বুঝিয়া আমার পরীক্ষিত গুণগুলির পরীক্ষা কেহ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়।

ক্রিয়া—পরিবর্ত্তক, রক্তশোধক, সংরক্ষক, পিত্তনিঃসারক মূত্রকারক, শৈত্যকারক অধিক মাত্রায় অবসাদক। ইহার মাত্রাধিক্যে বিষাক্ততাগুণ প্রকাশ করে। ধরিতে হইলে এই লতা মানব জীবনের বিষ স্বরূপ; কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক সাবধানে ব্যবহার করিলে অমৃত গুণ ধারণ করে।

### আময়িক প্রয়োগ।

শাস্ত্রে আছে—বিষই বিকার ক্ষেত্রে অমৃত গুণ ধারণ করে। এই লতাটিকে ভগবান্ মানবজাতির পক্ষে যেরূপ উপাদেয় করিয়াছেন সেইরূপ অবার পশ্বাদি জীবের পক্ষেও মহা উপাদেয়। বিদেশীয় রেড্ জামেকা সারসাপেরিলা আজ আমাদের নিকট রক্ত পরিষ্কারের এক মহা বস্তু হইয়া

পড়িয়াছে পাশ্চাত্য ভাবের অনুকরণে আমরা এতই বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছি যে, আমাদের দেশীয় গাছ গাছড়াটিকে পর্য্যন্ত আমরা অবহেলায় ঘৃণায় অযত্নে ফেলিয়া দূর মহাদ্বীপের অজানা অচেনা লতা পাতা শিকড় ডাল প্রভৃতিকে জীবনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছি! আমাদের গৃহের নিকট যে নিত্য দৃষ্ট কত উদ্ভিদ ঐ সারসাপেরিলা হইতে শতগুণ গুণশালী, তাহা কে অনুসন্ধান করে? ভগবানের না জানি কি শুভ আশীর্ব্বাদে আজ আড়াই শত বর্ষের পাশ্চাত্য ভাবানুকরণশীল জাতির মাথায় "স্বদেশী" বলিয়া একটা টান জাগিয়াছে, তাই বুঝি দেশীয় দ্রব্যাদির আদর আপ্যায়িত আরম্ভ হইবে। এখনও ঠিক্ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, যে দিন দেখিব—দেশীয় গাছগাছড়ার ঔষধ প্রস্তুতকারক কার্য্যালয় হইতে এই কাঁটাকুমরিয়া প্রভৃতি ভেষজ গুলির লম্বা লম্বা নানারূপ রঙ্গের লেবেল সহ বোতল বোতল ঔষধ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে টেবিলের উপর সাজান রহিয়াছে—সেই দিন যথার্থ ই বুঝিব যে, আমরা স্বদেশী বলিয়া যে একটা তরঙ্গ তুলিয়াছি তাহা সত্য তাহা প্রাণের চেষ্টা। নতুবা এই হুজুগপ্রিয়তা যত শীঘ্র হয় উঠিয়া যাউক্ বা নিবারিত হউক।

যাহা হউক্ "ধান ভানিতে শীবের গীত" পাইয়া আর কার্য্য নাই, কাঁটাকুমরিয়া লতার পরিবর্ত্তক, সংস্কারক আর রক্ত পরিশোষক শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; বলাবাহুল্য যে, ইহা দ্বারা অতি সহজে দূষিত রক্তের লোহিতকণিকা পরিবর্দ্ধিত করিয়া লওয়া যায়। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, এই লতার এই শক্তি যাঁহারা পরীক্ষা করিবেন, তাহারা আমা অপেক্ষা আরও পরিতুষ্ট হইবেন। ইহার একষ্ট্রাক্‌ট (তরলসার) প্রস্তুত করিয়া অনন্তমূলের কাথ এবং হরীতকীর সহ খাইলে অবিকল সালসা খাওয়া হইবে। এই লতাকে আমাদের দেশীয় ধাত্রীগণ প্রসূতির সূতিকাগারে ঝুলাইয়া রাখিয়া থাকেন। তাহারা ইহার ঔষধের গুণ অবগত হইয়া এই কার্য্য করেন, না পূর্ব্বাপর প্রথা আছে বলিয়া করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন কোন প্রাচীনা ধাত্রী ইহার কোন গুণই যে না জানিয়া শিশু জন্ম স্থানে ইহাকে গৃহ বেড়িয়া রাখিয়া থাকেন এমনও নহে, বর্ত্তমানের অশিক্ষিতা পূর্ব্বকার শিক্ষিতা ধাত্রীগণ বলেন যে, এই কাঁটাকুমরিয়া লতার বাতাসে শিশুর "পেঁচো চোয়ালে" পীড়া আর প্রসূতির "টঙ্কার" রোগ হইতে পারে না। আমরা এই সকল ধাত্রীরূপিণী পুণ্যশীলা মহিলাগণের এই উক্তির সারবত্তা অনুসন্ধানে বুঝিয়াছি যে, এই লতাজাতীয় উদ্ভিদটি মানব শরীরের শিরামণ্ডলীর উপর অধিকতর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া স্নায়ুকেন্দ্রের স্থৈর্য্য সম্পাদন করে এবং উত্তেজিত আক্ষেপিত স্নায়ুসূত্রের উপর অবসাদন ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া কার্য্য করে বলিয়া ইহার বায়বীয়সূক্ষ্মশক্তিতে প্রকৃতই টঙ্কার প্রভৃতি পীড়ায় ঔষধরূপে গণ্য হয়। পূর্ব্বকার ধাত্রীগণ মেডিকেল স্কুল কলেজের ছাত্রী নহেন, তাঁহারা এই বিরাট বিশাল বারিধিমেখলা শৈলকিরিটিনী বঙ্গভূমির জননী এবং জীবনদায়িনী। তাঁহাদের সংস্কারই হউক্ আর কুশিক্ষাই হউক্, এইরূপে তাহারা এই লতার ব্যবহারে শত শত হাজার হাজার শিশুর গর্ভিণীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কাঁটাকুমরিয়া লতা যে সূতিকাগারে নাই, সে গৃহ বাঙ্গালীর দেশে নাই, আমি একটি আতুরে শিশুর পেঁচো চোয়ালে পীড়া আরাম করিতে কোন এক আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে আহুত হইয়াছিলাম। সেই স্থানে একটি গোয়ালা জাতীয়া ধাত্রী ছিল। সে স্ত্রীলোকটি আমাকে আসিয়াই "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। আলাপে বুঝিলাম—কামিনী যদিও লিখা পড়া জানে না, তথাপি সে যে কার্য্যে নিযুক্তা আছে, তাহাতে সে শিক্ষিতা। শিশুটিকে কোলে করিয়া আমার নিকট আসিয়া গৃহস্থদিগের আধুনিক সভ্যতার নিন্দা করিতে করিতে বলিল "বাবা! একটা কুমরকিয়া লতা বাবুদিগের দ্বারা আনাইতে পারিলাম না! বাবুরা ভাবেন, বুঝিবা বুড়ি তাহাদের দালান কুমরকিয়া লতা দ্বারা জঙ্গল করিয়া দেয়। এই যে সোনার যাদু হাই ঢাই করিতেছে, ইহা কি হইতে পারিত? কুমরকে লতা, গোরুর মাথা, বেনার মোথা আর বাঁশি ছাই থাকিলে কি আর এরূপ হয়?

ধন্য বিশ্বাস! আর শত ধন্য বাবুদের হিজিবিজি পড়া বুদ্ধিকে! এইতো এই বাড়ির ঝি অতুরীর আজ দুই মাস হইল ছেলে হয়েছে, কই তারতো এমন বিপদ হয় নাই?" এইরূপ বলিতে বলিতে ধাত্রীটি বাবুদিগের এবং বাবুদিগের পরিবারের এই বিষয়ে পূর্ব্ব নিয়মের ব্যাভিচারের কত কথাই বলিল। আমি তাহার কথায় তাচ্ছিল্য করিতে পারিলাম না জানিয়া একটি বাবু আমার বিদ্যা বুদ্ধির উপর যেন কিছু বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক, আমি আমার কার্য্য করিলাম। কুমরকে লতার উপর এইরূপ ভক্তি বিশ্বাস বাঙ্গালীর এবং খাঁটি বাঙ্গালিনীগণের যথেষ্ট আছে। আমি নিজে কুমরিয়া লতার একটি গুণ শিক্ষা করিয়াছি; অর্থাৎ এই লতা আমি নিজে ১৫ পনের দিন খাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, ইহার বীর্য্যবর্দ্ধক শক্তিও আছে। যাহারা স্নায়বীর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অকালবার্দ্ধক্য অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহারা প্রত্যহ দিনে অন্ততঃ একবার এই লতার ডগা আর ইক্ষুচিনি খাইয়া দেখুন বিনা পয়সায় ঔষধে নবজীবন লাভ করিতে পারেন কি না।

আজ কালিকার লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন পড়িয়া ধাতু দৌর্ব্বল্যের নামধেয় রাবিশ গুলি খরিদ করিয়া ধনে প্রাণে মরিবার চেয়ে ভগবানের অজাচিত করুণা লব্ধ এই উদ্ভিদগুলি ব্যবহার করিলে ধন প্রাণ উভয় দিকই রক্ষা পায়। কাঁটা কুমরিয়ার এই স্নায়ু বলকারক এবং বীর্য্য বৃদ্ধি কারক শক্তি দ্বারা আমার খুল্লতাত মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভকরিয়া গিয়াছেন। আমার উৎসাহে এবং বংশের মৌলিকতা গুণে আমাদের পরিবারে বিনা পয়সায় এই সকল উদ্ভিদ দ্বারা অনেকরূপ উৎকট পীড়া নিরাময় করাইয়া থাকে। কোন একটি নমঃশূদ্র কিছু কিছু সামান্য কবিরাজী ব্যবসা করিত, সে ব্যক্তি এই কাঁটা কুমরিয়া লতার ডগা পিসিয়া কিসমিস্, মৌরি, জাঙ্গিহরীতকী, লবঙ্গ, দারুচিনি তেজ পত্র এবং বাবলার আঠার গুঁড়া একত্র করিয়া পাটনাই মটরের ন্যায় বড়ি প্রস্তুত করিয়া উপদংশ, বাতরক্ত ও পিত্তবিকৃতি পীড়াপ্রবণ ব্যাক্তিদিগকে খাইতে দিত। তাহার এই বটিকার এমনি পশার প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, যশোহর জেলার পূর্ব্বাংশের লোকে এক কথায় সাধন বিশ্বাসের বড়ি বলিলে চিনিতে পারিত, এই সাধন বিশ্বাসের বড়ি এই অংশের চরিত্রভ্রষ্ট যুবক মাত্রেই খাইয়াছেন এবং সমাজের প্রধান অথচ যৌবন-চাপল্য দোষে দুষ্ট গুপ্তপীড়ায়াতনাভোগী মহাশয়গণ সাধনকে নানারূপ সাহায্য করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

৺কাশীধাম।

---

## অজ্ঞানের ধাঁধাঁ!

জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু, কর্ম্মের পর কর্ম্ম এবং ভোগের পর ভোগ ভুগিয়াও অজ্ঞানের ধাঁধাঁ ভাঙ্গিল না, এত জন্ম, এত মৃত্যু, এত কর্ম্ম এবং এত ভোগ হইয়া গেল, তথাপি অজ্ঞানের বন্ধন টুটিল না! অজ্ঞানের মোহ কাটিল না! অজ্ঞানের ধাঁধাঁ ছুটিল না! এমনই অজ্ঞান হইতে এই অনন্ত মহাকালের মহাবর্ত্ত আরম্ভ হইয়াছে যে, কিছুতেই কালের কুটিল চক্রের অব্যাহত ঘূর্ণনের নিবৃত্তি হইল না। সকলেই এই অজ্ঞানের ধাঁধাঁয় পড়িয়া দিশাহারা পথহারা হইয়া বার বার জন্মিতেছে এবং বার বার মরিতেছে! জন্ম মৃত্যুকে যাঁহারা জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, জানি না তাঁহাদের অজ্ঞানের ধাঁধাঁ আরও কতদূর মায়া-ভ্রান্তির অন্তরালে অন্তর্হিত! "জন্মিলে মরিতে হয় এবং মরিলে জন্মিতে হয়," ইহা যদি সংসারের স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম, তাহা হইলে জন্মেইবা কে এবং মরেইবা কে ইহার সিদ্ধান্ত কোথায় কিরূপ হইবে? কে না বলিবে যে,—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীতোপনিষদ্)

অর্থাৎ এই আত্মা জন্মে না বা কখন মরে না, এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত বা সনাতন এবং চিরপুরাতন, শরীরই ধ্বংসশীল, এই শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মা নিত্যই থাকে, অথচ জীবগণ জন্মিতেছে এবং মরিতেছে! ইহা অপেক্ষা আর কি অজ্ঞান হইতে পারে যে, আত্মা নিত্য হইয়াও শরীর সম্বন্ধে সম্বন্ধী, আত্মা এক হইয়াও নানা এবং আত্মা জন্ম মৃত্যুরহিত হইয়াও জন্মিতেছে ও মরিতেছে! কি অজ্ঞান! কি ধাঁধাঁ! নিত্য সত্য আত্মার আবার শরীর ধারণ! এক আত্মার আবার নানা নাম, নানা মূর্ত্তি এবং নানা আকার! এই যে পরিদৃশ্যমান বিশাল সংসার, এসংসারের মূল কারণ কি? যদি এক নিত্য সত্য বস্তু সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, তাহা হইলে এত বড় অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে কিরূপে আসিল? নিত্য সত্য এক বস্তু অনন্ত জ্ঞান ব্রহ্মই যদি সর্ব্ববাদি-সিদ্ধান্ত হয়, তবে এই অনিত্য অবস্তু বিশ্বসংসার কোথা হইতে আসিল? দার্শনিকগণের মীমাংসায়—কেহ বা ঈশ্বরেচ্ছাকে চৈতন্যময়ী কারণ স্বীকারপূর্ব্বক তৎকর্তৃক সংযোজিত পঞ্চভূত হইতে নিখিল-জগতের সৃষ্টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা চৈতন্যময় পুরুষের সহিত সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা কর্ত্রীস্বরূপিণী প্রকৃতির সংযোগে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি স্থির করিয়াছেন। কেহ কেহ বা কর্ম্মকেই অনাদি অনন্ত কারণস্বরূপে সংসার সৃষ্টির সমাধান করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বা সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সেই

**"একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়"।**

(শ্রুতি)

শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যবলে জগৎসৃষ্টির আদি কারণ নির্ণয় করিতেও কুণ্ঠিত হন্ নাই; বস্তুতঃ দেখিতে হইলে এই সমস্ত সিদ্ধান্তই সেই অজ্ঞানের ধাঁধাঁ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিতে হইবে, কেননা সকলই যখন অজ্ঞানের ধাঁধাঁয় মুগ্ধ হইয়া ঘুরিতেছেন! নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যখন অজ্ঞানের ধাঁধাঁয় একবার হইতেছে এবং একবার নাশ প্রাপ্ত হইতেছে, তখন যে যাহাই দেখিবে, যে যাহাই বুঝিবে, যে যাহাই বলিবে এবং যে যাহা করিবে, তৎসমস্তই অজ্ঞানের ধাঁধাঁ বুঝিতে হইবে, অজ্ঞান ধাঁধাঁয় ভ্রান্ত হইয়া, কি দেব, কি অসুর, কি নর, কি ঋষি কি মুনি সকলই আত্মবিস্মৃত, সেই চক্ষু থাকিতে অন্ধ এবং সকলই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে! কারণ যে এক নিত্য সত্য অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান বস্তু সৎস্বরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী, চিৎস্বরূপে স্বয়ং প্রকাশমান এবং আনন্দস্বরূপে সর্ব্বানুভূতিরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বানুভূত, সেই সত্য বস্তুকে দেখিয়াও দেখা যাইতেছে না, বুঝিয়াও বুঝা যাইতেছে না এবং জানিয়াও জানা যাইতেছে না। অজ্ঞানের ধাঁধাঁয় পড়িয়াইত সকলই সেই আত্মতত্ত্ববস্তু ধারণাও করিতে পারিতেছে না! হায়! হায়! কি অজ্ঞান! কি ধাঁধাঁ! এত বেদ বেদান্ত, এত শাস্ত্র সংহিতা, এত দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা সমস্তই কি বিফল হইল? এক অজ্ঞানের ধাঁধাঁয় পড়িয়া সমস্তই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, সে তাহাই শ্রুতি স্মৃতির যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতেছে! কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারিয়াছেন কি? "আমি সমস্তই জানি" "আমি সমস্ত বিষয়ই বুঝিতে সমর্থ।" পাণ্ডিত্যের গণ্ডীমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তিতর্কের অসীম বাদ প্রতিবাদে যদি প্রকৃত তত্ত্ব মীমাংসিত হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? তত্ত্ব বস্তু স্বয়ংই প্রকাশমান, তত্ত্ববস্তুর প্রমাণ, তত্ত্ব বস্তু নিজেই স্ব স্বরূপ দ্বারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সেই স্বস্বরূপোপলব্ধি না হওয়ার কারণই অজ্ঞান, অজ্ঞান অর্থে সৎ কিংবা অসৎ দ্বারা অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ ত্রিগুণকেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণই অজ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া জানা যায়; পরন্তু জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলা যায় না, এই জন্যই জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপই অজ্ঞানের প্রয়োজন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা সৎও নয়, অসৎও নয়, অথচ ভাবরূপ ত্রিগুণাত্মক যাহা কিছু তাহাই অজ্ঞান। এই ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞানের দুইটি শক্তি দেখা যায়, একটি আবরণশক্তি অপরটি বিক্ষেপশক্তি। আবরণ শক্তি বলিতে—স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপ সত্য বস্তু অনুভবের প্রতিবন্ধক হইয়া যে শক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। যদিও অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপী সত্য বস্তু

অজ্ঞান তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তথাপি সামান্য একখানি মেঘ যেমন পৃথিবী হইতে অতি দূরে অবস্থিত অতি বৃহৎ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতে দেয় না, দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া থাকে; সেইরূপ এই অজ্ঞানের আবরণশক্তিও জ্ঞানরূপ সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে দিতেছে না, জ্ঞান দৃষ্টি মেঘবৎ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং সকলই অজ্ঞানান্ধ হইয়াছে! দ্বিতীয়-বিক্ষেপশক্তি অর্থাৎ লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকারিণীশক্তি, কারণ শরীরই অজ্ঞান এবং লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধিবিশিষ্ট, আর স্থূল শরীর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এখন বুঝিতে হইবে যে, অজ্ঞান কিরূপে জ্ঞানের বিরোধী হইল এবং কিরূপেই বা জ্ঞান দৃষ্টি রোধ করিল? জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ তত্ত্ববস্তু, ইহাই সিদ্ধান্ত, তাহা হইলে স্বপ্রকাশ সেই জ্ঞানরূপ তত্ত্ববস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে কি না? যদি বলা যায়—প্রত্যক্ষ হইতেছে, তবে কেন সাক্ষাৎ দেখা যাইতেছে না? আর যদি বলা যায়-প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তাহা হইলে কেন হইতেছে না? অজ্ঞানহেতুই হইতেছে না। অতএব বলিতে হইবে যে, স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপ তত্ত্ব বস্তু আমরা সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছি না, এই যে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছি না, ইহাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই আমাদিগের জ্ঞানদৃষ্টির পথের আবরণ স্বরূপ হইয়া আছে। এই অজ্ঞানাবরণের পরেই আমাদের সেই জ্ঞান স্বরূপ তত্ত্ব বস্তু। জ্ঞান স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় বস্তু, অজ্ঞান সেই চৈতন্যের সান্নিধ্যহেতু চৈতন্যযুক্ত বলিয়া অনুভূত হইতেছে বটে; কিন্তু স্বপ্রকাশ জ্ঞানচৈতন্য অনুভূত হইতেছে না, ইহাই অজ্ঞানের ধাঁধাঁ! এবং ইহাকেই বলে অধ্যারোপ। প্রকৃত বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে না; পরন্তু অবস্তু বস্তু বলিয়া জানা যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানের ধাঁধাঁ আর কি হইতে পারে? বস্তুতে অবস্তুর জ্ঞান হওয়া বা অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান হওয়া উভয়ই ভ্রমমূলক বলিতে হইবে। বস্তু অর্থে সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম এবং অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড় সমূহই অবস্তু। বস্তুর সত্তাতেই অবস্তুর সত্তা, কারণ অবস্তু মাত্রই মিথ্যা। যাহা অসৎ হইয়াও সৎরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই মিথ্যা। বন্ধ্যা পুত্র ও আকাশ কুসুমাদি একেবারেই মিথ্যা, যেহেতু বন্ধ্যা-পুত্র আকাশকুসুমাদি কোন কালে ছিলও না এবং কেহ কোনদিন প্রত্যক্ষও করে নাই; কিন্তু এই যে অজ্ঞানাদি সমস্ত জড়সমূহ বিশ্ব সংসার বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, কেবল বর্ত্তমান কালেই এই সংসার প্রত্যক্ষ হইতেছে, সুতরাং এই সমস্তই মিথ্যা, কি অজ্ঞান! কি ধাঁধাঁ! যাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলই নিঃসন্দেহ, তাহাই মিথ্যা বলিয়া স্থির হইল! আর যাঁহা প্রত্যক্ষ হইতেছে না, যাঁহাকে কেহই কায়মনোবাক্যে ধারণা করিতে পারিতেছে না, তাহাই সত্য বলিয়া চিরকাল সত্য হইল! তবে কি এসংসার স্বপ্নে হস্তী দর্শনের ন্যায় একেবারেই মিথ্যা! ঠিক্ কথা, বিশ্ব সংসার অবস্তু বলিয়াই স্বপ্ন দৃষ্ট গজাদিবৎ মিথ্যা হইয়াছে, আর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্ব বস্তু বলিয়াই সত্য হইয়াছে। তথাপি অজ্ঞান! তথাপি ধাঁধা! এ অজ্ঞান এবং এ ধাঁধাঁ কিছুতেই যাইতেছেনা! অন্ধকার স্থলে লম্বমান রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রান্তি হয় এবং আলোক স্থলে জাজ্বল্যমান শুক্তি দর্শনে রজত বলিয়া ভ্রান্তি হয়। কেননা অরণ্যাদিতে সর্প দর্শনজনিত পূর্ব্বকার সংস্কার আছে, হঠাৎ অন্ধকারে পতিত রজ্জুকে পূর্ব্ব দৃষ্ট সর্পের আকারাদি সাদৃশ্য হেতু সর্প বলিয়া ভ্রম হইতেছে, সেইরূপ অন্যত্র রজত দর্শনজনিত সংস্কার থাকায় আলোকে পতিত শুক্তিকেও পূর্ব্বদৃষ্ট রজতের চাকচিক্যাদি সাদৃশ্যহেতু রজত বলিয়া ভ্রম হইতেছে, এই উভয় স্থলেই ভ্রম জ্ঞান হইয়াছে। কেননা অন্ধকার অপগত হইলে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জানা যাইবে, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলে তখন আর সর্প ভ্রান্তি হইতেই পারে না, শুক্তিকেও শুক্তি বলিয়া জানিতে পারিলে আর রজত বলিয়া ভ্রম হইবে না। অতএব যে যাহা, তাহাকে তাহাই জানিতে পারিলে ভ্রম হয় না; পরন্তু যে যাহা তাহাকে তাহা না জানিয়া যদি অন্যথা জানা যায়, তবেই ভ্রম হয়। অনাদি অনন্ত কাল হইতে মিথ্যা সংস্কারের বশী-

ভূত হইয়া জীবগণ মিথ্যা অবস্তুকে এক সত্য তত্ত্ব জ্ঞান চৈতন্য বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে! এই ভ্রান্তি, জীবের কতকাল থাকিবে? যতকাল না সেই তত্ত্ব চৈতন্য বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে, ততকালই এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে জীবগণ ঘুরিয়া বেড়াইবে, যেই বস্তুজ্ঞান জন্মিবে, অমনি জীবের সেই অনাদি অনন্ত বাসনাবাসিতান্তঃকরণের মিথ্যা সংস্কার এককারে সমূলে উৎপাটিত হইবে! কি অজ্ঞানের ধাঁধাঁ! কিছুতেই সত্যতত্ত্ব জ্ঞান চৈতন্য বস্তুর জ্ঞান হইতেছে না। এস্থলেও বস্তুজ্ঞান দুই প্রকার বলিয়া জানা যায়-প্রথম পরোক্ষ জ্ঞান, দ্বিতীয় অপরোক্ষ জ্ঞান। সত্যতত্ত্ব চৈতন্য জ্ঞান বস্তু আছে, এইরূপ জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান এবং সত্য তত্ত্ব চৈতন্য জ্ঞান বস্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, এইরূপ জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান। অস্তিজ্ঞানই পরোক্ষ এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অপরোক্ষ। অজ্ঞান কিন্তু এই উভয় জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধক। প্রথম গুরু-মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ দ্বারা বার বার মনন হইলেই "অস্তি জ্ঞানে"র উদয় হয় এবং সেইরূপ পুনঃ পুনঃ মনন হইতে যেই নিদিধ্যাসন হয়, অমনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। কি ভয়ানক অজ্ঞান! এত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন স্বত্বেও জ্ঞানোদয় হইতেছে না! কি ধাঁধাঁ! এত বড় একটা অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের "অস্তিত্ব" প্রত্যক্ষ করিয়াও অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে না? এই নিখিল বিশ্বের "অস্তিত্ব" বা সত্তা এক সেই সত্যতত্ত্ব জ্ঞান চৈতন্য বস্তুই বুঝিতে হইবে; কেন না এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবস্তু বা মিথ্যা বলিয়া আরোপিত হইয়াছে, সত্যতত্ত্ব বস্তুই এই আরোপের অধিকরণ-আধার বা অধিষ্ঠান, যেমন পূর্ব্বোক্ত রজ্জুতে সর্প ভ্রম এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম স্থলে রজ্জু ও শুক্তি পদার্থেই সর্প এবং রজতের আরোপ বশতঃ ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, সে স্থলে সর্প ও রজতের কোনরূপ অস্তিত্ব বা পৃথক্ সত্তা ছিল না, সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেরও কোনরূপ স্বতন্ত্র সত্তা নাই, প্রকৃত-যথার্থ সত্য বস্তুর সত্তাতেই ইহার অস্তিত্ব বা সত্তা জন্মিয়াছে। এই জন্যই বলিতে হয় যে, অধিষ্ঠান বা অধিকরণের (আধারের) সত্তা ব্যতীত আরোপিত পদার্থের পৃথক্ কোনরূপ সত্তা একেবারেই নাই। তাহা হইলে—যে মুহূর্ত্তে রজ্জু ও শুক্তিকে সর্প ও রজত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে সর্প এবং রজতের সত্তা প্রাতিভাসিক বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কেন না মাত্র প্রতীতি কাল ব্যাপিয়া যে সত্তা থাকে, তাহাকেই প্রাতিভাসিক সত্তা বলা যায়, সাধারণতঃ পদার্থের যে সত্তা তাহার নাম ব্যবহারিক সত্তা, এই ব্যবহারিক সত্তা, তত্তদ্বস্তুর সহজাত হইয়া সহনাশত্ব প্রাপ্ত হয়, আর প্রাতিভাসিক সত্তা কেবল তৎকালেই হইয়া থাকে, এই দুই প্রকার সত্তা ভিন্নও এক প্রকার সত্তা আছে, তাহার নাম পারমার্থিক সত্তা, পারমার্থিক সত্তার নাশ নাই। ব্যবহারিক সত্তা যাবৎ পদার্থের স্থিতি তাবৎ কালই থাকে, পদার্থের নাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার লোপ পাইলে ব্যবহারিক সত্তারও অভাব হয়। প্রাতিভাসিক সত্তাও যাবৎ কাল প্রতীতি হইতেছে তাবৎ কালই থাকে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা চিরকালই আছে। এই পারমার্থিক সত্তাই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বস্বরূপে সৎ, প্রকাশস্বরূপে চিৎ এবং এক অদ্বয় অনুভবস্বরূপে আনন্দ, তবে যে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতীত হইতেছে, তাহার কারণ অজ্ঞান, অজ্ঞান হেতুই এক চৈতন্য বস্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছে। এক সত্য চৈতন্যের সন্নিধান বশতঃই অজ্ঞান দুই প্রকারে অনুভূত হইতেছে। এক প্রকার সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা মায়া, অন্য প্রকার বৈষম্যাবস্থা অবিদ্যা, এই মায়া এবং অবিদ্যার সাধারণ নাম প্রকৃতি হইলেও সাম্য ও বৈষম্য হেতু দ্বিবিধ নাম বেশ প্রত্যক্ষ হইতেছে।

চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥

(বেদান্ত)

অর্থাৎ চিদানন্দময় ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রতিবিম্বের সহিত সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি দুই প্রকার নামে অভিহিতা হইয়াছেন, এক মায়াবিম্ব অপর অবিদ্যাবিম্ব। চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তু, অজ্ঞান নামক পদার্থে প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই নানারূপ ভেদ নামাদি প্রকাশ পাইয়াছে

যেহেতু তত্ত্ব বস্তু চৈতন্যের কোন নাম রূপাদি ভেদ নাই। অজ্ঞান পদার্থে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস পতিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন বিম্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু অজ্ঞানস্বরূপ মায়াবিম্ব একত্ব; একত্ব মায়াবিম্বকে বশীভূত করিয়া যে চিদাভাস প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলা যায়, আর অবিদ্যাদির বশীভূত যাহারা, তাহারাই জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জন্যই মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বরই এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, আর অবিদ্যোপহিত চৈতন্য সকল এই সৃষ্ট বিশ্বের যাবতীয় ভোগ্য বিষয় ভোগ করিতেছে। কি অজ্ঞান! কি ধাঁধা! অবিদ্যোপহিত চৈতন্যস্বরূপ জীবগণের ভোগের নিমিত্তই মায়াধীশ ঈশ্বর চৈতন্যের বোধশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রথমেই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইল।

**"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ু বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিব্যা উৎপদ্যতে।"**

সেই একমেবা ত্বয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণ মিশ্রিত বোধ ইচ্ছা ক্রিয়া শক্তি দ্বারা মায়াধীশ ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহা হইতেই উক্ত গুণত্রয়ের প্রকাশ প্রকৃতি নিয়মন অনুসারে সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তৃত্ব হেতু প্রথমেই আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ইহাকেই বলে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি; সুতরাং নিত্য সত্য জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু ব্যতীত যাহা কিছু এই প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই সমস্তই অজ্ঞান। অতএব এই অজ্ঞানকে দূরীভূত করা কতদূর সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়; অজ্ঞানকে যদি অজ্ঞান বলিয়াই ঠিক্ বুঝা যায় বা জানা যায় কিংবা চিনা যায়, তাহা হইলেই অজ্ঞানকে দূরীভূত করা যায়, নচেৎ অজ্ঞানকে জ্ঞানরূপে ধারণা করিলে কিছুই ফল হইবে না। যে যাহা, তাহাকে তৎস্বরূপে জানার নামই নিশ্চয় জ্ঞান, অন্যথা ভ্রম; অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া জানিতে পারিলেই যে, অজ্ঞানের ধাঁধা কাটিবে, ইহা বাস্তবিকই সত্য। পূর্ব্ব কথিত রজ্জু শুক্তি স্থলে সর্প রজত ভ্রান্তি দৃষ্টান্তে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রজ্জুকে রজ্জু এবং শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিতে পারিলে সর্পরজতের ভ্রান্তি হইতেই পারে না। সেইরূপ প্রকৃত বস্তু জ্ঞান হইলে অজ্ঞানও থাকিতে পারে না, তাহা হইলে অজ্ঞান নিবৃত্তিই আমাদের পরম প্রয়োজন। অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে জ্ঞানের যথার্থ স্ফূর্ত্তি আমরা ধারণাও করিতে পারিতেছিনা। এখন বুঝা উচিত যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে এই অনাদিকালের অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞানই যত অনর্থের মূল, অজ্ঞানই যত দুঃখের কারণ, অজ্ঞানই যাবতীয় অশান্তির আকর, অজ্ঞানই পাপাচার অত্যাচার ব্যভিচার এবং অবিচারের প্রধান সহায়, অজ্ঞানই জীবের সংসার বন্ধনের একমাত্র নিদান, সুতরাং অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতেই হইবে। জ্ঞান উদয় হইলে অজ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে, যেমন আলোক আসিলে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানোদয় হইলেও অজ্ঞানের নাশ হইতে পারে। অজ্ঞানকে অজ্ঞানরূপে জানিতে পারিলে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানও দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞানের ধাঁধাও ভাঙ্গিয়া যায়। তাই সাধুরা বলিয়া থাকেন;—

**সদ্গুরু পায়োঁয়ে ভেদ্ বাতায়োঁয়ে জ্ঞান কর উপদেশ।**
**তব্ কয়লাকো ময়লা ছাড়ে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥**

( সাধু বাক্য )

কয়লার মলিনত্ব শতবার ধৌত করিলেও যায় না বটে; কিন্তু অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে কয়লার সে মলিনতাও নাশ পাইয়া থাকে, প্রথমেই সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিয়া সদ্-গুরু উপগত হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে জ্ঞান উপদেশ লাভ হইয়া থাকে, জ্ঞান উপদেশ লাভ হইলে অজ্ঞান আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এইরূপ "তত্ত্ব" জিজ্ঞাসার উপযোগিতা থাকা চাই, অর্থাৎ কেবল মুখেই প্রকাশ করিলে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হওয়া যায় না। তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমুদয় যথাশাস্ত্র এবং যথাবিধি অনুষ্ঠিত করিতে হইবে, যে কখনও সামান্য "হেলে" সর্প ধরিতে পারে না, সে কি

কাল সর্প ধরিতে পারে? বস্তু জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, সেই বস্তু জ্ঞান করিতে হইলে যথাক্রমানুসারে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে বা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই যথাবিধি এবং যথাশক্তি করিতে হইবে, নচেৎ বামনের হস্তপ্রসারণে আকাশস্থিত চন্দ্রধারণের ন্যায় হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

শ্রী——বিদ্যাপ্রেমী।

---

## সম্পাদকীয় টিপ্পনী।

ই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতের শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে উন্নতি করিবার জন্য মনোযোগী হইয়াছেন। বোম্বাই প্রান্তের গবর্ণর শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেব বাহাদুর একজন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ এবং উদারমনা পুরুষ, তিনি বোম্বাই প্রান্তের সরকারী দপ্তরে এক বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, যে সমস্ত দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত হয় এবং পাওয়া যায়, তৎসমুদয় এখান হইতে লইতে হইবে, বিদেশ হইতে আনাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আশা করি অন্যান্য প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টও ঐরূপ উচিত কার্য্যের অনুকরণ করিয়া স্ব স্ব প্রান্তে উক্তরূপ আদেশ প্রদানে উদারতা প্রকাশ করিবেন।

* * *

দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতেই সঙ্ঘশক্তির আদর বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বপ্নেও জানা যায় নাই যে, তুর্করাজ্যে সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা এত অল্পকাল মধ্যে স্থাপিত হইবে। ফরাসীরাজ্যের রীজেণ্ট্ ( নাবালক রাজা ও রাজ্যের অভিভাবক ) মহাশয় স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তথাকার গবর্ণমেণ্টের সভ্যগণের মতভেদ দূর করিবার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। চীন সাম্রাজ্যের রীজেণ্ট্ মহাশয়ও এক নূতন সারকুলার প্রচার করিয়া সাম্রাজ্যের সমুদয় প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, সম্পূর্ণরূপে চীন পার্লামেণ্ট গঠিত করিবার জন্য শীঘ্রতার সহিত যত্ন করা হয়। আমাদের মাননীয় সম্রাট দক্ষিণ আফ্রিকায় যেরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে পৃথিবীর সমস্ত জাতিই ধন্য ধন্য করিতেছে। সম্প্রতি আমাদের সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এক প্রকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আয়রলণ্ডেও স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট স্থাপিত করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট অতিশয় প্রভাবশালী এবং সৌভাগ্যবান্ তাঁহার ভারত সাম্রাজ্যে শুভাগমনের সংবাদে রাজভক্ত প্রজাগণ এবং উন্নতিলাভেচ্ছু ভারতেরও অনেক আশা হইয়াছে।

* * *

সমাজের সংস্কার এবং উন্নতি বিধান করা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য মহামণ্ডল অনেক কার্য্যও করিয়াছে, কতিপয় ব্রাহ্মণ জাতির সামাজিক উন্নতি বিষয়েও সহায়তা দিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষত্রিয়জাতিমধ্যে পরস্পর পানভোজনাদি ও বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত করিবার জন্য যখন কয়েক নরপতি মিলিত হইয়া মহামণ্ডলের প্রধান সঞ্চালক স্বামিজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই বিষয়ে ক্ষত্রিয়জাতিকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই সাহায্যের ফলে ক্ষত্রিয় জাতির সমাজ হিতকর কার্য্য অধিক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে।

* * *

সনাতনধর্ম্মাবলম্বী মাত্রই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ৺কাশীধামে স্থাপিত পশুশালার কার্য্য দিন দিন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। মান্যবর শ্রীযুক্ত মহারাজ কাশী নরেশ, শ্রীযুক্ত বাবু মতিচাঁদ ( জমিদার, ) জৈনাচার্য্য বিজয়চন্দ্র ধর্ম্মসূরিজী এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দরাচার্য্য রসায়নশাস্ত্রী মহাশয় এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য ও উদ্যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

* * *

জব্বলপুরনিবাসী খুরসদজী সোরাবজী বশওয়ালা মহাশয় একটি বিশেষ উপযুক্ত ও প্রশংসনীয় প্রস্তাব উপ-

স্থিত করিয়াছেন, তিনি স্থির করিয়াছেন যে, আগামী দিল্লী দরবারের সময় যখন ভারত সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের ভারতে শুভাগমন হইবে, তখন তাঁহার নিকটে একখানি প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিতে হইবে, ঐ প্রার্থনা পত্রে গোরক্ষার উপযোগিতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করত গোবধ নিবারণের জন্য প্রার্থনা করা হইবে। উক্ত প্রার্থনা পত্রে অন্ততঃ পাঁচ কোটি ভারতবাসীর স্বাক্ষর থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক হিন্দু এবং উদারচেতা শিক্ষিত মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানদিগেরও কর্ত্তব্য যে, উক্ত ঠিকানা হইতে প্রার্থনা পত্রের কাপি এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ করার ফারম আদি আনাইয়া স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া তথায় প্রেরণ করিবেন। আমরা আমাদের শাখাসভা ও সর্ব্বপ্রকার সভ্যগণ এবং সমস্ত সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি যে, সকলই এই ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিবেন! আর সর্ব্বপ্রকার সভা, সমাজ ও সংস্থা-মহোদয়ের নিকটেও আমরা এই শুভকার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

*　　*　　*

অতিশয় সুখের সংবাদ যে, প্রয়াগের উত্তর ক্ষত্রিয় সভা এক সভায় পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষত্রিয়সভা একত্র মিলিত হইয়া "ক্ষত্রিয় উপকারিণী" নামে একটি মহাসভা হইয়াছে। কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর এই ক্ষত্রিয় মহাসভার সভাপতি এবং শৈলানাধিপতি মহারাজাবাহাদুর সহকারী সভাপতি হইয়াছেন। রীবার মহারাজ বাহাদুর এই সভার কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন। শ্রীমহামণ্ডলের ডেপুটেশনের দ্বারা কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে যে ক্ষত্রিয় সম্মিলন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই কার্য্য বিশেষ রূপে অগ্রসর হইতেছে। কাশ্মীর ও রাজপুতানার ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে পরস্পরবিবাহ সম্বন্ধেরও সূত্রপাত হইয়াছে এবং কতিপয় ক্ষত্রিয় নরপতি, পূর্ব্বে যাঁহারা স্বজাতির মধ্যে স্বতন্ত্ররূপে ছিলেন, তাঁহাদিগকেও এখন স্পষ্টরূপে সম্মিলিত করিয়া লইয়াছে, মহামণ্ডলের প্রধান ব্যবস্থাপক শ্রী ১০৮ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজই সর্ব্বপ্রথমে এই কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতিরই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।

*　　*　　*

বর্ত্তমান জীবিকাসঙ্কট দিনে স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে! বাহিরে ধর্ম্মবক্তৃতা ভিতরে অর্থ লালসা এখনকার বিধর্ম্মীদিগের একমাত্র ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম কিন্তু ইহাদের নিকট একেবারেই তুলনায় অযোগ্য হইয়াছে, কারণ হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মতই চিরকাল বেদ স্মৃতির বিধিব্যবস্থানুসারে কি সদাচারে? কি সমদর্শিতায়? কি ত্যাগ স্বীকারে এবং কি শৌর্য্যবীর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিতে? সকল বিষয়েই অতুলনীয়। সুতরাং স্বার্থপ্রণোদিত যথেচ্ছাচারবিহারাদিপরায়ণ অসৎ-পথাবলম্বিগণের ছায়াও সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরা স্পর্শ করিতে পাপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই সনাতন ধর্ম্মের এত শ্রেষ্ঠত্ব এবং এত মাহাত্ম্য এবং এই নিমিত্তই স্বেচ্ছাচারিতা ও ভোগ বিলাসিতা সদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট এতদূর অনাদৃত এবং ঘৃণিত!

*　　*　　*

স্থানীয় সনাতনধর্ম্মকুমার সভার উৎসব কার্য্য মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন সুশোভিত করিয়াছিলেন। মহামণ্ডল দ্বারা প্রাপ্ত, আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার "ধর্ম্মনিকেতন" নামক স্থানে তিন দিবস ব্যাপিয়া উক্ত কুমার সভার উৎসব হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয়ের আসন সন্নিহিত স্থানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, (এই প্রতিমূর্ত্তি মহামণ্ডলের গুরুধাম নামক স্থান হইতে আনীত হয়,) রক্ষিত হইয়াছিল। এই উৎসবে বহু লোকের সমাগম হয়, মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম শর্ম্মা মহাশয়ের বক্তৃতা বড়ই মধুর ভাবে শ্রোতৃগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি যুক্তি, প্রমাণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব দ্বারা বিধবা বিবাহ যে অনুচিত তাহা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিপূজা এবং শ্রাদ্ধবিষয়েও প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি ইঁহার

বক্তৃতার বিশেষ প্রভাব কার্য্যকর হইয়াছিল, মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাবিষ্ণু মিশ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ও বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, অন্যান্য বিদ্বান্‌দিগের ও বক্তৃতা হইয়াছিল। শেষে একদিন মহা ধূমধামের সঙ্গে বেদ ভগবান্‌কে লইয়া নগর পরিভ্রমণ করা হইয়াছিল, এই কার্য্যের জন্য আমরা কুমার সভার ছোট ছোট কুমারগণকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদের এতাদৃশ প্রশংসনীয় উৎসাহ দ্বারা কাশীধামে ধর্ম্মচর্চ্চার বিশেষ আয়োজন ও অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

## ধর্ম্মপ্রচার সংবাদ।

শ্রীযুক্ত স্বামী আনোরামসাগর সন্ন্যাসী মহাশয় পঞ্জাব—শিকারপুর থিয়েটার হলে আট দিন যাবৎ সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তথায় একটি সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে এবং কিছু চাঁদাও সংগৃহীত হইয়াছে। স্বামিজী তথা হইতে গমন করিয়া জেকমাবাদ নামক স্থানে দশ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পুনরায় সক্খরে আসিয়া তথাকার মীটাসঙ্গত নামক স্থানে দশ দিন যাবৎ বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উক্ত স্বামিজী মহাশয় মোগল সরাইয়ের ধর্ম্মশালাতেও ধর্ম্মজ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ দুইটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুদ্রদত্ত শর্ম্মা মিশ্র মহাশয়ও উল্লিখিত স্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যোন্নতি, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রাদ্ধ, মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, উক্ত উভয় সজ্জনেরই এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারবিষয়ক প্রযত্ন বিশেষ প্রসংশনীয় এবং অনুকরণীয়।

* *

জামালপুর হইতে শ্রীযুক্ত উদয়ভানু শর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে, গত আশ্বিন মাসে ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাসুদেব শর্ম্মা মহাশয় এই স্থানে আগমন করিয়া প্রথম দিন ধর্ম্ম বিষয়ে এবং দ্বিতীয় দিন গোরক্ষা বিষয়ে প্রভাবশালিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এতই প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ একটি গোরক্ষা-সভা স্থাপিত হইয়াছিল, সেই গোশালায় বর্ত্তমানে ১৮টী গাভী এবং বহু ষণ্ড (ষাঁড়) রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় জামালপুরে ১৮ দিন যাবৎ থাকিয়া মূর্ত্তিপূজা, অবতার, শ্রাদ্ধ, পাতিব্রত্য, ধর্ম্ম এবং রামনাম প্রভৃতি বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কয়েক "আর্য্য সমাজী" একজন আর্য্য সমাজী উপদেশককে শাস্ত্রার্থ করিবার জন্য উক্ত পণ্ডিতজীর নিকট লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু পণ্ডিতজী অতি অল্প কালের মধ্যেই স্বকীয় যুক্তিদ্বারা আর্য্য সমাজী উপদেশকের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

## মহামণ্ডল সংবাদ।

মহামণ্ডলের উদ্যোগে সংস্থাপিত শ্রীমহামণ্ডল-শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেডের কার্য্য সফলতার সহিত দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। মহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী তাহেরপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় রাজা বাহাদুর মহাশয় উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

শৃঙ্গেরী মঠের শ্রী ১০৮ শঙ্করাচার্য্য প্রভু গুরুধাম নামক স্থানের শোভা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের একখানি বহু মূল্য চিত্র ( ফটো ) প্রেরণ করিয়া যথার্থই কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মঠের শ্রী১০৮ শঙ্করাচার্য্য প্রভুর চিত্রও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

* * *

আমরা প্রথমেই প্রকাশিত করিয়াছি যে, রাজপুতানার প্রসিদ্ধ নরপতিগণ মহামণ্ডলের গুরুধাম নামক স্থান শোভিত করিবার জন্য স্ব স্ব চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন "করৌলী" "মহীশূর ডুঙ্গরপুর এবং বেনারস প্রভৃতির মহারাজাও আপনাপন চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা সবিশেষ ধন্যবাদার্হ।

* * *

কোট্‌লার ঠাকুর সাহব উমরাও সিংহজী মহাশয়ের স্বর্গলাভ হওয়ায় তদীয় সুযোগ্য পুত্র কোট্‌লারাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর অনারেবল শ্রীযুক্ত কুশলপাল সিংহ এম, এ, বি, এল, মহাশয় মহামণ্ডলের প্রস্তাবানুসারে স্বর্গীয় পিতার প্রতিনিধিপদ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি একজন ক্ষত্রিয় জাতির সমুজ্জ্বল রত্ন আমরাও তাঁহার নিকট তাঁহার পিতৃদেব হইতে অধিক আশা করি।

* * *

কোট্‌লার বর্ত্তমান রাজা মহাশয় এবং পাঁওয়া রাজ্যের অধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত ফতেহসিংহ বাহাদুর মহাশয়, মহামণ্ডলের কার্য্যকারিণী সমিতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

শ্রীমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভায় নিশ্চয় হইয়াছে যে, এখন হইতে মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে যে সমস্ত সারকুলার ও পত্রাদি মহামণ্ডলের সংরক্ষক প্রতিনিধি মহোদয়গণের নিকট প্রেরিত হইবে,তাহার ইংরাজী অনুবাদও সেই সঙ্গে থাকিবে, ভারতের সকল প্রান্তেই মহামণ্ডলের সম্বন্ধ রহিয়াছে, হিন্দী ভাষা এবং নাগরী লিপি এখনও কয়েক প্রান্তে অধিকরূপে প্রচলিত হয় নাই, এই জন্য প্রতিনিধি সভার কতিপয় সভাসদের অনুরোধে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* * *

মহামণ্ডলের নিয়মাবলী পুস্তকের ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, বাঙ্গলা নিয়মাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় হইতে উক্ত পুস্তক লইতে পারিবেন।

* * *

মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সমিতি নিশ্চয় করিয়াছেন যে, ইংরাজী মুখপত্রের এক সহস্র পাঠক (সাধারণ সভ্য) সংগৃহীত হইলে ইংরাজীতেও মহামণ্ডলের মাসিক মুখপত্র বাহির করা হইবে।

* * *

নরসিংহ গড়ের মহারাজ পুনরায় ৺কাশীধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং মহামণ্ডলের শুরুধাম নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহারাজের মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য-সমূহে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং মহামণ্ডলের কার্য্য-প্রণালীতেও বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর, মহামণ্ডলকে যে ২০০০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা ভুল হইয়াছে, কারণ তিনি মহামণ্ডলকে ৩০০০৲ তিন সহস্র টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

* * *

পঞ্জাব প্রান্তের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার এবং ফরিদকোট-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী তথা মহামণ্ডলের একজন প্রধান নেতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয় তিন মাস যাবৎ শুরুধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মহামণ্ডলের উন্নতি বিষয়ে বহু কার্য্য করিয়া কোন এক বিশেষ কার্য্য সম্পাদনার্থে কলিকাতায় গিয়াছেন।

* * *

মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ দাঁতিয়া রাজ্যের দেওয়ান মান্যবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহোদয় মহামণ্ডলের কার্য্যার্থ ৺কাশীধামে আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় দাঁতিয়ায় গমন করিয়াছেন, আশা করি তিনি সত্বরেই দাঁতিয়া রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক মহামণ্ডলের কার্য্যে পূর্ণরূপে মনোযোগী হইবেন।

# বিদ্যাপ্রচার সংবাদ।

সুবৃহৎ উদয়পুর রাজ্যের সমস্ত স্কুলেই মহামণ্ডল প্রণীত ধর্ম্মশিক্ষোপযোগী গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের ব্যবস্থা হওয়ায় উক্ত প্রান্তে ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত উত্তমরূপ হইয়াছে, অপরাপর রাজ্যেও এই আদর্শের অনুকরণ একান্ত প্রার্থনীয়।

* * *

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল, শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতির "বিদ্যারত্নাকর" নামক মাসিক পত্রে বহুমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দী ভাষাও ঐ বিদ্যারত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি হইতে একখানি হিন্দী মাসিকপত্র প্রকাশিত হইবার বিচার হইতেছে, তাহাতে বৈদিক দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর হিন্দী অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে অবশ্য হিন্দী সাহিত্যাভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি দ্বারাই এই পত্রের সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইবে।

* * *

এটোয়া বিদ্যাপীঠ—সংস্কৃত পুস্তকোন্নতি সভা মহামণ্ডলের একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ, ইহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভা আদেশ করিয়াছেন যে, মহামণ্ডলের সকল মুখপত্রেই উক্ত সভার নামে একটি স্বতন্ত্র কলম রাখিতে হইবে এবং প্রাচীন পুস্তকানুসন্ধান ও প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকোদ্ধার সম্বন্ধী উক্ত সভার কার্য্য বিবরণী উহাতে প্রকাশিত হইবে।

* * *

বঙ্গদেশের সমুজ্জ্বল রত্ন এবং ভারতের ভূষণস্বরূপ প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, (ডেপুটী কালেক্টার বাঁকিপুর) মহাশয় মহাভারতের সুবৃহৎ সূচীপত্র মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয় দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। এই সূচীপত্র ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

* * *
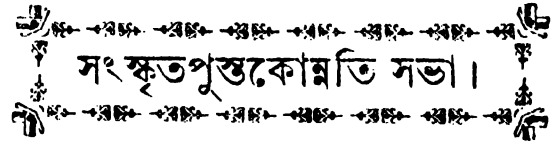
# সংস্কৃতপুস্তকোন্নতি সভা।

## এটোয়া-বিদ্যাপীঠ।

এটোয়া বিদ্যাপীঠের অধিপতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী১০৮ স্বামী এঙ্কনাথ সিদ্ধাশ্রমজী মহারাজ কোন যানে আরোহণ করেন না, তিনি মথুরাপুরী হইতে এটোয়ায় শুভাগমন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন, এটোয়ায় পঁহুছিতে তাঁহার ১৫।২০ দিন লাগিবে।

* * *

দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সমূহের অনুসন্ধান করিবার জন্য এক ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছে, এই ডেপুটেশনে এটোয়া পুস্তকোন্নতি সভার সভাপতি মহাশয় এবং মহামণ্ডলের প্রধান পদধারী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয় সম্মিলিত হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে দক্ষিণ ভারতে বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার সাধন হইতে পারিবে। যখন ডেপুটেশনে এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তি সম্মিলিত আছেন, তখন এই কার্য্য সন্তোষজনক হইবার আশা করা যায়।

* * *

সংস্কৃত পুস্তকোদ্ধার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে একজন সুযোগ্য পণ্ডিত এটোয়ায় প্রেরিত করা হইবে এবং তাঁহার বৃত্তি মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় হইতে দেওয়া হইবে। আশা করি—মহামণ্ডলের এই শুভজনক উদাহরণের অনুকরণ করিয়া হিন্দুস্থানের রাজা মহারাজা এবং শেঠ মহাজনও এই প্রকার কার্য্যে এটোয়া-বিদ্যাপীঠের সাহায্য করিবেন।

ধর্ম্ম প্রচারক।

বিজ্ঞাপন।
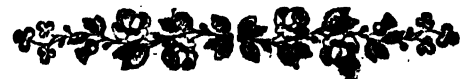
মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেডের

## বিরাট আয়োজন।

ই কোম্পানি সমগ্র হিন্দুজাতির উপকারার্থ এক আদর্শ শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ, এক আদর্শ যন্ত্রালয় (ছাপাখানা) এবং এক আদর্শ পুস্তকভাণ্ডার (বুক্‌ডিপো) স্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রী৺কাশীধাম শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল এবং অনেক রাজা মহারাজার সহানুভূতিতে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূলধন আড়াই লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য কেবল ১০৲ দশ টাকা রাখা হইয়াছে। এ কারণ সাধারণ হিন্দু প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই অনায়াসে এই কোম্পানির অংশীদার হইতে পারিবেন। যাহার ইহাতে শেয়ার লইবার ইচ্ছা হইবে, তিনি এই কোম্পানির ম্যানেজার মহাশয়কে লিখিবেন।

এই স্বজাতীয় কোম্পানি বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের প্রচার, অপ্রকাশিত ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থসমূহের প্রকাশ, দর্শনশাস্ত্রসমূহের বিশেষ উন্নতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষাবৃদ্ধির নিমিত্ত যে বিরাট আয়োজন করিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

---

## ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ।

পঞ্চবিধ গ্রন্থাবলীর নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থ, স্বল্পমূল্যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ, আর্য্যভাষা সহিত সপ্তদর্শন, যোগ ও উপাসনার অপূর্ব্ব গ্রন্থ এবং ধর্ম্মশিক্ষোপযোগী পাঠ্য পুস্তকাদি বিবিধ গ্রন্থরত্ন পঞ্চ বিধ বিভাগানুসারে (Series) ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। উক্ত গ্রন্থসমূহের বিভাগানুসারে নিম্নলিখিত নাম ও আকার হইবে যথা—

( ক ) নিগমাগমগ্রন্থাবলী—ইহা রয়েল আটপেজী আকারের হইবে।

( খ ) মহামণ্ডলগ্রন্থাবলী—ইহা ডিমাই আটপেজী আকারের হইবে।

( গ ) ধর্ম্মশিক্ষাগ্রন্থাবলী—ইহা ক্রাউন সাইজের হইবে।

( ঘ ) ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলী।

( ঙ ) আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাবলী—ইহা পুঁথির মত আকারে এবং ছোট দুই আকারে প্রকাশিত হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয়বিভাগে অর্থাৎ নিগমাগমগ্রন্থাবলী ও মহামণ্ডলগ্রন্থাবলীর মধ্যে যে প্রকার গ্রন্থরত্নসমূহ প্রকাশিত হইবে নিম্নে তাহার কিছু সূচনা করা হইতেছে।

( ক ) আমাদের বৈদিক দর্শন শাস্ত্র সপ্ত জ্ঞানভূমি অনুসারে সপ্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে, যথা-ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য এবং বৈদিক কাণ্ডত্রয়ানুসারে তিন মীমাংসা। উল্লিখিত দর্শনসপ্তকের মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, এবং সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনের সম্পূর্ণ সূত্রাবলী পাওয়া যায়, পরন্তু দৈবী মীমাংসা ও কর্ম্ম মীমাংসার পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। অধুনা বহু আয়াসে উক্ত মীমাংসাদ্বয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থও উপলব্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ নয়খানি সূত্র গ্রন্থ হইল, যথা—গৌতমসূত্র কণাদসূত্র, পাতঞ্জলসূত্র, কপিলসূত্র, জৈমিনিসূত্র, ভরদ্বাজসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, অঙ্গিরাসূত্র এবং ব্যাসসূত্র অর্থাৎ এই নবধা বিভক্ত সূত্রসমূহমধ্যে কর্ম্মমীমাংসার দ্বিবিধ সূত্রীয় গ্রন্থ, দৈবী ( ভক্তি ) মীমাংসার দ্বিবিধ সূত্রীয় গ্রন্থ এবং অন্য দর্শনগুলির একএক সূত্রীয় গ্রন্থ বুঝিতে হইবে। ন্যায় ও বৈশেষিক পদার্থবাদসম্বন্ধীয় দর্শন এবং যোগ ও সাংখ্য, সাংখ্য প্রবচনসম্বন্ধীয় দর্শন গ্রন্থ। কর্ম্মমীমাংসার যে দুই গ্রন্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ভরদ্বাজসূত্র সমূহে কর্ম্মের গূঢ়রহস্য এবং জৈমিনিসূত্রসমূহে কেবল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড উপবর্ণিত হইয়াছে। দৈবী মীমাংসাসম্বন্ধীয় যে অঙ্গিরাসূত্র পাওয়া যায়, উহাতে দেবদেবী, ঋষি, পিতৃ আদির তত্ত্ব এবং ভক্তি ও উপাসনার সমগ্র রহস্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং শাণ্ডিল্যসূত্রে কেবল সংক্ষিপ্ত ভক্তিরহস্যের অবতারণা করা হইয়াছে। পরিশেষে ব্যাসসূত্ররূপী বেদান্ত দর্শন জ্ঞান কাণ্ডের চরম আশ্রয়। এই নবদর্শন রত্নের বিশুদ্ধ সংস্করণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করা উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্যভূত। সাংখ্যদর্শনের বিশুদ্ধ প্রাচীন ভাষ্য উপলব্ধ না হওয়ায় উক্ত গ্রন্থরত্নের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রতীতি বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে নিরীশ্বর দর্শন পর্য্যন্ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এজন্য উক্ত দর্শনের বিশুদ্ধ আর্ষমতানুমোদিত ভাষ্য দেওয়া হইবে। এবং এইরূপে প্রামাণিক ভাষ্য ও টীকার সহিত নব দর্শন গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। ছাপা অতি বিশুদ্ধ ও সুন্দর হইবে এবং প্রত্যেক দর্শনের একটি ইংরেজি ভাষার এবং একটি সংস্কৃত ভাষার এরূপ ভূমিকা দেওয়া হইবে, যাহাতে উক্ত দর্শন এবং তদীয় জ্ঞানভূমির তাৎপর্য্য সম্যক্ প্রকটিত হয়। আমাদের পূর্ণ আশা আছে; এই নয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রচার ও সনাতন ধর্ম্মের দৃঢ়তাপাদন বিষয়ে ইহারা নবস্তম্ভ রূপ হইবে।

উক্ত নয় গ্রন্থের প্রকাশের নিমিত্ত ন্যূনপক্ষে বিশ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক হইবে। দুইশত গ্রাহক হইলে পর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রারম্ভ হইবে। যদি কোন ধনাঢ্য রাজা মহারাজা অথবা সদ্গৃহস্থ প্রত্যেক গ্রন্থের নিমিত্ত এক হাজার টাকা দেন, তাহা হইলে উঁহার নাম উক্ত গ্রন্থের পেট্রন্ (Patron) রূপে উহাতে প্রকাশ করা হইবে এবং তিনি যদি চান ত ঐ সমস্ত টাকার গ্রন্থাবলী পাইতে পারিবেন।

( খ ) উল্লিখিত নয় দার্শনিক গ্রন্থের সূত্র, সূত্রানুবাদ, ভাষ্য এবং টীকানুবাদ বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশিত করিবার বিচার করা হইয়াছে। এবং দুইশত গ্রাহক সংগৃহীত হইলে বঙ্গভাষাতেও ওরূপ করিবার বিচার রহিল। আর এইরূপে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত প্রত্যেক দার্শনিক গ্রন্থের সহিত এক বিস্তৃত ভূমিকা দেওয়া হইবে, যাহাতে উক্ত দর্শনের সারাংশ ও তদীয় জ্ঞানভূমির তাৎপর্য্য পাঠকগণের সম্যক্ বিদিত হইতে পারিবে।

( গ ) বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ ভাগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অতি স্বল্পমূল্যে প্রকাশিত করিবার মন্তব্য আছে।

( ঘ ) সর্ব্ব প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের সহায়তা এবং

সকল শ্রেণীর গুরু ও শিষ্যের সুবিধার নিমিত্ত বেদ, পুরাণ, সংহিতা ও তন্ত্রাদি হইতে সংগ্রহ করতঃ বিশেষ পরিশ্রমের সহিত মন্ত্রযোগসংহিতা, হঠযোগসংহিতা, লয়যোগসংহিতা রাজযোগসংহিতা এবং যোগপ্রদীপ নামক পাঁচ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থরত্ন সমূহে সনাতন ধর্ম্মোক্ত সমস্ত সাধনের বর্ণন অতি বিস্তৃতরূপে করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিহার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অধিকারীর নিমিত্ত ঋষিপ্রোক্ত সাধন মার্গভেদ বিধানবিষয়ে উক্ত পঞ্চগ্রন্থকে কল্পতরু স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(ঙ) এইরূপে অনেক গ্রন্থরত্ন উক্ত বিভাগদ্বয়ের অন্তর্গত গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত হইবে। ইহাদের মধ্যে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য এবং উপদেশপারিজাত আদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম-শিক্ষাগ্রন্থাবলীর মধ্যে সদাচারসোপান, কন্যাশিক্ষা-সোপান, সাধনসোপান আদি অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইবে।

ধর্ম্ম-প্রচারগ্রন্থাবলীর মধ্যে ধর্ম্ম, ধর্ম্মাঙ্গ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ আদি অনেক বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে এবং এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা ধর্ম্মজগতে অসাধারণ উপকার সংসাধিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আনুষ্ঠানিকগ্রন্থাবলী—ইহার মধ্যে উপাসনা সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় গীতাবলী এবং পঞ্চাঙ্গাদি ও কর্ম্মকাণ্ডীয় বহুবিধ আবশ্যকীয় গ্রন্থ ক্রমশঃ সানুবাদ ও সটীক প্রকাশিত হইবে।

যে ধর্ম্মাত্মা সজ্জন পুরুষ প্রথমে পত্র পাঠাইয়া নিজের নাম রেজেষ্ট্রি ভুক্ত করাইবেন, তিনি 'বাজার দর' অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে পুস্তক পাইবেন। যে মহাশয় উক্ত পাঠ্য বিভাগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী অথবা উহাদের মধ্যে কোনটি পাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন নিজের নাম ও বিস্তৃত ঠিকানার সহিত নিম্নলিখিত স্থানে পত্র পাঠান।

যদিও উক্ত গ্রন্থরত্নসমূহের যথাশক্তি শীঘ্রতার সহিত প্রকাশ এই কোম্পানীর প্রধান লক্ষীভূত বিষয়, তথাপি দুই শত গ্রাহক সুগৃহীত হইলে এই বিষয়ে বিশেষ শীঘ্রতা করা হইবে। এখন কাহারও নিকট মূল্য প্রার্থিত হইবে না, কেবল ধর্ম্মোৎসাহী সজ্জনগণের নাম ও ঠিকানার প্রয়োজন।

ম্যানেজার—
মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্
বেনারস।

## শ্রীভারত-দুহিতৃশিক্ষাপরিষৎ।

এই মহাসভা হিন্দুধর্ম্মানুকূল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। যে সমস্ত কন্যাপাঠশালা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইয়া আপনাদের নাম ও ঠিকানা রেজেষ্ট্রি ভুক্ত করাইবে, তাঁহারা সময়ে সময়ে পুস্তকাদির সহায়তা এবং বিনামূল্যে এক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিকপত্র পাইবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র—
(ভূতপূর্ব্বজজ কলিকাতা হাইকোর্ট)
৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

## এজেণ্ট্ সমূহের আবশ্যক।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ দ্বারা নবীন প্রকাশমান গ্রন্থসমূহের নিমিত্ত গ্রাহক সংগ্রহ এবং উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যক আছে। গ্রাহক সংগ্রহ বিষয়ে এখন কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইবেনা, কেবল উহাকে এক ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যানুসারে এজেণ্ট যথেষ্ট পারিতোষিক পাইবেন। যিনি অধিক কার্য্যকরিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সজ্জন নিজ নগরেই কার্য্য করিতে চাহিবেন, তিনি তথায় থাকিয়াই ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পদপ্রার্থিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠান।

চিফ্ ম্যানেজার—
শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্
বেনারস

## নূতন ছাপাখানা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ কোম্পানী ৺কাশীধামে এক সুবৃহৎ ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে সুপ্রসিদ্ধ ল্যাজারস্ কোম্পানীর যে অতি বৃহৎ ছাপাখানা ছিল, তাহা ক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাপাখানায় হিন্দি, ইংরাজি, বাঙ্গালা, উর্দ্দু—মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভাষায় ছাপার কার্য্য সুলভে, সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানা সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার টাইপ, ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

প্রেস-ম্যানেজার—

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্, বেনারস।

---

## নিগমাগম পুস্তকভাণ্ডার। (বুক ডিপো)

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হিন্দুজাতির ধর্ম্মগ্রন্থাদি যাহাতে সুলভে একস্থানে পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুজাতির পুস্তকালয় নিগমাগম পুস্তকভাণ্ডার অনেক দিন হইতে ৺কাশীধামে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ এই স্বজাতীয় পুস্তক ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করায় ইহার স্থায়িত্ব নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিবে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করুন।

১। সদাচারসোপান—কোমলমতি বালকবালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা প্রথম পুস্তক। বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার উপযোগিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক হিন্দুরই ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মূল্য ／০ এক আনা মাত্র।

২। সাধনসোপান—উপাসনা ও সাধনপ্রণালী শিখিবার বিশেষ উপযোগী পুস্তক। বালকবালিকাগণকে প্রথম হইতে এই পুস্তক পাঠ করান উচিত। ইহা এত উপকারী যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে ইহাতে সাধনবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৩। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলরহস্য—এই গ্রন্থরত্নে ৭ সাতটী অধ্যায় আছে। যথা—(১) আর্য্যজাতির অবস্থাপরিবর্ত্তন। (২) চিন্তার কারণ। (৩) ব্যাধিনির্ণয়। (৪) ঔষধপ্রয়োগ। (৫) সুপথ্যসেবন। (৬) বীজরক্ষা। (৭) মহাযজ্ঞসাধন। এই পুস্তকরত্ন হিন্দুজাতির উন্নতি বিষয়ের অসাধারণ গ্রন্থ। প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে বহুতর বিষয় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদর সমগ্র ভারতবর্ষে সমানভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। কয়েক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৪। কন্যাশিক্ষাসোপান—সুকুমারমতি বালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি সরল এবং ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়গ্রাহী। সরলা বালিকাগণ ভাবী আদর্শজীবন লাভের নিমিত্ত এই গ্রন্থরত্ন হইতে অপূর্ব্ব উপূর্ব্ব উপদেশ পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ／০ এক আনা মাত্র।

# বিজ্ঞাপন।

ত্রিশূল—হিন্দু-সমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ-শক্তি-বিকাশ।

## ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতনধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য "জয়েন্ট ষ্টক্ লিমিটেড্ লায়েবিলিটি" কোম্পানী গঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্ববামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শত করা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার গ্রহণের ফারম্ উত্তরের টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফেরৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

## ইহাতে কি থাকিবে ?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকায় সম্পাদকের নিজ মতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকা সম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

## নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ-পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তরদাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা কতগুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল" পত্রে দ্রষ্টব্য।

## ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূল পত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহক শ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলেরই মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল পত্রের পরিচালন সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র-সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, পত্র সহ পাঠাইলে, উত্তর সত্বর পাইতে পারিবেন।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ—ত্রিশূল-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ত্রিশূল কার্য্যালয়, কাশী।

# দি নারায়ণ কোম্পানী লিমিটেড্।

## ৭৬নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য কলিকাতা হইতেই সাধারণতঃ হয় বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়িগণের কলিকাতায় এক জন কমিশন এজেন্ট রাখার প্রয়োজন মনে হয়। কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাসী এজেন্টের অভাবে তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে দ্বারবঙ্গাধিপতি ও আবাগড়ের রাজা সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

## নিম্নলিখিত সাধারণ সভ্যগণের বার্ষিক দেয় চাঁদার প্রাপ্তিস্বীকার ধন্যবাদের সহিত প্রকাশিত হইল।

| নাম | চাঁদা | স্থান |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত নীরদ বিহারী সেন | ২৲ | রামকৃষ্ণপুর। |
| ,, অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী | ১৲ | বাবুর ঘাট। |
| ,, ডব্লিউ, সি, ঘোষাল | ১৲ | কোন্নগর। |
| ,, সীতানাথ হালদার | ১৲ | উদ্ধব মালগ্রাম। |
| ,, প্রসাদপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | কলিকাতা। |
| ,, কৈলাসচন্দ্র সরকার | ১৲ | কলিকাতা। |
| ,, যজ্ঞেশ্বরী চরণ উকিল | ১৲ | রাঁচী। |
| ,, যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ৩৲ | |
| ,, বামনদাস চট্টোপাধ্যায়, উকিল | ১৲ | খাগড়া। |
| ,, শ্যামদাস মুখোপাধ্যায় | ১৲ | জয়দুর্গা। |
| ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন কবিরাজ | ১৲ | দোনাগ্রাম। |
| ,, হরীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী | ১৲ | মৈমন্ সিংহ। |
| ,, বিজয়কান্ত লাহিড়ী | ১৲ | ঐ |
| ,, রমেশচন্দ্র চৌধুরী | ১৲ | ঐ |
| ,, রমনীমোহন ভদ্র | ১৲ | কিশোরগঞ্জ। |
| ,, মণীন্দ্রকুমার মজুমদার | ১৲ | বাজিৎপুর। |
| ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, | ১৲ | কাশী। |
| ,, অটলবিহারী চক্রবর্ত্তী | ১৲ | ঢাকা। |
| ,, সারদাপ্রসাদ বসু দ্বিতীয় সবজজ্ | ১৲ | মৈমন্ সিংহ। |
| ,, আনন্দচন্দ্র রায় উকিল | ১৲ | ঢাকা। |
| ,, সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী জমিদার | ১৲ | কৃষ্ণপুর, মৈমন্‌সিংহ। |
| ,, ভুবনেশ্বর ধর মোক্তার | ১৲ | নারায়ণ গঞ্জ। |
| ,, নারায়ণ গঞ্জ মোক্তার লাইব্রেরী | ১৲ | নারায়ণ গঞ্জ। |
| ,, তারকচন্দ্র কাব্যতীর্থ | ১৲ | মুক্তাগাছা |
| ,, ললিতমোহন মিত্র | ১৲ | ঢাকা। |
| ,, উমেশচন্দ্র চৌধুরী | ১৲ | বালিয়াটী। |
| ,, যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী | ১৲ | ঢাকা। |
| ,, রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার উকিল | ১৲ | ঢাকা। |
| ,, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার | ১৲ | ঢাকা। |
| শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় | ১৲ | রাজবাড়ী। |
| ,, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ১৲ | নূতন বাড়ী। |
| ,, নবচন্দ্র ঘোষ | ১৲ | রাজবাড়ী। |
| ,, যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় | ১৲ | জয়দেবপুর। |
| ,, দীনেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৲ | রাজবাড়ী। |
| ,, ললিতমোহন সান্যাল | ১৲ | কলিকাতা |
| ,, সুরেন্দ্রনাথ সা | ১৲ | ঐ |
| ,, ব্রজেন্দ্রকুমার রায় | ১৲ | সিরাজগঞ্জ। |
| ,, মুনীন্দ্রনাথ চৌধুরী | ১৲ | কলিকাতা। |
| ,, মাদব গোবিন্দ রায় | ১৲ | সিরাজগঞ্জ। |
| ,, রাইমোহন চৌধুরী | ১৲ | কলিকাতা। |
| ,, উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী | ১৲ | ঐ |
| ,, সুরেন্দ্রনাথ বসু | ১৲ | ঐ |
| ,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ২৲ | ঐ |
| ,, শশিভূষণ মৌনী | ২৲ | বিডীকাপুর। |
| ,, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ১৲ | লালগোলা। |
| ,, নবীনচন্দ্র চন্দ্র | ১৲ | দিল্লী। |
| ,, সতীন্দ্র কুমার চৌধুরী | ১৲ | সেরপুর। |
| ,, সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী ডাক্তার | ১৲ | ঐ |
| ,, অশ্বিনীকুমার দত্ত উকীল | ১৲ | ঐ |
| ,, জগৎচন্দ্র দাস উকীল | ১৲ | ঐ |
| ,, রমণীকিশোর রায় উকীল | ১৲ | ঐ |
| ,, রজনী কান্ত রায় কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর | ১৲ | ঐ |
| ,, রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর | ১৲ | ঐ |
| ,, অখিলচন্দ্র রায় নায়েব | ১৲ | ঐ |
| ,, কৈলাসচন্দ্র নায়েব | ১৲ | ঐ |
| ,, আনন্দ মোহন লাহিড়ী মুন্‌সেফ | ১৲ | ঐ |
| ,, রাধানাথ চক্রবর্ত্তী | ১৲ | ঐ |
| ,, গাজিয়ান পৌনে তিন আনা ষ্টেট সেরপুর | ১৲ | ঐ |

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ সান্যাল | ১৲ | ঐ |
| „ হরিশ্চন্দ্র সান্যাল | ১৲ | ঐ |
| „ গোলোকেশ্বর অধিকারী | ১৲ | ঐ |
| „ আনন্দকিশোর তরপদার | ১৲ | ঐ |
| „ গিরীশ নারায়ণ মুন্সী | ১৲ | ঐ |
| „ রসিক লাল গুহ | ১৲ | ঐ |
| „ উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী | ১৲ | ঐ |
| „ কুমুদ নাথ চৌধুরী | ১৲ | ঐ |
| „ প্রাণকিশোর তরপদার | ১৲ | ঐ |
| „ প্রসন্ন নাথ চক্রবর্ত্তী | ১৲ | ঐ |
| „ অক্ষয় কুমার সেন | ১৲ | জামালপুর। |
| „ মোহন চন্দ্র ঘোষ উকীল | ১৲ | ঐ |
| „ ঈশ্বর চন্দ্র গুহ | ১৲ | ঐ |
| „ হরেন্দ্র প্রসাদ দাস উকীল | ১৲ | ঐ |
| „ শশিভূষণ বিদ্যানিধি | ১৲ | ঐ |
| „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ১৲ | তক্ষ, জামালপুর। |
| „ জ্ঞানেশ্বর চক্রবর্ত্তী | ১৲ | ঘোলা, জামালপুর। |
| „ সুশীলাসুন্দরী দেবী | ১৲ | ঘোলা, জামালপুর। |
| „ রায় এন, বর্ম্মন্ জমিদার | ১৲ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া। |
| „ হরগোপাল দাস কুণ্ডু | ১৲ | মাহিগঞ্জ। |
| „ ষোল আনা ষ্টেট | ১৲ | দক্ষিণপাড়া। |
| „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | দিনাজপুর। |
| „ বসন্তমোহন বসু রায় | ১৲ | শালবন। |
| „ যোগেশচন্দ্র তলাপাত্র | ১৲ | লাউহাটী। |
| „ বিপিনচন্দ্র মৈত্র | ১৲ | নবাবগঞ্জ। |
| „ মুকুন্দলাল চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | ঐ |
| „ রজনীকান্ত সেন | ১৲ | রঙ্গপুর। |
| „ কালীপ্রসন্ন সেন | ১৲ | রঙ্গপুর। |
| „ মথুরানাথ দেব | ১৲ | ঐ |
| „ এম্. পি. মুখার্জি | ১৲ | গৌহাটী। |
| „ হেমচন্দ্র ভট্ট | ১৲ | শ্রীরামপুর। |
| „ বিপিনচন্দ্র দাস | ১৲ | মাহিগঞ্জ। |
| „ বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য | ১৲ | ঐ |
| „ সতীশচন্দ্র শিরোমণি | ১৲ | ঐ |
| „ যোগেশচন্দ্র দত্ত | ১৲ | ঐ |
| „ কিশোরীমোহন হালদার | ১৲ | ঐ |
| „ প্রাণনাথ লাহিড়ী | ১৲ | গাড়ুদ |
| „ বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য | ১৲ | মাহিগঞ্জ। |
| „ তুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | ৺ কাশীধাম। |
| „ অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী | ১৲ | ঐ |
| „ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | কলিকাতা। |
| „ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য | ২৲ | খুলনা। |
| „ দুর্গাদাস ঘোষ | ৩৲ | কাশীপুর। |
| „ দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | কলিকাতা। |
| „ পঞ্চানন অধিকারী | ১৲ | কাশিয়া। |
| „ নলিনীকান্ত চৌধুরী | ২৲ | দার্জিলিঙ্। |
| „ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৲ | মাসনী। |
| „ তারাপ্রসন্ন ঘোষ | ১৲ | বরিশাল। |
| „ কবিরাজ শরচ্চন্দ্র কবিরঞ্জন | ৸৶ | শ্রীহট্ট। |
| „ ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী | ১৲ | নিত্যানন্দপুর। |
| „ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | কলিকাতা। |
| „ শরচ্চন্দ্র বসু | ১৲ | মণিরহাট। |
| „ কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ১৲ | ফরিদপুর। |
| „ মহেশ চন্দ্র সরস্বতী | ২৲ | ইস্লাম পাডি। |

## ধর্ম্মপুরুষার্থিগণের আবশ্যক।

শ্রীশ্রী ৬ কাশীধামে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে একটি উপদেশকবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর ধর্ম্মপুরুষার্থী সজ্জন লওয়া হইয়া থাকে। (ক) সাধু সন্ন্যাসী এবং (খ) গৃহস্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ। সাধুগণের ভিক্ষা ও বস্ত্রাদির সকল ভার শ্রীমহামণ্ডল লইবেন। যে সকল গৃহস্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অভাব সঙ্কোচ করতঃ আজীবন ধর্ম্ম-সেবা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য শ্রীমহামণ্ডল বিশেষ উপযুক্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্বদেশানুরাগী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবৃত্তিদ্বারা জীবন যাপনেচ্ছু সংস্কৃতজ্ঞ, বক্তৃতাশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ পত্র দ্বারা অনুসন্ধান করিলে উক্ত নিয়মাবলী পাইবেন।

দেশসেবা ও ধর্ম্মসেবাব্রত-পালনেচ্ছু সন্ন্যাসী সাধুগণেরও পত্র প্রার্থনীয়।

অধ্যক্ষ—

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল

প্রধান কার্য্যালয়, বেনারস।

---

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিক পত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যক আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেণ্টগণ উপযুক্ত কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, বেনারস।

---

## সংস্কৃত বিদ্যার্থীর নিমিত্ত সুবিধা।

শ্রীমহামণ্ডলের শ্রীশারদামণ্ডলনামক বিদ্যাপ্রচার বিভাগ দ্বারা যে কাশী বিদ্যাপীঠ সংস্কার কার্য্য প্রারম্ভ হইয়াছে, উহা হইতে কাশীক্ষেত্রে সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগে কতকগুলি ছাত্র বৃত্তি দেওয়া বাকী আছে। বৃত্তি প্রার্থী বিদ্যার্থিগণ নিজ নিজ অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লইয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ—

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল

প্রধান কার্য্যালয়, বেনারস।

---

## সভা ও বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সুবিধা।

ব্রাহ্মণসভা, ক্ষত্রিয়সভা, বৈশ্যসভা আদি যে স্থানে যত প্রকার সামাজিক সভা এবং সংস্কৃত পাঠশালা, বিদ্যালয়, হিন্দু পুস্তকালয় ও হিন্দুকন্যাপাঠশালা আছে, তাঁহারা নিজ নিজ ঠিকানা পাঠাইয়া নাম রেজিষ্টরীভুক্ত করুন। শ্রীমহামণ্ডলের নূতন নিয়মানুসারে ঐ সমস্ত সামাজিক বিদ্যোন্নতিকারী ও অন্যান্য হিন্দুসভাসমূহে যিনি যে ভাষায় চাহিবেন, তাঁহাকে সেই ভাষায় বিনামূল্যে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মাসিকপত্র পাঠান হইবে. পত্র দিবার ঠিকানা :—

প্রধানাধ্যক্ষ—

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল

প্রধান কার্য্যালয়, বেনারস।

---

## শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং সদ্বিদ্যা প্রচার করিবার নিমিত্ত সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। ধর্ম্মাচার্য্যগণ, স্বাধীন নরপতিবৃন্দ, রাজা, মহারাজা, জমীদার, অধ্যাপক, ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইতে সর্ব্বসাধারণ হিন্দুপ্রজা, স্ত্রীপুরুষ, গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ এই বিরাট ধর্ম্মসভার নানা শ্রেণীর সভ্য হইয়াছেন এবং হইতে পারেন। সভ্যগণের মধ্যে যিনি যে ভাষার মাসিক মুখপত্র পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সেই ভাষারই মুখপত্র

বিনামূল্যে দেওয়া হয়। হিন্দু মাত্রেরই এই বিরাট সভার সভ্য হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পত্র লিখিলে সাদরে উত্তর দেওয়া হয়।

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল
[illegible] ৺কাশীধাম।

# শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ শ্রীকাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন, ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে সাত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী—
শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার,
শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, বেনারস।

# বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের সুবিধা।

৺ কাশীধামে ধর্ম্মনিকেতননামক ভবনে বেদবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ বেদবিদ্যালয়ে চারি বেদ এবং গান্ধর্ব্ব উপবেদের ( সঙ্গীতশাস্ত্র ) উত্তম শিক্ষা হয় তাহা করা হইবে।

কাশীধামের প্রান্তভাগে গঙ্গার তীরে একটি অতি মনোরম স্থানে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের বিশেষ যত্নে শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রম নামক একটি ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা করা হইয়াছে। প্রথমে বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ভাবে বিদ্যার্থিগণ বেদের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী আশ্রমে পাঠ করিতে হইলে কেবল অল্প বয়স্ক বালকই লওয়া হইবে। ঐ বালকদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটি এগ্রিমেণ্ট্ ( Agreement ) দিতে হইবে। ঐ বালকগণ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিবেন। বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণ যাহারা এই দুই বিদ্যালয়ের কোনটিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে জানাইবেন।

# ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺ কাশীপুরীর গুরুধাম নামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক দিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশ সেবায় জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন। এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করতঃ স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্ম-ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal Sastra Prakasak Samiti Press, Benares Cantonment, and Published from the Sri Bharat Dharma Mahamandal, Head Office—Benares City.

ধর্ম্ম প্রচারক।

বিজ্ঞাপন।

মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেডের

## বিরাট আয়োজন।

এই কোম্পানি সমগ্র হিন্দুজাতির উপকারার্থ এক আদর্শ শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ, এক আদর্শ যন্ত্রালয় (ছাপাখানা) এবং এক আদর্শ পুস্তকভাণ্ডার (বুক্‌ডিপো) স্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রী৺কাশীধামে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল এবং অনেক রাজা মহারাজার সহানুভূতিতে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূলধন আড়াই লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য কেবল ১০৲ দশ টাকা রাখা হইয়াছে। এ কারণ সাধারণ হিন্দু প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই অনায়াসে এই কোম্পানির অংশীদার হইতে পারিবেন। যাঁহার ইহার শেয়ার লইবার ইচ্ছা হইবে, তিনি এই কোম্পানির ম্যানেজার মহাশয়কে লিখিবেন।

হিন্দু জাতির এই নূতন উদ্যমে হিন্দুমাত্রেরই যোগদান করা কর্ত্তব্য। এই কোম্পানির বিশেষ লাভ হইবার আশা আছে।

চিফ্ ম্যানেজার,

মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড্, বেনারস।

---

## ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ।

পঞ্চবিধ গ্রন্থাবলীর নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থ, স্বল্পমূল্যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ, আর্যভাষ্য সহিত সপ্তদর্শন, যোগ ও উপাসনার অপূর্ব্ব গ্রন্থ এবং ধর্ম্মশিক্ষোপযোগী পাঠ্য পুস্তকাদি বিবিধ গ্রন্থরত্ন 'পঞ্চ বিধ বিভাগানুসারে ( Series ) ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। উক্ত গ্রন্থসমূহের বিভাগানুসারে নিম্নলিখিত নাম ও আকার হইবে যথা—

(ক) নিগমাগমগ্রন্থাবলী—ইহা রয়েল আটপেজী আকারের হইবে।

(খ) মহামণ্ডলগ্রন্থাবলী—ইহা ডিমাই আটপেজী আকারের হইবে।

(গ) ধর্ম্মশিক্ষাগ্রন্থাবলী—ইহা ক্রাউন সাইজের হইবে।

(ঘ) ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলী।

(ঙ) আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাবলী—ইহা পুঁথির মত আকারে এবং ছোট দুই আকারে প্রকাশিত হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয়বিভাগে অর্থাৎ নিগমাগমগ্রন্থাবলী ও মহামণ্ডলগ্রন্থাবলীর মধ্যে যে প্রকার গ্রন্থরত্নসমূহ প্রকাশিত হইবে নিম্নে তাহার কিছু সূচনা করা হইতেছে।

(ক) আমাদের বৈদিক দর্শন শাস্ত্র সপ্ত জ্ঞানভূমি অনুসারে সপ্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে, যথা-ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য এবং বৈদিক কাণ্ডত্রয়ানুসারে তিন মীমাংসা। উল্লিখিত দর্শনসপ্তকের মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনের সম্পূর্ণ সূত্রাবলী পাওয়া যায়, পরন্তু দৈবী মীমাংসা ও কর্ম্ম মীমাংসার পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। অধুনা বহু আয়াসে উক্ত মীমাংসাদ্বয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থও উপলব্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ নয়খানি সূত্র গ্রন্থ হইল, যথা—গৌতমসূত্র, কণাদসূত্র, পাতঞ্জলসূত্র, কপিলসূত্র, জৈমিনিসূত্র, ভরদ্বাজসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, অঙ্গিরাসূত্র এবং ব্যাসসূত্র অর্থাৎ এই নয়খণ্ডবিভক্ত সূত্রসমূহমধ্যে কর্ম্মমীমাংসার দ্বিবিধ সূত্রীয় গ্রন্থ, দৈবী (ভক্তি) মীমাংসার দ্বিবিধ সূত্রীয় গ্রন্থ এবং অন্য দর্শনগুলির একএক সূত্রীয় গ্রন্থ বুঝিতে হইবে। ন্যায় ও বৈশেষিক পদার্থবাদসম্বন্ধীয় দর্শন এবং যোগ ও সাংখ্য, সাংখ্য প্রবচনসম্বন্ধীয় দর্শন গ্রন্থ। কর্ম্মমীমাংসার যে দুই গ্রন্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ভরদ্বাজসূত্র সমূহে কর্ম্মের পূর্ণরহস্য এবং জৈমিনিসূত্রসমূহে কেবল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড উপবর্ণিত হইয়াছে। দৈবী মীমাংসাসম্বন্ধীয় যে অঙ্গিরাসূত্র পাওয়া যায়, উহাতে দেবদেবী, ঋষি, পিতৃ আদির তত্ত্ব এবং ভক্তি ও উপাসনার সমগ্র রহস্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং শাণ্ডিল্যসূত্রে কেবল সংক্ষিপ্ত ভক্তিরহস্যের অবতারণা করা হইয়াছে। পরিশেষে ব্যাসসূত্ররূপী বেদান্ত দর্শন জ্ঞান কাণ্ডের চরম আশ্রয়। এই নবদর্শন রত্নের বিশুদ্ধ সংস্করণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করা উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্যভূত। সাংখ্যদর্শনের বিশুদ্ধ প্রাচীন ভাষ্য উপলব্ধ না হওয়ায় উক্ত গ্রন্থরত্নের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে নিরীশ্বর দর্শন পর্য্যন্ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এজন্য উক্ত দর্শনের বিশুদ্ধ আর্ষমতানুমোদিত ভাষ্য দেওয়া হইবে। এবং এইরূপে প্রামাণিক ভাষ্য ও টীকার সহিত নব দর্শন গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। ছাপা অতি বিশুদ্ধ ও সুন্দর হইবে এবং প্রত্যেক দর্শনের একটি ইংরেজি ভাষার এবং একটি সংস্কৃত ভাষার এরূপ ভূমিকা দেওয়া হইবে, যাহাতে উক্ত দর্শন এবং তদীয় জ্ঞানভূমির তাৎপর্য্য সম্যক্ প্রকটিত হয়। আমাদের পূর্ণ আশা আছে যে, এই নয়টী গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রচার ও সনাতন ধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্পাদন বিষয়ে ইহারা নবস্তম্ভ স্বরূপ হইবে।

উক্ত নয় গ্রন্থের প্রকাশের নিমিত্ত ন্যূনপক্ষে ত্রিশ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক হইবে। দুইশত গ্রাহক হইলে পর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রারম্ভ হইবে। যদি কোন ধনাঢ্য রাজা মহারাজা অথবা সদ্‌গৃহস্থ প্রত্যেক গ্রন্থের নিমিত্ত এক হাজার টাকা দেন, তাহা হইলে উঁহার নাম উক্ত গ্রন্থের পেট্রন্ (Patron) রূপে উহাতে প্রকাশ করা হইবে এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন ত ঐ সমস্ত টাকার গ্রন্থাবলী পাইতে পারিবেন।

(খ) উল্লিখিত নয়টী দার্শনিক গ্রন্থের সূত্র, সূত্রানুবাদ, ভাষ্য এবং টীকানুবাদ বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশিত করিবার বিচার করা হইয়াছে। এবং দুইশত গ্রাহক সংগৃহীত হইলে বঙ্গভাষাতেও ওরূপ করিবার বিচার রহিল। আর এইরূপে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত প্রত্যেক দার্শনিক গ্রন্থের সহিত এক বিস্তৃত ভূমিকা দেওয়া হইবে, যাহাতে উক্ত দর্শনের সারাংশ ও তদীয় জ্ঞানভূমির তাৎপর্য্য পাঠকগণের সম্যক্ বিদিত হইতে পারিবে।

(গ) বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ ভাগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অতি স্বল্পমূল্যে প্রকাশিত করিবার মন্তব্য আছে।

(ঘ) সর্ব্ব প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের সহায়তা এবং

সকল শ্রেণীর গুরু ও শিষ্যের সুবিধার নিমিত্ত বেদ, পুরাণ, সংহিতা ও তন্ত্রাদি হইতে সংগ্রহ করতঃ বিশেষ পরিশ্রমের সহিত মন্ত্রযোগসংহিতা, হঠযোগসংহিতা, লয়যোগসংহিতা রাজযোগসংহিতা এবং যোগপ্রদীপ নামক পাঁচ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থরত্ন সমূহে সনাতন ধর্ম্মোক্ত সমস্ত সাধনের বর্ণন অতি বিস্তৃতরূপে করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিহার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অধিকারীর নিমিত্ত ঋষিপ্রোক্ত সাধন মার্গভেদ বিধানবিষয়ে উক্ত পঞ্চগ্রন্থরত্ন কল্পতরু স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(৬) এইরূপে অনেক গ্রন্থরত্ন উক্ত বিভাগদ্বয়ের অন্তর্গত গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত হইবে। ইহাদের মধ্যে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য এবং উপদেশপারিজাত আদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম-শিক্ষাগ্রন্থাবলীর মধ্যে সদাচারসোপান, কন্যাশিক্ষা-সোপান, সাধনসোপান আদি অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইবে।

ধর্ম্ম-প্রচারগ্রন্থাবলীর মধ্যে ধর্ম্ম, ধর্ম্মাঙ্গ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ আদি অনেক বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে এবং এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা ধর্ম্মজগতে অসাধারণ উপকার সংসাধিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আনুষ্ঠানিকগ্রন্থাবলী—ইহার মধ্যে উপাসনা সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় গীতাবলী এবং পঞ্চাঙ্গাদি ও কর্ম্মকাণ্ডীয় বহুবিধ আবশ্যকীয় গ্রন্থ ক্রমশঃ সানুবাদ ও সটীক প্রকাশিত হইবে।

যে ধর্ম্মাত্মা সজ্জন পুরুষ প্রথমে পত্র পাঠাইয়া নিজের নাম রেজেষ্ট্রি ভুক্ত করাইবেন, তিনি 'বাজার দর' অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে পুস্তক পাইবেন। যে মহাশয় উক্ত পাঠ্য বিভাগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী অথবা উহাদের মধ্যে কোনটি পাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন নিজের নাম ও বিস্তৃত ঠিকানার সহিত নিম্নলিখিত স্থানে পত্র পাঠান।

যদিও উক্ত গ্রন্থরত্নসমূহের যথাশক্তি শীঘ্রতার সহিত প্রকাশ এই কোম্পানীর প্রধান লক্ষীভূত বিষয়, তথাপি দুই শত গ্রাহক সংগৃহীত হইলে এই বিষয়ে বিশেষ শীঘ্রতা করা হইবে। এখন কাহারও নিকট মূল্য প্রার্থিত হইবে না, কেবল ধর্ম্মোৎসাহী সজ্জনগণের নাম ও ঠিকানার প্রয়োজন।

ম্যানেজার—

মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্

বেনারস।

## শ্রীভারত-দুহিতৃশিক্ষাপরিষৎ।

এই মহাসভা হিন্দুধর্ম্মানুকূল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। যে সমস্ত কন্যাপাঠশালা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইয়া আপনাদের নাম ও ঠিকানা রেজেষ্ট্রি ভুক্ত করাইবে, তাহারা সময়ে সময়ে পুস্তকাদির সহায়তা এবং বিনামূল্যে এক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিকপত্র পাইবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র—

(ভূতপূর্ব্ব জজ কলিকাতা হাইকোর্ট)

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

## এজেণ্ট্ সমূহের আশ্যক।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ দ্বারা নবীন প্রকাশমান গ্রন্থসমূহের নিমিত্ত গ্রাহক সংগ্রহ এবং উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যক আছে। গ্রাহক সংগ্রহ বিষয়ে এখন কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইবেনা, কেবল উহাঁকে এক ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যানুসারে এজেণ্ট্ যথেষ্ট পারিতোষিক পাইবেন। যিনি অধিক কার্য্যকরিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সজ্জন নিজ নগরেই কার্য্য করিতে চাহিবেন, তিনি তথায় থাকিয়াই ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পদপ্রার্থিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠান।

চিফ্ ম্যানেজার—

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্,

বেনারস।

দরে সুবিধা করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য খরিদ করিয়া সরবরাহ করাই এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া আমাদের অর্ডার দিতে পারেন। দ্রব্য সরবরাহ করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিব বলিয়াই আমাদের ধারণা। দ্রব্য ভেদে শত করা ৷৷০ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন লওয়া হয়।

মুটে ইত্যাদির খরচ মাত্র বাজার দর হিসাবে লওয়া হয়। সবিশেষ বিবরণ আমার নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীমুনীশ্বর নাথ রায়না ম্যানেজিং এজেন্ট্।

---

# শ্রীশ্রীগীতাকাব্য।

## মূল ও মাহাত্ম্যসহিত।

নামটী যদিও নূতন; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, শ্রীশ্রীভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যা ইহাতে অতি সরল কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে, এই জন্যই এই সুললিত নাম। কি বালক কি বালিকা কি হিন্দুধর্মের আদর্শরূপ রমণীসকল অথবা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলেই এই পুস্তক খানা পাঠ করিলে ভগবদ্বাক্যের যথার্থ রসাস্বাদ করিতে পারিবেন। ইহাতে গীতার মূল শ্লোকসমূহের বাঙ্গালা পদ্যে ঠিক অনুবাদ, মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং মাহাত্ম্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাসুল ভিঃ পিঃ ৵০ আনা।

প্রণেতা—শ্রীপঞ্চানন অধিকারী।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

১১৯ নং গণেশমহল্লা, রাম নারায়ণ বিদ্যারত্নের বাটী, বেনারস সিটী।

---

# বিজয়ভাস্কর চূর্ণ।

এই মহৌষধ আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, এবং বহুদিন হইতে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। ইহা অম্লপিত্ত রোগের যাবতীয় উপসর্গ নিবারক অজীর্ণ যকৃৎ ও ক্রিমি রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি আট আনা মাত্র।

কাশীর প্রসিদ্ধ আমলকীর বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাস এক সের চারি টাকা মাত্র।

কবিরাজ শ্রীগিরিজানাথ ভট্টাচার্য্য,

বালকুমুন্দ চৌহাট্টা।

---

Old and famous Jewellers—

LATE SEETAL PRASAD SAHA & SONS.

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের দোকান, হাল্কি ওজন, ভড়ক সহি, উত্তম গঠন, বিবাহাদির সর্ব্ববিধ সেটমত স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার সকল সময়ে প্রস্তুত থাকে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পার্শেলে অলঙ্কার সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থ যতটুকু পাইন প্রয়োজন তদতিরিক্ত অনাবশ্যক পাইন ব্যবহার করা হয় না। পুরাতন স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার খরিদ করা হয়। সোনা রূপা দাদন করিলে, যথ সময়ে অলঙ্কার গঠন করিয়া দেওয়া হয়। নিবেদক—

শ্রীরামশরণ সাহা।

মেদিনীপুর, কোতবাজার, বি, এন, আর।

---

# মহাত্মা সন্ন্যাসী প্রদত্ত।

১ শিশি মূল্য ১৲ "কালাগ্নি রুদ্র তৈল" ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। এই মহৌষধ ব্যবহারে সর্ব্ব প্রকার কঠিন বাত রোগ, ধাতুস্থ জ্বর ও দূষিত চর্ম্ম রোগ অতি সত্বর আরোগ্য হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২ সপ্তাহের মূল্য ১৲। "সর্ব্ব জ্বরান্তক পীযূষ"। ডাক মাসুল স্বতন্ত্র। অবধৌত মতে প্রস্তুত ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ব প্রকার পুরাতন জ্বরের এক মাত্র মহৌষধ। অদ্যাবধি এমত শীঘ্র ফলদায়ক ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ পরীক্ষিত।

শ্রীকালীমোহন ঘটক।

কাশী অবধৌত ঔষধালয়।

গণেশমহল্লা, বেনারস সিটী।

বিনামূল্যে দেওয়া হয়। হিন্দু মাত্রেরই এই বিরাট সভার সভ্য হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পত্র লিখিলে সাদরে উত্তর দেওয়া হয়।

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল
প্রধানকার্য্যালয়, ৺কাশীধাম।

# শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ শ্রীকাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন, ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী—
শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার,
শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, বেনারস।

# বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের সুবিধা।

৺কাশীধামে ধর্ম্মনিকেতননামক ভবনে বেদবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ বেদবিদ্যালয়ে চারি বেদ এবং গন্ধর্ব্ব উপবেদের (সঙ্গীতশাস্ত্র) উত্তম শিক্ষা হয় তাহা করা হইবে।

কাশীধামের প্রান্তভাগে গঙ্গার তীরে একটি অতি মনোরম স্থানে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের বিশেষ যত্নে শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রম নামক একটি ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা করা হইয়াছে। প্রথমে বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ভাবে বিদ্যার্থিগণ বেদের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী আশ্রমে পাঠ করিতে হইলে কেবল অল্প বয়স্ক বালকই লওয়া হইবে। ঐ বালকদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটি এগ্রিমেণ্ট্ (Agreement) দিতে হইবে। ঐ বালকগণ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিবেন। বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণ যাহারা এই দুই বিদ্যালয়ের কোনটিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে জানাইবেন।

# ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺ কাশীপুরীর গুরুধাম নামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক দিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশ সেবায় জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন। এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করতঃ স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্ম-ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

———

## বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষায় মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করা, উপদেশক বিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যক। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি কল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকাল পাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ১৫৲ পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই নিম্নলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,

রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।

প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল

প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সবিশেষ আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম ——————

দাতার পূরা নাম ——————

দাতার ঠিকানা ——————

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন ——————

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচখানি পত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়।

বেনারস।

ধর্ম্ম প্রচারক।
বিজ্ঞাপন।

## এজেণ্ট্ সমূহের আবশ্যকতা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ দ্বারা নবীন প্রকাশমান গ্রন্থসমূহের নিমিত্ত গ্রাহক সংগ্রহ এবং উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। গ্রাহক সংগ্রহ বিষয়ে এখন কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইবেনা, কেবল উহাঁকে এক ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যানুসারে এজেণ্ট যথেষ্ট পারিতোষিক পাইবেন। যিনি অধিক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সজ্জন নিজ নগরেই কার্য্য করিতে চাহিবেন, তিনি তথায় থাকিয়াই ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পদপ্রার্থিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্,

বেনারস।

## নূতন ছাপাখানা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ কোম্পানী ৺কাশীধামে এক সুবৃহৎ ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ৩০০০০৲ ত্রিশহাজার টাকা দিয়া বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে সুপ্রসিদ্ধ ল্যাজারস্ কোম্পানীর যে অতি বৃহৎ ছাপাখানা ছিল, তাহা ক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাপাখানায় হিন্দী, ইংরাজি, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভাষায় ছাপার কার্য্য সুলভে, সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেকপ্রকার টাইপ্ ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

প্রেস-ম্যানেজার—

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্, বেনারস।

## নিগমাগমপুস্তকভাণ্ডার। কাশী, ( বুক ডিপো )

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হিন্দুজাতির ধর্ম্মগ্রন্থাদি যাহাতে সুলভে একস্থানে পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুজাতির পুস্তকালয় নিগমাগম পুস্তকভাণ্ডার অনেক দিন হইতে ৺কাশীধামে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ এই স্বজাতীয় পুস্তক ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করায় ইহার স্থায়িত্ব নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিবে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করুন।

১। সদাচারসোপান—কোমলমতি বালকবালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা প্রথম পুস্তক। বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার উপযোগিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক হিন্দুরই ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মূল্য ৶০ এক আনা মাত্র।

২। সাধনসোপান—উপাসনা ও সাধনপ্রণালী শিখিবার বিশেষ উপযোগী পুস্তক। বালকবালিকাগণকে প্রথম হইতে এই পুস্তক পাঠ করান উচিত। ইহা এত উপকারী যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে ইহাতে সাধন

বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।

৩। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য—এই গ্রন্থরত্নে ৭ সাতটী অধ্যায় আছে। যথা—(১) আর্য্যজাতির অবস্থা-পরিবর্ত্তন। (২) চিন্তার কারণ। (৩) ব্যাধি নর্ণয়। (৪) ঔষধপ্রয়োগ। (৫) সুপথ্যসেবন। (৬) বীজরক্ষা। (৭) মহাযজ্ঞসাধন। এই পুস্তকরত্ন হিন্দুজাতির উন্নতিবিষয়ের অসাধারণ গ্রন্থ। প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে বহুতর বিষয় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদর সমগ্র ভারতবর্ষে সমানভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। কয়েক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৪। কন্যাশিক্ষাসোপান—সুকুমারমতি বালিকাগণের ধর্ম্ম-শিক্ষার নিমিত্ত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি সরল এবং ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়গ্রাহী। সরলা বালিকা-গণ ভাবী আদর্শজীবন লাভের নিমিত্ত এই গ্রন্থরত্ন হইতে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপদেশ পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য /৹ এক আনা মাত্র।

---

## সম্পাদকগণের প্রয়োজন।

(১) ইংরাজীভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত একজন সুদক্ষ লেখকের প্রয়োজন, যিনি ইংরাজীভাষায় মাসিকপত্রের সম্পাদন কার্য্য উত্তমরূপে করিতে সমর্থ এবং মহামণ্ডল হইতে যে সংস্কৃতভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার টিপ্পনী ও ভূমিকা ভালরূপে লিখিতে পারিবেন, তিনিই এই কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত হইবেন।

(২) শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সাহায্যে যে অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর এক মাসিক পুস্তকমালা শীঘ্রই প্রকা-শিত হইবে, তাহার সম্পাদননিমিত্ত একজন বিশেষ যোগ্যতাবিশিষ্ট সংস্কৃত বিদ্বানের আবশ্যক। সরল ও সরস বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিখিতে সমর্থ এবং প্রুফ আদি দেখিতে নিপুণ পণ্ডিতেরই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

যিনি সজ্জন ও ধার্ম্মিক হইবেন এবং যাঁহার কাশীবাসে ইচ্ছা আছে, তিনি উল্লিখিত দুইপদের যে কোন পদের জন্য স্বকীয় যোগ্যতার প্রমাণ সহিত বা প্রশংসাপত্রের সহিত নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। বেতন যোগ্যতানু-সারে দেওয়া হইবে।

সহকারী অধ্যক্ষ
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধান কার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

---

## সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড্" ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক ৺বিজয়াদশমী হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, সেই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকার অধিক হইবে না এইরূপ অনুমান হয়। যিনি এখন হইতে কেবল নাম ধাম লেখাইয়া গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত মূল্যেরও কিছু অল্প মূল্যে দেওয়া হইবে। যিনি রেজেষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চিফ্ মনেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক-
সমিতি লিমিটেড্,
বেনারস।

## অধ্যাপকের আবশ্যকতা।

৺কাশীধামে স্থাপিত "শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারী আশ্রমে"র জন্ম দুইজন বিদ্বানের আবশ্যকতা আছে, উঁহাদের মধ্যে এক জনের এইরূপ হওয়া চাই, যিনি পূর্ব্বে বালকগণের শিক্ষাদান কার্য্য করিয়াছেন, বয়:স প্রৌঢ় এবং সংস্কৃত ও হিন্দীভাষাতেও বিশেষ যোগ্যতা আছে। অন্য মহাশয়েরও প্রবীণ হওয়া চাই এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ যোগ্যতা ও বেদ এবং কর্ম্ম-কাণ্ডে পারদর্শিতা থাকা চাই। যিনি কাশীবাস ও ধর্ম্ম-সেবার অভিলাষী এবং কেবলমাত্র জীবিকোপযোগী বৃত্তি লইয়া দেশ সেবা করিতে চাহেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র প্রেরণ করুন!

স্বামী দয়ানন্দ,
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল-প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

---

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালীকম্পোজিটারের আবশ্যক। যাহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।
বেনারস।

---

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমুদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সেজন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশা করি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্তের স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,
সহকারিঅধ্যক্ষ।

---

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারীআশ্রমের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট, সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০্ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী, প্লিডার ডেরাদুন,
সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়কসভ্যমহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য

টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেন্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন!

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মুখপত্র সমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উঁহাদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচপ্রকার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্কার এবং ছাপাই বিভাগের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভা সমূদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেন্টের আবশ্যক আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেন্টগণ উপযুক্ত কমিসন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## সংস্কৃত বিদ্যার্থীর নিমিত্ত সুবিধা।

শ্রীমহামণ্ডলের শ্রীশারদামণ্ডলনামক বিদ্যাপ্রচার বিভাগ দ্বারা যে কাশী বিদ্যাপীঠ সংস্কার কার্য্য প্রারম্ভ হইয়াছে, উহা হইতে কাশীক্ষেত্রে সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া বাকী আছে। বৃত্তিপ্রার্থী বিদ্যার্থিগণ নিজ

নিজ অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লইয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

---

## বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের সুবিধা।

৺কাশীধামে ধর্ম্মনিকেতননামকভবনে বেদবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ বেদবিদ্যালয়ে চারি বেদ এবং গন্ধর্ব্ব উপবেদের ( সঙ্গীতশাস্ত্র ) উত্তম শিক্ষা হয় তাহা করা হইবে।

কাশীধামের প্রান্তভাগে গঙ্গার তীরে একটি অতি মনোরম স্থানে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের বিশেষ যত্নে শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রমনামক একটি ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা করা হইয়াছে। প্রথমে বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ভাবে বিদ্যার্থিগণ বেদের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী আশ্রমে পাঠ করিতে হইলে কেবল অল্প বয়স্ক বালকই লওয়া হইবে। ঐ বালকদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটি এগ্রিমেণ্ট ( Agreement ) দিতে হইবে। ঐ বালকগণ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিবেন। বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণ যাহারা এই দুই বিদ্যালয়ের কোনটিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। ( ১ ) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করতঃ স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

## ত্রিশূল।

ত্রিশূল—হিন্দু-সমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ-শক্তি-বিকাশ।

### ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতনধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য "জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড্ লায়েবিলিটি" কোম্পানী গঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার

গ্রহণের কারণ উত্তরের টিকিটসহ পত্র লিখিলেই কেবল ডাকে পাইতে পারিবেন।

## ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকার সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

## নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ-পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তরদাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা কতকগুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল" পত্রে দ্রষ্টব্য।

## ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূলপত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহক শ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলেরই মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র-সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, পত্র সহ পাঠাইলে, উত্তর সত্বর পাইতে পারিবেন।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ—ত্রিশূল-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ত্রিশূল কার্য্যালয়, কাশী।

---

# দি নারায়ণ কোম্পানী লিমিটেড্।

৭৬নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য কলিকাতা হইতেই সাধারণতঃ হয় বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়িগণের কলিকাতায় একজন কমিশন এজেণ্ট রাখার প্রয়োজন মনে হয়; কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাসী এজেণ্টের অভাবে তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হয়, এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে দ্বারবঙ্গাধিপতি ও আবাগড়ের রাজা সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

দরে সুবিধা করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য খরিদ করিয়া সরবরাহ করাই এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া আমাদের অর্ডার দিতে পারেন। দ্রব্য সরবরাহ করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিব বলিয়াই আমাদের ধারণা। দ্রব্য ভেদে শতকরা ।৹ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন লওয়া হয়।

মুটে ইত্যাদির খরচ মাত্র বাজার দর হিসাবে লওয়া হয়। সবিশেষ বিবরণ আমার নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীমুনীশ্বর নাথ রায়না ম্যানেজিং এজেণ্ট্।

# বিজয়ভাস্কর চূর্ণ।

এই মহৌষধ আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, এবং বহুদিন হইতে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে।

## বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষার মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করা, উপদেশক বিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যকতা। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকী আছে. তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি কল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকালপাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ১৫৲ পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই পার্শ্বলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,

রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।

প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো-জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল

প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সমধিক আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম—

দাতার পূরা নাম—

দাতার ঠিকানা—

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন—

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ ভাষার মুখপত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়।

বেনারস।

## সভ্যগণের বিশেষ সুবিধা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্ম্মকার্য্যের অধিকতর প্রচারকল্পে শ্রীমহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যিনি নিজ দেয় চাঁদা শোধ করিবেন এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তিনি প্রতি পাঁচজন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিলে এবং উঁহাদের দেয় পাঁচটি টাকা পাঠাইলে এক টাকা পুরস্কার স্বরূপ ফেরত পাইবেন। অথবা পাঁচ জনের পাঁচ টাকার মধ্যে একটাকা রাখিয়া দিয়া চার টাকা সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাইলে আমরা ঐ পাঁচজনকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব। যে সকল ধর্ম্মানুরাগী সভ্য মহোদয় মহামণ্ডলকে এইরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক লাভও হইবে এবং তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহিত মাসিকপত্র গুলিতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা<br>
সহকারী অধ্যক্ষ,<br>
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,<br>
বেনারস।

## শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন, ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী-<br>
শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার,<br>
শ্রীমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal Shastra Prakasak Samiti Press, Benares Cantonment, and published from the Sri Bharat Dharma Mahamandal, Head Office—Benares City.

ধর্ম্ম প্রচারক।
বিজ্ঞাপন।

## এজেণ্ট্ সমূহের আবশ্যকতা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ দ্বারা নবীন প্রকাশমান গ্রন্থসমূহের নিমিত্ত গ্রাহক সংগ্রহ এবং উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। গ্রাহক সংগ্রহ বিষয়ে এখন কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইবেনা, কেবল উহাঁকে এক ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যানুসারে এজেণ্ট যথেষ্ট পারিতোষিক পাইবেন। যিনি অধিক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সজ্জন নিজ নগরেই কার্য্য করিতে চাহিবেন, তিনি তথায় থাকিয়াই ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পদপ্রার্থিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্,
বেনারস।

---

## নূতন ছাপাখানা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ কোম্পানী ৺কাশীধামে এক সুবৃহৎ ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ৩০০০০৲ ত্রিশহাজার টাকা দিয়া বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে সুপ্রসিদ্ধ ল্যাজারস্ কোম্পানীর যে অতি বৃহৎ ছাপাখানা ছিল, তাহা ক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাপাখানায় হিন্দী, ইংরাজি, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভাষায় ছাপার কার্য্য সুলভে, সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেকপ্রকার টাইপ্ ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

প্রেস-ম্যানেজার—
শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্, বেনারস।

## নিগমাগমপুস্তকভাণ্ডার। কাশী, ( বুক ডিপো )

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হিন্দুজাতির ধর্ম্মগ্রন্থাদি যাহাতে সুলভে একস্থানে পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুজাতির পুস্তকালয় নিগমাগম পুস্তকভাণ্ডার অনেক দিন হইতে ৺কাশীধামে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ এই স্বজাতীয় পুস্তক ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করায় ইহার স্থায়িত্ব নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিবে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করুন।

১। সদাচারসোপান—কোমলমতি বালকবালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা প্রথম পুস্তক। বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার উপযোগিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক হিন্দুরই ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মূল্য ⁄৹ এক আনা মাত্র।

২। সাধনসোপান—উপাসনা ও সাধনপ্রণালী শিখিবার বিশেষ উপযোগী পুস্তক। বালকবালিকাগণকে প্রথম হইতে এই পুস্তক পাঠ করান উচিত। ইহা এত উপকারী যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে ইহাতে সাধন

বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৩। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য—এই গ্রন্থরত্নে ৭ সাতটী অধ্যায় আছে। যথা—(১) আর্য্যজাতির অবস্থা-পরিবর্ত্তন। (২) চিন্তার কারণ। (৩) ব্যাধি নির্ণয়। (৪) ঔষধপ্রয়োগ। (৫) সুপথ্যসেবন। (৬) বীজরক্ষা। (৭) মহাযজ্ঞসাধন। এই পুস্তকরত্ন হিন্দুজাতির উন্নতিবিষয়ের অসাধারণ গ্রন্থ। প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে বহুতর বিষয় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদর সমগ্র ভারতবর্ষে সমানভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। কয়েক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৪। কন্যাশিক্ষাসোপান—সুকুমারমতি বালিকাগণের ধর্ম্ম-শিক্ষার নিমিত্ত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি সরল এবং ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়গ্রাহী। সরলা বালিকা-গণ ভাবী আদর্শজীবন লাভের নিমিত্ত এই গ্রন্থরত্ন হইতে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপদেশ পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ⁄০ এক আনা মাত্র।

---

## সম্পাদকগণের প্রয়োজন।

(১) ইংরাজীভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত একজন সুদক্ষ লেখকের প্রয়োজন, যিনি ইংরাজীভাষায় মাসিকপত্রের সম্পাদন কার্য্য উত্তমরূপে করিতে সমর্থ এবং মহামণ্ডল হইতে যে সংস্কৃতভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার টিপ্পনী ও ভূমিকা ভালরূপে লিখিতে পারিবেন, তিনিই এই কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত হইবেন।

(২) শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সাহায্যে যে অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর এক মাসিক পুস্তকমালা শীঘ্রই প্রকা-শিত হইবে, তাহার সম্পাদননিমিত্ত একজন বিশেষ যোগ্যতাবিশিষ্ট সংস্কৃত বিদ্বানের আবশ্যক। সরল ও সরস বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিখিতে সমর্থ এবং প্রুফ আদি দেখিতে নিপুণ পণ্ডিতেরই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

যিনি সজ্জন ও ধার্ম্মিক হইবেন এবং যাঁহার কাশীবাসে ইচ্ছা আছে, তিনি উল্লিখিত দুইপদের যে কোন পদের জন্য স্বকীয় যোগ্যতার প্রমাণ সহিত বা প্রশংসাপত্রের সহিত নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। বেতন যোগ্যতানু-সারে দেওয়া হইবে।

সহকারী অধ্যক্ষ
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধান কার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

---

## সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড্" ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক ৺বিজয়াদশমী হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, সেই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকার অধিক হইবে না এইরূপ অনুমান হয়। যিনি এখন হইতে কেবল নাম ধাম লেখাইয়া গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত মূল্যেরও কিছু অল্প মূল্যে দেওয়া হইবে। যিনি রেজেষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চিফ্ মনেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক-
সমিতি লিমিটেড,
বেনারস।

## অধ্যাপকের আবশ্যকতা।

৺কাশীধামে স্থাপিত "শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারী আশ্রমে"র জন্য দুইজন বিদ্বানের আবশ্যকতা আছে, উহাঁদের মধ্যে এক জনের এইরূপ হওয়া চাই, যিনি পূর্ব্বে বালকগণের শিক্ষাদান কার্য্য করিয়াছেন, বয়সে প্রৌঢ় এবং সংস্কৃত ও হিন্দীভাষাতেও বিশেষ যোগ্যতা আছে। অন্য মহাশয়েরও প্রবীণ হওয়া চাই এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ যোগ্যতা ও বেদ এবং কর্ম্ম-কাণ্ডে পারদর্শিতা থাকা চাই। যিনি কাশীবাস ও ধর্ম্ম-সেবার অভিলাষী এবং কেবলমাত্র জীবিকোপযোগী বৃত্তি লইয়া দেশ সেবা করিতে চাহেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় আবে-দনপত্র প্রেরণ করুন।

স্বামী দয়ানন্দ,
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালীকম্পোজিটারের আবশ্যক। যাহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।
বেনারস।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকা-শিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদক-গণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমুদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সেজন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকা-র্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করি-বেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহা-দিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মান-পত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশাকরি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্তের স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,
সহকারিঅধ্যক্ষ।

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারীআশ্রমের" সুপারিন্টে-ণ্ডেন্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট, সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী, প্লিডার ডেরাদুন,
সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়কসভ্যমহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য

টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেন্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন!

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মুখপত্র সমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উহাদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করা। শ্রীমহাণ্ডলের পাঁচপ্রকার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্কার এবং ছাপাই বিভাগের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভা সমুদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ক্রটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যক আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেণ্টগণ উপযুক্ত কমিসন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## সংস্কৃত বিদ্যার্থীর নিমিত্ত সুবিধা।

শ্রীমহামণ্ডলের শ্রীশারদামণ্ডলনামক বিদ্যাপ্রচার বিভাগ দ্বারা যে কাশী বিদ্যাপীঠ সংস্কার কার্য্য প্রারম্ভ হইয়াছে, উহা হইতে কাশীক্ষেত্রে সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া বাকী আছে। বৃত্তিপ্রার্থী বিদ্যার্থিগণ নিজ

নিজ অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লইয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের সুবিধা।

৺কাশীধামে ধর্ম্মনিকেতননামকভবনে বেদবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ বেদবিদ্যালয়ে চারি বেদ এবং গন্ধর্ব্ব উপবেদের (সঙ্গীতশাস্ত্র) উত্তম শিক্ষা হয় তাহা করা হইবে।

কাশীধামের প্রান্তভাগে গঙ্গার তীরে একটি অতি মনোরম স্থানে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের বিশেষ যত্নে শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রমনামক একটি ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা করা হইয়াছে। প্রথমে বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ভাবে বিদ্যার্থিগণ বেদের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী আশ্রমে পাঠ করিতে হইলে কেবল অল্প বয়স্ক বালকই লওয়া হইবে। ঐ বালকদিগের কর্ত্তৃপক্ষ গণকে একটি এগ্রিমেণ্ট (Agreement) দিতে হইবে। ঐ বালকগণ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিবেন। বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণ যাহারা এই দুই বিদ্যালয়ের কোনটিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করতঃ স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

## ত্রিশূল।

ত্রিশূল—হিন্দু-সমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

### এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ-শক্তি-বিকাশ।

### ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতনধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য "জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড লায়েবিলিটি" কোম্পানী গঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বস্বামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার

গ্রহণের কারণ্ উত্তরের টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফেরৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

## ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকায় সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

## নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ-পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তরদাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাচ টাকা, তিন টাকা কতকগুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল" পত্রে দ্রষ্টব্য।

## ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূলপত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহক শ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলেরই মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র-সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, পত্র সহ পাঠাইলে, উত্তর সত্বর পাইতে পারিবেন।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ—ত্রিশূল-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ত্রিশূল কার্য্যালয়, কাশী।

---

Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal Shastra Prakasak Samiti Press, Benares Cantonment, and Published from the Sri Bharat Dharma Mahamandal, Head Office—Benares City.

ধর্ম্মপ্রচারক।
বিজ্ঞাপন।

## এজেণ্ট্ সমূহের আবশ্যকতা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ দ্বারা নবীন প্রকাশমান গ্রন্থসমূহের নিমিত্ত গ্রাহক সংগ্রহ এবং উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। গ্রাহক সংগ্রহ বিষয়ে এখন কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইবেনা, কেবল উহাঁকে এক ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যানুসারে এজেণ্ট যথেষ্ট পারিতোষিক পাইবেন। যিনি অধিক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সজ্জন নিজ নগরেই কার্য্য করিতে চাহিবেন, তিনি তথায় থাকিয়াই ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পদপ্রার্থিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্
বেনারস।

---

## নিগমাগমপুস্তকভাণ্ডার। কাশী, (বুক্ ডিপো)

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হিন্দুজাতির ধর্ম্মগ্রন্থাদি যাহাতে সুলভে একস্থানে পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুজাতির পুস্তকালয় নিগমাগম পুস্তকভাণ্ডার অনেক দিন হইতে ৺কাশীধামে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ এই স্বজাতীয় পুস্তক ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করায় ইহার স্থায়িত্ব নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিবে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করুন।

১। সদাচারসোপান—কোমলমতি বালকবালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা প্রথম পুস্তক। বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার উপযোগিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক হিন্দুরই ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মূল্য ./০ এক আনা মাত্র।

২। সাধনসোপান—উপাসনা ও সাধনপ্রণালী শিখিবার বিশেষ উপযোগী পুস্তক। বালকবালিকাগণকে প্রথম হইতে এই পুস্তক পাঠ করান উচিত। ইহা এত উপকারী যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে ইহাতে সাধন বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৩। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য—এই গ্রন্থরত্নে ৭ সাতটী অধ্যায় আছে। যথা—(১) আর্য্যজাতির অবস্থাপরিবর্ত্তন। (২) চিন্তার কারণ (৩) ব্যাধি নির্ণয়। (৪) ঔষধপ্রয়োগ। (৫) সুপথ্যসেবন। (৬) বীজরক্ষা। (৭) মহাযজ্ঞসাধন। এই পুস্তকরত্ন হিন্দুজাতির উন্নতিবিষয়ের অসাধারণ গ্রন্থ। প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে বহুতর বিষয় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদর সমগ্র ভারতবর্ষে সমানভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। কয়েক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৪। কন্যাশিক্ষাসোপান—সুকুমারমতি বালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি সরল এবং ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়গ্রাহী। সরলা বালিকাগণ ভাবী আদর্শজীবন লাভের নিমিত্ত এই গ্রন্থরত্ন হইতে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপদেশ পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ./০ এক আনা মাত্র।

---

## নূতন ছাপাখানা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ কোম্পানী ৺কাশীধামে এক সুবৃহৎ ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ৩০০০০৲ ত্রিশহাজার টাকা দিয়া বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে সুপ্রসিদ্ধ ল্যাজারস্ কোম্পানীর যে অতি বৃহৎ ছাপাখানা ছিল, তাহা ক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাপাখানায় হিন্দী, ইংরাজি, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভাষায় ছাপার কার্য্য হইতেছে,

সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেকপ্রকার টাইপ্ ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন্।

প্রেস-ম্যানেজার—

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্, বেনারস।

## সম্পাদকগণের প্রয়োজন।

(১) ইংরাজীভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত একজন সুদক্ষ লেখকের প্রয়োজন, যিনি ইংরাজীভাষার মাসিকপত্রের সম্পাদন কার্য্য উত্তমরূপে করিতে সমর্থ এবং মহামণ্ডল হইতে যে সংস্কৃতভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার টিপ্পনী ও ভূমিকা ভালরূপে লিখিতে পারিবেন, তিনিই এই কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত হইবেন।

(২) শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সাহায্যে যে অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর এক মাসিক পুস্তকমালা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, তাহার সম্পাদননিমিত্ত একজন বিশেষ যোগ্যতাবিশিষ্ট সংস্কৃত বিদ্বানের আবশ্যক। সরল ও সরস বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিখিতে সমর্থ এবং প্রুফ্ আদি দেখিতে নিপুণ পণ্ডিতেরই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

যিনি সজ্জন ও ধার্ম্মিক হইবেন এবং যাঁহার কাশীবাসে ইচ্ছা আছে, তিনি উল্লিখিত দুইপদের যে কোন পদের জন্য স্বকীয় যোগ্যতার প্রমাণ সহিত বা প্রশংসাপত্রের সহিত নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। বেতন যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে।

সহকারী অধ্যক্ষ

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,

প্রধান কার্য্যালয়,

৺কাশীধাম।

## সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্" ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক বর্ত্তমান মাসের শেষে হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, সেই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকার অধিক হইবে না এইরূপ অনুমান হয়। যিনি এখন হইতে কেবল নাম ধাম লেখাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত মূল্যেরও কিছু অল্প মূল্যে দেওয়া হইবে। যিনি রেজিষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—

দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক-

সমিতি লিমিটেড্,

বেনারস।

## অধ্যাপকের আবশ্যকতা।

৺কাশীধামে স্থাপিত "শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারী আশ্রমে"র জন্য দুইজন বিদ্বানের আবশ্যকতা আছে, উহাঁদের মধ্যে এক জন [illegible] হওয়া চাই, যিনি পূর্ব্বে বালকগণের শিক্ষাদান কার্য্য [illegible] হন, বয়সে প্রৌঢ় এবং সংস্কৃত ও হিন্দীভাষাতেও বিশেষ যোগ্যতা আছে। অন্য মহাশয়েরও প্রবীণ হওয়া চাই এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ যোগ্যতা ও বেদ এবং কর্ম্ম-কাণ্ডে পারদর্শিতা থাকা চাই। যিনি কাশীবাস ও ধর্ম্ম-সেবার অভিলাষী এবং কেবলমাত্র জীবিকোপযোগী বৃত্তি লইয়া দেশ সেবা করিতে চাহেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র প্রেরণ করুন!

স্বামী দয়ানন্দ,
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল-প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

---

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালী কম্পোজিটারের আবশ্যক। যাহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।
বেনারস।

---

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম"র সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট্, সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী. প্লিডার ডেরাদুন,
সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়কসভ্যমহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন!

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

---

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মাসিক মুখপত্রসমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উহাঁদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচপ্রকার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্কার এবং ছাপাই বিভা-গের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভা সমুদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য [illegible]

পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেণ্টগণ উপযুক্ত কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## সংস্কৃত বিদ্যার্থীর নিমিত্ত সুবিধা।

শ্রীমহামণ্ডলের শ্রীশারদামণ্ডলনামক বিদ্যাপ্রচার বিভাগ দ্বারা যে কাশী বিদ্যাপীঠ সংস্কার কার্য্য প্রারম্ভ হইয়াছে, উহা হইতে কাশীক্ষেত্রে সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া বাকী আছে। বৃত্তিপ্রার্থী বিদ্যার্থিগণ নিজ নিজ অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লইয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন্।

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের সুবিধা।

৺কাশীধামে ধর্ম্মনিকেতননামকভবনে বেদবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ বেদবিদ্যালয়ে চারি বেদ এবং গন্ধর্ব্ব উপবেদের (সঙ্গীতশাস্ত্র) উত্তম শিক্ষা হয় তাহা করা হইবে।

কাশীধামের প্রান্তভাগে গঙ্গার তীরে একটি অতি মনোরম স্থানে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের বিশেষ যত্নে শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রমনামক একটি ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা করা হইয়াছে। প্রথমে বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ভাবে বিদ্যার্থিগণ বেদের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী আশ্রমে পাঠ করিতে হইলে কেবল অল্প বয়স্ক বালকই লওয়া হইবে। ঐ বালকদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটি এগ্রিমেণ্ট (Agreement) দিতে হইবে। ঐ বালকগণ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিবেন। বাঙ্গালীবিদ্যার্থিগণ যাঁহারা এই দুই বিদ্যালয়ের কোনটিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎসিক্ষার জন্য একটি উপদেশক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করি-

বেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

# ত্রিশূল।

ত্রিশূল—হিন্দুসমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

**হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ-শক্তি-বিকাশ।**

### ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতন ধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য "জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড লায়েবিলিটি" কোম্পানী গঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বস্বামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার গ্রহণের ফারম্ টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফ্রোৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

### ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকার সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

### নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ-পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তর দাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা তিন টাকা কতক গুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল" পত্রে দ্রষ্টব্য।

### ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূলপত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহকশ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র-সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি

# বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষার মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করা, উপদেশক বিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যকতা। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি কল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকালপাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ১৫৲ পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই পার্শ্বলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,
রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।
প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল
প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সনাতন আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম ——————

দাতার পূরা নাম ——————

দাতার ঠিকানা ——————

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন ——————

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ ভাষার মুখপত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়।
বেনারস।

## সভ্যগণের বিশেষ সুবিধা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্ম্মকার্য্যের অধিকতর প্রচারকল্পে শ্রীমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যিনি নিজ দেয় চাঁদা শোধ করিবেন এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তিনি প্রতি পাঁচজন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিলে এবং উঁহাদের দেয় পাঁচটি টাকা পাঠাইলে এক টাকা পুরস্কার স্বরূপ ফেরত পাইবেন। অথবা পাঁচ জনের পাঁচ টাকার মধ্যে এক টাকা রাখিয়া দিয়া চার টাকা সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাইলে আমরা ঐ পাঁচজনকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব। যে সকল ধর্ম্মানুরাগী সভ্যমহোদয় মহামণ্ডলকে এইরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক লাভও হইবে এবং তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহিত মাসিকপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা  
সহকারী অধ্যক্ষ,  
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,  
বেনারস।

## শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন, ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন :

সেক্রেটারী—  
শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার  
শ্রীমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমুদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সেজন্য চিন্তিত নহে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত ! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশাকরি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—  
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,  
সহকারী অধ্যক্ষ।

Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal Shastra Prakasak Samiti Press, Benares Cantonment, and Published from the Sri Bharat Dharma Mahamandal, Head Office—Benares City.

ধর্ম্মপ্রচারক।
বিজ্ঞাপন।

সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেকপ্রকার টাইপ্, ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেশিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন্।

প্রেস-ম্যানেজার—

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্, বেনারস।

## সম্পাদকগণের প্রয়োজন।

(১) ইংরাজীভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত একজন সুদক্ষ লেখকের প্রয়োজন, যিনি ইংরাজীভাষার মাসিকপত্রের সম্পাদন কার্য্য উত্তমরূপে করিতে সমর্থ এবং মহামণ্ডল হইতে যে সংস্কৃতভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার টিপ্পনী ও ভূমিকা ভালরূপে লিখিতে পারিবেন, তিনিই এই কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত হইবেন।

(২) শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সাহায্যে যে অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর এক মাসিক পুস্তকমালা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, তাহার সম্পাদননিমিত্ত একজন বিশেষ যোগ্যতাবিশিষ্ট সংস্কৃত বিদ্বানের আবশ্যক। সরল ও সরস বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিখিতে সমর্থ এবং প্রুফ্ আদি দেখিতে নিপুণ পণ্ডিতেরই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

যিনি সজ্জন ও ধার্ম্মিক হইবেন এবং যাঁহার কাশীবাসে ইচ্ছা আছে, তিনি উল্লিখিত দুইপদের যে কোন পদের জন্য স্বকীয় যোগ্যতার প্রমাণ সহিত বা প্রশংসাপত্রের সহিত নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। বেতন যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে।

সহকারী অধ্যক্ষ

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,

প্রধান কার্য্যালয়,

৺কাশীধাম।

## সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। "শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্" ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক বর্ত্তমান মাসের শেষে হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, সেই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ১২্ টাকার অধিক হইবে না এইরূপ অনুমান হয়। যিনি এখন হইতে কেবল নাম ধাম লেখাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত মূল্যেরও কিছু অল্প মূল্যে দেওয়া হইবে। যিনি রেজিষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—

দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক-

সমিতি লিমিটেড্,

বেনারস।

## অধ্যাপকের আবশ্যকতা।

৺কাশীধামে স্থাপিত "শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারী আশ্রমে"র জন্য দুইজন বিদ্বানের আবশ্যকতা আছে, উহাঁদের মধ্যে এক জন এইরূপ হওয়া চাই, যিনি পূর্ব্বে বালকগণের শিক্ষাদান কার্য্য করিয়াছেন, বয়সে প্রৌঢ় এবং সংস্কৃত ও হিন্দীভাষাতেও বিশেষ যোগ্যতা আছে। অন্য মহাশয়েরও প্রবীণ হওয়া চাই এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ যোগ্যতা ও বেদ এবং কর্ম্ম-কাণ্ডে পারদর্শিতা থাকা চাই। যিনি কাশীবাস ও ধর্ম্ম-সেবার অভিলাষী এবং কেবলমাত্র জীবিকোপযোগী বৃত্তি লইয়া দেশ সেবা করিতে চাহেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র প্রেরণ করুন।

স্বামী দয়ানন্দ,
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল-প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালী কম্পোজিটারের আবশ্যক। যাহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আদেবন পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।
বেনারস।

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রমে"র সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট্, সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী. প্লিডার ডেরাদুন,
সভাপতি. ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়কসভ্যমহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মাসিক মুখপত্রসমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উহাঁদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচপ্রকার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্কার এবং ছাপাই বিভা-গের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভা সমুদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে

পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেন্টের আবশ্যকতা আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেন্টগণ উপযুক্ত কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## সংস্কৃত বিদ্যার্থীর নিমিত্ত সুবিধা।

শ্রীমহামণ্ডলের শ্রীশারদামণ্ডলনামক বিদ্যাপীঠের বিভাগ দ্বারা যে কাশী বিদ্যাপীঠ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, উহা হইতে কাশীক্ষেত্রে সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া বাকী আছে। বৃত্তিপ্রার্থী বিদ্যার্থিগণ নিজ নিজ অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লইয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের সুবিধা।

৺কাশীধামে ধর্ম্মনিকেতননামকভবনে বেদবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ বেদবিদ্যালয়ে চারি বেদ এবং গন্ধর্ব্ব উপবেদের (সঙ্গীতশাস্ত্র) উত্তম শিক্ষা হয় তাহা করা হইবে।

কাশীধামের প্রান্তভাগে গঙ্গার তীরে একটি অতি মনোরম স্থানে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের বিশেষ যত্নে শ্রীবিশ্বনাথব্রহ্মচারীআশ্রমনামক একটি ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা করা হইয়াছে। প্রথমে বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ভাবে বিদ্যার্থিগণ বেদের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী আশ্রমে পাঠ করিতে হইলে কেবল অল্প বয়স্ক বালকই লওয়া হইবে। ঐ বালকদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটি এগ্রিমেণ্ট (Agreement) দিতে হইবে। ঐ বালকগণ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিবেন। বাঙ্গালীবিদ্যার্থিগণ যাঁহারা এই দুই বিদ্যালয়ের কোনটিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করি-

বেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

# ত্রিশূল।

ত্রিশূল—হিন্দুসমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ-শক্তি-বিকাশ।

### ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতন ধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য "জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড লায়েবিলিটি" কোম্পানী গঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বস্বামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার গ্রহণের ফারম্ টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফেরৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

### ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকার সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্প্রাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

### নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ-পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তর দাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা তিন টাকা কতক গুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল" পত্রে দ্রষ্টব্য।

### ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূলপত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহকশ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র-সম্প্রাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি

# বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষার মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করা, উপদেশক বিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যকতা। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকালপাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২, দুই টাকা হইতে ১৫, পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই পার্শ্বলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,

রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।

প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো-জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল

প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সমধিক আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি          টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম ——————————

দাতার পূরা নাম ——————————

দাতার ঠিকানা ——————————

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন ——————————

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ ভাষার মুখপত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়।

বেনারস।

## সভ্যগণের বিশেষ সুবিধা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্ম্মকার্য্যের অধিকতর প্রচারকল্পে শ্রীমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যিনি নিজ দেয় চাঁদা শোধ করিবেন এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তিনি প্রতি পাঁচজন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিলে এবং উঁহাদের দেয় পাঁচটি টাকা পাঠাইলে এক টাকা পুরস্কার স্বরূপ ফেরত পাইবেন। অথবা পাঁচ জনের পাঁচ টাকার মধ্যে এক টাকা রাখিয়া দিয়া চার টাকা সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাইলে আমরা ঐ পাঁচজনকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব। যে সকল ধর্ম্মানুরাগী সভ্যমহোদয় মহামণ্ডলকে এইরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক লাভও হইবে এবং তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহিত মাসিকপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা<br>
সহকারী অধ্যক্ষ,<br>
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,<br>
বেনারস।

## শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন ধার্ম্মিক বা ... পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী—<br>
শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার<br>
শ্রীমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমুদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সেজন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশাকরি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—<br>
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,<br>
সহকারী অধ্যক্ষ।

Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal Shastra Prakasak Samiti Press, Benares Cantonment,
and Published from the Sri Bharat Dharma Mahamandal, Head Office—Benares City.

ধর্ম্মপ্রচারক।
বিজ্ঞাপন।



---

সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেক প্রকার টাইপ্, ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন্!

প্রেস্ ম্যানেজার—
শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ বেনারস।

## সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবে। "শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক কয়েক মাস হইল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে, বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকা। যিনি রেজিষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক
সমিতি লিমিটেড্
বেনারস।

---

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালী কম্পোজিটারের প্রয়োজন। যাঁহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আদেবন পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্।
বেনারস।

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রমে"র সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট্, সংস্কৃতভাষা অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী, প্লিডার ডেরাদুন,
সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

---

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়কসভ্যমহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উঁহার বক্তৃতাশক্তি, সভ্যচাতুর্য্য আদি

আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন; ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মাসিক মুখপত্রসমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উহাদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সহায্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশী বিদ্যাপীঠসংস্কার এবং ছাপাই বিভাগের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভা সমুদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা ততোধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। যদি মহামণ্ডলের প্রধান প্রধান শাখা সভাসমূহ আপনাপন পক্ষ হইতে বৃত্তি দিয়া যথাযোগ্য ধর্ম্মোপদেশক প্রস্তুত করিবার জন্য নিজেরা মনোনীত করিয়া উপদেশ-শিক্ষার্থী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত ৺কাশীধামস্থ উপদেশক মহাবিদ্যালয়ে প্রেরিত করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেন্টের আবশ্যকতা আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেন্টগণ উপযুক্ত কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক মহা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবার জীবনাতিপাত করিতে

ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে, পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

# ত্রিশূল।

ত্রিশূল—হিন্দুসমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ শক্তি বিকাশ।

## ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতন ধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য 'জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড লায়েবিলিটি' কোম্পানীগঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বস্বামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার গ্রহণের ফারম্ টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফেরৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

## ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকায় সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

## নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তর দাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা কতক গুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম 'ত্রিশূল' পত্রে দ্রষ্টব্য।

## ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূলপত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য 'ত্রিশূল সমুত্থান' সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহকশ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, পত্র সহ পাঠাইলে, উত্তর সত্বর পাইতে পারিবেন।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ—ত্রিশূল-কার্য্যাধ্যক্ষ।

ত্রিশূল কার্য্যালয়, কাশী।

## বিশেষ প্রার্থনা।

সাধারণ সভ্যগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় সহায়তার টাকা স্বয়ংই মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, তবে হিসাবাদি রাখিতে কোন রূপ অসুবিধা হয় না, কারণ টাকা পাওয়া মাত্রই জমা করা হয়। যাঁহাদের নিকট সহায়তার টাকা বাকী আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠান, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করি মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ এখন হইতে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

নিং

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা

সহকারী অধ্যক্ষ।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধান কার্য্যালয়।

## ধর্ম্মবক্তার প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য দুইজন সুযোগ্য ধর্ম্ম-বক্তার প্রয়োজন। বিশেষ পরিশ্রম করিলে মাসিক ৫০৲ ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে উপযুক্ত প্রশংসাপত্র সহ উপাধি ও প্রাপ্ত হইবেন। পদপ্রার্থিগণ শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ কলিকাতায় অথবা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিবেন। আবেদন পত্রে বয়স ও যোগ্যতার পরিচয় বিশদরূপে লিখিতে হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা

সহকারী অধ্যক্ষ

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়।

৺কাশীধাম।

## সভা ও বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সুবিধা।

ব্রাহ্মণসভা, ক্ষত্রিয়সভা, বৈশ্যসভা প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার সামাজিক সভা এবং সংস্কৃত পাঠশালা, বিদ্যালয়, হিন্দু পুস্তকালয় ও হিন্দুব্যায়ামশালা আছে, তাঁহারা নিজ নিজ ঠিকানা পাঠাইয়া নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত করুন। শ্রীমহামণ্ডলের নূতন নিয়মানুসারে ঐ সমস্ত সামাজিক বিদ্যোন্নতিকরী ও অন্যান্য হিন্দুসভাসমূহে যিনি যে ভাষায় চাহিবেন, তাঁহাকে সেই ভাষায় বিনামূল্যে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মাসিকপত্র পাঠান হইবে। পত্র দিবার ঠিকানা:—

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

---

## শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

সনাতনধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং সদ্বিদ্যাপ্রচার করিবার নিমিত্ত সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। ধর্ম্মাচার্য্যগণ, স্বাধীন নরপতিবৃন্দ, রাজা, মহারাজা, জমিদার, অধ্যাপক, ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইতে সর্ব্বসাধারণ হিন্দুপ্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ এই বিরাট ধর্ম্মসভার নানা শ্রেণীর সভ্য হইয়াছেন এবং হইতে পারেন। সভ্যগণের মধ্যে যিনি যে ভাষায় মাসিক মুখপত্র পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সেই ভাষারই মুখপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়। হিন্দুমাত্রেরই এই বিরাট সভার সভ্য হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পত্র লিখিলে সাদরে উত্তর দেওয়া হয়।

প্রধানাধ্যক্ষ—
শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল।
প্রধানকার্য্যালয়, ৺কাশীধাম।

---

### ১১ খানি সুবর্ণ ও ৯ খানি রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত

## ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

( স্থাপিত ১৮৯৫ খৃঃ অব্দ )

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

জেনারেল ক্লাস:—ড্রয়িং, পেন্টিং, এনগ্রেভিং, লিথো, ফটো ড্রাফটস্‌ম্যান ড্রয়িং ও আর্ট-প্রিন্টিং আদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীর অধ্যক্ষতায় অন্যান্য বিজ্ঞ শিল্পিগণকর্ত্তৃক নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ৵১০ অর্দ্ধ আনার ষ্টাম্প সহ আবেদন করুন।

শ্রীগোপীকান্ত সেন—ম্যানেজার।

সাধারণের বিশেষ সুবিধা:—অর্থব্যয় করিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না। প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুলের প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে উড্‌এনগ্রেভিং হাফটোন, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, কপারপ্লেট, ফটোগ্রাফ, ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেন্ট, অয়েল পেন্টিং ও আর্ট প্রিন্টিং আদি কার্য্য অতি সুলভে ও সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ আনার ষ্টাম্প সহ পত্র লিখিলে মুদ্রিত মূল্য তালিকা পাইবেন।

এস, লাল ব্রাদার্স—ম্যানেজার্স।
৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত
সচিত্র মাসিক পত্র।

## শিল্প ও সাহিত্য।

( সচিত্র মাসিকপত্র। )

### অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা সম্পাদিত, বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ ইহাতে নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। ৵১০ আনার ডাঃ ষ্টাম্প পাঠাইলে নমুনা পাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র গুপ্ত বৈদ্যরত্ন—কার্য্যাধ্যক্ষ।

### আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফশিক্ষা ১ম ভাগ।

৪র্থ সংস্করণ। শিল্প ও সাহিত্যসম্পাদক বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহার নূতন পরিচয় কি দিব? ঘরে বসিয়া ফটো শিখিবার ইহাই একমাত্র পুস্তক। সর্ব্বত্র একবাক্যে প্রশংসিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

### ছায়া-বিজ্ঞান—ফটোগ্রাফশিক্ষা ২য় ভাগ।

আলোকচিত্রণে যাহা নাই, ইহাতে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু তাহাই বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

### সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য।

স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, সুন্দর বাঁধান ও শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকার সুরঞ্জিত চিত্রসহ মূল্য ৸০ আনা। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। এ ধরণের পুস্তক এই নূতন! হিতবাদী, সময়, টেলিগ্রাফ, এডুকেশন গেজেট ও অন্যান্য সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে সমালোচিত।

ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুল—৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

## বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষার মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করা, উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যকতা। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকা আছে, তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না. আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকালপাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ১৫৲ পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই পার্শ্বলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,

রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।

প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো-জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

### শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সর্ব্বাধিক আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম ——————

দাতার পূরা নাম ——————

দাতার ঠিকানা ——————

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন ——————

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ ভাষার মুখপত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়।

বেনারস।

## সভ্যগণের বিশেষ সুবিধা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্ম্মকার্য্যের অধিকতর প্রচারকল্পে শ্রীমহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যিনি নিজদের চাঁদা শোধ করিবেন এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তিনি প্রতি পাঁচজন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিলে এবং উঁহাদের দেয় পাঁচটি টাকা পাঠাইলে এক টাকা পুরস্কার স্বরূপ ফেরত পাইবেন। অথবা পাঁচ জনের পাঁচ টাকার মধ্যে এক টাকা রাখিয়া দিয়া চার টাকা সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাইলে আমরা ঐ পাঁচজনকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব। যে সকল ধর্ম্মানুরাগী সভ্যমহোদয় মহামণ্ডলের এইরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক লাভও হইবে এবং তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহিত মাসিকপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা<br>
সহকারী অধ্যক্ষ,<br>
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,<br>
বেনারস।

## শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন, ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী—<br>
শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার,<br>
শ্রীমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমূদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সেজন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশা করি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—<br>
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,<br>
সহকারী অধ্যক্ষ।

ধর্ম্মপ্রচারক।
বিজ্ঞাপন।



---

## এজেণ্ট্ সমূহের আবশ্যকতা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ দ্বারা নবীন প্রকাশমান গ্রন্থসমূহের নিমিত্ত গ্রাহকসংগ্রহ এবং উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। গ্রাহক সংগ্রহ বিষয়ে এখন কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইবেনা, কেবল উহাঁকে এক ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যানুসারে এজেণ্ট যথেষ্ট পারিতোষিক পাইবেন। যিনি অধিক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সজ্জন নিজ নগরেই কার্য্য করিতে চাহিবেন, তিনি তথায় থাকিয়াই ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পদপ্রার্থিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—
শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্
বেনারস।

## নিগমাগমপুস্তকভাণ্ডার-কাশী, (বুক্‌ডিপো)

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হিন্দুজাতির ধর্ম্মগ্রন্থাদি যাহাতে সুলভে একস্থানে পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুজাতির পুস্তকালয় নিগমাগমপুস্তকভাণ্ডার অনেক দিন হইতে ৺কাশীধামে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ এই স্বজাতীয় পুস্তক ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করায় ইহার স্থায়িত্ব নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিবে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করুন।

১। সদাচারসোপান—কোমলমতি বালকবালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা প্রথম পুস্তক। বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার উপযোগিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক হিন্দুরই ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

২। সাধনসোপান—উপাসনা ও সাধনপ্রণালী শিখিবার বিশেষ উপযোগী পুস্তক। বালকবালিকাগণকে প্রথম হইতে এই পুস্তক পাঠ করান উচিত। ইহা এত উপকারী যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে ইহাতে সাধন বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৩। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য—এই গ্রন্থরত্নে ৭ সাতটী অধ্যায় আছে। যথা— (১) আর্য্যজাতির অবস্থা-পরিবর্ত্তন। (২) চিন্তার কারণ (৩) ব্যাধি নির্ণয়। (৪) ঔষধপ্রয়োগ। (৫) সুপথ্যসেবন। (৬) বীজরক্ষা। (৭) মহাযজ্ঞসাধন। এই পুস্তকরত্ন হিন্দুজাতির উন্নতিবিষয়ের অসাধারণ গ্রন্থ। প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে বহুতর বিষয় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদর সমগ্র ভারতবর্ষে সমানভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। কয়েক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা মাত্র।

৪। কন্যাশিক্ষাসোপান—সুকুমারমতি বালিকাগণের ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি সরল এবং ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়গ্রাহী। সরলা বালিকাগণ ভাবী আদর্শজীবন লাভের নিমিত্ত এই গ্রন্থরত্ন হইতে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপদেশ পাইতে পারেন। ইহার মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

## নূতন ছাপাখানা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ কোম্পানী ৺কাশীধামে এক সুবৃহৎ ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ৩০০০৲ ত্রিশহাজার টাকা দিয়া বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে সুপ্রসিদ্ধ ল্যাজারস্ কোম্পানীর যে অতি বৃহৎ ছাপাখানা ছিল, তাহা ক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাপাখানায় হিন্দী, ইংরাজি, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভাষায় ছাপার কার্য্য সুলভে,

সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেক প্রকার টাইপ্, ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন্!

প্রেস্ ম্যানেজার—

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্, বেনারস।

## সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবে। "শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক কয়েক মাস হইল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে, বার্ষিক মূল্য ১২্ টাকা। যিনি রেজিষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—

দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক
সমিতি লিমিটেড্,
বেনারস।

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালী কম্পোজিটারের প্রয়োজন। যাঁহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

চিফ্ ম্যানেজার—

দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।
বেনারস।

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রমে"র সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট্, সংস্কৃতভাষা অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০্ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী, প্লিডার ডেরাডুন,
সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহায়কসভ্যমহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উঁহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি

আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন!

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মাসিক মুখপত্রসমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উঁহাদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সহায়্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্থা এবং ছাপাই বিভাগের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভাসমূহের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। যদি মহামণ্ডলের প্রধান প্রধান শাখা সভাসমূহ আপনাপন পক্ষ হইতে বৃত্তি দিয়া যথাযোগ্য ধর্ম্মোপদেশক প্রস্তুত করিবার জন্য নিজেরা মনোনীত করিয়া উপদেশশিক্ষার্থী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত ৺কাশীধামস্থ উপদেশক মহাবিদ্যালয়ে প্রেরিত করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেণ্টগণ উপযুক্ত কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক মহা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় জীবনাতিপাত করিতে

ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে, পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

# ত্রিশূল।

ত্রিশূল—হিন্দুসমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ শক্তি বিকাশ।

### ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতন ধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

• হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য 'জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড লায়েবিলিটি' কোম্পানীগঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বস্বামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার গ্রহণের ফারম্ টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফেরৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

### ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকায় সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

### নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তর দাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা কতক গুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল' পত্রে দ্রষ্টব্য।

### ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূলপত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান' সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহকশ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, পত্র সহ পাঠাইলে, উত্তর সত্বর পাইতে পারিবেন।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ—ত্রিশূল-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ত্রিশূল কার্য্যালয়, কাশী।

## বিশেষ প্রার্থনা।

সাধারণ সভ্যগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় সহায়তার টাকা স্বয়ংই মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, তবে হিসাবাদি রাখিতে কোন রূপ অসুবিধা হয় না, কারণ টাকা পাওয়া মাত্রই জমা করা হয়। যাঁহাদের নিকট সহায়তার টাকা বাকী আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠান, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করি মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ এখন হইতে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

নিং
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
সহকারী অধ্যক্ষ।
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধান কার্য্যালয়।

## ধর্ম্মবক্তার প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য দুইজন সুযোগ্য ধর্ম্মবক্তার প্রয়োজন। বিশেষ পরিশ্রম করিলে মাসিক ৫০৲ ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে উপযুক্ত প্রশংসাপত্র সহ উপাধি ও প্রাপ্ত হইবেন। পাদপ্রার্থিগণ শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ কলিকাতায় অথবা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিবেন। আবেদন পত্রে বয়স ও যোগ্যতার পরিচয় বিশদরূপে লিখিতে হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
সহকারী অধ্যক্ষ
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়।
৺কাশীধাম।

## ম্যালেরিয়া এবং সাধারণ প্লেগ নিবারণের ঔষধ।

বাটলি ওয়ালার এগিউ মিক্শ্চার ব্যবহার করুন! মূল্য ১৲ টাকা।

বাটলি ওয়ালার কলেরল্—কলেরার সর্ব্বোত্তম ঔষধ। মূল্য ১৲ টাকা।

বাটলি ওয়ালার শক্তিবর্দ্ধক বটি—সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া থাকে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বাটলি ওয়ালার দন্তমঞ্জন—ইংরাজী ও দেশী উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত, ইহাতে জায়ফল ও কার্ব্বলিক প্রভৃতি মিশ্রিত আছে। মূল্য ।০ আনা।

বাটলি ওয়ালার দদ্রু নিবারক ঔষধ—ইহা ব্যবহারে শীঘ্রই দদ্রুরোগ আরাম হয়। মূল্য ।০ আনা।

এই ঔষধগুলি সর্ব্বপ্রকার ঔষধ বিক্রেতাদিগের নিকট এবং ডাক্তার এম্, এল্, বাটলি ওয়ালা বরলী, দাদার—বোম্বাই এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

## বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষার মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করা, উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যকতা। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকালপাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম্ অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ১৫৲ পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই পার্শ্বলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,

রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।

প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো-জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

### শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সমধিক আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম ——

দাতার পূরা নাম ——

দাতার ঠিকানা ——

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন ——

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ ভাষার মুখপত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়।

বেনারস।

## সভ্যগণের বিশেষ সুবিধা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্ম্মকার্য্যের অধিকতর প্রচারকল্পে শ্রীমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যিনি নিজ দেয় চাঁদা শোধ করিবেন এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তিনি প্রতি পাঁচজন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিলে এবং উঁহাদের দেয় পাঁচটাকা পাঠাইলে এক টাকা পুরস্কার স্বরূপ ফেরত পাইবেন। অথবা পাঁচ জনের পাঁচ টাকার মধ্যে এক টাকা রাখিয়া দিয়া চার টাকা সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাইলে আমরা ঐ পাঁচজনকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব। যে সকল ধর্ম্মানুরাগী সভ্যমহোদয় মহামণ্ডলকে এইরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক লাভও হইবে এবং তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহিত মাসিকপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
সহকারী অধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী—
শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার,
শ্রীমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমুদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সেজন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশাকরি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,
সহকারী অধ্যক্ষ.

ধর্ম্মপ্রচারক।
বিজ্ঞাপন।

## এজেণ্ট্ সমূহের আবশ্যকতা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ দ্বারা নবীন প্রকাশমান গ্রন্থসমূহের নিমিত্ত গ্রাহকসংগ্রহ এবং উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। গ্রাহক সংগ্রহ বিষয়ে এখন কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইবেনা, কেবল উহাঁকে এক ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যানুসারে এজেণ্ট যথেষ্ট পারিতোষিক পাইবেন। যিনি অধিক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সজ্জন নিজ নগরেই কার্য্য করিতে চাহিবেন, তিনি তথায় থাকিয়াই ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পদপ্রার্থিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইবেন।

সেক্রেটারি,
শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্,
বেনারস।

### নিগমাগমপুস্তকভাণ্ডার-কাশী, (বুক্‌ডিপো)

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার প্রকাশিত হিন্দুজাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি যাহাতে সুলভে একস্থানে পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুজাতির পুস্তকালয় নিগমাগমপুস্তকভাণ্ডার অনেক দিন হইতে ৺কাশীধামে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমহামণ্ডল-শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ এই স্বজাতীয় পুস্তক ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করায় ইহার স্থায়িত্ব নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিবে। নিম্নলিখিত পুস্তক গুলির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করুন।

১। সদাচারসোপান—কোমলমতি বালকবালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা প্রথম পুস্তক। বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার উপযোগিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক হিন্দুরই ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মূল্য ৵০ এক আনা মাত্র।

২। সাধনসোপান—উপাসনা ও সাধনপ্রণালী শিখিবার বিশেষ উপযোগী পুস্তক। বালকবালিকাগণকে প্রথম হইতে এই পুস্তক পাঠ করান উচিত। ইহা এত উপকারী যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে ইহাতে সাধন বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৩। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য—এই গ্রন্থরত্নে ৭ সাতটী অধ্যায় আছে। যথা—(১) আর্য্যজাতির অবস্থা-পরিবর্ত্তন। (২) চিন্তার কারণ (৩) ব্যাধি নির্ণয়। (৪) ঔষধপ্রয়োগ। (৫) সুপথ্যসেবন। (৬) বীজরক্ষা। (৭) মহাযজ্ঞসাধন। এই পুস্তকরত্ন হিন্দুজাতির উন্নতিবিষয়ের অসাধারণ গ্রন্থ। প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে বহুতর বিষয় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদর সমগ্র ভারতবর্ষে সমানভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। কয়েক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা মাত্র।

৪। কন্যাশিক্ষাসোপান—সুকুমারমতি বালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি সরল এবং ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়গ্রাহী। সরলা বালিকাগণ ভাবী আদর্শজীবন লাভের নিমিত্ত এই গ্রন্থরত্ন হইতে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপদেশ পাইতে পারেন। ইহার মূল্য ৴০ এক আনা মাত্র।

## নূতন ছাপাখানা।

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ কোম্পানী ৺কাশীধামে এক সুবৃহৎ ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ৩০০০০্ ত্রিশহাজার টাকা দিয়া বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে সুপ্রসিদ্ধ ল্যাজারস্ কোম্পানীর যে অতি বৃহৎ ছাপাখানা ছিল, তাহা ক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাপাখানায় হিন্দী, ইংরাজি, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভাষায় ছাপার কার্য্য সুলভে,

সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেক প্রকার টাইপ্, ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্ম নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন্!

সেক্রেটারি,

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ বেনারস।

## সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবে। "শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক কয়েক মাস হইল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্ম ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন, এই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে, বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকা। যিনি রেজিষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

সেক্রেটারি,

দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক

সমিতি লিমিটেড্

বেনারস।

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালী কম্পোজিটারের প্রয়োজন। যাহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

সেক্রেটারি,

দি, মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্।

বেনারস।

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রমে"র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট্, সংস্কৃতভাষা অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী, প্লিডার ডেরাদুন,

সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়কসভামহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্ম একজন এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি

…বশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন।

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন; ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মাসিক মুখপত্রসমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণেই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উহাদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সহায্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্কার এবং ছাপাই বিভাগের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভাসমুদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২্ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। যদি মহামণ্ডলের প্রধান প্রধান শাখা সভাসমূহ আপনাপন পক্ষ হইতে বৃত্তি দিয়া যথাযোগ্য ধর্ম্মোপদেশক প্রস্তুত করিবার জন্য নিজেরা মনোনীত করিয়া উপদেশশিক্ষার্থী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত ৺কাশীধামস্থ উপদেশক মহাবিদ্যালয়ে প্রেরিত করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে সমস্ত ধর্ম্মসভা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেণ্টগণ উপযুক্ত কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়
বেনারস।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক মহা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় জীবনাতিপাত করিতে

ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে, পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

---

# ত্রিশূল।

ত্রিশূল—হিন্দুসমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং ত্রিশূল সমুত্থানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ শক্তি বিকাশ।

### ইহার নূতনত্ব।

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতন ধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য 'জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড লায়েবিলিটি' কোম্পানীগঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বস্বামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার গ্রহণের ফারম্ টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফেরৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

### ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকায় সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

### নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তর দাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা কতক গুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল" পত্রে দ্রষ্টব্য।

### ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

ত্রিশূলপত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিশূল পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহকশ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া ত্রিশূল 'পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিশূল পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্যার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পত্র সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, পত্র সহ পাঠাইলে, উত্তর সত্বর পাইতে পারিবেন।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ—ত্রিশূল-কার্য্যাধ্যক্ষ।

ত্রিশূল কার্য্যালয়, কাশী।

## বিশেষ প্রার্থনা।

সাধারণ সভ্যগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় সহায়তার টাকা স্বয়ংই মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, তবে হিসাবাদি রাখিতে কোন রূপ অসুবিধা হয় না, কারণ টাকা পাওয়া মাত্রই জমা করা হয়। যাঁহাদের নিকট সহায়তার টাকা বাকী আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠান, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করি মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ এখন হইতে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

নিং

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা

সহকারী অধ্যক্ষ।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধান কার্য্যালয়।

## ধর্ম্মবক্তার প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য দুইজন সুযোগ্য ধর্ম্মবক্তার প্রয়োজন। বিশেষ পরিশ্রম করিলে মাসিক ৫০৲ ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে উপযুক্ত প্রশংসাপত্র সহ উপাধিও প্রাপ্ত হইবেন। পদপ্রার্থিগণ শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতায় অথবা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিবেন। আবেদন পত্রে বয়স ও যোগ্যতার পরিচয় বিশদরূপে লিখিতে হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা

সহকারী অধ্যক্ষ

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়।

৺কাশীধাম।

## বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষার মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নিদ্ধারিত করা, উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যকতা। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নিদ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকালপাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নিদ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম্ অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ১৫৲ পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নিদ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই পার্শ্বলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,

রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর।

প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সর্ব্বাধিক আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম ——————

দাতার পূরা নাম ——————

দাতার ঠিকানা ——————

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন ——————

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ ভাষার মুখপত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়।

বেনারস।

## সভ্যগণের বিশেষ সুবিধা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্ম্মকার্য্যের অধিকতর প্রচারকল্পে শ্রীমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যিনি নিজ দেয় চাঁদা শোধ করিবেন এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তিনি প্রতি পাঁচজন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিলে এবং উঁহাদের দেয় পাঁচটি টাকা পাঠাইলে এক টাকা পুরস্কার স্বরূপ ফেরত পাইবেন। অথবা পাঁচ জনের পাঁচ টাকার মধ্যে এক টাকা রাখিয়া দিয়া চার টাকা সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাইলে আমরা ঐ পাঁচজনকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব। যে সকল ধর্ম্মানুরাগী সভ্যমহোদয় মহামণ্ডলকে এইরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক লাভও হইবে এবং তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহিত মাসিকপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা<br>
সহকারী অধ্যক্ষ,<br>
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,<br>
বেনারস।

## শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী—<br>
শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার,<br>
শ্রীমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমুদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সে জন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশা করি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—<br>
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,<br>
সহকারী অধ্যক্ষ।

Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal Shastra Prakasak Samiti Press, Benares Cantonment, and Published from the Sri Bharat Dharma Mahamandal, Head Office—Benares City.

ধর্ম্মপ্রচারক।
বিজ্ঞাপন।



---

সুন্দর ভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই স্বজাতীয় ছাপাখানায় নিজ নিজ ছাপার কার্য্য প্রদান করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ছাপাখানাসম্বন্ধীয় অনেক প্রকার টাইপ্, ছোট বড় প্রেস, পুরাতন মেসিন, লিথোর প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এই ছাপাখানায় সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারি,

শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্, বেনারস কেণ্টনমেণ্ট।

## সংস্কৃতগ্রন্থ প্রচার।

শ্রীমহামণ্ডল ও এটোয়া—পুস্তকোন্নতিসভা অনেক অপ্রকাশিত অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, আশা হয় সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং জ্ঞানপ্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবে। "শ্রীমহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতিলিমিটেড্ ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার নিশ্চয় (উক্ত সমিতির গত ডাইরেক্টরস্ মিটিংয়ে) করা হইয়াছে। ঐ সকল সংস্কৃত পুস্তক কয়েক মাস হইল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বিদ্যাপ্রেমিক সজ্জনগনের সুবিধার জন্য ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই সকল গ্রন্থ মাসিক পুস্তকাকারে গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। ঐই পুস্তকমালার নাম বিদ্যারত্নাকর রাখা হইয়াছে, বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকা। যিনি রেজিষ্টারে নামভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

সেক্রেটারি,

মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশক

সমিতি লিমিটেড্,

বেনারস কেণ্টনমেণ্ট।

## বাঙ্গালী কম্পোজিটার চাই।

আমাদিগের প্রেসে বাঙ্গালী কম্পোজিটারের প্রয়োজন। যাঁহারা কাশীবাস করিয়া অল্প আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

সেক্রেটারি,

মহামণ্ডলশাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি লিমিটেড্,

বেনারস কেণ্টনমেণ্ট।

## আবশ্যকতা।

হরিদ্বার—"ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রমে"র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে একজন এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, যিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, গ্রাজুয়েট্, সংস্কৃতভাষা অভিজ্ঞ, দ্বিজাতি এবং যিনি এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। প্রার্থনাপত্র এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ জী. প্লিডার ডেরাদুন,

সভাপতি, ঋষিকুলব্রহ্মচারী আশ্রম।

## এজেণ্টের আবশ্যকতা।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়কসভামহোদয়গণের নিকট এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে, সেই সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য একজন এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পদপ্রার্থীর ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় নিপুণ হওয়া চাই এবং উঁহার বক্তৃতাশক্তি, সভাচাতুর্য্য আদি

আবশ্যকীয় গুণও থাকা চাই। যোগ্যতানুসারে বৃত্তি এবং পারিতোষিকও দেওয়া হইবে। পদপ্রার্থিগণ অবিলম্বে আবেদন করুন!

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল,
প্রধানকার্য্যালয়,
৺কাশীধাম।

## শাখাসভাসমূহের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সমস্ত শাখাসভার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন সভার মাসিক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট প্রতিমাস শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন; ঐ সকল রিপোর্টের সারাংশ মাসিক মুখপত্রসমূহে প্রকাশিত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণেই জানিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখ্যাতিও হইবে। সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য বিশেষরূপে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মসভাসমূহ শ্রীমহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উঁহাদের উচিত যে, মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করা। শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের উন্নতি কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন, কাশীবিদ্যাপীঠসংস্থা এবং ছাপাই বিভাগের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় আবশ্যক। শাখাসভাসমুদয়ের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব মহামণ্ডলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ায় জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসভা আপনাপন নামে ৺কাশীধামে এক এক ছাত্রবৃত্তি ২৲ টাকা অথবা তাহার অধিক নির্দ্ধারিত করেন, তবে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। যদি মহামণ্ডলের প্রধান প্রধান শাখা সভাসমূহ আপনাপন পক্ষ হইতে বৃত্তি দিয়া যথাযোগ্য ধর্ম্মোপদেশক প্রস্তুত করিবার জন্য নিজেরা মনোনীত করিয়া উপদেশশিক্ষার্থী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত ৺কাশীধামস্থ উপদেশক মহাবিদ্যালয়ে প্রেরিত করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। পুরাতন সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রেরণ করাইয়া এবং নূতন নূতন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য করান উচিত। শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সার্ব্বজনিক, উহা দুই এক ব্যক্তি করিতে সমর্থ নহে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মসভা একমত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দান না করিবে, সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। আশা করি—ভবিষ্যতে ধর্ম্মসভা নিজ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

নিবেদক—
শ্রীরামচন্দ্র নায়ক কালিয়া,
সংযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার পাঁচখানি মাসিকপত্রের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য সুযোগ্য এজেণ্টের আবশ্যকতা আছে। এই পাঁচ ভাষার মাসিকপত্র লক্ষ লক্ষ লোকে পাঠ করিয়া থাকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নিমিত্ত এজেণ্টগণ উপযুক্ত কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার মাসিকপত্র—
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস সিটি।

## ধর্ম্মবক্তা এবং সাধুদিগের সৎশিক্ষা।

৺কাশীপুরীর গুরুধামনামক স্থানে যোগ্য ধর্ম্মবক্তা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সৎশিক্ষার জন্য একটি উপদেশক মহা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহাতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগকে লওয়া হইবে। (১) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন এবং (২) সাধু সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় জীবনাতিপাত করিতে

ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিবেন তাঁহাদের আজীবন সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীমহামণ্ডল বহন করিবেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তাদিগের জন্য অনুকূল আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৃত্তির দ্বারা গৃহস্থগণ অনায়াসে নিজ গৃহস্থাশ্রমের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ সেবায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী শ্রীমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়ে, পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য লইয়া ভারতের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন।

## ত্রিশূল

"ত্রিশূল"—হিন্দুসমাজের মুখপত্র ও সাপ্তাহিক সংবাদ। শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সংরক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়তায় এবং "ত্রিশূল সমুত্থানের" তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

## এই পত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশানাশ এবং সমাজ শক্তি বিকাশ।

### ইহার নূতনত্ব

সম্পূর্ণ অভিনবপ্রণালীতে, নূতনভাবে ও নূতন ধরণে এই সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইল।

হিন্দু সাধারণের নিজস্ব সামগ্রী করিবার জন্য 'জয়েণ্ট ষ্টক্ লিমিটেড লায়েবিলিটি' কোম্পানী গঠন করিয়া তাহাতে ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বস্বামিত্ব সমর্পিত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। সম্ভাবিত লাভ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হইতে বার টাকা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং অংশ বা সেয়ার গ্রহণের ফারম্ টিকিটসহ পত্র লিখিলেই ফেরৎ ডাকে পাইতে পারিবেন।

### ইহাতে কি থাকিবে?

হিন্দুসমাজের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের নির্ভীক সমালোচনা, শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্র পুরাণাদিশাস্ত্রের প্রাধান্য মানিয়া হিন্দুসমাজের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত যে কোন ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণকর যে কোন বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার সহিত ইহাতে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই পত্রিকায় সম্পাদকের নিজমতের প্রতিকূল প্রস্তাবও পরম সাদরে গৃহীত হইবে। কোন তর্কীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য অনুকূল প্রতিকূল সকলপক্ষের কথা, যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে, ইহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, পত্রিকাসম্পাদকের তৎপক্ষে সর্ব্বক্ষণ বিশেষ যত্ন থাকিবে।

### নগদ টাকা পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থা।

সামাজিক বিষয়ের চিন্তাতে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি ত্রৈমাসিক নগদ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা, এবং সংস্কৃতচর্চ্চার উৎসাহ দানার্থে নূতন সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পাদ পূরণ ও প্রহেলিকা প্রশ্নাদির উৎকৃষ্ট উত্তর দাতৃগণের মধ্যে, বিতরণ জন্য মাসিক নগদ দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা কতকগুলি পুরস্কার এবং বহুতর পুস্তকাদি বিতরণের যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার নিয়ম "ত্রিশূল" পত্রে দ্রষ্টব্য।

### ইহার পরিচালন পদ্ধতি।

"ত্রিশূল" পত্রের পরিচালন কার্য্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার বিতরণ কার্য্য যাহাতে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এজন্য "ত্রিশূল সমুত্থান" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "ত্রিশূল" পত্রের অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহকশ্রেণীর রেজেষ্টারি বহিতে যাঁহাদের নাম থাকিবে, তাঁহাদের সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া "ত্রিশূল" পত্রের পরিচালনসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। এই পত্র সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় "ত্রিশূল" পত্রে জানা যাইবে।

এই পত্রে প্রকাশ্য প্রবন্ধ, পত্র, সমস্তার উত্তর, এবং সমালোচনার জন্ম পুস্তকাদি পত্র সম্পাদকের নিকট এবং মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। কৃপা করিয়া একখানি রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, পত্র সহ পাঠাইলে, উত্তর সত্বর পাইতে পারিবেন।

শ্রীজংবাহাদুর সিংহ—ত্রিশূল-কার্য্যাধ্যক্ষ।
"ত্রিশূল" কার্য্যালয়, কাশী।

## বিশেষ প্রার্থনা।

সাধারণ সভ্যগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় সহায়তার টাকা স্বয়ংই মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, তবে হিসাবাদি রাখিতে কোন রূপ অসুবিধা হয় না, কারণ টাকা পাওয়া মাত্রই জমা করা হয়। যাঁহাদের নিকট সহায়তার টাকা বাকী আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠান, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করি মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ এখন হইতে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

নিং
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
সহকারী অধ্যক্ষ।
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধান কার্য্যালয়।

## ধর্ম্মবক্তার প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্ম দুইজন সুযোগ্য ধর্ম্মবক্তার প্রয়োজন। বিশেষ পরিশ্রম করিলে মাসিক ৫০৲ ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে উপযুক্ত প্রশংসাপত্র সহ উপাধি ও প্রাপ্ত হইবেন। পদপ্রার্থিগণ শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট, ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অথবা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিবেন। আবেদন পত্রে বয়স ও যোগ্যতার পরিচয় বিশদরূপে লিখিতে হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,
সহকারী অধ্যক্ষ।
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়।
৺কাশীধাম।

## ম্যালেরিয়া এবং সাধারণ প্লেগ নিবারণের ঔষধ।

বাটলি ওয়ালার এগিউ মিকশ্চার ব্যবহার করুন! মূল্য ১৲ টাকা।

বাটলি ওয়ালার কলেরল্—কলেরার সর্ব্বোত্তম ঔষধ। মূল্য ১৲ টাকা।

বাটলি ওয়ালার শক্তিবর্দ্ধক বটি—সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া থাকে। মূল্য ১৷৹ টাকা।

বাটলি ওয়ালার দন্তমঞ্জন—ইংরাজী ও দেশী উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত, ইহাতে জায়ফল ও কার্ব্বলিক প্রভৃতি মিশ্রিত আছে। মূল্য ।৹ আনা।

বাটলি ওয়ালার দদ্রু নিবারক ঔষধ—ইহা ব্যবহারে শীঘ্রই দদ্রুরোগ আরাম হয়। মূল্য ।৹ আনা।

এই ঔষধগুলি সর্ব্বপ্রকার ঔষধ বিক্রেতাদিগের নিকট এবং ডাক্তার এম্, এল্, বাটলি ওয়ালা বরলী, দাদার—বোম্বাই এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

## বিশেষ সহায়কগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সাহায্যকারী সজ্জন এবং বিশেষ সহায়কগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া এখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ ভাষার মাসিকপত্রের বিশেষ উন্নতি, কাশী বিদ্যাপীঠের উন্নতির জন্য অনেক ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করা, উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিমাসে অধিক অর্থের আবশ্যকতা। যে সকল মহাশয়গণ এখনও নিজ নিজ অঙ্গীকার অনুসারে 'এককালীন' দান পাঠান নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বীকৃত দান পাঠাইবেন। যে সকল মহাশয়ের নিকট মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাহাও পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আর অন্যান্য মহাশয়গণ, যাঁহারা এখনও শ্রীমহামণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য দানে কৃপা করেন নাই, তাঁহারাও এই সময় যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। আমাদিগের সহায়কগণ যদি স্বয়ং এবং স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবগণ দ্বারা ৺কাশীধামে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে কিছু ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বড় উপকার হয়। এইরূপ দেশকালপাত্রানুরূপ সাত্ত্বিকদানদ্বারা তাঁহাদিগের সুযশ এবং সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। যিনি এই প্রকার ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, তিনি পার্শ্বের মুদ্রিত ফারম্ অনুসারে পত্র লিখিবেন। মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ১৫৲ পনের টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যত টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন, তাহা এই পার্শ্বলিখিত ফারম্ অনুসারে লিখিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,

রাজাবাহাদুর—তাহেরপুর,।

প্রধানমন্ত্রী।

---

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো-জয়তি।

## ছাত্রবৃত্তিদানের ফারম্।

শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ ভারতবর্ষ মহামণ্ডল।

প্রধানকার্য্যালয়—৺কাশীধাম।

আমি সমধিক আনন্দপূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার উন্নতির জন্য কাশীবিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি বর্ত্তমান মাস হইতে দেওয়ার অভিলাষে এই ফারম্ পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছি। এই সঙ্গে দুই মাসের ছাত্রবৃত্তি টাকা পাঠাইতেছি। বিল আসিলে পর ভবিষ্যতে একমাসের অগ্রিম বৃত্তি সর্ব্বদা পাঠাইতে থাকিব। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইবে। যে ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নাম বিলের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রবৃত্তির নাম————————

দাতার পুরা নাম————————

দাতার ঠিকানা————————

দান আরম্ভ করার তারিখ, মাস ও সন————————

---

## সূচনা।

শ্রীমহামণ্ডলের পাঁচ ভাষার মুখপত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার বিচার করা হইয়াছে। যদি উহার ব্যবস্থা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, কোন ত্রুটি বোধ হয় অথবা উন্নতি বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

স্বামী দয়ানন্দ,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধানকার্য্যালয়,

বেনারস।

## সভ্যগণের বিশেষ সুবিধা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার এবং ধর্ম্মকার্য্যের অধিকতর প্রচারকল্পে শ্রীমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রীমহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যিনি নিজ দেয় চাঁদা শোধ করিবেন এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তিনি প্রতি পাঁচজন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি করিলে এবং উঁহাদের দেয় পাঁচটি টাকা পাঠাইলে এক টাকা পুরস্কার স্বরূপ ফেরত পাইবেন। অথবা পাঁচ জনের পাঁচ টাকার মধ্যে এক টাকা রাখিয়া দিয়া চার টাকা সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাইলে আমরা ঐ পাঁচজনকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব। যে সকল ধর্ম্মানুরাগী সভ্যমহোদয় মহামণ্ডলকে এইরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক লাভও হইবে এবং তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহিত মাসিকপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
সহকারী অধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
বেনারস।

## শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কাশীধামের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনাথ, দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকাগণকে অন্নবস্ত্র দান এবং আশ্রয়হীন সংস্কৃত বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থিগণকে সহায়তাকল্পে এবং সকল প্রকার সাত্ত্বিক দানের উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেন্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে কোন সজ্জন, ধার্ম্মিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ এই মহাতীর্থস্থ দানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিবহে সাত্ত্বিক দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সহায়তা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন বা পত্র লিখিলে ইহার নিয়মাবলী পাইতে পারিবেন।

সেক্রেটারী—
শ্রীবিশ্বনাথঅন্নপূর্ণাদানভাণ্ডার,
শ্রীমহামণ্ডল—প্রধানকার্য্যালয়, বেনারস।

## সাধারণ সভ্যগণের নিকট নিবেদন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পাঁচভাষার মুখপত্রের যে প্রকার উন্নতি করা হইয়াছে, তাহা সভ্যমহোদয়গণ বিদিত আছেন। ভবিষ্যতে সকল সংবাদপত্রই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। মাসিকপত্রের আকার বৃদ্ধি হওয়ায়, সম্পাদকগণের নিয়োগ কার্য্যে এবং পত্রসমুদয় সচিত্র করিতে অধিক ব্যয় হইতেছে। সাধারণ সভ্যমহোদয়দিগের নিকট হইতে বার্ষিক যে চাঁদা লওয়া হয়, উহা নাম মাত্র, উহাতে এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ কখনও হইতে পারে না। তথাপি মহামণ্ডল সে জন্য চিন্তিত নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ন্যায় স্বজাতীয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য সভ্যমহোদয়েরা বার্ষিক একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিতেও কুণ্ঠিত! সম্প্রতি মহামণ্ডলের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের কৃপা করা উচিত। যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট পূর্ব্বকার চাঁদা বাকি আছে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চাঁদা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন, যে সকল মহোদয় সমস্ত চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ উপাস্য দেবের পবিত্র ও মনোহর চিত্রের সহিত একটী মূল্যবান্ মানপত্র দেওয়া হইবে। এই সচিত্র মানপত্র অতি সুন্দর হওয়ায় সভ্যমহোদয়দিগের গৃহ-শোভা বৃদ্ধি করিবে। আশা করি—সমস্ত সভ্যমহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত স্ব স্ব চাঁদা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদক—
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা,
সহকারী অধ্যক্ষ

Printed by A. C. Chakravarty at the Mahamandal Shastra Prakasak Samiti Press, Benares Cantonment, and Published from the Sri Bharat Dharma Mahamandal, Head Office—Benares City.